[আগস্ট ১৯৪৪ সালে]

ভ্লাদিমির বোগোমোলভ

বিংশ শতাব্দী

প্রকাশক :

মৈত্রালী মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দী, ৭৫/সি, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

সোভিয়েত গ্রন্থ The Moment of Truth (In August '44)—

গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ

অনুবাদ : বিংশ শতাব্দী

মুদ্রণ : বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স, ৫১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

সেই কজনের উদ্দেশ্যে, যাদের কাছে অনেকে অনেকভাবে ঋণী...

১। আলিওখিন, তামান্তসেভ, ব্লিনভ

"যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্ত তদন্ত দল" হিসাবে সরকারী ভাবে মনোনীত হয়েছিল এই তিনজন। ড্রাইভার সার্জেন্ট খিঝনিয়াক সমেত একটা গাজ-আ লরী তাদের দেওয়া হয়েছিল।

ছ'দিন ধরে ব্যাপকভাবে ব্যর্থ তল্লাসী চালিয়ে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে তারা যখন সদর দপ্তরে ফিরল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এবং এ বিষয়ে ওরা নিশ্চিত হয়েছিল যে অন্ততঃপক্ষে কাল সকাল পর্যন্ত তারা ঘুমোতে পাবে আর ক্লান্তির ভাব কাটিয়ে উঠে শক্তি ফিরে পেতে পারবে। অথচ তাদের ভারপ্রাপ্ত-আধিকারিক ক্যাপ্টেন আলিওখিন পৌঁছানো সংবাদ দাখিল করা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে হুকুম পেলো শিলোভিচি জেলায় গিয়ে তল্লাসীর কাজ অব্যাহত রাখার। দু ঘন্টা পরে—লরীতে তেল ভরা আর পরিখা-খননকারী দলের একজন অতি উৎসাহী অফিসারকে দিয়ে দলটিকে নির্দেশ ইত্যাদি দেবার পর, তারা বেরিয়ে পড়লো।

ভোরের আগেই তারা প্রায় একশ মাইল পথ পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। সূর্য এখনও ওঠে নি, কিন্তু অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে, তখন খিজনিয়াক লরী থামালো, পাদানীর ওপর দাঁড়িয়ে লরীর পিছন দিকে ঝুঁকলো, আলিওখিনকে ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙ্গাতে হবে।

ক্যাপ্টেন ছিপছিপে মানুষ, মাঝারী উচ্চতা, রোদেপোড়া তামাটে মুখ, সূর্যের আলো লেগে সাদা হয়ে গেছে ভ্রূগুলো, যার ফলে তার মানবিক অনুভূতিগুলোর স্বরূপ বোঝা যায় না। যে ওভারকোটটা ঢাকা দিয়ে সে শুয়ে ছিল সেটা সরিয়ে উঠে বসলো, কাঁপুনি ধরেছে। লরীটা দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার

পাশ ঘেঁষে। চারদিক বেশ শান্ত, বাতাসে টাটকা শিশিরের গন্ধ। সামনে মাইলখানেক দূরে কয়েকটা কুঁড়ে ঘরকে ছোট ছোট কালো পিরামিডের মতো দেখতে লাগছিল।

"শিলোভিচি". ঘোষণা করলো খিজনিয়াক। তার পর বনেটের একদিকে ঢাকাটা খুলে ইঞ্জিনটা দেখতে লাগলো। "আরো কাছে এগিয়ে যাবো কি?"

"না", আলিওখিন চারদিকটা দেখে নিয়ে উত্তর দিল, "এতেই চমৎকার কাজ হবে।"

বাঁ-দিকে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা নদী, পাড়গুলো শুকনো, আর ঢালু-ভাবটা ভীষণভাবে খাড়াই। রাস্তার ডান দিকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত কাটা-ফসলের ক্ষেত, তারপর কিছুটা ঝোপঝাড় ভর্তি মাঠ, তারপর একটা বন। এই বনটা থেকেই প্রায় এগারো ঘন্টা আগে বেতার মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল। দূরবীণ দিয়ে ভাল করে দেখলো আলিওখিন একবার, তারপর লরীর পিছন দিকে ঘুমন্ত অফিসার দুজনকে জাগাবার ব্যবস্থা করল।

ওদের মধ্যে একজন হলো হালকা রঙের চুলওলা আন্দ্রেই ব্লিনভ, বয়স প্রায় কুড়ি, ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও খড়ের ওপর উঠে বসলো, ঘুমের আবেশে গাল তখনও ফোলাফোলা। চোখ রগড়ে তাকালো আলিওখিনের দিকে, কী হচ্ছে সেটা যেন একটুও বুঝতে পারছে না।

অন্য যে অফিসারটিকে জাগানো আদৌ সহজ হচ্ছিল না, সে হল সিনিয়র লেফটেনান্ট তামান্তসেভ। একটা বিনা হাতার বর্ষাতিতে মাথা ঢেকে ঘুমোচ্ছিল সে এবং ওরা যখন ওকে জাগাবার চেষ্টা করছিল তখন আধ ঘুমন্ত অবস্থাতেই গলা-বন্ধ করার দড়িটা টেনে চোখ বুজে এলোপাথাড়ি পা চালাতে শুরু করল, আর ধপাস করে পাশ ফিরে আবার শুয়ে পড়ল। ওকে আর শুয়ে থাকতে দেওয়া হবে না, এটা বুঝতে পারার পর শেষ পর্যন্ত বর্ষাতিটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসলে ও। শিয়ালের মতো ঘন ভ্রূ জোড়ার নীচে তার বিষাদময় গাঢ় বাদামী চোখ দিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করল; তারপর বিশেষ কারুর দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কোথায় আছি আমরা?"

ব্লিনভ আর খিঝনিয়াক আগেই নেমে গেছে নদীর পাড়ে, হাত-মুখ ধুচ্ছে, সেদিকে নামতে নামতে অলিওখিন বললো, "চলে এসো, ক্লান্তি কাটিয়ে একটু ঝরঝরে হয়ে নেওয়া যাক।"

উঁকি মেরে নদীটা দেখলো তামান্তসেভ, জোরে থুতু ফেলে লরীর পাশটা প্রায় না ছুঁয়েই শরীরটাকে ভাসিয়ে মাটিতে নেমে এলো লাফিয়ে। ব্লিনভের মতো তামান্তসেভও বেশ লম্বা, তবে কাঁধটা আরও চওড়া, কোমরটা আরও সরু, পেশীবহুল পেটানো শরীর। হাত-পা টান টান করে দাঁড়ালো, ভ্রূ কুঁচকে চারপাশটা দেখে নিয়ে নদীর পাড়ে নেমে গেল। উর্দিটি খুলে রেখে হাত-মুখ ধুতে শুরু করল।

জলটা ঝরণার জলের মতো ঠাণ্ডা আর কাকচক্ষু। তবুও তামান্তসেভ মন্তব্য করল যে পাঁকের গন্ধ বের হচ্ছে। "আরে বলছি শোনো, সব নদীর জলেই পাঁকের গন্ধ থাকে, এমন কি দ্নীপার নদীতেও।"

"সমুদ্র ছাড়া আর কিছুতে তোমার মন ভরবে না জানি", মুখ মুছতে মুছতে বললো আলিওখিন।

"নিজেই ভ্যাখো।...নাঃ, তুমি বুঝতে পারবে না", দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো তামান্তসেভ ক্যাপ্টেনের দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে; তারপর চকিতে মুখ ফিরিয়ে অধিনায়কোচিত রুক্ষ অথচ আমুদে গলায় বললো খিঝনিয়াক, প্রাতরাশ ক...ই...ই?"

"চেপে যাও ভাই, প্রাতরাশ-টাতরাশ আর হচ্ছে না। স্যাণ্ডউইচ দিয়েই চালিয়ে নিতে হবে", আলিওখিন হাত তুলে দেখালো।

"আহা কি সুখেরই না সময়! খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, শোয়ার ব্যবস্থা নেই!..."

মাঝপথে বাধা দিয়ে আলিওখিন হুকুম দিল, "তোমাদের সঙ্গে লরীতে ফিরছি", তারপর খিঝনিয়াকের দিকে ফিরে বলল, "তুমি চারপাশটা একটু ঘুরে নাও।"

অফিসাররা ফিরে এসে লরীতে উঠলো। সিগারেট ধরিয়ে নক্শার খাপ থেকে বড়-স্কেলের একটা নতুন নক্শা বের করে প্লাইউডের সুটকেসের ওপর বিছিয়ে দিল। জায়গাটা আন্দাজ করে নিয়ে শিলোভিচির ঠিক উত্তর দিকে একটা জায়গা পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করল।

"এইখানে আছি আমরা।"

"ঐতিহাসিক জায়গা!" রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো তামান্তসেভ।

"কোমর বাঁধো!' কড়া গলায় বলল আলিওখিন আর ওর মুখে চোখে অফিসারসুলভ ভাবটা ফুটে উঠল। "নির্দেশগুলো ঠিকমত শুনে নাও।...

এইখানে একটা জঙ্গল আছে দেখতে পাচ্ছ", অলিওখিন নক্শার একটা জায়গা দেখালো, "গতকাল সন্ধ্যে ৬টা আন্দাজ এর কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে সর্ট-ওয়েভ বেতার যন্ত্রের সাহায্যে একটা খবর পাঠান হয়েছিল।"

"তুমি বলছ এটা সেই বেতার-প্রেরক যন্ত্রটা", ব্লিনভ প্রশ্ন করল সামান্য দ্বিধার সঙ্গে।

"হ্যাঁ।"

"খবরটা কি ছিল ?" সঙ্গে সঙ্গে তামান্তসেভ জানতে চাইল।

কথাটা যেন কানে যায় নি এমন ভাব দেখিয়ে আলিওখিন বলতে থাকল, "বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে খবরটা পাঠান হয়েছিল এই খোলা চত্বরটা থেকেই। এবং আমরা··· ।"

"এ ব্যাপারে এন. এফ.* কি বলেন ?". মাঝপথে টুক করে বলে উঠল তামান্তসেভ।

এ প্রশ্নটা ও সব সময়ে করবে বলে ঠিক করে রাখে। প্রায় প্রত্যেকবারই ও জানতে চায় এন. এফ. কি কি বলেছেন, এন. এফ. কি ভেবেছেন এবং ব্যাপারটা এন. এফ.-র সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে কি না।

"জানি না, উনি ওখানে ছিলেন না", আলিওখিন বলল, "চল, যাওয়া যাক, জঙ্গলটাকে দেখতে হবে ভাল করে···"

"যে খবর পাঠান হয়েছিল তার বয়ানটা কি···?" তামান্তসেভ নাছোড়বান্দা।

গলাটা সামান্য একটু চড়িয়ে আলিওখিন আবার আগের কথার পুনরাবৃত্তি করল, "জঙ্গলটাকে দেখতে হবে ভাল করে। সদ্য সদ্য যাতায়াত করা হয়েছে এমন একটা পথের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া আমাদের দরকার। এক দিনের বেশি পুরনো না হয় যেন দাগটা। এটা হবে তোমাদের এলাকা", বলে পেন্সিলের হালকা দাগ দিয়ে জঙ্গলের উত্তর দিকটা তিনটে ভাগে ভাগ করল আলিওখিন। কোন বিশেষ বিশেষ জায়গাতে

---

* এখানে যুদ্ধ সীমান্তের পালটা-গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত বিভাগের অধিনায়ক লেফটেনান্ট-কর্ণেল নিকোলাই ফিওদরোভিচ পলিয়াকভের কথা বলা হচ্ছে—*লেখক*

গিয়ে কি করতে হবে সেটা অফিসারদের দেখিয়ে দিয়ে আর বিস্তারিত-ভাবে বর্ণনা করার পর সে বলতে লাগল, "এই চত্বরটা থেকে আমরা যাত্রা করব, যেটা বিশেষ সাবধানে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে, তারপর আমরা বনটার একেবারে ধারে চলে যাব। সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত তোমরা তল্লাস চালিয়ে যাবে, তারপর কোন কারণেই আর বনের মধ্যে থাকা চলবে না। শিলোভিচিতে আমাদের দেখা হবে। ঐ ছোট ঝোপটার পাশে কোন এক জায়গায় আমাদের লরীটা থাকবে।"

আলিওখিন হাত বাড়িয়ে একটা দিক দেখালো, আন্দ্রেই আর তামান্তসেভ সেই দিকটা দেখে নিল। "কাঁধ থেকে তকমা আর মাথা থেকে টুপি সরিয়ে নাও, কাগজপত্র সব রেখে যাও—অস্ত্রগুলোও লুকিয়ে রাখবে যাতে চট করে চোখে না পড়ে। বনের মধ্যে হঠাৎ যদি কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।"

তামান্তসেভ আর আন্দ্রেই উর্দি থেকে কলার আর কাঁধ থেকে তকমা-গুলো খুলে নিল; জোরে শ্বাস নিয়ে আলিওখিন বলল, "প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক হয়ে এগোবে। মাইন পাতা আছে কিনা সব সময়ে লক্ষ্য রাখবে। হঠাৎ আক্রান্ত হলে লুকিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী থাকবে। ভুলে যেও না এই বনেই ওরা বাসোসকে মেরেছে।"

সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ঘড়িটা এক নজরে দেখে নিয়ে আলিওখিন উঠে দাঁড়াল, নির্দেশ দিল, "এগোনো যাক!"

২। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র*

প্রতিবেদন

যুদ্ধ সীমান্তে লাল ফৌজের পশ্চাদভাগে অবস্থিত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধ সীমান্তের "স্মার্শ"** পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধিনায়কের জন্য একটি প্রতিলিপি।

১৩ই আগস্ট, ১৯৪৪

---

* এখন থেকে নথীপত্রের গোপনীয়তার মাত্রা বুঝাবার জন্যে বিশেষ চিহ্নগুলি, উচ্চ পদমর্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য এবং সরকারী

[পর পৃষ্ঠায়]

আক্রমণ শুরু হবার পর থেকে (১১ই আগস্ট তারিখ পর্যন্ত এই শেষ সাত সপ্তাহ ধরে আমাদের যুদ্ধ সীমান্তে ও পশ্চাদভাগে অভিযানের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত পরিস্থিতিকে নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—

১। আমাদের সেনাদল একটি অভিযানে সফল হয়েছে যদিও যুদ্ধ-সীমান্ত বরাবর সর্বত্র তাদের অগ্রগতি সমান হয় নি, কোন কোন ক্ষেত্রে তারা শত্রুবাহিনী ভেদ করে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তিন বছরেরও ওপর জার্মানদের দখলে থাকা পুরো বাইলোরুশিয়া আর লিথুয়ানিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলকে এখন মুক্ত করা হয়েছে ;

২। প্রায় ৫০টিরও বেশি ডিভিশন বিশিষ্ট শত্রু বাহিনীর কেন্দ্রীয় দলটিকে ছত্রভঙ্গ করা গেছে :

৩। মুক্ত করা রাজ্যগুলি শত্রু পক্ষের পিটুনি দল আর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্টে এবং তাদের দুষ্কর্মের সহযোগী ও মাতৃভূমির বিশ্বাসঘাতকে ভরে গেছে, তাদের মধ্যে অনেকে, নিজেদের ক্রিয়াকলাপের অজুহাত দেখানোর ব্যাপারটা এড়াবার জন্যে আত্মগোপন করেছে, এবং দল বেঁধে জঙ্গলে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা খামারগুলিতে লুকিয়ে থাকতো।

৪। আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে এখন মূলবাহিনী থেকে

টীকা-টিপ্পনী (যেমন পাঠাবার তারিখ, প্রেরকের নাম, প্রাপক ও অন্যান্য ব্যক্তির নাম) এবং সরকারী কাগজপত্রের সংখ্যাগুলিও বাদ দেওয়া হবে। সরকারী দলিলপত্রের বয়ানে এবং উপন্যাসটির অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু সেনাপতি ও উচ্চ পদমর্যাদার অফিসারদের পদবী বদলানো হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কিছু সামরিক সংগঠন ও দলের এবং পাঁচটি ছোট গ্রামেরও নাম বদলানো হয়েছে—*লেখক*

** "স্মার্শ" কথাটি "স্মার্ট শপিওনাম" (গোয়েন্দার জন্য মৃত্যু) হলো ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামরিক পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের নাম। এই বিভাগটি ছিল প্রতিরক্ষার গণ-কমিসারিয়েতের অধীনে। এই কৃত্যকের সংস্থা সরাসরি দায়ী থাকতো সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এবং প্রতিরক্ষা কমিসার স্তালিনের কাছে—*লেখক*

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দলছুট শত্রু, সৈন্য ও অফিসারদের শত শত দল ঘুরে বেড়াচ্ছে ;

৫। মুক্তিপ্রাপ্ত রাজ্যগুলিতে সশস্ত্র সংগঠন এবং জাতীয়তা-বাদী সংগঠনের নানা গুপ্ত দল আছে এবং রাহাজানির ঘটনা প্রায়ই ঘটছে ;

৬। স্তাভকা থেকে পাওয়া নির্দেশ অনুসারে আমাদের সেনা-দলকে যখন নতুন ভাবে দলবদ্ধ করা হচ্ছে এবং নতুন জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে, তখন শত্রু পক্ষ সোভিয়েত উচ্চ কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা জানবার জন্যে চেষ্টা করছে এবং পরবর্তী অভিযান কোথায় চালানো হবে এবং কি পরিমাণ বাহিনী নিয়ে, তা জানতে চাইছে।

অতিরিক্ত বিষয়—

১। ঘন ঝোপঝাড়ে ভরা বড় বড় এলাকাসহ বনভূমির প্রাধান্য যুদ্ধার্থে সজ্জিত করার ব্যাপারটা এড়ানোর জন্যে দলছুট শত্রু, নানা ধরনের দল আর মানুষদের দলগুলির পক্ষে আত্মগোপনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ;

২। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক যুদ্ধাস্ত্র ফেলে যাওয়া হয়েছে, ফলে শত্রুর লোকেরা সুযোগ পাচ্ছে নিজেদের সশস্ত্র করে নিতে ;

৩। সোভিয়েত শাসন-ক্ষমতা এবং সংস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্থাগুলিতে, বিশেষ করে সর্বনিম্ন স্তরে কর্মিবৃন্দের অভাব ও তাদের অপটুতা পরিলক্ষিত হচ্ছে ;

৪। যুদ্ধ সীমান্তের একটা বড় অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্যে স্থাপিত বহুসংখ্যক যন্ত্রপাতির জন্য নির্ভর-যোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে ;

৫। যুদ্ধ সীমান্তের দলগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে মানুষের ঘাটতি আছে, ফলে যখন শত্রুর পশ্চাদভাগের পরাজিত শত্রু বাহিনীর অবশিষ্ট সৈনিকদের খুঁজে গ্রেপ্তার করার অভিযান চালাবার দরকার হবে তাদের সহায়তার উপর নির্ভর করা কঠিন হয়ে উঠবে।

দলছুট জার্মানদের কয়েকটি দল

জুলাই মাসের প্রথমার্ধে শত্রুপক্ষের সৈন্য ও অফিসারদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দলগুলি একটিমাত্র সাধারণ লক্ষ্য অনুসরণ করে চলেছিল। তারা গুপ্তভাবে কিংবা লড়াই করে পথ তৈরী করে নিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছিল, আমাদের সেনাদলের যুদ্ধাবস্থানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, উদ্দেশ্য নিজেদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। যদিও ১৫ই জুলাই থেকে ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে জার্মান উচ্চ-কর্তৃপক্ষ সাংকেতিক ভাষায় বেতারের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠিয়েছিল এইসব দলছুট দলগুলিকে, যদি অবশ্য তাদের কাছে প্রেরক-যন্ত্র আর সংকেত-লিপির বইগুলো তখনও থেকে থাকে, যেন তারা আমাদের যুদ্ধ-সীমান্ত রেখা ভেদ করে এগোবার চেষ্টা না করে, পক্ষান্তরে তারা যেন আমাদের অভিযান সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের পশ্চাদভাগে থাকে এবং লাল ফৌজের দলগুলির অবস্থা, শক্তি ও গতিবিধি সম্বন্ধে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠাতে পারে। এ ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছিল যে, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নিজেদের গোপন রেখে এই দলগুলির উচিত সাবধানের সঙ্গে আমাদের রেলপথ আর স্থলভাগের উপর দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নজর রাখা, যে সব মাল পাঠানো হচ্ছে সেগুলি কি ধরনের এবং তাদের পরিমাণ কি তা জানানো এবং সৈন্যদের এককভাবে বন্দী করা এবং তার চেয়েও ভাল হয় যদি অফিসারদের বন্দী করা এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের খতম করে দেওয়া হয়।

আত্মগোপনকারী জাতীয়তাবাদী সংগঠন ও দল

১। যেটুকু তথ্য আমাদের করায়ত্ত হয়েছে সেই অনুসারে লণ্ডনস্থ দেশান্তরী পোল সরকার কর্তৃক সমর্থিত নিম্নলিখিত গুপ্ত সংগঠনগুলি আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে

আছে। নারোদোই সাইলি জ ব্রোজনে, আরমিজা ক্রাজোয়া* এবং নিয়েপোদলেগলোশ্চ, সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ হল গঠিত হয়েছে ভিলনিয়াস দি ডেলিগাটুরা রজাত্ শহরের নিকটস্থ লিথুয়ানিয়া এস.এস.আর রাজ্যে।

উপরোক্ত বে-আইনী দলগুলির আসল অংশ গড়ে উঠেছিল পোল্যাণ্ডের অফিসার, সংরক্ষিত বাহিনীর নন-কমিশণ্ড অফিসার, বুর্জোয়া সম্প্রদায় ও ভূমি-মালিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং কিছু কিছু বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। এই দলগুলিকে নির্দেশ পাঠাতেন লণ্ডন থেকে জেনারেল সোসনকোস্কি তাঁর পোল্যাণ্ডস্থিত প্রতিনিধিদের ও জেনারেল "বোর" (কাউন্ট টডিউসজ কোমোরোস্কি) এবং "গ্রেজেগর্জ" (পোলেজিনস্কি) এবং "নিল" (ফিলডফ') এই দুজন কর্ণেলের মাধ্যমে।

এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে লণ্ডন কেন্দ্র পোল আত্ম-গোপনকারীদের কাছে নির্দেশনামা পাঠিয়েছিল লাল ফৌজের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে প্রচণ্ড মাত্রায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাবার জন্য এবং এ ব্যাপারে তাদের বলা হয়েছিল আত্মগোপন করা অবস্থাতেই বেশির ভাগ ডিটাচমেণ্ট ও আগে থাকতে স্থাপিত বেতার কেন্দ্র ও অস্ত্রশস্ত্র কার্যোপযোগী করে রাখতে। এই বছরের জুন মাসে কর্ণেল ফিলডফ' যখন ভিলনিয়াস এবং

---

* এ.কে. (আরমিজা ক্রাজোয়া)—লণ্ডনস্থ পোল দেশান্তরী সরকার কর্তৃক গঠিত গুপ্ত সামরিক সংগঠন—যা খোদ পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ লিথুয়ানিয়া এবং বাইলোরুশিয়া আর ইউক্রেনের পশ্চিমাংশে সক্রিয় ছিল। ১৯৪৪ ৪৫ সালে লণ্ডন কেন্দ্রের নির্দেশে বহু এ.কে. ডিটাচমেণ্ট সোভিয়েত পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ চালায়, লাল ফৌজের সেনা ও অফিসারদের এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় সোভিয়েতের পদস্থ কর্মীদের হত্যা করে; তাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল গুপ্তচর ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাবার জন্যে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সব কিছু লুঠ করে নিতে। প্রায়শই এ.কে. সেনারা লাল ফৌজের উর্দি পরিধান করত—লেখক

নোয়োগ্রোদেক পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন তিনি তাঁর সৈনাদের সরেজমিনে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে লাল ফৌজ পৌঁছলে তাদের কাজ হবে (ক) সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের কাজকর্মে অন্তর্ঘাত করা ; (খ) সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা এবং সোভিয়েত অফিসার, সৈন্য, স্থানীয় নেতা ও পার্টির লোকজনদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালানো ; (গ) লাল ফৌজ এবং তার পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা এবং সাংকেতিক লিপির মাধ্যমে তা সরাসরি লণ্ডনস্থ গোয়েন্দা বিভাগকে ও জেনারেল "বোর"কে (কোমোরোস্কি) পাঠানো।

২৮শে জুলাই "ধরে-ফেলা" বেতার সংবাদের সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধার করে দেখা গেল লণ্ডন কেন্দ্র সকল গুপ্ত সংগঠনগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে লুবলিনে স্থাপিত, পোল জাতীয় মুক্তি কমিটিকে স্বীকৃতি না দিতে এবং তার কর্মতৎপরতায় বাধা দিতে, বিশেষ করে ওজস্কো পোলস্কিয়েতে লোক ভর্তি করার ব্যাপারে। ঐ সংবাদেই যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে সক্রিয় সামরিক অনুসন্ধানকার্য চালানোর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যার জন্য সমস্ত রেলজংশনে সব সময় নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

সবচেয়ে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী ও অন্তর্ঘাতী দলগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভোক্ (রুদনিৎস্কি বনাঞ্চলে), ক্রিস (ভিলনিয়াস শহরের কাছে) এবং র‍্যাগনার (প্রায় ৩০০ জন) লিডা শহরের কাছে।

২। নিজেদের "লিথুয়ানীয় পার্টিজান" হিসেবে উল্লেখকারী তথাকথিত এল.এল.এ-র সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিতাড়িত ব্যক্তিদের দলগুলি লিথুয়ানিয়ার মুক্তাঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠেছে স্থানীয় জঙ্গল আর গ্রামে আশ্রয় নিয়ে ও আত্মগোপন করে।

এই বে-আইনী দলগুলির মেরুদণ্ড প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে যাদের নিয়ে তারা হল প্রাক্তন পুলিশ, জার্মানদের অন্যান্য সক্রিয় দুষ্কর্মের সহযোগী, প্রাক্তন লিথুয়ানিয়ার সৈন্যবাহিনীর

অফিসার ও নন-কমিশণ্ড অফিসারবর্গ, ভূস্বামী ও কুলাক শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দ ও অন্যান্য শত্রুভাবাপন্ন দল। উক্ত দলগুলির কর্মতৎপরতা সমন্বিত হয় লিথুয়ানীয় জাতীয় ফ্রন্ট কমিটির দ্বারা, যাদের উদ্যোক্তা ছিল জার্মান উচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং তার গোয়েন্দা বিভাগগুলি।

বর্তমানে গ্রেপ্তার হওয়া এল.এল.এ. সদস্যরা একথা সত্য বলে স্বীকার করেছে যে লিথুয়ানিয়ার গুপ্ত প্রতিরোধকারী দলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শুধু সোভিয়েত কর্মচারী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের উপর সন্ত্রাসের বীভৎস অত্যাচারের উস্কানি দেওয়ার জন্যই নয়, সেই সঙ্গে লাল ফৌজের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের ও তাদের সুবিস্তৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর পরিদর্শন পরিক্রমা চালাবার জন্যও এবং এর ফলে প্রাপ্ত সংবাদগুলি পাচার করার জন্য।

এ ব্যাপারে বহু বে-আইনী দলকে সর্ট-ওয়েভ বেতার-প্রেরকযন্ত্র, সংকেতলিপি ও জার্মান সংকেতলিপি পাঠোদ্ধারের প্যাড দেওয়া হয়েছে।

অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শত্রুর কর্মতৎপরতার

অতি সাম্প্রতিককালে (১০ তারিখসহ ১ থেকে ১০ই আগস্ট)।

ভিলনিয়াস এবং তার খুবই কাছাকাছি স্থানগুলি থেকে সাতজন অফিসারসহ এগারজন লাল ফৌজের সেনা হয় মারা গেছে নয় নিরুদ্দেশ ঘোষিত হয়েছে, বেশির ভাগই রাতের বেলায়। ঐ একই এলাকায় ওজস্কো পোলস্কিয়ের একজন মেজর নিজের পরিবারবর্গ নিয়ে কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিলেন, তিনিও নিহত হয়েছেন।

২রা আগস্ট। বাসতুনি স্টেশনে একটি জলের পাম্প হাউসে বোমার বিস্ফোরণ হয় এবং সেটি আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

২রা আগস্ট। ভোর চারটের সময় প্রাক্তন পার্টিজান

বাহিনীর ভি. আই. মাকারেভিচ, যিনি বর্তমানে লাল ফৌজে যোগ দিয়েছেন, তাঁর পরিবারবর্গ (স্ত্রী, কন্যা এবং ভাইঝি, যে ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিল) কালিতানসি গ্রামে অজ্ঞাত অনুপ্রবেশকারীর দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে।

৩রা আগস্ট। লিডা শহরের পনের মাইল উত্তরে ঝিরমিনির কাছে ভ্লাসোভাইট দস্যুদের একটি দল সৈন্য বাহিনীর গাড়ির ওপর গুলি চালিয়ে পাঁচজন লাল ফৌজ সৈনাকে নিহত এবং একজন কর্ণেল ও মেজরকে গুরুতরভাবে আহত করেছে।

৪ঠা আগস্ট। রাতের বেলায় নিয়েমেন এবং নোভো-ইয়েলনিয়া স্টেশনের মধ্যবর্তী তিন জায়গার রেলপথ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

৫ই আগস্ট। তুরচেলার মত বড় গ্রামে (ভিলনিয়াসের ২০ মাইল দক্ষিণে) একজন কমিউনিস্টকে, যিনি গ্রাম সোভিয়েতের একজন ডেপুটি, রাস্তা থেকে জানলা দিয়ে বোমা মেরে হত্যা করা হয়।

৭ই আগস্ট। ভইতোভিচি গ্রামের কাছে বিশেষভাবে তৈরী আত্মগোপন করার স্থান থেকে ৩৯তম বাহিনীর একটি গাড়ির উপর আক্রমণ চালান হয়। এর ফলে তেরজন মারা যান, যার মধ্যে এগারজন মারা যান অগ্নিদগ্ধ হয়ে ; কারণ গাড়িটা পুরো পুড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বে-আইনী দলের লোকেরা দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে জঙ্গলে, সেই সঙ্গে সব অস্ত্রশস্ত্র উর্দি এবং ব্যক্তিগত ও সরকারী কাগজপত্রও নিয়ে গেছে।

৬ই আগস্ট। ছুটিতে রাদুন গ্রামে আসা ওজস্কো পোলস্কিয়ের একজন সার্জেন্ট অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা বন্দী ও অপহৃত হয়েছে।

৮ই আগস্ট। লিডা এবং ভিলনিয়াসের মধ্যে রেলপথে অস্ত্রশস্ত্র সমেত একটি সৈন্যবাহী ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে দেওয়া হয়েছে।

১০ই আগস্ট। সিয়েসিকিতে এন.কে.ভি.ডি.*-এর একটি গ্রামীণ জেলা অফিসে ভোর সাড়ে চারটার সময় আক্রমণ চালায় লিথুয়ানিয়ার বে-আইনী দলগুলি, সংখ্যায় কতজন ছিল তা বলা যাচ্ছে না। চারজন স্থানীয় সৈনিক নিহত হয় এবং ছয় জন শত্রুপক্ষের লোককে মুক্ত করা হয়।

১০ই আগস্ট। মালিয়ে সোলেশনিকি গ্রাম-সোভিয়েতের সভাপতি ভাসিলিয়েভস্কি ও তাঁর স্ত্রী ও তেরো বছরের মেয়েকে গুলি করা হয়েছিল, মেয়েটি তার বাবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল।

আগস্ট মাসের প্রথম দশ দিনে যুদ্ধ সীমান্তের পিছনে লাল ফৌজের ১৬৯জন ব্যক্তি নিহত, অপহৃত বা নিরুদ্দেশ বলে ঘোষিত হয়েছিল। মৃতদের অধিকাংশের অস্ত্রশস্ত্র, উর্দি এবং সামরিক কাগজপত্র পাওয়া যায় নি।

উক্ত দশ দিনের মধ্যে স্থানীয় সরকারী সংস্থার তেরোজন প্রতিনিধি নিহত হন এবং তিনটি গ্রামে গ্রাম-সোভিয়েতের বাড়িগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

লাল ফৌজের সেনাদের এইভাবে হত্যা ও লুণ্ঠন করার অসংখ্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এবং সৈন্যবাহিনীর সেনানায়করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছি। সকল কেন্দ্র ও সংগঠনের সেনাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সীমান্তের সেনানায়ক একটা নির্দেশজারী করে অন্ততঃপক্ষে তিনজনের দলে ও প্রত্যেকের হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থাকবে এই শর্তে ঘাঁটির বাইরে যাওয়া ছাড়া অন্যভাবে যাওয়াটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ঐ একই নির্দেশে যথোপযুক্ত প্রহরী ব্যতিরেকে গ্রামের বাইরে সন্ধ্যা এবং রাত্রিবেলায় গাড়ির যাতায়াত নিষিদ্ধ করেছেন।

এই বছরে ২৩শে জুন থেকে ১১ই আগস্টের মধ্যে ২০৯টি

* এন.কে.ভি.ডি.—দেশের অভ্যন্তরস্থ গণ কমিসারিয়েত—অনুবাদক (ইং)।

শত্রু সৈন্যের সশস্ত্র দল ও নানা ধরনের বে-আইনী দলকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। পরাজিত সৈনাদের সম্পূর্ণ নিমু‘ল করার ব্যাপারটি সাঙ্গ করা হয়, ২২টি গোলা নিক্ষেপকারী মর্টার, ৩৫৬টি মেশিনগান, ৩৮০০টি রাইফেল ও টমিগান, ১৯০টি ঘোড়া, ৪৬টি বেতার কেন্দ্র, যার মধ্যে ২৮টি ছিল সর্ট-ওয়েভ বেতার, দখল করা হয়।

যুদ্ধ সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা বাহিনীর সেনানায়ক,

মেজর জেনারেল লোবভ

আর. টি.* সংবাদ

জরুরী !

মাতিয়ুশিন সমীপে, মস্কো

৭.৮.৪৪ তারিখের টেলিগ্রাম নং...এর সংযোজনী

নিয়েমেন ঘটনা সম্পর্কে যে অজ্ঞাত বেতার কেন্দ্রটি আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং যে কেন্দ্রটি কে.এ.ও. বেতার-সংকেত ব্যবহার করছে (৭.৮.৪৪ তারিখে হঠাৎ ধরে ফেলা সংবাদটি কালবিলম্ব না করে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে), তা আজ—১৩ই আগস্ট তারিখে—বারানোভিচি অঞ্চলে** শিলোভিচির কাছে এক জঙ্গল থেকে আবার সংকেত পাঠানো শুরু করেছে।

ধরা-পড়া বেতার সংবাদে ব্যবহৃত গুপ্ত-লিখনের সংকেতগুলি এর সঙ্গে পাঠাচ্ছি এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরা-পড়া প্রথম ও দ্বিতীয় সংবাদের মূল বিষয়বস্তুর পাঠোদ্ধার করা হোক কারণ এখানে যুদ্ধ সীমান্তের

---

* আর.টি. (রেডিও-টেলিফোন)—উচ্চ-পরিসংখ্যান বিশিষ্ট বেতার-দূরভাষ যোগাযোগ ব্যবস্থা—*লেখক*

** ১৯৪৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বরের পর লিডা ও শিলোভিচি শহর দুটিকে গ্রোদনো অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়—*লেখক*

পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে আমাদের কোনো দক্ষ সাংকেতিক লিপিবিশারদ নেই।

ইগোরভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী !

স মার্শ পাল্টা-গোয়েন্দা-সংস্থার কেন্দ্রীয় পরিচালন দপ্তরের প্রধান সমীপেষু।

বিশেষ সমাচার

আজ, ১৩ই আগস্ট তারিখে সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে আমাদের অনুসন্ধানী কেন্দ্রগুলি দ্বিতীয়বায় কে.এ.ও. বেতার সংকেতের সাহায্যে একটি অজ্ঞাত সর্ট-ওয়েভ প্রেরক-যন্ত্রের দ্বারা আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে পাঠানো সংবাদ ধরতে পেরেছে।

প্রেরক যন্ত্রের অবস্থানটা ক্রমশঃ কমিয়ে এনে শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তরাংশে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ব্যবহৃত পরিসংখ্যান হলো ৪৬২৭ কিলোহার্টজ এবং ধরা-পড়া বেতার সংবাদের মধ্যে পাঁচ অংকের সংখ্যাগুচ্ছ পাওয়া গেছে। সংবাদ পাঠানোর গতি ও সুস্পষ্টতা দেখে বোঝা যায় বেতার যন্ত্রটি অসাধারণ দক্ষ।

ইতিপূর্বে স্তোলবৎসির দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত জঙ্গল থেকে এই বছরের ৭ই আগস্ট তারিখে কে.এ.ও. বেতার সংকেত বিশিষ্ট একটি সংবাদ ধরা পড়েছিল।

প্রথমবার প্রেরক-যন্ত্রটির অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা কোন প্রত্যক্ষ সুফল দেয় নি।

অনুমান করা হয়েছে যে সংবাদ প্রেরণ করছিল শত্রু পশ্চাদপসরণ করার পর যে সব প্রতিনিধিকে ঐ অঞ্চলে রেখে গেছে তারা, কিংবা আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে কাজ করার জন্যে বিশেষ ভাবে প্যারাসুটের সাহায্যে তাদের নামানো হয়েছে ওখানে।

তবে আরমিজা ক্রাজোয়ার আত্মগোপনকারী দলগুলির

একটি যে কে.এ.ও. বেতার সংকেতের সাহায্যে সংবাদ পাঠাচ্ছে সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। সংবাদগুলি যে দলছুট জার্মান দলের দ্বারা প্রেরিত হচ্ছে এমনও সম্ভব হতে পারে।

শিলোভিচি জঙ্গলের যে স্থান থেকে ওই সংবাদ পাঠানো হচ্ছে তার সঠিক অবস্থানটিকে সনাক্ত করার জন্য, পায়ের ছাপ ও অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এই সংবাদ পাঠানোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করা ও পরে গ্রেপ্তার করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করার। যদি আবার কোন সংবাদ বেতার মাধ্যমে পাঠানো হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে যাতে প্রেরক-যন্ত্রের অবস্থান সনাক্ত করা যায় তার জন্যে যুদ্ধ সীমান্তের সকল বেতার-গোয়েন্দা দলগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন আলিওখিনের ছোট্ট দলটি সরেজমিনে অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত।

প্রেরক-যন্ত্রটি ও সেটিকে যে চালাচ্ছে তার সন্ধানের জন্য যুদ্ধ সীমান্তের সকল পাল্টা-গোয়েন্দা কেন্দ্র, পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা দলের অধিনায়ক ও যুদ্ধ সীমান্তের আশেপাশের পাল্টা-গোয়েন্দা কর্মীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

ইগোরভ

৩। মপার-আপ* সিনিয়র লেফটেনান্ট তামান্তসেভ

সকাল থেকেই আমার মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ, নিজেকে খতম করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল, কারণ এই জঙ্গলেই ওরা আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু

* কথাটি সোভিয়েত পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা ব্যবহার করে সামরিক পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চ-শ্রেণীর কর্মীদের বুঝাবার জন্যে।—*লেখক*
(Mopper-up—সম্পূর্ণভাবে নির্মূলকারী : স—বাং সঃ)

আলিওশা বাসোসকে, ছনিয়ার সেরা ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে। ঘটনাটা তিন সপ্তাহ আগে ঘটলেও সারাটা দিন কেটে গেল ওর কথা চিন্তা করে।

সে সময় একটা বিশেষ কাজ নিয়ে আমি অন্যত্র গিয়েছিলাম, ফিরে আসার আগেই বাসোসকে সমাধিস্থ করা হয়ে গিয়েছিল। খবর পেলাম যে ওর শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন আর প্রচণ্ডভাবে পুড়ে যাওয়ার দাগ ছিল। আহত হবার পরেও ওর ওপর ভীষণ অত্যাচার চালানো হয়। পেট থেকে কথা আদায় করার জন্যে তারা ওকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল। পায়ের তলা, বুক আর মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর ওকে খতম করার জন্যে মাথার পিছন দিকে ছবার গুলি করে।

যুদ্ধ সীমান্তের সৈন্যদলে জুনিয়ার অফিসার হিসাবে প্রশিক্ষণ নেবার সময় প্রায় এক বছর আমরা পাশাপাশি ব্যাঙ্কে শুতাম এবং আজ তার মাথার পিছন দিকটা ভীষণভাবে মনে পড়ছে আমার, মাথার চাঁদিতে ছটো ঘূর্ণিচিহ্ন আর ঘাড়ের কাছে কোঁকড়ানো চুলের বিশেষ ভঙ্গীটা আজও আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

তিন বছর ধরে ও যুদ্ধ সীমান্তে ছিল ; অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার মৃত্যু হল না। এখানেই কোথাও ওরা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, খুব সম্ভব আড়াল থেকে গুলি চালিয়েছিল, তারপর অত্যাচার এবং পোড়ানো, সব শেষে গুলি করে হত্যা করা—এই অভিশপ্ত জঙ্গলকে ভীষণভাবে ঘৃণা করছি আমি। সকাল থেকেই প্রতিশোধ নেবার স্পৃহায় পাগল হয়ে উঠেছি—মনে প্রাণে চাইছিলাম ওর হত্যাকারীদের মুখোমুখি হতে, মৃত্যুর বদলা নিতে।

আমার মনের ভাব যাই হোক না কেন, হাতে যে কাজটা নিয়ে এসেছি তা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। আমরা এখানে এসেছি আলিওশার কথা স্মরণ করতে নয়, বা তার প্রতিশোধ নিতেও নয়।

গতকাল বিকেল পর্যন্ত স্তলবৎসির কাছে যে জঙ্গলে তল্লাসী চালিয়েছিলাম, সেখানে যুদ্ধের ছাপ পড়েনি বললেই চলে, তবে এখানকার চিত্র ভিন্নতর।

একেবারে গোড়ার দিকেই জঙ্গল সীমা থেকে মাত্র ছশো গজ যাওয়ার পর দেখতে পেলাম জার্মান অফিসারদের ব্যবহার্য একটা আগুনে পোড়া গাড়ি। বোমার আঘাত লাগে নি এতে, জেরীরা নিজেরাই এ কাজটা

করে গেছে ; ওখানে পথটা গাছে-গাছে এমনভাবে ভর্তি যে গাড়ি চালিয়ে এগোনো দুষ্কর।

আর একটু এগোবার পর দুটি মৃতদেহ দেখতে পেলাম, খুব সঠিকভাবে বলতে হলে বলা উচিত ট্যাংক বাহিনীর আধপচা জার্মান উর্দিপরা দুটি দুর্গন্ধে ভরা কংকাল। ঐ গভীর জঙ্গলের ঘাস গজিয়ে যাওয়া পথের ওপর আমি যত এগোচ্ছি তত খুঁজে পাচ্ছিলাম মরচে পড়া সঙ্গিন, বল্টু বিহীন রাইফেল, শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগে লালচে-বাদামী রঙের ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির কাপড়, কার্তুজের খাপ আর পরিত্যক্ত গোলাবারুদের বাক্স, খালি টিন, কাগজ পত্রের টুকরো গোরুর চামড়ার থলের মধ্যে রাখা খাবার আর সৈন্যদের শিরস্ত্রাণ।

সেই দিন বিকেলের দিকে গভীর জঙ্গলের মাঝে আমি দুটো কবরের ঢিপি দেখতে পেয়েছিলাম, মাটিগুলো বেশ বসে গেছে দেখে বুঝলাম অন্ততঃ মাস খানেকের পুরনো কবর। বার্চ গাছের ডাল দিয়ে তৈরী ক্রুশ চিহ্ন পোঁতা আছে মাথার দিকে, আড়াআড়ি ভাবে লাগানো ডালটায় প্রাচীন জার্মানীর গথিক ভাষায়অক্ষরে কিছু লেখা আছে, লেখা হয়েছে পুড়িয়ে :

কার্ল ফন তিলেন	অটো মাদের
মেজর	ওবেরলিউটনান্ট
১৯১৬-১৯৪৪	১৯০৫-১৯৪৪

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পালাবার সময় জার্মানরা তাদের কবরকে চষে দিয়ে চলে যেতো, পাছে শত্রুর হাতে পড়ে ওগুলি অপবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু এখানে এই নির্জন স্থানে ওরা সব কিছু যথাযথ ভাবে রেখে চলে গেছে, হয়তো ওরা মনে করেছিল কোন না কোন দিন ফিরে আসতে পারবে। হায়রে মানুষের আশা!

কাছেই একটা ঝোপের পাশে পড়ে আছে রণক্ষেত্রের হাসপাতালের স্ট্রেচার। আমি যা আন্দাজ করেছিলাম তাই, ঐ দুজন জার্মান এখানেই মারা গেছে ; আহত হবার পর কয়েক ডজন, হয়তো কয়েক শো মাইল ওদের বয়ে আনা হয়েছিল। কাজটাকে হালকা করার জন্যে ওদের গুলি করে মেরে ফেলা হয় নি, বা ফেলে রেখে আসাও হয় নি। এবং এ কাজটা খুব সামান্য নয়, বুঝিয়ে বলছি আমি।

সারাদিন ধরে জার্মানদের দ্রুত পশ্চাদপসরণের সম্ভাব্য সবরকমের চিহ্ন আর যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু জঙ্গলে ঠিক সেই জিনিসটাই আমি পাই নি, যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমরা—টাটকা চিহ্ন যা থেকে জানা যাবে এখানে গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মানুষ ছিল। আর মাইনের ব্যাপার—শয়তানকে যতো ভয়াবহ করে আঁকার চেষ্টা করি আমরা ততো খারাপ যে সে নয় একথা জোর করে বলতে পারি। সারাদিনে একটি মাত্র মাইনের সন্ধান পেয়েছিলাম, জার্মানীর শুধু মানুষ-মারা মাইন ছিল ওটা। যে পথ ধরে যাচ্ছিলাম সেখানে ঘাসের মধ্যে চকচকে একটা সরু লোহার তার দেখতে পেলাম, মাটি থেকে প্রায় ৬ ইঞ্চি উঁচু ছিল তারটা। যদি ওটা ছুঁয়ে ফেলতাম তাহলে আমার নাড়ীভুঁড়ি ও দেহের অন্যান্য অংশ আশ-পাশের গাছের শোভা বৃদ্ধি করত।

যুদ্ধের এই তিন বছরে আমাকে প্রায় সব রকমের কাজ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু মাইন থেকে ফিউজ তার সরিয়ে ফেলার কাজ কদাচিৎ করতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। আজকেও সে কাজটা করে অযথা সময় নষ্ট করা উচিত মনে করলাম না আমি। মাইনের দুপাশে কাঠ এমন ভাবে পুঁতে দিলাম যাতে সবারই নজরে পড়ে, তারপর এগিয়ে চললাম।

সেদিন একটি মাত্র মাইন দেখতে পেলেও জঙ্গলের জায়গায় জায়গায় যে মাইন পাতা আছে এবং যে-কোন মুহূর্তে মানুষ টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এই ভয়টাই মুহূর্তের জন্যে আমাদের স্বস্তিতে থাকতে দেয় নি। সব সময়ে একটা চাপা উত্তেজনা মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল এবং তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মুস্কিল।

দুপুরের পর আমি একটা ছোট্ট নদীর ধারে পৌঁছলাম। জুতো জোড়া তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে পায়ের ফেট্টিগুলো রোদে মেলে দিলাম। মুখ হাত পা ধুয়ে সামান্য খাবার খেলাম। পেট পুরে জল খেয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে পা তুলে দিয়ে মিনিট দশেকের জন্যে মাটিতে শুয়ে নিলাম, এবং যাদের অনুসন্ধানে ঘুরে মরছি তাদের কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

গতকাল তারা এই জঙ্গল থেকেই সংবাদ পাঠিয়েছে এবং এক সপ্তাহ আগে স্তোলবিৎসির কাছে অন্য একটি জঙ্গল থেকে পাঠানো হয়েছিল। হয়তো আগামীকাল সম্পূর্ণ নতুন কোন জায়গা থেকে ওরা খবর পাঠানো শুরু করতে পারে—গ্রোদনোর অপর দিক থেকে, ব্রেস্ট-এর কাছে বা

বাল্টিক উপকূলের কাছে আরও উত্তর দিক থেকে। আমরা যেন সত্যিকারের একটা যাযাবর বেতার দলের পিছু নিয়েছি—আজ এখানে, কাল অন্যত্র চলে গেছে। এই ধরনের জঙ্গলে একটা প্রেরক-যন্ত্র কোথায় আছে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতই হাস্যকর ব্যাপার। বাড়ির পিছন দিকের বাগানে কোন কিছু খোঁজার মত কাজ এটা নয়, যে বাগানের প্রতিটি আগাছা আর প্রতিটি পায়ে-চলা পথ পুরনো বন্ধুর মত সুপরিচিত। আমাদের একমাত্র আশা ছিল কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া, এমন একটা কিছু পাওয়া যার অনুসরণ করা যায়। অথচ কেনই বা তারা আমাদের জন্য চিহ্ন রেখে যাবে। স্তোলবিৎসি জঙ্গলটাকে চিরুনী দিয়ে আঁচড়াবার মত করে তন্ন তন্ন করে খুঁজি নি কি আমরা? সম্ভাব্য সব রকম ভাবে চেষ্টা করে দেখিনি কি আমরা! আমরা পাঁচ জন পুরো ছয় দিন খেটেছিলাম! কিন্তু এত করেও বা কি পেলাম আমরা? বলবার মত কিচ্ছু না! আর এ জঙ্গলটা তো আরও বড়, আরও ঘন আর নানা ধরনের জঞ্জালে ভরা।

এ কাজটা করার জন্যে টাইগারের মত একটা সুদক্ষ কুকুর আনা উচিত ছিল, যে ধরনের একটা কুকুর আমার ছিল যুদ্ধের আগে। কিন্তু এটা তো নিছক সীমান্ত পাহারা দেওয়া নয়। শিকারী কুকুর সঙ্গে আনলে জানাজানি হয়ে যেত যে আমরা কাউকে খুঁজতে এসেছি, ফলে কুকুর আনার ব্যাপারটা সরকারী অনুমোদন পায় নি। এ ব্যাপারে যারা ভারপ্রাপ্ত ছিল তারাও আমাদের মত চাইছিল ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে।

দিনের শেষে আমি আবার চিন্তা করতে লাগলাম। আমরা যা চাইছি তা হল মূল পাঠটার বিষয়বস্তু। তা থেকেই কোন-না-কোন সূত্র প্রকাশ পাবে কোথায় লোকগুলি লুকিয়ে আছে, আর তারা কী করতে চাইছে। মূল পাঠের বিষয়টিই আমাদের পথ নির্দেশ দেবে···

আমি জানতাম যে সঙ্কেতলিপির পাঠোদ্ধারকারীরা তেমন সন্তোষজনক ফল এখনও দেখাতে পারে নি এবং ধরা-পড়া সংবাদটা মস্কোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বারোটা যুদ্ধ সীমান্তের মহড়া ওদের নিতে হচ্ছে, সবকটি সামরিক জেলার এবং নানা ধরনের কাজে তারা আপাদমস্তক ডুবে আছে। কী করতে হবে এ কথা মস্কোকে কেউ জানায় নি, তারা যা ভাল বুঝছে তাই করছে। এদিকে ক্রমশঃ চাপটা আমাদের ওপরেই বাড়ছে। সেই

এক পুরনো গঁৎ...একই পুরনো কাহিনী...যাই ঘটুক না কেন কাজটা করতেই হবে।

৪। শিলোভিচিতে

গ্রামের কাছে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লরী সমেত খিঝনিয়াককে রেখে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মে যাওয়া ভাগের জমিগুলো পার হয়ে আলিওখিন রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলো। ভোরের সূর্যের ঝলমলে আলোতে আলিওখিনের সঙ্গে প্রথম যার দেখা হলো সে একটা বাচ্চা ছেলে, রোদে পুড়ে মুখে ফুটকি ফুটকি দাগ হয়ে গেছে তার, একটা হাঁসকে উত্যক্ত করে মারছিল। ঐ ছেলেটা গ্রাম-সোভিয়েতের "প্রধানের" বাড়িটা দেখিয়ে দিল। শ্যাওলা পড়া ছাদওয়ালা মেটে রঙের প্রায় এক ধরনের বাড়ির মধ্যে এই বাড়িটা একটু অন্য ধরনের লাগার কারণ হলো এই যে, বাড়িটার বেড়ার মাঝখানে সাধারণ গেটের বদলে একটা জার্মান গাড়ির দরজা লাগান আছে। সভাপতির নাম যে ভাসিয়ুকভ এটাও ছেলেটা জানিয়ে দিল আলিওখিনকে।

হাড় জিরজিরে একটা কুকুর আলিওখিনের বুটে কামড়াবার চেষ্টা করছিল, ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বাড়ির দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল সে, দরজাটা ভেতর থেকে খিল দিয়ে বন্ধ করা।

ভেতরে কেউ যেন হাঁটছে, শব্দটা শুনতে গেল আলিওখিন এবং মুহূর্ত পরে ঢাকা বারান্দায় কেউ যে ভারী ভারী পা ফেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এটা বুঝতে পারা গেল; হঠাৎ শব্দটা মিলিয়ে গেল। আলিওখিন অনুভব করতে পারলো কেউ ওকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করছে এবং সে যে ছদ্মবেশী এ. কে.-এর চর নয় বা "সবুজের দলের"* কেউ নয়, বরং লালফৌজের একজন রুশ সেটা দরজার পেছনের মানুষটিকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে গুণ গুণ করে লালফৌজের একটা গান গাইতে শুরু করে দিল। অবশেষে দরজা খুলল।

আলিওখিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন বেঁটেখাটো মানুষ, বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, রোগাটে ফ্যাকাশে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ক্রাচের ওপর ভর

* লিথুয়ানীয় দেশভক্ত-অনুবাদক (ইং)

দিয়ে রুক্ষ এবং সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল আগন্তুককে, মাথায় তার ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠেছিল। ওর গায়ে পোল্যাণ্ডের সৈন্যদের কোট আর ঝলমলে প্যান্ট। বাঁ পা-টা নেই, প্যান্টের পা-টা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো, কতকগুলো আঁকাবাঁকা ফোঁড় দিয়ে সেলাই করা। ডান হাতে পিস্তল, তাক করে ধরে আছে আলিওখিনের দিকে।

সশরীরে দাঁড়িয়ে গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতি ভাসিয়ুকভ। একটা নোংরা খালি বারান্দা দিয়ে দুজনে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো, সেখানে যে আসবাবপত্র না থাকলে নয়, সেইগুলি মাত্র ছিল, একটা পুরনো কাঠের খাট, একটা জরাজীর্ণ সরু সরু পা-ওলা টেবিল আর একটা বেঞ্চ। কালচে হয়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ি বসানো দেওয়ালে কোন আস্তরণ নেই, চুল্লীর মাথায় রাখা একটা ছেঁড়া তোশক আর গাদা করে রাখা কম্বল। তক্তার তৈরী টেবিলের ওপর একটা মাটির পাত্র, একটা প্লেট, তাকে পড়ে আছে রুটির টুকরো কয়েকটা, একটা গ্লাস, তাতে কোন এক সময়ে দুধ ছিল। অপর "আসবাবটি" হল একটা জার্মান হালকা মেশিনগান জানলার দিকে মুখ করে রাখা। খাটের মাথার কাছে শতচ্ছিন্ন একটা সৈনাবাহিনীর ওভারকোট দিয়ে ঢাকা জার্মান সাব-মেশিনগান, ওটা বোধ হয় দখল করা হয়েছে। ঘরের বাতাসে স্যাঁতসেঁতে বাসী-বাসী গন্ধ।

একটা পুরনো কাজ করা তোয়ালে দিয়ে ভাসিয়ুকভ বেঞ্চটা পরিষ্কার করে মুছে দেবার পর আলিওখিন ওখানে বসল। ক্রাচটা ধরা অবস্থাতেই ঝুঁকে পড়ে ভাসিয়ুকভ খাটে বসে আগন্তুকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আসল কথায় আসার জন্যে বেশ কিছুটা সময় নিল আলিওখিন: প্রথমে জিজ্ঞেস করল এই গ্রাম সোভিয়েতের অধীনে কতগুলো গ্রাম আর খামার আছে, চাষ-বাস কেমন চলছে, কাছাকাছি অনেক মানুষ থাকে কিনা, ভারবাহী গোরু, ঘোড়া অনেক আছে কিনা, তারপর আরও কয়েকটা মামুলী প্রশ্ন করল।

কাটা হাঁটুটা বাঁ হাতে ধরে ভাসিয়ুকভ ধীরে ধীরে খুব ভেবেচিন্তে বড় করে উত্তর দিচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মুখটা বেঁকে উঠছিল। এই এলাকা এবং এখানকার মানুষদের উনি ভালভাবেই চেনেন, কথায় প্রাচীন পোল ভাষা বা বাইলোরুশিয়ার ভাষার টান ছিল; তবুও

আলিওখিনের বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না যে ভাসিয়ুকভ "স্থানীয়" লোক নন।

'আপনি তাহলে এখানকার লোক নন?' উপযুক্ত সময় বুঝে কথায় কথায় প্রশ্নটা করে বসলো আলিওখিন।

না, আমি স্মলেনস্কের লোক। ৪১ সালে এই এলাকায় আমার দলটা ঘেরাও হয়ে যায় এবং পার্টিজানদের সঙ্গে আমি ছিলাম প্রায় তিন বছর। তারপর থেকে এখানে থেকেই গেছি। কিন্তু আপনি এখানে কি কাজে এসেছেন? এবার কৌতূহল দেখাবার পালা ভাসিয়ুকভের।

আলিওখিন উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করে দেখতে দিল ভাসিয়ুকভকে।

"...এক বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য পাঠান হয়েছে...।" বেশ কষ্ট করে পড়ল ভাসিয়ুকভ। সরকারী সীলমোহরের ছাপ দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। একটু থেমে কাগজপত্রগুলো ফেরৎ দিলেন, তবে রঙচটা উর্দি পরা পদাতিক বাহিনীর এই ক্যাপ্টেনটিকে যুদ্ধ সীমান্ত থেকে ৬০ মাইল দূরে শিলোভিচিতে কী কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে তার বিন্দুমাত্র আভাসও ওগুলো থেকে খুঁটে নিতে পারলেন না। এবং এটা বুঝবার জন্যে আলিওখিনকে শুধু ভাসিয়ুকভের মুখের দিকে তাকাতে হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে হাল্কা পার্টিশনের আড়ালে অন্য কেউ আছে কি না একথা ভাসিয়ুকভের কাছ থেকে জানার পর আলিওখিন এক-পাওলা সভাপতির চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল এবং তারপর শান্তভাবে আস্থা রাখার সুরে বলল, 'আমি এসেছি সৈনিকদের থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত করতে...আমার সৈন্যদের কোয়ার্টার চাই...ওদের হয়ত এখানে থাকতে হবে।...হয়ত এই মুহূর্তে নয়। শীতকালের দিকে...এই ধরুন ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পরে, তবে তার আগে নয়। কিন্তু কাউকে একথা বলা চলবে না, বুঝেছেন তো?'

'কী ভাবেন আপনি আমাকে', ভরসা দেবার ভঙ্গীতে হাসল ভাসিয়ুকভ, এই ভাবে গোপন কথা ওকে জানাবার জন্যে মনে মনে বেশ গর্ব হচ্ছিল ওর।

'আপনার কি মনে হয় এসব ব্যাপার আমি বুঝি না? লোকজন কি অনেক পাঠান হবে?'

'আমার মতে শিলোভিচে এক কোম্পানীর মতো পাঠালেই চলবে, তবে সবটাই নির্ভর করছে সদরদপ্তরের সিদ্ধান্তের ওপর। আমার কাজ হলো এখানে এসে পরিস্থিতি দেখা আর জায়গাটা দেখে নিয়ে রিপোর্ট দেওয়া।'

'এক কোম্পানী হলে কোনরকমে সামলানো যাবে, তবে তার বেশি হলে খাপ খাওয়ানো মুশকিল', একটু চিন্তান্বিতভাবে বলল ভাসিয়ুকভ। 'সেটা কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখতে হবে। এক কোম্পানীর বেশি আমরা নিতে পারব না। আমি নিজে সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম তিন বছর, একটা স্কোয়াড ছিল আমার অধীনে, ফলে ব্যাপারটা আমি বুঝি। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের জীবন খুব কঠোর হয়, কিন্তু তারা যখন কোয়ার্টারে ফিরে আসে, তখন সব প্রয়োজনীয় জিনিস তাকে দিতেই হবে। কিন্তু এখানে ওসব পাব কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রায় আপন মনে কথাটা বললেন ভাসিয়ুকভ।

'এখানকার জলের অবস্থা কেমন?'

'ওটা কোন সমস্যা নয়, প্রচুর জল আছে। জ্বালানী কাঠও পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা পড়লে বাড়ির জন্যে ওগুলোর দরকার পড়ে, বেশির ভাগ বাড়ির মেঝে মাটির, ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'জ্বালানী কাঠ আপনারা পান কোত্থেকে?' আলোচনাটাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আলিওখিন এই প্রশ্নটা করল।

'ওই ওখান থেকে, রাস্তার ওপারে,' ঘরের যে দিকে চুল্লীটা আছে ওই দিকে অর্থাৎ বাঁ দিকে ঘাড় হেলিয়ে বলল ভাসিয়ুকভ।

'কিন্তু নাকের ডগাতেই তো একটা বন আছে', উল্টো দিকটা দেখিয়ে বেশ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল আলিওখিন। এই জঙ্গলটা সম্বন্ধে তার আগ্রহ বেশি, ঐ ব্যাপারে যতটা জানা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

'রাস্তার ওপাশে জার্মানরা অনেক কাঠ কেটে স্তূপাকার করে ফেলে গেছে। এই কাঠগুলো শুকনো আর বেশ নরম, কাটবার দরকার হয় না। লোকেরা ঐগুলো নিয়ে আসে', ভাসিয়ুকভ বুঝিয়ে বলল, 'তাছাড়া ঐ অন্য জঙ্গলটা নিষিদ্ধ এলাকা!'

'কেন?'

'মনে হয় পিছু-হটা জার্মানরা ভেবেছিল ওরা আবার ক্ষমতায় ফিরে

আসতে পারবে, শত্রুদের গতিরোধ করতে সক্ষম হবে। কিংবা এও হতে পারে যে ওরা চেষ্টা করেছিল যাতে আমরা ওদের পিছনে ধাওয়া না করতে পারি। তবে যাই হোক না কেন ওরা ওখানে অনেক মাইন পুঁতে গিয়েছে।'

'ও, তাই বুঝি।'

'হয়ত দু-চারটে মাইন পেতে গেছে, তবে কেউ তো জানে না কোথায় এবং কতগুলো। যেদিন আমাকে এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, সেই দিন তিন জন কম বয়সী ছোকরা ওখানে গিয়েছিল, ওর মধ্যে দুজন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপর আমরা ওখানে জঙ্গলের ধারে *প্রবেশ নিষিদ্ধ* করার একটা নোটিশ দিয়ে সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে এলাকাটি নিষিদ্ধ, ওখানে মাইন পোঁতা আছে। শিলোভিচির কেউ ওখানে যাবে না! তবে একবার কিছু সৈনিক ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

'কি ধরনের সৈনিক?'

সিগন্যাল বিভাগের কয়েকটা মেয়ে একবার এখানে এসে সপ্তাহ খানেক ছিল। তাজা টগবগে কয়েকটা ছুকরী, একটু ছাড় পেয়েছে আর তার সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল, বুঝতেই তো পারছেন ব্যাপারটা...। জঙ্গলে প্রচুর মাশরুম আর রসালো ফল পাওয়া যেতো। দুটো মেয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল, ওরা আর ফেরে নি।'

এটা কি অনেক দিন আগের ঘটনা?'

'আজ থেকে দিন দশেক আগে। সবাই ওদের খোঁজ করতে শুরু করল, জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ৩০০ গজ ভেতরে...ওই...ওইখানে ওদের সন্ধান পাওয়া গেল..." দেওয়ালে যেখানে সাব-মেশিনগানটা ঝুলছিল সেই দিকটা দেখাল ভাসিয়ুকভ; 'ওরা ওদের ধর্ষণ করেছিল, তারপর মেরে ফেলেছিল। ওদের উর্দি আর কাগজপত্রও নিয়ে নিয়েছিল।'

'কারা মেরেছিল ওদের?'

'সঠিকভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না...পরে লিডা থেকে এন.কে.ভি.ডি-র লোকেরা এসেছিল। যুদ্ধ সীমান্তের সৈন্য, তিনটে লরী ভর্তি করে এসেছিল, সঙ্গে কুকুরও ছিল। মনে হয় ওরা কিছু লোককে খুঁজে পেয়েছিল এবং তাদের মেরেও ফেলেছিল। এখানকার সকলে বলে যে সে বার

মাইন ফেটে কেউ একজন মারাও যায়। আমি অবশ্য এ ব্যাপারে নিশ্চিত-ভাবে কিছু জানি না। জঙ্গলটাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজার জন্যে ওরা এখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল; কিন্তু ফিরে আসে নি। মনে হয় জঙ্গলের উল্টো দিকে কামেনকা দিয়ে ওরা চলে গিয়েছিল।'

'আপনি বলছেন এটা ঘটেছে সপ্তাহখানেক আগে। দু এক দিন আগেকার খবর জানেন কাছাকাছি নতুন কোন লোককে দেখেছেন? মানে সৈন্য বাহিনীর কাউকে। প্রশ্নটা এই জন্যে করছি যে আমি ছাড়াও আরও তিনটে দলকে এই এলাকায় পাঠাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে সৈন্যদের থাকবার কোয়ার্টারের সন্ধান করার জন্যে। অতএব বুঝতেই পারছেন আমরা সবাই যদি আসি আর একই গ্রাম আর খামারগুলোতে খোঁজখবর নিতে শুরু করি তবে সব ব্যাপারটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

'বুঝেছি...না, গত দু-একদিনের ভেতর আর কেউ সৈন্যদের থাকবার জায়গা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে আসে নি। তবে গতকাল দুজন অফিসারকে দেখেছিলাম। মনে হয় ওরা আপনাদের দল থেকেই এসেছিলেন', একটু দ্বিধা করে বললেন ভাসিয়ুকভ—'তবে ওরা আমার কাছে আসে নি।',

'কোথায় দেখেছিলেন ওদের? গ্রামে?'

'না। গতকাল গ্রামের একটা ঝগড়া মেটাচ্ছিলাম আমি। জমির সীমা নিয়ে তেসিনস্কি আর সেমাসকো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিল। আমরা মাঠে গেলাম এই দিক দিয়ে।' পেছন দিকটা দেখালেন ভাসিয়ুকভ, 'সব কিছু মাপ-জোক করে সীমানা চিহ্নিত করার জন্যে খুঁটি পুঁতে দেওয়া হল। তার পরে আমরা যাকে বলে উৎসব পালন করা, একটা বোতল শেষ করে তাই করলাম। একটা খড়ের গাদার পাশে বসে আমরা সামান্য খাবার খাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই দেখলাম জঙ্গল থেকে দুজন মানুষ বেরিয়ে আসছে। অফিসার। ওরা হয়তো আপনার দল থেকেই এসেছিল।'

'কখন...তখন কটা বাজে?' আলিওখিন জানতে চাইল।

'সন্ধ্যের সময়, সূর্য অস্ত যাবার বেশিক্ষণ আগে নয়। মনে হয় আটটা নাগাদ।...'

'ওদের দেখতে কেমন? কী ধরনের লোক ছিল ওরা?'

'তেমন বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। একজন বেশ শান্তশিষ্ট, একটু বেশি

বয়সের, নীরেট চেহারা। আগে আগে সেই হাঁটছিল। অন্য ব্যক্তি রোগাপাতলা বয়সও কম, তবে লম্বায় বেশি।'

'বয়েস বেশি, গায়ের রঙটা একটু ময়লা, একেবারে বাঁশীর মতো নাক! ওই হলো আমাদের লেসচেঙ্কো,' বেশ খুশি খুশি সুরে বললো আলিওখিন, মাথায় শুধু পদবীটাই এসেছিল, 'ও হল ক্যাপ্টেন। আচ্ছা ও কি চামড়ার বুট আর জ্যাকেট পরেছিল? ওর মাথার টুপিব সামনের বেরিয়ে থাকা অংশটা কাপড়ের তৈরী।'

'ওরা প্রায় দুশো গজ দূরে ছিল, আরও বেশিও হতে পারে। অতো দূর থেকে কার কি পদমর্যাদা বোঝা যায় না। তবে এটা সঠিকভাবে বলতে পারি যে গলাবন্ধ চাপা কোট আর ফোরেজ টুপি ছিল। •

'তাহলে হয়ত ওরা তকাচেভ আর ঝুরবা?', নিজের মনে বিড় বিড় করে বলল আলিওখিন, 'ওরা কি ঠিক তখনই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল? হাতে কিছু ছিল?'

'আমি, যখন ওদের দেখতে পেয়েছিলাম, তখন ওরা জঙ্গলেব সামনে দিয়ে এগিয়ে আসছিল। ওরা জঙ্গলের ভেতরে ছিল কিনা তা বলতে পারব না। হাতে কিছু ছিল কি না, তা লক্ষ্য করিনি। একজনের হাতে একটা বর্ষাতি ঝোলান ছিল, আর যতদূর মনে পড়ে অন্যজনের হাতে কিছুই ছিল না।'

'আর বাকীরা, তেসিনস্কি আর সেমাসকো—ওরা ওদের দেখতে পায় নি? ওরা হয়তো ভাল করে লক্ষ্য করে থাকতে পারে।'

'না, আমার চোখ খুব ভাল। আমি যদি ঠিক মত দেখে থাকতে না পারি, ওরাও পারে নি। হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

আরও মিনিট দশেক কথাবার্তা হল। দরকারী প্রায় সব প্রশ্নের উত্তর আলিওখিন ধীরে ধীরে পেয়ে গেল এবং চিন্তা করতে শুরু করল ওর কি এখন সোজা কামেনকাতে যাওয়া উচিত, না জঙ্গলের সীমানার কাছে যে-সব খামার আছে সেগুলোতে গিয়ে তল্লাসী করে যাবে।

ভাসিয়ুকভ এতক্ষণ খোলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আলিওখিনের ওপর আস্থা বেড়েছে, তখন তিনি বললেন যে গ্রামের একজন চাষীকে চেনেন যার কাছে "অদ্ভুত দেখতে একটা যন্ত্র" আছে। তারপর একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'এখানে যদি আপনি কিছুটা সময়

অপেক্ষা করেন তবে আমরা একসঙ্গে বের হবো, চাষীটার সঙ্গে দেখা করবো। ওর তৈরী চোলাই মদে প্রথম চুমুকেই মনে হবে এ জগতে আর নেই।'

মদ খাবার কথা উঠলেই দিলখোলা মাতালদের মুখে সুখের উত্তেজনা ফুটে ওঠে, আলিওখিনের তাই হল. যদিও বাস্তবক্ষেত্রে মদের প্রতি ওর এক অদ্ভুত অনীহা ছিল। যাতে বাড়াবাড়ি না হয়ে যায় তার জন্যে নিজেকে সংযত করে নিয়ে আলিওখিন চোখ নামালো এবং ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, যদি আমরা এখানে থাকি, কিছু ত করতেই হবে। সে ব্যাপারে আপনি আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।'

চলে আসার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে আলিওখিন এমন সময় চুল্লীর পাশে কম্বলের গাদার তলায় কি যেন নড়ে উঠল। চমকে উঠে ওই দিকে তাকাল আলিওখিন এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল ক্রাচে ভর দিয়ে ভাসিয়ুকভ লাফাতে লাফাতে চুল্লীর কাছে গেল এবং যতটা নাগাল যায় সেখানে হাত ঢুকিয়ে একটা বাচ্চা ছেলেকে টেনে নামিয়ে আনল মেঝের ওপর, ছেলেটার বয়স আড়াই বছর হবে, চুলটা হালকা রঙের, গায়ে একটা জামা, বহুবার ধোলাইয়ের ফলে রঙটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"আমার ছেলে", ভাসিয়ুকভ বলল।

বাবার পায়ের পাশ দিয়ে তাকাচ্ছিল ছেলেটা ছোট্ট হাত দিয়ে নীল চোখগুলো ঘষতে ঘষতে উদিপরা আগন্তুককে একবার দেখল, তারপর হঠাৎ ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'নাম কি তোমার?' খুশি খুশি সুরে আলিওখিন প্রশ্ন করল।

'পলতিসান।' চটপট উত্তর এল।

একটু হেসে ভাসিয়ুকভ একপাশে সরে দাঁড়াতেই আলিওখিনের নজরে পড়ল ছেলেটার বাঁ হাতটা নেই। জামার হাতা থেকে বেরিয়ে আছে কাটা অংশটা, লাল। কাটা হাত দেখতে অভ্যস্ত আলিওখিন, কিন্তু এত ছোট হাত নয়।

স্বভাবের দিক দিয়ে খুব একটা ভাবপ্রবণ কোমল মনের লোক আলিওখিন নয়, আর যুদ্ধের কল্যাণে অনেক কিছু দেখার দুর্ভাগ্য তার হয়েছে। কিন্তু তবুও এই ছোট্ট বিকলাঙ্গ শিশুর মুখে বিজয়ীর হাসি দেখে বুকের মধ্যে একটা তীব্র আঘাত অনুভব করল সে। প্রশ্নটা না করে থাকতে পারল না, 'এটা হল কি করে?'

'পার্টিজানদের সঙ্গে ও ছিল। নালিবোকির কাছে ওরা আমাদের কোণ ঠাসা করে ফেলে, তখনই মাইনের টুকরো ছিটকে লেগেছিল ওর হাতে', দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভাসিয়ুকভ, তারপর ছেলেকে বললেন, 'যাও মুখ ধুয়ে নাও।'

এক ছুটে পার্টিশনের আড়ালে চলে গেল ছেলেটা।

'আপনার স্ত্রী কোথায়?' আলিওখিন প্রশ্ন করল।

'আমার স্ত্রী বেরিয়ে পড়েছিল', এইটুকু বলে ভাসিয়ুকভ ক্রাচটা সরিয়ে আলিওখিনের দিকে পেছন ফিরলেন, পার্টিশনের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'মোডকেল অর্দালী নিয়ে ও ছুটেছিল শহরে…।'

ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জগ থেকে জল ঢালতে লাগলেন আর একটা চটা ওঠা ওঠা এনামেলের গামলার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের নোংরা মুখটা জোরে জোরে ধুতে লাগল ছেলেটা, কাজটা যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়।

ভাসিয়ুকভের স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে নিজের ওপরে ভীষণ রাগ হচ্ছিল আলিওখিনের শেষ উত্তরটুকু দেবার পর থেকে উনি চুপ করে গেছেন, মুখের উপর নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া।

মুখ হাত ধোয়ার পর ছেলেটা সেই তোয়ালেটা দিয়ে মুখ মুছলো, যেটা দিয়ে ভাসিয়ুকভ বেঞ্চটা মুছোছিলেন আলিওখিনকে বসতে দেবার জন্যে। তারপর তার বাবা চোখের পলক ফেলার আগেই ছেলেটা ঘাসের-দাগ লাগা প্যান্টটা চট করে গলিয়ে নিলো।

আলিওখিনের দিকে একবারও না তাকিয়ে, বা একটা কথাও না বলে ভাসিয়ুকভ পাউরুটির একটা টুকরো কেটে ছেলেটার হাতে দিলেন, ছেলেটা আগে থাকতেই হাত বাড়িয়ে ছিল। তারপর ঝোলানো সাবমেশিন গানটাকে নামিয়ে নিয়ে বুকের ওপব ঝুলিয়ে নিলেন সেটাকে।

আলিওখিন আগে আগে হাঁটছিল শিশির ভেজা ঘাসের ওপর বড় বড় পা ফেলে, হঠাৎ পেছন থেকে চাপা গোঙানির শব্দ শুনে শাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো সে। ভাসিয়ুকভ দাঁড়িয়ে পড়েছেন, দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁতে দাঁত চাপা, চোখবন্ধ। ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখে ফুটে উঠেছে ঘামের ফোঁটা। ছেলেটা দরজা ছেড়ে সামান্য একটু এগিয়ে এসেছিল, সে ওই খানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে পাথরের মতো। বাবার দিকে তাকিয়ে আছে ঘাড়

ফিরিয়ে, চোখের দৃষ্টিতে আতংকের ছাপ, যে চোখে এরই মধ্যে যতোটা দেখা উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখকষ্ট দেখে ফেলেছে।

'কী হলো?', আলিওখিন চেঁচিয়ে জানতে চাইলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো।

'কিছু না', চোখটা আবার খোলার চেষ্টা করে দম নিতে নিতে ভাসিয়ুকভ বললেন, 'এই কাটা ঘাটা…জোড়াটা বোধ হয় আবার খুলে যাচ্ছে …এই নিয়ে তিনদিন এমন হলো। হাড়টা ভেতর দিকে খোঁচা মারছে.... ভেতরটা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। এই মাত্র ক্র্যাচটা দিয়ে লেগে গেল… চোখে সরষে ফুল দেখিয়ে ছাড়ছে।'

'সামরিক হাসপাতালে যাওয়া উচিত আপনার', আলিওখিন মন্তব্য করল, আর মনে মনে ভাবতে শুরু করল কি ভাবে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাটা করা যায়। 'পরিবহণ বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ওরা আপনাকে আজই লিডাতে নিয়ে যাবে!'

'না, না, তার কোনো দরকার নেই', মাথা নাড়াতে নাড়াতে ভাসিয়ুকভ আপত্তি জানালেন। তারপর বগলে ভাল করে ক্র্যাচটা চেপে ধরলেন আর সাবমেশিন গানটাকে একটু সরিয়ে দিলেন যাতে ঠিকমতো ঝোলে।

'বাচ্চাটার জন্যে চিন্তা করছেন তো, কারুর কাছে ওকে রেখে যাবার উপায় নেই, না?'

'না, তা নয়। কোন, সামরিক হাসপাতালে যেতে আমি পারবো না।' যন্ত্রণায় তখনও মুখটা কুঁচকে উঠছিল ভাসিয়ুকভের, ক্র্যাচটা সামনে এগিয়ে নিয়ে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। 'গ্রাম সোভিয়েত ছেড়ে যেতে আমি পারব না।'

'কেন?', বেড়ার গায়ে লাগানো ফটকটা খুলে ধরে আলিওখিন প্রশ্ন করলো ভাসিয়ুকভকে 'আপনার কোন সহকারী নেই কি?'

'ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। একটা লোকও আর নেই। সেক্রেটারী বলতে আছে একটা রোগামতন মেয়ে। নিজেকে আমার জায়গায় বসান। …আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।' রাস্তার মাঝখানে পৌঁছে গেছেন ভাসিয়ুকভ, চারপাশটা দেখে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'বদমাস, লুঠেরারা আশেপাশেই আছে। এই ক'দিন আগে প্রায় চল্লিশজন হাজির হয়েছিল

সোলোমেন্তসিতে। গ্রাম-সোভিয়েতের সভাপতি, তার স্ত্রী আর মেয়েকে খুন করে চলে যায়। সরকারী সীলমোহরও নিয়ে গেছে।'

এই বদমাসদের দলটার কথা আলিওখিন শুনেছে তবে সোলোমেন্তস্কির ঘটনাটা কানে আসে নি তার। ঐ গ্রামটা কিন্তু খুব দূরে নয়, আলিওখিন মনে মনে চিন্তা করলো, যে জঙ্গলে তল্লাসা চালানো হবে সেখানে শুধু মাইন বা শত্রুদের ছোট ছোট দলের নয়, সেই সঙ্গে ঐ বদমাস লুঠেরাদের পুরো বাহিনীর সঙ্গেও দেখা হতে পারে।

'তাছাড়া হাসপাতালে আমি যাবোই বা কি করে? আমি তো এখানে একটা ঘাঁটির মতো আছি। সবটাই আমার একার ব্যাপার, সরকারী সীলমোহরটা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার কেউ নেই। পুরো গ্রামটা আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। আমি যদি হাসপাতালে চলে যাই, ওরা মনে করবে আমি ভয় পেয়ে গেছি। ফলে যাওয়া আমার চলবে না। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে আমি আছি এখানে...আপনি কি তা বুঝতে পারছেন না?'

'পারছি ঠিকই, তবে কিনা যদি কোন দল আক্রমণ করে,—আপনি কি করতে পারবেন?'

'সব কিছুই করতে পারব!' পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে মুখের ওপর জবাব করলেন ভাসিয়ুকভ। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠল, প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'আমি পার্টির লোক, শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।'

দুজন মেয়ে মানুষ হাঁটতে হাঁটতে ওদের কাছে এল, খালি পা, মাথায় রুমাল বাঁধা। প্রথানুসারে "শুভদিন" জানিয়ে ওরা একপাশে সরে গিয়ে হাঁটতে লাগল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল ওরা সভাপতির সঙ্গে কথা বলতে চায়, তবে আলিওখিন আছে বলে বলতে চাইছে না, বা লজ্জা পাচ্ছে।

একটা মোড়ের মাথায় এসে আলিওখিন বিদায় নিল। সভাপতি হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন এবং বেশ লজ্জা লজ্জা মুখ করে বিষাদের সুরে বললেন, 'কেমন সভাপতি আমি, সবই তো দেখলেন-শুনলেন: একটা প্রাথমিক স্কুল ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু আর তো কোন লোক নেই!'

কয়েক মিনিট পরে আলিওখিন মুখ ফিরে তাকাল। ক্রাচে ভর দিয়ে

রাস্তার মাঝখান দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছেন ভাসিয়ুকভ, ঐভাবে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছেন ঐ মেয়েমানুষ দুজনের সঙ্গে। ওঁর সঙ্গে তাল রাখার জন্যে বাচ্চা ছেলেটা প্রাণপণে ছুটছে. মুঠিতে পাউরুটির টুকরোটা তখনও ধরা আছে।

৫। লেফটেনান্ট আন্দ্রেই ব্লিনভ—শিক্ষানবিশী মপার-আপ

মাঝে মাঝে জঙ্গলটাকে সত্যিকারের নির্জন পরিত্যক্ত জঙ্গল বলে মনে হচ্ছিল। সরু সরু পথগুলোতে ঘাস-আগাছা গজিয়ে উঠেছে, কোথাও কোথাও দুর্ভেদ্য ঝোপঝাড়। অথচ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে যে প্রথম নজরে একে যতটা অহল্যাবনভূমি বলে মনে হয় ততটা নয়। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের আর ব্যাপক হত্যার চিহ্ন এখানে বর্তমান।

সব রকমের জিনিসই চোখে পড়েছিল আন্দ্রেইয়ের—জার্মান সৈন্যদের পচে-ওঠা মৃতদেহ নানা বাহিনীর উর্দি গায়ে, গোলাবারুদের বাক্স, সৈন্যদের জিনিসপত্র রাখার থলে. জার্মান ভাষায় লেখা হলদে হয়ে আসা খবরের কাগজ, খালি সিগ্রেটের খোল, জলের বোতল, সৈনিকদের খাবার পাত্র, পুরনো রামের বোতল, বল্টু-বিহীন মরচে পড়া সাবমেশিনগান আর রাইফেল, সাইড-কারসমেত একটা পোড়া মোটর-সাইকেল; একটা মর্টার, যার চোখ দিয়ে দেখার কলটা ভেঙ্গে গেছে, এমন কি একটা জার্মান কামানও দেখা গেল, যেটাকে এই গভীর জঙ্গলে কী ভাবে যে নিয়ে আসা হয়েছিল কে জানে।

যেহেতু আন্দ্রেই যা খুঁজছে তার সঙ্গে এগুলির কোন সম্পর্ক নেই তাই সে গ্রাহ্য না করে এগোতে থাকল. এমন কি জিনিসগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্যে একটুও থামল না।

সেদিন সকালে প্রথম যে জিনিসটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সাময়িক-ভাবে তা হল একটা গলিত মৃতদেহ, গায়ে গেঞ্জি আণ্ডারওয়ার, গলায় জড়ান একটা লম্বা দড়ি। বোঝাই যাচ্ছে মানুষটাকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে, নয় দম বন্ধ করে মারা হয়েছে—কিন্তু লোকটা কে, এ কাজটা করলই বা কে এবং কেন?...

জীবনে আন্দ্রেই একসঙ্গে এত মাসরুম আর ফল কখন দেখে নি, এই

পরিত্যক্ত জঙ্গলে যত দেখছে। একটাও না পেড়ে আন্দ্রেই হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছিল যে ধূসর-নীলচে রঙের বিলবেরীর আর বেশী পেকে-যাওয়া বুনো স্ট্র-বেরীর গুচ্ছগুলি অবিশ্বাস্য রকমের মিষ্টি. মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে কাজের কিছু সন্ধান পেলে পরে পেট পুরে ফল খাবে।

তবে সম্প্রতি, গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এখানে কেউ ছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। না আছে পায়ের চিহ্ন, এমন কি মাকড়সার জালগুলি পর্যন্ত ভাঙ্গে নি, ছাই বা খাবারের পরিত্যক্ত অংশ পর্যন্ত পড়ে নেই, নোয়ানো গাছের ডাল বা পায়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ঘাস-পাতা, বা সদ্য ভাঙ্গা ডাল —এসব কোন কিছুর চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ ঘিরে রেখেছে জঙ্গলটাকে, মনে হচ্ছে যেন সারা পৃথিবীটাকেই। গাঢ় নীল আকাশে ছিন্ন মেঘের টুকরো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। খোলা জায়গায় আসার সঙ্গে সঙ্গে চড়া রোদে মাথা পুড়ে যেতে লাগল ব্লিনভের, ঘাড় আর কাঁধ বেয়ে আগুনের হলকা যেন নেমে যাচ্ছে উর্দির তলায়।

দুপুরবেলায় একটা ঝর্ণার ধারে আন্দ্রেই বসে পড়ল – কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিতে হবে। কালো পাউরুটির একটা টুকরো আর টিনের মাংস এক টুকরো দিয়ে খাওয়া সারল ঝর্ণার জলে মুখ-হাত ধুয়ে এক পেট জল খেয়ে নিল, তারপর পায়ের ফেট্টিটা আবার নতুন করে জড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল।

মাইনের কথা মুহূর্তের জন্যেও ভোলে নি আন্দ্রেই, তবে সাক্ষাৎ পেয়েছিল মাত্র কয়েকটার, জঙ্গলের রাস্তাটা যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে সেখানে। দূর থেকেই একটা বড় পকেট রুমালের মতো জায়গার ঘাসগুলো যে হলদে হয়ে গেছে, শুকিয়ে এসেছে এটা চোখে পড়েছিল তার। কাছে গিয়ে ওটার একপাশে বসে পড়ল আন্দ্রেই, আর যেভাবে শেখানো হয়েছিল সেইভাবে প্রথমে সে ঘাসের স্তরটা ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলল এবং তলার মাটিটা সাবধানে খুঁজলো, হাতে ঠেকলো একটা গর্ত, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গর্তের তলা থেকে পাওয়া গেল একটা "স্প্রিং-মাইন" এস-৩৪, সৈনিক মারবার জন্যে জার্মানরা যে সাধারণ মাইন ব্যবহার করে থাকে সেই জিনিস। বিস্ফোরণ ঘটাবার যন্ত্রটা খুলে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা ঝোপের পেছনে।

সামনের দিকে মাত্র গজ কুড়ি যাবার পর, আবার ঐ রকম একটা হলুদ ঘাসের চাপড়া দেখা গেল সবুজ রঙের ঘাসের মাঝে। আগের দিন যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি আন্দ্রেইয়ের ক্ষেত্রে একেবারেই অনাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। স্মলেনস্ক আর ভিতেবস্কের আশে-পাশে যখন সে তার রেজিমেন্টের সঙ্গে ছিল, তখন শুধু কয়েক শো কেন কয়েক হাজার মাইনের আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফেটে ওঠা ফিউজ, দেরীতে কার্যকর ফিউজ এবং সাধারণ মাইন বা একটু বাড়তি "চমক' লাগানো মাইনের ফিউজ খুলে ফেলতে হয়েছিল। অন্ধকারে চোখ বুজে সে মাইনগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারে। আর আজ আট ঘণ্টা ধরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে কোন কাজের কাজ না করতে পারার পর এই কাজটা করতে পেরে খুব আনন্দ পেল আন্দ্রেই। চতুর্থ মাইনটা থেকে ফিউজ খোলার সময় হঠাৎ তার মনে হল, এ সব কাজ আমি কেন করছি এবং কীসের জন্যে করছি?

যুদ্ধ সীমান্তে কতগুলো মাইন থেকে ফিউজ খুলে ফেলা হয়েছে এটা যেমন লেটুনের বিশেষ করে প্লেটুনের অধিনায়ক হিসেবে আন্দ্রেইয়ের দক্ষতার পরিচায়ক ছিল, এখানে কিন্তু সে ব্যাপারে কারুর কোন তেমন আগ্রহ নেই, বিশেষ করে হাতে যে গুরু দায়িত্বভার আছে—বেতার প্রেরক-যন্ত্র আর শত্রু পক্ষের এজেন্টদের অনুসন্ধান করার সঙ্গে। এটা হল সেই জায়গার একটা সাধারণ লক্ষণবৈশিষ্ট্য যেখানে তল্লাসীর কাজ চলছে।

এই সিদ্ধান্তে আসার পর আন্দ্রেই আর এ কাজে সময় নষ্ট করল না। মার্কা লাগানো বাকী দুটো মাইন এমনি তুলে নিল, ফিউজ খুলে ফেলল না।

তারপর আবার গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো আন্দ্রেই, নিচের দিকে গুটিয়ে থাকা বা মাথার দিকে ছড়িয়ে থাকা ডালগুলোকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বড বড় সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে লাগল ঘন ঘাসের ওপর দিয়ে। গরমে মুখ লাল হয়ে উঠেছে, মাকড়সার জাল ছিঁড়তে ছিঁড়তে, এপাশ-ওপাশ ঘন ঘন তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছে আন্দ্রেই, এইভাবে বারবার ঘাড় ঘুরোনোর জন্যে ঘাড় ব্যথা করতে শুরু করেছে তার। পিস্তলের ভারটা ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠেছে, পকেটটা এমন ঝুলে গেছে যে উরুর একটা কাটা জায়গায় বারবার ঘসা লাগছে। ঘামে ভেজা চাপা কোট আর প্যান্ট শরীরের সঙ্গে একেবার সেঁটে গেছে।

অতিরিক্ত হাঁটার ফলে জুতোর মধ্যে পায়ের পাতা আগুনের মতো গরম হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য সঙ্গীদের মতো গত কয়েক সপ্তাহ থেকে আন্দ্রেইও রাতে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশী ঘুমোতে পারছে না। এইভাবে ক্রমাগত ঘুমোতে না পারার জন্যে তামাস্তসেভের মতো পুরনো ঝানু সৈনিকেরও অবস্থা কাহিল। মাঝে মাঝে আন্দ্রেইয়ের এমন মনে হয়েছে যে সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। ও এমন একটা ভয়ানক অবস্থায় চলে এসেছে যেখানে ঘুম ছাড়া আর কিছু চিন্তাই করতে পারছে না—যে কোন জায়গায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুম, প্রাণ ভরে ঘুমোতে চাইছে মন। এখানে ওখানে উল্টে পড়ে আছে গাছের শেকড়, ক্লান্ত পা টেনে টেনে মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে আন্দ্রেই—ঘাস গজানো রাস্তার ওপর দিয়ে গোঁয়ারের মতো।

৬। ভারপ্রাপ্ত দলটির নেতা ঃ ক্যাপ্টেন পাভেল ভাসিলিয়েভিচ আলিওখিন

প্রথম দিনের কাজে তেমন কোন সত্যিকারের দরকারী তথ্য পাওয়া গেল না। শিলোভিচি বাদে আমি শিলোভিচি জঙ্গলের উল্টো দিকে কামেনকা আর নভোসিয়োলকি গ্রামেও গিয়েছিলাম এবং কাছাকাছি ডজন-খানেক খামারেও।

যাদের আমরা জঙ্গলে খুঁজছিলাম তাদের পক্ষে ঐ জঙ্গলে তখনও থাকাটা ছিল খুবই অসম্ভব একটা ব্যাপার। মনে হচ্ছিল খুব সম্ভব তারা গতকাল বা পরশু এখানে এসেছিল এবং তারপর খবরটা বেতার মারফৎ পাঠিয়ে তাড়া হুড়ো করে চলে গেছে। তাদের জঙ্গলে ঢুকতে বা বেরোতে দেখাও যে সম্ভব, এটাও অনুমান করে নেওয়া স্বাভাবিক।

কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে আমাদের তল্লাসীর ব্যাপারে আদৌ কোন সদুত্তর হিসাবে ধরা যায় না এটা ধরে নিলেও ভাসিয়ুকভের দেখা সেই অচেনা মানুষ দুটি সম্বন্ধে খোঁজ খবর চালিয়ে যাওয়া যে ঠিক হবে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রথমত: ভাসিয়ুকভ লোক দুটিকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন নি, বা দেখার আগে তারা কি জঙ্গলের প্রান্তসীমা ধরে এগোচ্ছিল তাও লক্ষ্য করেন নি। এও হতে পারে তারা জঙ্গলে আদৌ

ছিল না? দ্বিতীয়তঃ, জঙ্গলের যে অংশ থেকে খবরটা পাঠান হয়েছিল সেটা শিলোভিচির চেয়ে বেশি কাছে ছিল নভোসিয়োলকির এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জঙ্গল ছেড়ে চলে যাওয়াটা ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘতর পথ পরিক্রমা করার বদলে খবর পাঠানোর জায়গাটা থেকে চলে গিয়ে কোন ব্যস্ত বড় সড়কে উঠে বিনা ভাড়ায় কারুর গাড়ি করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তার শেষ কথাটাই ছিল আমাদের কাছে সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক, যে ভাসিয়্‌কভ লোক দুটিকে দেখেছিল বেশ দূর থেকে, ফলে তাদের চেহারার মোটামুটি একটা বর্ণনাও দিতে পারে নি।

গ্রামের লোকের সঙ্গে উভয় পক্ষের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতে আমাকে কখন কষ্ট পেতে হয় নি এবং আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টিও ছিল খুব সোজা এবং আপাতদৃষ্টিতে একবারে নির্দোষ। জঙ্গলের ধারে বা তার কাছাকাছি কোথাও গত কয়েক দিনে তারা কি কোন অচেনা লোক দেখেছে? আমি সোজাসুজি এ প্রশ্নটা তাদের করতে পারলাম না এবং স্বভাবতই সঠিক পদ্ধতিতে আসল কথায় পৌঁছবার পথটি অনুসন্ধান করতে হয়েছিল আমাকে।

কমপক্ষে প্রায় পঞ্চাশ জনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল নারী, বৃদ্ধ এবং যুবক এবং যতদূর দেখলাম সত্যিকারের এগিয়ে আসা যাকে বলে, সে ভাবে এগিয়ে এসেছিল মাত্র দুজন, এরা আবার পার্টিজান। বাকীরা বেশ সতর্কভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল তারা কিছুই জানে না।

লিডা শহরের মিলিশিয়া কেন্দ্রের প্রধান অভিযোগ করলেন, 'এখনকার লোকগুলো একেবারেই সপ্রতিভ নয়; চোখ রাঙ্গিয়ে এদের বশে রাখা যায়। ওদের পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারবেন না আপনি।'

বেশ কয়েকবার এই ধরনের অভিমত আমার কানে এসেছে এবং তার কিছুটা যে সত্য নয় তা নয়। তবে এই "সপ্রতিভ নয় এমন মানুষগুলোকে" যে অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমি ভীষণভাবে ওয়াকিবহাল।

গত পাঁচ বছরে এখানকার অধিবাসীদের জীবনে চারটে বড় বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে। প্রথমতঃ পোল্যাণ্ডের 'আরোগ্যকারী' সরকার, তারপর

হল সোভিয়েত বাইলোরুশিয়াতে অন্তর্ভুক্তকরণ, তারপর এলো যুদ্ধ, যা শুরু হবার পরের দিনই এখানে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই সঙ্গে এনেছিল জার্মান দখলীকারদের নৃশংসতা এবং সব শেষে এখানে গত মাস থেকে আবার তারা সোভিয়েত শাসনের অধীনে আছে।

পরিস্থিতি আরও খারাপ হবার আর একটা কারণ ছিল—সরকারী প্রশাসন ছাড়াও এই অঞ্চলে অবৈধ পার্টিজানরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশ জোরদার ভাবে। জার্মান অধিকারের সময় স্থানীয় জঙ্গলে গুপ্তদলগুলি সক্রিয় হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখত। এখন সেখানে নানাধরনের লুঠেরার দল ঘুরে বেড়ায়, দলছুট জার্মান সৈন্য আর সাধারণ পলাতক সৈন্যদের ছোট ছোট দলের কথা আর নাই-বা বললাম।

এই অবৈধ দলগুলির মধ্যে কয়েকটা লক্ষণবৈশিষ্ট্যের বেশ মিল পাওয়া যায়—হঠাৎ-হঠাৎ আক্রমণ করা, নিষ্ঠুরতা এবং মানুষের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা—আবার শত্রুদের এই গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যেও বেশ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়; এ. কে.-এর (আরমিজা ক্রাজোয়া) গুপ্ত সামরিক সংগঠনের লোকেরা রাস্তার ধারে আত্মগোপন করে থাকত এবং গাড়ির ওপর গুলি চালাত এবং সব সময়ে তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর লোকেরা এবং মাঝে মাঝে লাল ফৌজের ছোট ছোট দলগুলির ছদ্মবেশে আক্রমণ করত। "সবুজ দল" বা লিথুয়ানিয়ার জাতীয়তাবাদীদের দলগুলি, উত্তর দিক থেকে এই অঞ্চলের উপর আক্রমণ চালাবার সময় কমিউনিস্ট এবং সোভিয়েতের সদস্যদের নির্মূল করত এবং মাঝে মাঝে নির্বিচারে গোটা পরিবারকে হত্যা করত ও কৃষকদের সর্বস্ব নিষ্ঠুরভাবে লুঠ করত। জার্মান ও ভ্লাসোভাইটরা একটু বেশি সাবধান ছিল। তারা সচরাচর গ্রামে যেত না এবং কেবল জঙ্গলে, নির্জন রাস্তায় বা খামার-বাড়িতে আক্রমণ চালাত, তবে কোন জীবন্ত সাক্ষী যাতে না থেকে যায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ফিরত, কারণ ফেরার পথ ধরে তাদের খুঁজে বের করে ধ্বংস করার সম্ভাবনার ঝুঁকিটা নিতে চাইত না ওরা।

এই সব ভয়ঙ্কর আগন্তুকদের করুণার পাত্র হয়ে থাকত স্থানীয় অধিবাসীরা। তারা সব সময়ে আশঙ্কার মধ্যে থাকত এই বুঝি কোন নতুন আগন্তুক এসে হিংস্রতা, লুঠ অথবা হত্যালীলা চালাবে। এবং তাদের

সম্বন্ধে যত কম কথা বলা যায় ততই বিপদের আশঙ্কা কম হবে। এটা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ ছিল যে আমার সৈনিকের পোশাকও তাদের মনে আস্থা জাগাতে পারে নি, কারণ এ.কে. সংস্থার লোকেরা, "সবুজ দল", ভ্লাসোভাইটা এবং এমন কি জার্মানরা পর্যন্ত লাল ফৌজের সৈনিকের পোশাক পরে আসত।

এমন কি স্থানীয় সরকারী কর্মীরাও কোন রকমের দায়িত্ব নিতে রাজী হত না। কামেনকা গ্রামে এই জাতীয় আলাপ আমার হয়েছিল।

ওই গ্রামে গ্রাম-সোভিয়েতের সভাপতির কাজকর্ম দেখাশোনা করত একজন দীর্ঘনাসা কৃষক। ও ছিল বাইলোরুশিয়ার মানুষ, রঙ কটা হয়ে আসা খড়ের ছোট্ট আঁটির মত গোঁফ জোড়া, ঠোঁটে ঝুলত হাতে-তৈরী সিগারেট। আমি যখন পৌঁছলাম কৃষকটি তখন একটা প্রায় ফাঁকা, নোংরা কুঁড়ে ঘরের মাঝখানে পাতা টেবিলে বসে দাবা খেলছিল একটা রোগা-পাতলা ছোকরার সঙ্গে, ছোকরাটি খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজ করত। খেলায় বাধা দেবার জন্যে কৃষক যে বিরক্ত হয়েছিল সেটা লুকোবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি সে।

গ্রাম-সোভিয়েতের দপ্তরের বাইরে পাহারা দিচ্ছিল তিনজন বৃদ্ধ, তাদের হাতে জার্মান রাইফেল। তারা আমার পিছন-পিছন ঘরে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল কিভাবে তাদের "প্রধান" আমার কাগজপত্র পরীক্ষা করেন, তারপর দরজার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারা ঐ ছোকরাটির সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

শিলোভিচিতে যা করেছিলাম, এখানেও সেইভাবে সৈন্যদের থাকবার জায়গা ঠিক করার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলে নিজের পরিচয় দিলাম এবং তারপর আমার কমাণ্ডিং অফিসারের চিঠি বা নির্দেশ এবং অফিসার হিসাবে আমার পরিচয়পত্র ওর হাতে তুলে দিলাম, আমার লাল পাশটা অবশ্যই দিলাম না যাতে মানসিক উত্তেজনা বাড়িয়ে দেওয়ার মত কয়েকটি কথা লেখা আছে—*পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ*—স্মার্শ।

বৃদ্ধটিকে আপাতদৃষ্টিতে বেশ সহজ, সরল, আর বাচাল মনে হয়েছিল, কিন্তু সেটা শুধু প্রথম দর্শনে।

নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছিল বৃদ্ধটি, যেমন ফসল, চড়া দাম, মোট বইবার পশু আর মানুষের ঘাটতি পড়েছে—এইসব। গাড়ি টানা পশুর

অভাবের কথাও বার তিনেক বলল, যাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল পাছে আমি একটা গরুর গাড়ি চেয়ে বসি। অথচ আমাদের আলাপ-আলোচনার সময় বৃদ্ধ বে-আইনী দলগুলোর একটারও নাম উল্লেখ করল না বা একটা কথাও বলল না, যেন ওসব কিছুই ওখানে নেই। আমার অবশ্য মনে হল ঠিক এই ধরনের মানুষদের সম্বন্ধে বৃদ্ধের আতঙ্ক আছে।

যারা জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল বা তাদের সঙ্গে চলে গেছে তাদের সম্বন্ধে যে-কোন রকমের আলোচনা বৃদ্ধ খুব কৌশলে এড়িয়ে গেল, এবং শিলোভিচি জঙ্গল সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে শুধু 'ওর ভেতরে আমরা যাই না' এইটুকু বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

আমার প্রতিটি মুহূর্তর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল অথচ বৃদ্ধটি অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চালাতে লাগল। ওর গল্প শুনতে আমি বাধ্য হলাম। কীভাবে প্রতিবেশিনীর ছেলেমেয়েরা তার বাড়িতে প্রায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, কিংবা কীভাবে ফিওফিনা নামের এক মহিলা গত বসন্তে যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, যার একটা আশ্চর্য রকমের সোনালী চুলের মেয়ে, অপরটা গাঢ় রঙে চুলওলা ছেলে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ সিগারেটে টান দিতে দিতে ভাল মানুষের মত আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল, অথচ তার মুখে-চোখে এমন এক ভাষা ফুটে উঠেছিল যার অর্থ—'কিছুই কি বুঝতে পারছেন না? আপনি এসেছেন আবার নিজের পথে চলে যাবেন, আমাকে তো এখানে থাকতেই হবে!'

কামেনকায় যাবার পর আমি গেলাম শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের খামার-বাড়িগুলিতে। বহির্বাটি সমেত কৃষকদের বাড়িগুলি নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে, জঙ্গলের সীমা বরাবর বাড়িগুলি একে অপর থেকে বেশ দূরে দূরে; তরকারী বাগান, গাছের কয়েকটা ঝাড় আর ছোট ছোট মাঠ নিয়ে বাড়িগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমি যে-সব বাড়িতে গিয়েছিলাম তার প্রত্যেকটিতে কেউ না কেউ ছিল, তবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছুই দেখি নি বা শুনি নি।

ছুটোর সময় একটা নির্ধারিত জায়গায় আমার জন্যে খিঝনিয়াকের অপেক্ষা করার কথা। ছুটো বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমি বড় রাস্তার দিকে পা

বাড়ালাম, জঙ্গলে আমার এলাকার অংশটাকে পরীক্ষা করে দেখার আগে তকমা, টুপি আর কাগজ-পত্র লরীতে রেখে যেতে হবে।

হ্যাজেল-বাদাম গাছের ঝোপগুলির মধ্যে দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় কানে এলো পেছন থেকে কে যেন আসছে। ফিরে তাকালাম ; নাঃ, কেউ নেই। ভাল করে শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম। না এবার আর কোন ভুল নয় কে যেন হেঁটে এসে আমাকে ধরতে চাইছে। পিস্তলের সেফটি ক্যাচটা খুলে প্যান্টের পকেটে রেখে চট করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলাম দ্রুত পায়ে কে একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রায় দৌড়োবার ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছিল ছোটখাট, কালো চুলওলা একটা মানুষ, পিঠে কুঁজের মতো কিছু একটা আছে। গায়ের কোটটা ঢলঢলে, প্যান্টাও জরাজীর্ণ—হাঁটুর আর পাছার কাছে তালিমারা। প্যান্টের পা দুটো নোংরা বুটের মধ্যে গোঁজা। ঘন্টাখানেক আগে কৃষকের সঙ্গে যে বাড়িটাতে কথা হয়েছিল সেখানে আরও দুজন ছিল, কৃষকের স্ত্রী আর শ্বাশুড়ী, যতদূর মনে হয় আমি পৌঁছবার আগে পর্যন্ত ওখানে কিছু একটা ঘটছিল, হয় ঝগড়া, নয় জোর তর্কাতর্কি। তিন জনেরই মুখে ভয়ের বা উদ্বেগের ছাপ ছিল। স্ত্রীলোক দুজন, বিশেষ করে শ্বাশুড়ীটি যে কাঁদছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয় নি। তাদের চোখ লাল আর চোখের পাতা ফুলে উঠেছিল। এই কুঁজো লোকটার চোখেও ভয়ের ছাপ, শত চেষ্টাতেও তা যেন লুকোতে পারছে না ; লোকটি পোলিশ ভাষায় কথা বলছিল এবং যথা সম্ভব কম কথায়, শান্তভাবে একই উত্তর দিয়ে চলেছিল : '*নিয়ে রোজুমিয়েম…নিয়ে উইয়েম*।"*

আমি যেখানে অপেক্ষা করছিলাম সে জায়গাটা পার হয়ে কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মানুষটা, তারপর কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করলো, হয়তো চিন্তা করছিল আমি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। ঘাড়টা ঘোরাতেই আমাকে দেখতে পেল, একটু এগোবার চেষ্টা করে চমকে উঠে বিনা বাধায় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল "দৃজিয়েন দোবরি…।"**

---

* আমি বুঝতে পারছি না, আমি জানি না (*পোলিশ ভাষায়*)—লেখক।

** সুপ্রভাত (*পোলিশ ভাষায়*)—লেখক।

আমি খুব শান্তভাবে পাল্টা শুভেচ্ছা জানালাম। যদিও কিছুক্ষণ আগেই আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি এবং সেই যুক্তিতে আমার প্রশ্ন করা উচিত হত কি চায় সে আমার কাছ থেকে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও দৌড়ে এসেছে আমার কাছে, আমি জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে। দাড়ী না কামানো মুখ ঐ ভাবে ছুটে আসার জন্যে লালচে হয়ে উঠেছে, সেখানে দু-চার ফোঁটা ঘাম চিক চিক করছে। তার বুকের খাঁচার গঠনটা বিকৃত এবং কদাকার, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে জোরে জোরে শ্বাস টানছিল সে, ফলে বুকটা ওঠা-নামা করছিল খুব দ্রুত। খসখসে চামড়ার বুট জুতোর ওপর পর্যন্ত শুকিয়ে যাওয়া সারের দাগ লাগা।

"পান্ তোভারিশ···", ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকিয়ে কথাগুলো বলল। আবার বলার আগে কী যেন শোনার জন্যে একটু থামল, তারপর বলল, পান অফিজিয়ের···"

* * *

বৃদ্ধ পোলিশ ভাষায় কথা বলছিল, উত্তেজিত হয়ে ওঠার ফলে কথাগুলো খানিকটা ফিসফিস করে বলার মতো মনে হচ্ছিল। তার অনেক কথা আমি বুঝতে পারি নি এবং কথাগুলো বারবার বলার জন্যে বলেছিলাম আমি এবং এইভাবে প্রায় আধঘন্টা কথা বলার পর ও কি বলতে চাইছে তা বুঝতে পারলাম।

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কৃষকটি মাঝে মাঝে চার পাশে তাকাচ্ছিল এবং কী যেন শোনার চেষ্টা করছিল ইশারায় আমাকে চুপ করতে বলে। কেন ও ভয় পাচ্ছে একথা দুবার প্রশ্ন করেছিলাম আমি, কিন্তু দুবারই যেন বেশ হতভম্ব হয়ে গেছে এই ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তরটা এড়িয়ে গেল বোধ হয় আমার প্রশ্নটা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি কৃষকটি।

কৃষক ফিরে যাবার পর আমি লরীর দিকে এগোতে এগোতে ও যা বলে গেল সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম। তার বর্ণনা থেকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে যা বুঝতে পেরেছিলাম তা হল, এই ভোর বেলায় গতকাল সন্ধ্যা থেকে হারিয়ে যাওয়া গরুর সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল এই স্তানিস্ল সুইরিড। শিলোভিচি জঙ্গলের সীমানার কাছে সোভিয়েত সামরিক পোশাক পরা

তিন জনকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল ও। তারা ওর কাছ দিয়ে পর পর লাইন করে হেঁটে চলে গেল কিছুটা দূর, স্তানিস্ল কিন্তু একটা ঝাঁকড়া ফার গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল ফলে ওরা ওকে দেখতে পায় নি। সামনের লোকটিকে ও চিনতে পেরেছিল কাজিমিয়েরজ পাওলোস্কি বলে, বাকী দুজনকে আগে দেখে নি।

স্তানিস্লের মতে এই পাওলোস্কি জার্মান অধিকারের সময় ওয়ারশয়ের কাছে কোন একটা জায়গায় জার্মানদের হয়ে কাজ করেছিল। খুব সম্ভব পুলিশ বাহিনীতে বা অন্য কোন কর্তৃত্বপূর্ণ পদে, তবে যাই হোক না কেন মোটা মাইনে পেত ("মোটা মাইনে" কথাটা তিন বার উচ্চারণ করেছিল স্তানিস্ল, ওর কণ্ঠস্বরে ঈর্ষার সুরটা লক্ষ্য করেছিলাম আমি)। কয়েকবার পাওলস্কি তার বাবার খামার-বাড়িতে এসে রাত কাটিয়ে গিয়েছিল ; ওই খামার-বাড়িটা ছিল স্তানিস্লের খামার-বাড়ির পাশেই। ও সব সময়ে অসামরিক পোশাকে আসতো, মাথায় থাকতো টুপি, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যেতো যে ওকে অফিসার করা হয়েছিল এবং জার্মানরা তাকে সম্মানে ভূষিত করেছিল।

সুইরিডের মতে পাওলোস্কির বাবা ছিলেন জার্মান বংশোদ্ভূত, এখন লিডাতে গ্রেপ্তার হয়ে আছেন, অথচ ওর পিসীমা বাস করছেন কামেনকাতে।

একথা সবাই জানে যে জার্মান পুলিশ বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের দল এবং জার্মান সৈন্য বাহিনীর অধিকাংশের সঙ্গে ফিরে যেতে পারে নি এমন সব সহযোগীরা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মোকাবিলা করত স্থানীয় সংস্থাগুলি বা এন.কে.ভি.ডি-র ভ্রাম্যমান দলগুলি — সৈন্যবাহিনীর পক্ষে তারা বিপজ্জনক এবং সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের তাদের সমর্থিত সংগঠন সম্পর্কেই মাত্র আমরা আগ্রহী ছিলাম।

যে কথাটার জন্যে আমি সতর্ক হয়ে উঠেছিলাম তা হল সুইরিডের বিশেষ জোর দিয়ে বলা যে ঐ তিনজনেই সোভিয়েত অফিসারদের উর্দি পরে ছিল এবং দুজনের হাতে ছিল সোভিয়েত সাব-মেশিনগান। কারণ এই অবৈধ দলগুলি নানা ধরনের পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্র সাধারণতঃ বেশ লোক-দেখিয়েই ব্যবহার করত।

আর যে ঘটনাটার জন্যে আশ্চর্য হয়েছিলাম তা হল এই যে ওয়ারশয়

কাছাকাছি জায়গায় কাজ করার পর পাওলোস্কি কোন এক কারণে হঠাৎ হাজির হয়েছিল শহরের দেড়শ মাইল পূর্বদিকে। যুদ্ধ সীমান্তের এই পাশে ও কেন ছিল এবং জার্মানদের অন্যান্য পুলিশদের মত সেও বা কেন জার্মানদের সঙ্গে চলে যায় নি? পক্ষান্তরে, সেই রহস্যময় বেতার যন্ত্র থেকে সংবাদটা পাঠাবার প্রায় তের ঘন্টা আগে শিলোভিচি জঙ্গলের কাছে তার উপস্থিতি নিছক কাকতালীয় ঘটনাও হতে পারে।

সুইরিড কেন অত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এবং বাড়িতে কিছুই বলে নি অথচ পরে আমাকে অনুসরণ করে এসে তার সব কথা আমাকে কেন বলল এটা নিয়ে চিন্তা না করে আমি থাকতে পারি নি।

পাওলস্কি সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু আমার জানার ছিল এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি লিডাতে ও এখানে সরেজমিনে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। অথচ এখন নষ্ট করার মত একটা মুহূর্তও আমার নেই। জঙ্গলের মধ্যে আমার দলটা তখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

৭। লেফটেনান্ট ব্লিনভ

একটা প্রাচীন ওক গাছের গুঁড়ির গায়ে মাথা থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচুতে ছোট্ট একটা গর্তের ওপর নজর পড়ল আন্দ্রেইয়ের। কয়েক সেকেণ্ড ওখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করে নিল। "বলা যায় না!" তারপর লাফিয়ে গুঁড়ির দুপাশটা ধরে শরীরটাকে টেনে তুলল, গাছের ছালের ওপর জুতোর ডগার চাপ দিয়ে নিজেকে ধরে রাখলো এবং গর্তটার মধ্যে হাত ঢোকাতেই শুধু ধুলো ছাড়া আর কিছু হাতে ঠেকালো না, ওখানকার কাঠটা পচে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে পা-টা পিছলে যেতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল আন্দ্রেই, পড়ার সময় ঘষা লেগে হাত ছড়ে গেল এবং কবজির কাছে অনেকটা কেটে যাওয়ার ফলে রক্ত পড়তে লাগল।

এই ঘন এবং কিছুটা পরিমাণে সাধারণ জঙ্গলটা সেই দিন সকালে ব্লিনভের কাছে বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল এবং ওর মনে হয়েছিল এই জঙ্গল থেকেই বেতারে সংবাদ পাঠান হয়, কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আস্থা ফলে নিজের ওপর আর আশা দুই-ই রাখতে পারল না সে, কিছু পাওয়ার আশাতে উত্তেজনাও হচ্ছিল না, বারবার তার একটা ধারণাই হচ্ছিল যে খালি-হাতেই ফিরতে হবে অনুসন্ধানের কাজ সেরে।

এই ধরনের জঙ্গলে বেতার-প্রেরকযন্ত্র বসিয়েছিল যারা তাদের চিহ্ন খুঁজে বের করা আদৌ সহজ কাজ নয় এবং তারা যে চিহ্ন রেখে যাবে তার কোন প্রতিশ্রুতিও কেউ আগে থাকতে দেয় নি। তাছাড়া প্রথমে কিভাবে বেতার মাধ্যমে খবর পাঠান হয়েছিল তার সঠিক জায়গাটা যে নির্ধারণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধেও তো সন্দেহ আছে। ব্লিনভ জানে যে প্রকৃত জায়গাটা সব সময়েই হিসাবের থেকে একটু আলাদা হয় এবং স্থান নির্দেশ করার ব্যাপারটাও যে ভুল হয়, কখনও কখনও তা কয়েক মাইলের ব্যবধান ও হয়ে থাকে।

অন্য কিছুর তুলনায় নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধেই সে বেশি মনমরা হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ সীমান্তে নিজের রেজিমেন্টে থেকে লড়াই করার সময় আহত হবার আগে অন্যান্য প্লেটুন কম্যাণ্ডারের সঙ্গে নিজের প্লেটুনটাকেও সংযুক্ত রেখেছিল ব্লিনভ। তিনজনের মধ্যে তারই ছিল সবচেয়ে কম অভিজ্ঞতা, বিশেষ জ্ঞান আর দক্ষতা। স্বভাবতই এর প্রভাব পড়ল পরিণামের ওপর। যত কঠিন পরিশ্রমই করুক না কেন আগে কিংবা পরে ব্লিনভকে আলিওখিন এবং তামান্তসেভের প্রচেষ্টার ফলের ভাগ নিতে হয়েছিল এবং এই চিন্তা সব সময়ে তাকে জ্বালিয়ে মারত।

সূর্যদেব দিগন্ত রেখার দিকে ডুবতে শুরু করলে ব্লিনভ পূর্ব দিক লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগল, রাত বাড়ার আগেই শিলোভিচিতে পৌঁছতে চায় ও। দেখতে দেখতে শ্যাওলা আর অল্ডার গাছের ঝোপঝাড়ে ভর্তি একটা জলাভূমিতে এসে পড়ল ব্লিনভ। পথ সোজা রেখে এগিয়ে চলল, কিন্তু পা ক্রমশঃ বসে যাচ্ছিল কাদার মধ্যে। আবদ্ধ, মরচে রঙের জল উপচে পড়ছিল বুটের ডগার ওপর।

অনেক কষ্ট করে নক্শায় কোথায় কি আছে স্মরণ করা চেষ্টা করেছিল ব্লিনভ, এই জায়গায় জলাভূমি চিহ্নিত করা আছে কিনা কিছুতেই মনে পড়ল না, আবার এও হতে পারে মনোযোগ দিয়ে দেখে নি নক্শাটা। চার দিকেই সমান দূরে জঙ্গলের সীমা চোখে পড়ল তার। এখন ঠিক করতে হবে কোন দিক দিয়ে গেলে বেরোনো সম্ভব হবে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখছে, ঠিক তখনই কিছু দূর থেকে সাব-মেশিনগানের জোড়া গুলির শব্দ ভেসে এল পর পর এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা কয়েকটা গুলির শব্দ হল। প্রথমেই মনে হল আলিওখিন আর তামান্তসেভের কথা। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ব্লিনভ ছুটল ডান দিকে, যে দিক

থেকে গুলির শব্দ এসেছিল, পাঁকে পা আটকে যাচ্ছিল, জলাভূমি আর নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিতে দিতে ছুটছিল সে। ব্লিনভ ছুটতে ছুটতে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছিল শিসের শব্দ। ওদের মধ্যে কথা ছিল বিপদে পড়লে বিশেষ ধরনের শিস দিয়ে সঙ্কেত পাঠান হবে। কিন্তু আবার নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল জঙ্গলটা। কি হচ্ছে ওখানে ? আলিওখিন বা তামান্তসেভ কারুর কাছেই তো সাবমেশিনগান নেই—তাহলে প্রথম গুলিটা চালালো কে ? কে কাকে লক্ষ্য করে গুলি করল ? বাসভের মত ওৎ-পেতে থাকা আলিওখিন বা তামান্তসেভের ওপর কেউ নিশ্চয়ই আক্রমণ চালায় নি ?...

ততক্ষণে শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ করে ব্লিনভ জলাভূমি পার হয়ে এসেছে ! অন্ততঃ পায়ের তলার মাটি এখন বেশ শক্ত, বড় জোর গোড়ালির গাঁট পর্যন্ত ডুবছে। সরু এক ফালি জায়গায় অল্ডার গাছের ঝোপঝাড়, তার পাশ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ। ঝোপের পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতেই ব্লিনভ পৌঁছে গেল একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গায়, হোগলা জাতীয় ঘাসে ভরা। বাঁ-ধারে কুল কুল করে বয়ে চলেছে একটা ঝর্ণা, তার ধারগুলো কালো, পোড়া মতন আধপোঁতা খোঁটা দিয়ে ঘেরা।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ব্লিনভ, লোভীর মত জল খেতে লাগল, সেই সঙ্গে তেতে ওঠা মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিল। জলাভূমির গন্ধ এই জলে, আর এত ঠাণ্ডা যে দাঁত কনকনিয়ে উঠল।

উঠে দাঁড়াল ব্লিনভ, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করতেই হঠাৎ পাথরের মত জমে গেল ও, নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। মাত্র তিন ফুট দূরে জল কাদার ওপর সারাদিন ধরে যা খুঁজে বেড়াচ্ছে তারই সন্ধান পেল, অবশ্য যা আশা করছিল তার থেকে অনেক বেশিই যেন পেয়ে গেছে—সৈনিকের বুট জুতোর টাটকা দাগ কাদাতে, এখনও শুকিয়ে যায় নি।

৮। সিনিয়র লেফটেনান্ট তামান্তসেভ

প্রায় ৬টা বাজে। ফেরার সময় প্রায় হয়ে এসেছে এবং প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে-আলকাতরা চোলাই করার পরিত্যক্ত কারখানাটা একবার দেখে আসবে ঠিক করল তামান্তসেভ। সকাল থেকেই ওখানে যাবার জন্যে

মনের মধ্যে একটা তাগাদা অনুভব করেছে সে, কারণ জঙ্গলের মাঝখানে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির নিজস্ব তীব্র আকর্ষণ আছে।

জায়গাটায় পৌঁছবার অনেক আগে থাকতে একটা পচা গন্ধ তার নাকে আসছিল। সূর্যকে কম্পাসের মত ব্যবহার করে সে যখন শেষ পর্যন্ত সেই জায়গাটায় পৌঁছলো যেখানে এককালে আলকাতরা তৈরী হতো, তখন জীর্ণতার পচা গন্ধ তার পক্ষে সহ্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল।

একটা ঝোপের ধারে নিজেকে আড়াল করে রেখে তামান্তসেভ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, ফাঁকা জায়গাটা এবং সেখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্ণাটাকে আর কারখানায় যা কিছু পড়ে আছে তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

ডানধারে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী বাড়িগুলো ভেঙ্গে পড়ছে, জায়গায় জায়গায় পুড়েও গেছে। ঐ ডান ধারেই আধ-ভাঙ্গা চুল্লীর ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে চিমনি, চুল্লীর সঙ্গে আঁটা বিরাট কড়াইয়ের ভগ্নাবশেষ এখনও পড়ে আছে। লড়াই চলার অনেক আগে থাকতেই এটা ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছিল কারণ বাড়িগুলির চুল্লীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে জায়গায় জায়গায় এরই মধ্যে লতা-পাতা গজাতে শুরু করে দিয়েছে, শ্যাওলা জমে গেছে।

বাঁ-দিকে, তামান্তসেভ যেদিকে দাঁড়িয়েছিল তার দিক ঘেঁষে একটা বেশ উঁচু আর মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছিল একতলা বাড়ির একটা কাঠামো, ছাদ বা বরগা কিছুই নেই। জানলার ফাঁকা জায়গাগুলোর ওপর নজর পড়ল তামান্তসেভের, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে বলা যায় নজর পড়েছিল দুদিকের শূন্য জায়গাগুলির তলায় দেওয়ালের যে অংশ আছে তার ওপর, সেখানে ছোট ছোট ফোকর, যেগুলি খুব সম্ভব কেটে করা হয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল সম্প্রতি এখানে গুলিগোলা চলেছে। ঝোপঝাড় আর গাছের গুঁড়িতে পাওয়া চিহ্ন থেকে একথা সে কিন্তু আগেই অনুমান করে নিয়েছিল, বুলেটের আঘাতে পাতা আর পল্লবগুলো কেমন যেন দুমড়ে মুচড়ে শুকিয়ে গেছে, এ থেকে অনুমান করা যায় ঘটনাটা আট-দশ দিনের আগেকার হতে পারে না।

দুর্গন্ধ আর নিস্তব্ধতার মধ্যে ঝর্ণার অস্পষ্ট কলকল শব্দ এবং শান্ত গোধূলিতে ঘরে-ফেরা পাখিদের কলকাকলী ভেসে আসছিল জঙ্গল থেকে,

তবুও আশেপাশে সম্প্রতি যে মানুষ ছিল তার কোন শব্দ বা চিহ্নের আভাস পর্যন্ত পেল না তামান্তসেভ।

ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তিরিশ চল্লিশ গজ এগিয়ে গেল বাঁ দিকে সেখানে কয়েকটা বাড়ির কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে, আর দেওয়াল এবং গাড়ি-বারান্দার মাঝখানে পড়ে আছে ভীষণভাবে বিকৃত, ফুলে ওঠা একটা মৃতদেহ—জার্মান সৈনিকের। মুখের ওপর, বরং বলা উচিত শকুনের ঠোকরানিতে বেরিয়ে পড়া করোটির ফ্যাকাশে হাড়ের ওপর নিশ্চলভাবে বসে আছে একটা বিরাট নীলচে কালো রঙের গলিত মৃতদেহ ভোজী কাক, তার ঠোঁটটা লম্বা আর বাঁকানো। সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে স্থির চিত্রের এক সুন্দর রূপ।

তামান্তসেভ পিছনের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে এনে পাশের পকেটে রাখল, তারপর ছুটে এগিয়ে গেল গাড়ি-বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত। এই অনধিকার প্রবেশের ফলে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাকটা উড়ে গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় বসল। বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ডজন ঐরকম কাক বিকট শব্দ করতে করতে জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

খাবারের খালি টিন, খসে পড়া প্লাস্টারের তাল, ব্যবহার করা কার্তুজের অসংখ্য খোলের মত নোংরা জিনিসে ভরা মেঝের ওপর বিচিত্র ভঙ্গীতে পড়ে আছে সাতজন মৃত জার্মান সৈনিকের দেহ। তাদের জুতো আর চামড়ার বেল্ট কেউ যেন খুলে নিয়েছে। কাকেরা ঠুকরে পরিষ্কার করে দিয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর মাথার খুলিগুলোকে। দুজনের গায়ে সৈনিকের উর্দি ছিল না এবং একজনের প্যান্ট ছিল না, শুধু একটা নোংরা আণ্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় পড়েছিল। শত শত নীলচে মাছি মৃতদেহের মাংসের ওপর কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে জানলার ধারে পড়ে আছে আরও চারজনের মৃতদেহ, শকুনের ঠোকার আর পচনের ফলে ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেছে দেহগুলি।

জার্মানদের একটা পাঁচমিশেলী দল—একজনের গায়ে ট্যাংক বাহিনীর গাঢ় রঙের উর্দি, ছ'জন ছিল এস.এস. বাহিনীর পোসাক পরা, বাকীদের পদাতিক বাহিনীর ধূসর রঙের উর্দি। জানালার কাছে পড়ে থাকা কার্তুজের খালি খোলের আস্তরণ, দেওয়াল থেকে খসে পড়া প্লাস্টারের টুকরো,

মৃতদেহগুলির একসঙ্গে পড়ে থাকা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছিল এখানে যা ঘটে গেছে চারপাশ থেকে ঘেরাও হয়ে যাবার পর জার্মানরা নিশ্চয়ই প্রাণপণে লড়েছিল আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে, শেষ পর্যন্ত ওরা প্রত্যেকে একে একে রাইফেল, মেশিনগান আর হাত বোমার ঘায়ে মরে যায়। এই অঞ্চলের গরম আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কথা স্মরণে রেখে এবং নতুন সূত্র হিসাবে রক্তের দাগের রঙ দেখে তামান্তসেভ হিসেব করে দেখল মৃতদেহগুলি কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ দিন আগেকার।

অসহ্য দুর্গন্ধে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল তার এবং জায়গাটা থেকে যত দূরে হোক তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে যেন প্রাণ বাঁচে। অথচ এত দূরে এসেই যখন পড়েছে তখন নিয়মমাফিক পুরোদস্তুর তল্লাসী যে করে যাওয়া উচিত এটা তার মনে হল।

বাঁ-দিকের প্রথম ঘরটাতে জানলার কাছে পড়ে আছে এস.এস. বাহিনীর উর্দি পরা দুটি মৃতদেহ। একটা বড়, অন্যটা ছোট, ভাল করে দেখার পর তামান্তসেভ বুঝতে পারল ছোট মৃতদেহটা মহিলার।

উপুড় হয়ে পড়েছিল মহিলার দেহ, পরণে এস. এস. বাহিনীর প্যান্ট, কিন্তু কোটটা রোআ*-র; যদিও তাতে কোন তক্মা আঁটা নেই। ঘৃণায় থুতু ছিটোল তামান্তসেভ এবং ঠিক সেই সঙ্গে চোখের পাশ দিয়ে দেখতে পেল ফাঁকা জায়গার শেষ প্রান্তে একটা ঝোপের ডাল একটু নড়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে মাথা নুইয়ে বসে পড়ল সে, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর দিয়ে সাব-মেশিনগানের গুলি চলে গেল বাতাস বিদীর্ণ করে। জানলার গোবরাটে রিভলবারের নলটা রেখে ঝোপ লক্ষ্য করে দুটো গুলি চালাল তামান্তসেভ মুখ না তুলে। পরের মুহূর্তেও চলে গেল ঘরের এক কোণে টালি বসানো চুল্লীর আড়ালে, ওরা যদি হাত বোমা ছোঁড়ে, সামনে একটা আড়াল অন্ততঃ থাকবে। বাইরে কজন আছে এবং তারা কে হতে পারে? গুলির শব্দ শুনে মনে হচ্ছে জার্মানদের সাব-মেশিনগান থেকে ছোঁড়া। সঙ্গে দুটো রিভলবার, আর গুলির মালা আছে, ফলে তামান্তসেভ

---

* রোআ—রিজার্ভঅফিজিয়েরসানওয়ারটার (*জার্মান ভাষায়*)—রিজার্ভ অফিসারে পদপ্রার্থী।

বেশ বেগ দিতে পারবে শত্রুদের। ও আশা করেছিল বাইরে কথা শুনতে পাবে, হুকুম চালাবার স্বর—আক্রান্ত হবার আশঙ্কা করছিল, এমন সময় কানে এল পালিয়ে যাওয়া মানুষের পায়ের শব্দ।

সংখ্যায় ওরা খুব বেশি নিশ্চয়ই ছিল না এবং বোঝাই যাচ্ছে আক্রমণ করার ঝুঁকি নিতে চাইছে না। মৃত দেহগুলির পাশ দিয়ে বুকে হেঁটে দরজার কাছে এগিয়ে এল তামাস্তসেভ চারপাশটা দেখে নিয়ে, বাড়ির উল্টো দিকের ঝোপটার মধ্যে চলে এল কয়েক মুহূর্ত পরে। কেউ গুলি চালাচ্ছে না, কোন রকম শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এক মিনিট অপেক্ষা করে, হাতে পিস্তল বাগিয়ে ফাঁকা জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে ও এগিয়ে গেল যেখান থেকে একটু আগে গুলি চালান হয়েছিল। মাটিতে পড়ে আছে বেশ কিছু কার্তুজ, রঙ ফ্যাকাশে আর মরচে পড়তে শুরু করছে, অতএব এ গুলি নিশ্চয়ই বেশ কিছুদিন আগেকার। তামাস্তসেভ যা খুঁজছিল চট করে তা পেল না। অথচ সাক্ষ্য প্রমাণ সামনেই ছিল। চারটে এবং বেশ কিছুটা দূরে আর একটা তাজা কার্তুজ পড়ে আছে, জার্মান সাব-মেশিনগানের গুলি। আরও একটু খোঁজাখুঁজি করতেই রক্তের দাগ দেখা গেল ঘাসে আর নিচের দিকের গাছের ডালে। আহত মানুষটা যেদিকে দৌড়ে পালিয়েছে রক্তের ফোঁটার দাগগুলি সে-দিকে ছুঁচলো হয়ে গেছে।

এবার ও নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারে দুজন লোক জার্মান মেশিনগান থেকে গুলি চালিয়েছিল। তাদের একজনকে তামাস্তসেভ আহত করতে পেরেছে এবং তারা পালিয়ে গেছে তামাস্তসেভকে হত্যা বা গ্রেপ্তার করার চেষ্টা না করেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তামাস্তসেভ দুজন আধ-পাগল জার্মান দলছুট বা আরমিজা ক্রাজোয়া গুপ্ত সামরিক সংগঠনের কারুর মুখোমুখি হয়েছিল।

প্রথমে তার ইচ্ছে হয়েছিল তাড়া করে ওদের ধরে। কিন্তু হাতঘড়ি দেখার পর সিদ্ধান্ত পাল্টে নিল। সূর্য অস্তাচলে যেতে বসেছে, দ্রুত সন্ধ্যা নেমে আসছে। আসন্ন অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে শত্রু পক্ষের একটা ছোট দলকে বা সম্ভবত: মাত্র একজনকে খোঁজার চেষ্টা করা কঠিন, প্রায় অসম্ভবও বলা চলে।

জঙ্গলের সীমানা ধরে তামাস্তসেভ ফিরে গেল শিলোভিচিতে, ঘটনাটার কথা চিন্তা করে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে। ওরা যে আসছিল ওখানে

সেটা ও কেন খেয়াল করে নি। তার অর্থ এই যে জার্মানরা ওখানে আগেই উপস্থিত ছিল, ওর পায়ের শব্দ পেয়ে আড়ালে চলে গিয়েছিল এবং সময় মত ওদের খুঁজে পায় নি তামান্তসেভ। 'উঃ! …কি বোকা আমি!'

৯। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী!

পলিয়াকভ সমীপেষু
টেলিগ্রাম নং…তাং ১৩. ০৮. ৪৪

১। নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বেতার-প্রেরকযন্ত্রের ধ্বনি তরঙ্গের যে অনুসন্ধান কার্য চলছে তার সঙ্গে মিল আছে গুপ্ত সামরিক সংগঠন এ.কে.-র বেতার ব্যবস্থায় ব্যবহৃত পাল্লার। তাছাড়া মাঝ পথে আটক করা দ্বিতীয় সংবাদটির গোড়াতে একই ধরনের শব্দ সংখ্যার পুনরাবৃত্তি ছিল, যেগুলিকে '৯৯৯' বা '৫৫৫' ধরা যেতে পারে। লণ্ডনের মূল ঘাঁটিতে পাঠাবার এ.কে. দলের লোকেরা যে বেতার-সংবাদ পাঠিয়েছিল তার মূল পাঠের শুরুতে এই সঙ্কেতগুলি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেগুলি থেকে অতি অবশ্যই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার অর্থ হল—"গোপন" অথবা "ব্যক্তিগত-ভাবে সর্বোচ্চ অধিনায়কের হাতে সরাসরি দেবার জন্য"।

২। প্রথম বেতার-সংবাদ যেখান থেকে পাঠান হয়েছিল সেখান থেকে ৯০ মাইল পশ্চিমে আছে শিলোভিচ জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ সীমান্তে চলে যাবার চেষ্টা করছে জার্মানদের দলগুলি এবং বেতার-প্রেরকযন্ত্রটিকেও ওই পথে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আপনাদের তদন্তে এই পরিস্থিতিগুলি যথোপযুক্তভাবে বিবেচিত হয়েছে কিনা তা আমাদের জানান। প্রতিদিনের অনুসন্ধান কার্যের অগ্রগতির সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

উস্তিনভ,

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

উস্তিনভ সমীপেষু, মস্কো
টেলিগ্রাম নং···তাং ১৪. ০৮. ৪৪
উল্লেখিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সবিশেষ বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে, দুটি বয়ানেরই বিষয় যুদ্ধ সীমান্তের অবস্থিত পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পলিয়াকভ।

১০। পাভেল ভাসিলিয়েভিচ আলিওখিন

সরকারী নিরাপত্তা কৃত্যকের লিডা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেজরের সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। নিয়মাবলী কঠোরভাবে মেনে চললে প্রথমে রকারীভাবে (লিখিত) অনুমতি না চাওয়া পর্যন্ত মেজর আমাকে কোন বর দিতে পারে না। আমরা অবশ্য তাকে বহুবার সাহায্য করেছিলাম বং শুধু যে গাড়ি আর পেট্রল দিয়ে, তা নয়, যদিও এই জিনিস দুটোর ভীষণ ভাব তাদের ছিল; ফলে মেজরও আমাদের সঙ্গে যত দিক দিয়ে সম্ভব হযোগিতা করত।

ওর সাহায্য নিয়ে আমি তখন পরিকল্পনা করতে বসলাম পাওলোস্কি এবং ইরিড সহ আরও কয়েকজন সম্পর্কে কিছু না কিছু খবর জোগাড় করার। পলোভিচি জঙ্গলের কাছে লিডা এলাকায় গত কয়েকদিন বা সপ্তাহে যদি কউ গ্রেপ্তার হয়ে থাকে তা জানাবার জন্যে ফাইল দেখার ব্যাপারে বেশ ঙ্কল হয়ে উঠেছিলাম আমি এবং তাদের কারুর সঙ্গে যদি কথা বলতে পারি াহলে হয়ত আরও ভাল হয়।

সৌভাগ্যক্রমে মেজরের দপ্তরে একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী

ছিলেন। তিনি হলেন বারানোভিচির একজন লেফটেনান্ট-কর্ণেল, ওঁর সঙ্গে আগেও আমার দেখা হয়েছিল। নিজের পরিচয় দিয়ে বলতে বাধ্য হলাম যে আমি শিলোভিচি আর কামেনকা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছি।

একথা শোনার পর লেফটেনান্ট-কর্ণেল উঠে দাঁড়ালেন এবং দপ্তরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে উপদেশের বন্যা বাহিয়ে দিলেন। তাঁর মতে পুরো এলাকাটায় শিলোভিচি জঙ্গল গলায় কাঁটার মত হয়ে আছে এবং তার দলে না আছে কর্মচারী, না আছে তেমন সুব্যবস্থা যাতে কাঁটাটা সরান যায়। তাঁর মতে ওটা সৈন্যবাহিনীর কাজ, আমরা কিন্তু ও ব্যাপারে কিছুই করলাম না, কারণ যোগাযোগ রাখার লাইনটা ছিল জঙ্গলটাকে বেষ্টন করে ঐ এলাকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, স্থানীয় অধিবাসীদের নিরাপত্তা এবং সরকারী কর্মীদের কথাও না চিন্তা করে আমরা থাকতে পারি নি।

সেই একই পুরনো কাহিনী। সৈন্যবাহিনী পাল্টা-গোয়েন্দা বাহিনীকে দেখে রাষ্ট্র নিরাপত্তার একটা অংশ হিসেবে এবং তারা আবার আমাদের দেখে সৈন্যবাহিনীর অংশ হিসেবে।

লেফটেনান্ট-কর্ণেল বেশ জোরে জোরে কথা বলছিলেন নাটক করার মত জোর দিয়ে দিয়ে, মনে হচ্ছিল একটা বিরাট জনতার সামনে মঞ্চের ওপর উনি দাঁড়িয়ে আছেন। উনি যেভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল যে কিছু না হলেও অন্ততঃ একটা বাহিনী আমার অধীনে আছে এবং মুখের কথা খসালেই আমি প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করতে পারব (মোটামুটি হিসেব করে দেখলাম এর জন্যে অন্ততঃ তিন হাজার সৈন্য দরকার) শিলোভিচ জঙ্গলে গিয়ে সব সাফ করে আসার জন্যে।

কতকগুলো কটু অপ্রিয় কথা আমি তাঁকে শোনাতে পারতাম, কিন্তু ঐরকম পরিস্থিতিতে তর্ক করার কোন মানে হয় না, সময়ের অপচয় হবে মাত্র। তাছাড়া, আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল। উনি বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর সামনে একটা টুলের ওপর বসেছিলাম আমি, ভান করছিলাম খুব মন দিয়ে শুনছি এবং এমনকি মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে সায় পর্যন্ত দিচ্ছিলাম। একবার মেজরের ঠোঁটে হাসি দেখে আমিও বোকার মত হাসলাম। যেটা আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছিলাম তা হল এই যে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যে কোন মুহূর্তে আমি ঘুমিয়েও পড়তে পারি এবং আমার দাঁড় থেকে ঝুপ করে মাটিতে পড়েও যেতে পারি।

শেষ পর্যন্ত তাঁর দম ফুরলো, তারপর মেজর তাঁকে নীচে নিয়ে গেলেন তার জন্যে নির্দিষ্ট করা ঘরে। সিঁড়ি বেয়ে আমিও তাঁদের পিছন পিছন এলাম, প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম একটা অজুহাত সৃষ্টি করে কী করে মেজরকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে কয়েকটা কথা গোপনে বলি।

নীচে নামার পর মেজর "প্রধানের" কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কর্তব্যরত অফিসারের ঘরে ঢুকে পড়লেন, অফিসারটি লালমুখো এক ক্যাপ্টেন, গোঁফ আছে, উর্দির কোটে লাগান লাল পতাকার সম্মানসূচক রিবন। ওঁর পিছনে আমিও ঢুকলাম এবং দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে আমি সোজাসুজি বলে ফেলব ঠিক করলাম যে আমার কয়েক মিনিট সময় চাই আমার কমাণ্ডিং অফিসারকে একটা বেতার-দূরাভাষ খবর পাঠাবার জন্য।

বোর্ডের ওপর চাবিটা টাঙাতে টাঙাতে মেজর কর্তব্যরত অফিসারকে নির্দেশ দিলেন 'ও তৈরী হলে অফিসটা খুলে দেবে ওর জন্যে।'

'আর পুরনো পরিচয়ের সূত্রে একটা অনুরোধ কি করতে পারি—আপনার ফাইলপত্র একটু দেখতে চাই,' আমি বললাম।

'আমার প্রতি একটু দয়া দাক্ষিণ্য দেখিও একপাত্র খাওয়াতে কার্পণ্য কর না কিন্তু···তাহলে তোমারও খাওয়া জুটবে কিনা কে বলতে পারে, কে জানে···এবং রাত কাটাবার বিছানাও,' মেজর বেশ একটু ঠাট্টার সুরেই কথাটা বলে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে আরও কয়েকটা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন, 'সেক্সিলাকে বলবে যাতে একে ফাইলগুলো দেখতে দেয়, তবে শুধু গুপ্ত সহযোগীদের ফাইলগুলো। দুঃখিত, তুমি তো জান ওপর তলার লোকগুলো কি ধরনের।' দপ্তরের দরজার দিকে মাথা হেলিয়ে মেজর খুব তাড়াতাড়ি করমর্দন করে বললেন, 'কাল একবার ঢুঁ মেরে যেও।'

'শুধু গুপ্ত সহযোগীদের ফাইল।' এইটুকুর জন্যেই মেজরের কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম, আর কিছু দেখার কথা চিন্তাই করি নি।

'এক মিনিট', হাতটা না ছেড়ে বেশ অভদ্রের মত আমি মেজরের পথ আটকে দাঁড়ালাম, 'কামেনকার একটা কুঁজো লোককে আপনি চেনেন কি, স্তানিস্ল সুইরিড? রঙটা তামাটে, একটু নার্ভাস ধরনের।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে মেজর বললেন, 'না, জানি না। নামটাও শুনি নি।'

'আর পাভলোস্কি ?'

'কোন পাভলোস্কি ? এখানেও একজন পাভলোস্কি আছে।'

'ওটাতো বাবা।' নিজের নাছোড়বান্দা ভাব দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম. মেজরের কোটের হাতা চেপে ধরে বললাম, 'ছেলেটার কি হল ?'

দরজাটা খুলে চট করে গলে যেতে যেতে মেজর বললেন 'ওর তো দুটো ছেলে আছে।' বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেষ কথাটা বলে গেলেন, 'কাল সকালে একবার ঘুরে যেও।'

এর কিছুক্ষণ পরে কোন একজনের খালি অফিসে বসেছিলাম আমি, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরটা, মিট মিট করে জ্বলছে একটা কেরোসিন ল্যাম্প. আমি একমনে দেখে চলেছি প্রাক্তন গ্রাম-প্রধান, পুলিশ আর অন্য সব রকমের গুপ্ত সহযোগীদের ফাইলগুলো।

সেই গতানুগতিক প্রশ্ন আর তার উত্তরগুলো লেখা আছে পাতার পর পাতা, একই ধরনের উত্তর। বেশির ভাগ গুপ্ত সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা হয়ে গেছে সপ্তাহ কয়েক আগে। আমাদের কৌতূহল মিটতে পারার মত কিছু নেই। একেবারেই নেই।

"কখন এবং কি পরিস্থিতিতে তুমি গুপ্তদলের সদস্য জোসেফ ভাইসজ-কিউইজের নাম জার্মানদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলে ?"

"১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে কাশহারীতে সোভিয়েত-যুদ্ধবন্দীদের গণহত্যায় তুমি ছাড়া আর যারা যারা অংশ নিয়েছিল তাদের নাম কি ?"

"তোমার বাড়ি যখন তল্লাসী করা হয় তখন কিছু সোনার জিনিস যেমন আংটি, মুদ্রা আর দাঁত বাঁধানোর সোনা পাওয়া গিয়েছিল। কখন, কোথায় এবং কীভাবে ওগুলো তুমি পেয়েছিলে ?"

আর অপরিহার্যভাবেই ঐ লোকগুলি নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল অভিযোগ আর সাক্ষ্য প্রমাণগুলিকে অস্বীকার করে। তাদের প্রত্যেকের উত্তর ছিল একই রকমের, পার্থক্য খুবই সামান্য। তবে তাদের স্বরূপ ফাঁস হয়ে গিয়েছিল সাক্ষীদের এজাহারে, বিরুদ্ধ জেরা আর সরকারী নথীপত্রের ভিত্তিতে।

শাস্তি দেবার জন্যে হামলা, খুন, লুঠতরাজ—তবে এর সঙ্গে যে বেতার সংকেত পাঠানোর ব্যাপারটা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তার বা সাধারণভাবে

গুপ্তচর বৃত্তির সঙ্গে এর কতটুকু সম্পর্ক? ঐ ফাইলগুলিই বা কি উপকারে আসবে আমাদের? কেনই বা আমি এত সময় নষ্ট করবো এসব করে?

কিন্তু কোথা থেকে কি হয় কে বলতে পারে।

ঐ সন্দেহের ছায়াই সব সময়ে তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, নতুন আশা আর উদ্দীপনাকে খুঁচিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। কাগজপত্রের ওপর আমার মাথাটা ঝুঁকে পড়েছিল, যা পড়ছিলাম তার কিছুই মাথায় ঢোকাতে পারছিলাম না। ফলে ঘুমিয়ে যাতে না পড়ি তার জন্যে গান গাইবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু দুটোর বেশি গান গাওয়া সম্ভব হল না।

সিনিয়র পাওলোস্কির ফাইলটা ঠিক আগেকার ফাইলের মতই বাদামী রঙের আবরণের মধ্যে ছিল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, জিজ্ঞাসাবাদের পূর্ণ বিবরণ এবং আরও অনেক কাগজপত্র যেগুলি পূরণ করা হয় নি।

দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ভোক্সডিউসচেতে। অথচ ভোক্সলিস্টে সই করা আর জার্মানদের সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কি দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে তা বুঝতে পারলাম না। ওর ব্যাপারটা সম্বন্ধে এই রকম প্রতিক্রিয়া শুধু যে আমারই হয়েছিল তা নয়। ফাইলে উপরওলাদের এইরকম একটা মন্তব্যও দেখেছিলাম আমি—"কমরেড জেইৎসেভ, পাওলোস্কির পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না আরও সত্যানিষ্ঠ সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করতে হবে এবং তা নথীভুক্ত করতে হবে।"

কথা প্রসঙ্গে পাওলোস্কিকে তার ছেলেদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার উত্তরে ও বলেছিল—"একথা অবশ্যই ঠিক যে পোল্যাণ্ড অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের কাজে আমার ছেলেরা, কাজিমির আর নিকোলাই, জার্মানদের হয়ে খেটেছিল, ঠিক কোথায় তা জানি না। জার্মানদের জন্যে তারা কি করেছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা আমার জানা নেই।"

তাহলে তো এই দাঁড়াচ্ছে। গৃহ-নির্মাণ দল। অপরপক্ষে সুইরিড বলেছে একজন কাজ করেছিল নাৎসী পুলিশে এবং উচ্চ পদেই ছিল।

পুলিশ বা গুপ্ত সহযোগীদের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ ছিল না আমাদের। আমি শুধু জানতে চাইছিলাম বেতার সংবাদটি পাঠানো হয় যেদিন সেদিন কামিমির পাওলোস্কি এবং অন্য দুজন পুরুষ শিলোভিচি জঙ্গলের কাছে কি করছিল। প্রথমতঃ ওরা ওই জঙ্গলের কাছে ছিল কেন? তিনজনেই একই

ধরনের পোশাক পরেছিল কেন, অর্থাৎ অফিসারদের উর্দি কেন পরেছিল? জঙ্গলের ধারে যেতে হলে ওরকম পোশাক পরার তো কোন কারণ নেই, উল্টে তাতে বিপদ আরও বেশি বাড়তে পারে। আমার অবশ্য মনে হয়েছিল ওদের পোশাক আর চেহারার খুঁটিনাটি বিবরণ দেবার প্রসঙ্গ উঠলে সুইরিড ভয় পেয়ে গিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিল।

* * *

দশ মিনিট পরে আমি বসেছিলাম মেজরের অফিসে বেতার-দূরভাষ যন্ত্রের পাশে, লেফটেনান্ট-কর্নেল পলিয়াকভের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। আমাদের কাজের কতটা অগ্রগতি হয়েছে সেটা জানাবার জন্যে ফোন করছিলাম, মনে অবশ্য গোপন আশা যে সদরদপ্তরে ঐ সংবাদটার সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে কিংবা কে.এ.ও. সংকেতচিহ্ন ব্যবহারকারী প্রেরক-যন্ত্র সম্বন্ধে বা যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা তাদের সম্বন্ধে কোন নতুন খবর এসে থাকতে পারে সেখানে।

মন থেকে আশাকে দূর করে দেওয়া যায় না এবং কেউ তোমার হয়ে ক্লান্তিকর কাজটা করে দিক এটা চাও বলেও নয়। সব কাজকর্ম যত ভালভাবেই চলুক না কেন, তুমি কখনোই ভুলে যাও না যে তোমার দলটা একা নেই, তোমাদের সমর্থন করার মত লোক আছে, শুধু যে সদরদপ্তরে তা নয়। পলিয়াকভ এ ব্যাপারে কখনোই স্থির-নিশ্চয় হত না যে যতটা করা সম্ভব তার সবটাই সর্বত্র করা হচ্ছে, এমন কি মস্কোতেও।

অবশেষে লেফটেনান্ট-কর্নেলের শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, প্রতিটি লাইনে গলা থেকে উচ্চারিত "র" শব্দটি ফুটে উঠছিল। উঁচু কপাল, সামান্য বেরিয়ে থাকা কান, ঢিলেঢালা গলাবন্ধ কোট-পরা, ছোটখাট্ট মানুষটিকে কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হয় নি। মানসদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলাম উনি কিভাবে তাঁর আরাম-চেয়ারে কাৎ হয়ে বসে আমার কথা শুনছেন, তারপর এক টুকরো কাগজ নিয়ে নোট লিখছেন, মাঝে মাঝে নিঃশব্দে নাক সিঁটকোচ্ছেন, যেন গোমড়ামুখো শিশুটি এখনো তার শৈশবের অভ্যাস ছাড়তে পারে নি।

আমি বলতে শুরু করলাম তল্লাসীর কাজ কী ভাবে চলছে, ঝরণার

ধারে কী ভাবে পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল, তামান্তসেভের ওপর কীভাবে গুলি চালান হয়েছিল, ভাসিয়ুকভ আর সুইরিডের সঙ্গে আমার কথাবার্তার কথাও বললাম, এর কোনটাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, অথচ মেজর মন দিয়ে সব শুনলেন একমনে, বাধা দেওয়া বলতে শুধু মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে আমার কথায় সায় দেওয়া বা আরও খুঁটিয়ে বলার জন্যে প্রশ্ন করা। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই আমি বুঝে গেলাম আমাকে দেবার মত কোন খবর তাঁর কাছে নেই।

আমার বক্তব্য শেষ করার পর পলিয়াকভ আনমনাভাবে বললেন, "সংবাদ পাঠানর দিনটাতে শিলোভিচি জঙ্গলের কাছে পাওলোস্কি আর দুজন লোক কি করছিল…হ্যাঁ সেটা ভাল করে দেখতে হবে বৈকি।…ও ওখানে গেল কি করে? দাঁড়াও সব কিছু খুঁটিয়ে দেখি। পাওলোস্কি, কাজিমির গিওরগিয়েভিচের (বা কাজিমিরেজ) জন্ম হয়েছে ১৯১৭ বা ১৮ সালে মিনস্কে, কাগজপত্র দেখলে মনে হয় খুব সম্ভব ও বাইলোরুশীয় বা পোল্যাণ্ডের লোক। হ্যাঁ…। এ নিয়ে তেমন কিছু এগোন যাবে না। গোয়েন্দা-দপ্তরের তথ্য যা পাওয়া যাবে তা থেকে এটা মিলিয়ে দেখতে হবে। এবার শোন, পাভেল ভাসিলিয়েভিচ,…সেই খবরের মূল বিষয়টার কথা বলছি।… জেনারেল একটু আগে মস্কোর সঙ্গে কথা বলেছেন, কিন্তু খবরটার সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধার এখন হয় নি। হয় কাল কিংবা পরশু ওটা তৈরী হয়ে যাবে বলে আশা করি। আমাদের লোকেরা ওটা নিয়েই কাজ করে চলেছে, এখনও পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায় নি। ইতাবসরে তোমরা কিন্তু জঙ্গলে তল্লাসীর কাজ চালিয়ে যাও—।"

১১। জঙ্গলের ঝরণার ধারে

অন্ধকার থাকতে থাকতে খিঝনিয়াক ওদের জাগাল। চট্ করে জলযোগ সেরে সূর্য ওঠার আগেই ওরা পৌঁছে গেল জঙ্গলে।

ভোর হবার আগে সমগ্র জঙ্গল তখনো শেষ ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছিল আরাম করে। একটা সরু পথ দিয়ে হাঁটছিল তিন জন মানুষ, ঘাসের ওপর তাদের পদচিহ্ন শিশির পড়ে রূপোলী দেখাচ্ছিল। পিছন দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারল না তামান্তসেভ, উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু মনে হচ্ছিল দিন বাড়ার

সঙ্গে গরমও বাড়বে এবং তাদের হাঁটা পথে পদচিহ্নের শিশিরগুলোও নিশ্চয়ই শুকিয়ে যাবে। যদিও এই মুহূর্তে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা এবং বিশুদ্ধ বাতাসের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। এই পৃথিবীতে এইভাবে নিশ্চিন্ত মনে শুধু ঘুরে বেড়ানো আর উপভোগ করতে কি যে আনন্দ…।

কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করছিল আন্দ্রেই। একটু পরেই তারা আলাদা আলাদা পথে চলে যাবে, সারাদিন ব্যস্ত থাকবে আপন আপন কাজে। কিন্তু কথা বলার মত একটিই তো বিষয় আছে এবং সেটা হল হাতে নেওয়া কাজটা (এবং সে সম্বন্ধেও বা বলাব কি থাকতে পারে) এবং তাহলেও তাদের ফিস ফিস করে কথা বলতে হবে। আলিওখিন প্রায়ই একটা কথা বলতো—"জঙ্গলেরও কান আছে।"

আধঘন্টার মধ্যে আন্দ্রেই সবাইকে নিয়ে পৌঁছে গেল ঝরণার কাছে। খোঁটাগুলোর পরে বুট জুতোর চিহ্ন গতকালের মত আজও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঝোপের ধারে কালচে জলাভূমির মাটিতে। চিহ্নগুলো পরীক্ষা করতে। একটা লম্বা বেঁকানো খোঁটার ওপর ভারসাম্য ঠিক করে বসল তামান্সেভ আর আলিওখিন পকেট থেকে একটা সুতো বের করল তামান্সেভ, রঙীন গিঁট দিয়ে দিয়ে সুতোটা চিহ্ন করা আছে, ঐ দিয়ে ছাপের দৈর্ঘ, গোড়ালীর আর পায়ের পাতা কতটা চওড়া তা মাপা যায়। তারপর আঙুল ভিজিয়ে চাপটার ওপর রাখল: না, কাদা লাগছে না আঙুলে।

প্রায় মিনিটখানেক সব কটা ছাপকে ভাল করে দেখল, কখনো স্পর্শ করে, কখনো শক্ত আঙুলে ছাপগুলোর কিনারা বরাবর হাত বুলিয়ে। 'জার্মান অফিসারদের বুট জুতো, একসঙ্গে গাদাগাদা তৈরী করা হয়, সেই ধরনের', খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে নিজের মতামত ব্যক্ত করল। "সাইজটা আমাদের ৪২-এর সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়। বেশি দিনের পুরনো জুতো নয়, বরং বলা যেতে পারে প্রায় নতুন। ব্যবহার করা জুতোর যে নিজস্ব একটা চিহ্ন হয়ে যায় এটার এখনো তা হয় নি। ছাপাটাও বেশ টাটকা, ৪৮ ঘন্টার আগে ত কিছুতেই হয় নি। আমাদের ভাগ্য ভাল থাকাতে হঠাৎ এটা দেখে ফেলেছি। যে লোকটা ঝরণায় জল খেতে এসেছিল সে নিশ্চয়ই হোঁচট খেয়ে বা পা পিছলে খুঁটোর ওপর পড়ে গিয়েছিল। লোকটা লম্বা ছিল, ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি থেকে ৬ ফুটের মধ্যে।"

'জ…জ…জঙ্গলে কেউ আছে', আন্দ্রেই নিজেকে আর সামলাতে পারল না, বলে ফেলল কথাটা (বোমার শক্ পাবার পর থেকে আন্দ্রেই একটু তোতলা হয়ে গেছে, বিশেষ করে উত্তেজনার মুহূর্তে তোতলা হয়ে যায়)।

'কী সূক্ষ্ম দৃষ্টি!' গরগরিয়ে উঠল তামান্তসেভ, একটু থেমে আবার বলল, 'একা হয়ত নিশ্চয়ই ছিল না। ঘাসের ওপর পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না এবং এখানে নিশ্চয়ই ওরা খুঁটোর ওপর পা দিয়ে হেঁটেছিল। ওদের একজনও যদি বাইরে পা না ফেলে থাকত, তবে কোন চিহ্নই পেতাম না এখানে।'

'রাস্তা থেকে ঝরণার শব্দ শো…শোনা যায় না, বা দে…দেখাও যায় না', ফিসফিস করে আন্দ্রেই বলল আলিওখিনকে। সে তার খুঁজে পাওয়া পায়ের ছাপগুলিকে তাদের অনুসন্ধানের কাজে একটা প্রয়োজনীয় তথ্য হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। 'তাহলে দেখা যাচ্ছে একমাত্র সেই লো…লোকরাই যারা জঙ্গলটাকে জানে বা জঙ্গলটাতে আ…আগে এসেছে তারাই ওটা জানবে এবং এখানে আসবে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের সুরে তামান্তসেভ বলল, 'যদি কারুর কাছে ম্যাপ থাকে তবে তার পক্ষেও তো সম্ভব। ঝরণার এই জায়গাটা ম্যাপে নিশ্চয়ই দেখানো থাকবে।'

দেখা গেল তামান্তসেভের কথাই ঠিক, ফলে আন্দ্রেই বেশ হতাশ হল। কয়েক মিনিট ধরে তিনজনে ঘন ভিজে ঘাসের মধ্যে হাতড়ে বেড়াল, ঝরণার কাছাকাছি গাছ আর ঝোপগুলো দেখল ভাল করে।

'নাঃ, কিছুই লাভ হবে না'! ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে থুতু ফেলল তামান্তসেভ, 'এই আর একটা ব্যাপার, কিছু পাওয়াও গেল না, কোন সমস্যার সমাধানও হল না। বেতার-সংবাদের মূল লেখাটা জানতে হবে। ওটা না পেলে চোখ না ফোটা কুকুর ছানার মত চারপাশে শুধু হোঁচট খেয়ে বেড়াতে হবে!'

আলিওখিন বলল, 'আজ-কালের মধ্যে ওরা নিশ্চয়ই ওটাকে করে রাখবে। তখন আমরা পেয়ে যাব। ইতিমধ্যে সংবাদটা কোথায় পাঠানো হয়েছিল এবং পরশু দিন জঙ্গলে কে কে ছিল সে খোঁজটা নিতেই হবে।'

'"নিতেই হবে"!!…' মুখ বেঁকিয়ে হেসে উঠল তামান্তসেভ, 'দু'-একটা

ছাপ আমরা খুঁজে বের করতে পারি হয়তো, কিন্তু মানুষ খোঁজার ব্যাপারে… আচ্ছা কাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা ?' পায়ের ছাপগুলো দেখিয়ে প্রশ্ন করল আবার, 'প্যারাসুটে করে নামিয়ে দেওয়া এজেন্ট ? খুব একটা মনে হচ্ছে না। গত তিন বছর ধরে কাউকে আমি নতুন জার্মান বুট পরতে দেখি নি। হয়তো এ.কে. বাহিনীর লোক, কিংবা জার্মান ? আবার এও হতে পারে দলপালানো কোন সৈনিক ?

'দল…পা…পালানো…সঙ্গে সঙ্গে…প্রেরক যন্ত্র ?' প্রতিবাদ জানালো আন্দ্রেই।

'কে বলেছে তাদের সঙ্গে প্রেরক যন্ত্র ছিল ?' নিস্পৃহ গলার ব্যঙ্গের সুরে বলল তামান্তসেভ, যদিও বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে নয়। 'এই ছাপগুলো থেকে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এগুলো জার্মানীর সৈন্য বাহিনীর বুটের ছাপ এইটুকুই শুধু আমরা জানি, আর কিছুই নয় !'

১২। তামান্তসেভ

জীবন সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণীই করা যায় না। কখনো কখনো হঠাৎ প্রায় বিনা কারণেই ভাগ্য দেবী তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে উঠতে পারেন, আবার অনেক সময় দেখা যায় আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছেন সময় মত নিজের মান বাঁচাতে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, বিশেষ করে ঐ দিনটাতে আমরা ভাগ্যের উজ্জ্বল দিকটাই দেখতে পেলাম।

ঝরণার কাছেই জঙ্গলের অংশ আমরা খুঁজছিলাম প্রায় এক ঘন্টা ধরে। রাস্তার একটা জায়গায় পাভেল দেখতে পেল কতকগুলো অস্পষ্ট বুটের চিহ্ন। চাপের ফলে কাদার মধ্যে বসে যাওয়া ঘাসের ওপর অতিকষ্টে জুতোর ছটা চিহ্নের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলাম আমরা। ঝরণার ধারে যে পায়ের চিহ্ন দেখেছিলাম এগুলোর সঙ্গে তার পুরো মিল আছে এবং একই সময়কালের।

দুটো জায়গাতে একই লোকের পায়ের চিহ্ন, জল খেয়ে তেষ্টা মেটাবার পর লোকটা বোধ হয় কামেনকার দিকে বা আলকাতরা কারখানার দিকে চলে যায়, অন্ততঃ ম্যাপ দেখে তাই আমাদের মনে হয়েছিল। এমন এ সেই লোকও হতে পারে গতকাল যে আমাকে গুলি করার চেষ্টা করেছিল।

এখানে কিন্তু সে নিজের ইচ্ছেতে এসে থাকতে পারে। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় বেশ বড বড় পা ফেলে হেঁটেছিল লোকটা, ঘন্টায় দু-তিন মাইল তো বটেই।

পাভেল ঠিক করল লোকটা যেদিকে গিয়েছে সেই দিকে জঙ্গলের ধার পর্যন্ত যাবে, দরকারে কামেনকাও যেতে পারে। ছাডাছাড়ি হবার আগে আমি ওকে আর একবার বললাম সেই সংবাদের সংকেত লিপির মূল বিষয়টা জানতে হবে ; চোখ পাকিয়ে পাভেল আমার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

জঙ্গলের মধ্যে আমাদের নিজের নিজের অংশে চলে গেলাম ব্লিনভ আর আমি। কিছু দূর একসঙ্গে যাবার পর আমরা আলাদা হয়ে গেলাম, তখন কিন্তু একটুও ভাবি নি কয়েক ঘন্টা পরে ভাগ্য প্রসন্ন হবে আমাদের ব্যাপারে, কোনরকমে প্রসন্ন হওয়া নয়, একেবারে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি দিয়ে।

ঘাস পাতা গজিয়ে যাওয়া ঐ ছোট রাস্তাটায় যে কেন হঠাৎ চলে গিয়েছিলাম তা ঠিক করে বলতে পারব না। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে কি যে হয় বলা কঠিন,—মানসিক অনুভূতি না স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ঠিক বুঝতে পারি না। ঘাসে ঢাকা আরও পাঁচটা রাস্তার মত এটাও একটা অতি সাধারণ রাস্তা, পথের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছি আমি। গতকালের মত আজও আমি সতর্ক হয়ে উঠেছি জার্মানদের পোঁতা মাইনের কথা চিন্তা করে।

বড় বড় ঘন ঘাসের মধ্যে ওটা যে আমি দেখতে পাবো এটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। না, মাইন নয়, সদ্য বোঁটা ভাঙ্গা একটা সাধারণ ডেইজি ফুল ; মাটি থেকে প্রায় এক ফুট উঁচুতে ঝুলছে। হয় কোন জানোয়ার বা মানুষ ফুলটাকে ছিঁড়েছে ঐভাবে, আমি কিন্তু আগের মত ঐ দিকেই এগোতে লাগলাম, তার প্রধান কারণ এই যে ঐ পথে ঝোপঝাড়ের মাঝ থেকে সূর্যের আলোর কিছুটা আভাস পাচ্ছিলাম। দশ-বারো পা যাবার পর একটা ফাঁকা জায়গায় পৌছলাম। চারপাশে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখে পড়ল হ্যাজেল গাছের ছায়ায় চৌকো মতন জায়গায় ঘাস বেশ চাপা—ভারী বর্ষাতি রাখার জন্যে যতোটা জায়গার দরকার হয় ঠিক ততটা জায়গা। গন্ধ পাওয়া মাত্র শিকারী কুকুর যেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, আমিও তেমনি

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। হাত দিয়ে ডাল পালা, ঝোপ ঝাড় সরিয়ে সরিয়ে তোলপাড় করে সবকিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে ফাঁকা জায়গাটার একধারে একটা ঝোপের পাশে পেলাম একটা শশা—একেবারে টাটকা শসা, কেউ যেন শুধু একটা কামড় লাগিয়েছিল তাতে!

এক টুকরো কেটে মুখে চিবোতে গিয়েই থু থু করে ফেলে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। তেতো, বোধ হয় এই জন্যই ফেলে গেছে। তেতো শসা দীর্ঘজীবী হোক। দীর্ঘজীবী হোক পদচিহ্ন আর গুপ্ত রহস্য ভেদের চাবি কাঠির!

বুটজুতো আর প্যান্ট খুলে নিলাম, যাতে ঘাসের দাগ না পড়ে যায় কোটের বেল্টের গায়ে পিস্তলটা গুঁজে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজলাম দু'ঘন্টা ধরে। গাছ-তলা; ঝোপ ঝাড; এবং ধারগুলো পর্যন্ত বাদ দিলাম না। হাঁটুতে বেশ ব্যথা, বাঁ হাঁটুটা তো খানিকটা ছড়ে গেছে, একটু ঘষে নিলাম, তবে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। ফাঁকা জায়গাটার এক কিনারায় লম্বা ঘন ঘাসের মধ্যে আর একটা শসা দেখতে পেলাম, এটাতেও এক কামড় লাগানো, এটাও যে ভারী তেতো তা জানতে সময় লাগল না এবং তারপর চাপা ঘাসের কাছে একটা ঝোপের ধারে একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দেখতে পেলাম—কাছেই ঘাসে ছড়িয়ে আছে ছাইয়ের সামান্য চিহ্ন। এটাও টাটকা!

যতগুলি জিনিসের সন্ধান পেয়েছি তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত করল আমাকে। এই এলাকায় আগুনের কোন চিহ্ন মাত্র নেই, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে কেউ সিগারেট ধরিয়েছিল বা অন্য কারুর সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছিল। আবার এও তো হতে পারে সঙ্কেতলিপি পাঠোদ্ধারের বইয়ের কোন পাতা ওরা পুড়িয়েছে?...

সিকি চামচও ছাই নেই অথচ আমি প্রমাণ করতে চাইছিলাম ওটা তামাকের ছাই, কাগজের—অর্থাৎ কোন এক ধরনের সিগারেটের; কী দুঃখের কথা!

ঐ সিগারেটের টুকরোটা পাবার জন্যে আমি সর্বস্ব দিতে রাজী। পুরো জায়গাটা একবার খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া সত্ত্বেও, আবার নতুন করে খুঁজতে লাগলাম ফাঁকা জায়গাটা।

১৩। লেফটেনান্ট ব্লিনভ

সামনের ঝোপ ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে কাঠ জুড়ে জুড়ে তৈরী তুটো কুঁড়ে ঘর আর ধোঁয়া বেরোবার লম্বা পাকানো চিমনী দেখতে পেল সে এবং বুঝতে পারল ওটা কোন চাষীর গোলাবাড়ি এবং যা আশা করেছিল তার অনেক আগেই জঙ্গলের প্রান্তে পৌঁছে গেছে।

দারুণ জল-তেষ্টা পাওয়াতে সে চলে গেল খামারের দিকে। উদ্দেশ্য জল খেয়ে আবার জঙ্গলে ফিরে যাবে। ঝোপের গা ঘেঁষে ঘেঁষে সে এগিয়ে গেল খামারবাড়ির দিকে, হঠাৎ বার-মহলের পাশ থেকে একটা কুকুর পাগলের মত চেঁচাতে শুরু করল। পুরনো খামার বাড়িটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল আন্দ্রেই, গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে, আর দেখতে পেল ডান ধারে একটু দূরে উল্টো দিক থেকে হেঁটে এসে তুজন সৈনিক ঢুকল খামার বাড়িতে, ওর কাছ থেকে দূরত্ব প্রায় ২০০ গজ। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল ওদের কয়েক মুহূর্তের জন্যে, বাড়ির মধ্যে তুজনে ঢুকে পড়ার ফাঁকে ঐটুকু সময়ের মধ্যে আন্দ্রেই দেখল একজনের কাঁধে আছে একটা বর্ষাতি।

ওকে যাতে কেউ দেখতে না পায় এইভাবে বাড়িটার অন্যদিকে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল আন্দ্রেই। ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে-আসছিল, কেউ যেন কুকুরটাকে লক্ষ্য করে তুবার চেঁচিয়েও উঠল, কিন্তু কুকুরটা চেঁচিয়েই চলল, মানুষের গলা চাপা পড়ে গেল ওর চিৎকারে।

শেওলা ধরা ছাদ আর চিমনীর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থামল ব্লিনভ। বেশি কাছে যেতে সাহস করল না, পাছে কুকুরটা তার গন্ধ পেয়ে যায়, ফলে এমন একটা জায়গা খুঁজতে লাগল যেখান থেকে সবকিছু সে ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারে। একটা কুঁজো মতন ওক গাছকে বাছল সে, গুঁড়িটা বেশ মোটা, আর মাথাটা ডালপালায় ঝাঁকড়া হয়ে আছে। মুরগীর ছানারা যেমন করে তা-দেওয়া মুরগীর চারপাশে ভীড় করে থাকে তেমনিভাবে গাছটার গুঁড়ির চারপাশে বেশ উঁচু ঝোপের ভীড়।

হ্যাজেল গাছের আড়াল দিয়ে আন্দ্রেই এগিয়ে গেল ওক গাছটার কাছে, তারপর নিঃশব্দে উঠে পড়ল ওপরে, পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল বাইরের দিকে।

ইতিমধ্যে সৈনিকরা তাদের গলাবন্ধ চাপা কোট আর ফ্যাকাশে নীল

রঙের জামা খুলে ফেলেছে। জীর্ণ বাড়িটার কাছে একটা কুয়ো, ওরা সেখানে গিয়ে গায়ে জল ঢালতে শুরু করেছে। সামরিক উর্দি দেখলে এদের অফিসার মনে হচ্ছে, কিন্তু পদমর্যাদাটা যে কি তা বুঝতে পারল না আন্দ্রেই এত দূর থেকে। ওদের থলিগুলো কোথায় দেখার চেষ্টা করল আন্দ্রেই, পেল না দেখে মনে হল ওরা নিশ্চয়ই বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখেছে।

এবার আন্দ্রেই দেখতে পেল বাড়ির মালিককে,—হাড্ডিসার ছোটখাট্ট একটা মানুষ, দেখলেই দুঃখী মনে হয়, পায়ে জুতো নেই, গাঢ় ধূসর রঙের একটা প্যান্ট পরনে, বেল্টবিহীন একটা চাষীদের সার্ট। হাতে মাটির একটা পাত্র নিয়ে মাটির তলার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। বাড়ির পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে কুকুরটাকে ডাকল, বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও করল না কুকুরটা।

অফিসার দুজনের মধ্যে যার বয়স বেশি, সে বেশ গাঁট্টাগোট্টা, উচ্চতায় মাঝারি। চোখে পড়ার মত গোল মুখের মাঝখানে খাড়া নাক, শরীরের তুলনায় পাগুলো একটু ছোট। দেখলে বছর চল্লিশের মনে হয়, ছোটটিকে কুড়ি বছরের লাগে। অস্থি-চর্মসার, একটু লম্বা বেশি, সুন্দর চুল সযত্নে আঁচড়ানো।

পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে ওরা মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছিল, ঘাড়ে গলায় জল ঘষছিল ধুতে ধুতে আস্তে আস্তে কথা বলছিল, একটা কথাও বুঝতে পারছিল না আন্দ্রেই। বড় বড় লোমওলা একটা বিশাল কুকুর একটা ছোট গোলার পাশে ওর বাসার গায়ে চেন দিয়ে বাঁধা, তখনও মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে, তবে আগের মত হিংস্রতা আর নেই আওয়াজে, যেন দায়সারা কর্তব্য করে চলেছে কুকুরটা।

চাষীটি আবার বেরিয়ে এল, একটা চালার তলায় গিয়ে ডিম ভর্তি একটা ধামা নিয়ে বেরিয়ে এল। অফিসার দুজন ওর পিছু পিছু বাড়ির মধ্যে ঢুকল, আন্দ্রেই একা গোলাবাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকল। চাষীর বাড়িটা একটা নিচু, নড়বড়ে বাড়ি, ছাদটা তৈরী হয়েছে আধ-পচা কাঠের টুকরো দিয়ে, দরজাটি নিচু, সামনের দেওয়ালে তিনটি ছোট জানালা।

বাড়ির পাশেই একটা বহির্বাটি। ঢোকার দরজা থেকে মাটির তলার ঘর পর্যন্ত ঢাকা, মাটির তলায় ঘরটা মাটিতে অর্ধেক পোঁতা, আর একটা

গোলা, কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী করা। একটা চালাও আছে, তার একদিকের দরজা অন্য দিকের চেয়ে বড়। তারপরে আছে দশটা আপেল গাছ, এগুলো যেন ঠিক মত বাড়তে পারে নি। একেবারে শেষ প্রান্তের বাড়িগুলো আর বেড়াটা যেন বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, ছাদে অসংখ্য ফুটো সব কিছুর জন্যে দুর্দশা আর অবহেলার ছাপ।

গাছগুলো ছাড়িয়ে তিনশো গজ দূরে ডান দিকে আর একটা ছোট খামার, অফিসার দুজন ওদিক থেকেই এসেছিল মনে হয়।

'কিন্তু ওরা কারা? কেনই বা এসেছে এখানে? চাষীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কি?' —আন্দ্রেই ভাবতে লাগল। অফিসারদের চেহারা বা আচরণে এমন কিছু নেই যা থেকে এই প্রশ্নগুলোর কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

আধঘন্টা অপেক্ষা করার পরও কেউ বের হল না কুঁড়ে ঘর থেকে, তখনও আন্দ্রেই গাছের ওপর বসে। পাশের খামার থেকে ভেসে আসছিল গানের সুর, একটি কম-বয়সী মেয়ে বিষাদভরা গলায় যেন বিলাপ করে বলছে: 'কোয়েলিয়া কেন গেছ উড়ে বহু দূরে...।'

এবার একটু জল না খেলে আর চলছে না আন্দ্রেইয়ের, ধীরে ধীরে হাত-পাগুলো অসাড় হয়ে এসেছে। বসার ভঙ্গীটা একটু পাল্টাবার জন্যে একটা পা একটু নড়াতেই পচা ডালটা ভেঙ্গে গেল। আর একটু হলে পড়ে যেত আন্দ্রেই, প্রায় অসাড় হাত দিয়ে মাথার ওপর একটা ডাল চট করে ধরে নিয়ে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল সে, এতক্ষণ একভাবে বসে থাকার জন্যে স্নায়ুর চাপে কাঁপতে লাগল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই একেবারে স্থির হয়ে গেল, ডাল ভাঙ্গার শব্দ শুনে কুকুরটা আবার পাগলের মত হেঁড়ে গলায় চিৎকার শুরু করে দিয়েছে।

যেদিকে আন্দ্রেই গাছের ওপর লুকিয়ে ছিল। সেই দিকটা লক্ষ্য করে কুকুরটা চেনে টান মারতে শুরু করে দিয়েছে। এমন কি শব্দটা শুনে ওর মালিকও বেরিয়ে এসেছে। কুকুরটাকে কি যেন বলল, কিন্তু চেনটায় টান মারতে মারতে কুকুরটা চেঁচিয়েই চলল।

আর ঠিক তখনই আন্দ্রেই বুঝতে পারল বাতাসে ওর গন্ধ ভেসে যাচ্ছে বাড়িটার দিকে এবং কুকুরটা অপরিচিত লোকের গন্ধ পেয়ে গেছে, ফলে ওকে আর শান্ত করা যাবে না। ওরা যদি আন্দ্রেইকে এখানে দেখতে পায়

তবেই তো সব শেষ! ও দেখতে পেল চাষী ঝুঁকে পড়েছে কুকুরটার বাসার ওপর, হয়তো চেন খুলে দিচ্ছে। সোজা কথায় যাকে দিয়ে পড়া বলে, সেইভাবে ঝাঁপিয়ে আন্দ্রেই ছুটল জঙ্গলের সেই দিকটা লক্ষ্য করে, যে দিকটা শিলোভিচির সবচেয়ে কাছে।

১৪। তামান্তসেভ

এক ঘণ্টা ধরে ব্যর্থ চেষ্টা করলাম সিগারেটের টুকরোটা খোঁজবার জন্যে। এতক্ষণ পর্যন্ত যত প্রমাণ পাওয়া গেছে তার বিচারে বলা যেতে পারে যে দিনের বেলায় এখানে দু-তিনজন পুরুষ বসে খাবার খেয়েছে, সিগারেট খেয়েছে। এটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে এই ধেড়ে-চালাক-গুলো দারুণ সাবধানী লোক। এক চিলতে কাগজ, সিগারেটের টুকরো বা খাবারের কোন চিহ্ন পর্যন্ত ফেলে যায় নি। অখাদ্য শসাগুলোকে খুব সাবধানে ফাঁকা জায়গা থেকে অনেকটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে আর পোড়া দেশলাই কাঠিটাকে ঝোপের ওপারে শ্যাওলার ঘন আস্তরণের মধ্যে গুঁজে দিয়ে গেছে। সবকিছু একেবারে পাঁতি পাঁতি করে না খুঁজলে এগুলো খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই ছিল বলতে হবে।

এই সাবধানতার ব্যাপারটা থেকে আমার আরও বিশ্বাস জন্মে গেল যে, এখানে যারা ছিল তারা তাদের চিহ্নগুলো ঢাকবার জন্যে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল এবং এ থেকে আমার এমন ধারণাও হল যে আমি হয়ত সেই জায়গাটা খুঁজে পেয়ে গেছি যেখান থেকে বেতার সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল, অথচ অনুসন্ধানী কেন্দ্র ভুলচুক সহ যে সম্ভাব্য স্থানটা নির্দেশ করেছিল এটা সেখান থেকে প্রায় আধমাইল দূরে।

এই পরিস্থিতিতে আমার মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠা উচিত, তাই হল অর্থাৎ ঐ লোকগুলো যা যা করে থাকতে পারে সেগুলো ভেবে নিয়ে চেষ্টা করা শুরু করলাম এবং কাজটা কিভাবে করা হয়েছে তা মনে মনে করতে লাগলাম এইটা অনুমান করে নিয়ে যে ঘাসটা যেখানে চ্যাপ্টা হয়ে আছে সেখানেই প্রেরকযন্ত্রটা বসান হয়েছিল। আবার বুটজোড়া খুলে ফেলে জায়গাটার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকের সব গাছ পরীক্ষা করে দেখলাম, গাছে চড়ে তলা থেকে ওপর পর্যন্ত

সবকটা ডালকেও দেখতে ছাড়লাম না; কিন্তু এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও এরিয়াল টাঙ্গাবার জন্যে যেটুকু ক্ষয়ক্ষতি হওয়া দরকার তার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

আমার অনুমান যদি ভুল হয়, গতকাল এখানে যারা ছিল তাদের কাছে যদি বেতারে কোন সরঞ্জাম না থেকে থাকে তাহলে কি হবে? ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আমার ক্লান্ত মস্তিষ্ককে আপ্রাণ খোঁচা দিতে শুরু করলাম। তবে এটা বুঝতে পারলাম যে শসা, দেশলাই কাঠি বা চাপা পড়া ঘাস সব মিলিয়েও তেমন সুবিধের কিছু করতে পারছি না। সীমাহীন, অন্তহীন সমুদ্রে এগুলো শুধু একটা বিন্দুমাত্র।

ওখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল চাপা ঘাসের থেকে প্রায় পনের গজ দূরে দুটো লম্বা হ্যাজেল গাছের ঝোপ আর একটা ছোট ওক গাছের ওপর। আমার ওজন সহ্য করতে পারবে না বলে ওগুলোর ওপর চড়ি নি আমি এবং আমার কল্পনার এরিয়ালটির যদি পুরোটাও ছড়ানো যায় তবে ঐ দুটো গাছে ঠিক মত লাগানো যাবার মত করেই বেড়ে উঠেছে তারা।

হ্যাজেল গাছের মাথাটিকে অনেকটা নামিয়ে এনে ভাল করে দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম আমি। দ্বিতীয় গাছের মাথার দুটো পল্লবের ফাঁকটাতে মাটি থেকে প্রায় বারো ফিট উঁচুতে এতক্ষণ ধরে যা খুঁজছিলাম তাই পেয়ে গেলাম—ডালের ছালে টাটকা কাটা দাগ, মনে হাচ্ছল করাত দিয়ে যেন কাটা হয়েছে। তারের মাথায় ভারী কিছু একটা বেঁধে ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চয়ই ওরা ওটাকে টেনে নামিয়ে দিল।

বিরাট ঘন জঙ্গলে তিনজন মানুষের একটা দল কোথা থেকে বেতার সংবাদ পাঠিয়েছিল তা খুঁজে বের করা খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ খোঁজার বা সরকারী লটারীতে এক লক্ষ টাকা জেতার মত ব্যাপার। মনে মনে নিজেকে বলছিলাম কী অসাধারণ চালাক আমি—ইচ্ছে করছিল আনন্দে নেচে উঠি, চিৎকার করি, 'দুর্গের রাজা আমি...।

চুটিয়ে ফুর্তি করা এক জিনিস, কিন্তু তার সঙ্গে একটা কাজও তো করা দরকার। সংকেত পাঠাবার হুইসিলগুলোর মধ্যে একটা বের করে ঠোঁটে লাগালাম এবং বাদামী রঙের জংলী মুরগীর ডাকটা বাজালাম: 'টি...উ...টি,...টি...উ...টি,...টি...উ...টি।'

আধ মিনিট অপেক্ষা করে আবার বাজালাম তখন দূর থেকে সাড়া ভেসে এল : 'টি-টি-টিউ-টি, টি-টি-টিউ-টি···।'

আগে থাকতে ঠিক করে রাখা সংকেতগুলোর অর্থ হল মোটামুটি 'তোমার উপস্থিতি প্রয়োজন, সম্ভব হলে এবং তারপর 'এগিয়ে আসছি।' আমার সংকেত পাবার পর ক্যাপ্টেন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। ওর ডাক থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে এক মাইলের একটু বেশি দূরে সে আছে।

ওর জন্যে অপেক্ষা করে থাকার মধ্যেও তল্লাসীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তাটার দিকে যাবার পথে কয়েকটা ঝোপের তলায় কিছু ফালি ফালি তামাকের টুকরো পেলাম এবং কিছু গোলমরিচের গুঁড়ো। আবার ওরা চিহ্নগুলোকে ঢেকে দিয়ে গেছে, ওখানে যারা ছিল তাদের সাবধানতা ও দূরদৃষ্টিও লক্ষ্য করলাম আমি। ঘাস থেকে টুকরোগুলো তোলার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিলাম আমি। মাঝে মাঝে সংকেতটা পাঠাচ্ছিলাম যাতে ক্যাপ্টেন তার পথটা শুধরে নিতে পারে।

পাভেল ওখানে পৌঁছবার আগে আমাকে চমকে দিয়ে দুটো সত্যিকারের বাদামী রঙের জংলী মুরগী দেখা দিল, আমার বেশ আনন্দও হল ওদের দেখে। একটা বুড়ো, অন্যটা কমবয়সী পাখি, ভারী সুন্দর দেখতে ল্যাজগুলো, ছাই রঙা। ওরা একটা গাছ থেকে উড়ে অন্য গাছে যাচ্ছিল, আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পালাল।

পাভেল তার উত্তেজনা চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না। কোন কথা না বলে ঘাসের চ্যাপ্টা অংশ দেশলাই কাঠি আর শসাগুলো ওকে দেখালাম, তারপর হ্যাজেল গাছের ডালটা টেনে নামিয়ে ওকে জায়গাটা দেখালাম। ছালের ওপর কাটা দাগটা দেখে ও এতো খুশি হল যে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল আমাকে। সাধারণতঃ এরকম কখনো করে না ও, ফলে তার কাছে এগুলোর অর্থ যে অনেক কিছু তা বুঝতে পারলাম আমি।

আমি ফিস ফিস করে প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে এবার কি করা যাবে?'

ফাঁকা জায়গাটা আর একবার দুজনে মিলে খুঁজলাম, পাঁচশো গজের পরিধির জন্যে সব কটা গাছ আর পথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম আমরা। যদিও নতুন কিছু পেলাম না আর। মনে হচ্ছিল প্রেরক যন্ত্রটা নিয়ে কাজ

করার পর লোকগুলো আর মাটির ওপর দিয়ে হাঁটে নি, হয় আকাশ পথে উড়ে গেছে নয় বাতাসে মিলিয়ে গেছে। তত্ত্বগতভাবে কোন চিহ্ন না রেখে যাওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ওটা তো নিছক তত্ত্ব।

আমি বুঝতে পারছিলাম যে সন্ধ্যের আগেই মস্কোকে জানানো হয়ে যাবে যে বিশেষ একটা বড আর গভীর জঙ্গলে (বিস্তারিত বর্ণনা যে দেওয়া হবেই) আমরা সেই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি যেখান থেকে বেতার সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল এবং আমার পদবীটা যে প্রতিবেদনে জুড়ে দেওয়া হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওটা নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল—এরপর কি করা হবে?

সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে এরকম প্রায় ডজনখানেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর এখন আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব। অথচ ঐ তিনটে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার মত অবস্থা আমাদের নেই, যেগুলো সবচেয়ে জরুরী প্রশ্ন—

— সংবাদ পাঠানো লোকগুলো কোথা থেকে এসেছিল এবং তারপর তারা কোথায় গেছে?

— কতজন লোক ছিল (দুই বা তিন), এবং তার চেয়েও জরুরী হল তারা কে?

— ওরা যখন জঙ্গলে ঢুকেছিল তখন কোন্ দিক থেকে বা কারা তাদের দেখে থাকতে পারে?

ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমরা সন্ধ্যের আগে পৌঁছলাম শিলোভিচিতে। আমাদের ঠিক ওপরওলা আর মস্কোর সদরদপ্তরের ব্যাপারে আমাদের দিকে সব কিছুই ছিল পরিষ্কার ও স্পষ্ট। তাতে আমাদের লাভই বা কি? গোল্লায় যাক!

১৫। এবার আমাদের ছুটতে হবে তাদের পিছনে।…

শিলোভিচি পৌঁছবার আগে জঙ্গলের প্রান্ত দেশ থেকে বাঁ ধারে মোড় নিল আন্দ্রেই, ওদিকে এক ঝাঁক গাছের মাথার ওপরে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছিল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে একটা নির্জন পরিত্যক্ত জায়গা দেখতে পেল সে, আগুনের ওপর চাপানো একটা কালো পাত্র, একটা হাতা দিয়ে

কি যেন নাড়ছে খিঝনিয়াক। আগুনের কাছে ঘাসের ওপর সাজান আছে অ্যালুমিনিয়ামের কয়েকটা পাত্র। আন্দ্রেই খুব হতাশ হয়ে গেল পাভেল বা তামান্তসেভ কেউই এখনো ফেরে নি।

খামার বাড়িটা থেকে আন্দ্রেই তাড়াতাড়ি ফিরে আসছিল ওদের বলার জন্যে ঐ অফিসারদের কথা এবং আশা করেছিল তারপর পাভেল বা তামান্তসেভ ঠিক করবে এরপর আমাদের কী করতে হবে। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও আন্দ্রেই দেখল ঐ অফিসারগুলোর গুরুত্ব কতটা বা ও নিয়ে আরও তদন্ত করা উচিত হবে কিনা তা ঠিক করা তার পক্ষে অসম্ভব। অথচ পাভেল বা তামান্তসেভ কেউ এখনো ফেরে নি, অতএব তার পরিকল্পনা মত এখন তো আর কিছু করা যাচ্ছে না।

লরী থেকে বাইনোকুলারটা এনে কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গার ধারে চলে গেল আন্দ্রেই এবং একটা হ্যাজেল গাছের তলায় শুয়ে পড়ল তার সামনে প্রসারিত বেশ চওড়া একখণ্ড জমি, এখনও বীজ পোঁতা হয় নি, ডান ধারে সেই রাস্তাটা, বাঁ ধারে জঙ্গলের সীমা।

মাঝে মাঝে খাবারের বস্তা আর কাঠের বাক্স এবং গোলাবারুদ ভর্তি লরীগুলো রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিল। একটা নাক-চ্যাপ্টা বারুদভরা জবরজঙ্গ গোছের কামান টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তারপর চোখে পড়লো একটি পদাতিক বাহিনী, ওরা লিডার দিক থেকে উত্তর-পশ্চিমে এগোচ্ছিল।

ঝোপের তলায় শুয়ে আন্দ্রেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিল সৈন্যগুলো কিভাবে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরো যুদ্ধের পোশাক পরা, সঙ্গে আছে সাবমেশিনগান, ট্রেঞ্চ খোঁড়ার ছোট কোদাল, গোলাবারুদের থলে, কাঁধে ঝুলছে বর্ষাতি, চারজনের লাইন বেঁধে একটির পর একটি দল মাপা পা ফেলে হাঁটছে, তেমন কোন ব্যস্ততা নেই।

সপ্তাহখানেক আগে এরা কোথায় ছিল? মরিয়ামপল ছাড়িয়ে, সিআউলিআইতে কিংবা সম্ভবতঃ সুয়ালকিতে?

প্রথম যে রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিল এবং এক বছর যুদ্ধ করেছিল তার কথা মনে পড়ে গেল আন্দ্রেইয়ের, ঐ রেজিমেন্টের প্রায় সব অফিসার, বেশির ভাগ সার্জেন্ট আর সৈন্যদের ও চিনত। ওর প্লেটুনের সৈনিকরা কি ওকে এখনও মনে রেখেছে? তারা এখন কোথায়? 'আহ, এখন যদি

ওদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে পারতাম, পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়ার সেই বিখ্যাত অভিযানে ! কিন্তু তার বদলে আমি এখানে আটকে পড়েছি, সিগারেটের টুকরো খুঁজে বেড়াচ্ছি··· ।'

দারুণ বেদনাদায়ক অনুশোচনার দোলায় দুলতে লাগল আন্দ্রেই। রেজিমেণ্টের খাদ্যদ্রব্য বোঝাই শেষ গাড়িটাও রাস্তার বাঁকে চোখের আড়ালে চলে গেল, রাস্তা আবার ফাঁকা। এক অনুভূতিহীন বিষাদের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়েই থাকল আন্দ্রেই, বাইনোকুলারটা পাশে রেখে এমনি তাকিয়ে রইল সুদূরের দিকে।

ফাঁকা জায়গায় পাভেল আর তামান্তসেভের কণ্ঠস্বর শুনে এই জগতে ফিরে এল আন্দ্রেই। মুখ ফিরিয়ে দেখল প্রায় লাফাতে লাফাতে তামান্তসেভ এগিয়ে যাচ্ছে উনুনের দিকে, বেশ স্বচ্ছন্দ আর হাসিখুশিভাব, মনে হচ্ছিল কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় সারা দিনটি সে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে, এইমাত্র ছুটে আসছে খাবার জন্যে। আন্দ্রেই মনে মনে চিন্তা করল হয় এখনই নয় খাবার পর তামান্তসেভ নিশ্চয়ই কমপক্ষে আধঘণ্টা কাটাবে অস্ত্র না নিয়ে লড়াইয়ের কৌশলগুলো অভ্যাস করে, নানা রকম লাফ-ঝাঁপ দিয়ে, কৃত্রিম আক্রমণ আর দৌড়ে, শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে তো। যেভাবে মনপ্রাণ দিয়ে তামান্তসেভ এই ধরনের ব্যায়াম করে তা দেখে নিজেকে আরও বেশি অযোগ্য বলে মনে করে আন্দ্রেই।

ও জানে ওর উচিত উঠে ওদের কাছে যাওয়াটা। মাথার তলা থেকে প্রায় অসাড় হাতটা টেনে বের করে আন্দ্রেই কাৎ হয়ে উঠে বসল এবং বসতে বসতে স্বভাবগতভাবেই দৃষ্টিটাকে বাঁ দিকে প্রসারিত করেছিল। বড় জোর দুশো পা দূরে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুজন লোক রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বাইনোকুলারটা তুলে নিল, তারপর চোখে লাগিয়েই হতভম্ব হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই ও চলে গেল হ্যাজেল গাছটার পেছন দিকে, কারণ এই লোক দুটোকেই ঘণ্টাখানেক আগে ও দেখেছিল জঙ্গলের প্রান্তের খামার বাড়িটিতে। শুধু তাই নয়—এবং এটাও পরিষ্কারই দেখতে পেল থলিগুলো ওদের সঙ্গে এখন আর নেই।

'ক···কমরেড···ক্যা···ক্যাপ্টেন, শিগ্গীর এখানে এসো !' পাভেলের দিকে ফিরে তাকিয়ে আন্দ্রেই বলল, 'শিগ্গীর !'

আন্দ্রেইয়ের পাশে চলে এসে পাভেল বাড়িয়ে দেওয়া বাইনোকুলারটা চেপে ধরল এবং লেফটেনান্টের পাশে জায়গা করে নিল। তামান্তসেভও চলে এল দৌড়ে।

অফিসার দুজন মাঠের মধ্যে দিয়ে কথা বলতে বলতে হাঁটছিল, সঙ্গে ছিল পাঠ করা বর্ষাতি। আন্দ্রেই তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিল যে খামারে এই লোক দুটোকেই ও দেখেছিল এবং কুকুরটা চেঁচাতে শুরু করতেই পালিয়ে এসেছে ও। ওদের সঙ্গে যে হ্যাভার স্যাক ছিল এ কথাটি তিনবার বলল আন্দ্রেই।

'ঢাকা দিকটা থেকে কুকুরের কাছে যাবার ইচ্ছে কারই বা থাকবে। উফ!' বিরক্ত হয়ে থুতু ছিটোলো তামান্তসেভ, 'ওরা এবার বড় রাস্তায় উঠবে এবং কারুর গাড়িতে ওদের তুলে নেবার জন্যে বলতে থাকবে, কথাগুলো বলল তামান্তসেভ হ্যাজেল গাছগুলোর মধ্যে এগিয়ে গিয়ে এবং এক হাত দিয়ে সাবধানে ডালগুলো একধারে সরিয়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সঙ্গীর ডান পাশে হাঁটা মোটাসোটা ক্যাপ্টেনটি গ্রামের দিকে মুখ ফেরাল এবং পাভেল বাইনোকুলারের সাহায্যে আর তামান্তসেভ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওকে ভাল করে লক্ষ্য করল।

'মনে হয় ওকে আমি দেখেছি লিডাতে', বলল পাভেল একটু ইতঃস্তত করে।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বলে উঠল তামান্তসেভ, 'পৃথিবী থেকে ওরা মুছে গেলে ভাল হয়।

ঠিকই বলেছে তামান্তসেভ। কোন কথা না বলে আর একবার বাইনোকুলার দিয়ে দেখল পাভেল। ইতিমধ্যে অফিসার দুজন রাস্তার প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে! 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি কেন আমরা?' তামান্তসেভ চেঁচিয়ে উঠল অসহিষ্ণু হয়ে, রাগে ওর নাক ফুলে উঠছিল. 'ওদের পেছনে যেতেই হবে আমাদের!'

রাস্তার কাছে পৌঁছে অফিসার দুজন খানাটা লাফিয়ে পার হয়ে গেল এবং এই তিনজন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, যেখান থেকে এই তিনজন গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের দূরত্ব সবচেয়ে কম। বোঝাই যাচ্ছিল তাদের উদ্দেশ্য হল কোন গাড়ী ধরে চলে যাওয়া বাইনোকুলারের মধ্যে দিয়ে

দেখতে দেখতে কয়েক সেকেণ্ড কোন কথা বলল না পাভেল, তারপর হুকুম দিল, 'ওঠো লরীতে! আমরাও যাবো!'

তামান্তসেভ আর আন্দ্রেই ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে গেল লরীতে। কি হচ্ছে ঠিক বুঝতে না পেরে খিঝনিয়াক তখনও হাতাটা নিয়ে উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে, গুন গুন করে কিংবা চাপা সুরে কিছু একটা বলছিল।

'সব তৈরী!' মুখ না ফিরিয়েই ঘোষণা করল সে।

তামান্তসেভ হুকুম দিল, 'লরীতে স্টার্ট দাও। আমরা এখুনি বেরোচ্ছি।'

তামান্তসেভ আর আন্দ্রেই মিলে লরীর পেছনদিকের তক্তাটি ঝুলিয়ে দিল, জিনিসপত্র চটপট ছুঁড়ে দিল লরীর ওপর। কি ঘটছে বুঝতে না পেরে হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইল খিঝনিয়াক। তারপর সেও দৌড়ে গিয়ে লরীতে স্টার্ট দিল। আবার দৌড়ে এল উনুনের কাছে, খাবারটি নিয়ে কি করা উচিত বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। ধাক্কা দিয়ে ওকে একপাশে সরিয়ে তামান্তসেভ একটুও দ্বিধা না করে এটা তুলে নিয়ে ফুটন্ত ঝোলটি উনুনের ওপর ঢেলে দিল।

'দারুণ হয়েছিল কিন্তু ঝোলটা!'

'চুলোয় যাক তোমার ঝোল!' ঝেঁঝে উঠে তামান্তসেভ জলও ঢেলে দিল উনুনে. 'সবাই লরীতে ওঠো!'

ঝটিতি ঝোপের মধ্যে দিয়ে মাঠের এক প্রান্তে চলে গেল তামান্তসেভ, আধ মিনিট পরে দৌড়ে চলে এল আবার, আন্দ্রেইকে বলল, 'ওদের তুলে নিয়েছে। জিস গাড়ি একটি, নম্বর আই১-৭২-১৫...।'

ওর পেছন পেছন দৌড়ে এল পাভেল ঝোপের আড়াল থেকে। তামান্তসেভ আর আন্দ্রেই লরীর পেছনে উঠে পড়ল।

'তুমি এখানে অপেক্ষা কর', ক্যাপ্টেন হুকুম দিল তামান্তসেভকে, 'ওদের পায়ের ছাপের লাইনটাকে ভাল করে লক্ষ্য কর। চাষ করা মাঠে পরিষ্কার দেখা যাবে নিশ্চয়ই। কমাণ্ডারের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ কর।'

পাভেল লাফিয়ে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসে পড়েই চেঁচিয়ে খিঝনিয়াককে বলল, 'লিডায় চল!'

১৬। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী !

ইগোরভ সমীপে

বিশেষ প্রতিবেদন

আজ ১৫ই আগস্ট ভোরবেলায় সৈন্য বাহিনীর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের একদল সেনানী প্রথমে ঘিরে ফেলে পরে আচমকা দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে জালেস্কি খামারটিকে (লিডা শহর থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১৮ কিলোমিটার দূরে) যাতে বেআইনী বেতার প্রেরকযন্ত্রটিকে সরিয়ে ফেলা যায় এবং যারা ওটাকে চালাচ্ছিল তাদের গ্রেপ্তার করা যায়, গুপ্ত সামরিক সংগঠন এ·কে-র সদস্য উইটোল্ড এবং জানিনা সুইআংকৌউস্কি রাগনারের বেতার ব্যাণ্ডের মাধ্যমে তাদের যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের গর্তে ঢুকে পড়েছিল।

আমাদের অফিসাররা ওখানে গিয়ে দুধ কিনতে পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইল—তথাকথিত "খতম" গোষ্ঠীর একই সন্ত্রাসবাদী দলভুক্ত তৃতীয় এ. কে. সদস্য জোসেফ নোআক সমেত ঐ দুজন সুইআংকোউস্কিরা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থেকে যায়। অপরাধের সঙ্গে জড়িত সাক্ষ্যপ্রমাণগুলো নষ্ট করার পর তারা প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। লড়াইয়ের ফলে জানিনা সুইআংকোউস্কা এবং নোআক মারা যায় এবং সুইআংকৌউস্কি এক গোছা হাত-বোমা ফাটিয়ে নিজেকে খতম করে।

বাড়ির ভগ্নাবশেষের মধ্যে থেকে পাওয়া গেছে, দুটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও পোড়া বেতারযন্ত্র, ব্রিটিশ এ.পি.-৪ মডেলের, তৈরীর তারিখ ১৯৪৩ এবং কে.এস-১ শর্ট-ওয়েভ মডেল। একটি ভাঙ্গা আয়নার তলায় ঢাকা পড়েছিল পুরনো সঙ্কেত সারণী এবং দুটি অব্যবহৃত লগ-বই সঙ্কেত উপাত্ত (আহ্বান-সঙ্কেত, বেতারতরঙ্গ, শ্রবণযোগ্যতার মাত্রা)

সাজানোর জন্যে এবং সংবাদপ্রাপ্তি ও প্রেরণের একটা তালিকা।

নোআক এবং সুইআাৎকোউস্কিরা বেশির ভাগ নথীপত্র নষ্ট করে দিতে পেরেছিল। পোড়া কাগজের অভগ্ন বড বড অংশ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি যাতে মূল বয়ানটি জোড়াতালি দিয়ে খাডা করা যেতে পারত।

গোলাঘরের পেছনের দেওয়ালের পাশে একটা গুপ্ত সম্পদ রাখার গর্ত আমরা খুঁজে বের করেছি, সেখান থেকে পাওয়া গেছে বেতারযন্ত্রের অংশ এবং বাড়তি ব্যাটারি আর সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর তিনটি পুরো সেট পোশাক, তার মধ্যে একটি ছিল অফিসারের পোশাক, সেটার বুকে আর ডান কাঁধে রক্তের দাগ লাগা।

যেসব সত্য বলে প্রমাণিত উপাত্ত ইতিমধ্যে আমাদের হাতে এসেছে সেই অনুযায়ী সুইআাৎকোউস্কিরা ১২ই এবং ১৩ই আগস্ট বাড়িতে ছিল না এবং সে সময় তাদের বাড়ি ফাঁকা ছিল। কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেতের সাহায্যে যখন সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল সেই ১৩ই আগস্টের রাতে সুইআাৎ-কোউস্কিরা যে শিলোভিচি জঙ্গলের কাছে ছিল এ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যে অঞ্চলটি বর্তমানে রাগনার ডিটাচমেণ্ট বাহিনীর ক্রিয়াকলাপের এলাকা এবং যা জালেস্কি খামারবাড়ি থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে।

পনত্রিয়াজিন

২৭

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

পনত্রিয়াজিন সমীপে,

১৯৪৪ সালের ৭ই এবং ১৩ই আগস্ট বিকেল বেলায় সুই-আাৎকোউস্কিরা কোথায় ছিল তা জানবার জন্যে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাদের ব্যবহৃত বেতার-সংকেতলিপি সংক্রান্ত যেকোন খবরেই আমাদের বিশেষ আগ্রহ আছে এবং সেই

সঙ্গে বেতার সংবাদ সংক্রান্ত সংকেত পাঠানোর নিয়ম এবং অন্য সব রকম বিস্তারিত সংবাদও জানতে চাই।

ইগোরভ।

১৭। লিডা অভিমুখে।

খিঝনিয়াক যখন লরীটাকে বড রাস্তার ওপর এনে ফেলল, তখন অফিসার দুজন যে তিন টনের জিস গাড়িতে উঠেছিল সেটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

স্পিড মিটারের কাঁটাটা ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে কাঁপছিল। পাথর বসানো রাস্তায় এই গতিটা খুব খারাপ নয়, কিন্তু আন্দ্রেইয়ের পক্ষে সেটা তেমন কিছুই নয়। পাভেল সাটের এক কোণায় হেলান দিয়ে বসেছিল, বাইনোকুলারটা রুমালে জড়িয়ে শক্ত করে ধরে আছে চোখের সামনে। পরের গ্রামে পেঁছবার পর জিস গাড়িটাকে ভালভাবে দেখা গেল, সামনের দিকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ওটা ছুটছিল।

তিন-টনের ঐ লরীটার অবস্থা এককালে বেশ ভাল ছিল। পেছনের দিকের বোর্ডে আই১-৭২-১৫ নম্বরটা ঠিকমত পড়া যায় না। গোলমুখো ক্যাপ্টেন ড্রাইভারের কেবিনে বসে আছে, পেছনে তরুণ অফিসারটি বাদে সাতজন অসামরিক লোক—পোশাক দেখে জানা যায় কৃষক থেকে বিচারক সব রকমের লোকই আছে—এবং দুজন সৈনিক। বাঁ দিকে পেছনের বোর্ডটার একটা অংশ ভাঙ্গা: 'একটি চিহ্নিত গাডি!'

একটা গ্রামের কাছে জিসটা দাঁড়াল। লরী থেকে কৃষকদের বস্তা নামাতে দেখা গেল, তারপর ড্রাইভারের কেবিনের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল নিয়ে আসার জন্য খরচ বাবদ অর্থ দিতে হবে। খিঝনিয়াক একটু ব্রেক চেপে ধরল, কারণ দূরত্বটা বজায় রাখতে হবে, ঠিক সেই সময় একসার স্টুডিবেকার লরী, প্রায় দশটা, ওবে পেরিয়ে জিস আর আমাদের মাঝে ঢুকে পড়ল। এতে পাভেলের অসুবিধে হল। নিজেদের আড়ালে রাখার জন্যে ভাঙ্গা বোর্ডওলা জিস আর আমাদের মধ্যে দু-তিনাট গাড়ি থাকলেই যথেষ্ট।

'ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাও'! হুকুম দিল পাভেল।

একটা একটা করে লরীগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল খিঝনিয়াক।

অল্প সময়ের মধ্যে চলে এল একটা জীপের পেছনে, যার খাঁচাটি ছোট। একটু ডান ধারে চলে যাবার জন্যে তিনবার সংকেত দিল, কিন্তু জীপের ড্রাইভার সরলো না, এমনকি গতিটা একটু কমালোও না। দুপাশে সার সার গাছ, রাস্তাটাও বেশ সরু, যার ফলে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়, বিশেষ করে গাড়িটা যদি রাস্তার মাঝখানে থাকে তবে একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। এসব সত্ত্বেও খিঝনিয়াক সামান্যতম সুযোগটা নিল এবং বইয়ের সমস্ত নিয়ম ভেঙ্গে জিপের ডান পাশ ধরে এগোতে লাগল। কয়েক মিনিট গাড়ি দুটো পাশাপাশি গর্জন করতে করতে ছুটল। গোঁফওলা একজন মেজর, ট্যাংক বাহিনীর পোশাক গায়ে, রেগে কি যেন বলল এবং ঘুঁষি দেখালো খিঝনিয়াককে। ওদিকে তাকালোই না খিঝনিয়াক, জিপটা দ্রুত এগিয়ে গেল এবং নিঃসন্দেহে মেজরের নির্দেশে ড্রাইভারটি খিঝনিয়াককে এগোতে দিল না এবং আবার রাস্তার ঠিক মাঝখানে চলে এল। ড্রাইভারের কেবিনের পেছনের জানলা দিয়ে আন্দ্রেই দেখতে পাচ্ছিল খিজনিয়াককে, পাভেলকে হাত পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে কি যেন বলছিল ও। বেশির ভাগ অভিজ্ঞ ড্রাইভারের মতো খিঝনিয়াকও জোরে গাড়ি চালাতে পছন্দ করে না, বিশেষ করে এবড়ো খেবড়ো রাস্তার ওপর। এমনিতে শান্ত এবং শান্ত স্বভাবের লোক হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের পরিস্থিতিতে ও রেগে ওঠে এবং ফলে যা দেখে তাকেই গালাগালি করে।

লিডা পৌঁছতে আর মাত্র তিন মাইল বাকী। ঠিক সামনে রেল গুমটিতে, গুমটিওয়ালী গেটটি বন্ধ করে দিচ্ছিল, বেড়া নামিয়ে, গুমটিওয়ালী বেশ স্বাস্থ্যবতী মহিলা, সুতীর পোশাকের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

জিপটা গর্জন করে কোন ক্রমে তার তলা দিয়ে ঠিক বন্ধ হবার আগেই বেরিয়ে পড়তে পারল। খিঝনিয়াক আর পাভেল একসঙ্গে চেঁচিয়ে কি যেন বলল মহিলাকে। মহিলাটি মুখ ফেরালো। মুখটা লাল, ফ্যাকাশে, রোদে পোড়া ভ্রূ সমেত মুখটায় ঘুম ঘুম ভাব। পাভেল লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে মহিলার হাত থেকে দড়িটি কেড়ে নিয়ে বেড়াটা ঠেলে ওপরে তুলে দিল, লরীটিও তীরবেগে ছুটে চলে গেল ওপারে রেল লাইনের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে, স্টীম ইঞ্জিনের কান ফাটানো শব্দটা যেন ওদের ঘাড়ে এসে পড়ল।

দূরে লিডা শহরে প্রান্ত সীমা দেখা যাচ্ছিল সন্ধ্যার ফ্যাকাশে সূর্যের আলোতে।

তাড়াতাড়ি জিপটিকে ধরে ফেলে খিঝনিয়াক সঙ্কেত দিল পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে বেশ জরুরী। ছোট গাড়িটি তখনো বেশ ঢিমেতালে এগিয়ে চলেছিল এবং আবার রাস্তার মাঝখানটা আঁকড়ে ধরে এগোতে লাগল জোর করে। রাস্তায় একটি চওড়া জায়গা পেয়ে খিঝনিয়াক জোর করে রাস্তা করে নিল এবং কোনরকম সতর্কবাণী না জানিয়েই হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিল গাড়ির। রাস্তার একটু পাশে নেমে যেতে বাধ্য হল ও এবং প্রায় নালায় পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু একটুর জন্যে কোন গতিকে জিপটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারল।

এবার তাকে থামাবার মত আর কেউ নেই এবং খিঝনিয়াক পুরো স্পীডে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। খিঝনিয়াকের সামনে তখনো কয়েকটা স্টুডিবেকার ছুটে চলেছে এবং মাঝে মাঝে জিস আই১-৭২-১৫-র চেহারাটা নজরে পড়ছিল। ড্রাইভারের কেবিনের ঠিক পিছনে একটা বেঞ্চির ওপর আমাদের দিকে পাশ ফিরে বসেছিল ধূসর রঙের চুলওলা সেই অফিসারটি।

শহরে ঢোকার মুখে তল্লাসী ঘাঁটিতে বাধার দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে প্রায় ৩০টা গাড়ি। পথ-নিয়ন্ত্রণকারী কমবয়সী মেয়েগুলো ড্রাইভারের কাগজপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে গাড়িগুলোকে একবার এদিক থেকে অন্যবার অন্যদিক থেকে ছেড়ে দিচ্ছিল। খিঝনিয়াক যখন গিয়ে দাঁড়াল, তখন তার আর জিসটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আরও ছটি লরী। একটুও দেরী না করে গাড়ি থেকে নেমে লরীর চারপাশটা ঘুরে ঘুরে চাকাগুলো পরীক্ষা করে নিল এবং সব ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে দু-একবার লাথি মেরে দেখে নিল। পাভেল লাফিয়ে নেমে রাস্তার ধারে, সামনে কি হচ্ছে দেখার জন্যে মুখ ফেরাল।

পেছনের জিপটা এবার এসে আবার ওদের ধরে ফেলেছে, গোঁফওলা মেজর রাগ-রাগ মুখ করে জিপ থেকে নামল। কুড়ির কোঠার মাঝামাঝি বয়স হবে তার। একটা গাছের সরু ডাল দিয়ে নিজের চামড়ার বুট জুতোর ডগাটা ঠুকতে ঠুকতে খিঝনিয়াককে লক্ষ্য করে উদ্ধতভাবে অধৈর্য হয়ে বলল—

'সার্জেন্ট, শোনো!'

কি করা উচিত এমন ভাব দেখিয়ে খিঝনিয়াক তাকালো পাভেলের দিকে।

'গাড়িতে ওঠো' ! হুকুম দিল পাভেল এবং খিঝনিয়াক উঠে পড়লো লরীতে।

'ক্যাপ্টেন, এখানে এসো' ! এবারে রাগে গর গর করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল মেজর।

পাভেল কাছে গিয়ে স্যালুট করল।

'কী সাহসে তুমি···,' রাগের চোটে নিঃশ্বাসও ঠিক মত নিতে না পেরে হাঁফিয়ে উঠেছে মেজর, 'ঐভাবে জিপকে পাশ কাটালে, শুধু তাই নয় বিশেষ করে সেই গাড়িতে যখন আরও উঁচুপদের অফিসার আছে।'

কোন কথা না বলে পাভেল ওর মিলিটারী পাশটা বের করে মেজরকে দেখাল, বরং বলা যায় পাশের ওপর লেখাটা দেখাল—"পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ —স্মার্স' !'

একটু হতভম্ব হয়ে মেজর তোতলাতে লাগল। 'কিন্তু আমি কি করে জানবো···' 'বিশ্বাস কর কমরেড ক্যাপ্টেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি···।'

'আপনার জানা বা না জানাটা কোন ব্যাপার নয়', চাপা সুরে বলল পাভেল, 'রাস্তার নিয়মগুলো সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং সেগুলো মেনে চলা উচিত।'

টুপি ছুঁয়ে অভিবাদন জানিয়ে পাভেল ফিরে এল খিঝনিয়াকের কাছে, গাড়িগুলো ধীরে ধীরে বেড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল একের পর এক।

'ওদের আর ধরতে পারব না', মনের ভাবটা আর আর চেপে রাখতে পারল না আন্দ্রেই।

'ওইখানেই বসে পড় !' হুকুম দিয়ে পাভেল তাড়াতাড়ি চলে গেল কাঠের তৈরী পাহারাদারদের ঘরে, যারা এখানে কর্তব্যরত আছে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সামনের ছটা লরীকে যদি আগে যেতে দেওয়া হয় তবে জিসটাকে ধরার ব্যাপারে তারা যে অনেক পিছিয়ে পড়বে এটা বুঝতে পারল সে।

আন্দ্রেই দেখল পাভেল খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরে দেখতে পেল যে লরীটাকে অনুসরণ করে ওরা আসছে তার ড্রাইভারটা কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, এবার চলে যাবে।

'লাইনের বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে এস', আন্দ্রেই বলল খিঝনিয়াককে, 'তাড়াতাড়ি করো।'

লাইনের বাঁ দিক দিয়ে গাড়িটাকে বের করে আনল খিঝনিয়াক এবং খুব তাড়াতাড়ি বেড়ার কাছে নিয়ে এল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে উল্টো দিক থেকে অন্য একটা গাড়ি আসছিল ওদের দিকে, ফলে ব্রেক কষতে হল খিঝনিয়াককে। শেষ মুহূর্তে কোন গতিকে খিঝনিয়াক লরীটাকে ডান ধারে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেও লরীটা আড়াআড়িভাবে রাস্তাটি জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওই জায়গাটার নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল যে মহিলা সার্জেন্টের, সে পতাকা নাড়তে নাড়তে ছুটে এল, ওর রোদে-পোড়া মুখ রাগে বিকৃত হয়ে উঠেছে।

'বলি কোন চুলোয় যাচ্ছ হে!' রাগে মহিলার গলার স্বর খনখনে হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে চারদিক থেকে অন্য গাড়িগুলো হর্ন বাজাতে শুরু করেছে, রেগে গিয়ে ড্রাইভারগুলো চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে। দরজার পাল্লাটা যতটুকু খুললে বেরোনো যায় ততটুকু খুলে খিঝনিয়াক পাদানীতে নামলো এবং স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত না সরিয়ে কেবিনের ওপর ঝুঁকলো গঠনটা দেখার জন্যে।

সেই সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভাব হল তামান্তসেভের। যে গাড়িটা ওকে লিফট্ দিয়েছিল সেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এসেছে এইমাত্র। কাউকে কিছু না বলেই ও ছুটল অন্যদিক থেকে যে লরীটা পার হয়ে যাচ্ছিল তার দিকে। 'পিছনে হটো, ডিঙিয়ে যাও', জোরে বলে উঠলো তামান্তসেভ ড্রাইভারকে, কথা বলার ভঙ্গীতে একটা ভয় দেখানোর ভাবও ফুটিয়ে তুলল 'ইন্সপেক্টার সৈন্যবাহিনীর গাড়ি যাবার জন্যে রাস্তা করে দাও এখুনি।' কি দাঁড়িয়ে আছো কেন? পিছনে হ...টো!'

বেচারা বসন্তের দাগওলা লরীর ড্রাইভার সার্জেন্টটি আপত্তি জানাতে শুরু করল. কিন্তু তামান্তসেভ নিজের কেবিনের দরজাটা টেনে খুলল, ওকে এক ধাক্কায় একপাশে বসিয়ে দিল, তারপর একলাফে ড্রাইভারের আসনে বসে লরীটাকে পেছন দিকে চালিয়ে নিয়ে গেল এবং রাস্তার পাশে নালার একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

এদিকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি খিঝনিয়াককে লক্ষ্য করে চেঁচাতে শুরু করেছে, মহিলাটির মতে সেইসব গণ্ডগোলের মূল।

পরিস্থিতিটাকে আরও ঘোরালো করার জন্যে খিঝনিয়াক আবার রাস্তার পাশে পেছিয়ে যেতে রাজী হয় নি, কারণ নির্দেশ অনুযায়ী সন্দেহ ভাজন গাড়িগুলোকে আলাদা করে রাখতে হবে।

'মাথা গরম করবেন না। ওই গাড়িটা পিছন দিকে যেতে পারে না। সত্যিই পারে না।' নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অনুনয়ের সুরে কথাগুলো মহিলাকে বলল খিঝনিয়াক। 'চেঁচাবেন না! এখুনি চলে যাচ্ছি আমরা। যুদ্ধের ব্যাপারে এইসব মেয়েদের কেন আনে ওরা? চুলোয় যাক সব!' বেশ মনের আবেগে কথাগুলো বলে ফেলল সে।

ইতিমধ্যে পাভেল আর তল্লাসী-ঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান মহিলা কর্মচারীটি, খুবই রাগী স্বভাবের মনে হল তাঁকে, পাহারাদারদের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বেড়াটার কাছে। অন্য মহিলা কর্মীটিকে চেঁচিয়ে বললেন, 'এদের যেতে দাও।'

তারপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার—পরের মোড়ের দিকে ছুটে গেল খিঝনিয়াকের গাড়ি, তারপর ডানদিকে ফিরল, জিস গাড়িটা ঐদিকেই গেছে; কিন্তু সামনে তার বা অন্য কিছুর চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না।...

'সোজা চালাও', পাভেল নির্দেশ দিল।

কয়েকবার বাঁক নিতে নিতে রাস্তার বুক চিরে ছুটে চলল লরীটা; হঠাৎ দুটো রাস্তার মোড়ে জিস লরীটাকে দেখতে পেল এরা, পেছনের আসনে বসে আছে সৈনিকগুলো। এত জোরে ব্রেক কষল খিঝনিয়াক যে, আন্দ্রেই আর তামান্তসেভ কেবিনের পেছনে কাৎ হয়ে পড়ল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উঠেও পড়ল তারা। তামান্তসেভ কেবিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল—'এটা সেই লরীটা নয়।'

নির্দেশ নেবার জন্যে খিঝনিয়াক থামল। পাভেল ফুটবোর্ডে নেমে দাঁড়াল। কপালে ফুটে উঠেছে ঘামের ফোঁটা।

'বাঁ দিকে ফে-ফেরা যাক্'. ইতঃস্তত করে বলল আন্দ্রেই, 'বাজার ছা-ছাড়িয়ে স্টেশনে গেলে কেমন হয়।'

তামান্তসেভ পাভেলকে জানাল, 'আমাদের সৈন্যরা লালফৌজের বুট পরে আট আর নয় সাইজের, মোটামুটি ফিট করে এমনভাবে পাইকারী হারে তৈরী হয় ওগুলো। বহুবার পরা হয়েছে ওগুলোকে আর মালিকের পা

অনুসারে তার আকারটা বদলায়। অবশ্য ঝরণার পারে পাওয়া ছাপের সঙ্গে এগুলোর কোন মিল নেই। তবে এখনও ওদের পেছনে ধাওয়া করতে হবে আমাদের।' অফিসারদের কথা বলছিল ও, 'আর ওটাই তো আমাদের কাছ থেকে আশা করা যায়। আর ঐ লরীটার ব্যাপারে আমার ধারণা জিসটাকে নিশ্চয়ই সৈন্যবাহিনীর খাদ্যবিভাগ থেকে আনা হয়েছে। ঐ যে যেটা রেল স্টেশনের কাছে আছে, জানো নিশ্চয়ই?'

'আমারও ধারণা জিস লরীটা খাদ্য দপ্তরের', খিঝনিয়াক বললে। যদিও একেবারে সঠিক নয় এ ব্যাপারে।

'আগে বলো নি কেন?'

'ধারণাটা ঠিক কি না বুঝতে পারি নি। তবে তুমি তো চাও মানুষ-গুলোকে, লরীটাকে নিশ্চয়ই নয়', খিঝনিয়াক বলল, 'ওরা তো লরী থেকে নেমেও যেতে পারে, তুমি জানবে কি করে, আর তারপর···।'

'ফেরাও গাড়ি! ডিপোতে চলো!'

১৮। সৈন্যবাহিনীর খাদ্য-ডিপোতে

ডিপোতে লরীটা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিক থেকে লাফিয়ে নামল তামান্তসেভ এবং পাভেল যখন পাহারাদারটির সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত তার ফাঁকে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটা সমতল বড় ঘেরা জায়গায় থাক থাক করে সাজানো ছিল কাঠের বাক্স, পিপে আর বস্তা। ওখানে অনেক ভীড়, মানুষ যাচ্ছে-আসছে, ড্রাইভার, স্টোর কিপার, সদা ব্যস্ত অসামরিক কর্মী, যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের গুরুত্ব যে অপরিহার্য এমন একটা ভাব নিয়ে আছে তারা, সৈনিকদের রেশন আনার জন্যে তাদের কেন্দ্র থেকে পাঠানো হয়েছে এবং সৈনিকরা ওজন করার কাঁটার ওপর টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্যাকিং বাক্স আর বস্তাগুলোকে। ঘেরা জায়গাটার ডানদিকের কোণে কাঁটা তারের বেড়া ঘেঁষে আকাশের দিকে মুখ তুলে অতন্দ্র প্রহরায় রয়েছে ভীষণ দর্শন একটা বিমান-বিধ্বংসী কামান।

ডিপোর সুপারিনটেণ্ডেন্টকে খুঁজে বের করল পাভেল ময়দার বস্তার স্তূপের পাশে, কাছেই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লরীগুলো, ওতে মাল বোঝাই

করা হবে। মেজরটির বেশ বয়স হয়েছে, মোটাসোটা লোক, ভুঁড়িটা বেরিয়ে আছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও বেশ চটপটে আর উৎসাহী মানুষ। পাভেল পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসছে শুনে হাতের কাজ ফেলে রেখে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে এলেন একটা বেশ বড় ট্রেঞ্চ আছে, ওখানে ডিপোর কর্মীরা থাকে, কাগজপত্র নিয়ে কাজে ব্যস্ত সার্জেন্টদের চলে যেতে বললেন মেজর। তারপর নিজে বসে পাভেলকেও বসতে বলে জানতে চাইলেন কি দরকার।

'আই১-৭২-১৫ নম্বরের প্লেট লাগানো জিস লরীটা কি আপনাদের এখানকার?'

নম্বরটা মুখে একবার বললেন মেজর, তারপর স্বীকার করলেন যে ওটা তাঁর ডিপোর। তারপরে প্রশ্ন করলেন 'কেন, কি হয়েছে?'

'এখনও পর্যন্ত কিছুই হয় নি', পাভেল ওঁকে আশ্বাস দিল, এইমাত্র ওটা অালিটুস হয়ে ফিরল, মনে হয় কাউনাস বা মারিয়ামপোলে গিয়েছিল। পেছনের বোর্ড'টা একটু ভাঙা।'

'একটা লরী অবশ্য পাঠ'নো হয়েছিল মারিয়াম পোলে, তবে কোনটা সেটি সঠিকভাবে বলতে পারবো না। আর পেছনের বোর্ডে'র কথা যা বলছেন সে রকম কিছু শুনিনি আমি। আমার সহকারী গাড়ির ব্যাপারটা দেখাশোনা করে। এখুনি খুঁজে বের করছি।' প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেজর উঠে দাঁড়ালেন বাইরে যাবার জন্যে।

'ঐ লরীর ড্রাইভারকে আপনি চেনেন?'

'আই ১-৭২-১৫? বরিসকিন। সত্যি কথা বলতে কি ওর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না আমি। আমাদের এখানে অল্প দিন হল আছে—কয়েক মাস মাত্র। তবে কোন খারাপ রিপোর্ট নেই ওর বিরুদ্ধে। আর পাঁচটি ড্রাইভারের মতোই।'

'ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই, আর কর্মচারীদের রেজিস্টারটাও দেখবো একটু। তবে এনিয়ে হৈ-চৈ করবেন না যেন', পাভেল অনুরোধ জানাল।

'বুঝতে পেরেছি।'

ওখান থেকে বাইরে বেরিয়ে মেজর একজন সার্জেন্টকে কিছু একটা বললেন, তারপর ফিরে এসে সৈন্যবাহিনীর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পাভেলকে জিজ্ঞেস করলেন সে কিছু খাবে কিনা। সবশেষে কোন কথা না

বলে মেজর একটা পুরনো আলমারী তোলপাড় করে খুঁজতে লাগলেন। উনি যে খুব একটা কৌতূহলী টাইপের লোক নন সেটা বোঝা গেল এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন যে করা উচিত নয় সেটাও তিনি জানেন। উনি যা কিছু করছিলেন তার মধ্যে শান্ত নিস্পৃহ কর্মতৎপরতার আভাস দেখা যাচ্ছিল, এটা মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারল না পাভেল।

দরজায় ধাক্কা পড়তেই মেজর বললেন, 'ভেতরে এস।' 'কমরেড মেজর, নির্দেশ অনুযায়ী আপনার সামনে উপস্থিত ল্যান্স-করপোরাল বরিসকিন।'

পাভেলের সামনে দাঁড়িয়ে একজন ছোট ধূসর-চুলওলা মানুষ, চোখের তারা কালো, কিন্তু ধূর্ততার ছাপ আছে, মুখটা ফ্যাকাশে, এখনও ধোয়া হয় নি। বরিসকিনের চওড়া প্যান্টটা নোংরা, তেলের দাগ লাগা। কোটেরও সেই অবস্থা, সাধারণ সৈনিকের তকমা আঁটা। পায়ে গরুর চামড়ার বুট জুতো, ডগাটা ঘসা খেয়ে বিবর্ণ। ও চট করে মেজরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল অপরিচিত ক্যাপ্টেনের দিকে। গোড়া থেকেই ও যেন আত্মরক্ষামূলক মনোভাব নিয়ে আছে এবং এই সংঘর্ষ থেকে ভাল কিছু ফল যে ফলবে না যেন সে তা জানে।

মেজর ওকে বসতে বলাতে বরিসকিন জানালেন ও বরং দাঁড়িয়েই থাকবে, তারপর আর একবার ঝটিতি তাকিয়ে নিল পাভেলের দিকে।

'পেছনের বোর্ডটি ভাঙলে কোথায়?'

'কাল রাতে যখন মাল খালাস করছিলাম। দোষ আমার নয় কিন্তু! একটা স্টুডিবেকার পিছু হটতে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। আমার একটুও দোষ নেই। সহকারী টেকনিসিয়ানকে খবরটি দিয়েছিলাম আমি।'

'ঠিক আছে সেটা আমি দেখব···এখন এই ক্যাপ্টেন কয়েকটা কথা বলতে চান তোমার সঙ্গে', মেজর পাভেলের দিকে তাকিয়ে মাথা হেলালেন।

'কি ব্যাপারে?', ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল বরিসকিন।

'এখুনি জানতে পারবে', কথাটা বলে মেজর পাভেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার কানে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি কি চলে যাব?'

'কেন? আপনি থাকুন। বোসো, ল্যান্স কর পোরাল', পাভেল বলতেই টেবিল থেকে তিন হাত দূরে একটি টুলের ওপর বসল বরিসকিন।

প্রথমে কণ্ঠস্বর যতটা স্বাভাবিক রাখা যায় সেইভাবে কয়েকটি মামুলী প্রশ্ন করল পাভেল। যেমন, কোথায় জন্মেছে, সংসারে কারা কারা আছে, সেনাবাহিনীতে কতদিন ধরে আছে। এই কেন্দ্রেই কাজ করতে তার ভাল লাগে কিনা, অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি চালাতে হয়েছে কিনা এবং কোথায়, কোন্ ধরনের মাল নিয়ে যেতে হয়েছিল।

ধীরে ধীরে ভেবেচিন্তে ছোট ছোট উত্তর দিল বরিসকিন, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল ও খুব সাবধানে বেছে বেছে শব্দ ব্যবহার করছে আর পাভেলের চোখে চোখ রাখছিল না, কারণ প্রত্যেকটি উত্তর যাচাই করে দেখছিল পাভেল।

'আজ গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, মারিয়ামপলে। কিছু বস্তা নিয়ে গিয়েছিলাম···এই যে তার খাতা', না বলতেই বরিসকিন কোটের পকেট থেকে চার পাট করে মোড়া একটি দোমড়ানো কাগজ বের করল, তারপর সেটাকে সোজা করে পাভেলের সামনে টেবিলের ওপর রাখল।

'আজকে লরীতে আর কে ছিল?'

'কি বলছেন আপনি···"আর কে"? কেউ না।

'হয়ত তুমি কাউকে লিফট দিয়েছিলে।'

'না। ওসব করার অনুমতি আমাদের নেই। এগুলো খাবার বহনকারী লরী। যদি কখনো লরীটা খালি থাকে তখন কোন অফিসারকে লিফট দিতে পারি, তাও নিজেদের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের। অসামরিক লোকদের কখনো না, ভয়ের কিছু নেই! আমাদের সতর্ক থাকতেই হয়।'

এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে জোর দিয়ে কথাগুলো বলল বরিসকিন যে সহজেই ও তার জেরাকারীকে ভুলিয়ে দিতে পারত। "দিতে পারত" যদি না পাভেল নিজের চোখে বরিসকিনকে কৃষকদের পৌঁছে দেখার জন্যে টাকা-পয়সা নিতে দেখত।

এদিকে আলমারীতে মেজর যেটার খোঁজ করছিলেন, এতক্ষণে পেয়ে গেছেন বড় পিজ বোর্ডে বাঁধাই একটি বই। বরিসকিনের দিকে পিছন ফিরে উনি বইটি টেবিলের ওপর খুলে ধরলেন, পাতা উল্টে নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে কি যেন পড়লেন, যার ফলে ওর মুখে-চোখে আশ্চর্যের ভাবটি ফুটে উঠলো। সংশ্লিষ্ট জায়গাটি দাগ দিয়ে বইটি এগিয়ে দিলেন পাভেলের দিকে,

এতক্ষণে পাভেল বুঝতে পেরে গেছে বইটি হল কর্মচারীদের বিবরণ সম্বলিত রেজিস্টার।

বরিসকিনের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে পাভেল মেজরের দাগ দেওয়া অংশটি পড়ে নিল। "ড্রাইভার, ল্যান্স করপোরাল সেরগেই আলেকজান্দ্রোভিচ বরিসকিন, জন্ম ১৯১২, পার্টি-সদস্য নয়, প্রাথমিক স্কুলে ৪ বছর পড়েছে, যুদ্ধ-বন্দী ছিল না বা শত্রু অধিকৃত অঞ্চলেও থাকে নি; ১৯৩৬ সালে ১৪১ ধারার* "ঘ" অনুচ্ছেদ অনুসারে পাঁচ বছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সম্মানচিহ্নসূচক পদক *সামরিক সেবার* জন্য এবং *মস্কো প্রতিরোধের* জন্য পদক...।"

বরিসকিনের কয়েদের মেয়াদ সম্পর্কিত জায়গাটার পাশে দাগ দিয়েছিলেন মেজর। বরিসকিন সম্পর্কে লেখাটি পড়ার পর পাভেল মুখ তুলে তাকাল মেজরের দিকে, বিরাট ভূঁড়িটি ফুলে উঠল মেজবের এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন যার অর্থ জানতে কষ্ট হয় না।

'তাহলে আজ কাউকে গাড়িতে লিফট দাও নি?', পাভেল আবার প্রশ্ন করল।

'না!'

'পুরো পথের মধ্যে কোথাও না? ভাল করে ভেবে দেখ।'

'ভেবে দেখার কি আছে', আহত স্বরে পাল্টা জবাব দিল বরিসকিন, 'আমি একাই গাড়ি চালিয়ে এসেছি। মিথ্যে কথা বলার কারণই বা কি থাকতে পারে?'

ওঁরা কি জানতে চাইছেন সেটি বরিসকিনের কাছে এখনও রহস্য হয়ে আছে, কারণ গোড়া থেকে অন্য একটি দোষারোপের কথা আশঙ্কা করে আসছে সে। বেশ কয়েক বছর ধরে ওর রেকর্ড একেবারে পরিষ্কার আছে, আর আজই ভোর বেলায় মারিয়ামপলে যাবার আগে নেহাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ লরীর পেছন দিকে বস্তার তলায় এক বাক্স মার্কিন চিনির ডেলা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। যখন স্টোরকীপার পিছন ফিরে কী একটি করছিল। চুরি করার ইচ্ছে হয়েছিল বলেই যে চুরি করেছে তা নয় বা বাড়তি

* আর.এস.এফ.এস.আর. দণ্ডবিধির ১৬২ নং ধারাটি সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার অপরাধের সঙ্গে জড়িত—*লেখক*

মদ খাবার জন্যেও নয়, (কারণ বরিসকিনের পেটের অবস্থা ভাল নয়। কখনো-সখনো মদ খায়, তাও পরিমিত মাত্রায়), চুরি করেছিল এই জন্যে যে ঐ স্টোরকীপারটি ওপরওয়ালাদের নেক নজরে 'থাকবার জন্যে খোসামোদ করত, আর সাধারণ সৈন্য বা ড্রাইভারদের সঙ্গে বিশ্রী ব্যবহার করত। মেয়ে মানুষের পেছনে ছোটা, বোতলে আসক্তি আর অফিসারের পোশাক পরে বেশ দাম্ভিকতা দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়—সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় ও বেশ চমৎকারভাবেই দিন কাটিয়ে যাচ্ছিল। পুরো ভ্যান ভর্তি চিনি ছিল তার এক্তিয়ারে, আর বরিসকিন ধরে নিয়েছিল যে লোকটা নিজের পকেট মোটা করছেই।

এতগুলো বছর বিনা কলঙ্কে কাটিয়ে এসে আবার চুরী করার জন্যে কোথায় গিয়ে পড়ল এবার!—এই চিন্তাটিই ও করেছিল যখন ডিপো সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছ থেকে ওর কাছে ডাক এসেছিল। ও ধরে নিয়েছিল পাভেল এসেছে সামরিক অভিশংসক দপ্তর থেকে। এবার কিন্তু জড়িয়ে পড়েছে! কিন্তু কিভাবে জানাজানি হল? ওকে যে কেউ দেখে নি এ ব্যাপারে ও নিশ্চিন্ত ছিল। মারিয়ামপলের কালো বাজারে চিনিটা বিক্রি করেছে বরিসকিন এবং শেষ দুশোগ্রাম কাপড়ে মুড়ে রেখে দিয়েছে ড্রাইভারের সীটের তলায়। আর ওরা যদি ওটার সন্ধান পেয়েই থাকে, তবে ওর চিনি চুরি করার সঙ্গে এই ধূর্ত অথচ মুখমিষ্টি ক্যাপ্টেনের করা প্রশ্নের সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকতে পারে।

পথে যাত্রী তোলা একেবারে নিষিদ্ধ, কিছু কামিয়ে নেবার প্রশ্ন তো ওঠেই না—এতে কেউ পিঠ চাপড়াবে না—ফলে বরিসকিন একগুঁয়ের মত অভিযোগ অস্বীকার করে চলল। প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিল কোন কিছু স্বীকার করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একবার মিথ্যে বলা শুরু হয়ে গেছে, এবার তো একের পর এক চলতেই থাকবে। পাভেলের ভদ্রতা, যে ভদ্রতা বরিসকিন জীবনে গোনাগুণতি কয়েকবার মাত্র পেয়েছে, তা ওকে আরও সতর্ক করে দিয়েছে।

এদিকে পাভেল ভেবে পাচ্ছে না বরিসকিন কেন মিথ্যে কথা বলছে—বলার কারণটাই বা কি? প্রথম থেকে পাভেল ধরে নিয়েছিল যে একেবারে দৈবক্রমেই আই ১-৭২-১৫ নম্বরের লরীটা অচেনা অফিসারদের তুলে নিয়েছিল এবং বরিসকিনকে শুধু দরকার খবরটা পাবার জন্যে যাতে ঐ অফিসারদের

সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত খবর পেলে পরবর্তী তদন্তকালে সেগুলো সাহায্য করতে পারে।

পরের দশ মিনিট পাভেল লড়াই চালিয়ে গেল বরিসকিনের সঙ্গে এবং বরিসকিনও একরোখার মত মিথ্যে কথা বলে চলল যতক্ষণ না পর্যন্ত ও বুঝতে পারল পাভেল চিনি নয়, অন্য কোন ব্যাপারে জানতে চায়। অন্য কোন ব্যাপারে সত্যি সত্যিই কোন অপরাধ করে নি বলেই বরিসকিন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল এবং খোলাখুলি কথা বলতে আরম্ভ করল। তবে এখন তার মিথ্যেগুলোকে স্বীকার করে নেওয়া সহজ হয়ে উঠছে না।

‘একটা কথা বরিসকিন’, হেঁটে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে পাভেল হেসে বলল, ‘তুমি এখনও জোর দিয়ে বলছো যে আজ গাড়িতে কাউকে তোল নি। তাই তো···তাই না?,’ বেশ খোলামেলা ভাবে কথাটি বলল পাভেল, বরিসকিনের মুখের ভাবটি লক্ষ্য করতে করতে, ‘তোল নি, তাই না। অথচ আধ ঘন্টাও হয় নি দুজন অফিসারকে তোমার লরি থেকে নামতে দেখা গেছে।’

ভ্রূ কুঁচকে, এমন কি ঠোঁট পর্যন্ত কামড়ে এমন একটি ভাব দেখাল যেন সে মনে করার চেষ্টা করছে এমনভাবে তাকাল বরিসকিন পাভেলের দিকে। তারপর একদৃষ্টিতে তাকাল মেঝের দিকে, ঘাড়টি চুলকে শেষ পর্যন্ত হুড়মুড় করে বলে উঠল, ‘দাঁড়ান, দাঁড়ান, এক মিনিট···হ্যাঁ মনে পড়ছে এখন,’ নিজের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা চাপবার চেষ্টা করতে করতে ও বলল, ‘আহ্, হ্যাঁ জানি··· একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম!’, এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল, যেন দারুণ একটা সাফল্য অর্জন করেছে সে। উঠে দাঁড়াল বরিসকিন, মনের ভার নেমে গেছে এমনভাবে হাসল, সবকিছু বিস্তারিতভাবে বলার আগে। ‘রাস্তার ধারে দুজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আমার গাড়িতে করে শহরে আসতে চেয়েছিল, আমি পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু তাতে কি কোন অন্যায় হয়ে গেছে? না আনলে কি করত তারা, এতটা পথ কি হেঁটে আসত?’

‘সেটা খুব ক্লান্তিকর ব্যাপার হত সন্দেহ নেই’, সায় দিল পাভেল, তারপর আগের চেয়ে অনেক হাসিখুশি হয়ে ওঠা বরিসকিনকে একটি সিগারেট দিল, নিজে একটা ধরিয়ে বলল, ‘ওরা কি তোমার বন্ধু?’

'না। ওদের আমি চিনি না। সত্যি কথা বলতে কি কমরেড ক্যাপ্টেন', বুকের ওপর হাত রেখে আর পাভেলের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথাগুলো বলতে শুরু করল বরিসকিন, 'ওরা গাড়িতে উঠতে চাইল. আমারও কেমন যেন দয়া হল, নিয়ে এলাম।'

'ওরা কারা বা কোত্থেকে আসছে সে-সব কিছু বলছিল কি ?'

'না। তাছাড়া আমিও জিজ্ঞেস করি নি। ওতে আমার কি মাথা ব্যথা। কমাণ্ডান্টের অফিসের কাছে ওদের নামিয়ে দিয়েছিলাম—*আপনারা* ওইটুকু পর্যন্ত দেখেছেন···একজন ছিল ক্যাপ্টেন, ছোকরা নয়, এরই মধ্যে টাক পড়তে শুরু করেছে। ও বেশ আমুদে লোক, এমনকি সিগারেট পাকাবার জন্যে খবরের কাগজের টুকরো পর্যন্ত দিয়েছিল আমায়।' নিজের পকেট হাতড়াতে লাগল বরিসকিন, তারপর শুকনো হাসি হেসে প্রশ্ন করল, 'ওদের কোন কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে, তাই না ? অন্য জন ছিল কমবয়সী লেফটেনান্ট, দাঁতগুলো বাঁধানো, ঐ সোনা দিয়ে বাঁধানো যাকে বলে। আর এখন অন্য লোককে দয়া দেখাতে গিয়ে নিজেই ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়লাম। যদি জানতাম যেচে নিজেকে জড়াচ্ছি তাহলে···।'

১৯। লিডায় একটি সন্ধ্যা এবং একটি রাত

পাভেল যখন ওখানে বরিসকিনের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন তামান্তসেভ পৌঁছে গেছে যেখানে পেছনের বোর্ড ভাঙা জিস লরীটা বেড়ার ধারে দাঁড করানো ছিল এবং সান্ত্রীর চোখের সামনেই ড্রাইভারের কেবিন আর লরীর পেছন দিকটা তল্লাসী করল, ওর খেয়াল ছিল ড্রাইভারের সীটের তলাটা আর যন্ত্রপাতি রাখার বাক্সটা দেখতে হবে। এবং ঠিকই তাই, সীটের তলায় একটা তেলা কাগজে মোড়া চিনিটার দেখা পেল, এটা যে চুরীর মাল এটা বুঝতে পারল সে। তবে ওদের তল্লাসীর সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কোন কিছুই পেল না।

সিগারেট পাকাবার জন্যে বরিসকিনকে খবরের কাগজের যে টুকরোটা ওরা দিয়েছিল, দেখা গেল ওটা লিডার খবরের কাগজ *উপেরাদ*-এর শেষ সংস্করণের।

বোঝা গেল যে ব্লিনভের আবিষ্কার করা অফিসার দুজন সেইদিন সকাল

বেলা লিডা থেকে গিয়েছিল এবং সন্ধ্যে বেলায় ফিরে লরী থেকে নেমেছে কমাণ্ডান্টের অফিসের কাছে। পরবর্তী কাজ হবে সেদিন সন্ধ্যে ৭টার পর কারা কমাণ্ডান্টের অফিসে গেছে এবং অফিসের কাছাকাছি যারা থাকে তাদের মধ্যে ঐ দুজনকে সনাক্ত করার চেষ্টা করা। কাজটি সোজা আর সরল।

লিডার কম্যাণ্ডান্ট বেশ রোগা, গালটা ঢোকা, গম্ভীরমুখো এক মেজর, পাভেল ওঁকে চেনে ১৯৪১ সাল থেকে, যখন তারা মস্কোতে ঢোকার মুখ আগলে লড়াই করেছিল। পাভেলকে সাহায্য করার জন্যে উনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সানন্দ চিত্তে, সঙ্গে সঙ্গে আনালেন স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের রেজিস্টারটা। কমাণ্ডান্টের অফিসের কাছে থাকে এবং গত দেড় ঘন্টার মধ্যে অফিসে এসেছিল তাদের এবং চাকরীর রেকর্ড অনুসারে যারা টাক মাথা ক্যাপ্টেন এবং তার সঙ্গী হতে পারে এমন চারজনের সম্বন্ধে লেখাগুলো খুঁটিয়ে পড়ল, তার আগে তামান্তসেভকে পাঠিয়ে দিয়েছে রেল স্টেশনে।

যে অফিসারদের কমাণ্ডান্ট অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন (চারজনের মধ্যে তিনজন, একজনকে পাওয়া যাচ্ছিল না) তাদের কিছু না জানিয়েই পাভেল আর ব্লিনভের সামনে আনা হল, কিন্তু কি দুঃখের কথা, যাদের তারা ধরতে চাইছে তারা এদের মধ্যে নেই।

রেজিস্টার থেকে দেখা গেল যে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা পাঁচশোরও বেশি অফিসারকে বেসরকারী বাসস্থানে থাকার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় দুশো জন সাময়িকভাবে এখানে এসেছে।

লোহার আলমারী থেকে লিডার ম্যাপটা এনে টেবিলের ওপর মেলে দিয়ে মেজর বললেন, 'ছাখো,' শহরে কোথায় কোথায় কেন্দ্র এবং সংগঠন দল মোতায়েন করা হয়েছে তার তালিকাটি দেওয়া আছে নকশায়— 'সমস্যাটা হল এই যে শহরের বিভিন্ন জেলা নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দায়িত্বে রাখা হয়েছে, যাদের সৈন্যদের ওখানে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এটা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণের জেলায় আলাদা কমাণ্ডান্টের অফিস আছে। সর্বাঙ্গীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বটুকু শুধু আছে আমাদের ওপর। ওদের রেজিস্টারগুলো একেবারেই কোন কাজের নয় এবং ওগুলোকে ঠিকভাবে পরীক্ষা করা নরক যন্ত্রণার মত কঠিন ব্যাপার।'

পাভেল উঠে দাঁড়াল, বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, ওকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। কমাণ্ডান্টের অফিসে আর বেশিক্ষণ থাকার কোন মানে হয় না।

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মেজর বললেন, 'রাতে আমি এখানেই থাকি। তোমার কোন দরকার পড়লে যেকোন সময় আমাকে জাগাতে পারো।'

* * *

'ওরা এই শহরেই কোথাও না কোথাও আছে', আন্দ্রেই আর পাভেল রাস্তায় আসার পর পাভেল বলল কথাটা।

'ড্রাইভারটি বোধ হয় মিথ্যে কথা বলছে? মনে হয় ওরা স্টেশন হয়ে লিডার বাইরে চলে গেছে আর আমরা অযথা ওদের পেছনে সময় নষ্ট করে চলেছি?' আন্দ্রেই বললো।

'আমার তা মনে হয় না। ওরা বলেছিল কমাণ্ডান্টের অফিসের কাছে নামিয়ে দিতে, কিন্তু ওরা অফিসের ভেতরে গিয়েছিল কিনা, তা তো ড্রাইভারটা বলে নি। শহরেই ওদের খোঁজ করব আমরা।'

শহরটাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করল পাভেল। নিজে নিল স্টেশান আর আশপাশের এলাকা আর গ্রোনাদা যাবার ওয়ারশ রোডের ভার; তামান্তসেভকে দেওয়া হল শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিক আর মোলোদেচনো যাবার পথের ভার; আর আন্দ্রেই নজর রাখবে লিডা থেকে ভিলনিয়াস যাবার পথের উপর যে তল্লাসী ঘাঁটি আছে তার এবং সংলগ্ন এলাকার রাস্তাগুলোর ওপর।

কারফিউজারী হবার পর থেকে রাত দশটাতেই রাস্তা ঘাট ফাঁকা হয়ে যায়। তবুও আন্দ্রেই খুঁজেই চলল কচিৎ কোন পথিক দেখলেই কড়া নজরে দেখে তাকে—বেশির ভাগই অফিসার—অবশ্য অন্ধকারের মধ্যে যতটা দেখা যায়। তল্লাসী ঘাঁটিতে মাঝে মাঝে যে গাড়িগুলো দাঁড়াচ্ছিল সেগুলোকেও ভালভাবে লক্ষ্য করছিল আন্দ্রেই।

অল্প সময়ের মধ্যে পাভেল পুরো স্টেশনটা খুঁটিয়ে দেখে নিল—অফিস আর ঘেরা জায়গাগুলো, প্ল্যাটফর্ম, প্রত্যেকটি সম্ভাব্য কোণ, গর্ত, বাঁক সব

দেখল। এবং পুরো জায়গাটি এখন তার নখ দর্পণে। সর্বত্র মানুষ শুয়ে আছে, মেঝেতে, বেঞ্চের ওপর, টেবিলের ওপর সার বেঁধে সবাই শুয়ে আছে, গুমোট গরমে সবাই সেদ্ধ হয়ে গেছে, তবুও নাক ডাকাচ্ছে। মাঝ রাতের পর আর কোন যাত্রী এল না।

তল্লাসী ঘাঁটির কর্মচারীদের কাজ শেষ হয় রাত একটায়, তারপর আর গাড়ি আসে না বললেই চলে, তারপর যারা আসে তারা না থেমে খোলা গেটের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যায়। স্টেশনের পাশের রাস্তাটিকেও বেশ প্রাণহীন লাগছে এবং পাভেল জানে যে সকালের আগে আর কোন যাত্রী ট্রেন আসছে না, এ খবরটি কমাণ্ডান্টের অফিস থেকেই দিয়ে দিয়েছিল ওকে।

রাত দুটোর পর চরম ক্লান্তিতে পাভেলের পা আর ঠিক মত পড়ছে না, আন্দ্রেই তখন আস্তে আস্তে এগোলো যে ফ্ল্যাটে খিঝনিয়াক আছে, লরীটাকেও রাখা হয়েছে ওখানে। বেল্ট আর বুটজুতো খুলে চওড়া কাঠের চৌকির ওপর প্রায় নেতিয়ে পড়ল সে: বালিশে মাথা ঠেকার আগেই যেন সে গভীর ঘুমে ডুবে গেছে। খারাপ-মেজাজ আর প্রচণ্ড ক্ষিদে নিয়ে তামান্তসেভ ফিরে অন্ধকারের মধ্যে কিছু খাবারের খোঁজ করল, না পেয়ে চাপা সুরে অভিসম্পাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে শুয়ে পড়ল তাও লক্ষ্য করল আন্দ্রেই।

২০। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী!

স্মার্শ পান্টা গোয়েন্দা বিভাগের সদরদপ্তরের প্রধানকে:
টেলিগ্রাম নং……এবং…তাং……অনুসারে…

৭ এবং ১৩ই আগস্টে ধরা সংবাদগুলোর সঙ্কেতলিপির পাঠোদ্ধার করা মূল বিষয়টি না থাকায় কে.এ.ও. আহ্বান-সঙ্কেত ব্যবহারকারী প্রেরকযন্ত্রটির অনুসন্ধানের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এ কথা আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্মার্শ সদর দপ্তরকে জানিয়ে দিয়েছি একই সঙ্গে ওখানেও যেন সঙ্কেতলিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা চালান হয়।

সঙ্কেতলিপির উপযুক্ত পাঠোদ্ধারকারী যুদ্ধ সীমান্তে না থাকার জন্য পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সদরদপ্তর আপনাদের অনুরোধ জানিয়েছে এই দুটির বিষয়বস্তুর সঙ্কেতলিপির পাঠোদ্ধারকে অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ যেন দেওয়া হয়।

এই অবসরে আমিও আপনাদের দৃষ্টি আর একবার আকর্ষণ করতে চাই যে এবং এটা আমার কর্তব্যও বটে, আমাদের তদন্তকারী বিভাগে কর্মীর অভাব উল্লেখযোগ্যভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং এখানকার সদরদপ্তরে সাঙ্কেতিকলিপি পাঠোদ্ধারের বিভাগেরও একই অবস্থা।

এই অভিযান শুরু হওয়া থেকে সাত সপ্তাহের মধ্যে ৪৮ জনের (প্রয়োজনীয় ৫৮ জনের) মধ্যে ২৩ জনকে আমরা হারিয়েছি এবং বর্তমানে যারা সক্রিয় তাদের মধ্যে শিক্ষার্থী ৯ জনের তদন্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই।

ইয়াগুনিতে সরাসরি বোমা পড়াতে সাঙ্কেতিকলিপি পাঠোদ্ধারের ৫ জন সরকারী কর্মীর মধ্যে মাত্র দুজন তরুণ অফিসার বেঁচে আছে এবং সাঙ্কেতিকলিপি উদ্ধারের মত উচ্চ শ্রেণীর কাজ করার উপযুক্ত তারা নয়।

ইগোরভ।

বেতার-দূরভাষ সংবাদ

ইগোরভ সমীপে,

১৯৪৪ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখের...নং টেলিগ্রামের উত্তরে—অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ সীমান্তে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সদরদপ্তরে সাঙ্কেতিকলিপি পাঠোদ্ধার বা তদন্ত বিভাগের কর্মীদের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে না।

৭ই এবং ১৩ই আগস্টে ধরা সংবাদগুলির পাঠোদ্ধার করার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার দেবার নির্দেশ দিয়েছি।

কলিবানভ

সাংকেতিক দূরাভাষ

জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

১৯৪৪ সালের ১৩ই আগস্ট তারিখের…নং টেলিগ্রামের উত্তর।

আমি জানাচ্ছি যে আজ ১৫ই আগস্ট তারিখে ৩৯ জনের একটি দলছুট জার্মান সৈন্যের দলকে সোলতানিস্কির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সৈন্যবাহিনীর পিছন দিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল এবং গুলি চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। ১৭ জন নিহত, চারজন পালিয়ে যেতে পেরেছে, বাকীদের বন্দী করা হয়েছে।

জেরার মুখে জানা গেছে যে, এই দলটি গড়ে উঠেছিল চতুর্থ জার্মান সৈন্যবাহিনীর সদরদপ্তর, ১২শ এবং ৩৩৭তম পদাতিক বাহিনী এবং ৭৬ নম্বর হঠাৎ-আক্রমণকারী ডিভিসনের জার্মান সৈন্য আর অফিসারদের নিয়ে, যারা এক মাসেরও বেশি সময় আগে থেকে মগিলেভ অঞ্চল থেকে এগোচ্ছিল যুদ্ধ সীমান্তের দিকে। তাদের অগ্রগতি এত ঢিমে তেতালায় চলার কারণ হল অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করে এগোনো এবং দলে আটজন গুরুতরভাবে আহত মানুষ থাকায়, যার মধ্যে ছিল ৭৬তম হঠাৎ আক্রমণকারী ডিভিজনের সেনাপতি মেজর জেনারেল লুডভিগ হোর্ট এবং চতুর্থ সৈন্যবাহিনীর সদরদপ্তরের প্রধান অফিসার লেফটেনান্ট কর্ণেল হ্যানস কেফার, যাকে প্রায় ৪০০ মাইল একটা হাতে তৈরী স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে আসছিল বলে শোনা গেছে।

এই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া দলটির কাছে ছিল দুটো এম-জি-৩৪ মেশিনগান, ২৭টি সাবমেশিনগান, হাতবোমা এবং সামরিক-বিভাগের শর্টওয়েভ বেতার প্রেরক যন্ত্র (১৯৪২ সালের টেলিফাঙ্কেন মডেল)। পরে জেরার মুখে জানা যায় যে, প্লেন নামার মত উপযুক্ত একটা ফাঁকা জায়গা নির্বাচিত করার পর

১৩ই আগস্ট বিকেলের দিকে দলের বেতারযন্ত্রী অবিলম্বে একটা এরোপ্লেন পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে সংবাদ পাঠায় আহত জেনারেল হর্ট যার শরীরের ক্ষতে পচন শুরু হয়ে গেছে এবং আরও দুজন আহত সৈনিককে নিয়ে যাবার জন্যে।

সংবাদটা পাঠাবার সময় যে দুজন সৈনিক প্রেরক যন্ত্র থেকে খুব একটা দূরে ছিল না, সেই বন্দী দুই সৈনিক অট্টো হেইন আর এরিক স্টোবের বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তর-পশ্চিম সীমা থেকে। যেহেতু সংবাদ পাঠানোর কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত লেফটেনান্ট কর্ণেল কেফার, সার্জেন্ট মেজর হিমেল ও আরও দুজন অফিসার গুলি চালাবার ফলে মারা যায় তাই আহ্বান সংকেত, ওয়েভ-লেংথ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

হেইন আর স্টোবের বিবৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ করার কিছু নেই। মনে হয় এখন তাড়াতাড়ি তাদের দুজনকে শিলোভিচি জঙ্গলে পাঠানো উচিত, যাতে সংবাদ পাঠানোর সঠিক জায়গাটা নির্ধারিত করা যায়।

বাইস্ত্রভ।

সাংকেতিক দূরাভাষ

জরুরী!

বাইস্ত্রভ সমীপে—

১৯৪৪ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখের…নং টেলিগ্রামের উত্তর।

বন্দীদের কাছ থেকে জেরা করে জানবার চেষ্টা করে দলছুট জার্মানদের এই দলটা ১৩ই আগস্টের আগে আর কোন সংবাদ পাঠিয়েছিল কিনা। যদি পাঠিয়ে থাকে তবে জানার চেষ্টা করো, কবে, কখন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে পাঠিয়েছে।

ব্যবহৃত সংকেতলিপি বা গুপ্তলিখন ও সংবাদ পাঠানোর সময় সংক্রান্ত যেকোন তথ্যই বিশেষ মূল্যবান।

পায়ে হেঁটে আসার সময় ওরা কোন গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করা এবং পথঘাট বা রেলপথের ওপর কড়া নজর রেখেছিল কিনা তার খবরও জোগাড় করতে হবে।

কড়া পাহারায় হেইন আর স্টোবকে এখুনি লিডাতে পাঠাও, বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে, যেখান থেকে সংবাদটা পাঠানো হয়েছিল সে সম্পর্কে পরীক্ষামূলক তদন্ত চালাবার জন্যে এবং যখন পাঠানো হয়েছিল সেই পরিস্থিতির মহড়া করিয়ে নেবার জন্যে।

ইগোরভ।

২১। ক্যাপ্টেন পাভেল আলিওখিন

খাদ্যশস্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়ার কাজ শুরু করার তের বছর আগে শসা সংক্রান্ত লেখা পাভেলের গবেষণা-প্রবন্ধ সংস্থার সেরা ছাত্রদের রচনা সংগ্রহে স্থান পেয়েছিল। সে সময় সব রকমের শসার লক্ষণ বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পাভেল ছিল এক বিশেষজ্ঞ এবং এখনও ঐ বিষয়টি সে ভালভাবেই জানে, অথচ বেতার-সংবাদ পাঠানোর জায়গাটিতে তামান্তসেভ যে ধরনের শসা খুঁজে পেয়েছিল তা কোন্ জাতের ধরতে পারছে না পাভেল।

পরদিন ভোরবেলায় বাজারে গিয়ে হাজির, কোথাও ঝুড়ি করে, কোথায় বস্তায়, কোথাও বা ওজন দরে প্রচুর শসা বিক্রি হচ্ছে। সবগুলোই এক জাতের, কোন ব্যতিক্রম নেই—"দোলঝিক"—পশ্চিম রাশিয়াতে জন্মায় এই জাতের শসা লম্বাটে ডিমের মত, তলার দিকে মোটা আর বোঁটার দিকে সরু হয়ে গেছে, খোসায় কালচে ডুমোডুমো দাগ। তিন থেকে চার ইঞ্চি লম্বা ১·৪২ পরিধি থেকে ২ ইঞ্চির মত, ওজন ৪ থেকে ৬ আউন্স। সবুজ খোসায় লম্বা হালকা ফুটি ফুটি দাগ।

জঙ্গলে পাওয়া শসাগুলোর সঙ্গে বাজারের শসার মিল নেই, ওগুলো অনেক বেশি বেলনাকার, রঙ আর পরিধির ব্যাপারেও পার্থক্য আছে।

আমরা যখন স্থানীয় মিলিশিয়ার থানায় গেলাম তখন শহরের পুরনো আমলের একজন, নাম ইভান সেমিয়োনোভিচ শোরোকভ, বহু কাল আগে প্রাক্ বিপ্লব রুশ সৈন্যবাহিনীতে ইনি ছিলেন একজন লেফটেনান্ট, এঁর কাছে পাভেলকে পাঠান হল, কারণ ইনি স্থানীয় তরী-তরকারী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ।

পাঁচ মিনিট পরে মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে পাভেলকে বুড়ো মানুষটির ছোট্ট বাড়িটির দিকে হাঁটতে দেখা গেল। সঠিক ঠিকানা সঙ্গে না থাকলেও ঐ রাস্তার ওপর শোরোকভকে, খুঁজে বের করা তার পক্ষে সহজ হত। সুন্দর করে সাজানো-গোছানো ফুলের কেয়ারী আর ফলের গাছের প্রাচুর্য রাস্তার অন্য সব বাগান থেকে তাঁর বাগানটিকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। মানুষটি নিজেও—অনেক দূর থেকেই পাভেল তাঁকে দেখতে পেয়েছিল—বেশ ছোট্ট খাট্ট বুড়ো মানুষ, মাথার চাঁদির কাছে গোছা গোছা সাদা চুল। একটা চাঁদোয়ার তলায় টেবিলের ওপর রেখে একটা গোঁজের মুখ ছুঁচলো করছিলেন।

'আপনি কি ইভান সেমিয়োনোভিচ?'

'হ্যাঁ, আমিই', হাস খুশি মুখে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ।

পাভেলও হেসে উত্তর দিল, 'এই এলাকার সবার সেরা তরী-তরকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনার নাম সুপারিশ করা হয়েছে আমার কাছে। শসার ব্যাপারে আপনার কিছু উপদেশ আমার দরকার।'

'ভোদ্‌কার সঙ্গে চলে কিনা?'

'সেই সঙ্গে আরও কিছু', এই বলে কাঠের টেবিলের ওপরে পাঁচটা শসা রাখল পাভেল তার মধ্যে বোঁটার দিকে কামড়ান সেই শসা দুটোও ছিল, 'এগুলো সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?'

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে দুটো ভাগে শসাগুলোকে ভাগ করে ফেললেন, 'দোলঝিক, ব্রাক্‌, দোলঝিক, দোলঝিক, ব্রাক্‌...।'

'এগুলোতে কি এখানকার বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে?'

দোলঝিক আছে, কিন্তু ব্রাক্‌ জাতের শসা বাল্টিক অঞ্চলে হয়, ভিলনিয়াস ছাড়িয়ে...ত্রাকাই জেলায়...ওগুলো এখানে হয় না।'

'আপনি নিশ্চিত তো এ ব্যাপারে?'

'পুরোপুরি। যে কোন প্রমাণ দিতে পারি?'

'আপনি কি এদের আকার, সবুজ রঙের নিজস্ব মাত্রা আর তলার দিকে মোটা বলে একথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনিও কি এই তরী-তরকারীর লাইনে আছেন?' বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল বৃদ্ধের প্রশ্নে।

'আমি শখ করে এসব করি', হেসে উত্তর দিল পাভেল, তারপর শসাগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'এগুলো কতদিন আগে তোলা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?'

'দোলঝিকগুলো টাটকা, গতকাল কিংবা আজও তোলা হয়ে থাকতে পারে। এগুলো কি বাজারে কিনেছেন? আর ব্রাক্‌গুলো....' দুদিকটাই নষ্ট হয়ে যাওয়া ঐ শসাগুলোকে আবার দেখলেন বৃদ্ধ এবং বললেন, 'সেটা নির্ভর করে কীভাবে রাখা হয়েছিল ওগুলোকে। অন্ততঃ তিন দিন, চারদিনও হতে পারে। তবে একথা আপনি জানতে চান কেন?'

'ধন্যবাদ ইভান সেমিয়োনোভিচ', শসাগুলো তুলে নিতে নিতে বলল পাভেল তারপর ওর এখানে আসার ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখাবার জন্যে বলল, টাটকা শসাগুলোকে চালান হবে ভোদ্‌কার সঙ্গে!'

* * *

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কৃত্যকের লিডা বিভাগের প্রধানের দপ্তরটি সকালের সূর্যের আলোয় স্নান করছিল। মেজর ছাড়াও দপ্তরে ছিল আর একজন লম্বা কালোচুলওয়ালা লেফটেনান্ট।

লেফটেনান্টের হাত থেকে তেলচিটে একটা কাগজ নিয়ে পাভেলের হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আপনি পাওলোস্কিদের সম্বন্ধে জানতে চাইছেন তাই না। একটা পিঠের মধ্যে পুরে এই কাগজটা একজন দর্শনার্থী জেল-খানার ঘরে বুড়োর হাতে পাচার করতে গিয়েছিল।'

'কে সে?'

'ওর বোন। এই নিন ওটার অনুবাদ।'

কাগজটা নিল পাভেল, অন্য কাগজটাও—ওতে রুশ ভাষায় মূল বয়ানটি লেখা ছিল এইভাবে, 'জোসেফ! ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন! গতকাল

জুলিয়া ফিরেছে। মেয়েটা ভাল আছে। আমরা তোমার জন্যে প্রার্থনা করছি। তোমার বোন জোফিয়া।'

'এই জুলিয়াটা কে?' পাভেল প্রশ্ন করল।

'এখনও জানতে পারি নি। খুঁজে বের করে জানাবো, মেজর লেফটেনান্টকে বললেন, 'সময় নষ্ট করো না।'

কাগজ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে ফাইল রেখে দিলেন মেজর।

'আচ্ছা আর একটা কথা, শিলোভিচি থেকে কামেনকা যাবার পথে, জঙ্গলের বাঁ ধারের প্রথম খামারবাড়িতে কে থাকে?' পাভেল প্রশ্ন করল মেজরকে।

'শিলোভিচি থেকে কামেনকা যাবার পথে বাঁ ধারের প্রথমটায়...', ধীরে ধীরে কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন মেজর, মনে হয় চিন্তা করছিলেন। তারপর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লেফটেনান্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা ওঁর বাড়িতে ছিলাম। মনে পড়ছে তোমার, উনি বাড়ির তৈরী ভোদকা খাইয়ে ছিলেন আমাদের?'

'উনি হলেন ওকুলিচ', ঘুরে দাঁড়িয়ে লেফটেনান্ট বলল এবং তারপর পাভেলকে প্রশ্ন করল, 'ওঁর ব্যাপারে আপনি কেন আগ্রহী।'

'পার্টিজানদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে' মেজর বললেন এবং তারপর সামনের ফাইলটা খুলে মেজর লেফটেনান্টকে হুকুম দিলেন, 'ওঁর সম্বন্ধে যা জানো সব বল ক্যাপ্টেনকে।'

২২। লেফটেনান্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ

লিডা আর গ্রোদনো এলাকাতে কাজ করে চলেছিল পলিয়াকভের তিনটি দল। তাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কম দায়িত্বপূর্ণ ছিল না এবং ওদের সরিয়ে নিতে অনিচ্ছুক ছিল পলিয়াকভ। তার এই যাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বেতার-খেলা সম্পর্কিত দুটো জায়গা পরিদর্শন করা—এর মধ্যে একটা হল লিডার কাছে একটা জায়গা যেখানে আশংকা করা হচ্ছে জার্মান এজেন্ট আর বিশেষ ধরনের মালপত্র আকাশ থেকে নামানো হবে।

এই কাজটা শুরু করেছিল স্বয়ং পলিয়াকভ প্রায় বছরখানেক আগে

এবং পরিকল্পনাটা ছিল ভীষণ দুঃসাহসী : শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এই দুঃসাহসিকতাটাই আসলে এর বিশেষ মূল্য, অথচ সেই সঙ্গে এটাকে একটা দারুণ ঝুঁকির ব্যাপারে পরিণত করেছে। প্রতি সপ্তাহে এই ঝুঁকির পরিমাণ প্রতিটি বেতার সংবাদ পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছিল এবং এই কাজটি আর চিরকাল চলতে পারে না। তাই এই বিশেষ অভিযানে স্বয়ং লেফটেনান্ট কর্ণেল নিজে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বস্তুতঃ এটাকে তিনি নিজের কর্তব্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন কারণ অবতরণ করার পর জার্মান গুপ্তচরের সঙ্গে সবার আগে তিনি কথা বলতে চান এবং সেইসঙ্গে এই কারণেও যে পূর্বঘোষিত মানুষ ও মালপত্র বহনকারী বড় বড় গাড়ির ওপরে বোমা ফেলার পরিবর্তে তারা বর্তমানে চিহ্নিত লক্ষ্যবস্তুর ওপর সৈনিকদের ধ্বংসকারী কয়েক ডজন বোমাও ফেলতে পারে—এ ধরনের ঘটনা তো এই প্রথম নয়।

এই পুরো অভিযানটাই প্রকৃত অর্থে পলিয়াকভের "মানসপুত্র" এবং শুধু এই ঘটনাটার ওপরেই সেদিন সকাল থেকে তার সব চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত ছিল—ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল গত শরৎকালে—মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভিয়াজমার কাছে ধরা পড়া এক জার্মান বেতার-যন্ত্রী আর এক দল-নেতাকে দলে টানতে পেরেছিল তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং তারপর থেকে তাদের উপর আস্থা স্থাপন করার দায়িত্ব নেয় নিজের ঘাড়ে প্রথম খবর পাঠাবার, তাদের আত্মগোপন করে থাকার কাহিনী রচনা করার এবং তারপর থেকে প্রতিটি সংবাদ বেতার মারফতে পাঠানোর ব্যাপারে।

সেদিন সূর্য ওঠার আগে পলিয়াকভ সদরদপ্তর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং তিন ঘণ্টার পথে একবারের জন্যেও কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেত সমেত বহন-যোগ্য প্রেরক-যন্ত্রটির কথা মনে করার চেষ্টা করে নি। কামেনকা পৌঁছবার অল্পক্ষণ আগে চিন্তা করা শুরু করেছিল ঐ ব্যাপারটা নিয়ে যখন ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়েছিল এবং সামনে কিছুটা দূরে রাস্তার একধারে একটা স্টুডি বেকার আর কাছেই সাব-মেশিনগান হাতে পাহারাদারসহ দুজন যুদ্ধবন্দী আর তিনজন অফিসারকে দেখতে পেয়েছিল। ওদের মধ্যে মাত্র একজনকেই চেনে পলিয়াকভ বড় মাথাওলা একজন ক্যাপ্টেন, আহত হবার ফলে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং সৈন্যবাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে

দোভাষীর কাজ করে। বিমানবাহিনীর মানচিত্রের একটা মোটা ব্যাগ নিয়ে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল পলিয়াকভ।

পাভেলের দলটা যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা ছত্রীবাহিনী একথা মনে হলেও অন্য কিছুও যে হতে পারে এ সম্ভাবনাটাকে অস্বীকার করে নি পলিয়াকভ।

সব দিককে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা বাস্তবে সম্ভব নয় পাভেলের পক্ষে এবং তাই তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল পলিয়াকভ। দলছুট জার্মান সৈন্যদের একটা দলকে ছত্রভঙ্গ করার খবরটা যখন গত সন্ধ্যায় এসেছিল তখন পলিয়াকভ সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করে নিয়েছিল যে যাবার পথে এ ব্যাপারে সেও এক-দেড় ঘন্টা সময় দিতে পারবে। তার অতি আগ্রহের কারণও ছিল একটা—অফিসের বাঁধা ধরা জীবন থেকে এটা হবে এক ধরনের বিশ্রামের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ এবং কোন জায়গা থেকে জার্মান বেতার সংবাদ পাঠানো হয়েছিল সেটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এবং তা প্রমাণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের অনুসন্ধান করার জন্যে সরেজমিনে পরীক্ষামূলক তদন্ত চালানো আক্ষরিক অর্থে বিশুদ্ধ বাতাস বুক ভরে নেওয়া।

প্রথমে বন্দীদের আলাদা করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু রোগা-লম্বা স্টোব, সদর দপ্তরের সার্জেন্ট মেজর, সব সময়ে খুশি করার চেষ্টা করছিল যে এবং সাধারণ সৈনিক দল থেকে আসা গাঁট্টাগোট্টা বাবুর্চি হেইন, খুব কম কথার মানুষ—দুজনেই জঙ্গলের ধারে একই ফাঁকা জায়গাটাকে দেখাল।

সাব মেশিনগান চালকদের দল এবং অফিসাররা পলিয়াকভের নির্দেশ অনুসারে চারপাশের এলাকাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর সে নিজেই জার্মানদের ও একজন দোভাষী সঙ্গে নিয়ে ফাঁকা জায়গাটার দিকে মনোযোগ দিল ; হেইন আর স্টোবের এজাহার অনুসারে যেখান থেকে মূল দলটা কাজ চালিয়েছিল।

রোগা লম্বা জার্মানটি একটা জায়গা দেখিয়ে জার্মান ভাষায় যা বলল, ক্যাপ্টেন তা বুঝিয়ে দিল পলিয়াকভকে। ও বলছে যে সেনাপতির স্ট্রেচারটা এইখানে ছিল, প্রেরক যন্ত্রটা বসানো হয়েছিল এই ঝোপগুলোর কাছে আর সে নিজে পাহারায় ছিল ওইখানে দাঁড়িয়ে।'

'বুঝেছি। প্রেরকযন্ত্রটি ওইখানে বসানো হয়েছিল', যে ঘাসের অংশটি

দেখানো হয়েছিল তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল পলিয়াকভ, 'ওদের জিজ্ঞেস করো এরিয়াল কিভাবে খাটিয়েছিল?'

'ওরা কিভাবে এরিয়াল খাটিয়েছিল? তুমি দেখেছিলে কি?' জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করল দোভাষী।

গাঁট্টাগোট্টা লোকটি মাথা নাড়ল।

'না! কোমরে হাত রেখে পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে ওর কথাটাকে সমর্থন করল লম্বা জার্মানটি। রোগা সার্জেণ্ট মেজরটির চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, গাল বসে গেছে, তাপ্পি বসানো নোংরা উর্দি, জুতোর ফিতে নিয়ে, প্রায় ছিঁড়ে পড়ার মত অবস্থা—সব মিলিয়ে তাকে ভীষণ করুণার পাত্র মনে হচ্ছিল। পলিয়াকভের পাশে হাঁটতে হাঁটতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘাসগুলো দেখে যাচ্ছিল, হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করে উঠে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল একটা ঝোপের ধারে, তুলে আনল একটা জার্মান ব্যাটারী। দ্রুত পায়ে ফিরে এসে পলিয়াকভকে স্যালুট করে দাঁড়াল, তারপর ব্যাটারীটা তার হাতে তুলে দিয়ে অনুগ্রহ প্রার্থীর সুরে বলল, 'আমি একজন মেকানিক। একটা কারখানায় কাজ করতাম আমি।'

পলিয়াকভের হাতে ব্যাটারীটা দেখে ক্যাপ্টেন মন্তব্য করল, 'বেতার যন্ত্রটাকে চালাবার ব্যাটারী, তার মানে ওরা মিথ্যে কথা বলছে না।'

'মিথ্যে বললে তো ওদের কোন লাভ হবে না,' ঝোপের তলা থেকে এক প্রান্তে ছোট্ট প্লাগ লাগানো এক টুকরো তার টেনে বের করে পলিয়াকভ বলল, 'এটাও প্রেরক যন্ত্রটার অংশ।'

'প্লাগ···প্লাগ!' পলিয়াকভ যে ঠিক বলেছে এটা প্রমাণিত হল লম্বা জার্মানটির এই উত্তেজিত চিৎকারে, 'কর্নেল দয়া করে মনে রাখবেন যে আমি একজন মেকানিক, শ্রমিক মানুষ। আমার তিনটে ছেলেমেয়ে আছে এবং যাই হোক না কেন আমায় বাড়ি ফিরতেই হবে।'

প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে ওর দিকে তাকাল মোটাসোটা জার্মানটি।

'এখানকার বাতাস কি চমৎকার।' বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল পলিয়াকভ, 'ভারী চমৎকার। ও কি বলছে যেন?'

'ও ভয় পাচ্ছে ওকে হয়ত গুলি করে মারা হবে। ও আপনাকে মনে রাখতে বলছে যে ও একজন মেকানিক, তার মানে একজন শ্রমিক।'

'বুঝেছি', খোলা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে বিষাদাচ্ছন্ন সুরে কথা বলল

পলিয়াকভ, ওরা প্রেরক যন্ত্রটাকে এখানে টাঙ্গিয়েছিল, কিন্তু শুধু তা জেনে তো আমাদের কোন লাভ হবে না। এই ব্যাপারটাকে বাতিল করতে বা সত্যি বলে মেনে নিতে হলে সবার আগে দরকার সংবাদটার সংকেতলিপির মূল অর্থটি। যেখানে এদের বন্দী করা হয়েছিল সেখানে সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করার কাজে ব্যবহৃত কোন কাগজের প্যাড পাওয়া যায় নি। অথচ একটা থাকা উচিত। চেষ্টা চালাও, খুঁজে বের কর।'

'কিন্তু......কোথায় ?'

'পথে হাঁটবার সময় ফেলে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা সম্ভব! তোমরা সবাই...এদের সঙ্গে নিয়ে', জার্মান দুজনের দিকে তাকিয়ে পলিয়াকভ বলল, 'ওদের পায়ের ছাপ খুঁজে বের কর। তোমরা একটা সারিতে এগোবে। ওদের যাত্রাপথের পুরো ত্রিশটা মাইল তোমরা যাও এটা আমি চাই। তোমার পা কেমন আছে, ঠিক চলবে ত ?'

ক্যাপ্টেন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'প্রত্যেকটা ঘাসের ডগা শুঁকে শুঁকে এগোবে। ওরা যেখানে যেখানে নেমেছিল সেই জায়গাগুলো বিশেষ করে দেখবে।'

'সংকেতলিপিটাকে যদি ছিঁড়ে ফেলা বা পুড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে ?'

'আমার মনে হয় না ওরা ওটা করেছে। সদরদপ্তর থেকে পাওয়া ওদের কাগজপত্রগুলো কিন্তু অক্ষত আছে। আপ্রাণ চেষ্টা কর খোঁজার !'

২৩। পরদিন সকালে শহরে অনুসন্ধান

পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে বাইরে আসার পর হঠাৎ তামান্তসেভ রাগে ফেটে পড়ল। আগে থাকতে সাবধান না করে হঠাৎ পাভেলকে বাধা দিয়ে ও বলে উঠল, রাগে তখন তার নাকটা ঘোড়ার মতন ফুলছিল,—'সব সময়ে তুমি কেন "করতেই হবে", "কর্তব্য" এসব কথা বল ? সঙ্কেত-লিপির পাঠোদ্ধার করা অংশটা আমরা চাই। ওটা না হলে চোখ-না-ফোটা কুকুর ছানার মত কেউ সাহায্য না করা পর্যন্ত অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে আমাদের !'

'মূল বয়ানটা আমরা পাবই', কথা দিল ক্যাপ্টেন।

'কখন ?!', রাগে চেঁচিয়ে উঠল তামান্তসেভ, 'দশ দিন হতে চলল

এখনো পর্যন্ত মস্কো সংবাদটার পাঠোদ্ধার করতে পারল না আর দোষ পড়বে আমাদের ঘাড়ে।'

পাভেল ওকে শুধরে দিয়ে বলল, 'ন' দিন। তোমার ব্যাপার কি বলো তো? সকাল বেলাতেই এত বদ মেজাজ নিয়ে উঠেছ কি?'

'না, উঠিনি!' পাল্টা জবাব দিল তামান্তসেভ, 'তোমরা আমায় বোকা ভেবো না। বুনো হাঁসের পেছনে ছুটে ছুটে আজ আমরা একেবারে ক্লান্ত। মস্কোর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না, তাই আমাদের জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হবে।'

'বাদ দাও এসব কথা। এখন বল কি করা যায়?'

'মুল বয়ানটা থেকেই আমরা আসল সূত্রটা পাব, মুল বয়ান থেকেই! সদর দপ্তর থেকে ওটা চাইতে তোমাদের ভয় করছে এবং ওরাও মস্কোকে ঘাঁটাতে চায় না এইসব আদব-কায়দা একেবারে সহ্য করতে পারি না এবং করবোও না। অন্য সব কিছু বাদ দিলেও, মস্কোকে বারোটা যুদ্ধ সীমান্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, আমাদের কথা যে ওদের মনে থাকবে এ চিন্তা করাই আমাদের সাজে না। ওদের কানে জোর করে ঢোকাতেই হবে; বুঝলে ঢোকাতেই হবে! আমি নিজেই ফোন করব,—জেনারেলকে, মস্কোতে, যেখানে হোক ফোন করব! এই লাল ফিতের ফাঁসে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমরা ত আর লুকোচুরি খেলছি না। কাজটার জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব আছে এবং আমরা শুধু অভিযোগের বর্ম এঁটে বসে আছি। একবার ফোনে পাই ওদের তারপর কানে এমন মধু ঢেলে দেব বহু কাল আমাকে ভুলতে পারবে না।'

'তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে?'

'না। এখনও হয় নি?'

'আন্দ্রেইয়ের সামনে এসব কথা বলতে লজ্জা করছে না তোমার?'

'আমি ত তোমায় বলছি, ওকে নয়।'

নির্বিকার গলায় পাভেল বলল, 'খেয়াল রইল।' বিরক্তিতে থুতু ছিটিয়ে পেছনের বোর্ডটা ধরে তামান্তসেভ লরীতে উঠে পড়ল। গাড়ি চলতে লাগল, গোমড়ামুখে অভিমান ভরে আন্দ্রেইয়ের পাশে বসে রইল তামান্তসেভ। ওকে নামাবার জন্যে যখন গাড়ি থামল পাভেল ফুটবোর্ডে নেমে বলল, 'বিমান বাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে দুপুর বারোটার সময়

লেফটেনান্ট-কর্ণেল থাকবেন নিশ্চয়ই। তোমার ঝাল ওখানে ঝাড়তে পার তুমি।'

একটাও কথা না বলে লরী থেকে লাফিয়ে নেমে তামান্তসেভ এগিয়ে গেল, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না! আন্দ্রেই আর ক্যাপ্টেন আবার এগিয়ে চলল।

আগের দিনের সন্ধ্যাবেলার মত সকালটাও বিফলে গেল। এবার আন্দ্রেইয়ের পালা শহরের মাঝখানে আর বাজারে যাওয়ার। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে দর কষাকষি করছিল দোকানগুলোতে। সামনে যত সামরিক বাহিনীর লোক পড়ছিল তাদের খুঁটিয়ে দেখছিল, সেই সঙ্গে অসামরিক লোকদেরও দেখছিল, যাতে কেউ সন্দেহ না করে। কিন্তু যে দুজনকে ও খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের কাউকেই দেখতে পেল না।

বাজারে খদ্দেরদের মধ্যে ছিল কয়েকজন সামরিক কর্মচারী, বরং বলা যায় মহিলা কর্মচারী, পুরুষ বলতে বেশির ভাগই কৃষক। গরুর গাড়িগুলোর চারপাশে ভরা ভীড় করে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে দোকান-গুলোতে যাতায়াত করছে, দরদাম করছে, কিনছে খুবই কম। যদি বা শেষ পর্যন্ত কিছু কিনছে, সেটা কাপড়জামা ছাড়া অন্য কিছু নয়। মাথার আচ্ছাদন হিসেবে যা কিনছিল তার মধ্যে আছে হাতে-তৈরী টুপি, ব্যবহারে ব্যবহারে রঙ চটে গেছে, পোল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীর ঝকঝকে সরু ডগাওলা টুপি আর স্কার্ফও কিনছে। রুশ বা বাইলোরুশ ভাষা শোনা যাচ্ছে কচিৎ কখনো, বেশিরভাগই কথা বলছে পোলিশ ভাষায়। এখানে পৃথিবীর সব কিছুই যেন বিক্রি হচ্ছে—আলু থেকে জ্যান্ত শুয়োর, ক্যাথলিকদের ধর্মীয় মূর্তি থেকে সৈন্যবাহিনীর পোশাক। ঝানু ব্যবসাদারদের দোকানে ছিল সুন্দর করে সাজানো লিথুয়ানিয়া আর জার্মানীর সিগারেট, বাড়িতে তৈরী পেস্ট্রি আর মোমবাতি, মিষ্টি, ভাপে সেদ্ধ করা সসেজ আর রোল।

আর একটা জায়গায় উজ্জ্বলভাবে লেখা আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন, "বুফে। মায়ের তৈরী খাবারের মত।" গরম গরম খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে এখানে, বাড়িতে তৈরী ভোদকার গন্ধে খিদে বেড়ে যায় চনচন করে।

শত্রুর কবল মুক্ত করা শহরগুলোতে বেসরকারীভাবে ব্যবসা চলছে দেখে খুব আশ্চর্য হল আন্দ্রেই। বেসরকারী উদ্যোগ তার কাছে সব সময়ে একটা অপছন্দের জিনিশ। বই পড়ে আর সিনেমা দেখে বুর্জোয়া সম্বন্ধে তার যে

ধারণা জন্মেছিল তার সঙ্গে দোকানে বসে থাকা পেট মোটা লোকগুলোর অদ্ভুত মিল আছে।

তামান্তসেভ বোঝাবার চেষ্টা করেছিল এইভাবে—'এটা হল অনেকটা নতুন অর্থনৈতিক নীতির মত। বেসরকারী পুঁজি আর ফাটকাবাজদের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বল্পকালীন শিথিলতা। অল্পদিনের মধ্যেই এরা নিজের থেকে মিইয়ে যাবে।'

আজকেও গতকালের মত অসহ্য গরম। গায়ে ফোসকা পড়ানো বাতাস যেন শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। স্যাকারিন দিয়ে তৈরী কিছু একটা ফ্যাকাশে লাল রঙের হালকা পানীয় খেয়ে তেষ্টা মেটাল, অবশ্য এর জন্যে তাকে কুড়ি রুবল দিতে হল। তারপর আবার শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল আন্দ্রেই। একটা মোড়ের মাথায় দারুণ সুন্দর দেখতে এক জোড়া নারী-পুরুষের দিকে চোখ পড়ল তার, রাস্তার প্রান্তে লম্বা একটা গাছের ছায়ায় তারা দাঁড়িয়ে ছিল, মেয়েটার গায়ে হাসপাতালের ঢিলে কোট, পুরুষটি বেশ লম্বা, আর সপ্রতিভ একজন লেফটেনান্ট।

মোড়ের কাছ থেকে কখন হঠাৎ চলে এসেছে তামান্তসেভ আন্দ্রেইয়ের পিছনে, প্রশ্ন করল, 'এবার তাহলে কি করা যায়?'

'কিছুই না।'

'ঠিক আছে', আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে কথাটা বলল তামান্তসেভ। তারপর চোখ তুলে রাস্তার উল্টো দিকে তাকিয়ে দেখল এই দুজনকে। মন্তব্য করল, 'সময় নষ্ট করার মত এমন মধুর সময় আর কি হবে!'

কিছু লোকের ভাগ্য কত ভাল।'

'তল্লাসীঘাঁটিতে গতকালই ঐ লোকগুলোকে আমাদের গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল।'

ভ্রূ কুঁচকে তামান্তসেভ বলল, 'তোমার আরও কিছুটা ঘষা-মাজা করা দরকার হে ছোকরা। একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমাদের জানা দরকার ওরা কাদের সঙ্গে কাজ করছে, আমাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ দরকার, আসল তথ্য চাই। হয়তো ওরা আদৌ ঐ জঙ্গলে যায় নি। হয়তো বা গিয়েও ছিল কিন্তু যে প্রেরক-যন্ত্রটা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তার সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্কই নেই। আর যদি বা থাকে, তবে একেবারে নিশ্চিত হয়ে হাতে-নাতে ধরতে হবে, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশই না থাকে।

কিংবা এটাও প্রমাণ করতে হবে যে এ ব্যাপারে ওদের করণীয় কিছুই ছিল না। এখন তোমার শুধু একটা জিনিসই দরকার—'এখুনি পাকড়াও কর এবং পরে দুঃশ্চিন্তা কোর।'

কয়েক মুহূর্ত দুজনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। যুবক-যুবতী দুজন আলাদা হয়ে গেছে: মেয়েটা চলে গেছে, লেফটেনান্ট সিগারেট খাচ্ছে, মনে মনে দারুণ ক্ষুব্ধ যেন।

'মেঘ জমছে', বলল তামান্তসেভ (ও নিজেকে বেশ বড় দরের মনস্তত্ত্ববিদ আর মুখ-দেখে মনের ভাব জানার বিশেষজ্ঞ মনে করতে শুরু করেছে), 'অন্ততঃ সাময়িভাবে তো বটেই।'

'তোমার কি মনে হয় ওরা শ...শহরেই আছে, আর আমরা ওদের খুঁজে পাবো?'

'তাই তো মনে হয়। তাছাড়া খুঁজে পেতেই হবে, শহরটা আদৌ বড় নয়। মনে সাহস আনো।', উৎসাহ দেবার জন্যে আন্দ্রেইয়ের পিঠ চাপড়াল তামান্তসেভ।

'আজই হোক বা কালই হোক ওদের আমরা ধরবোই,—বাতাসে তো মিলিয়ে যেতে পারে না ওরা।'

২৪। অভিযান-সংক্রান্ত নথীপত্র

সাংকেতিক দূরাভাষ

অত্যন্ত জরুরী!

মস্কো থেকে ইগোরভ সমীপে, ১৬-০৮-৪৪

নিয়েমেন-অভিযান সংক্রান্ত সংবাদের পাঠোদ্ধার করা মূল পাঠটি আপনাকে পাঠানো হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্টদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করার জন্যে ও অবিলম্বে এইসব সংবাদ প্রেরণের ব্যাপারটি থামাবার জন্যে সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে বলা হচ্ছে।

মূল বয়ানটির বিষয়বস্তু অনুসারে একথা বলা যায় যে, আপনাদের যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে ও তার আশেপাশে একটি অত্যন্ত বৃহৎ ও দক্ষ দল গুপ্তচর বৃত্তি চালিয়ে চলেছে,

আপনাদের লড়তে হবে তাদের বিরুদ্ধে। নিঃসন্দেহে তারা গ্রোদনো-বিয়ালি স্টোক লাইনে ট্রেনের গতিপথের ওপর নজর রাখছে এবং ভিলনিয়াস ও বিয়ালি স্টোকের মধ্যে (গ্রোদনো হয়ে) এবং ভিলনিয়াস ও ব্রেস্টের (লিডা মোস্তি এবং ভোলকোভিস্ক হয়ে) মধ্যে যাতায়াতও করছে তারা ;...*

...আপনাদের তল্লাসীর কতটা অগ্রগতি হল এবং কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন সে সম্বন্ধে প্রতিদিন খবর জানাতে থাকবেন আমাদের। সঙ্গে উপরোক্ত কাগজটি দেওয়া হল।

কলিয়াবানভ।

বি. নং ১৬০৪ "১৩-০৮-৪৪ তারিখে ধরা নিয়েমেন সংবাদ"

"কে.কে-কে" গত তিন দিনে গ্রোদনো-বিয়ালি স্টোক রেলপথের [উপর দিয়ে] গড়ে ২২-২৫টা ট্রেন গেছে যাত্রী [অথবা] সামরিক সরঞ্জাম বহন করে। ফিরতি পথে ৫-৭ হাসপাতাল ট্রেন [এবং] খালি এসেছে। মোটর বাহিত পনটুন দল [সঙ্গে] টি.এম.পি. [এবং] এন২পি পুল. আর. এ. এম-১৩ এবং এম-৩১ রকেট নিক্ষেপকারী [দের] ব্যাটালিয়ান, বাল্টিক অঞ্চল [থেকে] ওয়ারশ ও ডেবলিন জেলায় প্রেরিত হয়েছে। বিয়ালি, স্টোক, গ্রোদনো এবং ভিলনিয়াস (-এ) ১৮৯৫ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা পুরুষদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। আপনার নির্দেশ লেখা প্রমাণককে জানানো হয়েছে। ব্যাটারী আর ফর্ম অবিলম্বে দরকার। ক্রাভতসভ"

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী !

পলিয়াকভ সমীপে, লিডা,

১৯৪৪ সালের ১৩ই আগস্টের সংবাদটির পাঠোদ্ধার করা মূল বয়ান এবং পাওলোস্কি সম্বন্ধে তদন্ত চালাবার বিষয়টি

---

* এই দলিলের দুটি অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে—লেখক

জোরদার করার নির্দেশ এই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেত বিশিষ্ট প্রেরক যন্ত্রটি সম্বন্ধে এবার অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আর কি করা যেতে পারে ভেবে ঠিক করুন এবং আমাদের জানান।

অনুসন্ধান তীব্রতর করার জন্যে লিডাতে আর একটা দিন থাকুন, পাওলোস্কিকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে পাভেলের প্রেরিত দলকে বাস্তবসম্মতভাবে সাহায্য করুন।

ইগোরভ

বেতার-দূরভাষ সংবাদ

জরুরী !

লিডায় অবস্থানকারী পলিয়াকভ ও পাভেলকে,

স্মার্শ দপ্তরের নং ৯, ৬৫১ (২৭-০৭-৪৪) নির্দেশ অনুসারে এখন অনুসন্ধান কার্য চলছে জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের হয়ে কার্যরত একটি এজেন্ট সম্বন্ধে, তার নাম—গ্রিবোভস্কি বা হয়ত ভোলকভ বা ত্রোফিমেস্কো বা পাওলোস্কিও হতে পারে, যার প্রথম নাম কাজিমির বা ইভান বা ভ্লাদিমিরও হতে পারে, যার পৈতৃক নাম গিওর্গিভিয়েচ বা আইসোফোভিচও হওয়া সম্ভব, জন্ম ১৯১৫ সালে, মিনস্ক প্রদেশের অধিবাসী, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা, প্রাক্তন কমসোমল সদস্য, ও সোয়াভিখিমে প্রশিক্ষক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। ১৯৩৬-৩৯ সালে মস্কো সামরিক জেলায় বেতার কেন্দ্রের সক্রিয় কর্মী ছিল।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে পাওলোস্কির মা সোভিয়েত বিরোধী কাজের জন্য দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন বলে অভিযোগ আছে। তার বাবা, জন্মসূত্রে জার্মান—লিডা জেলার বারানোভিচি অঞ্চলে একটি খামার বাড়িতে থাকেন।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে লালফৌজে সার্জেন্ট থাকা অবস্থায় পাওলোস্কি নিজেই জার্মান পক্ষে চলে যায়। ১৯৪২ সালের বসন্তকালে জার্মান গুপ্তচর হিসেবে কোনিসবার্গ প্রশিক্ষণ স্কুল

থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বেরিয়ে আসে সে। ১৯৪২-৪৩ সালে তাকে প্যারাসুটের সাহায্যে ৯ থেকে ১০ বার লাল ফৌজের পশ্চাৎ ভাগে নামিয়ে দেওয়া হয় বেতারকর্মী এবং গোয়েন্দা দলের নেতা হিসেবে। ১৯৪২ সালে মস্কোর কাছে একবার কোণঠাসা হয়ে গিয়ে পাওলোস্কি কমাণ্ডান্টের কর্মী ও দুজন পাহারাদারকে হত্যা করে। আনুমানিক ১৯৪২ সাল থেকে সে একজন পদস্থ জার্মান গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে। দায়িত্বপূর্ণ কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করার জন্যে জার্মানীর কর্তৃপক্ষ তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়রণ ক্রশ, একটি রূপোর ও দুটি ব্রোঞ্জের অভিযান পদক দেওয়া হয়েছে। ছোট খাট অস্ত্র চালনায় সে বিশেষ দক্ষ এবং নিরস্ত্র অর্থাৎ হাতাহাতি লড়াইয়ের কৌশল জানে। বিশেষ করে হিংস্র হয়ে ওঠে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা দেখা দিলে।

বর্ণনা : লম্বা, মাঝারি গঠন, হালকা রঙের চুল, চওড়া কপাল, গাঢ় ধূসর রঙের চোখ, ডিমের মতো লম্বাটে মুখ এবং চোখের ভ্রূ ধনুকের মত বাঁকা, মোটা খাড়া নাক—বিশেষ ধরনের চারিত্রবৈশিষ্ট্য নেই।

এই বছরের জুলাই মাসের মাঝামাঝি শত্রুপক্ষের একটি গুপ্তচর দলের সঙ্গে তাকে দেখা গিয়েছিল ইনস্তারবার্গের (পূর্ব প্রুশিয়া) কাছে ডালউইৎজ শহরে যাবার পথে, পরণে ছিল সোভিয়েত অফিসারদের পোশাক, সেখান থেকে তাদের প্যারাসুটে করে নামিয়ে দেবার কথা ছিল লাল ফৌজের পশ্চাৎভাগে।

সাংকেতিক দূরাভাষ

জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

আজ ১৬ই আগস্ট তারিখে ছোট্ট শহর জাবোলোতিয়ের উত্তর দিকে আমাদের সেনা দলের পশ্চাদ্ভাগে ৯ জন

দলছুট জার্মান সৈন্যদের ঘিরে ফেলা হয়েছিল, তারা আত্মসমর্পণ করতে রাজী না হওয়ায় তাদের মেরে ফেলা হয়েছে।

নবম জার্মান সৈন্যবাহিনীর সদরদপ্তরের ১-জেড বিভাগের অফিসার ক্যাপ্টেন এরিক গেব এবং ওবরলিউটেনাণ্ট হেলমুট স্টিয়েল—এই দুজন জার্মান অফিসার ছাড়া ঐ দলে ছিল সাত জন ভ্‌লাসোভাইট, তাদের তিনজনের গায়ে ছিল আর.ও.এ. পোশাক (পদমর্যাদার চিহ্ন ছাড়া) : অপর চার জন সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর পোশাক এবং তকমা পরেছিল, ১ম বাইলোরুশীয় সীমান্তবাহিনীর দলের সার্জেন্টের লাল ফৌজ পাশও ছিল তাদের কাছে, নিশ্চয়ই সোভিয়েত সৈন্যদের হত্যা করে ওগুলো সংগ্রহ করেছিল তারা। দলটা যাচ্ছিল পশ্চিমদিকে।

দলটিকে নিশ্চিহ্ন করার পর পাওয়া গেছে আটটা সাব-মেশিনগান, ৯টা পিস্তল, পনেরটা গ্রেনেড আর ১৯৪৩ সালে জার্মানীতে তৈরী একটা চালু সর্ট-ওয়েভ দ্বিমুখী বেতারযন্ত্র।

যেসব কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল সাঙ্কেতিকলিপি পাঠোদ্ধার করার সারণী, সঙ্কেতলিপি পাঠোদ্ধার করার প্যাড, যা থেকে ব্যবহার করা কাগজগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, জার্মান বড় স্কেলের ম্যাপ যাতে বোবরুইস্ক থেকে দলটার যাত্রাপথ চিহ্নিত করা আছে, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আর ফটো।

ক্যাপ্টেন গেবের নোটবুকের লেখা থেকে দেখা যায় যে দলটা রেলপথ দুবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে এসেছে। প্রথম বার এক নাগাড়ে তিন দিন এবং পরের বার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে। কোন্ জায়গাগুলো থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল তার উল্লেখ নেই ম্যাপে এবং সেগুলি জানাও সম্ভব নয়।

নির্দিষ্ট পথ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১২।১৩ই আগস্টে দলটি শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তর সীমার খুব কাছে ছিল, লগ বইয়ের লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে ওখানে থামবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সম্ভবতঃ যে বেতার প্রেরকযন্ত্রটি আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটাই হচ্ছে কে.এ.ও. আহ্বান সঙ্কেত ব্যবহারকারী বেতারযন্ত্র যা আমরা দখল করেছি।

বুনিয়াচেঙ্কো

সাংকেতিক দূরাভাষ

জরুরী !

বুনিয়াচেঙ্কো সমীপে,

খতম করা শত্রু দলটির কাছ থেকে যেসব কাগজপত্র আর বেতার-প্রেরকযন্ত্র পাওয়া গেছে তা সদরদপ্তরের তদন্ত বিভাগে পাঠিয়ে দিন।

ইগোরভ।

২৫। বিমানবন্দরে দুপুরে

'মূল বয়ান থেকে তুমি সূত্রের সন্ধান নেবে বলছিলে! বেশ…তাই করো!' পলিয়াকভের দেওয়া সিগারেট হাতে নিয়ে বেশ গুরু গম্ভীর সুরে পাভেল কথাগুলো বলল তামান্তসেভকে। তারপর ধন্যবাদ জানাল পলিয়াকভকে।

বিমান বাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের একতলা অফিস বাড়ির কাছে বিমানবন্দরের প্রান্ত দেশে একটা জীপের ধারে দাঁড়িয়েছিল এই তিনজন। পলিয়াকভের হাতে ছিল কয়েকটা টুকরো কাগজ, কারণ এইমাত্র পাওলোস্কি সম্বন্ধে সদরদপ্তরের নির্দেশ আর পাঠোদ্ধার করা বেতার সংবাদের মূল বয়ানটা সে পড়ে শোনালো তামান্তসেভ আর পাভেলকে।

'আমি আর একবার দেখতে পারি ওটা?' তামান্তসেভ বলল কথাটা পলিয়াকভের দিকে ঘুরে এবং কাগজপত্রগুলো নিল।

'স্বর্গ থেকে যতক্ষণ না তোমার মনের মত জিনিস আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করো এবং তারপর…' পাভেল যে বেশ বিরক্ত হয়েছে, সেটা তার এই স্বগতোক্তির মধ্যে ফুটে উঠল। পলিয়াকভের সিগারেট দিয়ে নিজের

সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। 'অশেষ ধন্যবাদ...আচ্ছা প্রথম সংবাদটার কি হল...যেটা ৭ই আগস্ট ধরা হয়েছিল?'

'ওটার ব্যাপারে একটু দেরী হবে বলে মনে হচ্ছে', বেশ বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করল পলিয়াকভ, 'দুটো সংবাদের পাঠোদ্ধার করার কাজটাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, নিশ্চয়ই কোথাও আটকেছে। সংকেতলিপিটা বেশ জটিল এবং খুব সম্ভব ওরা প্রত্যেকটা সংবাদের সংকেত পাল্টে দেয়। আমি একবার টেলিফোন করে ওদের স্মৃতিশক্তিটাকে একটু ঝাঁকিয়ে দেবো।

'এটা একটা দারুণ গুপ্ত খবর', মূল বয়ানের দিকে তাকিয়ে তামান্তসেভ বলল।

'বাস তোমার কি শুধু ঐটুকুই বলার আছে?'

'সাধারণভাবে, রেলপথে......মালগাড়ি যাতায়াত সম্পর্কিত নোট' মূল বয়ান দেখতে দেখতে তামান্তসেভ বলল কথাটা, ও যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন, 'নিশ্চয়ই এটা একটা পাকাপোক্ত দলের কাজ।'

'আর কিছু না?' চঞ্চল হয়ে পাভেল জানতে চাইল।

'কেন, মস্কোও তো প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে,' বলল পলিয়াকভ, তার কথায় সূক্ষ্মতম ব্যঙ্গের সুর। পরের কাগজটা দেখে চেঁচিয়ে পড়ল, 'মূল বয়ানটির বিষয়বস্তু অনুসারে একথা বলা যায় যে আপনাদের যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে ও তার আশেপাশে একটি অত্যন্ত বৃহৎ ও দক্ষ দল গুপ্তচর বৃত্তি চালিয়ে চলেছে, আপনাদের লড়তে হবে তাদের বিরুদ্ধে। নিঃসন্দেহে তারা গ্রোদনো-বিয়ালি স্টোক লাইনে ট্রেনের গতিপথের ওপর নজর রাখছে এবং ভিলনিয়াস ও বিয়ালি স্টোকের মধ্যে (গ্রোদনো হয়ে) এবং ভিলনিয়াস ও ব্রেস্টের (লিডা, মোস্তি এবং ভোলকোভস্কি হয়ে) মধ্যে যাতায়াত করছে তারা।'

'এইটুকু মাত্র?'

'না, তা কেন হবে...', মূল বয়ানটা দেখার জন্যে একটু থামলো পলিয়াকভ, 'আমি বলি কি সক্রিয় ব্যবস্থা কিছু একটা নেওয়া যাক।... আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি...রিপোর্ট পাঠাতে ভুল না হয় যেন...।'

'তাতে আমাদের তেমন কোন লাভ হবে না,' কাগজটা ফেরত দিয়ে তামান্তসেভ বলল, 'প্রসঙ্গত: বলে রাখি বিয়ালি স্টোক আর গ্রোদনোর দক্ষিণ দিকের এলাকাটি দ্বিতীয় বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল।'

'তা ঠিক, কিন্তু বাকী সবটাই আমাদের। সংবাদগুলো আমাদের এলাকা থেকেও পাঠানো হচ্ছে।'

'কোথেকে সংবাদ পাঠান হয়েছিল তা আমরা জানি, মূল বয়ানটাও আমরা জেনেছি এবং কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে, কিন্তু এমন কিছু পায় নি যাতে কোন কাজের কাজ হতে পারে, থেমে থেমে বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বলল পলিয়াকভ, 'খুবই খারাপ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ওরা রেল লাইনের ওপর নজর রাখছে, শুধু দূর থেকে দেখা নয়, একেবারে স্টেশনে বা ঐ রকম জায়গায় গিয়ে দেখে আসছে।'

পাভেল বলল, 'মনে হচ্ছে ওরা যেন ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে দেখছে।'

'ভবঘুরে না যাত্রী ?'* তামান্তসেভ জানতে চাইল, ও সব সময়ে একেবারে নিখুঁত এবং প্রকৃত খবর চায়।

পলিয়াকভের দিকে তাকিয়ে নিজের থেকে উত্তর দিল পাভেল, 'আমি বলবো নির্দিষ্ট ট্রেন থেকে করা রীতিমাফিক পর্যবেক্ষণ।'

লেফটেনান্ট কর্নেল মন্তব্য করল, 'খুব সম্ভব স্টেশনে থেকে আর ট্রেনে চেপে দুইভাবেই করা হয়েছে। এরা খুব অভিজ্ঞ, নিজেদের কাজ জানে।'

'মূল বয়ান থেকে বোঝা যাচ্ছে এরা জার্মান নয় এবং খুব সম্ভব গুপ্ত সামরিক সংগঠনেরও লোক নয়।'

অধৈর্য হয়ে তামান্তসেভ বলল, 'আমি তো বলেছি, এই গুপ্তচরগুলোকে প্যারাসুটে করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'হতে পারে', এড়িয়ে যাবার মত করে বলল পলিয়াকভ, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

---

* পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে ব্যবহৃত পরিভাষা। ভবঘুরে হল এক ধরনের গুপ্তচর যারা তথ্য (প্রধানত: সৈন্যদল ও যন্ত্রপাতির যাতায়াত করা সম্বন্ধে) সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্টেশনে ঘুরে ঘুরে, এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না যাতে অপরের দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়। *যাত্রীরা*, ভবঘুরের বিপরীত, ট্রেনে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে খবর সংগ্রহ করে—*লেখক*

যে-কোন সম্ভাবনাকে ও বাতিল করে থাকে সব সময়ে, 'তাই যদি হয়, তবে যেসব গুপ্তচরদের জার্মানরা রেখে গেছে তাদের সঙ্গে ওরা নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছে এই এলাকায় নিজেদের ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। যেসব জায়গা থেকে ওরা পর্যবেক্ষণ করত সেগুলোকে ঠিকমত চিহ্নিত করার চেষ্টাই বরং করা যাক।'

'তার জন্যে তো ঐসব লাইনে ট্রেনের যাতায়াতের ব্যাপারটা আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।'

'রেলের যাতায়াতের ব্যাপারে বিশ্লেষণ করার সব দায়িত্ব আমি নিলাম', তারপরের কাগজটা উল্টে ঘোষণা করল পোলিয়াকভ। 'এবার পাওলোস্কির ব্যাপারে আসা যাক…আমাদের ঐ প্রেরকযন্ত্রের ব্যাপারে ওর কোন সম্পর্ক থাক বা না থাক ওকে ধরতেই হবে! সময় নষ্ট না করে জ্যান্ত ধরতে হবে। এবং তার সঙ্গে যারা থাকবে তাদেরও! এই কাজটা দেওয়া হোক তামান্তসেভকে!'

'তাহলে আর কে থাকবে আমাকে সাহায্য করতে?'. হাসবার ক্ষীণ চেষ্টা করে বলল পাভেল।

'আমাকেই পাবে। এছাড়া অন্য কোন সমাধান আমি করতে পারছি না। তামান্তসেভের সঙ্গে দেবো গোলুবভের দুজনকে। হতে পারে খুব সুচিন্তিত এবং সতর্কতার সঙ্গে সংগঠিত ফাঁদ পাতার বা লুকিয়ে অবস্থান করার দরকার—পরিস্থিতি বুঝে কাজ করতে হবে তোমায়। দেরী না করে বেরিয়ে পড়ো, অন্যদিনের মত আজও। একই সময়ে', পলিয়াকভ বলে চলল, তামান্তসেভের দিকে তাকিয়ে, 'গতকাল যে দুজন খামারে ছিল তাদের খুঁজে বের করার জন্যে যা কিছু করণীয় কর এবং তারা কি চায় সেটা ঠিক মত জান।'

পাভেল বলল, 'খামারের মালিকের নাম ওকুলিচ, মনে তো হয় ওর রেকর্ড খুব পরিষ্কার, কোন অভিযোগ নেই। শত্রুর দখলে থাকার সময় ও সাহায্য করত পার্টিজানদের। আপস করার মত কোন ব্যাপার ওর মধ্যে নেই।'

'তাহলে তো আরও ভালই বলতে হবে। আত্মগোপন করে থেকে নজরদারী করবার জন্যে যখন ঐ এলাকায় যাবে তখন ওর খামারে ঢুঁ মেরে একটু কথা বলে দেখ ওর সঙ্গে।'

২৬। পাভেল আলিওখিন

ওকুলিচের খামারে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু ও বাড়ি ছিল না। সেদিন ওর সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগ পাই নি।

যাদের সঙ্গে পাওলোস্কির যোগাযোগ আছে তাদের খুঁজে বের করা বা অনুসরণ করার এবং সত্যিকারের ফাঁদ পাতবার আয়োজন করার সময় ছিল না একটুও। যেসব জায়গায় পাওলোস্কি আসতে পারে সেসব জায়গায় শুধু গোপনে ওৎ পেতে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না, কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে বলা উচিত একটি মাত্র জায়গায় তাই করা হল, কারণ লোক বলতে ঐ কজনই ছিল আমাদের সঙ্গে।

আমার মনে হয়েছিল সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গাটি হল কামেনকার উত্তর দিকের প্রান্তে, যে দিকে বাস করতেন পাওলোস্কির পিসী জোফিয়া বাসিয়াদা, ঐ এলাকায় তার একমাত্র নিকট আত্মীয়া। লিডাতে সেদিন শুধু মহিলাটির কথাই আমি চিন্তা করেছিলাম। এবং কামেনকা খামার বাড়িতে পৌঁছবার পর ঐ কথাটাই আরও বেশি ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম আমি।

স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর লোকটির ব্যাপারে আমি বেশ ভাগ্যবান ছিলাম। প্রথম যৌবনের গণ্ডী পার হয়ে গেছে সে এবং বিশেষ শিক্ষিতও নয় লোকটি, অথচ কৃষকদের সহজাত তীক্ষ্ণ বোধশক্তি তার আছে—চালাক আর স্মৃতিশক্তিও ভাল। এই এলাকায় পার্টিজানদের সঙ্গে যে লড়াই করেছে। স্থানীয় বহু লোককে ও চেনে এবং কৃষকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও তার আছে। তারা আমার বা যে কোন অপরিচিতের তুলনায় ওর সঙ্গে অনেক বেশি আগ্রহের সঙ্গে এবং অনেক বেশি খোলাখুলিভাবে কথা বলে। আমি আমার বাঁকাটুপি আর তকমাগুলো খুলে নিলাম এবং ওর পাশাপাশি কাজ করতে শুরু করলাম, যেন ওরই সহকারী, নিজের প্রকৃত পরিচয় কারুর কাছে দিলামই না বলা যায়।

স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলার অনেক আছিলা ছিল। চারদিন আগে কামেনকার কাছে সৈন্যবাহিনীর একটা গাড়ির ওপর গুলি চালান হয়েছিল। মারা গেছে ড্রাইভার আর যাত্রী। লরীর পেছন থেকে সৈন্যদের পুরো পোশাক প্রায় চল্লিশটা পাওয়া যাচ্ছে না। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে

রাতের বেলায় চুরি অনেক বেড়ে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চুরি গেছে গোলাঘর আর মাটির তলার সেলার থেকে খাবার জিনিস, দুটি ক্ষেত্রে ডাকাতির প্রস্তুতির জন্যে কুকুরদের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। চুরির প্রধান লক্ষ্য ছিল ময়দা আর শূয়োরের চর্বি। একবার তো প্রায় ৩০০ পাউণ্ড ওজনের আস্ত একটা শূয়োরই চুরি হয়ে যায়, খামারের কারুরই ঘুম ভাঙ্গে নি। আরও কয়েকটা অঘটন ঘটেছে যেগুলো খুঁটিয়ে দেখতে হবে, যেমন অবৈধ গর্ভপাত, মদ খেয়ে মারামারি, নথাপত্র জালকরা, স্বেচ্ছায় অঙ্গহানি করা যাতে যুদ্ধের কাজে লাগান না যেতে পারে এবং এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা।

কৃষকরা নিজের থেকে এগিয়ে আসতে চাইছিল না এবং ফলে কাজটা সহজ হল না। কাল্পনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা বা এমনি কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে যেসব তথ্য বেরিয়ে পড়ছিল তারই টুকরোগুলো জুড়ে যেটুকু পারলাম খাড়া করবার চেষ্টা করলাম আমি। যেটুকু তথ্য আমি কুড়োতে পেরেছিলাম সেগুলো আবার অন্য উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলছিল না এবং বিস্তারিত ঘটনাটিকে নির্ধারণ করা এবং পরীক্ষা করার জন্যে যে মিল থাকার দরকার তা পাওয়া যায় নি, বস্তুত: যেসব বিস্তারিত বর্ণনা আমি পেয়েছিলাম সেগুলো ভীষণভাবে পরস্পর বিরুদ্ধ।

আমি যেটা লক্ষ্য করলাম তাহল এই যে বেশির ভাগ গ্রামবাসীই সিনিয়র পাওলোস্কি আর তার বোন জোফিয়া বাসিয়াদার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। অন্যদিকে সুইরিডকে লোকেরা স্বার্থপর, ক্ষুদ্রমনা মানুষ বলে মনে করে, সহকর্মীদের প্রতি যার মনোভাব ঈর্ষাপরায়ণ অর্থলোভী মানুষের মতো। ওর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখাও হয়ে গেল এবং কথাও হল অন্য কেউ তখন উপস্থিত ছিল না। মাঠের মধ্যে ওকে দেখতে পেয়ে, শান্তভাবে এগিয়ে গিয়ে ওকে ডাকলাম ঝোপের কাছে।

হাজেল গাছের তলায় ওর সঙ্গে প্রথম যে কথা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি শান্ত আচরণ করল সুইরিড এবং এমন সংযত হয়ে কথা বলছিল যে বোঝা যাচ্ছিল না। ও নিজের থেকে যেচে একটা কথাও বলল না এবং শুধু হ্যাঁ-না বলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল, আমার মনে হয়েছিল সেই উত্তরগুলোও দিচ্ছে খুব অনিচ্ছা সহকারে। তার চেয়ে একটা বড কথা আমার মনে হচ্ছিল যে আগে অনেক বেশি কথা বলে ফেলায়

নিজেকে ও বোধ হয় অভিসম্পাত দিচ্ছিল। তাহলে পরশু দিন ওরকম করল কেন ও?

ওর ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের মনোভাবের ব্যাপারটি আমি সোজাসুজি বাতিল করে দিতে পারলাম। তবে কি ঈর্ষা? নিজের স্বার্থ? কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা? প্রতিশোধ নেবার বাসনা?

দুজন মানুষের মধ্যে সম্পর্কটা শত্রুতার থাকলে তা সহজেই জানা যায়। পাওলোস্কি আর সুইরিড দুজনেরই সমান বয়স, কিন্তু একজন যখন সুস্থ সবল এবং দিনে দিনে উন্নতি করছে (কুঁজোর ধারণা অনুসারে) অপর জন তখন শারীরিকভাবে সম্পূর্ণাঙ্গ নয় এবং ব্যর্থতা যেন তাকে ঘিরে রয়েছে। ঈর্ষা এবং মনোমালিন্যের যথেষ্ট কারণ আছে, বিশেষ করে সুইরিডের যা চরিত্র, কিন্তু এ ব্যাপারগুলোতে দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে, হঠাৎ এমন মনোভাব কেন দেখা দিল, কিসের জন্যে?

স্থানীয় অন্যান্য খামার বাড়ির অন্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলার পর জুলিয়া সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার পর প্রশ্নের উত্তরটা দানা পাকতে শুরু করল, সিনিয়র পাওলোস্কির জেলখানার ঘরে যে কাগজের টুকরোটা পাচার করার চেষ্টা করা হয়েছিল তাতে যে জুলিয়ার কথা ছিল এ সেই জুলিয়া। খবর পেলাম স্থানীয় সামরিক বাহিনীর লোকটির কাছ থেকে যে মহিলা পাওলোস্কির খামারে দিন মজুর হিসেবে কাজ করত। পরে দেখা গেল যে ঐ মহিলা অন্য কেউ নয়, কুঁজোর স্ত্রী এবং ব্রোনিস্লাওয়ার ছোট বোন। টুকরো টুকরো ঘটনা জুড়ে তার সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত যে কাহিনী খাড়া করতে পারলামতা হল এই—জুলিয়া আলেক্সিয়েভনা আন্তোনিউক জন্মে ছিল ১৯২৬ সালে; ও বাইলোরুশিয়ার মানুষ, ধর্মে ক্যাথলিক ও লিডা জেলার বেলিৎসা গ্রাম থেকে এসেছিল, স্কুলে মাত্র দুবছর লেখাপড়া করে। অনাথ এবং পাওলোস্কির বাড়িতে কাজ করতে শুরু করে মাত্র তের বছর বয়সে। কিছু কিছু কৃষকের মতে সিনিয়র পাওলোস্কি ওকে নিষ্ঠুরের মত খাটাত আবার অন্যদের মতে ব্যবহার নাকি পরিবারের একজনেরই মতো করা হত।

তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত ছিল যে জুলিয়া সুন্দরী। এলাকাটি শত্রুদের কবলে থাকার সময় জার্মানদের নজরে না পড়ার জন্যে ও ইচ্ছে করে নোংরা পোশাক পরতো এবং এমন চেহারা করে রাখত যেন কয়েক সপ্তাহ স্নান করে নি। অন্যদের মধ্যে দু-একটা জার্মানের সঙ্গেও ওর সম্পর্ক স্থাপিত

হয়েছিল এবং ওর একটা মেয়েও হয়, তার নাম এলসে, বয়স এখন আঠারো মাস।

প্রকৃত ঘটনা যাই হোক না কেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে জার্মানরা ওকে একটা অসুইজ* কার্ড দিয়েছিল, যার ফলে বাধ্যতামূলক শ্রমদান করার জন্যে জার্মানীতে যেতে হয় নি ওকে (কিংবা হয়ত তাকে বাঁচিয়ে ছিল সিনিয়র পাওলোস্কি, যে ততদিনে জার্মানদের অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠেছিল ?)।

জুলাই মাসের প্রথম কয়েকটি দিনে, সোভিয়েত সেনাদল এসে পৌঁছবার ঠিক আগে, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জুলিয়া জার্মানদের সঙ্গে চলে গেছে এবং এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গ্রাম থেকে ও প্রায় ছয় সপ্তাহ বেপাত্তা ছিল। ফিরে এসেছে দুদিন আগে সন্ধ্যে বেলায়, আমার সঙ্গে সুইরিডের প্রথম কথাবার্তা হওয়ার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে।

এটাও জানা গেল যে জুলিয়া চলে যাবার পর সুইরিড জুলিয়ার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যায় তার নিজের বাড়িতে। ফিরে আসার পর জুলিয়ার কয়েকটা জিনিস ফিরিয়ে দিতে খুব বিরক্ত বোধ করেছিল। পরশু দিন যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল এটাই যে তার কারণ এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আমি হঠাৎ সুইরিডের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম বলেই ওই দৃশ্যটা দেখতে পাই—জুলিয়া অবশ্য ওখানে ছিল না, তবে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলা দুটি মহিলা ওখানে ছিল—সুইরিডের স্ত্রী আর তার বৃদ্ধা মা। আমার মনে হয় ওরা ওই কুঁজো সুইরিডকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল জুলিয়ার সব জিনিস ফেরৎ দিয়ে দেবার জন্যে।

আগের বার পাওলোস্কির ফটো ও আমাকে দেখাতে চেয়েছিল, বাড়িতেই ছিল বলে, কিন্তু আজ বলছে একটা ফটোও নাকি খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের তদন্তের ব্যাপারে ফটোগুলো ভীষণ প্রয়োজনীয় বস্তু এবং এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরে গেছি যে সুইরিডের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হচ্ছে ভয় দেখান। তাই সঙ্গে সঙ্গে মুখে-চোখে বাজপাখির মত ভয়ানক ভাব ফুটিয়ে তুলে খোলাখুলি ভয় দেখালাম এই বলে যে সুইরিড ইচ্ছাকৃত-ভাবে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে প্রতারণা করতে চাইছে, কিন্তু তাকে তা করতে

---

* অসুইজ—জার্মানদের দ্বারা সাময়িকভাবে অধিকৃত অঞ্চলে বসবাস করার জন্যে যে পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড দেওয়া হত—*লেখক*

দেওয়া হবে না। আমি ওকে এ আশ্বাসও দিলাম এখন পর্যন্ত ও আমাকে যা যা বলেছে তা আমাদের দুজন ছাড়া আর কারুর কানে যাবে না; অবশ্য সে যদি ভবিষ্যতে আমাদের আর সাহায্য করতে না চায় এবং সোজাসুজি পাওলোস্কির ফটো এনে আমাকে না দেয় তবে তার পরিণামের জন্যে সে আর অন্য কাউকে দায়ী করতে পারবে না।

এইভাবে খোলাখুলি ওকে ভয় দেখানোতে কাজ হল দারুণ, আমার অনুমান ঠিক হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ও পাওলোস্কির দুটো ফটো এনে আমাকে দিল, ওর কপি করিয়ে নিতে হবে আমাকে—তাহলে বিমান-বাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে আর কোন সমস্যা থাকবে না—তবে সবার আগে দেখাতে হবে তামান্তসেভকে।

আগের থেকে করে রাখা ব্যবস্থা অনুসারে আমি লিডাতে রেল স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তামান্তসেভকে আনবার জন্যে এবং ওর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছি; শুধু এই জন্যে নয় যে আমি আমার নতুন সিদ্ধান্ত ওকে জানাতে চাই বা ও কি বলে তা শুনতে চাই, বরং বেশি ব্যস্ত ওৎ পেতে থাকার জন্যে অন্ধকার হবার আগে ভাল মত একটা জায়গা বেছে নেওয়া দরকার এবং ও ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওৎ পেতে বসার জায়গাটি নির্বাচন করার দায়িত্বটি তার এবং আমার কাজ হল কোথেকে আমরা নজর রাখবো সেই জায়গাটি ঠিক করা এবং এ ব্যাপারে ভুল করা চলবে না। যে-কোনো মুহূর্তে তামান্তসেভ এসে পড়তে পারে এবং ওখানে বসে থাকতে থাকতে গভীর চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়লাম আমি…।

২৭। নাপিতের দোকানে

প্রচণ্ড রোদের তাপে পুড়ে অতক্ষণ কাটাবার পর আন্দ্রেইয়ের বুদ্ধি আর ঠিক মত কাজ করছিল না। সীসের মত ভারি হয়ে ওঠা পা জোর করে ফেলে ফেলে মোড় পর্যন্ত গেল। উল্টো দিকের কোণে সৈন্যবাহিনীর চুল কাটবার দোকান, কাঠের তক্তা জুড়ে জুড়ে তৈরী একটি বাড়িতে সেলুন করা হয়েছে। এর আগে অন্তত: পাঁচবার ওটা দেখেছে আন্দ্রেই।

রাস্তার ওপারে রোদে যেতে ইচ্ছে করছিল না আন্দ্রেইয়ের, কয়েক

মিনিট ইতস্তত: করল। শেষ পর্যন্ত রাস্তা পার হয়ে দোকানে ঢোকার সিঁড়ি পর্যন্ত গেল। শিলোভিচি জঙ্গলের ধারে খামার বাড়িতে আগের দিন যে লেফটেনান্টটিকে দেখেছিল তাকে ছাড়া এখানে আজ আর কাকে দেখবে?

নাপিতদের চেয়ারে বসেছিল লেফটেনান্ট, সরু ঘাড়ওলা একটা শ্যামলা রঙের নাপিত চুল কাটছে, তার নাকটি বঁড়শির মত।

একটা সমর্থনের জন্যে কোন কিছুর সন্ধানে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত দেখল আন্দ্রেই—কিন্তু একজনকেও দেখতে পেল না যার কাছ থেকে মতামত নেওয়া যায়। আর এটা ও ভালভাবেই জানে পাভেল আর তামান্তসেভ এখন নাগালের বাইরে। গাড়ি-বারান্দার পাশে রাখা একটি বেঞ্চে বসে পড়ল ও, তারপর নাপিতের দোকানের খোলা দরজা দিয়ে আড চোখে দেখতে লাগল ভেতরের দিকটা।

আয়নার সামনে তিনটে নডবড়ে কাঠের চেয়ার, ঐ শ্যামলা রঙের বৃদ্ধ ছাড়া আরও দুজন মহিলা নাপিত কাজ করছে ওখানে। একজন বেশ মোটা এবং কিছুতেই যুবতী বলা চলে না তাকে, তবে কাজের বেলায় হাত চলে খুব ক্ষিপ্রগতিতে, দ্বিতীয় মহিলাটি খুবই কমবয়সী যুবতী, সুন্দরী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অ্যাপ্রন জাতীয় ঢিলে কোট, আর পায়ে বুট জুতো। দরজার বাঁ পাশে কোট ইত্যাদি রাখার একটা আলনা। দোকানঘরের ভেতরের দিকে দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁষানো সারি সারি চেয়ারে বসে আছে পাঁচ জন সামরিক বিভাগের কর্মী, তাদের পালা আসবে একের পর এক। বেগাটে লম্বা মুখওলা একজন সামরিক বাহিনীর ডাক্তার চিকিৎসা বিভাগের ক্যাপ্টেনের তকমাটা নিয়ে খেলছেন এবং খবরের কাগজ পড়ছেন, অপেক্ষায় আছেন কখন তাঁর পালা আসবে; বিমান বাহিনীর একজন জুনিয়ার লেফটেনান্টও বসে আছে, তার গালগুলো ফুলো ফুলো, চোখে-মুখে নিষ্পাপ সরলভাবের জন্যে বাচ্চা ছেলের মত লাগছে দেখতে; বিমানবাহিনীর একজন সার্জেন্ট মেজরও আছে, গ্রীষ্মকালীন অফিসারদের পোশাকে তাকে বেশ স্মার্ট লাগছে, কোমর বন্ধে ঝোলানো ম্যাপের-ব্যাগ আর আছে দুজন গোলন্দাজ।

ট্যাঙ্ক বাহিনীর সার্জেন্ট হল ছ নম্বর খদ্দের, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে, আন্দ্রেই তার পেছনে লাইনে দাঁড়াল।

বিমান বাহিনীর সার্জেন্টটি ছোকরা পাইলটকে বলছিল, '২৫ নম্বরের পাভলিক ফেদোতভ গতকাল এই নিয়ে তিরিশটা জার্মান প্লেন ঘায়েল করেছে। দারুণ ছোকরা'! বুড়ো আঙুলটি ওপরে তুলে ধরে প্রশংসার সুরে বলতে লাগল, 'দু-লিটার পেটে ঢাললেও একেবারে ডেইজি ফুলের মত তরতাজা থাকতে পারে ছোকরা।'

লম্বা শ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মোটা মতন মহিলা নাপিতটি ডাক দিল—'পরের জন আসুন।' অন্যদের তুলনায় এর বেশি কষ্ট হচ্ছিল গরমে কিন্তু বৃদ্ধ বা কমবয়সী মেয়েটার তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছিল।

'তোমার পালা.' সামরিক বাহিনীর ডাক্তার বললেন সার্জেন্ট মেজরকে।

'আমি ছেড়ে দিচ্ছি', সুন্দরী যুবতীটির দিকে এক নজর তাকিয়ে সার্জেন্ট মেজর বলল, 'আমি ওর কাছে কাটাবো।'

ডাক্তার তাড়াতাড়ি কাগজটি ভাঁজ করে রাখলেন, চশমাটা খুলে নিয়ে খালি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। মোটা মহিলাটির ঢিলে কোট আর তাঁকে যে চুল কাটার গাউনটা পরানো হল সেটার দিকে একবার খুঁতখুঁতে দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে কিভাবে চুল কাটতে হবে তার নির্দেশ দিতে শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে আন্দ্রেই সতর্ক দৃষ্টিতে আয়নায় লেফটেনান্টকে একবার দেখে নিল। ওর মুখে এক শান্ত গাম্ভীর্যের ভাব, চুলকাটার গাউন পরে যেন ফেঁপে-ফুলে বসে আছে, হাতলে কনুইয়ের ভর চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে চোখটা আধ বোজার মত করছিল। শ্যামলা রঙের বৃদ্ধা নাপিতটা কাঁচি চালিয়ে তার লম্বা হাল্কা রঙের চুলগুলো কাটছিল, বাস্তুতার ছিটেফোঁটা নেই তার কাঁচি চালানোতে। লেফটেনান্টের মুখটি বেশ সরল, হাসিখুশি মাখা, চোখ বড় বড়, তারাটা হাল্কা রঙের, দৃষ্টিতে বিপদ আর ক্লান্তির ছাপ, অন্ততঃ তাই মনে হল আন্দ্রেইয়ের।

আন্দ্রেইয়ের মনে পড়ে গেল ও যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজ করছিল তখন পাশের একটা রেজিমেন্টে রাসায়নিক যুদ্ধবিদ্যা বিভাগের যে বড় কর্তাটি ছিল তার সঙ্গে এই লেফটেনান্টের আশ্চর্য মিল আছে—ঐ বেচারী একটা মাইনের ঘায়ে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।...

খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছিল সস্তা সেন্টের মাথা-ধরানো তীব্র মিষ্টি গন্ধ, ঘরের ভেতরে ঘেরা পরিবেশে ওটা যে ওখানকার চেয়েও খারাপ লাগবে

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই. নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হবে বলে মনে হয়। বেশ কিছু মাছি গুনগুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ঘামে ভরা মুখের ওপর বসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট-মেজরটি এখনও ধীরে ধীরে অথচ উত্তেজিত-ভাবে আকাশ যুদ্ধের কথা বলে যাচ্ছে তরুণ পাইলটটিকে। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই শুনছিল পাইলটটি, মাঝে মাঝে মাথা নাড়া কিংবা বুঝদারের হাসি হাসা ছাড়া নিজের তরফ থেকে কিছুই বলছিল না। এরোপ্লেন চালানো সংক্রান্ত নিজস্ব পরিভাষায় ঠাসা বিশেষজ্ঞের এই কথাবার্তার মাঝে মাঝে সার্জেন্ট-মেজর খুব সুন্দর ভাব-প্রকাশক অঙ্গ-ভঙ্গীও জুড়ে দিয়েছিল। আকাশ-যুদ্ধে প্লেনগুলোকে কীভাবে ওঠানো-নামানো হয় তার সুস্পষ্ট ছবিটি ফুটিয়ে তুলছিল হাত নাড়িয়ে।

কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে সার্জেন্ট-মেজর একজন অভিজ্ঞ অফিসার এবং নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ওর ওপর দায়িত্ব পড়েছিল মেসারস্মিট আর জুঙ্কার প্লেন ধ্বংস করার, কনিসবার্গে বোমা ফেলার আর জার্মান সৈন্যবাহী ট্রেনের ওপর মেশিনগান চালাবার জন্যে ওপর থেকে। এমনভাবে একজন বিখ্যাত পাইলটের কথা বলছিল সার্জেন্ট-মেজর যেন উনি তার বন্ধু ছিলেন এবং দুজনে রোজই দেখা হত। নানারকম বিমানের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করছিল যেন সে নিজেই পাইলট ছিল এবং ওই বিমানগুলো ওড়ানো ও তাদের লড়াই করার বৈশিষ্ট্যগুলো তার নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ। সব কিছুই যেন তার নখ দর্পণে. শুধু একটা কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল না যে সার্জেন্ট মেজর নিজে কোন্ বিভাগে ছিল—জঙ্গী, বোমারু না আক্রমণাত্মক অভিযানকারী বিমান বিভাগে।

সতর্কভাবে আয়নায় লেফটেনান্টটির মুখ লক্ষ্য করতে করতে আন্দ্রেই ভাবতে চেষ্টা করল সেও কি ঐ কথাবার্তা শুনছিল। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না যে লেফটেনান্টটি দোকানের মধ্যে যা ঘটছে বা ওখানকার লোক-গুলো সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে। মুখের ভাবটা উদাসীন, এমন কি ঘুম ঘুম ভাবও ফুটে উঠেছে—হয়ত গরমে ওর অবস্থাও শোচনীয়। প্রায়ই মাথা ঘুরিয়ে আয়নায় দেখছে তার চুল কতটা কাটা হয়েছে, দুবার তো ঘাড়ের কাছে হাত বুলিয়ে চুলটা স্পর্শ করে দেখল, তারপর নাপিতকে কি যেন বলল।

লেফটেনান্টটি যখনই আয়নার দিকে তাকাচ্ছিল, ওর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে আন্দ্রেই সঙ্গে সঙ্গে নাপিতের দোকানের দেওয়ালে টাঙানো পোস্টার-গুলো পড়তে শুরু করে দিচ্ছিল। তার মধ্যে একটাতে লেখা ছিল—"আলগা জিভ গুপ্তচরদের পক্ষে আশীর্বাদ!" এই পোস্টারটা দুটো আয়নার মাঝখানে খুব চোখে-পড়ার মত করে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাই বোধ হয় আন্দ্রেইয়ের দৃষ্টি পড়েছে ওখানে। ছবিটা হল—একজন বয়স্কা মহিলা কর্মী ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে তাকিয়ে থাকা লোকটিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে এবং যেন সাবধান করে দিচ্ছে: "বাজে বক্‌বক্ কর না!"—এই কথাগুলো বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে পোস্টারের তলার দিকে এবং ওপরে এক কোণে লেখা আছে একটা কবিতা—

সতর্ক হয়ে থাকো!—
কারণ সময়টা এমনই
যে দেওয়ালেরও আছে কান...
অসাবধানী কথা বলা আর খোশগল্পের
পরিণতি রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর অশ্রুপাত...

শ্যামলা রঙের নাপিতটি লেফটেনান্টের চুল সাধারণতঃ যেভাবে থাকে সে-ভাবে আঁচড়ে দিয়ে আরও কয়েকবার খচ্‌খচ্ করে কাঁচি চালাল। নানা কোণ থেকে নিজের হাতের কাজটা দেখে নিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে অ্যালুমিনিয়ামের মগে করে গরম জল আর ব্রাশ নিয়ে এল, ওখানে একটা তেলের স্টোভ জ্বলছিল। তারপর সব কাজের মত ধীরে সুস্থে চামড়ার চামাটির ওপর ক্ষুরটা শান দিতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে হাতে বেত নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এল গোলন্দাজ বাহিনীর বয়স্ক ক্যাপ্টেন, সকলের দিকে গম্ভীর মুখে একবার তাকিয়ে নিল। মনে হয় অনেক আগেই ও লাইনে ছিল, তারপর কোথাও চলে গিয়েছিল। ঠিক সময়ে এসে ধপাস করে মাঝখানের চেয়ারে বসে পড়ল, ওখানে চুল কাটছে মোটা মতন মহিলা।

'একেও সন্দেহ করার কিছু নেই', লেফটেনান্টটিকে জরীপ করতে করতে ভাবল আন্দ্রেই।

বাচাল সার্জেন্ট-মেজরটি তখনও তরুণ পাইলটটিকে গল্প শুনিয়ে চলেছে পুরো মাত্রায়, 'ওরা তো ২৭ নম্বরকে বিয়ালি স্টোকে পাঠিয়ে দিল। একটা শহর বটে! শহরের বুকটাই উড়িয়ে দিয়েছে বোমা মেরে, তবে হ্যাঁ ওখানকার মেয়েমানুষগুলো সব ঠিক ছিল।' খুব উপভোগ করার ভঙ্গীতে ঠোঁটের ইশারা করল সার্জেন্ট মেজর। আর একমাত্র তখনই আন্দ্রেই লক্ষ্য করল যে লোকটা সামান্য মাতাল হয়ে আছে, 'আমাদের রুশ মোহিনীদের ক্ষেত্রে কাজটা খুব সহজ...এক...দুই...তিন, বাস কেল্লা ফতে। কিন্তু এই পোল্যাণ্ডের ছুকরীগুলোর ক্ষেত্রে তা হবে না...এখানে পুরো সাধনা করতে হবে। প্রশংসা করা এবং ধীরে ধীরে এগোন ওরা পছন্দ করে। সুন্দরী মহিলার সামনে হাঁটু মুড়ে বসা, বারবার ক্ষমা চাওয়া, ছোট্ট হাতে আলতোভাবে চুমু খাওয়া...সেই সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিকের পুরো চাপ থাকবে ঘাড়ের ওপর। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে সত্যি সত্যি তা নাহলে কোন লাভ হবে না। ওরা আমাদের দেশের মেয়ের মত নয়, যে দু-একবার গায়ে হাত বোলালেই কাজ হবে।...না, হবে না!'

গোলন্দাজী ক্যাপ্টেনটি (যার মুখে এইমাত্র সাবানের ফেনা লাগান হল) মুখ ফিরিয়ে উদাসভাবে তাকাল সার্জেন্ট মেজরের দিকে, সে কিন্তু সব কিছু ভুলে তার শ্রোতাকে কি করে পোল্যাণ্ডের মেয়েদের মন জয় করতে হয় তার বিশেষ কৌশল শেখাচ্ছিল এবং গল্প বলছিল ৬নং জঙ্গী স্কোয়াড্রনের জনৈক বেরিওজকিন সম্বন্ধে, একবার কাজ শেষ করে আসার পর পুরো স্কোয়াড্রনের জন্যে যে মদ দেওয়া হয়েছিল ঐ পাইলটটি একাই সবটা খেয়ে নিয়ে কিভাবে বিয়ালি স্টোকে যাবার জন্য বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, তারপর নেশার ঝোঁকে কোন কিছুরই তাল রাখতে পারে নি সে ঘটনাটাও বলেছিল।

সার্জেন্ট-মেজরটি যেন কিছুতেই কথা না বলে থাকতে পারে না। বেরিওজকিনের কাহিনী ছেড়ে এবার শুরু করল সদ্য আসা নতুন ইয়াক-৩ জঙ্গী বিমান সম্বন্ধে বলতে। অন্য কয়েকটা বিমান সম্বন্ধে খুব একটা ভাল ধারণা ছিল না তার, সেগুলোকে কখনো "বাক্স", "কফিন" এবং এমনকি "গোবর" পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করে নি। অথচ এই নতুন বিমান সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর এর নানা গুণের ব্যাখ্যা করতে শুরু করল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। 'এগুলো নির্ভরযোগ্য, সহজেই ঘোরানো-ফেরানো যায়, স্টিয়ারিংটা

ছুঁলেই কাজ হয়। তবে এর আসল ব্যাপারটা হল গতি! ওগুলো তো বিমান নয়, যেন ঘূর্ণি ঝড়। চারশোরও ওপরে চলে যায়, হেলাফেলার ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়।—যেকোন জার্মান প্লেনের চেয়ে ভাল। আর ঘোরানো ফেরানো ব্যাপারে এর পাশে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। তেলের মুখটা খুলে দাও সঙ্গে সঙ্গে পাখির মত আকাশে উড়ে যাবে। অন্য বিমানের তুলনায় এতে আরও ভারী কামান ফিট করা আছে। বলো এবার—জার্মানদের কাছে এরকম কোন কিছু আছে? ওরা স্বপ্নেও কখনো এরকম প্লেন দেখে নি!'

বিরক্ত আন্দ্রেই মনে মনে বলল, 'কী বাজে বকছে লোকটা! যেভাবে কথা বলে চলেছে তাতে মনে হয় কেউ ওকে টাকা-পয়সা দেবে বলেছে।'

ম্লান, নিরীহ হাসি হেসে নাপিত লেফটেনান্টকে বলল, 'এখানে একটা ব্রণ আছে আপনার', অসাবধানে ক্ষুর চালাতে গিয়ে কেটে ফেলেছে ব্রণটা, একটু রক্তের আভাস দেখা যাচ্ছে।

'১৩ নং আর ২৫ নম্বরের লোকেরা ছুটেছে ঐ নতুন প্লেন নেবার জন্যে। ওরা হয়ত ইয়াক-৩ বা লা-৭ প্লেনগুলো আনবে, তখন আর জার্মানদের একটাও প্লেন থাকবে না আকাশে ওড়ার মত। বুঝলে ব্যাপারটা। এ আর ৪১ সালের দুঃখের দিন নয়।'

মোটা মহিলাটিকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে গোলন্দাজী ক্যাপ্টেনটি উঠে দাঁড়াল, মুখে তখনো সাবান মাখা, গলায় গোঁজা তোয়ালে, বড় বড় পা ফেলে সার্জেন্ট মেজরের সামনে গিয়ে বলল, 'উঠে দাঁড়াও।'

কি হয়েছে বুঝতে না পেরে বোকার মত উঠে দাঁড়াল সে, হাঁটুর কাছে ঝুলে পড়েছে ম্যাপের থলেটা, ঝকঝকে বুট জোড়ার একটু ওপরে।

কোনরকম সাবধানবাণী উচ্চারণ না করেই ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল, 'বাচাল কোথাকার! এরকম আলগা জিভ নিয়ে তোমার উচিত ছিল বিমানবাহিনীর বদলে বাজারে চাকরি নেওয়া! কেটে পড়ো এখান থেকে!'

গোলমালের শব্দ পেয়ে নাপিতরা ফিরে তাকাল। ইতিমধ্যে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে ওঠা সার্জেন্ট মেজরটি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে পা বাড়াল দরজার দিকে। সুন্দরী মেয়েটা একবার তাকাল সহানুভূতির চোখে, দরজার কাছে গিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলো সার্জেন্ট মেজর। হাসিটা তির্যক এবং অস্বস্তিকর। এরই মধ্যে

তার অতি উচ্ছ্বাসে ভ'াটা পড়েছে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নিয়ে ও বাইরে চলে গেল। জুনিয়র লেফটেনান্টটি অর্থাৎ যে পাইলটটির সঙ্গে ও কথা বলছিল সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কেউ একটি কথাও বলল না।

এরপরে যে নিঃস্তব্ধতা নেমে এসেছিল তার মধ্যে লেফটেনান্ট বুড়ো নাপিতটিকে বললেন, 'কাটা জায়গাটায় একটু আইডিন লাগিয়ে দাও।'

এই ছোট্ট ঘটনাটির ওপর লেফটেনান্টের নজর ছিল না আদৌ, তিনি তাঁর কাটা জায়াগাটা দেখতে ব্যস্ত এবং বেশ উদ্বেগের সুরে বললেন, 'তা নাহলে, তুমি তো জানো...।'

'চিন্তা করবেন না', নম্র সুরে বলল বুড়ো নাপিত, 'সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি এখুনি।'

গোলন্দাজী ক্যাপ্টেনটি আবার বসে পড়ল নার্ভাস হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে এবং গলার তোয়ালেটা ঠিকমত করে আবার জড়িয়ে নিল। বেশ উষ্মার সঙ্গে মোটা মহিলার কাছে প্রতিবাদ জানাল, মহিলাটি ওরই দাড়ি কামাচ্ছিল, 'লোকটা মুখে'র মত বকবক করেই চলেছিল। একেবারে মেয়েমানুষদের মত। আমি আদৌ সহ্য করতে পারি না এটা।'

'তা অবশ্য...। আমরা মেয়েরা না থামানো পর্যন্ত কথা বলেই যাই', একঘেয়ে টানাটানা সুরে কথা বলছিল মোটা মহিলা নাপিতটি, ঠিক উল্টো কথাটাই বলছিল সে এবং হাসছিল এবং সে হাসির মধ্যে ছিল অস্থিরচিত্ততার কুশ্রী প্রকাশ, 'অবশ্য এগুলো আমাদের সরলতার জন্যেই হয়। শেষে কষ্ট পেতে হয় অবশ্য আমাদেরই।'

ক্যাপ্টেন বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও...তোমরা আর তোমাদের সরলতা! ওর ওই একঘেয়ে কথায় গা জ্বলে যাচ্ছিল আমার!' এখনও রাগ কাটে নি তাঁর, 'তাছাড়া তোমাদের সরলতা আমি ভালই বুঝি,' ঘাড়ের কাছে দুবার চাপড় মেরে বললেন, 'তার মূল্য আমায় দিতে হয়েছে।'

তারপর গালে হাত বুলিয়ে দেখলেন কতটা মসৃণভাবে দাড়ি কামানো হয়েছে। আবার সেই একই বিরক্তি প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, 'তুমি কি বিশ্বাস করো ও সত্যি সত্যিই আকাশে প্লেন নিয়ে উড়ে? কস্মিনকালে নয়, ও কেরাণী ছাড়া আর কিছু নয়! কিংবা বড় জোর এরোড্রামে বিমানের প্রপেলারটা ঘুরিয়ে দেয়। আমার উচিত ছিল এখুনি ওকে কমাণ্ডান্টের অফিসে চালান করে দেওয়া!'

ওদিকে লেফটেনান্টের গালে গরম জলের সেঁক দেওয়া হয়ে গেছে।

আন্দ্রেই উঠে দাঁড়িয়ে সার্জেণ্টকে বলল 'তোমার পরেই আমি আছি। এক মিনিট একটু ঘুরে আসছি।'

২৮। দ্বিতীয় শিকার।

নাপিতের দোকান থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল লেফটেনান্ট, ভালমত চুল-টুল ছাঁটাই হওয়ায় আগের চেয়ে অনেক সপ্রতিভ লাগছে তাকে। সিগারেট ধরিয়ে বেশ ধীরেসুস্থে স্টেশনের দিকে এগোতে লাগল, একটু দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করতে থাকল আন্দ্রেই।

ঐ বয়সের পুরুষেরা সচরাচর যা করে, লেফটেনান্টও সেইভাবে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে রাস্তায় মেয়ে আর তরুণীদের আপাদমস্তক দেখছিল। একটা সিনেমা পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, কাছেই দাঁড়িয়েছিল একটা রোগা মতন স্বর্ণকেশী মেয়ে, লেফটেনান্ট ওর সঙ্গে জমাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। মুখের মধ্যে একটা নিশ্চিন্তভাব ফুটিয়ে তুলে হাঁটলেও পথে যত অফিসারের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল তাদের কাউকে স্যালুট করতে ভুলছিল না। বরং এত সপ্রতিভভাবে এবং স্বচ্ছন্দে করছিল যে মনে হয় ঐ স্বচ্ছন্দ অনেক অভ্যাসের পর মানুষ রপ্ত করতে পারে। লেভেল ক্রশিংয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল লেফটেনান্ট, সকলের চোখ এড়িয়ে আন্দ্রেই ওটা চট করে তুলে নিল, যেমন করে এর আগে লেফটেনান্টের ফেলে দেওয়া দেশলাই কাঠিটা তুলে নিয়েছিল।

লেফটেনান্টের আকৃতি, মুখ, চলার ভঙ্গী, ওর সাধারণ আচরণ, বা তার সামরিক পোশাক বা চেহারায় আদৌ কোন রকম বিশেষত্ব বা অসাধারণত্ব নেই। এমন কিছু নেই যাতে কেউ দুবার ফিরে তাকাতে পারে ওর দিকে। যুদ্ধের সময় আন্দ্রেই ওই ধরনের কয়েক ডজন, এমন কি কয়েক শো সামরিক পোশাক পরা যুবক দেখেছে।

লেফটেনান্টকে অনুসরণ করতে করতে আন্দ্রেই স্টেশনের সামনের চত্বরে চলে এসেছে, ওখানে বেড়ার ধারে লাইন বেঁধে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ কানের কাছ থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'কমরেড কর্ণেল, বলছিলাম কি···।'

আন্দ্রেই ফিরে দাঁড়াতেই দেখে মাত্র হাত চারেক দূরে একটা লরীর পাশে অ্যাটেনশানের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে তামান্তসেভ, তার পাশেই দুজন অফিসার হাসছে, এদের আগে কখন দেখেনি আন্দ্রেই। একজন ক্যাপ্তেন, অন্যজন সিনিয়র লেফটেনান্ট। আন্দ্রেই চিনতে পারল এরা নিশ্চয়ই তাদের দলের সঙ্গে যুক্ত।

'আমার ভুল,' বোকা বোকা মুখে তামান্তসেভ বলতে লাগল, 'যদি বল ত জিজ্ঞেস করি···।'

'এখনো পর্যন্ত যা···যাও নি কেন তুমি?' তামান্তসেভের ঠাট্টার ভঙ্গীটাকে উপেক্ষা করে বেশ আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল আন্দ্রেই। হাতছানি দিয়ে ওকে ডেকে যেদিকে ঐ লেফটেনান্টটি হাঁটছিল ঐ দিকটা দেখাল তামান্তসেভ। প্রায় চল্লিশ গজ দূরে এগিয়ে গেছে লেফটেনান্ট। ঐদিকে তাকিয়েই তামান্তসেভ, সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা বন্ধ করল, 'কোথায় সন্ধান পেলে ওর?'

'নাপিতের দোকানে।'

'কাজটা ভালই করেছ তুমি!'

এরই মধ্যে তামান্তসেভ পরের করণীয় কর্তব্য ঠিক করে নিয়েছে, ঐ অফিসার দুটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার জন্যে অপেক্ষা কর, এখুনি ফিরছি।'

ও আর আন্দ্রেই লেফটেনান্টকে অনুসরণ করতে লাগল। স্টেশনের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে, ওখানে ক্যান্টিনের পাশে দাঁড়িয়ে গোলমুখো ক্যাপ্তেন, নিশ্চয়ই এর জন্যে অপেক্ষা করছে।

'দ্বিতীয় শিকার, খুশি হয়ে বলল তামান্তসেভ, ঘড়ি দেখল, 'চারটে বাজতে তিন মিনিট বাকী। ওদের নিশ্চয়ই ঠিক করা ছিল এখানে দেখা করার।'

* * *

প্রায় একঘন্টা ধরে লাঞ্চ খেলো ক্যাপ্তেন আর ঐ লেফটেনান্টটি, তাহলে অন্য কোথাও যাবার তাড়া ওদের নিশ্চয়ই নেই। ওরা যখন খাচ্ছিল তখন আন্দ্রেই আর তামান্তসেভ ক্যান্টিন থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ভালভাবে বেড়ে ওঠে নি এমন একটা বিছুটি গাছের ধারে ঘাসের ওপর

শুয়ে ছিল। এমন কোন ভালমত ছায়া ঘেরা জায়গা ছিল না যেখান থেকে ক্যান্টিনের ভেতরটায় নজর রাখা যায়, ফলে আবার রোদে ভাজা ভাজা হতে হচ্ছিল ওদের।

খুব যত্নের সঙ্গে লেফটেনান্টের ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরোটা পরীক্ষা করল তামান্তসেভ, তারপর পোড়া কাঠি দুটো মিলিয়ে দেখল। একটা কাঠি পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে সেই ফাঁকা জায়গাটাতে অন্যটা লেফটেনান্ট ফেলেছিল শহরে, কিন্তু কোন মিল নেই।

'সদরে জানাবার মত এগুলো তেমন কোন ভাল প্রমাণ হবে না…', দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলল সে। তারপর সাবধানে একটা পুরনো চিঠির কাগজে সিগারেটের টুকরো আর দেশলাই কাঠিগুলো মুড়ে প্লাস্টিকের সিগারেট কেসে ভরে পকেটে পুরলো।

একটু পরে ও বলল, 'সারাদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছ তুমি, পাওনি তো কিছুই, উল্টে একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেছ, ক্ষিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই। খাওয়া কিছু জুটেছে নাকি?'

'না।'

'আমারও না', লোভীর মত নিঃশ্বাস নিল তামান্তসেভ, ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল ক্যান্টিন থেকে খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে। খুব গদগদ হয়ে ও বলতে লাগল, 'একটু আচারের জন্যে আমি এখন সবকিছু ছাড়তে রাজী…যেমন ধর বেশ নরম করে রোস্ট করা মাংস…সঙ্গে থাকবে ঝাঁঝাল মুলোর সস…আর বরফ-ঠাণ্ডা কয়েক বোতল বিয়ার…।'

অসাবধানে আন্দ্রেইয়ের হাত লেগে গেছে বিছুটি গাছের পাতায়, শুঁয়ো-গুলো ঘষতে ঘষতে আকাশের দিকে তাকাল। 'আমরাই এখানে রোস্ট হয়ে যাবো…এখন শুধু প্রার্থনা করো যাতে ঝড় বৃষ্টি আর বাজ না পড়ে।'

'ঝড়-বিদ্যুতে তো আর পেট ভরবে না…আর ওরা বেশ লাঞ্চ খাচ্ছে।' ক্যান্টিনের দিকে মাথা হেলিয়ে তামান্তসেভ বলেই চলল, 'আজ ওখানে খাবার তৈরী করেছে মাংস আর টমাটো দিয়ে, আর ম্যাকারোনি দিয়ে গোমাংসের সুরুয়া। সুরুয়াটা দেখলে তোমার জিভে জল আসবে।'

'তুমি জানলে কি করে?!'

'জানি না তো, কল্পনা করে নিচ্ছি শুধু। হ্যাঁ…এবারে আর খাদ্যবস্তুটা

আমার কাছে চলে আসতে পথ ভুল করবে না! বুড়ো মেকনিকভ* বলতেন, খাওয়া হলো পারিবেশের সঙ্গে মানুষের সবচেয়ে আত্মিক সম্পর্কের অন্যতম। এবং উনি ভুল বলেন নি।'

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে দুবার গেল তামান্তসেভ ক্যান্টিনের ভেতরটা দেখার জন্যে, উ'কি মেরে দেখল লম্বা লম্বা টেবিল পাতা বড ঘরে. এক ট্রেন বোঝাই নতুন সৈন্য এসেছে তাদের খাওয়াতে ব্যস্ত সবাই, মাঝে মাঝে একটা-দুটো অফিসার চোখে পড়ছে। ভেতরের লোক দুটোর ওপর নজর রাখার জন্যে ঝুঁকি নেবার কোন মানেই হয় না, বিশেষ করে লেফটেনান্ট আর গোলমুখো ক্যাপ্টেন আলাদা একটা টেবিলে বসেছিল।

খাওয়া সেরে বেরিয়ে এসে লেফটেনান্ট সিগারেট ধরালো, ক্যাপ্টেন বোধ হয় সিগারেট খায় না।

এইমাত্র পেট পুরে খাওয়ার'পর মানুষের হাঁটা চলা যেমন ধীরগতি হয়ে যায়, সেইরকম চালে এই দুজনও কাছেই প্রচার দপ্তরে গেল, তারপর খোলা জানলার ধারে বসে প্রায় মিনিট পনের খবরের কাগজ পড়ল।

আন্দ্রেইকে সব কিছুর ওপর নজর রাখার ভার দিয়ে তামান্তসেভ গেল তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে—এখানকার স্টেশন-মাস্টারের সহকারী, কাছেই থাকে। যে লোক দুজনের ওপর নজর রাখা হচ্ছিল তারা কখন প্রচার দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসে তার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তামান্তসেভ তার বন্ধুকে জানালার কাছে আসতে বলল। ঐ দুজন অফিসারকে দেখালে ডেপুটি স্টেশনমাস্টার বলল লেফটেনান্টকে এর আগে কখন না দেখলেও, মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেনকে স্টেশনে দেখে থাকতে পারে, যদিও জোর করে কিছুই বলতে পারবে না কারণ প্রতিদিন হাজার হাজার অফিসার যাতায়াত করে স্টেশন দিয়ে এবং সবাইকে মনে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'ওদের নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?' বন্ধুটি প্রশ্ন করল।

'ওদের পরিচয়টা জানতে চাই।'

---

* মেকনিকভ, ইলিয়া ইলিচ (১৮৪৫-১৯১৬), রুশ জীববিজ্ঞানী, রোগ-বিমুক্তিবিদ্যা বিশারদ এবং রোগবিদ্যাবিদ—*অনুবাদক* (ইং)

'তাহলেই হবে?' ডেপুটি স্টেশন মাস্টার একটু যেন বিরক্ত, 'আমি ওদের ডেকে. পাঠাচ্ছি—যা জানার জিজ্ঞেস করে নিলেই হবে।'

'না, না, ওভাবে করলে চলবে না।'

২৯। স্টেশনে

সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, সৈন্য-ভর্তি সাতখানা ট্রেন এসে পৌঁছেছে স্টেশনে, যুদ্ধ সীমান্তের অন্যান্য যেকোন রেল-স্টেশনের মত এখানেও সেই একই ব্যস্ততার ছবি।

সৈনিক আর সার্জেন্টদের ছোট ছোট দল এক এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনগুলোর মাঝখানে, প্লাটফর্মে এবং সর্বত্র। পুরুষেরা ছোটাছুটি করছে মেসের খাবারের পাত্র আর জলের বোতল নিয়ে, হুড়োহুড়ি করছে সুরুয়ার বালতি আর ঘটি নিয়ে। কেউ দুপুরের খাওয়া সারছে, কেউ সূর্যমুখী ফুলের বীচি চিবোচ্ছে, কেউ নাচছে, কেউ এক ধরনের লুকোচুরি খেলছে, অনেকে হাত মুখের সঙ্গে কাপড় জামাও কেচে নিচ্ছে। একটা সান্টিং ইঞ্জিন বিকট শব্দ করতে করতে যাওয়া-আসা করছিল গাড়ি দেখাশোনা করার লোকগুলো তেলকালি মেখে ঘামতে ঘামতে চটপট পরীক্ষা করে চলেছে কোচগুলোকে, হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দেখে নিচ্ছে চাকাগুলোকে অ্যাক্সেল-বাক্সের ঢাকাগুলো খুলে আবার বন্ধ করে দিচ্ছে। কয়লার ইঞ্জিনের ফোঁস ফোঁসানি আর হুইসিলের শব্দে আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে।

প্লাটফর্মের ওপর ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা স্বয়ংচালিত কামানগুলো ত্রিপল দিয়ে ঢাকা, লম্বা চোঙওলা কামানও আছে, শত্রুপক্ষ যাতে বুঝতে না পারে তার জন্যে জাল দিয়ে ঢাকা, অস্ত্র কারখানায় শেষবারের মত যে তেল-ভেসলিন দেওয়া হয়েছিল তার চিহ্ন এখনও বর্তমান। গাছের ডাল দিয়ে ঢাকা যুদ্ধক্ষেত্রের অস্থায়ী রান্নাঘরও ছিল, গাড়ি, লরীও ছিল। বিমানধ্বংসী কামানের নলগুলো এখানে সেখানে লরীর পাশ দিয়ে মাথা উঁচু করে আছে, যেন আকাশ পথের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে কেউ হাত তুলে আছে।

একটা প্ল্যাটফর্মে একদল গোলন্দাজ দাঁড়িয়ে, বেশ লম্বা সকলেই, গরমে গল গল করে ঘামছে। ওরা একটা চ্যাপটা নাক, ভয়ংকর দর্শন ছোট

ছোট হাউ ইউজার কামানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তেজী কসাক সৈন্যরা নিজেদের ঘোড়াদের স্নান করাচ্ছে আর মালগাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোড়াদের পরিচর্যা করছে, গাড়িগুলো থেকে ঘোড়ার ঘাম আর মলমূত্রের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে। পিক্‌ক্যাপগুলো মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে এমন একটা রমণী-মোহন ভঙ্গীতে পরেছে যে সামনের একগোছা চুল পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুপাশে লাল ডোরাকাটা চওড়া ফাঁদের প্যান্ট পরেছে তারা। কিছু কম বয়সী নাবিক পাশের ট্রেন থেকে ওদের কাজ করা দেখছে, চোখেমুখে শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার আর কৃপা দৃষ্টি ফুটে উঠেছে পরিষ্কারভাবে, সেই সঙ্গে কথা না বলে নিজেদের গাম্ভীর্যও বজায় রাখছে তারা।

অভিজ্ঞ সৈনিকরাও আছে, তাদের মেডেল, সম্মান-চিহ্ন আর ব্যাজ থেকে বোঝা যায় কে কোন্ রেজিমেন্টের লোক, কোটের ওপর যুদ্ধক্ষেত্রে কে কবার আহত হয়েছে তার চিহ্ন আঁকা আছে, অবশ্য রোদের আর বারবার কাচার ফলে ওগুলো বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কমবয়সী যোদ্ধাও আছে, একেবারে সরবরাহ ডিপো থেকে পাওয়া নতুন উর্দি পরে সোজা চলে এসেছে নিজের দলে; ট্যাংক কর্মীদের তেলমাখা পোশাক গায়ে সেঁটে বসে আছে; নৌবাহিনীর লেফটেনান্টের টুপিগুলো ভারী সুন্দর, সোনালী কাঁকড়া আঁকা। চামড়ার শিরস্ত্রাণ আর হালকা-নীল রঙের পাইপিং বসানো বাঁকা টুপি মাথায়—এই ধরনের আরও অনেক লোক সেখানে।

পাঁচমিশেলী সৈনিকদের এই মিছিল—গার্ড রেজিমেন্টের সৈনিক এরা যুদ্ধ সম্বন্ধে যা দেখার সব দেখে নিয়েছে, সদ্য ভর্তি হওয়া সৈনিকদের কোম্পানী, দারুণ স্মার্ট লাগছে তাদের, সব সাজসরঞ্জাম ঝকঝকে, কোথাও একটুও আঁচড় পড়েনি, এরা সবাই চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে, কে বলতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে এটাই বোধ হয় শেষ যুদ্ধ হবে।

সত্যি কথা বলতে কি যুদ্ধ সীমান্ত বলতে যা বোঝায় তা আসলে শুরু হয় এইখান থেকেই, এর পশ্চাদবর্তী কাজ কর্ম করার ব্যাপারটা চলে উত্তর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তৃত ভূভাগে। আসল যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর এইটুকুই পার্থক্য যে এখানে কামানগুলো চুপ করে আছে আর তার বদলে যা কিছু শব্দ করার তা করছে বাষ্পীয় ইঞ্জিনগুলো।

অথচ ওখানে যারা ছিল তারা কিন্তু আসন্ন যুদ্ধ বা মৃত্যু সম্বন্ধে আদৌ চিন্তা করছিল না। চারপাশ থেকে শুধু আনন্দের উচ্ছ্বাস ভরা চেঁচামেচি, মাঝে মাঝে কেউ দু-একটা রসের পদ গেয়ে উঠছিল, সঙ্গে অ্যাকর্ডিয়ানের সুর আর হাসির ফোয়ারা। একমাত্র সেইসব মানুষগুলো বাধ্য হয়েছিল শত্রুদের কথা চিন্তা করতে যারা বিমান-ধ্বংসী কামান আর চারমুখো মেশিনগানগুলোকে পাহারা দিচ্ছিল প্ল্যাটফর্মের ওপর, এরা ছাড়াও আর ছিল জঙ্গী বিমানের পাইলটরা, এরা স্টেশনের ওপর রোদেজ্বলা আকাশে পাহারা দেবার জন্যে প্লেন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

আন্দ্রেই আশা করেছিল গোলমুখো ক্যাপ্টেন আর লেফটেনান্টটি ভিড়ে মিশে গিয়ে বিভিন্ন ট্রেনের কাছে ঘোরাফেরা করবে সৈন্যদের কথাবার্তা শোনার জন্যে এবং তাদের ভালভাবে দেখার জন্যে। অবশ্য দেখা গেল ওর অনুমান ভুল।

প্রচার দপ্তর থেকে চলে আসার পর ওরা আর কোন ট্রেনের কাছে যায় নি, উল্টে প্ল্যাটফর্মের ওপর মিনিট দশেক ঘুরে বেড়াল, যেখানে দুজন হালকা মেজাজে নাচের প্রতিযোগিতা চালাচ্ছিল এবং একগাদা দর্শক চিৎকার চেঁচামেচি করে ওদের উত্তেজিত করার জন্যে প্ররোচিত করছিল; দুজনের একজন হল মোটা-সোটা পিপের মত গোল ফোলা বুকের গোলন্দাজ-বাহিনীর সার্জেন্ট-মেজর, প্রথম যৌবনের সীমা পার হয়ে এসেছে, অথচ অত বয়স সত্ত্বেও হৃষ্টপুষ্ট গড়নের জন্যে স্বাস্থ্য আর শক্তির প্রতিমূর্তি মনে হচ্ছিল ওকে, অপরজন ছোটখাট গোলমাথাওলা পদাতিক বাহিনীর সৈনিক, যথেষ্ট সামর্থ রাখে গায়ে, যেন বিদ্যুৎ শিখা, বয়স বোধ হয় আঠারোর বেশি নয় এবং কোটের ওপর ঝুলছে ঝকঝকে নতুন অর্ডার অফ লেনিন পদক।

উৎসাহী দর্শকদের মধ্যে দিয়ে গলে গিয়ে আন্দ্রেই আর তামান্তসেভ শুধু যে নাচই দেখতে পেল ভালভাবে তা নয় সেই সঙ্গে যাদের ওরা অনুসরণ করে আসছিল তাদেরও দেখতে পেলো বেশ কাছ থেকে।

ক্যাপ্টেনের গালগুলো চর্বিতে ভরা এবং প্রায় গোল বলা যায়; নাকটা বেশ খানিকটা বেরিয়ে আছে, সেখানে দু-একটা ছোট ছোট দাগ, তাসত্ত্বেও মুখটা বেশ মেয়েলি এবং মিষ্টি, যদিও রূপবান বলা চলে না কিছুতেই। ডান কানের নিম্নভাগে মটরের দানার মত একটি আঁচিল। সবুজ ধরনের

বড় বড় চোখ মেলে একমনে নাচ দেখছিল, মুখে হাসি। কোটের ডান-দিকের পকেটের ওপর হলদে রঙের পাকান ডোরা দাগ, বাঁ ধারের পকেটের ওপর রেড স্টার এবং আরও দুটো পদক ঝোলাবার রিবন আটকানো।

লেফটেনান্টটি নাচিয়েদের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছিল না, মুখের মধ্যে এক সার সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছিল যখনই ও বেদম জোরে হেসে উঠছিল। এই যুবকটির মুখের নরম কাঠামোতে প্রায় মেয়েলি কোমলতা ফুটে আছে। হঠাৎ তামান্তসেভের মনে পড়ে গেল কালকো চুলওলা একজন গায়কের কথা, যে মেষ পালকের অভিনয় করেছিল একটা অপেরাতে, সারাজীবনে ঐ একটি মাত্র অপেরাই দেখেছে তামান্তসেভ।

অফিসার দুজনই ধোপদুরস্ত পোশাক পরেছিল, তবে নতুন সেগুলোকে বলা চলে না কিছুতেই, কলারের তলায় নতুন লাইনিং দেওয়া হয়েছে; পাইকারী হারে তৈরী করা সামরিক বাহিনীর চামড়ার বুট জুতো তাদেরও পায়ে আছে, তামান্তসেভ গতকালই বুঝে গেছে যে এই জুতোর ছাপের সঙ্গে ঝরণার ধারে পাওয়া বুট জুতোর ছাপের মিল নেই।

নিছক কৌতূহলবশেই আন্দ্রেই এদের লক্ষ্য করে যাচ্ছিল, তামান্তসেভ কিন্তু একমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। যাতে ভবিষ্যতে কখনও অসুবিধায় পড়তে না হয় তাই এই দুজন মানুষের রূপটা মনে মনে কল্পনা করে নিচ্ছিল, যে কাজটা জটিল তো বটেই সেইসঙ্গে চাই তীক্ষ্ণ নজর, অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণ করার নির্ভুল ক্ষমতা।

ঠিক সেই সময়ে দুজন তরুণ লেফটেনান্টকে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট, চুলটা লাল, একটা হাত ফেট্টিতে ঝোলানো, অপরজন রোগা, ঘাড়টা কুঁজো, বগলে একবাণ্ডিল খবরের কাগজ। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের একপাশে আন্দ্রেইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা দৌড়ে আসছিল—'আরে আন্দ্রেই তুমি! তুমি এখানে! কেমন ছিলে বলো?' ওরা আন্দ্রেইয়ের হাত ঝাঁকিয়ে পিঠ চাবড়ে জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করেছিল। 'এখন কোথায় আছ তুমি?'

'এ...এই...এখানে...', চমকে উঠে বলল আন্দ্রেই।

'আরে আমি তো ভাবতেই পারি নি! আমরা ধরে নিয়েছিলাম তুমি ওদিকে আছো', লাল চুলওলা লেফটেনান্ট পশ্চিম দিকটা দেখিয়ে বলল,

'ওরা বলছিল তুমি যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে তোমাকে নাকি গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ধরে নিয়ে যায়……আর এখন দেখছি যুদ্ধ সীমান্ত থেকে কত দূরে আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছো।'

কথাবার্তার বিষয়টা পাল্টাবার জন্যে আন্দ্রেই বলল 'আর তোমরা কেমন আছো হে?'

'শেষ ছমাস ধরে দারুণ লড়াই হচ্ছে। দেখো, আমরা দুজনেই আর একটা করে মেডেল পেয়েছি। আমরা তো প্রায় পূর্ব প্রুশিয়া পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম…' ওরা বকেই চলল, 'তুমি কেন মেডেল পরো নি? সুপ্রীম… থেকে যে তিনটে ভোট-অফ-থ্যাঙ্কস পেয়েছো সেগুলো কোথায়?'

'ব্যা…ব্যাটালিয়ানের খবর বল? ভাসেক কোসোলাপভ, তেরপিয়াচি; স্কোকভদের খবর কি?'

'ভাসেক মারা গেছে, তেরপিয়াচি হাসপাতালে। কমাণ্ডার আর রাজনৈতিক প্রশিক্ষক দুজনেই মারা গেছে। সে ঐ অনেক দিন আগে মিনস্কের কাছে। ওরা আমাদের ঘাঁটির ওপর সরাসরি আক্রমণ করেছিল? লেফটেনান্ট দুজন উত্তেজিত হয়ে একে অপরের কথায় বাধা দিচ্ছিল। 'নাউমভ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একটা কামান ঘাঁটির ওপর ওকে দেওয়া হয়েছে মরণোত্তর বীর*……! তোমার কোম্পানীর কমাণ্ডারও মারা গেছে, সেইসঙ্গে ফেল্ডমানও। বাসভের পা উড়ে গেছে। আমাকেও দু-একটা ডোজ খেতে হয়েছে।' লালচুলওলা লেফটেনান্ট ফেট্টিতে ঝোলানো হাতটা তুলে বেশ খোশ মেজাজেই বলল, 'পচতে শুরু করে দিয়েছিল, ওরা তো প্রায় কেটেই ফেলেছিল এটা! আমাদের পুরনো ব্রিগেডের আর মাত্র ৪০ জন বেঁচে আছে, বাকী সব নতুন আসা সৈনিক। আমাদের এখন পাঠাচ্ছে ওয়ারশ-এর দিকে। চলো, দেখবে চলো। আমাদের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে। শিগগীরই ছেড়ে যাবে।'

'দু…দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে? এক মিনিটে আসছি।'

'চলো এখুনি।' লালচুলওলা আন্দ্রেইয়ের হাত ধরে টানল।

'আসছি হে…এক মিনিটে…এই এলাম বলে…।'

আন্দ্রেই দু-একটা কথা বলে ওজর দেখালো, তারপর সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে

* সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর পদক—*অনুবাদক* (ইং)

রইল ছুটে চলে যাওয়া ঐ দুজন অফিসারের দিকে। ওর চোখ ফেটে যে জল আসছে এটা বুঝতে পারছিল ও।

'কি হল তোমার, আন্দ্রেই ?' কাছে এসে তামান্তসেভ জানতে চাইল।

'কিছু না', উত্তর দিতে গিয়ে গলার স্বর কেঁপে উঠল আন্দ্রেইয়ের, 'আ··· আমার রেজিমেন্ট···।'

'ও।'

'ওরা ওয়ারশ-এর দিকে এগোচ্ছে। ভাসেক মরে গেছে···কোম্পানী আর ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ডাররা···', থেমে গেল আন্দ্রেই, অন্যদিকে মুখ ফেরালো সে, চোখের জল আর বাধা মানল না গাল বেয়ে গড়াতে লাগল— 'আর আমি এখানে সিগারেটের টুকরো খুঁজে বেড়াচ্ছি···যথেষ্ট হয়েছে, আর না!' জোর দিয়ে কথাটা বললেও কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর··· 'সন্দেহভাজন মানুষ···আন্দাজে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের···এ শুধু অযথা সময়ের অপব্যবহার! এদের সবাই গোল্লায় যাক।'

'বাদ দাও হে এসব কথা, সিগারেটের টুকরো খুঁজে বেড়ানোই যদি আমাদের পক্ষে জরুরী কাজ হয়, তবে সেটা বেঘোরে প্রাণ দেওয়ার থেকে তো ভাল নিশ্চয়ই।' তামান্তসেভ ওকে আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বলল, কীভাবে আন্দ্রেইয়ের রাগ কমানো যায় তাই ভাবছিল সে এবং শেষে ঠিক করল ভাঁড়ামি করে পরিস্থিতিটিকে হাল্কা করে তোলাই ভাল।

'আমিও তো রেজিমেন্টে একজন···সৈ···সৈনিক হিসেবে থাকতে পারতুম,···সবচেয়ে সেরা প্লেটুনের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আর এখানে আমি শুধু তোমার গলগ্রহ হয়ে পিছু পিছু হেঁটে বেড়াচ্চি···তার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য আমি···।'

'আমার সম্বন্ধে ভাল কিছু ভাবতে পারছ না!', আহত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে কথা বলল তামান্তসেভ, মেকী রাগ দেখিয়ে নাকের পাটা ফোলাল, 'বা পাভেলের সম্বন্ধেও না।'

'কি বলছ তুমি?' আন্দ্রেই প্রতিবাদ করে উঠল।

'বলছি, তুমি যদি সত্যি সত্যিই মনে করে থাক এখানে ফিরে এসে যুদ্ধ সীমান্তের তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা করছি, তবে সেটি নিশ্চয়ই অপমানজনক কথা। ভাষায় ঠিক বোঝাতে পারছি না।' রাগতভাব দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল তামান্তসেভ, তারপর যখন বুঝল এবার নরম কথায়

কাজ হবে, তখন খানিকটা আপসের সুরে বলল, 'এইসব আঁকা বাঁকা চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও তো! একথা তোমার মনে হচ্ছে কেন যে আমরা শুধু গলগ্রহ? খামারে ওই দুজন লোকের খোঁজ কে এনেছে? লেফটেনান্টকে অনুসরণ কে করল? ঝরণার ধারে পায়ের ছাপই বা কে আবিষ্কার করল। বোকা হাঁদা কোথাকার। আমার ত এখুনি তালি বাজাতে ইচ্ছে করছে তোমার জন্যে, করছি না পাছে অন্য লোকের নজরে পড়ে যাই।'

'এসব ক...করে কি পা...পাব আমরা?'

'যা চাইছি তাই পাব! কমরেড যীশু কী বলেছিলেন জানো না. 'খোঁজো এবং খুঁজলেই পাবে।' এই কথাটা তোমার মোটা মগজে ঢুকিয়ে নাও তো, তাহলেই কাজ হবে...।' আচমকা কিছু না বলে তামান্তসেভ জড়িয়ে ধরল আন্দ্রেইকে পরম স্নেহে, তারপর যেন গোপন কথা বলছে এইভাবে ফিস ফিস করে বলল, 'দৌড়নো অবস্থায় কি করে গুলি করা যায়, বিনা অস্ত্রে কিভাবে হাতাহাতি লড়াই করা যায় এগুলো আমি তোমায় শেখাব এবং যখন তুমি আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, রণকৌশল আরও ভালভাবে শিখে নেবে তখন তোমার দাম হবে তোমার ওজনের সোনার সমান। পরাজিত শত্রুবাহিনীর বাকি সৈন্যদের ঝেঁটিয়ে খতম করার ব্যাপারে তোমাকে আমরা সবার সেরা করে তুলবো, একটু অপেক্ষা করো। আরে তুমি তো একটা আস্ত বুলডগ, খালি হাতে খতম করতে পারবে জার্মানদের ছত্রী সৈন্যকে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ নাচ থেমে গেলো। ওপাশের কোন একটা ট্রেন থেকে বিউগিল বাজিয়ে সৈন্যদের নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল, একটাই নির্দেশ বারবার দেওয়া হচ্ছিল বিউগিলে। "সবাই উঠে পড়!" "সবাই উঠে পড়!" অনেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কোন্ ট্রেনটা ছাড়ছে, অ্যাকর্ডিয়ানের বাজনাটাও বন্ধ হয়ে গেল।

পদাতিক বাহিনীর বেঁটে লোকটি নাচ বন্ধ করে বিরক্ত হয়ে থুতু ছিটাল, দম নেবার জন্যে একটু অপেক্ষা করল এবং রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিল। তারপর পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করল কি হচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন ওকে চেঁচিয়ে ডাকল

এবং তারপর অ্যাকর্ডিয়ান বাদককে ডেকে নিজের কোটটি টেনে ঠিক করে নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনীর সার্জেন্ট-মেজরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটু মলিন হেসে গাঢ় সুরে বলল, 'এখনকার মত এইটুকুই থাক! পরের বার নাচটা পুরো করা যাবে!'

কথাটা শেষ করেই অ্যাকর্ডিয়ান বাদকের পেছন পেছন ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেল, দর্শকরা কিন্তু ওদের ছেড়ে দিতে নারাজ। কিছু একটা যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে গোলমুখো ক্যাপ্টেন আর লেফটেনান্ট তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে হাঁটতে লাগল।

ওদের আচরণে সন্দেহজনক কিছু তো ছিলই না, এমন কি সামান্যতম অসাধারণত্ব দেখা দেয় নি। স্টেশনে আশেপাশের লোকদের কথাবার্তা শোনার একটুও চেষ্টা করে নি বা ট্রেনগুলোকে খুঁটিয়ে দেখেনি, এমন কি ও ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহও দেখায় নি, এখন ওরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে, একবার পিছন ফিরেও তাকায় নি।

তবুও আগের মত যথেষ্ট সাবধান হয়ে হাঁটছিল তামান্তসেভ। ওদের সঙ্গে দূরত্ব যতটা বেশি সম্ভব রেখে এগোচ্ছিল, আন্দ্রেইকে বলেছিল আরও পঞ্চাশ গজ পেছনে আসতে।

ওইভাবে এগোতে এগোতে ডান দিকে একটা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষকে ফেলে, তারপর ক্যাথলিকদের একটা গির্জা পার হয়ে শহরের পূর্বপ্রান্তে এসে পৌঁছল। এখানে পথঘাট বেশ নির্জন আর শান্ত, গ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়, ঐ দুজন ক্যাপ্টেন আর লেফটেনান্ট একটা বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছোল; চারপাশে বেড়া দেওয়া বাড়িটার। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে আবার গেটটা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল হয় ওরা ওখানে থাকে কিংবা আগে বেশ কয়েকবার এসেছিল।

হাত নেড়ে তামান্তসেভ ডাকলো আন্দ্রেইকে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে ওরা যেন নিজের দাঁড়েই ফিরে এসেছে আবার। আমরা তো এর চেয়ে কাছে যেতে পারবো না, আর রাস্তায় এভাবে দাঁড়িয়েও থাকতে পারব না।'

পুরো জায়গাটা এক নজরে চট করে জরিপ করে নিয়ে একটা ভালমতো জায়গায় আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে আন্দ্রেইকে বলল, 'তোমাকে ঘুরে উল্টো দিকটায় যেতে হবে, ঐ দূরে নদীর ধারে ঝোপগুলোর পাশে। আমি পাভেলকে বুঝিয়ে বলে দেব কোথায় তোমাকে পাওয়া যাবে। নাও তাড়াতাড়ি করো!'

৩০। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী!

ইগোরভ ও পলিয়াকভ সমীপে,

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগীয় সোভিয়েত ইউনিয়ন গণ-কমিশারিয়েতের পাঠানো তথ্য অনুসারে, দেশান্তরী লণ্ডন সরকার কর্তৃক সমর্থিত দেলেগাতুরা রজাচু নামক একটি গুপ্ত সংস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছে দক্ষিণ লিথুয়ানিয়া আর পশ্চিম বাইলোরুশিয়ায়: এদের অন্যতম কাজ হল যুদ্ধ সীমান্ত পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করার পথগুলোতে এবং লালফৌজের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে গোপনে গুপ্তচরের কাজ চালিয়ে যাওয়া। এরা শর্ট-ওয়েভ বেতার প্রেরক যন্ত্র এবং জটিল সাংকেতিক লিপির সাহায্যে খবর পাঠাচ্ছে নিজেদের ঘাঁটিতে। এই সংগঠনটির অন্যতম নেতা মারিয়ান কাওয়াপিনস্কি বর্তমানে ভিলনিয়াস শহরের আশেপাশে আত্মগোপন করে আছে। ওর বয়স ৩৬-৩৮ এবং বিয়ালি স্টোকের মানুষ, আগে পোল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীতে অফিসার ছিল, শিক্ষাগত যোগ্যতায় উকীল এবং ওর বাবা হলেন ক্র্যাকাও-এর একটি নামকরা দলিলপত্র লেখার লেখ্য প্রামাণিক কোম্পানীর বড় অংশীদার।

কে.এ.ও. আহ্বান সংকেতের সাহায্যে প্রেরিত ১৩ই আগস্টের সাংকেতিক লিপিবদ্ধ যে সংবাদটা আমরা ধরেছি তার বিষয়বস্তু লণ্ডন এবং ওয়ারশ কেন্দ্রের পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। খুব সম্ভব যে প্রেরকযন্ত্রটা আমরা এখন খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটা

"দেলিগাতুরাদের" এবং ঐ সংবাদে যে "লেখ্য প্রমাণকের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে মারিয়ান কাওয়াপিনস্কি ছাড়া আর কেউ নয়।

উত্তিনভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী।

ইগোরভ সমীপে,

২রা আগস্ট তারিখে যে দুজন জার্মান ছত্রী সৈন্যের গুপ্তচরকে ১ম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তর গ্রেপ্তার করেছে তারা হল আস্তানাস গোগেলিস এবং ভ্লাডাস জেলনিস, যাদের ওয়ালডেন এস্টেটে পাঠানো হয়েছিল বিদগল্তসেজ (ব্রমবার্গ) থেকে দশ মাইল দূরের পরিদর্শন-পরিক্রমা আর অন্তর্ঘাত বিদ্যালয় থেকে।

ঐ সদর দপ্তরের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা ১১ই আগস্ট গুপ্তচরদের আর একটা দলকে ধরেছে, এদের মধ্যে আছে লিউকাইটিস, সেনকিয়েভিকিয়াস আর জাকুনসকাস, এদেরও ঐ একই বিদ্যালয় থেকে পাঠানো হয়েছিল।

লালফৌজের অফিসারদের পোশাক পরা এই গুপ্তচরদের প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদভাগে, দুটি দলকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—

(ক) গুপ্তচরের সংগ্রহ করার জন্যে ঐ এলাকায় সক্রিয়-ভাবে কাজ করা তথাকথিত এল.এল.এ, বা লিথুয়ানিয়া আর জার্মান জাতীয়তাবাদীদের গুপ্ত দলের সঙ্গে যোগাযোগ করার;

(খ) বাল্টিক ও বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্ত কর্তৃক ব্যবহৃত যোগাযোগ পথগুলির উপর নজর রাখার যাতে আমাদের সেনাদলের যাতায়াত সম্পর্কিত খবর সংগ্রহ করা যায় এবং সেইসঙ্গে এই উদ্দেশ্যে স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে নিয়মিতভাবে চলাচলকারী পথে ভ্রমণ করতে পারে, বিশেষ করে দাউগাভ

পিলস-বিয়ালি স্টোক (ভিলনিয়াস ও গ্রোদনো হয়ে) এবং ভিলনিয়াস-ব্রেস্ট (লিডা, বারানোভিচি এবং ভোলকোভিস্ক হয়ে) লাইনে।

জেরার সময় পাওয়া তথ্য অনুসারে জানা গেছে যে ওয়ালডেন গুপ্তচর বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে লিথুয়ানিয়ার অধিবাসীদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে, বিশেষ করে সাধারণতঃ তাদের নিয়ে যারা দখলকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংযোগিতা করতে রাজী হয়েছে এবং রুশ ভাষায় ভাল দক্ষতা আছে।

কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেত ব্যবহার করে বেতারযন্ত্রের সাহায্যে পাঠানো যে সাংকেতিক লিপিবদ্ধ সংবাদটা আমরা ধরেছি (১৩.০৮.-৪৪) তাতে যে খবর আছে তা মিলে যায় এ. গোগেলিস এবং ডবলু. লিউকাইটিস পরিচালিত দলগুলোকে দেওয়া দায়িত্বভারের সঙ্গে। খুব সম্ভব যে বেতার যন্ত্রটি সন্ধান তোমরা করছো তা ব্যবহার করছে ওয়ালডেন বিদ্যালয়ের লিথুয়ানীয় বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর দল, যাদের প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তোমাদের অভিমত অবিলম্বে জানাও। প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরকে বলা হয়েছে ইনস্টারবার্গ গুপ্তচর বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাদের কাছে যত তথ্য আছে তা তোমাদের এখুনি জানিয়ে দিতে এবং সেইসঙ্গে প্রয়োজনে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া একজন গুপ্তচরকেও তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে যাতে সনাক্ত করা যায়।

কলিবানভ।

৩১। জুলিয়া কেন?

দুজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে তামান্তসেভের দুঘন্টা না হলেও অন্তত দেড় ঘন্টা আগে আসা উচিত ছিল। একটা ছোট ঝরণার ওপর ছোট্ট সেতুর

পাশে নির্ধারিত জায়গায় পাভেল ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল; পাথর বসান একটা নির্জন রাস্তার ধারে মাটিতে শুয়েছিল সে। জায়গাটা ঠাণ্ডা যেহেতু দিন শেষ হয়ে আসছে। হাতের কাজটার কথা চিন্তা করছিল পাভেল এবং ওরা কেন দেরী করছে তার হিসেব করার চেষ্টা করছিল।

তখনও অন্ধকার নামে নি, আকাশে ধূসর রঙের মেঘ থাকায় গোধূলি সময়ের একটু আগেই শুরু হয়ে গেছে। অনেক দূর থেকে লরীর শব্দ শুনতে পেল, বেশ জোরে শব্দটা কানে যেতেই রাস্তার ওপর উঠে এলো সে।

লরীটা থামার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে লাফিয়ে নামল তামান্তসেভ আর তার সঙ্গে যে দুজন নতুন অফিসারকে দেওয়া হয়েছে তারা।

একজন অফিসারের কাঁধটা বেশ চওড়া, মাথার চাঁদির ডান দিক থেকে গলা পর্যন্ত পোড়া দাগের চিহ্ন, নিজের পরিচয় দিল, "ক্যাপ্টেন কোমচেঙ্কো"।

অপরজন বেশ লম্বা, এর বয়স কম, অ্যাটেনশানের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজের নাম জানাল, 'সিনিয়র লেফটেনান্ট লুঝনভ'।

এই দুজন অফিসারও তামান্তসেভের মত মাথায় কোন কিছু পরে নি এবং সৈন্যবাহিনীর বিনা হাতার কোট পরেছিল, হাতে ছিল সাব-মেশিনগান আর বর্ষাতি। ইতিমধ্যে তামান্তসেভও একটা শ্চমিজার* জুটিয়ে নিয়েছে।

এদের দুজনকে যে বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে পাভেল দেখেছে এর আগে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি ক্যাপ্টেনের মেডেলে বুলেট বা বোমার টুকরো লেগে যে টোল খাওয়া দাগ হয়ে গিয়েছিল সেটাও ওর মনে পড়লো।

বড় রাস্তা থেকে একেবারে নব্বই ডিগ্রি কোণ করে যে মাটির রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে সেদিকটা দেখিয়ে পাভেল খিজনিয়াককে বলল, 'লরীটিকে ঘুরিয়ে ওখানে দাঁড় করাও।' তারপর দুজন অফিসারকে তার সঙ্গে আসতে বলল।

---

* জার্মান সাবমেশিনগান—লেখক

ঘাসে ঢাকা একটি পথ চলে গেছে জঙ্গলের মধ্যে, রাস্তার দুপাশে ঝোপ, সেখান দিয়ে আগে আগে হাঁটছিল পাভেল আর তামান্তসেভ, পেছনে ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভ।

'এত দেরী হল কেন?' পাভেল প্রশ্ন করল তামান্তসেভকে।

'পরের মেডেলটি বুকে অাঁটবার জন্যে তৈরী হতে পার', কথায় কথায় বলল তামান্তসেভ, 'আমরা যে দুজনকে খুঁজে বের করেছি…ঐ লেফটেনান্ট আর ক্যাপ্তেন…।'

'ওরা কারা?' মেডেলের কথা উঠতেই কান খাড়া করেছে ফোমচেঙ্কো।

'সন্দেহভাজন', বুঝিয়ে বলল পাভেল, 'কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে বলা উচিত সম্ভাব্য সন্দেহভাজন ব্যক্তি। কিন্তু ওরা কোথায়?'

'ওরা গেছে ৬নং উইজওলেনি স্ট্রীটে। আমরা যা দেখেছি তাতে মনে হয় ওরা ওই বাড়িতে আগেও গিয়েছিল। আন্দ্রেই ওদের ওপর নজর রাখছে। কমাণ্ড্যান্টের অফিসের খাতাপত্র থেকে দেখা যচ্ছে ক্যাপ্তেনের নাম নিকোলায়েভ এবং লেফটেনান্টের নাম সেন্তসভ। ওরা ৩১৫১৮ নম্বর ইউনিটের লোক…এবং গতানুগতিক কারণেই ছুটিতে আছে। সদরদপ্তর থেকে ভার দেওয়া কাজ করার জন্যে।'

'আন্দ্রেই একা ব্যাপারটি সামলাতে পারবে না', দীর্ঘ শ্বাস ফেলে পাভেল বলল, 'ইউনিট ৩১৫১৮—কোথাকার?'

'দ্বিতীয় বাইলোরুশিয়া যুদ্ধ সীমান্তের। আমি খোঁজ করেছিলাম। লেফটেনান্ট-কর্ণেল তখন ছিলেন না, সেইজন্যেই তো দেরী হল।'

'ওরা যদি সত্যিই ঐ ইউনিটের হয় এবং অন্য ফ্রন্ট থেকে এসে থাকে, তবে খামারে খামারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন ওরা? আশ্চর্য…কি মনে হয় তোমার?'

'এখনও পর্যন্ত বিশেষ কিছু চোখে পড়ে নি। ওরা বেশ শান্ত আচরণ করছে, দেখে মনে হচ্ছে ফূর্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে সৈন্যবাহিনীতে ওরা একেবারেই আনকোরা নয়। ওদের ওপর নজর রাখতেই হবে', শেষ করল তামান্তসেভ এই বলে, 'তুমি ত নিজেই বললে ওরা সম্ভাব্য সন্দেহভাজন ব্যক্তি। হয়ত ওইটুকুই বলা যেতে পারে। কাল সকাল নাগাদ একটি না একটি উত্তর পাওয়া যাবে।'

'তুমি বড় আশাবাদী।'

'হ্যাঁ, পাওয়া যাবেই যাবে।' তামান্তসেভ আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বলল, 'আমি দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের সদরদপ্তরে ফোন করে-ছিলাম, আমাদের ব্যাপারটিকে ডান, বাঁ এবং কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। জেনারেলের নামটিও দেওয়া হয়েছে ঐ সঙ্গে।'

'তুমি গারদে যাবার জন্যে এগোচ্ছ, এটিই আসল ব্যাপার', মাথা নাড়তে নাড়তে বলল পাভেল, 'যুদ্ধ যেই শেষ হবে অমনি তোমাকে মোটামুটি ছ মাসের জন্যে পুরে দেবে—আর সেটিই হবে তোমার উপযুক্ত পাওনা, এ আর বড কথা কি।'

'আর একটু ঘুমোলে ভাল হত, গায়ে একটু মাংস লাগত। আমি নিজের ভাগ্যোন্নতির সন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু সবটাই একটি মহৎ উদ্দেশ্য!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

পাভেল প্রথমে কিছুই বলল না, তারপর লিডার দিকে হাত তুলে বলল, 'লিডাতে ঝড় উঠেছে।'

তামান্তসেভ মন্তব্য করল, 'তাতে সন্দেহ নেই। একটা চমৎকার রাত অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্যে।' প্রথমে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পরে সামনের জঙ্গলের দিকে তাকাল। পুরো আবহাওয়াটিই কেমন বিষাদাচ্ছন্ন আর নিরানন্দে ভরা, হালকা সুরে বলতে শুরু করল, 'ছুটি কাটাবার পক্ষে আদর্শ জায়গা, কোন্ হোটেলে ঘর বুক করেছো?'

না শোনার ভান করে পাভেল উত্তর দিল না। না দমে তামান্তসেভ বলেই চললো, 'তোমার মালপত্র ওখানে পৌঁছে দিতে বলো, আর শরীর মালিশ করবার লোক এবং পায়ের চিকিৎসককেও ডাক্তারকেও যেন পাঠিয়ে দেয়।'

একই সুরে উত্তর দিল পাভেল, 'ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে উঠছে।'

'তা বেশ ভালই বলতে হবে, কিন্তু আমাদের কি হুকুম দেওয়া হয়েছে?' হাতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল তামান্তসেভ।

'কাজিমির পাওলোস্কি আর তার সঙ্গে যারা কাজ করছে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে', এবার বেশ গম্ভীর গলায় কাজটি বুঝিয়ে বললো পাভেল।

'এই পাভলোস্কিটা আবার কে?' ফোমচেঙ্কো প্রশ্ন করল; ও যে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে তা বোঝা যাচ্ছিল, অন্ততঃ কি ঘটছে সেটা জানতে ও উৎসুক, অথচ লুঝনভ একটি কথাও বলে নি।

মুখ ফিরিয়ে পাভেল বলল, 'জার্মান গোয়েন্দা বাহিনীর এজেন্ট।'

'দারুণ লোক', তামান্তসেভ ওর সঙ্গে জুড়ে দিল, 'ন'বার প্যারাসুটে করে সফল অভিযান করেছে, চারটে জার্মান মেডেল পেয়েছে। কোণঠাসা হলে ভীষণভাবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কমাণ্ডান্টের অফিসের চারটে বুদ্ধুকে একেবারে কচুকাটা করেছিল একবার!'

খবরটি শুনে একটু চমকে গেছে ফোমচেঙ্কো, বিড বিড করে বলল, 'বুঝেছি।'

পাভেল আপত্তি জানাল, 'বুদ্ধু কথাটি ঠিক হল না। একজন ছিল অফিসার, দুজন টহলদারী পুলিস। ঐ ধরনের লোকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাখতে হয়। এই অঞ্চলের ম্যাপ আর ফটো আমি তোমাদের দেখাবো', কথা দিল সে।

অবশেষে কথা বলল লুঝনভ, 'আমাদের বলা হয়েছে যে এই এলাকায় অনেক জাতীয়তাবাদী দল আছে। কথাটি কি ঠিক?'

'ওরা বলে ওখানে খুনজখমও হচ্ছে', কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল তামান্তসেভ, 'আমরা ত এখনো তেমন কিছু দেখি নি।'

লুঝনভ তার সাবমেশিনগানটি বাগিয়ে ধরে রেখেছে, মাঝে মাঝে ধাক্কা মারছে তামান্তসেভের পিঠে।

'সেফটি বোতামটা টিপে দাও', পাভেল ওকে বলল, তারপর একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি পাইলট?'

'হ্যাঁ', লজ্জায় লাল হয়ে উত্তর দিল লুঝনভ, তারপর সেফটি বোতামটা টিপে দিল যথাস্থানে। ওর হয়ে ফোমচেঙ্কো বলল, 'সাভাশিবায় লড়াই করতে গিয়েছিল প্লেন নিয়ে। এখন ডাক্তাররা বলছে ও আর ওড়বার যোগ্য নয়। আমারই মত, আমার পাপের জন্যে··· ।'

পাভেল চিন্তা করল, 'শেষ পর্যন্ত এটাই তো ঘটে। সাভাশিবায় যুদ্ধ করতে গেছে, হয়ত কোনদিন ও বন্দুক ধরে নি। বৈমানিক···জিজ্ঞেস করছি! ওহ, না, না, যা পাই তার জন্যেই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।'

ওরা মাঠের পাশে এসে চারজনেই ঝোপের পাশে জায়গা নিয়ে দাঁড়াল। প্রায় দুশো গজ দূরে মাঠের মধ্যে মজবুত গড়নের একটি বাড়ি, চিলে কোঠা আছে, এর বাঁ ধারে কৃষকদের দুটো ছোট্ট কুটীর, তার পেছনে আছে নিষিদ্ধ জঙ্গলের অন্ধকারের আভাস।

'ওইটি হল পাওলোস্কিদের বাড়ি', পাভেল জানাল।

'ওটাতে তো তক্তা মেরে দেওয়া হয়েছে দেখছি', মন্তব্য করলো তামান্তসেভ।

'হ্যাঁ; আসল মালিক বড় পাওলোস্কিকে জার্মান গোয়েন্দা হিসেবে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়ে গেছে। ও এখন আছে লিডাতে, পাভেল বুঝিয়ে দিল ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভকে। তারপর চাষীদের অপেক্ষাকৃত ছোট কুটীরটি দেখিয়ে বলল, 'ওখানে থাকে জুলিয়া আন্তোনিয়ুক।'

'সে আবার কে?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল তামান্তসেভ।

'এক অনাথা···বাচ্চা অবস্থা থেকেই পাওলোস্কিদের বাড়িতে কাজ করত, তবে চাকরাণী হিসেবে না মাঠে তা বলা যাচ্ছে না স্পষ্ট করে। মহিলার একটি আঠার মাসের মেয়ে আছে।'

'কার মেয়ে?' তামান্তসেভ জানতে চাইল।

'ওরা ত বলে কোন এক জার্মানের, আমি বিশ্বাস করি না। এই জুলিয়া হল সুইরিডের শালী। আর হ্যাঁ, ঐ পাশের কুটিরটা সুইরিডের।'

'এই সুইরিডটাই বা কে?' ফোমচেঙ্কো জানতে চায়।

ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করল তামান্তসেভ, 'ক্যাপ্টেনের বন্ধু। ঐ লোকটিই পাওলোস্কিকে আমাদের উপহার দিয়েছে।'

ঠিক তাই,' একটু হেসে বলল পাভেল এবং তারপর ফোমচেঙ্কোর জন্যে একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বলল, 'বেচারার ভাগ্য খুব খারাপ, লোকটি কুঁজো।'

'পিসীমার ব্যাপারটি কি?' একটু উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল তামান্তসেভ, 'পাওলোস্কির কোথাও না কোথাও একজন পিসীমা আছে।'

'এখানে নয়, কামেনকাতে। জুলিয়ার ওপর আমি বাজী ধরতে পারি। তবে দু জায়গায় ওৎ পেতে থাকার মত যথেষ্ট লোকবল আমাদের নেই।'

বিতৃষ্ণায় থুতু ছিটিয়ে তামান্তসেভ বলতে শুরু করল, 'কে কোথায় আছে

তা নিয়ে অত মাথা ঘামাই না আমি। শুধু এইটুকু বল কোন্‌টা কি। অন্ধকারে রেখো না। জুলিয়া কেন? পাওলোস্কিই বা এখানে আসবে কেন?'

৩২। পাভেল আলিওখিন

বেশ কয়েক মাস না থাকার পর এই এলাকায় আবার ফিরে এসে পাওলোস্কি যে তার কিছু আত্মীয় বা নিকট বন্ধুদের সঙ্গে খোঁজ নেবার চেষ্টা করবে না এটা ছিল অচিন্তানীয়। কিন্তু কার সঙ্গে করবে?

ওর বাবা তো জেলে, স্থানীয় কৃষকদের মতে ও তার বাবাকে ভীষণ ভালবাসতো এবং শ্রদ্ধা করত; ওর বাড়িতো তক্তা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এত দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে ওখানে কেউ থাকে না। অতএব সে যে কারুর মাধ্যমে বাবার কি হয়েছে এ খবরটা নেবার চেষ্টা করবে এটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়—খুব সম্ভব পাওলোস্কি তার পিসীমা জোফিয়া বাসিয়াদার মাধ্যমেই খবর নেবে।

খোঁজ খবর করে জেনেছিলাম বাসিয়াদা একেবারে গোঁড়া ক্যাথলিক এবং জার্মানরা পোল্যাণ্ডের গির্জায় উপাসনার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করায় ও শুধু ধর্মীয় সমাবেশ নয় সেইসঙ্গে ক্যাথলিক পুরোহিতদের ওপরে নিষ্ঠুর দমন-নিপীড়ন চালাবার ফলে উনি ওদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। জন্মসূত্রে আধা-জার্মান হওয়া সত্ত্বেও মহিলা জার্মানদের প্রতি আনুগত্যের তালিকায় সই করেন নি। যা করেছিল তাঁর ভাই আর ভাইপো, যদিও অধিকৃত রাজ্যে জীবনযাত্রার পরিবেশ খুব কঠিন হয়ে ওঠে এবং সেক্ষেত্রে জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তবুও বাসিয়াদা তা করেন নি। নিজের একমাত্র ভাইকে তিনি ভালবাসতেন, কিন্তু যতদূর খবর পেয়েছি নিজের ভাইপোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যতদূর থাকা বাঞ্ছনীয় ততটা ছিল না।

এসব কথা চিন্তা করে আমি পাওলোস্কি এবং সুইরিড পরিবার ও তাদের আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শেষ পর্যন্ত জুলিয়াকেই বেছে নেওয়া ঠিক করলাম। এর পেছনে যে কারণটা ছিল তাহল এই যে আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়েছিল যে জুলিয়া আন্তোনিয়ুকের মেয়ের বাবা কাজিমির পাওলোস্কিও হতে পারে।

পাওলোস্কির বাবাকে জেলখানায় পাঠানো একটা পিঠের মধ্যে থেকে পাওয়া চিরকুটের কথাগুলো চিন্তা করতে করতে এই ধারণাটি প্রথম উদয় হয় আমার মনে ভাব-প্রবণতার ছিটেফোঁটা নেই এমন একজন বৃদ্ধকে গোপনে ছোট্ট চিরকুটের সাহায্যে জেলখানায় এই খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যে কেন কেউ অযথা মাথা ঘামাবে যে তাঁর খামারবাড়ির চাকরাণীর মেয়েটি বহাল তবিয়তে আছে ?

এই চিন্তাটির পক্ষে সমর্থনও পেয়েছিলাম সুইরিডের দেওয়া পাওলোস্কির দুটো ফটোর একটা থেকে, যাতে একটা লেখা কেউ মুছে দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি পাঠোদ্ধার করতে পেরেছিলাম, "আমার প্রিয়তমাকে, কাজিমির", পরে তারিখ ছিল ১৯৪৩।

সুইরিডের বাড়িতে কে এমন ছিল যে ছোট পাওলোস্কির "প্রিয়তমা" হতে পারে ? ঐ ফটোটা ওখানে গেলই বা কি করে ? স্বাভাবিকভাবে এই অনুমানটাই করা যেতে পারে যে কাজিমির ওটা জুলিয়াকে দিয়েছিল এবং তাড়াহুড়ো করে জুলিয়া চলে যাওয়াতে তার অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ফটোটাও এসে গেছে সুইরিডের বাড়িতে।

অথচ ফটো থেকে ঐ লেখাটিকে মুছে দিতে চেষ্টা করেছিল এবং কখন ? হয় আমাদের সেনাদল এখানে পৌঁছবার আগে জুলিয়া নিজেই করেছিল বা সুইরিড মুছেছে ? একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারও আছে, আমি যখন সুইরিডকে বলেছিলাম কাজিমিরের ফটো আনতে, তখন ও প্রথমে বাড়ির মধ্যে যায়, তারপর মাটির তলার ঘরে ঢোকে, সেখানে ফটোগুলো যে লুকানো ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জুলিয়ার সঙ্গে কাজিমির পাওলোস্কির সম্পর্ক সম্বন্ধে সত্য তথ্য আর কে তার মেয়ের বাবা এটা সঠিকভাবে জানার জন্যে আমার আরও বেশি চেষ্টা করা উচিত ছিল।

আর একটা ব্যাপার, এ অঞ্চলে এলসি নামটি খুবই দুর্লভ, কিন্তু ওটাই ছিল কাজিমিরের ঠাকুমা অর্থাৎ জোজেফ পাওলোস্কির মায়ের নাম, ওটা আমি জেনেছি ঐ ফাইল থেকে।

কাজিমিরই যে জুলিয়ার মেয়ের বাবা আমার এই অনুমানটি যথেষ্ট সম্ভাব্য মনে হলেও, তাঁর বেশি আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। ব্যাপারটাকে আরও খুঁটিয়ে দেখার জন্যে মেয়েটির জন্ম তারিখ সঠিক কি সেটা জানবার চেষ্টা করলাম। মেয়েটার জন্ম তারিখ রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়েছিল

কামেনকার গ্রাম-প্রধানের কাছে, তারিখটা ছিল ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪১। "পিতা"র জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই একটা ড্যাশ চিহ্ন দেওয়া আছে। এবং ব্রোনিসালওয়া সুইরিডের নামটা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের তলায় দেওয়া আছে সাক্ষী হিসাবে।

ঐ তারিখটা অবশ্য আমার অনুমানকে কোনক্রমেই অনুমোদন করল না বরং আমি একটু দমেই গেলাম। মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা ঘটে—কোন সুদৃঢ় সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, নিছক অনুমান এবং এগুলোকে প্রমাণ করা বা নাকচ করা দুটিই কার্যতঃ অসম্ভব মনে হয় এবং পরামর্শ করার মত কাউকে না পাওয়ার জন্যে, সেই বাড়তি আত্মবিশ্বাসটুকুও কেউ ধার দেওয়ার থাকে না।

জোফিয়া বাসিয়াদার বিরুদ্ধে চিন্তা করার ব্যাপারে অবশ্য আমার একটি ছোট্ট যুক্তি ছিল। জুলাইয়ের শেষে বা আগস্টের প্রথম দিকে কাজিমির পাওলোস্কিকে এই অঞ্চলে প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ফলে সে যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে থাকবে নিজের পিসীমার সঙ্গে দেখা করার অথচ জুলিয়ার আবির্ভাব হয়েছে মাত্র দুদিন আগে। শুধুমাত্র পারিবারিক বন্ধনই পাওলোস্কিকে এখানে টেনে আনার পক্ষে যথেষ্ট কারণ এটা বিশ্বাস করার মত সরল আমি নই। খুব সম্ভব এটা তার কাজ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের অপ্রত্যাশিত যোগাযোগেরই ফলশ্রুতি।

বেতার প্রেরকযন্ত্র লুকিয়ে রাখার, বেতার যন্ত্র মারফৎ সংবাদ পাঠানো এবং খাদ্যদ্রব্য ও সাজসরঞ্জাম বিমানের মাধ্যমে গোপনে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দেবার ব্যাপারে শিলোভিচি জঙ্গল নিঃসন্দেহে এক চমৎকার জায়গা। পাওলোস্কি এ জায়গাটা চেনে, এমনকি জঙ্গলের প্রতিটি পথ, ঢোকার রাস্তা এবং লুকোবার জায়গাগুলোও। অন্য অপরিচিত জায়গার তুলনায় এখানে কাজ করা অনেক সহজ, অনেক বেশি সুবিধাজনক। আর একটা ব্যাপারও আমাদের মনে রাখতে হয়েছিল যার গুরুত্ব কিছু কম ছিল না—ও একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দা এবং এখানে গোপনে আসবে সন্ধ্যেবেলায়, কিংবা আরও বেশি সম্ভব রাতে আসার।

নজর রাখার জন্যে জায়গাটা পছন্দ করা সংক্রান্ত আমার মতামত শোনার পর তামান্তসেভ আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল এবং প্রসঙ্গত আমিও ওর মতামত চাইলাম ও একটা অস্পষ্ট উত্তর দিল, "কৌতূহলজনক।"

তামান্তসেভের নিজস্ব সংকেতলিপি অনুসারে কথাটির অর্থ, 'তোমার

যুক্তির সঙ্গে আমি একমত নই, আর সেগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারি। যদিও আমি সেগুলো নিয়ে বিতর্কে জড়াতে চাইছি না এবং একটা কথাও বলব না, তার কারণ তাতে ফোমচেঙ্কো ও লুঝনভ মনের জোর হারিয়ে ফেলতে পারে।'

পাওলোস্কিদের বাড়ির কাছে ঝোপের ধারে আমরা আলাদা হয়ে যাবার আগে আমি যখন আর একবার ওর উত্তরটা সংক্ষেপে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিলাম, তখন যে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে ওর মনে অনিশ্চয়তা থাকলে সাধারণতঃ যা বলে থাকে তাই বলল এবং সাফল্য সম্বন্ধে একটুও আশার কথা শোনাল না ; 'ছাখো, ওগুলো আমার ব্যাপার নয়।'

তারপর যেন আমাকে নিছক সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলল, 'যদি কেউ আসে, পালাতে পারবে না।'

আমি তখন লিডার কথা চিন্তা করছিলাম। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই পাওলোস্কি "আমাদের কাজের" একটি অঙ্গ এবং তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য যে বেতার যন্ত্রটি আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটা নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে ওকে জড়ানোর কোন প্রমাণ এখনও পাই নি। কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেত ব্যবহারকারী এই প্রেরক যন্ত্রটাই আমাদের দলের প্রধান বিচাযবস্তু, আমাদের সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্র বিন্দু, আর ঠিক এই কথাটিই আমি মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছিলাম না।

৩৩। ওদের ওপর নজর রাখতেই হবে…

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কা শহরটাকে যেন আচ্ছন্ন করে তুলতে চেষ্টা করছিল, প্রতি মুহূর্তে আরও ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরছে। রাস্তাঘাট শান্ত, নির্জন এবং সমস্ত শহরটি যেন ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

নিষ্প্রদীপ সংক্রান্ত বিধি-নিয়মগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এখানে মেনে চলা হয়, কোথাও এক চিলতে আলোর চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। প্রথম সন্ধ্যার অন্ধকার এতো গাঢ় হয়ে এসেছে যে বাড়ির ছায়াময় কালো আকৃতি ছাড়া দূরের কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। ছোট্ট সেতুটা পার হয়ে আন্দ্রেই বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল ঝোপটার

পেছনে, শেষে গেট থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে মাঠের মধ্যে শুয়ে নজর রাখতে লাগল।

এই খুব সুবিধাজনক জায়গায় ভাল করে গুছিয়ে বসার পরেই কে যেন বাড়িটা থেকে বেরিয়ে বেড়ার পেছনে বাগানের মধ্যে ঘুরতে লাগল, অনেক চেষ্টা করেও আন্দ্রেই ওটা বুঝতে পারল না।

তারপর বাড়ির দিক থেকে একটা বিরাট বিড়াল আলতো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আন্দ্রেই যে ঝোপের পাশে শুয়েছিল সেখানে এল, তারপর সবুজ চোখ মেলে কয়েক মিনিট দেখল তাকে, অন্ধকারের মধ্যে ওর চোখগুলো বিশ্রীভাবে জলজল করছিল। তারপর হঠাৎ দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে ফিরে গেল। 'আমাকে দেখে গিয়ে এবার বোধ হয় খবর দেবে' আন্দ্রেই মনে মনে হেসে উঠল, তারপর আপন মনেই বলল, 'ভাগ্য ভাল ওটা কুকুর নয়।'

হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথার ওপরে গাছের পাতাগুলো শিরশিরিয়ে উঠল, হাওয়াটা চলে যেতেই আবার সব শান্ত। পরের মিনিটে বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটি নেমে এল। ফোঁটাগুলো বেশ বড় আর ভারি মটর দানার মত, প্রথমে একটু পরে পরে পড়ছিল, তারপর ঝর ঝর করে পড়তে লাগল ঘাসের ওপর, আন্দ্রেইয়ের বর্ষাতির আর গাছের পাতার ওপর। দূরে সাপের জিভের মত বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, তারপরেই শুরু হল ঝড়ের দাপট।

বর্ষাতিটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেও হাঁটু থেকে তলা পর্যন্ত খোলা রয়ে গেল। আর সেখানটা সঙ্গে সঙ্গে ভিজে গেল। ইতিমধ্যে ঝড় পুরো মাত্রায় বইতে শুরু করেছে। আকাশের বিস্তীর্ণ বুক চীরে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠছে, মুহূর্তের জন্যে সারা জায়গাটা আলোয় ভরে উঠে আবার আগের চেয়ে গাঢ় তমসায় ডুবে যাচ্ছে বজ্রাঘাতে পৃথিবী শিহরিত হয়ে ওঠার আগে। লোহার পাতের মত নেমে আসছে বর্ষার ধারা, যেন স্বর্গের কোন বিশাল ট্যাংকের তলাটা খসে গেছে আর তার ভেতরকার সব কিছু সজোরে আছড়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকে।

দেখতে দেখতে আন্দ্রেইয়ের বর্ষাতি ভিজে ঢোল হয়ে উঠল এবং সব পরিধেয় বস্ত্রেরও একই অবস্থা। তার প্যান্ট, বাঁকা টুপি, এমন কি বুট জুতোর মধ্যেও কোন্ ফাঁকে জল সেঁধিয়ে গেছে। দিনের বেলার দাবদাহে যে কষ্ট পেয়েছিল তার স্মৃতি ইতিমধ্যে মন থেকে মুছে গেছে, সারা শরীর ঠাণ্ডায় সেঁতিয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি করতে শুরু করেছে

এবং সারা শরীর উঠছে কেঁপে কেঁপে। নিজেকে সাবধান করে দিল আন্দ্রেই—'একটা জিনিসও যেন নজর না এড়ায় অবস্থা যাইহোক না কেন, একেবারেই হাল ছাড়বে না।' স্মোলেনস্কে তামাস্তসেভের যা হয়েছিল সেটা মনে পড়ে গেল তার।

গত শীতকালে স্মোলেনস্ক পুনরুদ্ধার করার পর, ওদের ওপর ভার পড়েছিল শহরের একটা বিশেষ বাড়ির ওপর নজর রাখার। সদর দপ্তরে পাওয়া খবর অনুসারে ঐ বাড়ির একটা ফ্ল্যাটকে জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্ত ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। নজর রাখার ভার যেবার তামাস্তসেভের ওপর পড়েছিল ও ঠিক করল উঠানের মাঝখানের একটি পুরনো অব্যবহৃত পায়খানাকেই ও ব্যবহার করবে লুকিয়ে থাকার জায়গা হিসেবে। সূর্য ওঠার আগেই ওর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তামাস্তসেভ এবং যার জায়গায় পাহারা দিতে এসেছিল তাকে ছেড়ে দিল চলে যাবার জন্যে, তবে ওকে বলে দিয়েছিল চলে যাবার আগে ও যেন বাইরে থেকে তালা দিয়ে তক্তা মেরে চলে যায় যাতে আগের মতই দেখতে লাগে।

সেদিন প্রায় কুড়ি ডিগ্রির মত ঠাণ্ডা পড়েছিল। একবার এক পায়ে দাঁড়িয়ে, অন্যবার অন্যপায়ে···এইভাবে নিজেকে গরম রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল পুরনো আর জীর্ণ পায়খানাটা মাঝে মাঝে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করছে, একটুতেই দুলছে, আর ভয়ও আছে যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাছাড়া বাইরে এমন ফাঁকা কখনই যাচ্ছিল না, যখন কেউ না কেউ যাতায়াত করছে না; সব সময়েই লোকের চলাচল ওখান দিয়ে।

ধরা পড়ার ভয়ে পুরো দশ ঘন্টা চুপ করে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল তামাস্তসেভ। গোপন ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্য সম্বন্ধে অবশ্যই কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল না এবং কথা উঠলেই ঐ ব্যাপারটাকে তামাস্তসেভ হেসে উড়িয়ে দিত, যদিও তার পরিণতিটা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পরে পায়ে এত বিশ্রী ধরনের তুষার প্রদাহ হয়েছিল যে প্রায় দুমাস সামরিক হাসপাতালে থাকতে বাধ্য হয়, একটা পা তো প্রায় কেটে বাদ দেওয়ার মত হয়েছিল।

কিছুক্ষণের জন্যে ঝড়টা একটু কমে এসেছিল আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে পুঞ্জীভূত ক্রোধ নিয়ে। নিষ্প্রদীপের নিয়মকানুনগুলো

বেপরোয়ার মত উপেক্ষা করে মুহু'মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল. মাথার ওপর অবিরামভাবে কান কালা করে দেবার মত করে বাজ পড়ছিল।

মনে হচ্ছিল প্রকৃতির এই ঐকতানের যেন অবসান ঘটবে না কোনদিন। অথচ রাত ৯টার পর যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ ঝড় বন্ধ হয়ে গেল। ঝড়টা সরে গেল দক্ষিণ দিকে, আকাশে অবশ্য তখনও একটি তারা দেখা যাচ্ছে না। শহরের ওপর বৃষ্টির হালকা এক আস্তরণ তখনও নেমে আসা বন্ধ করে নি। খুব দূরে মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তাতেই অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিস্নাত বাড়ি আর বেড়াগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঐ ধরনের একটা বিদ্যুৎ ঝলসানির আলোতে আন্দ্রেই বর্ষাতি পরা একটি মূর্তিকে দেখতে পেল বৃষ্টির মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে তার দিকে এগিয়ে আসছে, আবার সেই মূর্তিটিকে অন্ধকার গ্রাস করে নিল। আন্দ্রেইয়ের মনে হল ওটা পাভেল ছাড়া আর কেউ নয়. তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। জঙ্গলে থাকাকালীন নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেওয়া বিশেষ সংকেত ছিল, কিন্তু সেটা কি এখানে এই শহরে ব্যবহার করা চলবে? প্রায় পুরো দশ মিনিট পরে, অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে যখন পাভেল প্রায় আন্দ্রেইয়ের খুব কাছে এসে পড়েছে তখন ও সাহস করে আস্তে আস্তে ডাকল।

'আচ্ছা. সব ঠিকঠাক চলছে তো? ওরা কি বাড়িতেই আছে?' প্রথমেই এই প্রশ্ন করল পাভেল।

কথা বলার সময় যাতে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি না হয়. তাই বিড বিড করে আন্দ্রেই বলল. 'হ্যাঁ। কেউ বাইরে আসে নি।'

'চমৎকার···তাহলে সবকিছু ঠিকই আছে', স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পাভেল, বর্ষাতিটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে। তারপর আন্দ্রেইয়ের পাশে ভিজে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

ওর ঘড়ির জ্বলজ্বলে কাঁটাগুলো জানিয়ে দিল রাত তখন পৌনে দশটা। ঠাণ্ডা বাতাস আর ভিজে মাটির ওপর সারারাত এভাবে কাঁপতে কাঁপতে কাটাতে হবে না নিশ্চয়ই? রাতভর বাড়িটার ওপর নজর রাখার যে কোন মানে হয় না এ সম্বন্ধে সন্দেহ দানা পাকতে লাগল তার মনে।

সময় যেন ভীষণ মন্থর গতিতে এগোচ্ছে এবং আন্দ্রেইয়ের মনে হল পথের মধ্যে সময় যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘড়িটা কানে

লাগিয়ে দেখল সত্যি সত্যিই থেমে গেছে কিনা. না, টিক্ টিক শব্দটি যেন আরও জোরে জোরে হচ্ছে, আর একবার সে তাকাল অন্ধকারের দিকে। করুণভাবে ও চিন্তা করতে শুরু করল. 'এটাকেই আমি নোংরা একচোখোমি বলি। ওরা বেশ সুখে বাড়ির মধ্যে বসে আর আমরা অকারণে এখানে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।'

তিন হাত দূরে পাভেল নিশ্চল হয়ে শুয়েছিল. ঝোপের ওধারটায়। বিদ্যুৎ চমকাতেই আন্দ্রেই পাভেলের মুখটা দেখতে পেল. গালের হাড়গুলো ভীষণ উঁচু. বর্ষাতির টুপিটা চোখ পর্যন্ত নামানো

একটা সময়ে আন্দ্রেইয়ের সহ্যের সীমা ভেঙে গেল এবং সে তার ঠোঁটে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল খুব ভীরুভাবে : 'ক...কমরেড ক্যাপ্টেন।'

সামান্য একটু নড়ে উঠল পাভেল. ফিস ফিস করে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার ?'

'কি মনে হয় তোমার. কেউ কি বাইরে আসবে ?'

'আমার মনে হয় নজর রেখে চলাই আমাদের উচিত', পাভেল বলল, আন্দ্রেইয়ের মনে হল প্রশ্নটা না করলেই ভাল ছিল।

'কি...কিন্তু সকালের আগে বাইরে যাওয়া তো নিষিদ্ধ. নিজের আগের প্রশ্নটিকে সমর্থন করার জন্যে বলল সে।

'গতকাল রাতে তুমিও তো বাইরে ছিলে এবং ঘুরেও বেরিয়েছিলে. কেউ তো তোমায় আটকায় নি, আটকেছিল কি ? বরং বৃষ্টিটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারে, কেউ থেমে থাকবে না। তুমি একটু গা-টা গরম করে নাও বরং.' পাভেল বলল, 'তবে শুধু চুপ করে থাক. আর উঠো না।'

গা গরম করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবার পর আন্দ্রেই চিৎ হয়ে শুয়ে বর্ষাতির মধ্যে যত জোরে জোরে সম্ভব হাত-পা নাড়াতে লাগল, তবে শরীর গরম আদৌ হল না।

হঠাৎ ওর ঘাড় চেপে ধরে পাভেল বলে উঠল 'চুপ।' বাড়িটা থেকে এক ফালি হলুদ আলোর আভাস পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্যও হয়ে গেল। কিন্তু ঐ মুহূর্তের মধ্যেই পাভেল বৃষ্টির হাল্কা আস্তরণের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল আধখোলা দরজা দিয়ে দুটি লোক বেরিয়ে আসছে বাইরে।

পাভেল শক্ত করে হাত চেপে ধরল আন্দ্রেইয়ের। তিন কদম দূরেও

কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবুও ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সেই অন্ধকার ভেদ করে কিছু না কিছু দেখার। শুধু পা ফেলার শব্দ আর আলাপের টুকরো টুকরো কথা শুনতে পাচ্ছিল। কেউ যেন বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গেটের দিকে যাচ্ছে। পাভেল এতো জোরে আন্দ্রেইয়ের হাত চেপে ধরেছে যে ব্যথা করছে। পায়ের শব্দ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে।

'সময় পাবে তুমি। ট্রেনটা ছাড়তে এখনও একঘন্টা আছে'. পুরুষের শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'খুব সম্ভব আমি মাল গাড়িতে যাব'. অন্য জনের গলায় পোলিশ ভাষার টানটা সুস্পষ্ট।

গেটটা কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে উঠল।

'আশা করি ঠিকমত পৌঁছে যাবে ওখানে।'

'দো উইদজেনিয়া।'*

পর মুহূর্তে আবার বিদ্যুৎ চমকালো, ঝিলিকটা মিলিয়ে যেতে একটু সময় লাগল, তারই ফাঁকে দেখা গেল বেড়ার ভেতরের দিকে একজন বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে, অন্য জন গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। শেষোক্ত জন বেঁটে মোটা, ক্যানভাসের বর্ষাতি গায়ে এবং কালো টুপি; হাঁটবার সময় হাতের লাঠিটা দিয়ে রাস্তার কিনারাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করছে; বর্ষাতির কলারটা তুলে দিয়েছে।

পাভেল ফিসফিস করে বলল আন্দ্রেইকে. 'ওর পিছু নাও।' স্টেশন পর্যন্ত. ঐভাবে যাবে, তারপর ও ট্রেনে চড়লে ওর কাগজপত্র পরীক্ষা করাবেই করাবে। স্টেশনমাস্টারের ঘরে ছুটে গিয়ে আমার নাম করে বলবে কাগজপত্র পরীক্ষা করতে, শুধু ঐ লোকটার নয়, ঐ কামরার সবারই। জানতেই হবে লোকটি কে। একটা উপযুক্ত অজুহাত খুঁজে নিতে বলবে, গণ্ডগোল যেন না হয় অকারণে। মনে হচ্ছে লোকটি পোল্যাণ্ডের এবং রেলে চাকরি করে। সাবধান থাকবে! যাও বেরিয়ে পড়ো!'

আন্দ্রেই উঠে পড়ল, তারপর সেই অজানা অচেনা মানুষটিকে অনুসরণ করতে থাকল। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগল আন্দ্রেই: ওর ভিজে কোট আর প্যান্ট গায়ের সঙ্গে সেঁটে

---

* বিদায় (*পোলিশ ভাষায়*)—*লেখক*

আছে, আর ভিজে বুটের মধ্যে জল প্যাচ প্যাচ করতে লাগল। প্রত্যেকবার বিদ্যুৎ চমকালেই ও প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে লক্ষ্য করছিল, ক্যানভাসের বর্ষাতি পরা লোকটি হেঁটে চলেছে, তখনও প্রায় পঞ্চাশ গজ আগে, একবারও ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকায় নি লোকটা।

এক সময়ে আন্দ্রেই শুনতে পেল লোকটি পোলিশ ভাষায় জোরে জোরে গালাগাল দিচ্ছে, হয়ত হোঁচট খেয়ে বা পড়ে গিয়ে; তারপর মনে হল অচেনা মানুষটির পায়ের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। ও এগিয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে আন্দ্রেই পা পিছলে পড়ে গেল। হাত তুলে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও নালার মধ্যে পড়ে গেল। গালের ডান দিকের হাড় আর কপালে চোট লাগল, ঠাণ্ডা চট চটে কাদা লেগে গেল মুখে। আপন মনে রাত আর বিশ্রী আবহাওয়াকে অভিসম্পাত দিতে দিতে ও অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটি জায়গায় গেল যেখানে সামান্য জল আছে। মুখ ধুয়ে জামার হাতায় মুছে নিল।

বৃষ্টি প্রায় থেমে এসেছে এবং সামনের দিকে কোত্থেকে যেন স্টীম ইঞ্জিনের হুইসলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ব্যস ঐটুকুই। পায়ের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে কী যেন শোনার চেষ্টা করল আন্দ্রেই, তারপর চিন্তান্বিত হয়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগল।

আকাশে মেঘের ফাটলের আড়াল থেকে চাঁদ উঁকি মারছে, এখন রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোর ছায়া ছায়া রূপরেখাটি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ সামনে কে যেন পা টেনে টেনে চলছে তার শব্দ শোনা গেল, ডান ধারে একটু আগে। আন্দ্রেই মনে মনে চমকে উঠল "পাশের কোন রাস্তায় বোধহয় নেমে গিয়েছিল ও।" মোড়ের কাছে পৌঁছে যে দিক দিয়ে শব্দটা আসছিল সেই ডানদিকে এগোল আন্দ্রেই। যথা সম্ভব শব্দ না করে প্রায় পাঁচ মিনিট হাঁটল। সামনের লোকটির কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্যে ও মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে তার "শিকারের" পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করছিল আন্দ্রেই।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতেই বড় ওভারকোট পরা একটা বিরাট মূর্তিকে দেখে ভয় পেয়ে উঠল সে, তারপর ছুটে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্টেশনে যা...যাব কি করে।'

পরিষ্কার মেয়েলি গলায় উত্তর এল, 'সোজা চলে যান।'

মহিলা!

'আপনি কে?' হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল আন্দ্রেই, কোন উত্তর না পাওয়াতে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এত রাতে বাইরে কেন আপনি?'

'তা নিয়ে আপনার কি দরকার?'

আমার জানা দরকার, আমি একজন অফিসার।'

'এবং আমি একজন সার্জেন্ট-মেজর!' মহিলা টর্চ ফেললেন আন্দ্রেইয়ের মুখের ওপর। ওঁর ডান হাতে একটি পিস্তল।

'হায় ভগবান, আপনি যে দেখছি কাদায় একেবারে মাখামাখি করে ফেলেছেন', বেশ মজাই পেয়েছেন যেন মহিলা বললেন, 'আগে এগিয়ে যান।'

'আগে···আগে কেন?'

'অপরিচিত লোক রাতে আমার পেছন পেছন হাঁটুক এটি আমি পছন্দ করি না। এগোন, তাড়াতাড়ি করুন', মহিলা বেশ মেজাজের মাথায় হুকুম করলেন। "তা না হলে আজকে আর ট্রেন ধরতে পারব না!"

৩৪। লেফটেনান্ট আন্দ্রেই ব্লিনভ

স্টেশনে কয়েকটি ট্রেন দাঁড়িয়েছিল, তবে একটি মাত্র যাত্রীবাহী ট্রেন প্রায় ছাড়ার মুখে, যাবে মিনস্ক আর গ্রোদনো।

অচেনা মানুষটি সৈন্যবাহী ট্রেনে করে পালাবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আন্দ্রেই প্রথমে যাত্রীবাহী ট্রেনটি দেখে নেওয়া ঠিক করল। এরই মধ্যে ইঞ্জিন এসে গেছে। রাস্তার কলে মাথা-মুখ কোট থেকে কাদা ভাল করে ধুয়ে নিল আন্দ্রেই, এবার কাজ শুরু।

যাত্রীবাহী ট্রেনে কোন আলো ছিল না। আন্দ্রেইয়ের ভাগ্য ভাল মেঘের ফাঁক থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল, ফলে ট্রেনের লোকগুলোর মুখ পর্যন্ত দেখতে তার অসুবিধে হচ্ছিল না। সবকটা বাঙ্ক প্রায় ভর্তি, তবে তত যাত্রী নেই - শুধু বসা নয় তলার দিকের বাঙ্কে শোবার পর্যন্ত জায়গা আছে।

'খুঁজে বের করতেই হবে লোকটিকে। করতেই হবে!' প্রথম কামরার সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল আন্দ্রেই;

পাগলের মত দেখে যাচ্ছে প্রতিটি যাত্রীর মুখ। গাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ১১ আর ১০ নম্বর কামরা পার হয়ে ৯ নম্বর কামরার কাছে যাওয়া মাত্র আন্দ্রেই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ক্যানভাসের বর্ষাতি গায়ে দেওয়া লোকটার ঘাড়ে। দ্বিতীয় কামরার করিডরে আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়েছিল লোকটা, চাঁদের আলোয় চিনতে একটুও কষ্ট হয় নি। না থেমে এগিয়ে চলল আন্দ্রেই. কিন্তু ঐ সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই তার রেল কর্মচারীর টুপির ওপর ক্রশ করা হাতুড়ির প্রতীকটা দেখে নিল; বর্ষাতির কলারটা তোলা, এমন কি লোকটির বিরাট মাংসল মুখটাও চোখে পড়ল। হাতে অবশ্য এখন আর লাঠিটা নেই এবং যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে আন্দ্রেইয়ের মনে হল লোকটা মধ্যের বাঙ্কটা দখল করার চেষ্টায় আছে, ওটা এখনও ফাঁকা।

উত্তেজিত আন্দ্রেই মনে মনে চিন্তা করল—'এই লোকটাই। সেই হবে নিশ্চয়ই। এবার দেখতে হবে লোকটি কে? ৯ নম্বর কামরা।' ঘড়ি দেখল আন্দ্রেই, গাড়িটা ছাড়তে মাত্র এগার মিনিট বাকী।

স্টেশনমাস্টারের অফিস বলতে লাইনের পাশে কাঠের মোটা খুঁটির কাছে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর। স্টেশন মাস্টার একজন ক্যাপ্টেন, বয়স হয়েছে, রঙটা গাঢ়, চুলটা সামনের চাঁদির দিকে সাদা হয়ে গেছে, গালে কাটা দাগ। এর আগে আন্দ্রেই তাঁকে দেখেছে দুবার। একটি বড় লেখার টেবিলের সামনে বসেছিলেন, টেবিলে প্যারাফিনের আলো, টেবিলের অর্ধেকটা জোড়া একটি নকশাতে নোট বই থেকে দেখে দেখে কি যেন টুকছেন। বাঁ দিকে একটি সোফার ওপর বসে আছেন একজন সিনিয়র লেফটেনান্ট, সোফার রঙটা এখন আর চেনা যাচ্ছে না: বুকের ওপর নেমে এসেছে মাথাটা এবং খুব আস্তে আস্তে নাক ডাকছে তাঁর। লেফটেনান্টের লাল টুপিটা দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি কমাণ্ডান্টের অফিসের অফিসার।

স্যালুট করতে করতে আন্দ্রেই বলল, 'ক…কমরেড ক্যাপ্টেন যদি অনুমতি দেন…।'

'দাঁড়ান, এক মিনিট', মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন স্টেশন মাস্টার, মেজাজটা প্রসন্ন নয়, বোধ হয় হিসাবে কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছিল। নোট বইটির পাতা উল্টে চললেন বেশ উত্তেজিতভাবে, চেয়ারেও যেন ঠিকমত বসতে পারছেন না, ভারী অস্বস্তি। বেশ বিরক্ত হয়ে প্রশ্নের

মত করে বললেও সেটিকে হুকুমই মনে হল, 'একটা মিনিট অপেক্ষা করা নিশ্চয়ই যায়।'

মুহূর্তের জন্যে আন্দ্রেই অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। উর্দির কোটটা জায়গায় জায়গায় পিঠের সঙ্গে সেঁটে গেছে, সেগুলো ছাড়াল আন্দ্রেই, গালের হাড়টার ফোলা জায়গায়, কপালে হাত বোলাল এবং তারপর ঘড়িতে নজর পড়তেই দেখে ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি 'অ···অপেক্ষা করতে পারব না', বেখাপ্পাভাবে চেঁচিয়ে উঠল আন্দ্রেই।

'কী···ই···!' আশ্চর্য হয়ে চোখ তুলে স্টেশনমাস্টার তাকালেন আন্দ্রেইয়ের দিকে। 'কি চাও?' প্রায় ভিজে যাওয়া সুমাস' পাশটা টেবিলের ওপর রেখে আন্দ্রেই সংক্ষেপে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল, কথার পিঠে কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, তবে পাভেলের নাম তারই মধ্যে দুবার উচ্চারণ করে নিয়েছে।

'শুধু ৯ নম্বর কামরা।' স্টেশনমাস্টার ভাল করে জেনে নিলেন। 'নিকিতিন!' লেফটেনান্টটি ঘুমোচ্ছে, তাই সাড়া দিল না।

'নিকিতিন!' স্টেশনমাস্টার গর্জে উঠলেন, 'কুঁড়ের বাদশা, ওকে জাগাও তো?'

অনেক কষ্ট করে সিনিয়র লেফটেনান্টটি মাথা তুললেন। ভ্রূ কুচকে আর চোখ রগড়ে ঘুম ঘুম চোখে তাকাল আন্দ্রেইয়ের দিকে। বেঁটে খাটো যুবক: বয়স তেইশের বেশি হতে পারে না।

স্টেশনমাস্টার হুকুম জারী করলেন, 'নিকিতিন, দুজন পাহারাদার সঙ্গে নিয়ে গ্রোদনো যাবার ট্রেনের ৯ নম্বর কামরার যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে এস। একজন যাত্রীর পরিচয় আমরা জানতে চাই। বুঝেছ? সাবধানে কাজ করবে। এই লেফটেনান্ট ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে তোমাকে। তোমরা দুজনে কামরার দুদিক থেকে এগোবে?' ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে স্টেশনমাস্টার বলে যেতে লাগলেন, 'যেকোন মুহূর্তে গাড়ি অল-ক্লিয়ার পেয়ে যাবে—তাড়াতাড়ি কর। পরিস্থিতি খুব খারাপ বুঝলে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত গাড়িটিকে আটকাতে পারো, তার বেশি নয় কিন্তু।'

শব্দ করে হাই তুলতে তুলতে নিকিতিন হাঁটতে শুরু করল আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে, অফিস থেকে বেরিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি কোন্ বিভাগের? আঃ—, পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগ···গুপ্তচরের কাজ কর, তাই না?' সমঝদারের মত

হাসতে হাসতে মন্তব্য করল লেফটেনান্টটি, আন্দ্রেইয়ের ভিজে কাদামাখা উর্দির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে। 'এমন কি ব্যাপার যে সারারাত এভাবে ছুটতে হয়েছে?' বেশ দরদ দিয়েই বলল কথাটা, অথচ বেশ বিরক্ত হয়েছে সেটাও বোঝা গেল।

দুজন পাহারাদার সার্জেন্টকে নিয়ে তারা কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটার কামরাগুলো ওদের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে, গতি ক্রমশঃ বাড়ছে ট্রেনের।

'আরে ঐ তো গ্রোদনো ট্রেনটা চলে যাচ্ছে', দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটিকে দেখালো নিকিতিন!

'এসো আমার সঙ্গে', ট্রেনের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল আন্দ্রেই। চলমান একটি কামরায় সিঁড়ির ওপর লাফিয়ে উঠে পড়ে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে করিডরে ঢুকে পড়ল আন্দ্রেই, মাথায় রুমাল বাঁধা এক মহিলার সঙ্গে ধাক্কাও খেলো বেশ জোরে। মহিলা ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। অন্ধকারের মধ্যেই অ্যালার্ম সিগন্যালের চেনটা ধরে প্রাণপণে টেনে ধরল আন্দ্রেই।

দুম করে ট্রেনটা থেমে যেতেই কামরার মধ্যে কি যেন পড়ল, চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল, তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছিল একটি বাচ্চা ছেলের কান্না। এসবে কান নেই কিন্তু আন্দ্রেইয়ের। ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেবে ও ছুটল ৯ নম্বর কামরার দিকে।

কি হয়েছে দেখবার জন্যে ছুটে এসেছে ট্রেনের গার্ড, নিকিতিন তাকে বোঝাতে ব্যস্ত, সেই অবসরে আন্দ্রেই পৌঁছে গেছে ৯ নম্বর কামরায়। সেই রেল কর্মচারীটি ঐ গাড়িতেই বসে, তবে বর্ষাতি আর টুপিটা শুধু খুলে রেখেছে। আন্দ্রেই স্থির করল নিজেকে আড়ালে রেখে নিকিতিনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবে কামরার এক প্রান্ত থেকে কাগজপত্র পরীক্ষা করা শুরু করতে।

বেশির ভাগই যাত্রী অসামরিক কর্মী। ট্রেন হঠাৎ থেমে যাওয়াতে ওরা ঘাবড়ে গেছে এবং সম্ভাব্য কারণ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু করেছে। নানারকম মতামত প্রকাশ করছে সবাই। পাহারাদার সার্জেন্টটি টর্চ ধরে সাহায্য করছে আন্দ্রেইকে কাগজপত্র পরীক্ষা করার ব্যাপারে এবং আন্দ্রেই একেবারে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাগজপত্র দেখছে এবং

তার চেয়েও যান্ত্রিক সুরে গতানুগতিক প্রশ্নগুলো করে চলছে: 'কোথায় যাচ্ছেন? কোথেকে আসছেন? পাশটি কোথেকে দেওয়া হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি।' তবে ওর মন পড়ে আছে কামরার উল্টো দিকে।

কোন অধিকারে সে সকলের কাগজপত্র দেখছে এ প্রশ্ন কেউ করল না। তৃতীয় কামরা পর্যন্ত চলে গেছে আন্দ্রেই তখন ট্রেনটি হঠাৎ চলতে শুরু করল। নিকিতিন চেঁচিয়ে উঠল, লেফটেনান্ট, চলুন নামা যাক।'

কাজ শেষ হয়ে গেছে বুঝে আন্দ্রেইও পাহারাদারের সঙ্গে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

'...ওর পাশ, ওর রেলের ওয়ারেন্ট সব ঠিক আছে', নিকিতিন যখন স্টেশন মাস্টারকে কথাগুলো বলছিল, তখন ওখানে এল আন্দ্রেই, 'ওকে পাঠান হয়েছিল কোতেলনিচ স্টেশন থেকে এবং ও ফিরে যাচ্ছে তার নতুন কর্মস্থল গ্রোদনোতে। সঙ্গে বৌ আর দুটি বাচ্চা আছে।'

'কি বলছ তুমি বৌ...বাচ্চা...?' হতভম্ব হয়ে মাঝ পথে বাধা দিয়ে বলে উঠল আন্দ্রেই, 'হতেই পারে না!'

'হ্যাঁ, দ্বিতীয় কামরায় যে লোকটিকে দেখিয়েছিলেন, একটু বেঁটে মোটা মতন। ঐ ত একমাত্র রেলকর্মচারী।'

'ও কি পোল্যাণ্ডের লোক?'

'পোল্যাণ্ড?' নিকিতিন হো হো করে হেসে উঠল, 'ওর দেশ ভিয়াৎকা—আর একজন ইভান আর কি।'

স্টেশন মাস্টার কঠিন গলায় বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও এক মিনিট, তোমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হচ্ছে। লোকটির নাম জানতে পেরেছ?'

'নিশ্চয়ই! শিশকভ, ফিওদোর আলেক্সিয়েভিচ, বয়েস আটচল্লিশ, জন্মস্থান জুইয়েভকা, ভিয়াৎকা প্রদেশ। ওরা মিনস্ক থেকে গাড়িতে উঠেছে, গার্ডও তাই বললো। গরম জল নেবার জন্যে শুধু স্টেশনে নেমেছিল।'

* * *

আন্দ্রেইয়ের কাহিনী শুনে পাভেল বলল, 'স্টেশন যাবার পথেই ও তোমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।' আবার দুজনে ভিজে ঘাসের ওপরে শুয়ে আছে, তখনও আলো ফোটে নি।

'ট্রেনে অন্য কাউকে দেখেছিল…হয়ত ওরই মত দেখতে', পাভেলের গলায় বিষাদ, 'তোমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল… ।'

৩৫। এটা পরিষ্কার করতেই হবে

আন্দ্রেইকে নজর রাখতে বলে পাভেল লরীতে চেপে ছুটল বিমান ঘাটির দিকে; পাশের একটি রাস্তায় সারা রাত লরীতে শুয়েছিল খিঝনিয়াক।

ঠাণ্ডা তুলোর সেঁক দেবার মত ভিজে পোশাকটা পাভেলের গায়ে সেঁটে বসেছিল। সারা রাত এত ঠাণ্ডা লেগেছে তার যে এখন কাঁপুনি দিচ্ছে, জ্বর এসেছে মনে হয়। একটু দৌড়ে গা গরম করে নিলে ভাল হত, কিন্তু তার সময় নেই।

তখনো শহরের ঘুম ভাঙ্গে নি। বিমান ঘাটিতে যাবার পুরো পথে পাভেলের সঙ্গে দেখা হল চারজন সৈন্য,—একজনও অসামরিক কর্মচারী নয়—সামনের কাঁচের ওপর রাত্রে চলার পাশ আটকান দুটো লরী।

বেল্টবিহীন উর্দির কোট পরে পলিয়াকভ বসেছিল, বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তার অফিসের একটি টেবিলের সমেনে, কলারের বোতামটি আলগা করা, নিজের সদর দপ্তরের ওটাই ওর অভ্যেস, একটা কাগজের ওপর আপন মনে কি যেন লিখছিল। পাভেলের অভিবাদনের উত্তরে মাথা তুলে পর্দা ঘেরা ঘরের আবছা আলোতে পাভেলকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল; তারপর কিছুটা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'হ্যালো… বোসো।'

'ওরা বাড়িতেই আছে', পাভেল খবরটি দিল।

'তোমার ঠাণ্ডা লাগছে?'

'না কাঁপলে হয়ত এতক্ষণে জমে কাঠ হয়ে যেতাম', ঠাট্টার সুরে বলল পাভেল।

'এই নাও, একটু গা গরম করে নাও', বন্দীদের কাছ থেকে জবরদখল করা একটা গোলাপী রঙের থার্মোফ্লাস্ক ঠেলে দিল তার দিকে, ফ্লাস্কটির গায়ে ব্যাভেরিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুন্দর ছবি অাঁকা, সদর দপ্তরের সবাই ওটা জানে, আর একটা রোল নাও…।'

ফ্লাস্ক থেকে কড়া সুগন্ধী চা ঢালল গ্লাসে। নিজের বিশেষ পদ্ধতিতে লেফটেনান্ট কর্ণেল স্বহস্তে তৈরী করেছে ঐ চা। একটি ছোট টেবিলের সামনের চেয়ারে বসল পাভেল, মুখে এক টুকরো বড় চিনির ডেলা, বেশ আয়েস করে গরম চা মুখে নিল সে।

পলিয়াকভের সামনে একটা কাগজে প্রায় দশ লাইন কি যেন লেখা ছিল। নানা জায়গায় ঢ্যারা দিয়ে কাটা, নতুন শব্দ ঢোকানো হয়েছে, নীল পেন্সিলে দুটো জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এক নজর তাকিয়ে নিল পাভেল কাগজটার দিকে, ধরে নিল যে ঐ বেতার খেলার ব্যাপারে ব্যবহৃত প্রেরকযন্ত্রের একটার জন্যে কিছু বক্তব্য লেখা আছে ওতে। ওটা এতোই গোপনীয় ব্যাপার যে পাভেল দ্বিতীয়বার তাকাল না ওর দিকে।

পাভেল জানে ঐ ধরনের মূল বয়ানের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি কমার জন্যে মস্কোর সম্মতি চাই এবং তাতে যদি বাস্তব সম্মত মিথ্যা সংবাদ থাকে তবে তার জন্য জেনারেল স্টাফের সম্মতি চাই, যদিও চিন্তা করার এবং মূল বয়ানটা রচনা করার এবং নিজের সার্বিক দায়িত্বের ভারটাও পলিয়াকভের। এরকম অসময়ে এখানে আসার জন্যে মনে মনে অনুশোচনা করল পাভেল।

যেকোন পরিস্থিতিতে মনঃসংযোগ করার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্যে পলিয়াকভকে মনে মনে সব সময়ে প্রশংসা করত পাভেল। সেদিনও ওই বিশেষ মুহূর্তে দ্বিতীয় চিন্তা ও সংশোধনীতে ভরা লাইনগুলো তার মনটাকে পুরো মাত্রায় দখল করে রেখেছিল।

একটু ইতস্তত: করে পাভেল একটা প্লেটে ছোট একটি রোল তুলে নিল, এক নজরেই বুঝতে পারল ওটা এসেছে অফিসারদের ক্যান্টিন থেকে। এতো খিদে পেয়েছিল তার যে ঐ ধরনের দশটি রোল ও খেয়ে নিতে পারে, বেশিতেও আপত্তি হবে না। ওর স্ত্রীও এই ধরনের মিষ্টি রোল তৈরি করতে পারে, তবে বাড়িতে ওটা তৈরী করা হয় ইঁটের তৈরী উনুনে সেঁকে, গ্যাসের উনুনে নয়; বাড়িরগুলোও গমের আটায় হয়, তবে বাড়িতে পেষা আটায়, কলে পেষানো গমে নয়। তবে বাড়ির তৈরী রোলগুলো এর চেয়ে অনেক সুস্বাদু, বিশেষ করে টক দই দিয়ে খেতে।

ওর মনে পড়ে গেল বসন্ত কিংবা শরৎকালে মাঠের কাজ সেরে ও যখন সন্ধ্যের মুখে হৃদয়ের উত্তাপে ভরা তার ছোট্ট বাড়ির কোলে ফিরে আসত, ওর মেয়ে খুশিতে চেঁচাত খাবার টেবিলে বসার আগে, সেই অতি পরিচিত

বাঁধাকপির ঝোল, গরম প্যানকেক, নোনতা মাসরুম আর কভাস...সব কিছুই যেন অস্পষ্ট অজানা স্বপ্নের জগতের কথা বলে মনে হচ্ছে।

'ওরা আবার কালকেও বেতারে খবর পাঠিয়েছে', হঠাৎ ঠাণ্ডা গলায় ঘোষণা করল পলিয়াকভ।

'কোথায়?' চমকে উঠল পাভেল, রোলটা আর একটু হলে গলায় আটকে যেত।

'শিলোভিচি জঙ্গলের কুড়ি থেকে তিরিশ মাইল পূর্ব দিকে', পলিয়াকভ মুখ তুলে তাকাল, পাভেলের মনে হল যে সে এখন ঐ পলাতক প্রেরক-যন্ত্রটার ওপর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে, 'একটা চলমান বেতার কেন্দ্র থেকে সঙ্কেতটা পাঠান হচ্ছিল, খুব সম্ভব কোন গাড়ির ওপর বসান ছিল যন্ত্রটা। ব্যাপারটি বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে কারণ গতদিনের মধ্যে একটাও গাড়ি চুরি যায় নি।'

'মূল বয়ানটার পাঠোদ্ধার কি করা হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল পাভেল।

'এখনও না, তার সঙ্কেতটা পাল্টে পাল্টে ব্যবহার করছে। ওটা খেয়ে নিয়ে আরও একটু চা ঢেলে নাও।'

'ধন্যবাদ। কখন ওরা সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল?'

'১ :২০ থেকে ১৭:৪৫ এর মধ্যে।'

পাভেল বলল, 'ঐ সময়ে শহরে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের ওপর আমরা নজর রেখেছিলাম।'

সে ক্ষেত্রে তাদের নিশ্চয়ই খুব জবরদস্ত অজুহাত আছে। এদিকে ওদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর আমাদের কাছে এসে গেছে। বেশি সময় নেয় নি, না? উত্তরটি এসেছে লিড়াতে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে সেনাপতির নামে। আশ্চর্য...।'

'এবারে ও অনেক এগিয়ে যাবে!' তামান্তসেভের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা চিন্তা করে পাভেল একটু বিষাদগ্রস্ত হয়ে উঠল। তামান্তসেভের "প্রস্তুতার" ফলেই যে এটা হয়েছে তার জন্যে প্রশংসা করল যতটুকু দরকার তা না হলে আরও অন্ততঃ চব্বিশ ঘন্টা লেগে যেত উত্তর পেতে।

ফাইল থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে পলিয়াকভ পড়ল, "ক্যাপ্টেন নিকোলায়েভ আর লেফটেনান্ট সেন্তসভ, যাদের কার্যকলাপের

ওপর আপনার লোকেরা বর্তমানে নজর রাখছে, তারা এখন ৩১৫১ নং ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে তাদের পাঠান হয়েছে লিডা অঞ্চলে স্টাফ ক্যান্টিনের জন্য খাবার-দাবার জোগাড় করে আনার বিশেষ দায়িত্বভার দিয়ে।" (তাহলে দেখছ খামারে যে তারা গিয়েছিল সেটার পিছনে যথেষ্ট বৈধযুক্তি আছে, পলিয়াকভ মন্তব্য করল)। ঐ দুজন সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহজনক তথ্য আমাদের কাছে নেই।"

উত্তেজিত হয়ে পাভেল বিড় বিড় করে বলে উঠল, 'গোটা একটা দিন আমরা অকারণে তাহলে বরবাদ করেছি।'

পলিয়াকভ কৈফিয়েৎ দেবার ভঙ্গীতে বলল, 'আমাকে এখন গ্রোদনো যেতে হবে এবং সদরদপ্তরে ফিরতে রাত হয়ে যেতে পারে। পরে মনে করে ফোন কোর। প্রথম আরগতকালের সংবাদটার পাঠোদ্ধার করা মূল বয়ানটার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। দিনে পরে একবার ঘুরে যেও হয়ত কোন খবর থাকতে পারে তোমার জন্যে।'

'ওরা ওদের সম্বন্ধে যা বলছে হয়ত ওরা তারা নয়? হয়ত ওদের দলে চারজন আছে এবং চলা-কালে সংবাদ পাঠানোর কাজটি বোধ হয় গতকাল অন্য দুজন করেছিল। এসব জিনিস পরিষ্কার হওয়া দরকার। কাল ভালভাবে খুটিয়ে ওদের কাগজপত্র দেখব', কথাটি বলে পাভেল পলিয়াকভের দিকে তাকাল তার অনুমোদনের জন্যে, কিন্তু সে তখন আবার অাঁকিবুকি কাটতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তখন পাভেল আবার বলল, 'নিজেদের এলাকা ছাড়া যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদবর্তী অঞ্চল থেকে কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করা বেআইনী। যে কাজ দিয়ে ওদের লিডা পাঠান হয়েছিল সে সম্বন্ধে ওরা কি উত্তর আমায় দেবে ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি? কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে কাউকে পাকড়াও করব আমি এবং "মুখ রক্ষার জন্যে" প্রতিবেশীদের বাড়িতেও ঢুকব।'

পলিয়াকভ এবার মুখ তুলল, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু এর জন্যে বেশি সময় নষ্ট কর না।'

৩৬। পাভেল আলিওখিন

কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে একজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম ৬নং উইজউলেনিয়ের স্ট্রীটের বাড়ির মালিকদের সঙ্গে দেখা করতে, ভদ্র মহিলার নাম *পানি* গ্রোলিনস্কা। যে অফিসারটিকে

সঙ্গে নিয়েছিলাম তার প্রথম যৌবনকাল অনেকদিন আগেই পার হয়ে এসেছে, মাথায় একগাছিও চুল নেই, অথচ দারুণ কাজের ক্যাপ্টেন, একটা কথা দুবার বলতে হয় নি কখনও। পোলিশ ভাষা অনর্গল বলতে পারে এবং এ ধরনের কাজ আগেও কয়েকবার ভালভাবে উতরে দিয়েছে; আমার সঙ্গে আচরণটা ও যদি অধীনস্থের মত না করত তাহলে ওর সঙ্গে কাজ করে যাকে সত্যিকারের আনন্দ বলা যায় তাই পেতাম।

অন্যদের মনে সন্দেহ না জাগাবার জন্যে আমরা আশে-পাশের সবকটি প্রায় দশ-এগারটি বাড়িতে গেলাম, কমাণ্ডান্টের রেজিস্টার অনুসারে যদিও তার মধ্যে মাত্র তিনটি বাড়িতে সৈনিক বিভাগের লোকেরা থাকে। প্রত্যেক বারের মত এবারও আমাদের অভিযানের গোপন দিকটা—বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে অনেক সময় লেগে গেল।

ভোরের সূর্য বাড়ির ছাদ, গাছের পাতা আর অসংখ্য ঘাসের মাথায় শিশির বিন্দুর ওপর প্রতিফলিত হয়ে ঝকমক করছিল, কিন্তু সূর্য তখনও তাপ ছড়াতে শুরু করে নি। রাস্তার শেষপ্রান্তে, খালের ওপারে ভিজে চোরকাঁটা গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়েছিল আন্দ্রেই। নিজেকে ভালভাবেই আড়াল করে রাখতে পেরেছে সে। ঐ দিকে চারবার তাকিয়ে ছিলাম কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় ও লুকিয়েছিল ধরতে পারি নি।

গত রাতের মত আজকেও তামান্তসেভের কথা মনে পড়ে গেল। এখানে আমাদের সত্যিকারের তেমন কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না, অথচ ওকে এক বিপজ্জনক খদ্দেরের মুখোমুখি হতে হবে, তাছাড়া পাওলোস্কি নিজেও ত চলে আসতে পারে। তামান্তসেভের কথা না ভেবে থাকতে পারছিলাম না আমি; আবার এটিও ভাবছিলাম আমাদের আত্মগোপন করে ওৎ পেতে থাকার জায়গাটি সম্বন্ধে নির্বাচনটি ভুল করিনি তো? আমরা ভুল জায়গায় যাই নি তো?

ষাট বছর বয়সের তুলনায় *পানি* গ্রোলিনস্কাকে বেশ কম বয়সী এবং হাসিখুশি মহিলা মনে হচ্ছিল এবং খুব সকালেই বাড়ির কাজ নিয়ে মেতে উঠেছেন দেখলাম, মেঝের সতরঞ্চিগুলো মেলে দিয়েছেন বাগানের বেড়ার গায়ে, আর এবার পেটাতে শুরু করবেন।

আমরা অভিবাদন জানালাম, ক্যাপ্টেন ওঁকে জানালেন যে আমরা আসছি কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে সৈনাদের থাকবার জন্যে জায়গা খোঁজার

কাজ নিয়ে ; এবং আমরা জানতে চাই *পানি* গ্রোলিনস্কার বাড়িতে কোন সৈন্য রাখা হয়েছে কি না।

'হ্যাঁ', বেশ সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন মহিলা।

'কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে এর জন্যে পারমিট আছে ত আপনার? মানে ঐ সংক্রান্ত কাগজপত্র?' আমরা দুজনে প্রায় একই সঙ্গে কথা বলে উঠলুম।

'ভিতরে আসুন।'

হেসে ভেতরে যেতে বললেন আমাদের। ওঁর বাড়িতে ঢুকতে যাবার আগে পাশের বাড়ির তরকারির বাগানে একজন বয়স্কা মহিলাকে কাজ করতে দেখলাম, পোলিশ ভাষায় মনের ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন বিড় বিড় করে। আমাদের দেখে কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ওঁর চোখের তারা বেশ বড় আর ফ্যাকাশে রঙের, বেশ বিরক্তি সহকারেই তাকালেন আমাদের দিকে এবং আগের থেকেও জোরে জোরে মনের রাগ প্রকাশ করতে লাগলেন।

পানি গ্রোলিনস্কার সঙ্গে একটি ঘরে এসে ঢুকলাম আমরা, সেকেলে আমলের ভাল জাতের আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি করে নজরে পড়ল তা হল এই যে এখানকার সবকিছুই এমন কি রান্নাঘরটি পর্যন্ত ঝকঝকে পরিষ্কার।

একটি ড্রয়ার থেকে একটুকরো কাগজ বের করে আমাদের দিলেন, কমাণ্ডান্টের অফিসের শীলমোহর দেওয়া একটি কাগজ। ক্যাপ্টেন ওটা দেখে আমার হাতে দিল।

ওপরের লাইনে নাম লেখা : ক্যাপ্টেন নিকোলাইয়েভ আর লেফটেনান্ট সেন্তসভ।

'মাঝ রাতে এই পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়েছে', ক্যাপ্টেন আমাকে দেখাল।

'ওরা এখন কোথায়?' প্রশ্নটি করে আমি দরজার মধ্যে দিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকালাম।

আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আসল বা নকল নিকোলাইয়েভ এবং সেন্তসভ আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে। এত চমৎকার সকালে ৮টা পর্যন্ত নিশ্চয়ই তারা ঘুমোবে না।

'অফিসারেরা ? তাঁরা ত চলে গেছেন ?'

এ যেন ভরা ডুবি হয়ে গেল।

'কি বলছেন আপনি, চলে গেছে ?' আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করলাম। তার মানে যে দেড ঘন্টা আমি এখানে ছিলাম না, তারই মধ্যে চলে গেছে, কিন্তু তাহলে তো আন্দ্রেইয়ের উচিত ওদের অনুসরণ করা...নির্জন রাস্তায় সে কাজটা তো খুবই কঠিন এবং বিপজ্জনক। 'ওরা কখন গেছে ?'

'রাতেই।'

এটা নিছক গল্প ! গেট থেকে মাত্র দশ গজ দূরে আমরা ছিলাম। একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে, কিছুতেই তো ওরা আমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না।

পানি গ্রোলিনস্কা বলতে শুরু করল যে সন্ধ্যের পরেই অফিসাররা চলে গেছেন এবং ওঁরা চলে যাবার পরই ঘরটি পরিষ্কার করেছেন উনি।

ওঁরা অন্য একটি বাড়িতে গেছেন (গত জুলাইতে ওই বাড়িতে একবার ছিলেন ওঁরা) কারণ এখানে কোন চালাঘর নেই যেখানে অফিসাররা তাঁদের গবাদি পশু রাখতে পারেন। অথচ ওটা তাঁদের দরকার। ঐ অফিসাররা নিজেদের ইউনিটের জন্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন সর্বক্ষণ. সারা জেলায় ঘুরে ঘুরে ভেড়া আর শূয়োর কিনতেন ; গতকাল সন্ধ্যের পর একটি লরীর আসার কথা ছিল যাতে গ্রাম থেকে যা কিছু সংগ্রহ করা যাবে তা লিডায় এনে গাড়িতে করে ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। *পানি* গ্রোলিনস্কা আমাদের জানাতে ভুললেন না যে, ভাল জাতের শিকারী কুকুর ছাড়া আর কোন জানোয়ার উনি বাড়িতে রাখেন না—কুকুরের ওপর তার স্বামীর পক্ষপাতিত্ব আছে। অফিসাররা চলে যাবার পর ঘরটি পরিষ্কার করে রেখেছেন বলেছিলেন উনি, সেই ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন, দুটো বিছানা সুন্দর করে পাতা; জানালায় ফুল—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আদর্শ রূপটির প্রতীক যেন এই ঘর।

মহিলার পক্ষে চুম করে ভেড়া আর শূয়োর কেনার গল্পটি তৈরী করা সম্ভব ছিল না (প্রসঙ্গতঃ, প্রকৃত নিকোলাইয়েভ আর সেন্তসভকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে এটি একেবারে মিলে গেছে)। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মহিলা তাঁর অতিথিদের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন

সেই কথাই বলছিলেন আমাদের কাছে। এখন একটিমাত্র প্রশ্ন হল এই যে লোক দুটি নিজেদের আসল কাজটাকে গোপন করার জন্যে মহিলাকে ঐ ধরনের বানানো কাহিনী বলেছিল, না মহিলা সত্যি কথাই বলছেন।

এরকম বেশ কিছু ঘটনা আমার চোখে পড়েছে যখন যুদ্ধ সীমান্তের কাছে শত্রুর গুপ্তচরা সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য পেঁৗছে দেবার কাজের লোক আর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সবরকম কাজ করার ভূমিকা নিত। নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা তাদের ঘোরাফেরা ও গুপ্তচর বৃত্তির পক্ষে চমৎকার ছদ্ম আবরণের কাজ করত।

গত বছরের একটি ঘটনা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। ধরা-পড়া বেতার সংবাদ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে একদল জার্মান গোয়েন্দাদের সন্ধানে ফিরছিলাম আমরা. যাদের সন্দেহ করছিলাম তাদের কাগজপত্র আর জিনিসপত্রের মধ্যে কোন কিছুই সন্দেহজনক পাওয়া গেল না। খবর নিয়ে জানলাম ঐ অফিসাররা ঐ বিশেষ ইউনিটেই কাজ করছে এবং একটি বিশেষ কাজের ভার নিয়ে "ঐ বিশেষ এলাকাতেই" গেছে ৯ দিন আগে।

ঐ উত্তরটিকে আক্ষরিক অর্থে যে আমরা মেনে নিই নি তাতে আমাদের ভালই হয়েছিল। কারণ পরে দেখা গিয়েছিল যে ঘাঁটি ছেড়ে বেরোবার দ্বিতীয় দিনেই ঐ ইউনিটের সত্যিকারের অফিসাররা খুন হয়ে যায়। ওদের মৃতদেহ পুঁতে দেয় বরফের তলায় এবং যে দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিল সে সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সমেত কাগজপত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল বিনা ঝঞ্ঝাটে. সন্দেহ-বশতঃ ঐ তিনজনকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত। (পরিচয়পত্র, র‍্যাশনের বই, কাপড় জামার কুপন তারা নিজেরাই পূরণ করে নিয়েছিল জার্মানদের দেওয়া বাড়তি কাগজপত্র দিয়ে)।

বেশির ভাগ বয়স্ক পোলান্ডবাসীদের মতই পানি গ্রোলিনস্কা ভাল রুশ ভাষা বলেন এবং কি বলতে যাচ্ছেন সেটি ভাববার জন্যে বা ভাষাটি তৈরী করার জন্যে একটুও সময় নষ্ট করতে হচ্ছিল না তাঁকে। বেশ মর্যাদা নিয়েই আর মিষ্টি করে কথা বলছিলেন মহিলা। সাদাসিধে গাঢ় রঙের পোশাকের ওপর হাল্কা অ্যাপ্রণ চাপিয়ে ছিপছিপে শরীর আর চটপটে ভাবের জন্যে বয়সের তুলনায় তাঁকে অনেক কম, প্রায় স্কুলের মেয়েদের মত লাগছিল। তাঁর প্রসন্ন মুখমণ্ডলে অহঙ্কার আর কোমল ভাবের ছাপ।

কমাণ্ডান্টের অফিসে যাবার আগে গিয়েছিলাম স্থানীয় মিলিশিয়ার

অফিসে, ভাগ্য সুপ্রসন্নই ছিল বলা যায় আমার মাঝে মাঝে যেমন হয় আর কি। কর্তব্যরত সহকারী অফিসারটি একজন লেফটেনান্ট, বেশ বয়স হয়ে গেছে এবং সে ঐ এলাকারই পুলিশ যার মধ্যে টইজোলেনিয়ে স্ট্রীটটা পড়ে এবং যেখানে শুধু মোটামুটি দু-চারটি খবরে সন্তুষ্ট থাকার কথা সেখানে তার বদলে ঐ সকালেই পেয়ে গেলাম এবং বাড়ির মালিক সম্বন্ধে সবরকম তথ্য, অবশ্য যতটুকু স্থানীয় মিলিশিয়া বাহিনীর জানার কথা।

স্তেফানিয়া গ্রোলিনস্কা জন্মেছেন ১৮৮৩ সালে বিয়ালি স্টোকে. অবস্থাপন্ন জমিদার বংশের অপেক্ষাকৃত নীচু পর্যায়ে তার জন্ম, মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং পেশায় পোশাক নির্মাতা। যুদ্ধের আগে উনি একটি ছোট পোশাক তৈরীর দোকান চালাতেন, যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম সপ্তাহেই ওটা পুড়ে যায়। দেশ শত্রু কবলিত থাকাকালীন উনি লিডায় থাকতেন এবং পোশাক তৈরী করেই উপার্জন করতেন। স্বামী ওঁর চেয়ে দশ বা বারো বছরের ছোট, এ ব্যাপারে বেশ বিস্তারিত বর্ণনা দিল পুলিশের লোকটি এবং বিশেষ জোর দিয়েই বলল কথাগুলো।

যে বড় ঘরে বসে আমরা কথা বলছিলাম তার দেওয়ালে কয়েকটা ফটোগ্রাফ টাঙ্গানো ছিল। ছবির লোকগুলোর মুখ, বিশেষ করে তিনজনের মুখ ভাল করে চিনে রাখলাম। মুখে দৃঢ়তার ছাপ এবং বেশ কর্তৃত্বব্যঞ্জক চেহারার এক বৃদ্ধ কনুইয়ে ভর দিয়ে নদীর উঁচু পাড়ে আধশোয়া অবস্থায় ছবি তুলিয়েছেন ; ওঁকে চিনতে কষ্ট হল না। পিলসুদস্কি, যাঁকে এই বাড়ির মালিক বয়স্কা পোল মহিলা জাতীয় বীরপুরুষ বলে যে মনে করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্য ফটোতে বেশ সপ্রতিভ এক পুরুষ, ছোট গোঁফ এবং তেলাচুল, শিকারীর পোশাকে সদ্য শিকার করা একটি বন্য বরাহের পাশে দাঁড়িয়ে, হাতে বন্দুক, গলায় ঝোলান কার্তুজের মালা। আত্মসুখী ফুলবাবুর মত মুখভাব—আমার মনে হল ইনিই মহিলার স্বামী তাদেউসজ গ্রোলিনস্কি। পাশের ফটো দুটোতে একজন বিষাদগ্রস্ত তরুণের ছবি, বোঝাই যাচ্ছে এটি হল ছেলের ছবি, যে জার্মানদের অধিকার থাকা ওয়ারশ-এর কাছে কোথাও গুপ্ত বাহিনীতে কাজ করছে বলে শোনা যায়।

পানি গ্রোলিনস্কা যে পিলসুদস্কির ফটো রাখতে ভয় পান নি ; তা দেখে আমার বিশ্বাসই দৃঢ় হল যে মহিলা মিথ্যে কথা বলছেন না। খালি একটা

কথা বুঝতে পারছিলাম না আমাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে নিকোলায়েভ আর সেস্তসভ পালাল কি করে।

পানি গ্রোলিনস্কা শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারেন এবং বেশ হাসিখুশি মহিলা। এই সুন্দরী, অতি ভদ্রস্বভাবের মহিলা, এককালে নিশ্চয়ই উনি অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন, তাঁর স্বামী যে কি করে জেলখানার ওয়ার্ডার হলেন তা ভেবে পাচ্ছিলাম না, যে ভদ্রলোক স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে ছিলেন অতি অল্প শিক্ষিত ও বুদ্ধিহীন। মদ খাওয়া আর শিকার করা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগতো না তা'র। অথচ এই পান তাদেউসজ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে প্রাণ দেন; একটা হাত বোমা নিয়ে উনি নাকি জার্মানদের ট্যাঙ্কের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং স্থানীয় লোকেরা তাঁকে বীর নায়কের মর্যাদা দিয়ে আসছে তারপর থেকে, মিলিশিয়ার পুলিশটি অন্তত: তাই বলেছিল।

'সাধারণত: কোন ঘরে আপনি এই অফিসারদের থাকতে দেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'এখানে···আসুন, ভেতরে আসুন···।'

একটু আগে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে এমন একটি ঘরে আমরা ঢুকলাম। বিছানায় পরিষ্কার পাটভাঙ্গা চাদর। বাইরে বেড়ার ওপরে যে কার্পেটগুলো ঝুলছে, সেগুলো এই ঘরেরই। টেবিলের অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরো দূরের কথা ছাই বা এক কণা ধুলো পর্যন্ত নেই। দুজন মানুষ যে এখানে থেকে গেছে তার চিহ্নমাত্র নেই।

এদিকে পাশের বাগানে যে বয়স্কা মহিলাটি কাজ করছিলেন, আমরা যে ঘরে এসেছি তার জানলার ঠিক তলাতেই, আবার নতুন উদ্যমে মনের রাগ প্রকাশ করছিলেন, রাস্তা দিয়ে একজন প্রতিবেশীকে যেতে দেখে তার উদ্দেশ্যে পোল ভাষায় চিৎকার করে কি যেন বলতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন কথাবার্তাগুলো শোনার চেষ্টা করে আমার দিকে সতর্কভাবে তাকালেন। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু আমি একবর্ণ বুঝতে পারলাম না।

ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে একটু হেসে *পানি* গ্রোলিনস্কা জানালার ধারে গিয়ে পোল ভাষায় (যেটা আমি পরে জেনেছিলাম) বললেন, 'একটু শান্ত হোন দয়া করে। এক ঘন্টারও বেশি হয়ে গেল আপনি এক নাগাড়ে

কাজ করে চলেছেন তুচ্ছ একটি ব্যাপার নিয়ে।' আবার আমাদের দিকে তাকালেন ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে।

ইতিমধ্যে এক নজরে ঘরটা দেখে নিয়ে আমি বললাম, 'এ ঘরে দুজনের যে ভালভাবে চলে যায় এবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।'

লোক দেখানোর জন্যে একটি সরকারী খাতায় লেখার ভান করে ক্যাপ্টেনও আমার কথায় সায় দিলেন, 'ঠিকই তো। এখানে কখনো আমরা দুজনের বেশি লোক পাঠাই নি। ঘরটা পরিষ্কার আর বেশ আলো বাতাস আছে একথা আমি লিখে নিলাম। ঘরটি কত বড়?'

'বারো আর নয়', বাড়ির কর্ত্রী উত্তর দিলেন।

পাশের বাগানের বৃদ্ধাটি তখনও অভিসম্পাত দিয়ে চলেছেন, আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম তাঁর দিকে।

হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে *পানি* গ্রোলিনস্কা বললেন, 'কিভাবে উনি চেঁচাচ্ছেন শুনুন।'

'ব্যাপারটা কি?' প্রশ্ন করলাম।

'কিছুই নয়। ওঁরা তো আর চোর-ডাকাত নয়, লাল ফৌজের অফিসার ছিলেন। বুড়ী বলছেন ওঁরা নাকি ওঁর তরকারীর বাগান পায়ে দলে পিষে দিয়ে গেছে, কিন্তু তাতে তো আর চরম সর্বনাশ হয়ে যায় নি ওঁর। রাত্রে তো ভীষণ অন্ধকার ছিল!'

'ও তাহলে ওঁরা ওই মহিলার বাগানের মধ্যে দিয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ। মধ্যে দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হয়। তার জন্যে আমায় দোষ দেওয়া কেন? ওঁরা হলেন ফৌজের লোক, ওঁরা ভালই বোঝেন কি করা উচিত!'

* * *

আমার জিভের ডগায় তখন শতেক প্রশ্ন। তখন ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল কমাণ্ডান্টের অফিসে সেন্তসভ আর নিকোলাইয়েভ নামে সত্যি সত্যিই কারা আছে এবং বর্তমানে তারা কোথায় আছে; সেই সঙ্গে পেতে চাইছে এই বাড়িতে তাদের আচরণ আর কথাবার্তার পূর্ণ বিবরণ এবং কেনই বা তারা পাশের বাড়ির বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল এবং সবশেষে

ক্যানভাসের বর্ষাতি গায়ে সেই রেলকর্মচারীটির পরিচয় জানতেও খুব উৎসুক আমি। জানতে ইচ্ছে করছিল কেন ও এসেছিল, এখন কোথায় গেছে এবং তার সঙ্গে এই অফিসার দুজনের সম্পর্কই বা কি।

এছাড়াও আরও অনেক কিছু আমার জানতে এবং *নিপা* গ্রোলিনস্কার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজেকে আমি বেশ সংযত করে রেখে ছিলাম এবং কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে আসা একজন অফিসারের ঠিক যেটুকু প্রশ্ন করা উচিত তাই করছিলাম এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষা করে নিচ্ছিলাম সাধারণ নাগরিকদের বাড়িতে সামরিক কর্মচারীদের থাকবার ব্যবস্থা করার জন্য যে-সব নিয়ম মানা উচিত সেগুলো মানা হয়েছিল কি না।

তারপর বাড়িটি থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা—ক্যাপ্টেনের পর প্রধান ঘরটির চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে এসেছি—যা দেখেছি, যা শুনেছি তাই নিয়ে চিন্তা করছিলাম—হঠাৎ উত্তেজনায় বুকের হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেল রান্নাঘরের কথাটি মনে পড়তেই—ময়লা ফেলার পাত্রের পাশে আজে বাজে জিনিস ফেলার একটা চ্যাপ্টা বাক্স ছিল, তার মধ্যে দলা পাকান খানিকটা সেলোফেন কাগজ। এই সেলোফেন কাগজ যেন আমার ভীষণ পরিচিত...

৩৭। তামান্তসেভ

সারা রাত পাহারা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চয়ই কোন সুখকর কাজ নয় এবং সময়ও যেন কাটতে চাইছিল না। সেদিন সন্ধ্যার গোড়াতেই আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছিলাম কাপড়-জামা শুকোবার বা গা গরম করে নেবার কোন উপায় ছিল না। অসহায় কুকুর ছানার মত ঝোপের মধ্যে বসে সারারাত শুধু হিহি করে কেঁপে কাটিয়ে দিলাম।

আলো ফুটতে শুরু করলে আমরা নিঃশব্দে গেলাম পাওলোস্কিদের বাড়িতে। বাড়টি বেশ মজবুত, আর একটি বিরাট চিলেকোঠা আছে। এখন তক্তা মেরে বাড়িটি বন্ধ করা এবং জুলিয়া আন্তোনিয়ুকের ছোট্ট বাড়িটি এখান থেকে প্রায় একশ গজ দূরে। চিলে ছাদ থেকে এই বাড়িতে আসার সব পথ ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম এবং মহিলার সঙ্গে যদি

কেউ দেখা করতে আসে তবে আমাদের নজরে সে পড়বেই। ছাদের আড়ায় উদিগুলো শুকোতে দিয়ে কয়েকটি ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুইয়ে পড়ল ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভ। আমি তখন তক্তা মেরে বন্ধ করা চিলেকোঠার জানলার ফাঁক দিয়ে বাইনোকুলারের সাহায্যে দেখতে লাগলাম।

জুলিয়া আন্তোনিয়ুকের ছোট্ট বাড়িটি তখন আমার চোখের সামনে হাতের তালুর মত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এর চেয়ে সুবিধাজনক জায়গা পাওয়া কঠিন। আমি স্থির করলাম যে দিনের আলো থাকা পর্যন্ত আমরা এখানে থাকব, তারপর অন্ধকার হলে মহিলাটির বাড়ির আরও কাছে চলে যাবো এবং বাড়ির দুপাশে যে ঝোপ দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে আশ্রয় নেব।

দুপুর পর্যন্ত নজর রাখলাম আমি। বাড়ির খুঁটিনাটি কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখলাম জুলিয়াকে—কিছু ছেঁড়া খোঁড়া ভেড়ার চামড়া ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন, মরচে পড়া একটি কাটারি দিয়ে কাঠ কাটলেন, কাটারিটা ওঁর পক্ষে বেশ ভারী। তারপর একটা ঝুড়ি নিয়ে পাওলোস্কির তরকারী বাগানে গিয়ে কিছু আলু খুঁড়ে নিয়ে এলেন ; বেশির ভাগ আলু আগেই হয় সুইরিডরা বা জোফিয়া বাসিয়াদা বা অন্য কেউ তুলে নিয়ে গেছে। রাত একটু বেশি হলে নিজেদের জন্যে এক ঝুড়ি তুলে নেবো ভাবলাম। অসুবিধে একটাই সেদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা সঙ্গে নেই।

লক্ষ্য করে দেখলাম জুলিয়ার পোশাক বেশ জরাজীর্ণ এবং তাঁর মুখে নিরানন্দের ছাপ, কিন্তু অত দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল মহিলা বেশ সুন্দর, ফিগারটি বেশ ভাল এবং চলতি কথায় যাকে বলে "মন টানে"।

জুলিয়ার মেয়েটি বেশ প্রাণবন্ত, এখনও ভাল করে হাঁটতে শেখে নি, একেবারে বেপরোয়া আর অত্যন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। ছোট্ট বাড়িটার দরজার কাছে ও খেলছিল, আপন মনে গান করতে করতে, মাঝে মাঝে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছিল। যে কারণেই ও অস্থির হয়ে উঠুক না কেন একটুও বেসামাল হচ্ছিল না কখনো। এখানে মাছির কামড় খাচ্ছি আমরা, ওখানেও ত মাছি আছে, কথাটি ভেবে বেশ কষ্ট হচ্ছিল আমার। মাটির মেঝেওলা ঐ ধরনের ছোট বাড়িগুলোতে মশা-মাছি ত থিক থিক করে ; জুলিয়ার গৃহস্থালীতে ঠিক দারিদ্র্যের কোন ছাপ নেই, তবে বাড়িতে একটিও জন্তু জানোয়ার না থাকায়, এমন কি বেড়াল বা মুরগীছানাও না থাকার ফলে কেমন যেন প্রাণহীন মনে হচ্ছিল বাড়িটিকে। জুলিয়ার জন্যে আমার দুঃখ

হতে লাগল। ঐ ধরনের একটা বাচ্চা ঘাড়ে নিয়ে জীবন যে আদৌ স্বচ্ছন্দ হতে পারে না এত জানা কথা। বাইনোকুলার দিয়ে মেয়েটার মুখটিকে ভাল করে দেখলাম, মনে হল জার্মানের মেয়ে হতে পারে, তার কারণ ফটোতে দেখা পাওলোস্কির সঙ্গে মেয়েটির মুখের কোন মিল নেই।

আরও তিনশো গজ দূরে একটু ডান ধারে দেখতে পেলাম সুইরিডদের বাড়ি এবং কুঁজোটিকে ওর মাকে আর স্ত্রীকে দেখলাম বাইনোকুলারের মধ্যে দিয়ে। কুঁজোর মুখে কঠোরতা আর অসুখীর ভাব পরিস্ফুট এবং ওর বাড়ির লোক ওকে ভয় পায় মনে হল। সকাল বেলাতেই ও কিছু কাঠের কাজ নিয়ে বসে গেছে, চালার তলায় বসে কি যেন পেটাচ্ছে—কাঠ আর ধাতুর ঠোকাঠুকির শব্দ আমি এখান থেকে পাচ্ছি—তারপর ও ঘোড়াটাকে সাজালো, গাড়িতে লাঙল চাপিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

তার একটু পরেই সুইরিডের স্ত্রী একটা মাটির পাত্র আর সাদা কাপড়ে জড়ানো কি একটা জিনিস নিয়ে জুলিয়ার বাড়ি গেলো। খুব কম সময়ের জন্যে সেখানে থেকে আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এল। লক্ষ্য করলাম বোনের বাড়ি যাবার সময় দুবার আড় চোখে পিছন দিকে তাকাল এবং জুলিয়ার বাড়ি থেকে ফেরার সময় চোখের জল মুছছিল।

দুপুর বেলায় ফোমচেঙ্কোকে তুলে বললাম পাহারা দিতে এবং আমাকে যেন তুলে দেয় বিকেল চারটের সময়। তারপর আমি ঐ বিছানার মতো যা ওরা তৈরী করেছিল তার ওপর শুয়ে পড়লাম।

কিছু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে তারই প্রতীক্ষাতে আমাদের হবে কয়েকটা দিন, সপ্তাহও লেগে যেতে পারে এবং আমাদের কাজ হল অবিরাম নজর রেখে যাওয়া। অনেকটা মাছ ধরার মতো ব্যাপার—জানো না কখন এসে মাছ ঠোকরাবে। এবারে আমার ধারণা হয়েছিল আদৌ ঠোকরাবে কিনা।

আর একটি ঘটনা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল যে গোয়েন্দাদের দলটার সন্ধান আমরা করে বেড়াচ্ছি পাওলোস্কি সত্যি সত্যই সেই দলের কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। ও ছিল সম্পূর্ণ একটা গৌণ ব্যাপার। অবশ্য বর্তমানে আমাদের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে তাকে গ্রেপ্তার করার এবং তাই করতে গেলে আমরা হাতের কাজ থেকে যে দূরে সরে যেতে পারি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিগগীরই আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে কে.এ.ও. আহ্বান সংকেত বিশিষ্ট বেতার প্রেরক যন্ত্র সম্বন্ধে, "ক্রাভৎসভ" সম্বন্ধে এবং

"লেখ্য প্রমাণক" সম্বন্ধে এবং তারপর কীভাবে যে বকুনি খেতে হবে তাও জানি।

আমি জোর করে বিষয়মুখী হবার চেষ্টা করলাম...কিন্তু...কেনই বা এখানে আসবে? জুলিয়া সম্বন্ধে পাভেলের ধারণাটাকে মানতে রাজী নই আমি। বরাবরের মত এবারেও ও "মানবিক দিকটার" ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে এই নিয়ে তিন বছর হল আমি ছত্রীবাহিনীর গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি; কোণঠাসা হলে ওরা মরীয়া হয়ে লড়াই করে, কিন্তু অতীতের স্মৃতি সম্বন্ধে ওদের কখনো খুব বেশি আবেগ-চঞ্চল হতে দেখি নি। ওরা নিজেদের মাকে কুপিয়ে কাটতে পারে, কিন্তু আমাদের বর্তমান পরিকল্পনাটি গড়ে উঠেছে তার নিজের বাবা, একটি শিশু (শুধু কি তাই অজানা পিতৃত্বের সন্তান) এবং সর্বোপরি একটি নারী সম্বন্ধে তার উদ্বেগের ওপর ভিত্তি করে। দূর, কাব্য করার নিকুচি করেছে। অন্য কিছু বাদ দিলেও যেকোন জায়গায় পাওলোস্কি মহিলার নাগাল পেতে পারে, এই খামার বাড়িতেই আসতে হবে তেমন কোন কথা নেই—এটা অবশ্য কোন সমস্যাই নয়।

এসব প্রশ্ন করা আমাদের কাজ নয়। যাই হোক না কেন, আমাদের শুধু নির্দেশের মত এগিয়ে যেতে হবে।

৩৮। লেফটেনান্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ

গ্রোদনোতে অনেকগুলো কাজ করার ছিল, তার মধ্যে চুরি যাওয়া ডজ লরী আর তার ড্রাইভারের খুন হওয়ার ব্যাপারটা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তবুও এই ঘটনাটির ওপরেই সে তার সব মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল। তার কারণ অংশতঃ এই যে মোটরবাহী ব্যাটালিয়ানটিকে শহরেই বাইরে মোতায়েন করে রাখা হয়েছিল।

সকাল বেলায় বেতার-দূরভাষে সদর দপ্তরের সঙ্গে কথা বলার সময়েই ও লরীটার কথা শুনেছিল এবং যুদ্ধ সীমান্তে ও যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে গত ২৪ ঘন্টায় যা যা ঘটেছে তাও জানানো হয়েছিল তাকে।

এই কাজের দায়িত্ব ও তার যেকোন অধঃস্তন কর্মচারীকে দিতে পারত,

কিন্তু যেহেতু পাভেলের দলটা ৬ দিন হল স্তুলবৎসির কাছে জঙ্গলে উক্ত গাড়িটার চাকার দাগ আবিষ্কার করেছিল এবং ঐ ধরনের গাড়ির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ আছে পলিয়াকভের তাই সে নিজেই এই ভারটা নিল।

ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ডারটি একজন মোটাসোটা লালচুলওলা মেজর, নেপোলিয়ানের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে এবং অশ্বারোহী বাহিনীদের মত আস্ত্রাখান টুপি পরা বেশ সপ্রতিভ একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন মোটরবাহী সৈন্যদলের অধিনায়ক—এঁরা দুজনেই যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তর থেকে আসা এই লেফটেনান্ট কর্ণেলকে হঠাৎ আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। একটি গাড়ির কাছে ওকে নিয়ে যাওয়া হল, এ গাড়িটা অন্য গাড়িগুলোর থেকে আলাদাভাবে দাঁড় করানো, যেন এখুনি এটাকে পরীক্ষা করা হবে। মেকানিক হিসেবে নিযুক্ত একজন সার্জেন্ট মেজর দৌড়ে এল মেজরের ডাক শুনে, সার্জেন্ট-মেজরটি মুখে অসংখ্য কাটা দাগ; ওর সঙ্গে এল স্থানীয় পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধি একজন সিনিয়র লেফটেনান্ট, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ, দাড়ী কামাবার পর যে সুগন্ধী মাখে তার কিংবা অ ডি-কোলনের গন্ধ আসছিল তার গা থেকে।

'গাড়ি ঠিক আছে, ট্যাঙ্কে প্রায় চার গ্যালন পেট্রোলও আছে', কোম্পানী কমাণ্ডার পলিয়াকভকে বুঝিয়ে দিল।

'কে এটা খুঁজে পেয়েছে এবং কখন?'

'স্থানীয় লোকেরা…খুব সম্ভব খবরটি ওরা পেয়েছিল লিডা থেকে। আমরা ডাক পেয়েছি গতকাল কমাণ্ডান্টের দপ্তর থেকে।

আসনের গদিগুলো তুলে পরীক্ষা করতে করতে পলিয়াকভ প্রশ্ন করে চলেছিল: 'কে এনেছে এখানে?'

'এখানকার সর্জেন্ট-মেজর।'

সার্জেন্ট-মেজরের দিকে তাকাতেই সে অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো।

'স্বাভাবিক দাঁড়াও। এবারে যা জান সব বল—কেন এবং কোথায় ইত্যাদি।'

স্পষ্ট করে বলার জন্যে বেশ সচেষ্টভাবে সার্জেন্ট মেজর বলতে শুরু করল, ওর সামনের কয়েকটি দাঁত নেই আর জিভেতেও কোন গণ্ডগোল আছে বলে মনে হয়। বেশ কষ্ট হচ্ছিল যেন কথা বলতে, একটু আধো

আধো সুরে কথা বলছিল। ফলে অস্বস্তিতে ও একটু লজ্জাও পাচ্ছিল মনে হয়, 'এখান থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে...ওখানে, মানে ঐ গ্রামের পরে একটি ছোট্ট বন আছে...কয়েকটি ছেলে এটাকে দেখতে পায়...আমি গিয়ে দেখলাম সব ঠিক আছে...তাই চালিয়ে নিয়ে চলে এলাম।'

সার্জেন্ট-মেজরের কথা বলতে যাতে অসুবিধে না হয় তাই ক্যাপ্টেনের দিকে চোখ রেখে পলিয়াকভ প্রশ্ন করল—'আর ড্রাইভারটি মৃত ?'

'হ্যাঁ' 'ক্যাপ্টেন উত্তর দিল, 'অন্য ইউনিটের একটি গাড়ি ওকে তুলে রাস্তায় নিয়ে যায়। সামরিক হাসপাতাল থেকে পরে ওর খবর পেয়েছি। আমি গিয়েছিলাম, ডাক্তাররা দেখা করতে দেয় নি। মহিলা ডাক্তারটি বললেন, 'যে ড্রাইভারের জ্ঞান নেই, ফেরার আশাও নাই এবং পরে সার্টি-ফিকেট পাঠিয়ে দেবেন।'

'কিসের সার্টিফিকেট ?'

'মারা যাওয়ার।'

'সার্টিফিকেট পাওয়া এক জিনিস আর কবর দেওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, ওটা কে করবে ?' লরীর পেছন দিকে রাখা তেলা কাপড়গুলো তুলে পরীক্ষা করতে করতে কথাটি বললেন পলিয়াকভ।

'হাসপাতাল থেকেই বন্দোবস্ত করা হয়।'

খুব আশ্চর্য হয়ে হয়ে অফিসার দুজনের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে পলিয়াকভ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু ব্যাটালিয়ানের তরফ থেকে কেউ থাকবে না ?'

লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন, 'না'।

'ওহ্ বুঝেছি, এসবই চলে তাহলে। বেচারী নিজেই এটি মেনে নিয়েছে এবং এর আর শেষ নেই।'

ভীরু সুরে মেজর বললেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে আমাদের। সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ আদেশ পালন করছি।'

সীটগুলো আর একবার পরীক্ষা করতে করতে কিছুটা অন্যমনস্কভাবে পলিয়াকভ বলল, 'তা হুকুম মেনে ত চলতেই হবে।'

ছোটখাট গড়ন আর চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ না থাকার জন্যে নিজেকে যে বেশ প্রভুত্বব্যঞ্জক দেখায় না এটা পলিয়াকভ জানে; শুধু তাই নয়, "র"গুলো ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পারায় এবং কথায় কথায় নাক টানার

বদ অভ্যাসটি কিছুতেই কাটাতে পারে নি সে। এতে কিন্তু তার কোন অসুবিধে হয় না, বরং উল্টোটিই ঘটে। শুধু জুনিয়ার অফিসার নয়, সেই সঙ্গে সাধারণ সৈনিক আর নন-কমিশণ্ড অফিসারদেরও সঙ্গে তার আচরণে বেশি হৃদ্যতা প্রকাশ পেত না, ব্যবহার করত সমধর্মীর মত, যেন ওরা সৈন্য-বাহিনীর কেউ নয়, নাগরিক জীবনের পরিচিত কেউ। ফলে সবাই ওর সঙ্গে খোলাখুলি ও নির্দ্বিধায় কথা বলত।

তাসত্ত্বেও এই মেজর এবং এই তেজী ছোকরা ক্যাপ্টেনটি বেশ সতর্ক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল এবং ঝঞ্ঝাট যে আসতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারছিল। পুরো ব্যাপারটার জন্যে একমাত্র যার শাস্তি হওয়া দরকার, সে হল পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধিটি, অথচ সেই বেশ অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে!

ওর দিকে ফিরে পলিয়াকভ বলল, 'এক ফোঁটা রক্ত নেই, কোন চিহ্ন মাত্র নেই···কোথায় আঘাত লেগেছিল গুসেভের? কেমন করে খুন করেছে ওকে? কে করেছে। এইসব প্রশ্নের উত্তর না পেলেও, অন্ততঃ সেগুলো পাবার চেষ্টা করা উচিত ত ছিল। তুমি ত হাসপাতালে পর্যন্ত যাও নি।'

'সোজা ওখানেই যাব এবার', কৃতার্থ করার মত হেসে বলল সিনিয়র লেফটেনান্টটি।

রাগতঃ সুরে পলিয়াকভ বলল, 'এটি এক সপ্তাহ আগেই তোমার করা উচিত ছিল।'

এখানে এই যুদ্ধ সীমান্তের মোটরবাহী সৈনাদলে, যেখানে সৈন্যরা ঘুম কাকে বলে জানে না, মাঝে মাঝে পুরো চব্বিশ ঘন্টা গাড়ি চালাতে হয়, যেখানে শুধু প্লেটুন কমাণ্ডার নয়, কোম্পানীর বা ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ডাররা গাড়ি মেরামত করতে অনীহা প্রকাশ করে না (যা দেখা যাচ্ছে মেজর আর ক্যাপ্টেনের পোশাক থেকে) সেখানে এই সুগন্ধ-মাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পর্যবেক্ষকটিকে দল-ছুট হিসেবে দেখে আমি আতঙ্কিত হলাম। এবং শুধু তাই নয় নির্বিকার পর্যবেক্ষকটি যে তারই সহকর্মী, পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধি এটা ভেবে মনে মনে আরও দুঃখ পেল পলিয়াকভ। ও যে ঘুরে ফিরে ইঞ্জিন মেরামত করবে এটি কেউ আশা না করলেও এটা ঠিক যে সে তার নিজের কাজেও তেমন দক্ষ নয় এবং হাতে কাজ নেই বলে বুড়ো আঙুল কচলাচ্ছে শুধু।

ডজ গাড়ি থেকে প্রায় তিন গজ দূরে মাটিতে দলা পাকান একটুকরো সেলোফেন কাগজ দেখতে পেল পলিয়াকভ। কাছে গিয়ে তুলে নিয়ে বলল, 'এটা কি ?'

সকলের দৃষ্টি পড়ল তার হাতের ওপর, সার্জেন্ট-মেজর বলল, ঐ ডজ গাড়িতে ছিল, বাজে কাগজ ভেবে আমিই ফেলে দিয়েছি।'

'এই গাড়ি থেকে।' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে পলিয়াকভ।

'হ্যাঁ।'

এর মধ্যে দলাপাকান কাগজটিকে খুলে ফেলে হাতের তালু দিয়ে ওটাকে সমান করার চেষ্টা করছিল পলিয়াকভ। হাতে তেল-তেল জিনিস লাগল। সিনিয়ার লেফটেনান্টটিকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল, 'এটা কি ?'

টুকরোটার দিকে তাকিয়ে লেফটেনান্ট প্রশ্নের মত করে উত্তর দিল। 'সেলোফেন কাগজ কী ?' নিজের উত্তর সম্বন্ধে ওর যেন আর আস্থা নেই।

'হ্যাঁ ৮ ইঞ্চি লম্বা আর ৬ ইঞ্চি চওড়া। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারো ?'

কাঁধ ঝাঁকাল সিনিয়র লেফটেনান্ট, তার মানে পারবে না।

'এটি হল একশ গ্রাম শুয়োরের চর্বির জার্মান প্যাকেটের মোড়ক, ওরা ওদের ছত্রীবাহিনীর গুপ্তচরদের এগুলো দিয়ে থাকে', পলিয়াকভ বুঝিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে সবাই পলিয়াকভকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, সেলোফেন কাগজটিকে দেখছে।

'শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এই ধরনের প্যাকেট জার্মান ইউনিটগুলোতেও সরবরাহ করে ওরা ছত্রীবাহিনী আর নাবিকদের ব্যবহারের জন্যে। তারপর অনেক খোপওলা ম্যাপ-কেসের মধ্যে এই দারুণ আবিষ্কারটিকে সযত্নে পুরে ফেলে পলিয়াকভ সার্জেন্ট-মেজরকে জিজ্ঞেস করল, 'ডজ গাড়ি থেকে আর কিছু ফেলে দিয়েছ না কি ?'

'না, কিচ্ছু না।'

'এই টায়ারের ছাপ তুলে কয়েকটি ফটো করিয়ে রাখ', সিনিয়র লেফটেনান্টের দিকে তাকিয়ে বলল পলিয়াকভ, 'সাত বাই সাড়ে ন'য়ের অন্ততঃ ছ'টি ফটো চাই।'

'এখানে কোন ফটোগ্রাফার নেই', বেশ শান্তভাবে এবং দায়িত্ব এড়াতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল সে।

'ওসব কথা শুনতে চাই না আমি', ঝাঁঝাল গলায় বলল পলিয়াকভ, ওর প্রশান্ত মুখশ্রীর সঙ্গে এই মেজাজটির কোন মিল নেই। 'দেখ যেন কাজ হয়ে যায়, সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে ছবি যেন তৈরী থাকে। তারপর দশজন ভাল লোক বেছে সার্জেন্ট-মেজরকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে যাবে জাবো-লোতিয়েতে। ডজ গাড়িটিকে যেখানে পাওয়া গিয়েছিল জায়গাটিকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করবে। ওখানে আসার পথগুলো আর আশেপাশের এলাকা। আবার বলছি খুব ভালভাবে।...প্রত্যেকটি ঝোপ, প্রত্যেকটি ঘাস খুঁটিয়ে দেখবে। ওখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলবে। ডজ গাড়িতে যারা ছিল তাদের কেউ না কেউ দেখে থাকতে পারে। যদি কেউ দেখে থাকে, যদি তার মনে থাকে—সন্ধ্যের মধ্যে সব কিছু খবর আমাকে দেবে। এবারে যেন চোখ-কান খোলা থাকে!'

৩৯। পাভেল আলিওখিন

'মাফ করবেন *পানি*', আমার উত্তেজনা চাপবার জন্যে একটু হেসে বললাম স্তেফানিয়া গ্রোলিনস্কাকে, 'এটা কি?'

'কোনটি?' ঘুরে দাঁড়িয়ে কোণের দিকে তাকালেন, যে দিকটা আমি দেখাচ্ছিলাম।

'ওই যে ওখানে...দেখুন', ঝুঁকে দলাপাকান সেলোফেনের কাগজটি তুললাম আমি, আবর্জনার মধ্যে গোঁজা আর একটি কাগজও দেখতে পেলাম। দুটিকেই তুললাম। নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের সদ্য পরিষ্কার ঘরটি দেখিয়ে *পানি* বললেন, 'ওটা...ওটা ছিল ঐ অফিসারদের ঘরে।'

ইতিমধ্যে সেলোফেনগুলোকে সোজা করেছি, ভেতর দিকটা চটচটে। দমবন্ধ হয়ে আসছে আমার।

এবার *পানি* গ্রোলিনস্কার সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে গলার সুর পাল্টান দরকার। এতক্ষণ ধরে যে অভিনয় চলছিল তাতে আমাদের তদন্তের ধারে কাছে যেতে পারছিলাম না আমরা। ক্যাপ্টেনকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম কমাণ্ডান্টের অফিসে তারপর বড় ঘরটায় এসে বসলাম আমি আর *পানি*।

বললাম, '*পানি*, বার্তা আপনি গোপন রাখতে পারেন কি?'

আশ্চর্য হয়ে প্রথমে আমার দিকে পরে সেলোফেনটির দিকে তাকিয়ে *পানি* বললেন, 'হ্যাঁ'।

'আমি খোলাখুলিভাবে আপনাকে বলতে চাই...।'

চিৎকার করে উঠলেন *পানি*, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'আমার জেরজি!'

'দুঃশ্চিন্তা করবেন না *পানি*, ছেলের কোন খারাপ খবর নিয়ে আমি আসিনি এখানে।...কয়েকটি গোপন কথা বলতে চাই...আশা করি আমাকে বুঝবার চেষ্টা, করবেন? আমাদের আলোচনা যেন গোপন থাকে।'

'থাকবে, কথা দিচ্ছি।'

'আমি তো দেখছি আপনি আর আপনার পরিবার দেশপ্রেমী পোল্যাণ্ড-বাসী। পোল্যাণ্ডের জন্যে লড়াই করতে গিয়ে বীরের মত মৃত্যু বরণ করেছিলেন আপনার স্বামী। শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে আপনার ছেলে লড়াই করছে শত্রুদের বিরুদ্ধে। পোল্যাণ্ড আর রাশিয়া দুজনে একই ভয়াবহ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।'

আমি চাইছিলাম আর একটু বেশি মানবিক এবং সাদাসিধে ব্যবহার করতে, কিন্তু সেই গতানুগতিক সরকারী ভাবটি প্রকাশ পেয়েই গেল। রাতে অনিদ্রা, ক্লান্তি, হাতে সময় কম এবং মূল বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি আসা যায় তার জন্যে অধৈর্য হওয়ার ফলেই হয়ত যা চাইছিলাম তা পেলাম না।

'ওয়ারশ, ওখানকার খবর কি?' *পানি* জানতে চাইলেন।

কি বলি তাঁকে? আমি তো জানি ওখানে এখন গোলমাল চলছে, প্রথমে আধিপত্য ছিল আরমিজা ক্রাজোয়া গুপ্ত সামরিক সংগঠনের এখন শত শত পোল্যাণ্ডবাসীও জড়িয়ে পড়েছে। এই নিয়ে তিন সপ্তাহ ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলছে শহরে। পোল্যাণ্ডের লোকদের হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র নেই। আসলে ওখানে যুদ্ধ হচ্ছে ট্যাঙ্ক, প্লেন, কামানের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের এবং এও জানি প্রতিদিন ওখানে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে।

গত কয়েকদিন ধরে বহুলোক, বিশেষ করে পোল্যাণ্ডবাসীরা আমাকে ওয়ারশর কথা জিজ্ঞেস করেছে। খবরের কাগজের ছোট ছোট বুলেটিন থেকে যেটুকু খবর আমি পেতাম তার বেশি কিছুই বলতে পারতাম না।

'ওয়ারশ-তে বিদ্রোহ হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় লড়াই হচ্ছে।'

'জেরজি ওখানে আছে', কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন *পানি* চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

এটা আমার অনুমান করা উচিত ছিল। দুর্বলভাবে তাঁকে আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বললাম, 'আমরা আশা করব ও নিরাপদে ফিরে আসবে' একটু থেমে আবার বললাম, 'একই শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা মরীয়া হয়ে লড়াই করে যাচ্ছি এবং এই পরিস্থিতিতে আপনার উচিত আমাদের সাহায্য করা। খোলাখুলি সব বলবেন আমাকে। তাতে শুধু আমি নয়, আপনার ছেলে জেরজি এবং সমগ্র পোল্যাণ্ড উপকৃত হবে।'

'নিয়ে রোজুমিয়েম'* উত্তেজিত হয়ে পোল ভাষায় কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন *পানি*, কান্নার জন্যে কথা আটকে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা জল এনে দিতেই সবটা খেয়ে নিলেন উনি। তারপর রুমালে চোখ মুছে শান্ত হয়ে বসলেন।

আমার সামনে বসে আছেন *পানি*, অভাগিনীর মত, একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন যেন, এক আঘাতে তাঁর যৌবনসুলভ প্রাণপ্রাচুর্য আর সৌন্দর্য যেন উঠে গেছে। একমাত্র সন্তানের মৃত্যু ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন মাতা, দেশের জন্যে প্রাণ দিচ্ছে যেসব স্বদেশবাসী তাদের চিন্তায় উদ্বিগ্নমনা এক পোল-মহিলাকে দেখছি চোখের সামনে।

এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব প্রায়ই হয়। আর একজনের জীবনের সঙ্গে, তার দুঃখকষ্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে মানুষ, তখন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার, প্রবোধ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। তোমার বিবেক বলে, মানুষটিকে শান্তিতে থাকতে দিয়ে তুমি চলে যাও। অথচ প্রয়োজনীয় খবরটা আদায় করার জন্যে তখন তোমাকে তার ক্ষতে নুন ছড়াতেই হবে। এর চেয়ে নিষ্ঠুর কাজ আর কি হতে পারে।

সামলে নেবার জন্যে সামান্য কিছু সময় দিয়ে আমি সোজাসুজি আসল কথায় এলাম, বুঝিয়ে বললাম যে ঐ দুজন অফিসার সম্বন্ধে আমি জানতে চাই। প্রথমে তিনি বেশ ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে কোন চোর ডাকাত তাঁর বাড়িতে থেকে গেছে। নিজের আতিথেয়তাকে সমর্থন করার জন্যে *পানি*

* আমি বুঝতে পারছি না (পোল ভাষা)—*লেখক*

তাড়াতাড়ি কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে দেওয়া একটা ফর্ম দেখালেন। আমি বললাম ওরা চোর-ডাকাত নয়, তবে ঐ এলাকা থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার অধিকারও তাদের নেই। তারপর ওদের সম্বন্ধে "ফাটকাবাজ" কথাটি বেছে নিতেই পরের ঘটনাগুলো সব ঠিকমত খাপে খাপে মিলে যেতে লাগল। বেসরকারী ব্যবসা, লিথুয়ানিয়া ও পশ্চিম বাইলোরুশিয়াতে মুক্ত অঞ্চলগুলিতে খাদ্যদ্রব্যের অবাধ কেনা-বেচা খুব ব্যাপক হয়ে উঠেছিল এবং এক ধরনের সন্দেহজনক ব্যবসা যে চলছে সেটা তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হল না।

নিকোলায়েভ আর সেস্তসভ সম্বন্ধে সব প্রশ্নের উত্তর উনি যেচে দিতে থাকলেন এবং বুঝলাম তিনি মিথ্যে বলছেন না। পাঁচ দিন থাকার পারমিট ছিল ওদের এবং পাঁচ রাতের মধ্যে চার রাত ওরা এখানে কাটিয়ে গেছে। একটি রাত ওরা কোথায় যেন গিয়েছিল। প্রতিদিন সকাল ৬টায় বেরিয়ে গিয়ে ধূলি ধূসরিত ক্লান্ত অবস্থায় ফিরতো সন্ধ্যে গাঢ় হবার পর। রাস্তায় এর-ওর গাড়িতে লিফট্ নিয়ে ওরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতো মনে হয়। বুট পরিষ্কার করে, হাত মুখ ধুয়ে, খাবার খেয়ে সোজা শুতে চলে যেত। *পানির* সঙ্গে কখনো গল্প করে নি। শুধু প্রয়োজন পড়লে তাঁর কাছে আসতো এবং বেশিরভাগই দুজনের মধ্যে বয়সে বড়টিই আসত তার কাছে। যেমন ধরুন প্রথম দিনের সন্ধ্যেবেলায় *পানিকে* জিজ্ঞেস করেছিল ভেড়া, শূয়োর ছানা, অন্যান্য খাবার জিনিস, কেরোসিন তেল, জার্মানদের যুদ্ধ পোশাকের দাম এখন কত। কারণ সে সময়ে এখানে বহু চাষী জার্মানদের পোশাকগুলো অন্য রঙে রঙিয়ে নিয়ে পোশাক করে নিত। *পানি* বুঝতে পারলেন কয়েকদিন আগে এরা বারানোভিচির বাজারে গিয়ে লিডার বাজারের দামের তুলনা করে দেখেছে।

ওরা যথেষ্ট ভদ্র আর নম্র ব্যবহার করত, মাঝে মাঝে চিনি, সেদ্ধ ডিমও দিয়েছে *পানিকে*, গ্রাম থেকে না কি ওসব জিনিস আনত ওরা; প্রথম সন্ধ্যাতেই ওরা মহিলাকে একটা পাঁউরুটির অর্ধেক দিয়েছিল, মহিলার ভাষায় ওটা ছিল "মিলিটারী র‍্যাশন", চলে যাবার দিন এক শিশি ভর্তি নুন দিয়ে গেছে। এই অঞ্চলটা পুরো তিন বছর জার্মানদের অধিকারে ছিল, তখন এখানে একটুও নুন সরবরাহ করে নি তারা। তখন নুন বিক্রি হত সোনার ওজনে। এখনও এখানে নুন বিক্রি হয় চামচ করে মেপে, দামও

খুব চড়া। নিকোলায়েভ যে নুনটা দিয়ে গিয়েছিল সেটা দেখাতে বললাম মহিলাকে। জার্মানীর জিনিস, সুন্দর করে গুঁড়ানো এবং ছোট ছোট কালো দানা আছে—নিকোলায়েভ নাকি নিজেই বলেছিল ওগুলো গোলমরিচের গুঁড়ো।

লিডা মুক্ত হবার পর এক মাস সময়ের মধ্যে মহিলার বাড়িতে দশজনেরও বেশি অফিসার থেকে গেছেন। তাঁদের বেশিরভাগই নিজেদের খাবার মহিলার সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছেন. এই শেষের অফিসার দুজনের বদান্যতা যেকোন কারণেই হোক মহিলাকে একটু সতর্ক থাকতে বাধ্য করেছিল (আমার প্রশ্নের পরই একথাটি আমি অনুমান করতে পারছি)। যদিও তাদের আচরণে সন্দেহের কিছুই ছিল না।

গতকাল অন্য দিনের তুলনায় একটু আগেই তারা ফিরে ছিল। রেল-কর্মীটি আরও একটু আগেই ফিরে আসে। কারুর নাম উল্লেখ না করে ও এদের কথা জিজ্ঞোস করেছিল এবং রান্নাঘরে বসে ওদের প্রতীক্ষায় রইল। রেলকর্মীটি পোল্যাণ্ডবাসী, কিন্তু মহিলা তাঁকে চেনেন না। উনি ভেবেছিলেন লিথুয়ানিয়ার কাছাকাছি কোন শহরের লোক ঐ রেলকর্মীটি, কারণ তার কথায় ভিলনিয়াস শহরের টান ছিল। মহিলার মতে লোকটি সাধারণ রেলকর্মী নয়, আরও একটু উঁচু পদের লোক ট্রেনের ওভার-কণ্ডাক্টার বা ছোট মাপের অফিসার। ওকে দেখতে বেশ গম্ভীর আর কম কথার লোক মনে হয়েছিল।

রেলকর্মীটি দু ঘণ্টা কাটিয়েছিল এই অফিসার দুজনের সঙ্গে। একসঙ্গে খাবার এবং সঙ্গে আনা ভোদকার বোতল ভাগ করে খায়, মহিলার যতদূর ধারণা বোতলটা এনেছিল ঐ পোল্যাণ্ডবাসী। ওদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছিল তা মহিলা বলতে পারবেন না, কারণ ওদিকে কান দেন নি।

ঐ রেলকর্মীটি ছাড়া আর কারও সঙ্গে ওরা মেলামেশা করত কিনা জানতে চাইলাম। *পানি* বললেন, তিনদিন আগে স্টেশনে এদের দুজনকে উনি দেখেছিলেন অন্য দুজন অফিসারের সঙ্গে। অত মন দিয়ে দেখেন নি তারা দেখতে কেমন ছিল, তাছাড়া আলো কম থাকাতে খুঁটিয়ে দেখতেও পারেন নি। শুধু এইটুকুই লক্ষ্য করেছিলেন ওদের বয়স ছিল খুবই কম। এই বিশেষণটা অর্থহীন. এই বয়সের মহিলারা পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধকেও যুবক মনে করেন।

দেখা গেল শেষ বার বাড়ি ছেড়ে যাবার আগেও বেশ কয়েকবার নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ প্রতিবেশীর বাগানের পথ দিয়ে গিয়েছিল। ওরা জানত এই পথ দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি শহরের মাঝখানে পৌঁছনো যায় আর রাস্তাটাও ভাল। আগে অবশ্য *পানি* গ্রোলিনস্কার বাগানের ধার দিয়েও একটি রাস্তা ছিল, কিন্তু সপ্তাহখানেক আগে ঝগড়া হওয়ার ফলে প্রতিবেশী মহিলাটি পায়ে হাঁটা পথে যাবার ফটকটা বন্ধ করে দিয়েছেন। অন্ধকারে বাগানের কেয়ারীর ওপর পা না দিলে ঝগড়া ঝাঁটি হত না। ওদের ওইভাবে চলে যাওয়াটা কিন্তু আশ্চর্য লাগে নি মহিলার কাছে। ওরা মহিলাকে আগেই জানিয়ে রেখেছিল অন্য একটি জায়গায় চলে যাবে যেখানে চালাঘর পাওয়া যাবে আর লরী এসে ওদের তুলে নিয়ে যাবে।

অফিসারদের জিনিসপত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন যে করেছিলাম তা বলাই বাহুল্য। আমি জানতে চেয়েছিলাম প্রথম আসার সময় কি কি জিনিস তারা এনেছিল এবং থাকাকালীন কি কি জিনিস আনা-নেওয়া করত। প্রথমদিকে সন্ধ্যে নামার মুখেই ওরা ফিরত। ভালভাবে মোড়া দুটো বর্ষাতি নিয়ে; পরদিন একটাকে আর দেখা গেল না, দ্বিতীয়টি দুদিন ধরে ওদের খাটের তলায় পড়ে রইল। ঘর পরিষ্কার করার সময় মহিলা ওটা দেখতে পেয়েছিলেন। ভেতরে কি আছে তা জানতে পারেন নি।

তারপর জিজ্ঞেস করলাম ১৩ই আগস্ট রবিবার কখন সেন্তসভ আর নিকোলায়েভ বাড়ি ফিরেছিল।

'রোববারে...', একটু চিন্তা করে মহিলা বললেন রাত ৯টার পরে, তখন বেশ অন্ধকার। মহিলার এটিও মনে আছে যে দুজনের মধ্যে যার বয়স বেশি কম সেই লেফটেনান্টটি সন্ধ্যোবেলায় রান্নাঘরে গিয়েছিল শসা ধোওয়ার জন্যে।

'চাখবার জন্যে আপনাকে একটাও শসা দিয়েছিল কি ?'

'না।'

'সেদিন সন্ধ্যোবেলায় বাড়িতে কোন তেতো শসা ওরা রেখে যায় নি কি ? বা ফেলেও দেয় নি কি, মনে পড়ে আপনার ?'

'জানি না। দেখি নি।'

এইবার সব প্রমাণগুলো একটির সঙ্গে একটি জুড়ে যাচ্ছে। যদিও সবকিছুই সম্ভব এবং খুব অসম্ভব কাকতালীয়বৎ ঘটনাও ঘটতে পারে।

তবে এবারে কিন্তু সন্দেহজনক চিহ্নগুলোর কোনটিকেই দৈবাৎ বলে ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না।

৭ই আগস্ট তারিখে বারানোভিচি থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে স্তলবৎসির দক্ষিণ-পূর্ব দিকের জঙ্গল থেকে বেতার মারফৎ একটি সংবাদ পাঠান হয়েছে। *পানি* গ্রোলিনস্কার কথা থেকে জানা যাচ্ছে যে ঐ সপ্তাহেই সেস্তুসেভ আর নিকোলায়েভ ছিল বারানোভিচি বাজারে। ওরা ওদের বর্ষাতি নিয়ে গিয়েছিল (খুব সম্ভব ওরই মধ্যে ছিল বেতার যন্ত্রটি) ১৩ই আগস্টের সকালে, যেদিন আরও একটি বেতার সংবাদ ধরা পড়ে; ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সংবাদটি পাঠাবার প্রায় বারো ঘন্টা আগে। সেদিন বাড়ি ফেরার পর সেস্তুসভ রাতে খাবার সময় শসা ধুয়েছিল। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় যেখান থেকে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল সেই জায়গায় শসা পাওয়া গিয়েছিল!

আন্দ্রেই পরশু দিন নিকোলায়েভ আর সেস্তুসভকে দেখেছে শিলোভিচি জঙ্গলের ধারে এবং তাদের সঙ্গে ছিল একটি বর্ষাতি! দেড় ঘন্টা পরে ওরা বড় রাস্তার ধারে আসে, তখন আর বর্ষাতিটা সঙ্গে ছিল না। তার মানে বর্ষাতিতে মুড়ে ওরা বেতার যন্ত্রটি নিয়ে এসেছিল তারপর জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছে।

এই শহরটিকে কি করে জানতে পারল সেটি *পানি* গ্রোলিনস্কাকে বোঝাবার জন্যে নিকোলায়েভরা বলেছিল যে তারা এখানে গত জুলাই মাসে অন্য একটি বাড়িতে ছিল এবং যেখানে গতরাতে ঠিক বারোটা বাজার আগে তারা চলে গিয়ে থাকতে পারে। অথচ লিডা মুক্ত হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই শহরে যেসব সরকারী কর্মচারীদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে ভাসিলি পেত্রোভিচ সেস্তুসভ আর অ্যালেক্সি ইভানোভিচ নিকোলায়েভের নাম কমাণ্ডান্টের অফিসে লেখানো হয়েছিল মাত্র ১২ই আগস্ট তারিখে, অর্থাৎ যে দিন তারা প্রথম আসে *পানি* গ্রোলিনস্কার বাড়ি (আমার অনুরোধে কমাণ্ডান্ট মাঝ রাত পর্যন্ত নিজের দপ্তরের এবং সামরিক কর্মীদের থাকার বন্দোবস্ত করার ভারপ্রাপ্ত দুটি জেলা অফিসের সব কাগজ-পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন)।

ধরা পড়া সংবাদে সৈন্যবাহী ট্রেনের খবর ও ঐ দুজন অতিথি অফিসার, কথায় ভিলনিয়াস টানবিশিষ্ট ঐ রেলকর্মীটি এবং ভিলনিয়াসের আশেপাশে

জন্মায় যে ত্রাকু শসা যেগুলোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বেতার-প্রচারের জায়গাটি থেকে—এগুলোর মধ্যে যে একটি সম্পর্ক আছে সেটি যুক্তিযুক্ত মনে হল। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে আছে একশ গ্রামের শূয়োরের চবির প্যাকেটের সেলোফেন মোড়ক, যেগুলো জার্মানীর ছত্রীসেনা বা নাবিকদের সরবরাহ করা হত।

এখন একটি পুরো এবং বিশ্বাসযোগ্য ছবি গড়ে তোলা যায়। দলে চারজন আছে এবং চলমান বেতার প্রেরকযন্ত্র থেকে গত সন্ধ্যায় যে খবর প্রচারিত হয়েছিল সেটি নিশ্চয় করেছে বাকি দুজন। হয়ত এরা সেই দুজন যাদের *পানি* গ্রোলিনস্কা সন্ধ্যেবেলায় স্টেশনে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের সঙ্গে দেখেছিলেন।

রেলকর্মীটি খুব সম্ভব যোগাযোগ রাখে বা চিঠিপত্র পৌঁছে দেবার কাজ করে। যত দূর মনে হয় ও এসেছে বাল্টিক অঞ্চল থেকে এবং নিকোলায়েভ ও সেন্তসভের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর চলে গেছে গ্রোদনো অঞ্চলে, যেখানে ধরা-পড়া সংবাদ অনুসারে সৈন্যবাহী ট্রেনগুলোর যাতায়াত সাবধানতার সঙ্গে নজর রাখা হচ্ছে।

দুবার তারা ঐ বাড়ি থেকে গেছে প্রতিবেশির বাগানের মধ্যে দিয়ে। এই চালটি ওরা দিয়েছিল এই জন্যে যে যদি কেউ অনুসরণ করার চেষ্টা করে তবে তাদের ধোঁকা দেওয়া যাবে।

সব কিছুই যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং যথাস্থানে সহজে খাপ খেয়ে গেল; এবং এত সহজে যে আমি নিজেকে জোর করে বাধা দিচ্ছিলাম দুম্ করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হতে এবং খুব সুস্পষ্ট ঘটনা ও মিলগুলোকে খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে।

তখনও কয়েকটি ছোটখাটো অসঙ্গতি রয়ে গেছে, যার সমাধান দরকার। যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছিল সেটি আবার সজীব মূর্তির মত সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণগুলোকেও যেন খর্ব করে দিচ্ছিল, সেটি হল এই যে সেলোফেন কাগজগুলোকে অ্যাশ-ট্রেতে ওরা ফেলে গিয়েছিল, যেখানে ওগুলোকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, অথচ যাদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তারা ভীষণ সাবধানী। স্বপ্নেও ভাবা যায় না ওরা এ কাজটা করতে পারে। অথচ মানুষ মাত্রই তো ভুল করে, বলাতো যায় না...

তার চেয়েও বড় কথা হল তখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে সবকিছু পলিয়াকভের

সঙ্গে আলোচনা করি, অথচ কাল সকালের আগে তা করা সম্ভব নয়, কারণ তখনই ও ফিরবে সদর দপ্তরে। পথে দেখা হলে বা সেন্তসভ এবং পলিয়াকভ বাড়ি এলে *পানি* গ্রোলিনস্কাকে কি করতে হবে তা ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম। তারপর বিদায় নেবার আগে আর একবার আশা প্রকাশ করলাম জেরজি নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসবেই। শেষবারের মত বললাম আমাদের আলোচনাটি যেন গোপন থাকে। উনি কথাও দিলেন।

এবার সোজাসুজি জানতে হবে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ আসল লোক, না জাল। তাদের বর্ণনাগুলো পরীক্ষা করে দেখা এখুনি দরকার এবং একটুও দেরী না করে বিশেষভাবে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মিল আছে কিনা তা দেখা দরকার।

* * *

দশ মিনিট পরে আমরা ছুটে চলেছিলাম বিমান ঘাঁটির দিকে। আমি যখন আন্দ্রেইকে বললাম ঐ দুজন অফিসার রাতের বেলায় প্রতিবেশীর বাগানের পথ দিয়ে চলে গেছে, তখন ও বাচ্চা ছেলেদের মত ফোলা ফোলা চোখের পাতা পিট পিট করল, যেমন করে বাচ্চারা তাদের হাত থেকে খেলনা কেড়ে নিলে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে লরীর পেছনে চলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তখনও ড্রাইভারের কেবিনে বসে ঝাঁকানি খেতে খেতে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ সম্বন্ধে একটা পুরনো কাগজে তামান্তসেভ যে দু চার কথা লিখে রেখেছিল তা থেকে মানে হয় এমন কিছু একটা খাড়া করার জন্যে লেখার চেষ্টা করছিলাম।

বিমান বাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আমি বেতারে-সংবাদ পাঠিয়েছিলাম সদর দপ্তরে। আমি না গেলেও পলিয়াকভ হয়ত সবকিছু ঠিক করে রাখবে কিন্তু ও তো এখন গ্রোদনোর কাছে আছে, তাই আমার যা জানবার তা লিখিয়ে দিয়ে এলাম ডিউটি অফিসারকে।

'খবরটা কার নাম দিয়ে নেওয়া হবে?' অফিসারটি জানতে চাইল।

সেটা আমিও তখনো ঠিক করে উঠতে পারি নি। ফলে জেনারেলকে বিরক্ত না করার জন্যে বললাম যোগাযোগটা তাঁর সহকারী কর্ণেল বিয়াসেন্ত-সেভের সঙ্গে করার জন্যে। আমার কথা শেষ হবার পর অফিসারটি বলল,

'দেখুন সম্প্রতি আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে "জরুরী", "অত্যন্ত জরুরী" কথাগুলো খবরে ব্যবহার না করার। চরম কোন ঘটনা ছাড়া ওগুলো ব্যবহার করা চলবে না। এবং আপনার খবরটাকে তেমন জরুরী বলে মনে হচ্ছে না। এটা তো একটা সাধারণ খবর চাইছেন। সই করে দিচ্ছি, তবে অগ্রাধিকার দেবার প্রয়োজন মনে করছি না।'

আমি জানি খবরটাকে যদি সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা হয় তবে উত্তর পেতে তিন-চারদিন লেগে যেতে পারে, অথচ ততদিন অপেক্ষা করতে পারবো না আমরা, সে কথা বললাম অফিসারটিকে।

'কিছুতেই আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না', এই কথাগুলো বলে অফিসারটি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

সেই মুহূর্তে আমি তামাস্তসেভের ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধির কৌশলটাকে ঈর্ষা না করে পারলাম না। প্রয়োজন পড়লে সে মার্শালের হয়ে, এমন গণ-কমিশারের নাম করে নির্বিকারচিত্তে কাজ করতে দ্বিধা করে না, পরিণাম সম্বন্ধে আদৌ চিন্তা করে না। পরে একেবারে বেপরোয়ার মত তোমার চোখে চোখ রেখে সোজাসুজি রাগ প্রকাশ না করে, বেশ আহত সুরে বলবে, 'তাতে কি হয়েছে? নিজের লাভের জন্যে তো আর করি নি, সাধারণ কারণেই করতে বাধ্য হয়েছি?'

আমি আবার সদর-দপ্তরে ফোন করলাম। জেনারেলকে ডাকা ছাড়া আর তো করার কিছুই ছিল না।

'উনি ব্যস্ত আছেন', সহকারী অফিসারটি জানালেন।

'ওঁকে বলুন ব্যাপারটা জরুরী। এটাও জানান যে পলিয়াকভের নির্দেশে পাভেল আলিওখিন ফোন করছে।'

এক মিনিট অপেক্ষা করার পর ভোলগাপারের টান সহ ইগোরভের গম্ভীর গলা ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে। 'কি ব্যাপার?' কথায় বেশ রাগতভাব দেখলাম এবং কথা বলার তখনও সুযোগ পাই নি অথচ, উনি বলে উঠলেন। 'আস্তে বলবে। বেশি জোরে কথা বলবে না।'

মনে পড়ে গেল ইগোরভের টেলিফোনটা খুব শক্তিশালী যন্ত্র এবং ওঁর ঘরে কেউ নিশ্চয়ই বসে আছে এবং জেনারেল চান না আমার কথা সেই মানুষটির কানে যাক। ভালই হল। ওখানে যদি কেউ বসে থাকে তবে উনি আমাকে প্রশ্ন নাও করতে পারেন এবং কথাবার্তাটি হবে একেবারে

ব্যবসাদারী ঢংয়ে : ওপরওলার তরফ থেকে প্রশ্নগুলো কখনই সুখকর হয় না বিশেষ করে যদি জানাবার মত তেমন কোন খবর তোমার কাছে না থাকে।

বুঝিয়ে বলতে শুরু করলাম আমি এবং মাত্র তিন-চারটি বাক্য পুরো বলতে পেরেছি তখন শুনলাম উনি অন্য টেলিফোনে ডিউটি-অফিসারকে বললেন আমার প্রশ্ন সম্বলিত কাগজটির ওপর যেন "অত্যন্ত জরুরী" লিখে জেনারেলের সই দিয়ে দেওয়া হয়। একটুও দেরী না করে উত্তর পাঠাতে হবে লিডাতে।

তাঁর গলায় কর্তৃত্বসুলভ স্বরটা পাঁচজন জেনারেলের সমান। ইস্পাত কঠিন কণ্ঠস্বরে হেলাফেলা করার কিছু নেই। তাঁর "একটুও দেরি না করে" কথাটি বিশেষভাবে গাম্ভীর্যপূর্ণ লাগল, যতটা লেগেছিল "অত্যন্ত জরুরী" বলাটা। ঐ শিরোনাম সম্বন্ধে যা নির্দেশ দেওয়া আছে সেটি যেন তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন এবং তার সমর্থনে আমার কাছে যুক্তি তৈরী থাকলেও তিনি তা শোনার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না।

'আর কিছু বলার নেই ত ?' আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না।'

'ভাল, বিশ্বাসী পথ প্রদর্শক পেয়েছ ত ?'

'দেখুন, কীভাবে যে বলি...', একটু অপরাধীর ভঙ্গীতে দ্বিধার স্বরে বললাম আমি। পলিয়াকভের ওপর ভরসা আছে বলেই ইগোরভ আমাদের কাজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে ভাবেন নি নিশ্চয়ই এবং ধরে নিয়েছেন যে আমরা যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের অনুসরণ করার ঠিক পথটি পেয়ে গেছি এবং তাদের যোগাযোগের মানুষগুলোকে সনাক্ত করতে পারলেই দু-এক দিনের মধ্যে ওদের ধরতে পারব, অথচ বাস্তবে আমরা যেটুকু সাফল্য অর্জন করেছি তা অতি সামান্য।

'সময় নষ্ট কর না। অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় দেবে না। আমার কথা বুঝতে পেরেছ ত ?'

'হ্যাঁ', একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দিলাম।

'ফলাফল জানবার অপেক্ষায় রইলাম', ইগোরভ বললেন, বিদায় জানাবার বদলে সাধারণতঃ এই কথাটিই উনি বলতেন, তারপর ফোন রেখে দিলেন।

৪০। অভিযান-সংক্রান্ত নথীপত্র

ইগোরভ সমীপে,

সংবাদের মূল বয়ানে নিয়েমেন ভিলনিয়াস অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ভিলনো হিসেবে।

মাতিউশিন।

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী

আলিওখিন সমীপে, লিডা,

নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ৭, ১৩ এবং ১৬ই আগস্ট তারিখে পাঠান সংবাদের নথীপত্রগুলি তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে, যে দলটির অনুসন্ধান আপনারা করছেন তার মধ্যে আছে দুজন পাশ করা রেডিও-অপারেটার। সংবাদ পাঠাবার বিশেষ ভঙ্গীগুলি বিশ্লেষণ করে জানা যাচ্ছে যে তাদের একজন (যে সংবাদ পাঠিয়েছিল ৭ এবং ১৩ তারিখে) প্রশিক্ষণ লাভ করেছে সুলেজোয়েক শহরে ওয়ারশ গোয়েন্দা বিদ্যালয়ের বেতার বিভাগে এবং দ্বিতীয় জন (যে ১৬ই আগস্টের খবরটি পাঠায়) প্রশিক্ষণ পেয়েছে কোনিগসবার্গ-এ আবওয়েহর স্কুলে প্রধান প্রশিক্ষক অ্যাডলফ ক্লুগের অধীনে। অনুসন্ধান চালাবার সময় এই তথ্যগুলি খেয়াল করবেন।

ইগোরভ।

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

ইগোরভ সমীপে,

দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগ গত ১১ই আর ১৪ই আগস্ট তারিখে জার্মান ছত্রীবাহিনীর গুপ্তচর ভাসিল পুঝেভিচ, আলেকজাণ্ডার কামিনস্কি, আন্দ্রেই

ওলেস্কো, ইভান মাতসুক এবং পিওতর আর্টি উসেভস্কিকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছিল ইনসটেরবুর্গের কাছে দালউইৎজ শহরের গোয়েন্দা বিদ্যালয়ে।

দুটি দলকেই আমাদের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় ১লা আগস্টের রাতে, লাল ফৌজের পোশাক পরিয়ে এবং তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—

(ক) সোভিয়েতদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে জার্মানদের যেসব গুপ্তচর রয়ে গেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং গোয়েন্দাগিরির কাজে তাদের সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো;

(খ) আমাদের সেনাদলের যাতায়াত এবং কেন্দ্রীভূতকরণ সংক্রান্ত সংবাদ বেতার সঙ্কেতের মাধ্যমে সংগ্রহ করা এবং পৌঁছে দেওয়া. যে ব্যাপারে তাদের ভান করতে হবে তা হল যে বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের জন্য ব্যবহৃত বড় রেলপথ ও রাস্তাগুলোর উপর নজর রাখার জন্যে, তারা যেন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং তাদের সব সময় নজর রাখতে হবে এবং যেখানে সামরিক বিভাগের লোকেরা সমবেত হবে সেখানে ও স্টেশনগুলোতে লোকজনের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনতে হবে;

(গ) সোভিয়েত সামরিক পাশ আর অসামরিক ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র যোগাড় করা;

(ঘ) জেরা করার জন্য লাল ফৌজের অফিসার ও সার্জেন্টদের এককভাবে বন্দী করা এবং তারপর তাদের হত্যা করা।

বন্দী ছত্রীবাহিনীর গোয়েন্দাদের দেওয়া সাক্ষ্য থেকে এবং জার্মান পশ্চাদবর্তী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্রের দ্বারা সমর্থিত সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে যেসব বাইলোরুশদের যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং যারা শারীরিক দিক দিয়ে পটু এবং সোভিয়েত-বিরোধীদের ব্যাপারে যাদের সহানুভূতি আছে তাদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য দালউইৎজ শহরে আবওয়ের গোয়েন্দা স্কুলে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে।

এই বৎসরের এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে এই বিভাগে

৪৮জন ভালভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছে ; এই বছরের মার্চ মাসে "বাইলোরুশীয় আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা" ব্যবস্থায় সমবেত করা ও জার্মানদের দ্বারা গঠিত নোয়োগ্রোদেক, বারানোভিচি ও স্লোনিম ব্যাটালিয়ানের সদস্য থেকে তাদের নির্বাচিত করা হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার পর ২৭ জন গোয়েন্দা যারা অধিকার করে থাকা শত্রু বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে খুবই আপসপ্রবণ, তাদের পাঠানো হয়েছিল কোনিস-বার্গের কাছে বন্ধ করে দেওয়া আবওয়েহর বিমানবন্দরে ; তাদের পোশাক দেওয়া হয় সোভিয়েত সৈন্যদের ; ৩ বা ৪ জন নিয়ে একটা করে দল গড়া হয় এবং আলাদা আলাদা কুঁড়ে ঘরে তাদের রাখা হয় আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চল নামিয়ে দেবার জন্যে।

যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থকে জানা যাচ্ছে যে, আগস্ট মাসের প্রথম দিকে বাইলোরুশীয় আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর নোয়োগ্রোদেক ব্যাটালিয়ানের প্রাক্তন কমাণ্ডার বরিস রাগুলিয়ার এবং উগ্র জাতীয়তাপন্থী স্তেপান রাদকো এবং ওলেস ভিতুসকার নেতৃত্বে দলগুলি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে ছিল যাদের প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ সীমান্তে।

এই দলগুলির একটাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিখ্যাত বাইলোরুশীয় জাতীয়তাপন্থী নেতা নিকোলাই সিপোভিচের (জন্ম ১৯০২, পিনস্ক ?) সঙ্গে যোগাযোগ করতে, যে লিডা শহর বা তার আশেপাশে কোন এলাকায় আত্মগোপন করে আছে ; নিকোলাই পেশায় উকিল এবং এই এলাকায় জার্মান পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান।

১৩-০৮-৪৪ তারিখে ধরা পড়া সংবাদে যে তথ্য আছে নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত তার সঙ্গে যোগ আছে জার্মান গুপ্তচরদের উপর ভার দেওয়া কাজের সঙ্গে, যে গুপ্তচরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল দালউইৎজ গোয়েন্দা স্কুলের বিশেষ বাইলোরুশীয় বিভাগে : ওখানে প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে

দেওয়া গুপ্তচরদের মধ্যে আছে সেই রেডিও-অপারেটাররা, যারা পাশ করেছে ওয়ারশ ও কোনিসবার্গ অ্যবওয়েহ্‌র বিদ্যালয়গুলি থেকে, যে দলটার অনুসরণ আপনারা করছেন ঠিক তাদের মত।

কে.এ.ও. আহ্বান-সংকেত ব্যবহারকারী বেতার যন্ত্রটি যে বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে সক্রিয় থাকা দলগুলির মধ্যে একটা দল এটা খুব অসম্ভব নয়। এটাও সম্ভব যে ধরা-পড়া সাংকেতিকলিপির সংবাদের মূল বয়ানে যে "লেখ্য প্রামাণিকের" কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে হল এই নিকোলাই সিপোভিচ।

প্রাপ্ত তথ্যগুলির এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত জানান।

দালউইৎজ অ্যবওয়েহ্‌র গোয়েন্দা বিদ্যালয়ের বাইলো-রুশীয় বিভাগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহু ব্যক্তির বর্ণনা, ডাক নাম এবং তাদের পটভূমির খুঁটিনাটি বর্ণনা ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাঠান হবে।

কলিবানভ।

৪১। পাভেল আলিওখিন

ওকুলিচের সঙ্গে কথা-বার্তার ওপর অনেকখানি ভরসা করছিলাম আমি।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কৃত্যকের স্থানীয় শাখার লেফটেনান্টের কাছ থেকে জেনেছিলাম যে শত্রু অধিকারভুক্ত থাকাকালে এখানে ওকুলিচ পার্টিজানদের সাহায্য করেছিল এবং গত বসন্তে জার্মানরা যখন ব্যাপক হারে শাস্তিমূলক অভিযান চালাচ্ছিল তখন ওকুলিচ নিজের বাড়িতে একজন গুরুতরভাবে আহত মার্তিনভ নামে এক ব্রিগেড কমিশারকে প্রায় একমাস আশ্রয় দেয়, ফলে মার্তিনভের প্রাণ বাঁচে। বর্তমানে মার্তিনভ আঞ্চলিক পার্টি কমিটির একজন অন্যতম সম্পাদক হিসেবে কাজ করছে এবং কিছুদিন আগে সে যখন লিডাতে আসে, তখন ওকুলিচের সঙ্গে দেখা করে যেতে ভোলে নি।

লেফটেনান্টটি বলেছিলেন, 'ওকুলিচ আমাদেরই একজন, সত্যিকারের

একজন পার্টিজান। মানুষটি শান্ত, কম কথা বলে...এখানকার বেশিরভাগই মানুষ ওর মত', তারপর অন্যদের কাছ থেকে শোনা কথা ব্যবহার করে বলেছিল, 'এইসব সামাজিক আবর্জনাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা কখনও বেশি কথা বলবেও না।'

আমার অবশ্য সন্দেহ ছিল না যে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ সম্বন্ধে যা জানে তা বলতে দ্বিধা করবে না ওকুলিচ এবং পরশু দিন ওদের সঙ্গে যা কথা হয়েছে তা স্বেচ্ছায় খুলে বলবে আমাকে। আন্দ্রেইকে রেখে এলাম লিডাতে, শহরে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে এবং দেখা হলেই নিকেলায়েভ আর সেন্তসভকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়ে এলাম। ঐ ব্যাপারে আমার অনুরোধে কমাণ্ডাণ্টের অফিস থেকে তাকে দুজন প্রহরী দেওয়া হল এবং কিভাবে এগোতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ আমি দিয়ে এসেছি।

ওকুলিচের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি অধৈর্য হয়ে উঠলাম, আশা করছিলাম অনেক ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারবে সে, চিন্তা শুধু একটাই ছিল আগের দিনের মত আজও যদি গিয়ে তাকে বাড়িতে না পাই।

লরীর মধ্যে আমরা লাফাচ্ছিলাম, এদিক ওদিক হেলে পড়ছিলাম। স্টিয়ারিং হুইল শক্ত করে চেপে খিঝনিয়াক যতদূর সম্ভব বেপরোয়া হয়ে পাথর বসানো রাস্তার ওপর দিয়ে লরী চালাচ্ছিল। আমিও সতর্কভাবে এগোতে ছাড়ছিলাম না এবং মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে ও আমাকে বলছিল, 'আরও একটু কম মাথা ঘামাতে পার না...লরীর কথা কে তোমায় চিন্তা করতে বলছে। নতুন স্প্রিং জোগাড় করবে কোথেকে? চাকাওলা সব কিছু সম্বন্ধে সকলেই এক একটা বিশেষজ্ঞ, তাই না।'

শিলোভিচি গ্রামটার পর আমরা বড় রাস্তা থেকে নেমে পড়লাম পাশের মাটির রাস্তায়। গাড়ি এখন ঝোপের মধ্যে দিয়ে খুব জোরে একটা চলতে চাইছে না এবং তখনই আমি গাড়ি থামাতে বললাম। মুখের ঘাম মুছে ড্রাইভারের কেবিন থেকে নেমে খিঝনিয়াক লরীটাকে একবার পরীক্ষা করে নিল। তখন আমি ওকে বললাম সাবমেশিনগানটা নিয়ে ও যেন আমার সঙ্গে আসে।

খামার বাড়ির কাছে একটা ঝোপের আড়ালে ওকে অপেক্ষা করতে বলে আমি সোজা এগিয়ে গেলাম বাড়ির দিকে। চেনে টান মারতে মারতে

একটা কুকুর পাগলের মত চেঁচাতে শুরু করল। জানলায় একটি মহিলার মুখ ভেসে ওঠার পরই বারান্দায় বেরিয়ে এল একজন পুরুষ। মনে হল এই ওকুলিচ। কুকুরটাকে ধমকে চুপ করিয়ে সতর্কভাবে তাকাল আমার দিকে। প্যান্ট জামাটা পুরনো হলেও পরিষ্কার, পায়ে জুতো নেই আর দাড়ি না কামানো মুখটা যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি।

'সুপ্রভাত···আমি আসছি ১৮০৪০ নং ইউনিট থেকে।'

আমার পরিচয় সম্বন্ধে যাতে তার কোন সন্দেহ না থাকে তার জন্যে আমি আমার ফটো সমেত পাশটা বের করলাম, এক নজরে ওটা দেখে নিয়ে খুব অসহায়ের মত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে তাকালেন আমার দিকে।

'যদি ভুল না করে থাকি, তবে তুমি নিশ্চয়ই কমরেড ওকুলিচ?' মুখ আর কপাল মুছতে মুছতে বললাম, যেন এইমাত্র আমি রোদে দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছি।

'হ্যাঁ'···।' বেশ হতভম্ব হয়ে উত্তর দিল ওকুলিচ।

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগছে। একটা বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছি। একটু আলোচনা করার আছে। কিন্তু তার আগে মুখ হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাই, যদি কিছু না মনে করেন।'

'ঠিক আছে।'

কয়েক মিনিট পরে আমি ওর খুব সাধারণভাবে সাজানো বাড়ির একটি টেবিলের সামনে বসলাম, মেঝেটা মাটির হওয়া সত্ত্বেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পথে আসতে আসতে আমি ভেবেছিলাম ওকুলিচ নিশ্চয়ই আমাকে বাড়িতে তৈরী ভোদকা খেতে বলবে—কারণ শুনেছিলাম ওকুলিচের কাছে নাকি একটা "অদ্ভুত দর্শন যন্ত্র" আছে—আর আমিও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম খেতে বললে আমি না বলবো না। যত বাজে জিনিসই হোক না কেন আমি খাবার জন্যে তৈরী ছিলাম এই আশায় যদি তাতে ওর মুখ ফসকে কথা বেরিয়ে আসে। অথচ ও আমাকে একটি চেয়ারে বসতে পর্যন্ত বলল না, পান করার কথা তো ওঠেই না, ওকুলিচের স্ত্রী পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে আমাকে বসতে বলেছিল।

বেঁটেখাটো মহিলা, মুখে বসন্তের দাগ। রান্নাঘরে ওর ঘোরা ফেরার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, তারপর মহিলা মাটির মগে করে দুধ আর গ্লাস

এনে রাখল টেবিলের ওপর। একটা কথাও না বলে বা দুধও না ঢেলে দিয়ে কাঠের পার্টিশনের আড়ালে আবার চলে গেলো।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ওকুলিচ নিজের থেকে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের কথা বলবে—আমার কাজ হবে শুধু ওকে একবার মুখ খুলতে বলা এবং আমি গল্পচ্ছলে বলতে শুরু করলাম যে আমার ইউনিটের ঘাঁটি হল লিডা এবং আমাদের কাজ হল সৈন্যবাহিনীর ঠিক পশ্চাদবর্তী অঞ্চলটিকে রক্ষা করা এবং দলছুট ও রাহাজানি করা দলগুলোর মোকাবিলা করা। কাজটা সহজ নয় এবং এর অনেকটাই নির্ভর করে স্থানীয় লোকের সহযোগিতা পাওয়ার ওপর।

টেবিলের ওপারে পা দুটো তলায় ঢুকিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর বসেছিল ওকুলিচ, একটিও কথা না বলে আমার বক্তব্য শুনে যাচ্ছিল সে এবং আলোচনায় একটা কথাও যোগ করে নি। গ্লাসে দুধ ঢাললাম, তারপর এক চুমুক দিয়ে বললাম বেশ ভাল দুধ। আবার আমি সাধারণভাবে কথা বলতে লাগলাম, 'মনে হচ্ছে তুমি এখানকার লোক নও। তুমি কোন এলাকার লোক?'

'বাইখভের', বেশ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল ওকুলিচ।

'ও, মগিলিয়ভ জেলার! এখানে কি বহুদিন থেকে আছো?'

'দু বছরের বেশি।'

ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে বললাম, 'এই এলাকাটা যখন জার্মানদের অধিকারে ছিল তখনও ছিলে কি এখানে?

'হ্যাঁ।'

মৃদু হেসে বললাম, 'ভয় লাগে নি থাকতে? জঙ্গলের ধারে এই নির্জন জায়গায়?'

ওকুলিচ এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকালো যার দুটো অর্থই হতে পারে।

দরজার উল্টো দিকে ঘরের কোণে একটা কুলুঙ্গীতে কিছু ক্যাথলিক ধর্মের প্রাচীন মূর্তি ছিল, যদিও ওকুলিচ দেশের এমন এক অঞ্চল থেকে এসেছে যেখানে বাইলোরুশীয়দের মধ্যে এই ধর্মের তেমন প্রচলন নেই। আর একটা জিনিস প্রথম থেকেই আমার খটকা লাগছিল, দেওয়ালে একটাও ফটো নেই বা যেকোন ধরনের ছবি বা অলংকরণ নেই।

মগিলিয়লভ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, জানালাম স্বাধীন হবার পর

আমি ওখানে গিয়েছিলাম : শহরটাকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তার কথা বললাম এবং তারপর লিডা এবং তার আশেপাশের এলাকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলাম। কোন কথা না বলে চুপচাপ আমার দিকে শহীদের মত বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ; এমনকি খুব সহজ প্রশ্নেরও জবাব দিতে বেশ সময় নিচ্ছিল ওকুলিচ, তাও আবার দু-এক কথায় উত্তর দিচ্ছিল। আমার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছিল না ; ও কী আমার ওপর ভরসা করতে পারছে না? ও আমার সরকারী কাগজপত্র ভাল করে দেখে নি এবং পড়েও নি। তবে কি আবার বুঝিয়ে বলতে হবে আমি কে?

ধর্মীয় মূর্তিগুলোকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'ওগুলো কি ক্যাথলিকদের?'

'হয়তো...।'

উত্তরটা দেওয়ার সময় ও উদাসভাবে হাত নাড়ল, যেন বলতে চায়—তাতে কিছু আসে যায় কি?

'লিডাতে আমাকে ওরা বলেছে তুমি নাকি পার্টিজানদের সাহায্য করতে। আশা করি তুমি আমাদেরও সাহায্য করবে।...এটা একটু পড়বে দয়া করে?'

আমি আমার উর্দির পকেট থেকে আর একটা সামরিক পাশ বের করলাম তাতে অনেক কিছু বিস্তারিতভাবে লেখা আছে, কাগজপত্রের ভাঁজ খুলে ওকুলিচের সামনে টেবিলের ওপর মেলে ধরলাম। অনিচ্ছা সহকারে ওটা নিয়ে পড়ল। পাশে লেখা ছিল আমি নিরাপত্তা বাহিনীর একজন অফিসার এবং সোভিয়েত শাসন ক্ষমতার সকল সংস্থা, অসামরিক প্রতিষ্ঠান, সামরিক দল, কমাণ্ডান্টের দপ্তর এবং শুধু তাই নয় ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নাগরিককে বলা হচ্ছে যেভাবে প্রয়োজন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে, আমার কর্তব্যে আমাকে সাহায্য করতে। কাগজে আমার ফটোও ছিল, সরকারী স্ট্যাম্পের ছাপ দুটো পরিষ্কার পড়া যাচ্ছিল, উপরন্তু দুজন সেনাপতির সইও আছে ; একজন হলেন যুদ্ধ সীমান্তের সর্বাধিনায়ক, অন্য জন নিরাপত্তা বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি।

সবটা ধীরে ধীরে পড়ার পর ওকুলিচ ওগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

কাগজপত্র সরিয়ে রেখে আমি বললাম, 'এবার বলো তো...এদিকে গত কয়েকদিনে...আজ, গতকাল বা পরশু কোন অচেনা লোককে দেখেছো তুমি? সৈনিক বা অসামরিক? এই বাড়িতে কেউ এসেছে কি?'

আমাকে চমকে দিয়ে ওকুলিচ বলল, 'না'।

'এমনও তো হতে পারে এখানে কারুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'না।'

'একটু ভাল করে ভেবে দেখ, ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী। গত কয়েক দিনে কোন অচেনা লোককে দেখেও ত থাকতে পার', আমি আবার কথাটা বললাম, 'কিংবা হয়ত কেউ এপাশে এসেছে।'

'না', আবার একই উত্তর দিল ওকুলিচ।

কিন্তু কথাটা আমি মেনে নিই কি করে? ভুল বাড়িতেও ত আসি নি। শিলোভিচি থেকে কামেনকা যাবার পথে এটাই ত প্রথম খামার বাড়ি এবং এখানে আসার সময় যা যা দেখেছি তার সঙ্গে আন্দ্রেইয়ের দেওয়া বাড়ি ও বহির্বাটির বর্ণনা হুবহু মিলে যাচ্ছে। কুকুরটাও আছে, কুকুরের ঘর আর খোদ ওকুলিচের যে বর্ণনা আন্দ্রেইয়ের কথার সঙ্গে মিলে যায়। শুধু কি তাই, যে ঝোপ ঝাড় আর ওক গাছের আড়াল থেকে আন্দ্রেই ওকুলিচ আর দুজন অফিসারকে দেখেছিল সেগুলো চিনতে আমার একটুও অসুবিধে হয় নি।

অথচ ওকুলিচ জোর দিয়ে বলছে গত কয়েকদিনে কেউ তার বাড়িতে আসে নি। দেখা হওয়ার আগে আমার ধারণা ছিল ওকুলিচ শান্ত ও কম কথার মানুষ, অথচ এখন দেখছি কতটা পার্থক্য। তার এই নিঃশব্দ আনুগত্যের ফলে ওর সম্বন্ধে এক বিচিত্র ও বরং খারাপ ধারণা জন্মাচ্ছে; তার ভেতরে যে উত্তেজনা আছে সেটা বুঝতে পারছিলাম এবং একটা অস্বস্তি বা ভয় থেকে যে ঐ উত্তেজনা সেটি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। অথচ আমাকে ভয় খাবার কি আছে ওকুলিচের?

ওর স্ত্রীকে দেখেও আমি খুশি হতে পারি নি, মহিলাও স্বামীর মত গম্ভীর ও হাসতে অনিচ্ছুক। তার ঐ নিস্পৃহ আর ধূর্ত মুখটাও আমার পছন্দ হয় নি, বিশেষ করে পার্টিশানের পাশ থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মহিলার সতর্ক দৃষ্টিও আমার ভাল লাগে নি।

বুঝতে পারছিলাম আমাকে দেখে ওকুলিচরা খুব ঘাবড়ে গেছে। অবশ্য এটা যে কোন গভীর অর্থ আছে তা নয়। এবং আমার পছন্দ-অপছন্দে লোকের কতটুকু যায়-আসে। আমরা যা জানতে চাই তা হল প্রকৃত

তথ্য। এবং সেই ঘটনাটা হল আমাদের সন্দেহভাজন দুজন ব্যক্তি পরশু দিন ওক্‌লিচের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এবং ওক্‌লিচ সেই কথাটা গোপন করতে চাইছে।

আমি এটাও বুঝতে পারছিলাম আমাদের কথাবার্তায় কোন ফল হচ্ছে না। আমাদের কাজে এমন মুহূর্ত প্রায়ই আসে—কারুর সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া গেছে, হতে পারে সেগুলো পরস্পরবিরোধী, তার সঙ্গে তোমার দেখা হল, কথাও হলো, তারপর হঠাৎ তোমাকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে, যা শুনেছ বা দেখেছ তার ওপর ভিত্তি করে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমার কেমন যেন মনে হল ক্লুনীতে যে ক্যাথলিক মূর্তিগুলো রাখা হয়েছে সেটা আরমিজ্জা ক্রাজোয়া গুপ্তদলের কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাদের জন্যে; এই অঞ্চলে তারা যেকোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে এবং ঐ চিহ্নটাই বলে দেবে যে ঐ দম্পতির ধর্মবিশ্বাস অনধিকার প্রবেশকারীদের সঙ্গে অভিন্ন এবং তার ফলে তারা ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্যে ওক্‌লিচ ও তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। এমন কি জার্মানরাও ক্যাথলিকদের ততটা খারাপ মনে করে না যতটা করে রুশ সনাতনপন্থী ধর্ম-বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে।

পারিবারিক কোন ফটো না থাকাটাও আমাকে চিন্তায় ফেলেছিল। ওক্‌লিচের পরিবার এবং যুদ্ধের আগে তার যোগাযোগ ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও কি কোন চিঠিপত্র পেত না, পেয়ে থাকলে কে লিখতো? সেই সঙ্গে আরও অনেক ছোটখাট প্রশ্নের উদয় হল মনে কিন্তু মূল জিনিসটা হল ওক্‌লিচ এবং নিকোলায়েভ ও সেন্তসেভের মধ্যে সম্পর্কের রূপটি জানা। কেন ওরা এখানে এসেছিল এবং কেনই বা ওক্‌লিচ তাদের আসার কথাটা গোপন করতে চাইছে, ওরা যদি সত্যিসত্যিই সোভিয়েত অফিসার হয়ে থাকে? কেন? কী উদ্দেশ্যে?

তারপর আবার: আন্দ্রেই যে বর্ষাতিটা দেখেছিল তার মধ্যে কি ছিল এবং সেটার হলই বা কি? ওক্‌লিচের বাড়িতে এক ঘন্টা কাটাবার পর তারা যখন বড় রাস্তায় গিয়েছিল তখন ওটা কোথায় রেখে বা লুকিয়ে রেখে গেছে?

ওকুলিচের সঙ্গে এই আলোচনা থেকে আমি আশা করেছিলাম বিরাট

কিছু পাবো, অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো সেটা একেবারেই ফলপ্রসূ হল না এবং কোন কিছুর ওপরে আলোকপাত করল না। তখন বুঝলাম এবার আমাকে চূড়ান্ত পথ নিতে হবে। জানলার কাছে গিয়ে মুখের কাছে হাত দুটো নিয়ে গিয়ে খিঝনিয়াককে ডাকলাম।

মুহূর্তের মধ্যে ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে ও ছুটে এল বাড়ির দিকে, হাতে সাবমেশিনগান। কুকুরটাও চেন ছিঁড়ে ফেলার মত করে লাফালাফি করে চেঁচাতে লাগল।

ওকুলিচের দিকে তাকালাম, ভয়ে বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে...।

৪২। লেফটেনাণ্ট কর্ণেল পলিয়াকভ

গ্রোদনোর ডজ লরীর ব্যাপারটা দিয়ে সকালের কাজ শুরু করেছিল পলিয়াকভ এবং ঐ কাজটা দিয়েই দিনের শেষে যবনিকা টানতে হয়েছিল।

সিনিয়র লেফটেনাণ্ট জাবোলোতিয়ে থেকে ফিরল সন্ধ্যেবেলায়। ক্লান্ত চেহারা আর দোমড়ানো, ছোপ লাগা পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে সত্যি সত্যিই খেটেছিল ডজ গাড়িটা যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানকার মাটিতে কোন পায়ের ছাপ বা অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ খোঁজবার জন্যে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলেও যে কিছু জানা গেছে তাও মনে হয় না। গাড়িটাকে আসতে কেউ দেখে নি বা গাড়িতে কোন আরোহীও দেখা যায় নি।

চোরাই ডজ গাড়ির টায়ারের ছাপের ছবি যথারীতি তোলা হয়েছে, কিন্তু বড় দেরীতে, ফলে পলিয়াকভের হাতে যখন ফটো পৌঁছল তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। সন্ধ্যের আধো আলোতে ওগুলো দেখার চেষ্টা করল না। পলিয়াকভ ঠিক করল ক্যানটিনে লাঞ্চ খাবার পর ওগুলো দেখবে—আর এত দেরীতে খাওয়া হচ্ছে বলে ওটাকে লাঞ্চ না বলে রাতের খাওয়া বলাই ভাল।

দিনটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে এবং সব কাজ প্রায় ঠিকমতো করে ফেলেছে দেখে পলিয়াকভ মনে মনে খুশী হল। ড্রাইভারের মৃত্যু সম্পর্কিত ডাক্তারী রিপোর্ট (যাতে সঠিকভাবে বোঝা যায় কিভাবে তাকে

মারা হয়েছে এবং কোন অস্ত্র দিয়ে) আমার কাজটা যেকোন অধঃস্তন কর্মচারীকে বললেই হবে।

বিকেলের দিকে বেতার-দূরাভাষের মাধ্যমে পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান জেনারেল ইগোরভের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আমাকে বলা হয়েছে "তাড়াতাড়ি করুন এবং ফিরে আসুন।" মনে হয় ইগোরভ চাইছিলেন না তার তদন্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ২৪ ঘন্টারও বেশি নিজের ঘাঁটি থেকে বাইরে থাকুক। পলিয়াকভ অবশ্য বুঝিয়ে বলেছিল যে ওকে লিডা যেতে হয়েছিল এবং কালকের আগে ফিরতে পারবে না। আর তাও সন্ধ্যের আগে নয়। খুব অসন্তুষ্ট হয়ে জেনারেল টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

সেদিন ভোরবেলা থেকেই পলিয়াকভ এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে পাভেলের জন্যে কয়েকটা মিনিট সময়ও দিতে পারে নি। ফলে ক্যাপ্টেনের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল তার। এখন অবশ্য দিনের সবচেয়ে জরুরী কাজগুলো করার ব্যাপারে পলিয়াকভের মনে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল নিয়েমেন অভিযান।

গতকাল মূল বয়ানের সংকেতলিপির অর্থটি পাবার পরেই ওকে বলা হয়েছিল সৈন্যবাহিনীর ঠিক পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে ৬টা জংশনে যাবার রেলপথগুলোতে ৯ই থেকে ১৩ই আগস্টের মধ্যে কতকগুলো সৈন্যবাহী ট্রেন চলাচল করেছিল তার হিসেব দিতে। প্রার্থিত তথ্যগুলো তৈরী করেছিল ভোসো* এবং এখন ওর কাজ হল চুপ করে বসে থাকা এবং সবকিছু একপাশে সরিয়ে রেখে বিশ্লেষণ করা। পাভেল আলিওখিনের সঙ্গে আলোচনা করার পর এবং নিয়েমেন অভিযানের ব্যাপারে রাতের একটা অংশ ব্যয় করার পর পলিয়াকভ ওটা লিডায় করবে ঠিক করেছিল। প্রয়োজনে ঐ কাজটা নিয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত কাজ করতে পারে ও। জেনারেলের সঙ্গে কথা হবার পর পলিয়াকভ তাঁর সহকারীর সঙ্গে কথা বলে "ভোসো" কর্তৃক সংগৃহীত সব তথ্য সোজা লিডাতে বিমান বাহিনীর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে পাঠিয়ে দিতে বলল।

---

* ভোসো (সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা)—সৈন্যদল, সামরিক সরঞ্জাম ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত সংগঠন, যারা কাজ করত সেনাদলের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে।—*লেখক*

ঠিক রাত ৯টায় গ্রোদনোর সব কাজ শেষ করে ও স্টেশনে পৌঁছল। ক্যানটিনে লাঞ্চের কুপনের বিনিময়ে ও পেল দুটো সামান্য ভিজে পাত্রে টিনে প্যাক করা শূয়োরের মাংসের টুকরো মেশানো নুডেল আর গমদানার খাবার—এটার একটা মিষ্টি নাম দেওয়া হয়েছে "গৌলাস" (গোমাংসের সুরুয়া)। ঘরের মধ্যে সাধারণ সৈনা আর নন-কমিশণ্ড অফিসারদের জন্যে নির্দিষ্ট একটা লম্বা টেবিলে গিয়ে বসল সে, এটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা।

সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি তার, তবুও খাওয়া শুরু করার আগে ম্যাপের থলে থেকে একটা খবরের কাগজ বের করল। যুদ্ধের অনেক আগে থাকতেই, যখন ও সাংবাদিক ছিল, তখন থেকে খাওয়ার সময় কাগজ পড়ার বদ অভ্যাসটা করে ফেলেছে। অভ্যাসটা এখনও ছাড়া যায় নি। খেতে খেতে নতুন খবরের মধ্যে ডুবে যায় ও মনে মনে চিন্তা করতে শুরু করে।

সকালের দিকে একবার নজর বুলিয়েছিল কাগজটার ওপর, ফলে জানত যে এতে কোস্তিয়া স্ত্রুন্নিকভের একটি বড় প্রবন্ধ আছে, কোস্তিয়া এককালে পলিয়াকভের ছাত্র ও সহকর্মী ছিল। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েই সোজা চলে এসেছিল পলিয়াকভের শিল্পসংক্রান্ত খবরের কাগজে কাজ করার জন্যে, কারণ ওর মধ্যে অনেক সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু ঐটুকুই মাত্র। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধ-সীমান্তের প্রতিবেদক হয় এবং সত্যিকারের নাম করতে শুরু করে। ক্রমশঃ ওর লেখা ভাল হয়ে উঠেছিল এবং কোস্তিয়ার কোন নতুন লেখা দেখলেই খুব খুশি হত পলিয়াকভ।

ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করার সময় ফটোর প্যাকেটটা নজরে পড়ল। খাবারের পাত্রের পাশে ছবিগুলোকে বিছিয়ে পলিয়াকভ সেই ছবিটি বের করল যার সঙ্গে এগুলোকে মেলাতে হবে। ওর স্মৃতিশক্তি এখনও ওর সঙ্গে প্রতারণা করে নি: ডজ গাড়ির টায়ারের ছাপটার সঙ্গে শুলবৎসির কাছে জঙ্গলে আলিওখিনের দল যে ছাপটি পেয়েছে তার হুবহু মিল আছে।

নিজের চোখকে তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ওর, তাই আর একবার দেখে নিয়ে সরিয়ে রাখলো ছবিগুলো; তারপর খবরের কাগজ খুলে পড়তে

পড়তে যেতে শুরু করল। এখন অবশ্য প্রবন্ধটির ওপর ও আর মনোনিবেশ করতে পারল না। কোন রকমে তার "গৌলাস" শেষ করে ছুটল সামরিক হাসপাতালে।

* * *

মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ার মোটা ফাইলটিতে নিকোলাই কুজমিচ গুসেভের কাগজপত্র পাওয়া গেল না—প্রত্যেকটি সার্টিফিকেটের সঙ্গে প্যাথলজিস্টের দেওয়া ময়না-তদন্তের প্রতিবেদন গাঁথা থাকে। পলিয়াকভ নিশ্চিত হবার জন্যে দুবার ফাইলটি আগাগোড়া ঘাঁটল।

প্রধান ডাক্তার আর হাসপাতালের রেজিস্ট্রি করার অফিসার দুজনে স্টেশনে গেছেন আহতদের আনবার জন্যে, কারণ সদ্যসদ্য দুটো আহত-লোক ভর্তি হাসপাতাল-ট্রেন এসেছে। কি ঘটেছিল জানবার জন্যে পলিয়াকভ গেল কর্তব্যরত ডাক্তারের কাছে।

'সার্জেন্ট গুসেভ, ড্রাইভারের কথা ত আপনি জানতে চাইছেন? উনি আমার রোগী', কথাটি বলে মহিলা ডাক্তারটি খুব আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, ওঁর মৃত্যু-সার্টিফিকেট পাবেন কি করে, যদি উনি বেঁচে থাকেন?'

দুমিনিট পরে ওদের দুজনকে হাঁটতে দেখা গেল একটা চওড়া বারান্দায়, দুপাশে আহত রোগীদের বিছানা। পলিয়াকভকেও একটা সাদা লম্বা কোট পরতে হয়েছিল, অবশ্য ওর পক্ষে কোটটি ছিল ভীষণ বড়; হাঁটতে হাঁটতে কোটের হাতাটি একটু গুটিয়ে নিল পলিয়াকভ। কার্বলিক অ্যাসিড আর আইডোফর্মের চড়া গন্ধ, এই বিশ্রি গন্ধের সঙ্গে পলিয়াকভের মনে পড়ে গেল তার নিজের কথা, যুদ্ধের প্রথম বছরে গুরুতর আহত হয়ে ওকে পাচ মাস কাটাতে হয়েছিল মস্কো আর গোর্কি শহরের হাসপাতালে।

মহিলা ডাক্তারটি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, 'মাথার পেছন দিকে জোরে আঘাত করা হয়েছিল ওঁকে, মাথার খুলির তলার দিকটি ভেঙ্গে গেছে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তারপর পেছন থেকে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি জায়গায় দুবার ছুরি মারা হয়; তবে সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক মত লক্ষ্য ভেদ করে নি।'

বারান্দার উল্টোদিক থেকে একটি মেয়েকে দেখল পলিয়াকভ, একজন আহতকে ট্রলিতে করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, মেয়েটির বয়স পনেরোর বেশি নয়।

একপাশে সরে গিয়ে মেয়েটিকে যেতে দিল পলিয়াকভ, প্রশ্ন করল; 'ওকি বিপদ কাটিয়ে উঠেছে?'

'এই ধরনের কেসে কোন কিছু সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তবে একটি কথা ঠিক যে কথা বলার চেষ্টা করা উচিত নয়। যদি তেমন প্রয়োজন হয় না বলতে পারব না, কিন্তু দয়া করে···রোগীকে বেশী ক্লান্ত করে দেবেন না', কথাগুলো বেশ আত্মাসংকারে বলে ডাক্তারটি একটু হাসলেন। পলিয়াকভ লক্ষ্য করল ডাক্তারটি সুন্দরী এবং যুবতী। 'যুদ্ধের আগে রোগী হয়ত কোন অধ্যাপক বা অন্য কারুর গাড়ি চালাতেন, এখন একই কথা বারবার জিজ্ঞ্যেস করছেন। ভীষণভাবে চাইছেন অধ্যাপক যেন নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে আসেন। এই দিকে আসুন···'

ভীষণভাবে আহত রোগীদের একটি ছোট্ট ওয়ার্ডের জানলার ধারে একটি খাট দেখালেন ডাক্তার, ঘরে মাত্র চারটে খাট। দেখিয়ে দিয়ে মহিলা চলে গেলেন পলিয়াকভকে রেখে। কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকা মানুষটির মুখটা শুকিয়ে বিশ্রি দেখাচ্ছে, মাথা আর বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এক প্রাণহীন, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দূরমনস্কের মত তাকিয়ে আছে সে।

পলিয়াকভ বলল, 'শুভসন্ধ্যা, নিকোলাই কুজমিচ কেমন আছ?'

কোন কথা না বলে গুসেভ তাকিয়ে রইল পলিয়াকভের দিকে, যেন সে বুঝতে পারছে না কোথায় সে আছে এবং কী ঘটছে।

'নিকোলাই কুজমিচ—জিজ্ঞেস করছিলাম কেমন বোধ করছো তুমি··· আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কি?'

একটু থেমে ও ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি। আপনি কি অধ্যাপক?'

'না, আমি অধ্যাপক নই। আমি পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার। যারা তোমায় আক্রমণ করেছিল তাদের খুঁজে বের করতে চাই আমরা। কি করে ঘটল ব্যাপারটা? বলতে পারবে কি? একটু চেষ্টা কর···ভীষণ জরুরী।'

গুসেভ কিছু বলল না।

বিছানার পাশে বসে পড়ল পলিয়াকভ, বলল, 'এক সপ্তাহ আগে তুমি ডজ লরীটা নিয়ে গ্রোদনো থেকে ভিলনিয়াস যাচ্ছিল। ওরা কি তোমায় মাঝ পথে ধরেছিল ?'

পলিয়াকভ গুসেভের মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু তখনও কোন উত্তর পেল না।

'ওদের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল ?'

গুসেভের উত্তর নেই।

পলিয়াকভ প্রশ্নটি খুব জোরে জোরে স্পষ্ট করে বলল, 'ওরা তোমার ডজে উঠল কি করে ?'

'তল্লাসী ঘাঁটিতে', ফিসফিস করে বলল গুসেভ।

দারুণ ব্যগ্র হয়ে পলিয়াকভ ওরই উত্তরটা আবার বলল। 'তাহলে ওরা তোমার গাড়িতে উঠেছিল তল্লাসীঘাঁটিতে ? গ্রোদনো থেকে বেরোবার পর।'

'হ্যাঁ…।'

'ওরা কি তিনজন ছিল ?' পলিয়াকভ তিনটি আঙুল দেখালো, 'না, দুজন ?'

'দুজন…।'

৪৩। পাভেল আলিওখিন

প্রথমেই আমি ওকুলিচকে বললাম বাড়িতে যত কাগজপত্র আছে সব দেখাতে। নড়বড় করতে করতে একটি বেঞ্চের ওপর উঠে ও দুটো ধূলোয় ভরা পরিচয়-পত্র নামিয়ে আনল, একটি নিজের, অন্যটা তার স্ত্রীর, ও দুটো ওদের দেওয়া হয়েছিল ১৯৪০ সালে বাইখভ জিলা মিলিশিয়া দপ্তর থেকে।

'আর সব কাগজপত্র কই ?! ফটো নেই কোন ? তোমার পার্টিজানের মেডেলটি কোথায় ?'

খরগোশ যেমন করে অজগরের দিকে তাকায় ওইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ওকুলিচ হল ঘরে গেল সীসের মত ভারী পা টেনে টেনে। ওখানে গিয়ে একটি পুরনো কাঠের কেঠোজাতীয় জিনিস সরালো, তারপর কালো

রঙের আধপচা কাঠের বাক্সের কয়েকটি তক্তা সরালো, বাক্সটি কানায় কানায় ছাইতে ভরা। ছাইয়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটি বড় টিনের বাক্স বের করে আনল।

অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বাক্সটি খুলে ভেতরকার জিনিসপত্র সব টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখলাম। বাক্সতে ছিল: একটি মেডেল, তাতে খোদাই করে লেখা আছে *দেশাত্মবোধক যুদ্ধে পার্টিজান* (২য় শ্রেণী) এবং তার আনুষঙ্গিক কাগজপত্র যেগুলো ওকুলিচ মাত্র সপ্তাহখানেক আগে পেয়েছে এবং সেকথা আমাকে জানানও হয়েছিল;

— এক প্যাকেট জার্মান মুদ্রা যেগুলো অধিকৃত অঞ্চলে ব্যবহৃত হত, সুতো দিয়ে বাঁধা;

— যুদ্ধের আগেকার দশটা রসিদ, দুধ, মাংস ও উল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সেই সংক্রান্ত;

— এক গাদা ফটো, যাতে লালফৌজের পোশাক পরা দুটি কম বয়সী ভাইয়ের ছবির সঙ্গে ওকুলিচ, তার স্ত্রী ও আত্মীয়দের ছবিও আছে,

— চারটে ডাক্তারের সার্টিফিকেট;

— কিছু সরকারী বণ্ড;

— একশো-জ্লোটির নোটে পোল্যাণ্ডের টাকার একটা সরু প্যাকেট;

— যুদ্ধের আগে বাইখভ কারিগর সমিতিতে ভাল কাজের জন্যে ওকুলিচকে দেওয়া দুটি সরকারী প্রশংসাপত্র।

এই দুটি কাগজের তলায় একেবারে বাক্সের শেষে পরিচিত হলদে রঙের একটা কাগজ দেখতে পেলাম—একটা অসুইজ—জার্মান পরিচয়পত্র, লিডার পুলিশপ্রধান ব্রাট ওটা ওকুলিচকে দিয়েছিলেন ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে।

'এগুলো আঁকড়ে রেখেছ কেন?' জার্মানীর মুদ্রা আর পরিচয় পত্রটা দেখিয়ে কঠিন সুরে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার কি মনে হয় জার্মানরা আবার ফিরে আসবে?'

'না।'

'তবে কেন?…আর যদি মিথ্যে কথা বলেছ আমি সহ্য করবো না। যদি সামান্যতমও মিথ্যে কথা বলো তবে পরে পস্তাতে হবে। প্রথমে বলো সেই দুজন অফিসারের কথা যারা এই বাড়িতে পরশুদিন এসেছিল। তারা কারা এবং তুমি তাদের চিনলে কি করে?'

ঠিক আগেকার শহীদসুলভ আনুগত্য দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে কথা বলতে শুরু করল ওক্‌লিচ। পরশু দিনই প্রথম ঐ অফিসাররা আমার বাড়িতে আসেন, বলেছিল ওরা নিজেদের ইউনিটের জন্যে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। ওদের বেশি পছন্দ জ্যান্ত ভেড়া, শূয়োরের চর্বি, ময়দা এবং শূয়োর, তবে কম পরিমাণে। বদলে ওরা দেবে কেরোসিন তেল, নুন আর কিছু নতুন জার্মান যুদ্ধ পোশাক।

যতদিন অঞ্চলটা শত্রু অধিকৃত ছিল ততদিন ওক্‌লিচ কাজ চলা গোছের নানা ধরনের লণ্ঠন তৈরী করত, ফলে অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তার পর কিছু কেরোসিন তেল সংগ্রহ করে রাখতে চাইল। ভোরবেলায় অফিসাররা এল লরীতে করে, যার ছাদটা ত্রিপলে ঢাকা, ওকুলিচের মাটির তলার ঘরে একটি ছোট পিপে রেখে ওক্‌লিচকে সঙ্গে নিয়ে শিলোভিচিতে গেল, যেখানে একটা খামারের তার সব গবাদি পশু থাকতো। ওকুলিচ প্রথমে ওদের একটা বাঁজা বুড়ো ভেড়ী দেখাল, ক্যাপ্টেন ওটা নেবে না। পরে এর জন্যে ওর লজ্জা পাওয়া উচিত বলায় নিজেই কমবয়সী ভেড়াদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড সেটা নিল।

লরীর পেছন দিকে ভেড়াগুলোকে তুলেছিল ওরা। কতকগুলো ভেড়া আবার দড়িতে বাঁধা এবং একটা বছরখানেকের বড় শূয়োর ছানাও ছিল, ভেতর দিকে ড্রাইভারের কেবিনের কাছে প্রায় দশটা পিপে, ঐ রকমের একটা পিপে ওরা ওক্‌লিচকে দিয়ে গেছে এবং লরীর দু'পাশে বসবার বেঞ্চের তলায় বেশ কয়েকটা বস্তা, ভেতরে কি আছে সেটা ও জানতে পারে নি।

অফিসারদের খুব ব্যস্ততা ছিল এবং ভেড়াগুলো তোলার পরেই ওরা সোজা এগিয়ে গেল। লরীর নম্বরটাও জানে না, কারণ ওটা দেখার ব্যাপারে মাথাই ঘামায় নি সে।

ঐ অফিসাররা আর কারুর সঙ্গে ঐভাবে পণ্য বিনিময় করেছিল কিনা জানতে চাইলাম, না শুধু ওক্‌লিচের সঙ্গে করেছিল। খুব অনিচ্ছা সহকারে প্রতিবেশী খামার বাড়ির দুজনের নাম করল—কোলচর্জিক এবং তারাসেভিচ।

ওক্‌লিচ নিজের থেকে আমায় বলল যে সেস্তসভ আর নিকোলায়েভ মাটির তলার ঘরে একটা ভাল করে বাঁধা ছাঁদা বর্ষাতি রেখে গেছে। বলেছিল,

যে ওর মধ্যে আগুনে সেঁকা শূয়োরের মাংসের বড় বড় টুকরো আছে। ইঁদুর যাতে ওটা না খেয়ে নেয় তাই একটা খালি কাঠের টবের মধ্যে রেখে ঢাকনাটা যাতে সরে না যায় তার জন্যে ওপরে ভারী একটা পাথর চাপিয়ে দিয়ে গেছে। ওদের মধ্যে যে অফিসারটির বয়স কম সে নিজের হাতে এই কাজ করেছিল আর সেই আফসারটিই সেদিন সকালে মাটির তলার ঘর থেকে বর্ষাতিটা বের করে এনেছিল। ভকুলিচ ওটা ছুঁয়েও দেখে নি।

মাটির তলার ঘরে গিয়ে টবটাকে ভাল করে পরীক্ষা করলাম, আগুনে সেঁকা মাংস সমেত বর্ষাতিটার চিহ্নমাত্র নেই, অবশ্য ওটাই আমি আশংকা করেছিলাম, তাছাড়া শূয়োরের মাংসের সামান্যতম গন্ধও পেলাম না অনেক চেষ্টা করে। আমার অনুরোধে একটি বেড়ালকে নিয়ে আসা হল মাটির তলার ঘরে, বেড়ালটি টবের পাশ দিয়ে চলে গেল, তারপর নাক টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে ওর ওপর লাফিয়ে উঠে টবের তলার দিকটা আর পাশের কাঠের ফালিগুলো শুঁকতে লাগল। বোঝা গেল শূয়োরের মাংসের মত কোন খাবার জিনিস বর্ষাতির মধ্যে ছিল।

চালাঘরটির এককোণে জার্মানদের ৫০ লিটারের ধাতুর তৈরী পিপে ছিল। মুখের প্যাঁচটা খুলে একটা কাঠি ঢুকিয়ে দিলাম, শুঁকতেই বোঝা গেল ওটা কেরোসিন তেল এবং তার চেয়েও বড় কথা জার্মানীর রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরী কেরোসিন। চালাঘরটার কাছে স্টুডিবেকার লরীর টায়ারের টাটকা দাগও দেখতে পেলাম এবং ফটকের সামনে মাটিতে ভারী জিনিস ফেলার জন্যে যে দাগ হয় সেই রকম দাগ, লরীর পেছন থেকে ওখানে বোধ হয় কাণা-উঁচু পিপে ফেলা হয়েছিল।

এইসব জিনিস থেকে ভকুলিচের কাহিনীটা সত্যি বলে মনে হল এবং আমার কাছে তা বিশ্বাসযোগ্যও মনে হল। এখন বুঝতে পারলাম কেন ও ভয় পাচ্ছিল এবং নিকোলায়েভ আর সেস্তসভের সঙ্গে ওর যোগাযোগের ব্যাপারটা লুকোবার চেষ্টা করছিল।

ও জানত যে প্রাকৃতিক জিনিসের পণ্য-বিনিময় অবৈধ এবং পরিণামটা যে ভাল নয় সেটা বোঝবার মত সঙ্গত কারণ ওর ছিল। ভকুলিচ হয়ত এইভাবে চিন্তা করেছিল—ওরা ত ভেড়া নিয়ে চলে গেছে এবং এখন ধরা পড়লে কেরোসিনটাও নিয়ে চলে যাবে এবং সামরিক বিভাগের সম্পত্তির তছরূপের ব্যাপারে আমি জড়িয়ে পড়বো। সে সময়ে যখন যুদ্ধ চলছিল

তখন এ ধরনের কিছু করলে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত হয়ে যেত। স্বভাবতই, ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যে ওকুলিচ নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের সঙ্গে তার লেনদেনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে মুখ না খোলাই উচিত তাই মনে করেছিল।

তবে একটি জিনিস ও লক্ষ্য করে নি যে ঐ কেরোসিন জবরদখল করা হয়েছিল জার্মানদের কাছ থেকে। গত প্রায় ছ সপ্তাহ ধরে জার্মানরা পশ্চিম দিকে পিছু হটে যাবার সময় নানা ধরনের সামরিক সরঞ্জাম আর জ্বালানী সমেত শত শত জোগানদারী ডিপো আর ট্রেন ফেলে পালিয়ে যায়। বাজেয়াপ্ত করা জিনিসের সরকারী তালিকায় এগুলো উল্লেখ করা উচিত ছিল। যদিও সক্রিয় সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মেটাবার জন্যে দখল করা কিছু কিছু জিনিসের ব্যবহারের বিষয়টার ওপর ইচ্ছে করে নজর দেওয়া হয় নি।

খামারবাড়িতে বসবাসকারী মানুষরা বাধ্য হয়েছিল যে-কোনভাবে পরি· ·তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। ওকুলিচও নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম ছিল না· তবে পুরো ঘটনাটির জন্যে আরও বেশি ভীরু এবং অন্যদের তুলনায় আরও বেশি সাবধানী হয়ে উঠেছিল।

জার্মানদের ভিস্তুলার ওপাশ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, অথচ ওকুলিচ এখনও সেই অধিকৃতকালের সময়ে পাওয়া জার্মানমুদ্রা আর জার্মানদের দেওয়া পরিচয়পত্র সযত্নে রেখে দিয়েছে এই আশায় যদি ওরা আবার ফিরে আসে। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে প্রায় একমাস একজন ব্রিগেড কমিশারকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল, সেটা অবশ্য এখন মনে হচ্ছে যে নিজেকে-বাঁচাবার সহজাত বুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই হয়ত তা করেছিল। জার্মানরা খুঁজে না পেতেও ত পারত। কিন্তু কমিশারকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করলে পার্টিজানরা ওকুলিচ সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা করতে পারত। আপাতদৃষ্টিতে যতই আত্মবিরোধী মনে হোক না কেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নে যে, কমিশারকে ও আশ্রয় দিয়েছিল ভয়ে; সবার আগে নিজের চাম· বাঁচাবার জন্যে।

তখন আমার মনে হল যে আমি ওকুলিচকে মোটামুটি ঠিকমত ধরতে পেরেছি এবং ওকে সঙ্গে নিয়ে খামার বাড়ি থেকে লরীতে যাওয়ার সময়

ওকুলিচের স্ত্রীকে বললাম,'সন্ধ্যের মধ্যে ইনি ফিরে আসবেন। চিন্তা করবেন না এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও করবেন না। বুঝেছেন?'

মহিলা ঘাড় নাড়লেন যে তিনি বুঝেছেন।

শিলোভিচিতে বৃদ্ধ বোঝোভস্কি দম্পতিও বললেন সেদিন সকালে একটা বিরাট ঢাকা লরী এসেছিল এবং ওতে একটা ভেড়া তোলার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল ওকুলিচ, তাঁদের খামারে যে সাতটি ভেড়া ছিল তার একটিকে। ওকুলিচ যা বলেছিল এই বৃদ্ধ দম্পতিও ঠিক সেই কথাগুলোই বললেন এবং নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের বর্ণনাটিও মোটামুটি প্রায় নিখুঁত দিলেন।

গ্রাম ছেড়ে বেরোবার পর ওকুলিচকে নামিয়ে দিয়ে ওকে কড়া গলায় স্মরণ করিয়ে দিলাম যে ও যেন আমাদের কথাবার্তা ঘুণাক্ষরেও কাউকে না জানায়। এক মিনিট পরে মুখ ফিরিয়ে দেখি ওকুলিচ তাড়াতাড়ি হাঁটছে, প্রায় দৌড়চ্ছে নিজের বাড়ির দিকে।

গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে আমি ফিরলাম লিডাতে। খিজনিয়াকের মেজাজও প্রসন্ন নয়, কারণ লরীটার একটা স্প্রাং ভেঙ্গে গেছে এটি জানার পর থেকে ও গুম হয়ে আছে।

নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের আচরণে সন্দেহ করার সত্যিই অনেক কিছু আছে, যদিও তা ঠিক মত বোঝা যাচ্ছে না। একশ গ্রাম চর্বির সেলোফেন মোড়কের কথাটা না হয় বাদই দিচ্ছি, ওই জিনিসটা তো শুধু জার্মান নৌবিভাগ আর ছত্রীবাহিনীদের দেওয়া হত।

অবশ্য ওকুলিচ, বৃদ্ধ বোঝোভস্কি দম্পতি এবং কৃষক কোলচজিকির (তারাসেভিচ বাড়িতে ছিল না) সঙ্গে কথা বলার পর, আমি আমাদের প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ সম্বন্ধে সন্দেহ করতে শুরু করেছি। তামান্তসেভের ভাষায় আমরা যেন ভুল গাছের তলায় চেঁচামেচি করছি।

৪৪। তামান্তসেভ

আমার কথামতো ঘড়ি মিলিয়ে ঠিক সময়ে আমাকে জাগিয়ে দিল ফোমচেঙ্কো এবং যা যা দেখেছিল তার যথাযথ বর্ণনা পেশ করল—আদৌ জরুরী নয় কিন্তু সেগুলো।

ওরা দুজনেই, বিশেষ করে ফোমচেঙ্কো নিজেদের কাজটা যথেষ্ট সততার সঙ্গে করছিল। পদমর্যাদায় ওরা আমার থেকে বড় হলেও মুখের কথা খসানো মাত্র দুজনে ছুটতো আমার নির্দেশ আক্ষরিকভাবে পালন করার জন্যে। মানুষ হিসেবে দুজনেই ভাল, কিন্তু এই কাজে পেশাদারী অভিজ্ঞতা নেই। সংকটের সময়ে ওরা যে বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না এটা বুঝতে পারতাম—এ ব্যাপারে আমি যেকোন বাজী ধরতে পারি। ওদের সেই দক্ষতা ছিল না এবং তারপর প্রশ্ন ওঠে বয়সের। তিরিশের পর পেশীগুলো আর তত নমনীয় থাকে না এবং আগের মত চট করে প্রতিক্রিয়াও হয় না।

তিনবার আমি দেখলাম জুলিয়া জঙ্গলে গিয়ে ঝরে পড়া ডালপালা তুলে আনল, হয়তো শীতকালের জন্যে জ্বালানী সংগ্রহ করে রাখছে। প্রত্যেক-বার যাতে জুলিয়া নজরের আড়ালে না চলে যায় তার জন্যে চিলে কোঠার এক জানলা থেকে সরে অন্য জানলায় যেতাম আর ওকে লক্ষ্য করতাম। জঙ্গলে ও কখনই বেশিক্ষণ সময় থাকে নি, বা সোজাসুজি ঘন ঝোপের আড়ালে যায় নি; তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে বাচ্চা মেয়েটার কাছে এবং জঙ্গলে এই বারবার যাওয়াটা জ্বালানী জোগাড় করা ছাড়া অন্য কিছুই যে নয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বড় বড় শুকনো গাছের ডাল নিয়ে ওকে টানাটানি করতে দেখেছি, ওগুলোকে মাঝে মাঝে আদৌ বাগে আনতে পারত না এবং যেগুলোকে করাত দিয়ে না কাটলে নয়, অথচ জুলিয়া তার মরচে পড়া দা দিয়ে কাটার চেষ্টা করত।

সুইরিডেরও নিশ্চয়ই কুড়ুল আর করাত আছে। ঘোড়া তো আছেই, সেইসঙ্গে আছে প্রচুর জ্বালানী কাঠ—বার্চ গাছের গুঁড়ি আর মোটা ডাল সাজানো আছে দুটো স্তূপে—এবং পরিবারেরই একজন সদস্য হিসেবে জুলিয়াকে এক গাড়ি কাঠ দিলে তার আদৌ কোন ক্ষতি হত না।

জুলিয়াকে দেখতে পাচ্ছিলাম চঞ্চল পায়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফলে আমার ইচ্ছে হল কিছুক্ষণের জন্যে ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভকে এটা দেখাই।

ছত্রী সেনাদের ধরবার জন্যে অন্যান্য ইউনিট থেকে যেসব লোক পাঠানো হয়েছিল তারা এই কাজের ব্যাপারে বস্তুতঃ সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। এ কাজের জন্যে পেশাদার তদন্তকারী দরকার যাদের দক্ষতা এবং অসাধারণ

বোধশক্তি আছে ; অথচ এই যেসব ফালতুদের পাঠাচ্ছে ওরা আমাদের কাছে, তারা কোন কাজের মোকাবিলা করার জন্যে প্রশিক্ষণ পেয়েছে? বিমানবাহিনীর নিরাপত্তা বাহিনীর যারা তারা শুধু প্রশিক্ষণ পেয়েছে অন্তর্ঘাতকদের হাত থেকে এরোড্রাম আর সাজ-সরঞ্জাম বাঁচাবার. বড় জোর তারা বিমান দস্যুদের আটকাতে পারে। আমি নিজের মনেই প্রশ্ন করেছিলাম, যেহেতু ওদের পাঠানো হয়েছে, কিছু করার নেই, ভরসা করতে হবে নিজের ওপরেই।

অথচ আমি খুব ভালভাবেই জানি যে বেকার বসে থাকার এই ব্যাপারটা যেকোন মানুষের মেজাজ খাট্টা করে তুলতে পারে, এমনকি অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও নাছোড়বান্দা লোকেদের ক্ষেত্রেও। এবং আমরা জানি না আরও কতক্ষণ অপেক্ষা আমাদের করতে হবে।

দেরি যতই হোক না কেন যেকোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী থাকতে হত আমাদের, ঠিক যেন ফাঁদের স্প্রিং। ফলে ঐ দুজনের মানসিক শক্তিটাকে জাগিয়ে রাখা এবং ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত থাকার ব্যাপারে শারীরিক দিক থেকে তাদের পটু করে রাখাও ছিল আমার কাজ এবং কয়েকটা মূল কথা অন্ততঃ তাদের বলে রাখতে হয়েছিল বিশেষ করে আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কাজটির সঙ্গে যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

আমি চিন্তা করছিলাম আগের রাতের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিভাবে এগোবো এবং ঠিক করলাম অযথা সময় নষ্ট না করে আমার উচিত ওদের প্রত্যেকদিন দু-তিন ঘন্টা করে নির্দেশ দেওয়া।

আমি আগেকার দিনের একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম। ছাত্রী বাহিনীর গোয়েন্দাদের সঙ্গে আমার প্রথম মোকাবিলার কথা ওদের বললাম। ঘটনাটি স্পষ্ট মনে আছে আমার, যেন গতকাল মাত্র ঘটেছে, তিন বছর আগেকার ঘটনা বলে মনেই হয় না।

ব্যাপারটি ঘটেছিল যুদ্ধ শুরু হবার দ্বিতীয় সপ্তাহে ওরশার কাছে একটি রাস্তায়। শরণার্থী, মানুষের জিনিসপত্র গাড়ির ওপর চাপানো, বিকলাঙ্গ আর বৃদ্ধ, আহতদের বোঝাই করা গাড়ির সার চলেছে। রাস্তার ধারে বোমা পড়ার গভীর গর্ত, পথের পাশে মৃতদেহ পড়ে আছে। গবাদি পশুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মেশিন আর যন্ত্র তৈরী করার যন্ত্রপাতি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সকলেই ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে। এমনকি

বাচ্চাদের ঘাড়েও মালপত্র চাপানো হয়েছে এবং শরীরের শেষ বিন্দু শক্তি দিয়ে তারা নিজেদের টেনে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের মাথায় একটাই চিন্তা—জার্মানদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া। সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে লোকেরা পাগলের মত চিৎকার চেঁচামেচি করছিল, কাঁদছিল। ছত্রী সেনা আর অন্তর্ঘাতকদের নামে অবিশ্বাস্য গুজব ছড়াচ্ছিল। ওদিকে জার্মান প্লেনগুলো মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে এবং তাদের খেয়াল খুশিমত ঘোরা ফেরার ব্যাপারে বাধা দেবার কেউ ছিল না।

ওরশা শহরের বাইরে রাস্তার ওপর তল্লাসী ঘাঁটিতে মোতায়েন করা আমাদের সীমান্ত বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল নিম্নরূপ—

— যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে যথোচিত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা ;

— প্রয়োজনে এবং সন্দেহের উদয় হলে পদমর্যাদা ও পেশা নির্বিশেষে সকল সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের কাগজপত্র এমনকি ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পরীক্ষা করা ; সব গাড়ি ও মোটর যান পরীক্ষা করা ;

— গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলিকে পাহারা দেওয়া এবং বিনা বাধা-বিপত্তিতে সকল বেতারবার্তা প্রেরণের সাজ-সরঞ্জামগুলো যাতে ঠিকমত কাজ করে তা সুনিশ্চিত করা ;

— বিনা ছুটিতে যুদ্ধ সীমান্ত ছেড়ে চলে আসা সৈনিক ও অফিসারদের গ্রেপ্তার করা ও সমবেত হওয়ার কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া ; পলাতকদের ধরা ও গ্রেপ্তার করা ;

— পথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা এবং অপসরণের কাজের তদারকি করা ; পূর্বগামী সকল যানবাহন যাতে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে কাজে লাগানো হয় তা দেখা ; প্রয়োজনে শরণার্থীদের সরিয়ে রাস্তা সাফ করা ;

— জার্মান গুপ্তচর ও অন্তর্ঘাতকদের সবার আগে গ্রেপ্তার করা ও খতম করা ; শত্রু ছত্রীসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

এইগুলোই ছিল আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সরকারী পরিধি এবং এই পথে কার্যতঃ আমাদের কত যে কাজ করতে হত তার ইয়ত্তা ছিল না, কখনো কখনো ধাইমার কাজও করতে হত।

একদিন বড় রাস্তায় আমরা একটি মোটর গাড়িকে থামালাম। ড্রাইভারের পাশেই বসেছিলেন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এক মেজর :

যথোপযুক্ত নীলচে রঙের উর্দি পরা. কোটের হাতায় পদ-মর্যাদাসূচক রুইতনের মত ব্যাজ এবং দুটো সম্মান চিহ্নও ঝুলছে সেখানে এবং অপর একটা কিছুটা ঘষা-খাওয়া *"মেরিটেড চেকিস্ট"* (সম্মানিত প্রতিরোধকারী) ব্যাজ। পেছনের সীটে বসেছিল মেজরের স্ত্রী, স্বর্ণকেশী সুন্দরী, তিন-চার বছরের একটা বাচ্চা আর ভোরোসিলভ রাইফেল বাহিনীর ব্যাজ আঁটা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সার্জেন্ট। স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে মেজর ফোমিন যেন এন.কে.ভি.ডি.-র কাছে মস্কো যাচ্ছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া ছিল দুটো বেশ বড়সড় পুলিন্দা. বাইলোরুশীয় এন.কে.ভি. ডি.-র সরকারী সীল মারা আছে তার ওপর। সরকারী কাগজপত্র অনুসারে পুলিন্দা দুটোর মধ্যে আছে কিছু গোপনীয় কাগজপত্র। ড্রাইভারের নামও উল্লেখ করা আছে এবং সার্জেন্টকে দেওয়া আছে বাড়তি পাহারার জন্যে।

যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনি আছে, খুঁটিনাটি বর্ণনায় কোন ভুলচুক নেই, সব মিলিয়ে দারুণভাবে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। কোন দলিলপত্রে কোন ভুল নেই ; মেজরের পাশে সই আছে আভ্যন্তরীণ বিভাগের (বাইলোরুশীয়া) গণ-কমিশারের, কালো কালিতে, যে কালির সঙ্গে আমরা পরিচিত ; ১৯৩০ সালে দেওয়া *মেরিটেড চেকিস্ট* ব্যাজের সঙ্গে যে সার্টিফিকেট আছে তাতে নিজে সই করেছেন মেনঝিনস্কি। মেজরের স্ত্রী আবার এন.কে.ভি. ডি.-র একজন অসামরিক কর্মী ; তার, সৈন্যবিভাগের ড্রাইভার এবং সার্জেন্টের প্রত্যেকের কাগজপত্রের কোথাও কোন দোষত্রুটি নেই। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা মিনস্কের, গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং গাড়ির যাতায়াত সংক্রান্ত ড্রাইভারের কাগজ সব আসল এবং নির্ভুল। গাড়ির ভেতরে ঝোলানো মশার পিস্তলের খাপের গায়ে একটা রূপোর চাকতি তাতে লেখা আছে, "কমরেড ফোমিনকে—ওগপু, সোভিয়েত ইউনিয়ন।"

একটা কমাও এদিক-ওদিক নেই, না কাগজপত্রে, না থলিতে এবং তাদের আচরণেও না। এমনকি বাচ্চাটার সঙ্গে তাদের মা-বাবার চেহারার মিলও আছে সুস্পষ্ট, মায়ের মত হাল্কা রঙের চুল আর নীল চোখ এবং বাবার মত উঁচু গালের হাড় আর চওড়া গড়ানে কপাল। তাদের সবকিছুই শুধু যে নিয়মমাফিক তা নয়, সেইসঙ্গে আমাদের সৈন্যসামন্তরা কে কোথায় কর্মরত সে খবরও মেজরের জানা আছে। পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে মেজর প্রশ্ন

করল, 'তোমরা কি বরিস ইভানোভিচের দলের? কোন্দ্রাশিনের লোক?'

ক্যাপ্টেন বরিস ইভানোভিচ কোন্দ্রাশিন মাত্র দুদিন আগে আমাদের সীমান্ত বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে এসেছেন। মেজর দেখছি সেটাও জানে।

তবুও আমরা কিন্তু ওদের ধরতে পেরেছিলাম।

আমি যখন এই সত্য ঘটনাটা ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভকে বলেছিলাম তখন কয়েকটা ঘটনা একটু বেশি রঙ চড়িয়েই বলেছিলাম ওদের "জ্ঞানদানের" জন্যে।

শেষে অবশ্য আমরা ওদের মৃতদেহগুলো বন্দী করেছিলাম, কারণ স্বর্ণকেশী মহিলাটিও গুলি চালানো শুরু করার পর মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল।

পরে জানা গেল যে বাচ্চা ছেলেটি ছিল এক সোভিয়েত অফিসারের পুত্র এবং যুদ্ধের গোড়ার কদিনের মধ্যেই জার্মানরা কোন এক সীমান্ত থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে তারা বাচ্চাটাকে "শিখিয়েছিল" মেজরকে "বাবা" আর স্বর্ণকেশী মহিলাকে "মা" বলতে এবং বাচ্চাটিও অনুগত ছাত্রের মত তা শিখে নিয়েছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে মহিলাটিকে "মাসী" আর পুরুষটিকে "মেসো" বলে ভুল করে ডেকে ফেলতো (যা আমার এখন ঠিক মনে নেই). তাই ওরা শিখিয়েছিল বাচ্চাটার হাত চেপে ধরে থাকলে যেন কোন কথা ও না বলে। অসময়ে যাতে ও কথা না বলে ফেলে সেই জন্যে ওরা ওর মুখে লজেন্স দিয়ে রাখত।

ওদের কাগজপত্র যখন পরীক্ষা করা হয়েছিল, তখন "মা"টি—পরে জানা গিয়েছিল মহিলা ছিল রেডিও-অপারেটার—বাচ্চাটার হাত এত জোরে চেপে ধরেছিল যে সে ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি গুলি চালানো শেষ হবার পরেও বাচ্চাটা মহিলার রক্তমাখা প্রায় প্রাণহীন দেহটিকে আঁকড়ে ধরে মরীয়া হয়ে আর্তচিৎকার করছিল। ঐ সংঘর্ষের ফলে সন্ত্রস্ত বাচ্চাটির কাছে ঐ স্বর্ণকেশী "মাসীটিই" বোধ হয় তার কাছে সবচেয়ে আপনজন হয়ে উঠেছিল।

তখন আমার কাঁচা বয়েস, যদিও সীমান্ত অঞ্চলে দুবছরের মত চাকরী আমার হয়ে গেছে। আমি নয়, আমাদের ঘাঁটির নেতা লেফটেনান্ট গ্রুস-ভালিয়ভ কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করেছিল স্বর্ণকেশী মহিলাটি বাচ্চাটির হাত এত জোরে টিপছে যে বাচ্চাটা ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে আর ওর

মুখে যে লজেন্স আছে সেটাও লক্ষ্য করেছিল লেফটেনান্ট। আগে থেকে ঠিক করে ইশারা করেই লেফটেনান্ট নিজে একটা কথাও না বলে সীমান্ত রক্ষীর হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে শীল করা পুলিন্দার গায়ে কয়েক জায়গায় বেয়নেটের খোঁচা মারল। ধাতুতে ধাতুতে ঠোকাঠুকির শব্দ হল। পরে দেখেছিলাম ওর মধ্যে বিশেষভাবে তৈরী অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সের মধ্যে বেতার প্রেরকযন্ত্র ছিল।

'কি করছ তোমরা?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল মেজর।

ওটাই ছিল আমাদের কাছে সুস্পষ্ট সঙ্কেত, কারণ সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের পিস্তল হাতে তুলে নিলাম।

আমি ছিলাম গাড়িটার বাঁ ধারে পেছনের দরজার পাশে, আমার ওপর প্রথম "দায়িত্ব" ছিল সার্জেন্ট আর ড্রাইভারের। ওরা বন্দুক বের করার আগেই আমি দুটি গুলি চালালাম, "সার্জেন্টের" দুই চোখের মাঝখানটা লক্ষ্য করে, তৃতীয় গুলিটা চালালাম ড্রাইভারের রগ লক্ষ্য করে।

"মেজরের" সঙ্গে মোকাবিলা করেছিল খ্রসতালিয়ভ এবং স্বর্ণকেশীর হাত থেকে অস্ত্রটি কেড়ে নেয়, মহিলাটি ইতিমধ্যে অবশ্য সীমান্তপ্রহরীটিকে মারাত্মকভাবে জখম করে ফেলেছে।

খ্রুসতালিয়ভ নিজের কাজ জানে—নতুন নতুন ফন্দী আঁটতে পারে, দক্ষ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রয়োজন হলে মেজর তো সামান্য ব্যাপার খোদ এন.কে.ভি.ডি-র কমিশারের গোপন পুলিন্দা বা অন্যান্য জিনিসপত্রে বেয়নেটের খোঁচা মারতে পারে।

নিজের কাজে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও এক সপ্তাহ পরে এই ওরশা শহরেরই কাছে অনুরূপ পরিস্থিতিতে স্মলেনস্কের দিকে একটা জায়গায় এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্ততঃ করেছিল এবং তার ফলে দিতে হয়েছিল নিজের প্রাণ। এই রকমই তো ঘটে সব সময়ে—পিস্তল তুলে নেবার ব্যাপারে অপরপক্ষের তুলনায় তোমাকে বেশি চটপটে হতেই হবে, তা নাহলে......

মৃত দেহগুলো সম্বন্ধে আমি অবশ্য কিছুই বলি নি। তখন একটিমাত্রই স্লোগান চালু ছিল আর সেটাই মেনে চলতাম আমরা। "জার্মান গুপ্তচর আর অন্তর্ঘাতকদের ধ্বংস কর!" ওদের অনেককে আমরা গুলি করে মেরেছিলাম, পরে অবশ্য প্রকৃত সত্যটা আমরা জেনেছিলাম। এখন একমাত্র

উপায়হীন না হলে ওদের হত্যা আমরা করি না। ওটা করলে সত্যি সত্যিই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয় এবং তোমার ব্যক্তিগত ফাইলে ঘটনাটা কালো দাগে চিহ্নিত হয়ে যাবে।

ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভকে তাদের নতুন "পেশার" সঙ্গে পরিচয় করাবার সময়ও কিন্তু বার বার জানলার মধ্যে দিয়ে নজর রাখার কাজটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম আর ওরা হাঁ হয়ে আমার কথা শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

আমাদের মধ্যে একটা ব্যাপারে বেশ মিল ছিল এবং সেটা হলো এই যে '৪১ সালের প্রথম গ্রীষ্মকাল থেকেই আমরা এই কজন যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। আহত হবার আগে পর্যন্ত ফোমচেঙ্কো ছিল স্কোয়াড্রন পরিচালক, আর লুঝনভ ছিল ফ্লাইট কমাণ্ডার। বিমান বাহিনীতে ওরা কতটা সফলতা অর্জন করেছিল আমি জানি না. তাতে ওদের মেডেলগুলো দেখলে মনে হয় রেকর্ড ওদের ভালই ছিল। অবশ্য তদন্ত করা আর খালি হাতে লড়াইয়ের ব্যাপারে তারা যে এ কাজের অ আ ক খও জানে না এটা দেখা গেল এবং আমার সন্দেহ ছিল না যে সত্যিকারের বিপদ এলে তারা কোন কাজেই লাগবে না।

শোবার জন্যে কিছু শুকনো খড় দরকার, ওটা জোগাড় করে আনবার জন্যে আমরা অন্ধকার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম, মাছি তাড়াবার জন্যে সোমরাজের কাঠ এনে রাখলাম, তারপর যতটা সম্ভব আরাম করে শুয়ে পড়লাম।

অন্ধকার ভালমত ঘনিয়ে আসতেই জুলিয়ার ছোট্ট বাড়িটা থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে ঝোপের আড়ালে অফিসারদের দাঁড় করিয়ে দিলাম আর নিজে ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালাম বাড়ির সামনে দিকে। কি কি ঘটতে পারে তা আগে থাকতে আলোচনা করে নিয়েছিলাম আমরা আর সাহায্যের প্রয়োজন হলে কি ধরনের সংকেত দেওয়া হবে তাও ঠিক করে নিয়েছিলাম। এই জাতীয় পরিস্থিতির জন্যে যে সব অত্যন্ত প্রাথমিক নিয়মগুলোর দরকার পরে সেগুলো ভাল করে বারবার বুঝিয়ে দিলাম তাদের, যেন ওরা সব প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র।

একটা কথা আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম ওদের, 'ও যদি একলা থাকে তোমাদের দরকার পড়বে না। ও যদি একলা থাকে, তোমরা যে যেখানে আছো ওখানেই থাকবে, বেরিয়ে আসবে না।'

৪৫। পাভেল এবং পলিয়াকভ

গাড়ির আসার শব্দটা পাভেল শুনতে পায় নি ; কেউ ওর ঘাড় ধরে নাড়াচ্ছিল বলেই ওর ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল। সামনেই টর্চ জেলে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেনান্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ।

জানলায় বর্ষাতিটা টাঙিয়ে রেখে পাভেল একটা কেরোসিনের আলো জ্বাললো এবং তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে এক নজরে হাতঘড়িটা দেখে নিল। ৩টে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি—আরও দুঘন্টা ঘুমোন যেত।

'দুঃখিত, খাবার মত কিছু পাওয়া যাবে নাকি?' জানতে চাইলো পলিয়াকভ।

ইতিমধ্যে সে টুপি আর বড় ওভারকোটটা খুলে ফেলেছে ; গাদাগাদি করে ভরা নকশার থলেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে বড় বড় পা ফেলে হাঁটছে। বেঁটে খাটো গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ পলিয়াকভ, পায়চারি করার সময় ছোট ফোলা ফোলা হাত দুটো ঘষছিল।

আগে থাকতেই খোলা শূয়োরের মাংসের একটা কৌটো, কিছু আলুসেদ্ধ আর পাউরুটি এনে দিল পাভেল। পলিয়াকভ খেতে শুরু করলো, পাভেল পাশে বসে গত ২৪ ঘন্টায় যা যা করা হয়েছে তা জানালো। *পানি* গ্রোলিনস্কা আর ওকুলিচের সঙ্গে দেখা করার কথা, শহরে যে তল্লাসী চালানো হয়েছে তার কথা এবং জেনারেলের সঙ্গে বেতার-দূরাভাষ মারফৎ যে কথাবার্তা হয়েছে, সবই জানাল। পলিয়াকভ সব কথা শুনছিল, মাঝে মাঝে দু-একটা প্রশ্নও করছিল। যদিও ওর ছোট খাড়া নাক আর প্রশস্ত কালওলা সরল মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। কিন্তু পাভেল এ সেলোফেনের মোড়কের কথা বলতেই পলিয়াকভের মধ্যে সত্যিকারের আগ্রহের লক্ষণ ফুটে উঠল, পাভেলকে বলল ওগুলো দেখাতে। আলোতে তুলে ধরল কাগজগুলো, গন্ধ শুঁকে বলল : "জুন '৪৪। ব্যাচ নম্বরটাও এক আছে। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার!"

তদন্তের ব্যাপারে পাভেলের কাছে ত বটেই, এমন কি তার অধীনে কার্যরত: অন্যান্য গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের কাছেও পলিয়াকভের

মতামত ও উপদেশের বিশেষ মূল্য আছে। সামান্যতম সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর অদ্ভুত দক্ষতা আছে পলিয়াকভের। হাতে পাওয়া তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করার সময়, খুব ছোট্ট একটা ব্যাপার থেকেও অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারে সে এবং সাধারণত: ভুল করে না পলিয়াকভ। সেই জন্যে পাভেল সব কিছু খুঁটিয়ে বলেছিল পলিয়াকভকে, এমন কি নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ সম্বন্ধে তার সন্দেহের কথাও। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে উদগ্রীব হয়ে চুপ করে গেল পাভেল।

শেষ আলুটা খেয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছে পলিয়াকভ। নকশার থলে থেকে দুটো খাম বের করলো, একটা সাধারণ সাইজের অন্যটা একটু বড়। একটা নকশাও বের করে টেবিলে পাতলো পলিয়াকভ।

সব করার পর সে তার অভ্যস্ত শান্ত ও ধীর গতিতে বলতে শুরু করল এমন একটা বিষয় নিয়ে যেটা পাভেল আশাই করে নি। কী ভাবে ডজ লরীটা চুরি হয়েছে আর কী ভাবে সার্জেন্ট গুসেভ বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছিল তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে শুরু করল পলিয়াকভ। গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগল পাভেল। হয়ত এই কাহিনীর সঙ্গে নিয়েমেন অভিযানের কোন সম্পর্ক আছে—এই কথাটাই তার প্রথমে মনে এসেছিল গাড়িটার নাম শোনামাত্র—কিন্তু তা যদি নাও হয়, তবু মনে হচ্ছিল পলিয়াকভ বেশ উদ্বিগ্ন হচ্ছে এই ঘটনাটা সম্বন্ধে পাভেলের মতামত শোনার জন্যে।

'শহর থেকে বেরিয়ে যাবার পথে তল্লাসী ঘাঁটিতে দুজন গাড়িতে লিফট্ চাইল—একজন সিনিয়র লেফটেনান্ট অন্য জন লেফটেনান্ট। দুজনেই বর্ষাতি পরেছিল ; সিনিয়র লেফটেনান্টটির বয়স প্রায় চল্লিশ, বেশ মোটা-সোটা, ছোট গোঁফ আর মাথায় ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের টুপি। লেফটেনান্টটি সেই তুলনায় কমবয়সী, কিন্তু ওর চেহারা গুসেভের মনে নেই।'

'ওদের সঙ্গে মালপত্র ছিল ?' পাভেল জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। যতদূর ওর মনে পড়ে একটা ছোট জীর্ণ জার্মান সুটকেশ, আর পিঠে ঝোলানো ব্যাগ, যার ঢাকাটা চামড়ার তৈরী। খাঁটি রুশ ভাষা বলছিল, তবে বয়স্ক লোকটিকে উক্রাইনের লোক বলে মনে হচ্ছিল। ওরা ডজের পেছনে উঠে বসলো এবং গুসেভ গাড়ি চালাতে শুরু করল। ওজিওরা পার হবার পর সিনিয়র লেফটেনান্টটি গাড়ি থামাতে বলল, জলবিয়োগ

করতে চায় সে। জায়গাটা খুবই নির্জন, বড় রাস্তার দুধার পর্যন্ত গভীর জঙ্গল। গাড়ি থামিয়ে গুসেভ একটা সিগারেট খাবার কথা ভাবছে এমন সময় মাথায় খুব জোরে আঘাত পায়, এইটুকুই ওর শুধু মনে আছে। ঘটনাটি যখন ঘটে তখন ও স্টিয়ারিং ধরেই বসেছিল, আর আঘাতটা পায় বাঁ-কানের ওপর।'

'লোকটা ন্যাটা ছিল···।'

'হ্যাঁ, আঘাতটি হয় কোন ন্যাটা করেছিল কিংবা কোন সব্যসাচী, যেটার সম্ভাবনা কম। জ্ঞান ফেরার পর গুসেভ দেখেছিল ও পড়ে আছে একটা ঝোপের ধারে এবং রাস্তায় গাড়ি চলাচলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ; কোন রকমে রাস্তার ধার পর্যন্ত যেতে পেরেছিল, তারপর ওকে তুলে নিয়ে আসা হয় ওখান থেকে। ওরা ওকে মারবার পর ঝোপের ধারে টেনে নিয়ে যায় ; গুলি করতে ভয় পেয়েছিল, পাছে শব্দটা কারুর কানে পৌঁছে যায় এবং তার বদলে পিঠে দুবার ছোরা মারে। লক্ষ্য ছিল হৃৎপিণ্ডটা, কিন্তু ফসকে গিয়েছিল। ডজ গাড়িটি তখনও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এবং ওরা খুব ব্যস্ত ছিল নিশ্চয়ই। এবং তার ফলেই বোধ হয় গুসেভ বেঁচে যায়। ওরা গুসেভের সৈন্যবাহিনীর পাশ, টাকা পয়সা, ড্রাইভারের লাইসেন্স সব নিয়ে নেয়। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে ওরা গুসেভের হাতে তৈরী অ্যালুমিনিয়ামের সিগারেট কেসটি নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ভাল দামী ঘড়িটা নেয় নি। সাব মেশিনগানের ড্রাম থেকে প্রায় ৪০টি কার্তুজ নিয়ে গিয়েছিল ওরা ; কার্তুজগুলো ছিল ঐ ডজ গাড়িতেই···।'

'তুমি তো বলছ ওরা বর্ষাতি পরেছিল, তবে কি করে, গুসেভ ওদের পদমর্যাদা বুঝতে পারল ?'

'গাড়িতে ওঠার সময় সিনিয়ার লেফটেনান্টের বর্ষাতিটা একটু ফাঁক হয়ে যায়, তখন উর্দির কোটে আঁটা তক্‌মাটি দেখেছিল গুসেভ। তকমায় তিনটে তারা ছিল এবং তাই ধরে নিয়েছিল যে তারাগুলোর ওপরে টোল খাওয়া আর ছোট ফুটোগুলো ছিল পরিচয় চিহ্নের দাগ।'

'এও তো হতে পারে ওগুলো ছিল চতুর্থ তারার জন্যে ?'

'গুসেভ অনুমান করেছিল ওগুলো পরিচয় চিহ্নের জন্যে এবং গোলন্দাজ বাহিনীর পরিচয় চিহ্নের বলেই মনে হয়। পদমর্যাদা জ্ঞাপক তারকা চিহ্নের রঙটি গুসেভ লক্ষ্য করে নি, কিন্তু যেকোন কারণেই হোক এ বিশ্বাস

জন্মেছিল যে লোক দুটি গোলন্দাজ বাহিনার। এটা ওর অনুমান এবং এটাও অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতেই বলেছে। কারণ দেখাতে পারবে না কেন ওটা ওর মনে হয়েছিল। ওদের যখন গাড়িতে লিফট্ দিতে রাজী হয়েছিল গুসেভ, তখন বয়স্ক অফিসারটি বলেছিল, "উঠে পড় লেফটেনাণ্ট।" তারপর দুজনের কেউই আর কথা বলে নি এবং গুসেভও ওদের কথায় তেমন কান দেয় নি। ও জোর দিয়ে বলছে যে দুজনেই বেশ লম্বা ছিল, তবে আমার ধারণা এটা ওর ব্যক্তিগত অনুমান: গুসেভ নিজে বেঁটে, তাই তার মতে আমি মাঝারি উচ্চতার মানুষ। তবে একথা বলেছে যে আবার দেখলে ওদের সে চিনতে পারবে, অথচ ওদের বর্ণনা দিতে পারল না। গুসেভ বলছে, আর পাঁচজন অফিসারের মত। কেন এত কিছু খুঁটিয়ে তোমায় বলছি জান কি?' এই বলে পলিয়াকভ দুটো বড় ফটো বের করে পাভেলের সামনে রাখল, 'চুরি হওয়া ডজ গাড়িটির টায়ারের ছাপের ফটো এগুলো, আর এগুলো হল স্তলবৎসির কাছে তুমি যে টায়ারের দাগ দেখেছিলে তার।'

ফটোগুলো দেখতে দেখতে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বাইলোমোর ক্যানালের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নেবার জন্যে হাত বাড়াল। 'এগুলো কিন্তু হুবহু এক,' উত্তেজনা চেপে একটু পরে কথাটি বলল পাভেল. তারপর সিগারেটটা ধরালো। হ্যাঁ, ছাপের নক্শাগুলো মিলে যাচ্ছে, যেমন পেছনের চাকার ভেতরের দিকটার এই আড়াআড়ি চেরা দাগটা। অতএব এখন মনে হচ্ছে যে যে অজ্ঞাত পরিচয় লোক দুজন গুসেভকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং ডজ গাড়িটি চুরি করেছিল তাদেরই কাছে ছিল বেতার-প্রেরকযন্ত্রটি, যেটা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। গাড়িটি দখলে পাবার পর তারা চলে যায় স্তলবৎসির দিকে, নকশায় জায়গাটা দেখিয়ে পলিয়াকভ বলে চলল, 'তারপর ওরা জঙ্গলে ঢুকে যায় এবং সংবাদটি পাঠায় বেতারের মারফতে। তারিখটা ছিল ৭ই আগস্ট, যেদিন প্রথম সংবাদটা ধরা পড়ে, তারিখ, সময় আর জায়গা সবগুলোই মিলে যাচ্ছে। তারপর ওরা জাবো-লোতিয়েতে পৌঁছে ডজ গাড়িটিকে চালিয়ে নিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে বোধ হয় এই আশায় যে সুযোগ পেলে আবার ওটাকে কাজে লাগাবে। গাড়িটিকে পাওয়া যায় এক নির্জন ঝোপের ধারে, সব থেকে কাছের খামার বাড়িটি ছিল মাইলখানেক দূরে এবং ভাগ্যক্রমেই ওটাকে আবিষ্কার করা গিয়েছিল।

ওখানে ওৎ পেতে অপেক্ষা করার ব্যাপারে নির্দেশ পেয়েছি আমি, যদিও আমি ততটা আশাবাদী নই যে ওরা ওখানে ফিরে আসবে।'

ধীরে ধীরে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলছিল পলিয়াকভ, যেন ২৪ ঘণ্টার বদলে কমপক্ষে ৩৬ ঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে। কোন তদন্ত সম্বন্ধে তথ্য পেশ করার সময় ও সাধারণতঃ তার উপস্থাপিত প্রত্যেকটি কথা, তার অনুমানগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তা করার সময় প্রত্যেকটি সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে। এবং তার শ্রোতারাও যে ঠিক তার মতো প্রতিটি বিষয় নিয়ে খুঁটিয়ে মূল্যায়ন করুক এটা ও চায়। চিন্তাভাবনা না করে যারা সব কথাতেই ঘাড় নাড়ে তাদের পছন্দ করে না পলিয়াকভ এবং সে চায় তার অধীনস্থরাও, যদি তার সঙ্গে একমত না হয়, তবে যেন তারা চুপ করে না থেকে যুক্তি দেখায়, প্রতিবাদ করে এবং তার কথা খণ্ডন করার চেষ্টা করে। তিন বছর একসঙ্গে কাজ করার পর পাভেল আলিওখিন এই ধরনের আলোচনায় পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে, এর ফলপ্রদতাকে পছন্দ করে এবং ও জানে যে এখন পলিয়াকভ ওর কাছ থেকে সবার আগে যা চাইছেন তা হল একের পর এক আপত্তি জানানো; যদিও এক্ষেত্রে আপত্তি তোলার কোন কারণ ছিল না।

নকশার দিকে তাকিয়ে পাভেল বলল, 'ডজ গাড়িটি নেবার পর ওরা গেল স্তুলবর্গসি। সেটা প্রায় ১২০ মাইল পথ। শুধু একটা বেতার সংবাদ পাঠাবার জন্যে অতদূর যাবার কোন দরকার তাদের ছিল না। তারপর তারা আবার পশ্চিম দিকে ফিরল, প্রায় ঠিক সেই জায়গাতেই ফিরে আসবার জন্যে…।

'মানেটা বুঝতে পারছো?' পলিয়াকভ অগ্রহসহকারে বলল।

'সেটাই চিন্তা করছি। হয় বেতার প্রেরক যন্ত্রটা স্তুলবর্গসির কাছাকাছি কোথাও ছিল কিংবা ওখানে কারুর সঙ্গে ওরা যোগাযোগ রাখছিল। হ্যাঁ, বাকী দুটো সংবাদের মূল বয়ানটা এবার হয়তো সত্যিই আমাদের উপকারে আসবে। ফলে ওরা খুব সম্ভব বেতার যন্ত্রটাকে সঙ্গে নিয়ে এবং শিলোভিচি জঙ্গলের কাছাকাছি কোথাও থেকে কিংবা ঐ জঙ্গলের মধ্যেই কাজটা করে।'

'আমারও তাই মনে হয়। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট ঘটনা আছে— ট্রেঞ্চ খোঁড়ার একটি ছোট কোদাল ডজ গাড়ির থেকে উধাও।'

'তাহলে তোমার মতে ওদের কোথাও একটা লুকোবার জায়গা আছে।'

'খুব সম্ভব তাই!' একটু হেসে মন্তব্য করল পলিয়াকভ, খুশি এই কারণে যে তার নিজের ধারণাটি সমর্থিত হচ্ছে, 'ট্রেঞ্চ কাটার বড় কোদালটি, ছোট্ট কুড়ুল আর অন্যান্য যন্ত্রপাতিও কিন্তু ওরা ছোঁয় নি, শুধু ছোট্ট কোদালটি পাওয়া যাচ্ছে না। আগের দিন ডিপো থেকে ঐ ধরনের একটি নতুন কোদাল গুসেভকে দেওয়া হয়েছিল। হাতলে ও নিজের নামটা এন. জি.—নিকোলাই গুসেভ খোদাই করেছিল, যাতে অন্য ড্রাইভাররা ওটা নিয়ে কেটে পড়তে না পারে। ডজ গাড়িটি যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানে খোঁজ করাতেও কিন্তু কোদালটার সন্ধান পাওয়া যায় নি, যদিও বিশেষভাবে ওটার খোঁজ করার চেষ্টা করা হয় নি। অনেক পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে ওটা হারিয়েছে। লুকিয়ে থাকার জায়গাটা সম্বন্ধে যে তত্ত্ব খাড়া করা হচ্ছে সেটা সত্য কিনা তা জানবার জন্যে পুরো বনটিকে আর একবার খুঁটিয়ে তল্লাসী করে দেখতে হবে।'

গম্ভীর মুখে পাভেল বলল, 'সেটা কোন সমস্যা নয়। কিন্তু শিলোভিচির মত জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার মত জায়গা খুঁজে বের করা শক্ত কাজ নিশ্চয়ই। যেখান থেকে শত্রুরা বেতার সংকেত পাঠিয়েছিল সেই জায়গাটা খুঁজে বের করার চেয়ে সহজ নিশ্চয়ই নয়।'

পলিয়াকভ ওর সঙ্গে একমত, 'ঠিক কথা, এ ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। লুকোবার জায়গাটা খুঁজে পেলে তো অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য কোন পরিকল্পনা ঠিক করতে পারি নি, কিন্তু আজকেই পরে কোন এক সময় একটা সঠিক পন্থা তোমাকে জানাবো,' কথা দিল পলিয়াকভ। 'হ্যাঁ, এবার বলি ক্যাপ্টেন আলিওখিন, নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের ব্যাপারে তুমি যা সন্দেহ করছ আমিও তার সঙ্গে একমত। দুঃখের হলেও, এর কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এতো পরস্পর বিরোধী প্রমাণ। খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে ভান করা এক জিনিস, অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না।...যেমন দশ পিপে কেরোসিন ওরা পেল কোত্থেকে। ঐসব জন্তুগুলোও নিয়ে বা কি করবে ওরা? সব মিলিয়ে কেমন যেন একটু সন্দেহজনক লাগছে। সেইসঙ্গে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আছে যা ঐসব সন্দেহ আর অসঙ্গতিগুলোকে নাকচ করে দেয়।'

তারপর পলিয়াকভ দ্বিতীয় খামটা থেকে দুভাঁজ করা একটি সেলোফেন

কাগজ বের করে পাভেলকে দিয়ে বলল, 'এটা ডজ গাড়ির পেছন দিকে ছিল ?'

সেলোফেন কাগজটা নিয়ে পাভেল উল্টেপাল্টে দেখল, হাতের তালুতে ঘষতেই একটু তেল তেল ভাব দেখা গেল ; শুঁকে নিয়ে আলোর কাছে এগিয়ে গেল পাভেল। জোরালো আলোতে ভাল করে দেখার পর *পানি* গ্রোলিনস্কার বাড়িতে সেস্তুসভ আর নিকোলায়েভের ফেলে যাওয়া সেলোফেনের মোড়ক দুটো বের করে মেলাতে লাগল।

'সবকিছু মিলে যাচ্ছে—কারখানার প্রতীক চিহ্ন, যে মাসে প্যাকিং করা হয়েছিল এবং ব্যাচ নম্বর সব এক. পলিয়াকভ বলে চলল, 'গুসেভ বা মোটরবাহী-ব্যাটালিয়ানের কমাণ্ডিং অফিসাররা কেউই শূয়োরের চর্বির এমন মোড়ক দেখে নি এবং মোড়কগুলো কিসের তাও জানতো না। ঘটনাক্রমে, সেদিন গাড়ি নিয়ে বের হবার আগে গুসেভ গাড়িটির পেছন দিকটা ধুয়ে ছিল। অতএব নিশ্চয়ই ঐ দুজন অজানা লোক ওগুলো গাড়ির মধ্যে ফেলেছিল, যারা গুসেভকে মেরে গাড়িটি চুরি করে পালিয়েছিল, কিংবা এভাবেও বলা যায় যে, আমরা যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি তারাই এগুলো ফেলে গেছে।'

পাভেল হেসে উঠল, 'তার মানে ওদের একজন ছিল ন্যাটা এবং অপরজন তার কথার টান থেকে বোঝা যায়, সে ছিল উক্রাইনীয়। কুড়ি বছর বয়সের মানুষটি ছিল ন্যাটা এবং সৈন্যবাহিনীতে প্রতি ছ'জনের একজন হল উক্রাইনীয় লোক।'

'হ্যাঁ, এতে আমাদের কাজে তেমন কিছু সুবিধে হচ্ছে না', পলিয়াকভ স্বীকার করল ; তারপর নকশাটা ভাঁজ করে, সেলোফেন কাগজ আর ফটো সমেত খামগুলো নকশার খোপে পুরে ফেলল। 'একটা কথা, মনে হয় *পানি* গ্রোলিনস্কা নিশ্চয়ই নিকোলায়েভের কথায় উক্রাইনীয় টানটা লক্ষ্য করে নি, তাই না ?'

'না। লোক দুটো কীভাবে কথা বলত, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম ওকে। *পানি* জোর দিয়ে বলেছিল ওরা সাইবেরিয়ার লোক।'

'বয়স আর সাধারণ চেহারার ব্যাপারটা চিন্তা করলে দেখা যাচ্ছে নিকোলায়েভ আর সেস্তুসভ অনেকটা তাদের মত দেখতে যাদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। মোটামুটি একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে। একজনের

বয়স বেশি আর স্বাস্থ্য বেশ ভাল, অন্যজন বয়সে কম, বেশি লম্বা আর রোগা।'

'আর ভাসিয়ুকভ যে দুজনকে দেখেছে তারাও মোটামুটি ছবিটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।'

'হঁ্যা, যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা, তাদের সঙ্গে এই দু-জোড়ার বেশ মিল আছে। অবশ্য কতকগুলো উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও আছে, কিন্তু সেগুলো খুঁটিনাটি ব্যাপারে যথেষ্ট ভাসাভাসা—পদমর্যাদা, মাথার টুপি, সঙ্গের জিনিসপত্র, গোঁফ,—সেই সব ধরনের জিনিস যা সহজে পাল্টানো যায়। আমার যেটা সবচেয়ে বেশি খটকা লাগছে', পলিয়াকভ বেশ হতাশ হয়ে বলল, 'সেটা হল সাধারণ তথ্য আর, তত্ত্বের প্রাচুর্য, এবং সাতাক'রের সাক্ষ্য-প্রমাণের অপ্রতুলতা।' তারপর ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল পলিয়াকভ, 'কিছু মনে করো না, এখন আর ঘুমোবার সময় নেই। চল অফিসে যাওয়া যাক, কোন খবরাখবর এসেও থাকতে পারে।'

৪৬। জেনারেল ইগোরভ, পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান

দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ বা নিস্নেমেন অভিযান সংক্রান্ত কোন খবর তখনও বিমান বাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে আসে নি।

জরুরী কাজে ব্যস্ত সংকেতলিপির পাঠোদ্ধারকারী অফিসারটি লোহার দরজার কাছে পর্যন্ত না গিয়ে চেঁচিয়ে পাভেল আর পলিয়াকভকে জানিয়ে দিল কোন খবর এখনও আসে নি। পলিয়াকভের সঙ্গে অভব্য আচরণ করার জন্যেই হয়ত ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে ও জানাল হাতের কাজ একটু কমলে ও নিজে গিয়ে দেখা করবে পলিয়াকভের সঙ্গে।

পাভেলকে কথা দেওয়া হয়েছিল পনের মিনিটের মধ্যে খানিকটা ফুটন্ত জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

বড় কর্তার অফিসের দরজাটা খুলে পলিয়াকভ ভেতরে ঢুকলো, আলো জ্বালিয়ে টুপি আর বড় কোটটা খুলে রাখল। তারপর নক্শার থলে থেকে কয়েকটা কাগজ আর থার্মোফ্লাস্ক এবং চা-তৈরীর সরঞ্জাম বের করে টেবিলে

রাখল। যুদ্ধের সময় মুহূর্তের নোটিশে শুধু অন্যদের অফিসে নয়, সেই সঙ্গে সব রকমের নোংরা ছোট্ট ঘরে, ট্রেঞ্চে বা অস্থায়ী আশ্রয় যেখানেই হোক কাজ করতে বসতে হত। সেই তুলনায় এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত, হাওয়া-বাতাস খেলা ঘরটাকে একেবারে রাজপ্রাসাদ লাগছিল। সবচেয়ে যেটা বেশি ভাল লেগেছিল সেটা হল টেবিলের ওপর পাতা বিশাল কাঁচের ঢাকাটা।

নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত বিশেষ ফাইলে যে-সব কাগজপত্র রেখেছিল সেগুলো দেখতে শুরু করল পলিয়াকভ সবার আগে, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল যেগুলো সম্প্রতি এসেছে, ওর গ্রোদনো চলে যাবার পর। লাল উইৎজ গোয়েন্দা স্কুলে বাইলোরুশীয় বিভাগ সম্বন্ধে যে ইশতেহারটা ছিল (যেটার সম্বন্ধে আগেই পাভেলের কাছে শুনেছিলাম) সেটা পড়ার পর পলিয়াকভ একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে আমরা বহু অসমর্থিত অনুসিদ্ধান্ত পেয়েছি?'

গরম জল আনবার জন্যে পাভেল চলে যাবার পর পলিয়াকভ যে দুজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি গুসেভকে খুন করতে চেয়েছিল এবং গাড়ি চুরি করেছিল তাদের সম্বন্ধে হাতে-পাওয়া সব তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন পেশ করার জন্যে খসড়া তৈরী করতে শুরু করেছে, এমন সময় দড়াম করে দরজা খুলে ঢুকলেন লম্বা শক্ত সামর্থ চেহারার ইগোরভ। জেনারেলের মাথায় ছিল পিক্‌ড ক্যাপ, সবুজ তারা আটকানো তাতে, গায়ে তুলোভরা কোট, কোন তকমা অাঁটা নেই। ওঁর পেছনে ছিল পার্শ্বচর, গালটা লাল, চোখের তারাটা বাদামী, পদমর্যাদায় লেফটেনান্ট, কাঁধে ঝোলানো সাবমেশিনগান: বেশ ছিমছাম, ঝকমকে চেহারা, সঙ্গে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ।

দাঁড়িয়ে উঠে পলিয়াকভ বলল, 'সুপ্রভাত।'

ভোলগা অঞ্চলের চড়াটান বিশিষ্ট গম্ভীর গলায় ইগোরভ প্রশ্ন করলেন, 'এখনও আস্ত আছ দেখছি?' কথা বলতে বলতে টুপিটা খুলতেই চট করে সেটা নিয়ে নিল তাঁর পার্শ্ব চর।

'তাই ত দেখছেন...', হেসে উত্তর দিল পলিয়াকভ।

'বাসো...বেশ গুছিয়ে বসেছ দেখছি,' অফিসের চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে বললেন ইগোরভ, 'এখানে আসার সময় আমাদের ওপর গুলি চলেছিল... ...কোন রকমে বেঁচে এসেছি।' তুলোভরা কোটটা খুলে ফেললেন, কাঁধের

কাছে গুলি লেগে ছিঁড়ে গেছে, সেখান থেকে তুলো বেরিয়ে পড়েছে। ইগোরভ এখন দাঁড়িয়ে আছেন উর্দির কোট গায়ে, দুসারি মেডেল আর রিবন লাগান, আর লেফটেনান্ট-জেনারেলের তকমা। পার্শ্বচরকে বললেন কোটটি সেলাই করে রাখার জন্যে, তারপর পলিয়াকভের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার নিজের বড় কর্তার জন্যেও রাস্তাঘাট নিরাপদ রাখতে পারো না হে।'

'রাত্তিরটা তো ঘুমোবার জন্যে!'

'ঘুম? খবরটি দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।' পলিয়াকভের উল্টো দিকে বসে টেবিলের দিকে নজর দিলেন। 'মন্দ নয়। একজনকে অফিস থেকে ভাগিয়ে দিয়ে এখন চা খেতে ব্যস্ত। বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর। যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা…।'

ইগোরভ ঠাট্টা করছিলেন, কিন্তু তাঁর চওড়া চোয়াল, সরু ঠোঁট, চৌকো টোল খাওয়া চিবুকে তখনও কর্তৃত্বব্যঞ্জক দৃঢ়তার ছাপ।

জেনারেলকে এত ভালভাবে জানে পলিয়াকভ যে এর পেছনে যে উত্তেজনা বা অসন্তুষ্টি আছে সেটি বুঝতে তার কষ্ট হলো না আর এটিও অনুভব করতে পারল এতক্ষণ তিনি যা বললেন তা গৌরচন্দ্রিকা মাত্র।

'আপনি কি এমনি লিডা হয়ে যাচ্ছিলেন?'

'না, যাচ্ছিলাম না। পাভেল কোথায়?'

'এখানেই আছে।'

'৭ই আগস্ট এবং পরশু দিনের নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ধরা-পড়া সংবাদের মূল বয়ানগুলো কি তোমরা পেয়েছ?'

'না।'

'আশ্চর্য! আসবার সময়ে আমি বলে এসেছি লিডায় যাদের ফোন করতে হবে তাদের যেন দেরী না করে ফোন করা হয়।'

'হয়ত চেষ্টা করেছিল। ফোন ধরবার কেউ ছিল না। মাত্র পনের মিনিট আগে এখানে এসেছি', পলিয়াকভ বুঝিয়ে বলল।

'সংকেতলিপির পাঠোদ্ধারকারী অফিসারের খবর কি? নিজের জায়গায় আছে ত?'

'জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ও। ওই সংবাদগুলোর মূল বয়ান সম্বন্ধে কিছুই বলে নি আমাকে। মনে হয় ওই কাজটি নিয়েই ব্যস্ত ও।'

টেবিলের কানায় আঙুল দিয়ে তবলা বাজাতে বাজাতে জেনারেল বললেন, 'খবর কি? এর মধ্যে খবর পেয়েছ কি সেস্তসভ আর নিকোলায়েভ কি মতলব নিয়ে ঘুরছিল?'

'পুরোটা না···ওই দুজন সম্বন্ধে আরও তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছি আমরা কিন্তু এখনও তা পাই নি। ঐ তরজমাটি সম্বন্ধে পাভেল ভরসা করতে পারছে না, আমিও তার সঙ্গে একমত।'

ইগোরভের মুখের ভাব আরও কঠিন হয়ে উঠল। কেটলী হাতে ঢুকতে ঢুকতে পাভেল বলল, 'শুভ দিন।'

মুখ ফিরিয়ে ইগোরভ ওর দিকে তাকালেন, মুখে রুক্ষতা আর হতাশার ছাপ, 'এত রোগা হয়ে গেছ কেন?'

দাঁড়িয়ে উঠে পাভেলের হাত থেকে কেটলীটি নিতে নিতে মৃদু হেসে পলিয়াকভ বললো, 'ছুটতে ছুটতে খেতে পারে একমাত্র নেকড়েরা।'

'তোমাদের ঠিকমত খাবার দেওয়া উচিত ওদের। পাভলোস্কির ব্যাপারটি কি হল?' ইগোরভ জানতে চাইলেন।

'ওর যেখানে আসার সম্ভাবনা আছে সেখানে ওৎ পেতে বসে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

'যদি ভুল না হয়, তবে আমার ধারণা ঐ ধরনের দুটি জায়গা থাকতে পারে।'

নিজের ছোট চীনে মাটির চায়ের পাত্রে চা-পাতার ওপর গরম জল ঢালতে ঢালতে শান্তভাবে পলিয়াকভ বলল, 'দুটির মধ্যে যেটির সম্ভাবনা বেশি সেটিই বেছে নিয়েছি আমরা। দ্বিতীয় জায়গায় ওৎ পাতবার ঘাঁটি করার মত যথেষ্ট লোক আমাদের সঙ্গে নেই।'

'পেয়ে যাবে। দেরী না করে এখুনি ঘাঁটি তৈরী করে ফেলো। এখুনি!' টেবিলের কোণায় আঙুল দিয়ে তবলা বাজিয়েই চলেছেন ইগোরভ।

'আর কোন অসুবিধে আছে?'

'কিছু নতুন ভাল খবর পাওয়া গেছে। কাল রাতে গ্রোদনো থেকে আপনাকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম। ১৩৪ নম্বর মোটরবাহী ব্যাটালিয়ানের চুরি যাওয়া ডজ গাড়িটির ঘটনাটি আপনার মনে আছে কি?'

'তার সঙ্গে কি নিয়েমেন অভিযানের যোগ আছে?' ইগোরভ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

'প্রত্যক্ষভাবে।'

ফ্লাস্কে গরম জল ভরা হয়ে গেছে, পলিয়াকভ কর্কটা অাঁটতে অাঁটতে গুসেভের সঙ্গে কথাবার্তার সারাংশ আর তার নিজের সিদ্ধান্তের কথা বলল ইগোরভকে।

চুপ করে ইগোরভ শুনছিলেন, ঘাড়ের ডান দিকে একটি লাল কাটা দাগে মাঝে মাঝে হাত বুলোচ্ছিলেন; উত্তেজিত হলে বা দ্রুত চিন্তা করার প্রয়োজন পড়লে ইগোরভ সব সময়ে ঐ কাটা দাগটির ওপর হাত বুলোন। পলিয়াকভের দেওয়া সেলোফেন মোড়কটি খুলে এক এক করে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন, দুটিকে মেলালেন, আড়াআড়িভাবে আঙ্গুল বোলালেন, তার পর পরপর দুটিকেই ভালভাবে শুঁকলেন।

পরে বললেন, 'এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু কার্যতঃ তেমন কিছু সাহায্য করছে না এ ব্যাপারে এগোবার ক্ষেত্রে। সাক্ষ্য প্রমাণ অনেক আছে আমাদের কাছে, কিন্তু দাঁত ফোটাবার মত তেমন কিছুই পাচ্ছি না। এমন কি ডজ গাড়ির সেই ন্যাটা মানুষটি আর দ্বিতীয় অফিসারটির বর্ণনা এখনও পাই নি।'

'সেটি সত্যিই খুব দুঃখের ব্যাপার। তবে ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা আমরা করবোই, ছাড়ব না।'

'আমারও তাই মনে হয়। শিলোভিচি জঙ্গলে লুকোবার মত ওদের কোন গুপ্তস্থান থাকার ব্যাপারে তোমার অনুমানটি যুক্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে, আমাদের এখন দরকার সেটি খুঁজে বের করা। আমাকে দেবার মত আর কি খবর আছে?'

গত চব্বিশ ঘণ্টায় পাভেলের দল যা যা করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করল পলিয়াকভ। ইগোরভকে বলা হল *পানি* গ্রোলিনস্কা আর ওকুলিচের কথা এবং নিকোলায়েভ ও সেন্তসভ সম্বন্ধে নিজের সন্দেহের কথাও বলল সে।

'যুক্তিগুলোকে তো বেশ জোরালোই মনে হচ্ছে', ইগোরভ মন্তব্য করলেন; তারপর নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ফাইলটা তুলে নিয়ে পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগলেন। 'ঐ বক্তব্যটিকে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ

রয়েছে ; কিন্তু নিকোলায়েভ আর সেস্তসভকে বিশুদ্ধতার ছাড়পত্র এত তাড়াতাড়ি দেওয়া উচিত হবে না। সন্দেহ করার অনেক কিছু আছে, যেগুলোর ব্যাখ্যা দরকার। কেন ওরা বৃষ্টি মাথায় করে রাতে প্রতিবেশীর বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল ? সঠিক পরিচয় জানার আগেই রাস্তায় যাকে হারিয়ে ফেলেছিলে তুমি সেই রেলকর্মীটিই বা কে ? হয়ত ঐ লোকটাই আমাদের ট্রেনের যাতায়াত সম্পর্কিত খবর সংগ্রহ করে বা পাঠায় ? ওকুলিচের মাটির তলার ঘরে যে বর্ষাতিটা ফেলে গেছে তাতে কি ছিল ? শুধুই কি সেদ্ধ করা শূয়োরের মাংস ? খাবার জিনিস ছাড়া আর কিছু ছিল না কি ওতে ? ওটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত······বেড়ালের প্রতিক্রিয়াটি আমার কাছে খুব নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে না। শুধু তাই না, আরও আছে, মোড়কে ওরা শূয়োরের চর্বি পেল কি করে ? এসব প্রশ্নের উত্তর এখুনি পেতে হবে। সবার আগে চাই নিকোলায়েভদের ইউনিটের খবর ? সঙ্কেত-লিপির অফিসারকে এখুনি ডেকে আন !' হুকুমটি দিলেন নিজের পার্শ্বচরকে লক্ষ্য করে, সে দরজার কাছে বসে তুলোভরা কোটটি সেলাই করছিল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বাইরে চলে গেল।

'দেখা ত যাচ্ছে তোমরা কাজ করে চলেছ, কিন্তু জানাবার মত সত্যিকারের কিছুই এখনো পাও নি। এটি ভাল নয়।' ফাইলটি ভাঁজ করে পকেট থেকে একটি বিরাট রূপোর সিগারেট-কেস বের করে রাখলেন টেবিলের ওপর। একটু পরে বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এর চেয়ে আর খারাপ কি হতে পারে ?'

'একটু চা দেব কি আপনাকে ?' পলিয়াকভ বলল।

'না, ধন্যবাদ, দরকার নেই।'

'তাহলে কিছু যদি মনে না করেন, আমরা···।'

'সঙ্কেতলিপির অফিসার এখন কাজে ব্যস্ত', পার্শ্বচরটি ফিরে এসে খবর দিল ইগোরভকে।

'ব্যস্ত···কি বলতে চাও তুমি ?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন ইগোরভ, 'তুমি কি বলেছিলে কে ডাকছে ?'

'হ্যাঁ, স্যার ! উনি বললেন একটি খুব জরুরী কাজ চলছে। দরজা পর্যন্ত খোলেন নি। শুধু চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলেন কাজটি শেষ হলেই আসবেন।'

'এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা তাহলে !' চেঁচিয়ে উঠলেন

ইগোরভ, রাগের চোটে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে শুরু করলেন। 'সদর দপ্তরের বড কর্তা সংকেতলিপির অফিসারকে ডেকে পাঠিয়ে শুনতে হচ্ছে উনি নাকি এখন ব্যস্ত! এ যে দেখছি সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত ত কিছু করতে পারি নি। তারপর মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। আন্দ্রেই যাকে অনুসরণ করছিল তাকে ধরতে পারল না, তারপর পাভেলের সামনে দাঁড়িয়ে ইগোরভ বললেন, 'নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ পাশের বাড়ির বাগানের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গেল, এটি যে ঘটতে পারে তার জন্যে প্রস্তুত ছিলে না তোমরা?'

একটুও বিচলিত না হয়ে পলিয়াকভ উত্তর দিল, 'আর থাকলেই বা কি হতো? তখন ওখানে একা ছিল আন্দ্রেই এবং যতো চেষ্টা করুক না কেন এক সঙ্গে বাড়ির দুদিকে থাকা তারপক্ষে সম্ভব ছিল না।'

পলিয়াকভের মন্তব্যে কান না দিয়ে রাগতভাবে ইগোরভ বললেন, 'ক্যাপ্টেন আলিওখিন এই কাজটা তোমরা এগার দিন ধরে করছো, অথচ দেখাবার মতো কিছুই করে উঠতে পারো নি এখনো। বলতে পারো কেন পারো নি?'

'দেখাবার মতো কিছুই করে উঠতে পারিনি বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?' প্রতিবাদ করে উঠলো পলিয়াকভ।

নিজের বুট জুতোর ঘষা লাগা ডগাটার দিকে তাকিয়ে পাভেল বললো, 'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি'। জেনারেলের সামনে অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল পাভেল।

রাগের চোটে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন ইগোরভ, 'জানিনা তোমরা কি করছো, আমি যা চাই তা হলো ফল!! তা যতক্ষণ না পাচ্ছি এসব শুধু ছেলেখেলা হচ্ছে! দাড়ি কামাও নি কেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, তার পর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই পলিয়াকভকে প্রশ্ন করলেন, 'এই কাজটার ব্যাপারে মাত্র একটা দল কেন আছে?'

'কিন্তু আপনি তো জানেন...বাড়তি লোক নেই।'

'পরশু দিন তো গোলুবভ দুজনকে পাঠিয়ে ছিল, অবশ্য সেটাও আমার অনুমতি না নিয়ে।' বিরক্তি প্রকাশ পেলো জেনারেলের মন্তব্যে, 'আরও আগে পাঠালে অবশ্য ভাল হতো। গোড়া থেকেই নিয়েমেন অভিযান সম্বন্ধে তোমাদের একটু বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল।'

'স্তলবৎসির কাছে যখন তল্লাশীর কাজ চলছিল তখন আপনাকে না জানিয়েই এগারো দিন আগে পাভেলকে আমি দুজন লোক দিয়েছিলাম। এই মুহূর্তে কয়েক ডজন কাজ আমাকে দেখা-শোনা করতে হচ্ছে। আমি তো জ্যোতিষী নই, তাই সব সময় বলতে পারি না কোনটা বেশি জরুরী। সবগুলোর ওপর নজর রাখাই আমার কর্তব্য। প্রথম ধরা-পড়া সংবাদটার মূল বয়ান আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে আমি সব সময়ে ঐ প্রেরক যন্ত্রটা সম্বন্ধে চিন্তা করে চলেছি। দেখতে তো পাচ্ছি সম্ভাব্য সব কিছুই করা হচ্ছে, লোকেরা আপ্রাণ খাটছেও। কিছু মনে করবেন না, আপনারা অসন্তুষ্টির কারণটাকে ঠিকমতো সমর্থন করতে পারছি না আমি.' বললো পলিয়াকভ।

'আশা করি দু-এক মিনিটের মধ্যেই সব বুঝতে পারবে! পাঠোদ্ধার করা সংবাদের মূল বয়ানটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অত্যন্ত দক্ষ আর ভীষণ বিপজ্জনক একটি শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচরদের দলের বিরুদ্ধে এগোচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যোগাড় করে তারা কোনরকমে নিজেদের ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এবং শুধু তাই নয়', ইগোরভ বলে চললেন, 'এখানে আসবার জন্যে আমি যখন বেরোতে যাচ্ছি উস্তিনভের ফোন এল। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে কে.এ.ও. বেতার কর্মীর একজনের সঙ্গে পুরোপুরি মিল পাওয়া যাচ্ছে আর.টি.ও. বেতার কর্মীর খবর পাঠাবার ভঙ্গীর সঙ্গে, যার পাঠানো সংবাদটা ধরা পড়েছে ১০শে জুলাই ইয়াশুনের কাছে। তার মাঝে ওরা আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে প্রায় একমাস ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু আহ্বান-সংকেত, সংকেতলিপি, বেতার তরঙ্গ, সময় এবং তাদের সংবাদ পাঠানোর অধিবেশনের জায়গা পাল্টে পাল্টে। একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক গোয়েন্দার দল আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে প্রায় একমাস ধরে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে—তাহলে এখন বুঝতে পারছো আমাদের কি করণীয়?'

ইতিমধ্যে চা গোলানো বন্ধ হয়ে গেছে পলিয়াকভের, সে কোন উত্তর দিল না।

'আসতে পারি?' হাতে হালকা নীল রঙের কয়েকটা কাগজ হাতে একজন কমবয়সী কালো চুলওলা অফিসারের এবড়ো খেবড়ো চেহারা দেখা গেল দরজার সামনে। 'কমরেড জেনারেল, এই বিভাগের সংকেতলিপির

অফিসার জানাচ্ছে...' পেছনের দরজাটা বন্ধ করতে করতে সে শুরু করল এবং চোখে কম দেখা লোকের মত পিট পিট করে তাকাতে গিয়ে চোখো-চোখি হয়ে গেল রক্তচক্ষু জেনারেলের সঙ্গে।

'তোমার জন্যে আমায় অপেক্ষা করে থাকতে হবে কেন?' ইগোরভ রাগে ফেটে পড়লেন. 'নিজেকে কি মনে কর তুমি? সংবাদের মূল-বয়ানটা কি?'

'অত্যন্ত জরুরী। জরুরী খবর ছিল···ডিভিশন থেকে সরাসরি আপনার জন্যে পাঠানো হয়েছে', কাগজগুলো ইগোরভের দিকে এগিয়ে দিয়ে ভীরু গলায় বলল লেফটেনান্টটি, 'নিয়ম আছে যে সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করার সময় আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে পারি না।···এই এক্সপ্রেস* সংবাদটা আপনার নামেই এসেছে জেনারেল···।'

বেশ অধৈর্য হয়েছেন জেনারেল, কাগজগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে আলোর কাছে চলে গেলেন, পড়তে পড়তে ওঁর মুখ ক্রমশঃ উত্তেজনায় কঠোর হয়ে উঠতে লাগল।

'আমি কি যেতে পারি?' বিড বিড় করে বলল লেফটেনান্ট।

উত্তর না দিয়ে, এমনকি কথাটা যে শুনতে পেয়েছেন এমনভাব না দেখিয়ে ইগোরভ তাঁর মিলিটারী কোটের ওপর দিকের বোতামগুলো খুলে ফেললেন: তারপর কাগজ থেকে মুখ না তুলেই টেবিলের ওপর হাতড়াতে লাগলেন সিগারেট কেসটার জন্যে, তারপর নাগাল পেয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট বের করলেন। পার্শ্বচরটি এতক্ষণ উদ্বেগের সঙ্গে জেনারেলের প্রতিটি চালচলন লক্ষ্য করে যাচ্ছিল, সে মুহূর্তের মধ্যে ছুটে এসে নিজের লাইটারটি জ্বেলে সামনে ধরল ইগোরভের। খুব জোরে একটা টান দিয়ে কাগজগুলো পড়ে চললেন, অন্য হাতটা দিয়ে ঘাড়ের সেই কাটা দাগটায় হাত বোলানোর কাজটাও চলছিল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যেন তিনি মূল বয়ানটা মুখস্থ করে নিতে চাইছেন।

'এবার আমি যেতে পারি?' সংকেতলিপির অফিসারটি আবার জানতে চাইল।

---

* এক শ্রেণীর সংবাদ যাকে অগ্রাধিকার. দেওয়া হয় অন্য সব খবরের তুলনায়—*লেখক*

'হ্যাঁ, যাও,' সংক্ষেপে বলল পলিয়াকভ, কিন্তু লেফটেনান্টটি একটু ইতঃস্তত: করল, ঠিক কি করা উচিত ভেবে উঠতে পারছিল না, শেষ পর্যন্ত চলে গেল, কিন্তু বেরোবার সময় হোঁচট খেল চৌকাঠে।

পাভেলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওপরের কাগজটা পলিয়াকভের হাতে দিয়ে ইগোরভ বললেন, 'নাও, পড়ো এটা। নরক কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।'

অন্য কাগজগুলো হাতের মুঠোয়, হাত নাড়াতে নাড়াতে ইগোরভ বললেন, 'আমি জানতাম এটা আসতে যাচ্ছে।'

সংকেতলিপির অফিসারের নিজের সুন্দর হস্তাক্ষরে "এক্সপ্রেস" কথাটি লেখা সাংকেতিক টেলিগ্রামের মূল বয়ানটি পড়ল পলিয়াকভ। প্যাডটা খুঁটিয়ে দেখল সে, উঁচু কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলেও শান্তভাবে, যেন কোন দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে এইভাবে বলল, 'স্তাভকা কাজটি নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।'

৪৭। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,	*মস্কো থেকে*	*১৮.০৮.৪৪*
টেলিগ্রাম নং······	*তাং······*	*এর সংযোজন···*

৭ই এবং ১৬ই আগস্ট তারিখে ধরা পড়া নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত সংবাদগুলোর সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধার করা মূল বয়ান এর সঙ্গে পাঠানো হচ্ছে; সেইসঙ্গে আমি তোমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি ঐ গুপ্তচর খুঁজে গ্রেপ্তার করার জন্যে যাতে সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং বেতার-প্রেরক যন্ত্রটির কাজ এখুনি বন্ধ করো।

ধরা-পড়া বেতার সংবাদের মূল বয়ান এবং আরও কয়েকটি পরিস্থিতি থেকে জানা যাচ্ছে যে তোমাদের লড়তে হবে তোমাদের যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে এবং আশে-পাশের যুদ্ধ সীমান্তের পিছন দিকে গুপ্তচরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে

এমন এক অত্যন্ত দক্ষ ও ভ্রাম্যমান দলের বিরুদ্ধে। এই কাজের জন্যে জার্মানরা যে যোগাযোগরক্ষাকারী দল রেখে গেছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই বোধ হয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এই লোকগুলো, যাদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। এটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ সীমান্তের পিছনে আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে তার ওপর ওরা নিয়মমত সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে এবং সিআইওলিআই-এর কাছে ঐ ধরনের অন্তত: একজন অত্যন্ত ওয়াকিবহাল গুপ্তচর আছে তা না হলে অন্তত: ঐ ধরনের একটি দল আছে।

নিয়েমেন অভিযান সম্পর্কে ব্যক্তিগত দায়িত্বভার নাও। তল্লাসীর কাজে অন্তত: তিনটে দলকে কাজে লাগাও এবং দেখো যাতে লেফটেনান্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ নিজে এ কাজ করে।

সন্ধানী বেতার কেন্দ্রের সাহায্যে শত্রুদের পাঠানো বেতার সংবাদ ধরার চেষ্টা তীব্রতর করো, যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে ভ্রমণরত সকলের কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখো এবং বিশেষ নজর দাও রকেড রাস্তা* আর রেল লাইনের ওপর।

এই তল্লাসীর অগ্রগতি সম্বন্ধে এবং প্রতি বারো ঘণ্টা অন্তর কী ব্যবস্থা তোমরা নিচ্ছ সে সম্বন্ধে খবর পাঠাও।

কলিবানভ।

জেড.বি. নং…(নিয়েমেন), ৭.৮.৪৪-এ ধরাপড়া সংবাদ।

…'আমরা ওটা খুঁজে পাই নি, দাউগাভা নদীর বামতীরে চতুর্থ আক্রমণকারী দলটি নিজেদের ঢেলে সাজাচ্ছে গোপনে। বিরজাইয়ের কাছে স্তাভকার সংরক্ষিত বাহিনীর ১৯ নং ট্যাঙ্ক

* রকেড পথ—যুদ্ধ সীমান্তের কাছে পাশাপাশি বর্তমান পথগুলোকে বলা হতো—*লেখক*

বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। ৪৯নং সৈন্য বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য গতকাল বিয়ালিস্টোক স্টেশানে প্রায় ৩০০০ সৈন্য এসেছে। বর্তমানে তারা লোমঝা আর ওসোভেৎসের দিকে যাচ্ছে; সৈন্যরা দৈহিক শক্তিতে কর্মক্ষম এবং নৈতিক শক্তিতে অটুট: বেশির ভাগই ফিরছে হাসপাতাল থেকে, তার সঙ্গে আছে আঠারো বছরের সদ্য ভর্তি করা যুবকেরা।

ক্রাভৎসভ।

জেড.বি. নং ১৩২৮ (নিয়েমেন), ১৬.০৮.৪৪-এ ধরা পড়া সংবাদ। ম্যাটিল্ডা ডাকছে: সিআউলিআই-এর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, ৫৪ নং ও ১১৩ম পদাতিক বাহিনীর সৈন্য বেষ্টিত অংশে, মাটির তলায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলে বাধার সৃষ্টি করে আর ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী মাইন পুঁতে। গত দু সপ্তাহে যুদ্ধ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে পদাতিক সৈন্য, ট্যাংক, বড় কামান আর মর্টার এনে (৭৬, ১২২ আর ১৫২ মিলিমিটারের কামান)। সব রকমের শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলছে অবিরামভাবে যুদ্ধ সীমান্তের ডান শাখা, স্তাভকা সংরক্ষিত বাহিনী, দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট এবং তৃতীয় বিয়েলোরুশীয় ফ্রন্ট থেকে সৈন্য ও আনুষঙ্গিক যুদ্ধোপকরণ সিআউলিআইতে এনে। দল ঢেলে সাজানো এবং নতুন করে কেন্দ্রীভূত করার কাজ চলছে গোপনে।

ক্রাভৎসভ।

সাংকেতিক তারবার্তা

ইগোরভ সমীপে *মস্কো থেকে* *এক্সপ্রেস !!*

১৮.০৮.৪৪

আমি এতদ্বারা তোমাকে জানাচ্ছি যে আজ (১৮ই আগস্ট) ২টা ১০ মিনিটে স্তাভকা নিয়েমেন অভিযানের নিয়ন্ত্রণ-ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে এবং পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সংস্থাগুলোকে বলা হচ্ছে এই প্রেরকযন্ত্র সম্পর্কিত কাজ এবং

দলটির মূলকেন্দ্র ও সেই সঙ্গে সমগ্র ঘাঁটিটার কার্যকলাপের অবসান ঘটাতে সর্বতোভাবে।

সংশ্লিষ্ট গুপ্তচরদের অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তার করা এবং প্রেরক-যন্ত্রটিকে দখল করার জন্যে যথাসম্ভব প্রচণ্ড মাত্রায় ব্যবস্থা অবলম্বন করো। এ ব্যাপারে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সব কর্মীদের নতুন করে শক্তি বৃদ্ধির জন্য ইতিমধ্যে যাদের পাওয়া গেছে, নিরাপত্তা বাহিনীর থেকে আসা ইউনিট, বিশ্রাম নেবার অঞ্চলের সেনা নিবাসের কর্মী এবং রুট কমাণ্ডান্টের কর্মচারী-বৃন্দ এবং সেই সঙ্গে তোমাদের অনুরোধ অনুসারে লাল ফৌজের ইউনিট ও সংগঠন কর্তৃক প্রেরিত সব সহায়ক কর্মিবৃন্দকে কাজে লাগাও।

যে সব জায়গায় সৈন্যদলকে কাজে লাগানো হয়েছে সেখানে, রেল স্টেশনে, ট্রেনে এবং সীমান্ত তল্লাসী ঘাঁটিতে কাগজ-পত্র পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আরও জোরদার করো। শ্রেণী ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটকে রাখ যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সঠিক পরিচয় জানা যায়···

যুদ্ধ সীমান্তের কমাণ্ড ও পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে লোক এবং সাজ সরঞ্জাম যা তোমাদের দরকার তাই দিয়ে সাহায্য করতে। ঐ নির্দেশনাতে প্রথম বিমান বাহিনীর অধিনায়ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে তোমাদের যোগাযোগ ও পরিবহণের জন্য বিমান সরবরাহ করতে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিয়েলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের দলের দশ থেকে বারো জন সেরা তদন্তকারীর একটি দল যেন এখুনি তোমাদের কাছে পাঠায়। সেই সঙ্গে ৬ষ্ঠ, ৮৪তম ও ৫৫তম বেতার-গোয়েন্দা দলগুলিকে তোমাদের অধীনস্থ করে পাঠানো হচ্ছে এবং তাদের অগ্রবর্তী স্থানে পুনর্নিযুক্ত করা যেতে পারে।

সমাস' পাল্টা-গোয়েন্দা কেন্দ্রীয় ডাইরেকটরের কর্মী-বিভাগের প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমাদের তদন্ত বিভাগ ও তোমার ডিভিসনের সঙ্কেতলিপির পাঠোদ্ধার করার বিভাগটিতে অভিজ্ঞ তদন্তকারী ও সাংকেতিক লিপিকার এনে তাকে যেন পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট করা হয়।

সি.আই.সি.ডি মনে করেন যাদের তোমরা খুঁজে বেড়াচ্ছ তারা বেশ কয়েকটি কারণে ভীষণভাবে যে বিপজ্জনক সে বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত এবং জোর দিচ্ছেন যাতে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্যে তোমাদের কর্মচারিবৃন্দ, বেতার-কৌশল ও সেনাদলকে চূড়ান্তভাবে যাতে কাজে লাগান হয়।

স্তাভকার নির্দেশ অনুসারে এই অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত তোমার কর্মচারিবৃন্দ ও সকল কর্মীকে জানিয়ে দিতে হবে যে নিয়েমেন অভিযানের ব্যাপারে যাদের কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃত সুফলদানের সহায়ক হবে তাদের পদক দেবার জন্যে নির্বাচিত করা হবে।

তোমাদের সকল কাজে সমন্বয় সাধন করার জন্যে এবং সরেজমিনে হাতে-কলমে সাহায্য করার জন্যে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের একটি দল নিয়ে মেজর-জেনারেল মাখভ একটি বিশেষ বিমানে করে সকাল ৬টায় পৌঁছচ্ছেন। তাঁকে আনার জন্যে লিডা বিমান কেন্দ্রে গাড়ি পাঠাতে ভুল যেন না হয় এবং ঐ বিমানে আর যারা যাচ্ছে তাদের এই কাজটি সম্পাদন করার ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গে যেন কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

তোমাদের অনুসন্ধানের ধারা, তোমাদের অবলম্বিত ব্যবস্থা এবং যে-সব নতুন তথ্য পাওয়া যাবে সব কিছু প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর আমাদের জানাবে।

কলিবানভ।

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

নিকোলায়েভ এবং সেন্তসভ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাঠানোর ব্যাপারে তোমার অনুরোধের উত্তর দিতে দেরী হওয়ার কারণ সহসা সৈন্যবাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের প্রথম বাইলোরুশীয় সীমান্তে ওয়ারশ এলাকায় বদলী করা এবং যে নিকোলায়েভ ও সেন্তসভ শেষ যে ইউনিটে ছিল সেখানে তাদের আজ পর্যন্ত না ফেরা, যেখানে কমাণ্ডান্টের দপ্তরে তাদের জন্য নির্দেশ রাখা আছে এর পর কোথায় যেতে হবে। গতকাল নিকোলায়েভদের ছুটি শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের না-ফেরার কারণ জানা যাচ্ছে না।

তোমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়টি যথারীতি প্রথম বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের কাছে পাঠান হয়েছে অবিলম্বে উত্তর পাঠাবার বিষয়টি ওপর গুরুত্ব দিয়ে। ইতিমধ্যে তোমাদের দরকার পড়তে পারে এমন কয়েকটি সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছি আমরা। যেমন যেখানে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভদের ইউনিট সম্প্রতি অবস্থান করছে। সেখানে যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের বর্ণনা যেন মেলান হয়। ফলাফল সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের জানানো হবে।

গোরবুনভ।

৪৮। লেফটেনাণ্ট আন্দ্রেই ব্লিনভ

গার্ড প্লেটুনের সার্জেন্ট-মেজর ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় আন্দ্রেইকে জাগিয়ে পাভেলের নির্দেশটি জানিয়ে দিল: এখুনি লেফটেনান্ট-কর্ণেল পলিয়াকভের কাছে যেতে হবে।

বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দাবিভাগের দপ্তরে বসেছিল পলিয়াকভ।

বাড়ির চত্বরে তাদের লরীটা না থাকার অর্থ ক্যাপ্টেন পাভেল আলিওখিন নিশ্চয় এরই মধ্যে কোথাও বেরিয়ে পড়েছে।

যাতায়াত করার সময় আন্দ্রেই মাত্র দুবার দেখেছে পলিয়াকভকে এবং শুধু চেহারায় চেনে, এর আগে কথা বলার জন্যে কখনও ডাক পড়ে নি তার। যদিও পলিয়াকভ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে সে, বিশেষ করে তামান্তসেভের কাছে এবং ঐ মানুষটি যে নানা দিক দিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধ্বে সে রকম একটা ধারণা হয়ে আছে তার মনে।

তামান্তসেভ বেশ কয়েকবার পলিয়াকভকে "এক নম্বর বুদ্ধির-বাক্স" বলে বর্ণনা করেছিল: "পাল্টা গোয়েন্দা বৃত্তির কাছে উনি স্বয়ং ভগবান না হলেও, অন্তত: তাঁর সহকারী!"

ফলে খুব একটা কিছু গভীর আর অন্তর্ভেদী ব্যাপার ঘটবে আশা করেছিল আন্দ্রেই; ও আশা করেছিল "ভ্রান্তির ত্রিভুজ", "কথার মারপ্যাঁচ" ইত্যাদি বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায় ভরা বক্তব্য শুনবে। বেশ চিন্তাতেও ছিল যদি ও পলিয়াকভের কথার মূল বক্তব্যটুকুও বুঝতে না পারে।

দেখা গেল পলিয়াকভ আশ্চর্যজনকভাবে একেবারে মাটির মানুষ এবং আত্মম্ভরিতা বিবর্জিত। তার ব্যবহার এবং শান্ত কণ্ঠস্বরে আন্দ্রেইকে মনে করিয়ে দিল এক ভরাট গলার পরম পণ্ডিত বৃদ্ধ ডাক্তারের কথা, শৈশবে যিনি আন্দ্রেইয়ের চিকিৎসা করেছিলেন। যে শব্দগুলো পলিয়াকভ ব্যবহার করছিল সেগুলো একেবারে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা এবং সবাই সেটা বুঝতে পারে। যে দায়িত্বভারটা আন্দ্রেইকে দেওয়া হল সেটাও খুব সাদামাটা; ট্রেনে করে পাঠাবার জন্যে লিডাতে যে ডিভিসনটিকে আনা হয়েছে তা থেকে এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে ওকে যেতে হবে জাবোলোতিয়েত (যেটা পলিয়াকভ নক্শায় দেখিয়ে দিল) এবং যেখানে দুদিন আগে চোরাই ডজ গাড়িটি পাওয়া গেছে সেই গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকের জঙ্গলে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে তল্লাসী করতে হবে। তল্লাসের উদ্দেশ্য হল হাতলে এন.জি. অক্ষর খোদাই করা ট্রেঞ্চ খোঁড়ার ছোট কোদালটির সন্ধান করা। আন্দ্রেইকে এটাও বলা হয়েছিল যে সে যেন সেইসব গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে যারা প্রথম গাড়িটাকে জঙ্গলে দেখেছিল।

পলিয়াকভ যখন শেষ নির্দেশটা দিচ্ছিল তখন ইগোরভ অফিসে এলেন।

জেনারেল নিজেই এগিয়ে এলেন ওদের দিকে এবং হঠাৎ আন্দ্রেই আবিষ্কার করল সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে জেনারেল ইগোরভের সামনে। আন্দ্রেই লাফিয়ে উঠে অ্যাটেনশানের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করে বলল, 'শু···শু···শুভ···।'

'শুভ দিন। তুমি কোত্থেকে?' দুম করে প্রশ্ন করলেন ইগোরভ।

'ক-কমরেড জে-জেনারেল···।'

আন্দ্রেইকে উদ্ধার করতে চট করে এগিয়ে এল পলিয়াকভ, বুঝিয়ে বলল, 'এ হল লেফটেনান্ট ব্লিনভ, পাভেল আলিওখিনের দলের। প্রায় দুমাস হতে চলল ও আমাদের সঙ্গে আছে এবং এই বিভাগের কনিষ্ঠতম অফিসারও। ভীষণভাবে আহত ও রক্তক্ষরণের পর সুস্থ হয়ে ও আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। তার আগে ও ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে একটা প্লেটুনের অধিনায়ক। মস্কোর লোক। ওকে আমি এখন পাঠাচ্ছি ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোদালটির সন্ধানে।'

দলের সব কিছুই যেন পলিয়াকভের নখদর্পণে থাকে—তার আঘাত, রক্ত-ক্ষরণ, এমনকি আন্দ্রেই যে মস্কোর লোক সেটাও জানে দেখছি। কি করে এতটা সম্ভব···? হঠাৎ জেনারেল দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছে আন্দ্রেই, তা না হলে ওর জানা উচিত ছিল ওর চাকরি সংক্রান্ত ফাইলে এসব কথা বিস্তারিত লেখা থাকতে পারে। অবশ্য এটা জানাও তার কথা নয় যে, তার আঘাত, তার রক্ত ক্ষরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা এবং সে যে এই বিভাগের নতুন ও সবকনিষ্ঠ অফিসার এসব পলিয়াকভ ইচ্ছাকৃতভাবেই জানাচ্ছে ইগোরভকে, যার যমজ ছেলে মারা গেছে মস্কোর যুদ্ধে।

গম্ভীর গলায় ইগোরভ বললেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে প্লেটুন কমাণ্ডার ছিল,' তারপর কঠোর দৃষ্টিতে আন্দ্রেইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে তুমিই সেই লোক যে একজনকে অনুসরণ করে যেতে যেতে লোকটাকে চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে দিয়েছিলে?'

আন্দ্রেইকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়েই মাঝখান থেকে টুক করে পলিয়াকভ বলে উঠল, 'অন্ধকার রাতে বৃষ্টি পড়ছিল। শুধু ও কেন, যেকোন লোকের ক্ষেত্রেই ওটা ঘটতে পারত। দলটির নেতার কাছ থেকে লেফটেনান্ট সম্বন্ধে যত রিপোর্ট পাওয়া গেছে সেগুলো ইতিবাচক। আমাদের পেশার সব কটি কলাকৌশল যদি ও এখনো আয়ত্ত না করে নিয়ে থাকতে পারে,

তাতে কিছু মনে করবেন না ও শিগগীরই শিখে নেবে, এটা শুধু সময়ের ব্যাপার।”

‘যাতে তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারো সেটা দেখো, ভুল যেন না হয়; হাতে আমাদের সময় বেশি নেই। যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে আছি আমরা, নিয়মমাফিক অভ্যাস করার কাজ এগুলো নয়”, ইগোরভ মন্তব্য করলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে বোঝা গেল তিনি আদৌ খুশি নন। তারপর আন্দ্রেইয়ের দিকে ফিরে বললেন, “কোদালটি, খোঁজার ব্যাপারে যেন কোন ভুল না হয়, লেফটেনান্ট! কাজটি জরুরী। লোক যা দরকার দেওয়া হবে। তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে বুঝিয়ে দেবে এই কাজটা কত দায়িত্বপূর্ণ। এই কাজে নিযুক্ত প্রত্যেকটি লোক যেন সেটার মর্ম বোঝে; আজই রাতে ওদের ট্রেনে চাপতে হবে, যাতে যাই ঘটুক না কেন দশটার মধ্যে যেন স্টেশনে ফিরে আসতে পারে…।’

‘এটা আমি ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি,’ পলিয়াকভ নিজের কথাটি জুড়ে দিল ওই সঙ্গে।

‘শুভেচ্ছা রইল তাহলে’, ফাল্কা হলদে রঙের লোম ভরা বিরাট হাতটি আন্দ্রেইয়ের দিকে প্রসারিত করে ইগোরভ বললেন, ‘তোমার ওপর ভরসা করে রইলাম এবং ফল চাই আমি।’

এর আগে একবার মাত্র আন্দ্রেই একজন জেনারেলের সঙ্গে করমর্দন করার সুযোগ পেয়েছিল এবং সেটি হল কোর কমাণ্ডারের কাছে পদক নিতে যাবার সময়। সেই জেনারেলটি ছিলেন সাদা চুলওলা ছোট্টখাট্ট এক বৃদ্ধ, হাতটা থলথলে ও দুর্বল এবং তাঁকে বেশ চটপটে দেখতে লাগছিল এবং পুরু তুষারের আস্তরণের মধ্যেও ট্রেঞ্চে ওঠা-নামা করছিলেন, কিন্তু তাসত্ত্বেও যাদের পদক পাবার কথা ছিল তাদের আগের থেকেই কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল অভিনন্দন জানাবার সময় ওরা যেন জেনারেলের হাতে চাপ না দেয়। অথচ ইগোরভের মুঠিতে এত জোর যে আন্দ্রেইয়ের পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

তার প্রতি যে আস্থা দেখান হয়েছে এবং যে বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে সেই অহঙ্কারে উদ্দীপিত হয়ে আন্দ্রেই বেরিয়ে পড়ল স্টেশনের উদ্দেশ্যে: প্রাণশক্তিতে ভরে উঠেছে—তার মন এবং দায়িত্ব পালন করার জন্যে ভীষণ উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। ট্রেঞ্চ

কাটার একটা কোদাল সঙ্গে নিয়েছে আন্দ্রেই দলের লোকদের মডেলটা দেখাতে সুবিধে হবে বলে. তবে এত তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছে যে সকালের প্রাতরাশ খেতেই ভুলে গেছে। ইগোরভের বিশাল হাতের করমর্দনটা সে এখনো অনুভব করতে পারছে এবং ওঁর সঙ্গে তার পুরো কথাবার্তাটি চিন্তা করছিল—'প্লেটুন কমাণ্ডার!...সব রিপোর্টই তো ইতিবাচক...ও মস্কোর লোক! কোদালটা খোঁজার ব্যাপারে কোন ভুল না হয়, লেফটেনান্ট! কাজটা জরুরী। তোমার ওপর ভরসা করে রইলাম এবং ফল চাই আমি!'

ওর ওপর ভরসা করে ওরা ভালই করেছেন, ওদের মুখ রাখবে আন্দ্রেই। ওর ভুলের জন্যে পাভেল আর পলিয়াকভকে লজ্জা পেতে হবে না—এরা যে ওর ওপর আস্থা রেখেছে তার যোগ্য মর্যাদা সে দেবে। জাবোলেতিয়ের কাছে যে বনটি আছে সেটি খুব বড় নয়—তাছাড়া ট্রেঞ্চ কাটার কোদাল সিগারেটের টুকরো বা শসা নয়—পুরো আঠারো ইঞ্চি লম্বা। খুঁজে বের করে ঘাঁটিতে ফিরে এসে বেশ মেজাজের মাথায় পলিয়াকভের টেবিলের ওপর রাখবে।

আগে থাকতে যে কথা হয়েছিল সেই হিসেবে এই কাজের জন্যে একটি অনুসন্ধানী দল দেওয়া হল, দুর্ভাগ্যবশতঃ একজনও পুরোদস্তুর শক্ত সামর্থ ছিল না। অধিনায়কসহ দলে লোক ছিল ৪৯ জন। কোম্পানীতে সৈন্যদের প্রচুর কাজ করতে হয়েছিল এবং খুব ভালভাবে তাদের বাছাই করা হয়েছিল। এদের প্রায় প্রত্যেকেই নানা সম্মানে ভূষিত এবং জামার হাতায় সম্মানসূচক পাকানো ফিতে লাগানো। পদাতিক বাহিনীর সেনারা যেমন পট্টি পরে, এদের একজনেরও সে রকম কিছু নেই এবং অনেকেরই পায়ে ভাল চামড়ার জুতো। অনেকে বেশ বাহারে জুলফি রেখেছে, আর কপালের ওপর লুটিয়ে আছে থোকা থোকা চুল। ওদের কমাণ্ডিং অফিসার বেশ হৃষ্টপুষ্ট একজন সিনিয়ার লেফটেনান্ট এবং চোখে পড়ার মত চেহারা। পায়ে নরম চামড়ার জুতো, গোড়ালির গুলফের কাছে বেশ কুঁচকে আছে, সেখানে গোঁজা ধুলো-কালি লাগা বর্ণগোপনকারী প্যান্ট। হাতে ছিল পোল-অফিসারদের ঘোড়ার চাবুক এবং পরিষ্কার করে কামানো ছোট গোঁফ আর ছবিটা পুরো করার জন্যে চমৎকার জুলফিও ছিল। এই চটপটে, স্বাস্থ্যবান মানুষটির মুখে হাসি এবং জোড়-লাগানো নাচিয়ে কাঠের পুতুলের

মত একটু ঝাঁকি মেরে মেরে হাঁটে। অথচ অধীনস্থরা যে তার সব নির্দেশ হাসি মুখে সঙ্গে সঙ্গে পালন করে এটা সহজেই চোখে পড়ল আন্দ্রেইয়ের। বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী হতে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগল না। সবাই বেশ হাসিখুশি এবং আগ্রহী।

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা লরীর প্রথমটাতে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসল আন্দ্রেই, বলল যত জোরে সম্ভব গাড়ি চালাতে। ঘন্টা দুই পরে ওরা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল। দূর থেকেই আন্দ্রেই সেই ছোট বনটাকে চিনতে পারল। লিডায় থাকতে এটাকে যত ছোট মনে করেছিল কাছে আসার পর দেখা গেল বনটা তত ছোট নয়।

আন্দ্রেই সিনিয়র লেফটেনান্টটিকে বলল সবাইকে রাস্তার ধারে দু-সারিতে দাঁড় করাতে, ওরা দাঁড়াবার পর যা নির্দেশ দেবার ছিল আন্দ্রেই দিল। কোদালটা হাতে নিয়ে প্রত্যেকটি কথা চিন্তা করে করে, কোথাও থেমে, কোথায় যেখানে জোর দেবার সেখানে জোর দিয়ে বলতে লাগল আন্দ্রেই: 'ক...কমরেডবৃন্দ ওপরওলা আমাদের ওপর খুব একটা দা...দায়িত্বপূর্ণ কা...কাজের ভার দিয়েছেন...', আন্দ্রেই আপ্রাণ চেষ্টা করছিল না তোতলাতে, 'এই বনের মধ্যে ঠি...ঠিক এই ধরনের একটি কোদাল খুঁজে বে...বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের...', কোদালটি উঁচু করে সকলকে দেখালো। ওরাও দেখলো। 'যে কোঁদালটি খুঁ...খুঁজতে হবে সেটা ঠিক এই রকমই দেখতে, তবে হাতলে নামের দুটি আদ্য অক্ষর খোদাই করা আছে—এন এবং জি, আবার বলছি এন এবং জি। দলের সবাই খুব কা...কাছাকাছি থেকে চিরুণী দিয়ে আঁচড়াবার মত করে খুঁজবো, ঘা...ঘাসের একটা পাতাও না উল্টে ছাড়বো না। মুহূর্তের জন্যেও যেন অন্য চিন্তা মাথায় না আসে এবং খুব আঁটো লাইন বেঁধে এগোবে। কাজটা করার সময় অন্য কিছু সম্বন্ধে একেবারেই আলোচনা করবে না এবং ফাঁকা জায়গায় গেলে মাঝে মাঝে সিগারেট খাবার সময় পাবে এবং সেটিও করবে দলের অধিনায়কের অনুমতি নিয়ে। বনের মধ্যে অন্য কিছু যদি পাওয়া যায় আমরা সেগুলো সম্বন্ধেও আগ্রহী...যে কোন গোপন কুলুঙ্গী, এমন কি সেই সব জায়গাও যেখানে ঘাসগুলো বিপর্যস্ত হয়ে আছে, কিংবা ছিঁড়ে পড়েছে। তবে আসল জিনিসটি হল ট্রেঞ্চ কাটার কোদাল। সব কিছুর ওপরেও নজর দেবে...প্রত্যেকটি ঝোপ শুঁকে দেখবে, প্রতিটি

ঘাস…।” পলিয়াকভের ব্যবহার করা কথাগুলো দিয়ে আন্দ্রেই তার নীরস বক্তৃতা শেষ করল।

সার বেঁধে দাঁড়ানো কোম্পানীর ডান দিক থেকে একজন সৈনিক বেশ ভেবে-চিন্তে একটি প্রশ্ন করল, ‘কোদালটা থাকলে আমরা খুঁজে পাব নিশ্চয়ই: কিন্তু তাই বলে ঘাস শুঁকে বেড়াবার প্রশ্ন উঠছে কেন?’

প্রশ্নটা শুনে অন্যেরা হেসে উঠল, ঐ দিক থেকে রসিক গোছের কে একজন বলে উঠল—

‘কথাটি স্টেশনে বললেই তো ভাল করতেন: ঐ ধরনের ডজনখানেক কোদাল নিয়ে আসতাম…অন্য দল থেকেও আনতে পারতাম…।’

‘আপনার জন্যে নামের আদ্য অক্ষরও খোদাই করে দিতে পারতাম’, কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল। এক ঝলক হাসি দিয়ে, অভ্যর্থনা দিয়ে স্বাগত জানানো হল প্রস্তাবটিকে।

‘বাজে কথা যথেষ্ট হয়েছে!’ শান্ত গলায় বলল সিনিয়র লেফটেনান্টটি, মুখের ভাবটি বেশ কঠোর। আন্দ্রেই লক্ষ্য করল তারও বেশ মজা লেগেছে এবং হাসিটি চাপবার জন্যে গোঁফের ওপর হাত বুলিয়ে নীচের দিকে নামাবার চেষ্টা করছে।

পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে বদলী হবার আগে আন্দ্রেই যখন যুদ্ধ সীমান্তে ছিল, তখন প্রায় এক বছরেরও বেশি ও একটি সাবমেশিনগান চালকদের প্লেটুনের অধিনায়ক ছিল এবং একবার তো ওকে কোম্পানী কমাণ্ডারের দায়িত্বও পালন করতে হয়েছিল। সেবারেও তোতলামির জন্যে বেশ অসুবিধে হলেও নিজেকে বেশ স্বচ্ছন্দ লাগত তার এবং একটুও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি হয় নি। আর এক্ষেত্রে ত এই অনুসন্ধানকারীরা অনেক বেশি সহজ আর খোলামেলা মানুষ তার নিজের প্লেটুনের তুলনায়, অথচ এরা কি মনে করছে সেটা আন্দ্রেই ভালভাবেই বুঝতে পার ছল।

আজই রাতে ওরা ট্রেনে চাপবে এবং বহু দূরে চলে যাবে দেখতে দেখতে, যুদ্ধ করতে করতে ওরা এগিয়ে যাবে পশ্চিম দিকে। যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে ট্রেঞ্চ কাটার কোদাল খোঁজার এই অদ্ভুত কর্মভার ওদের কাছে এক অকিঞ্চিৎকর, অর্থহীন কাহিনী ছাড়া আর কিছু না, যদি বা কখনও কারুর মনে পড়ে।

ওরা তো চলে যাবে, কিন্তু তাকে তো থাকতে হচ্ছে এবং কোদালটা

যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে সেটা জগদ্দল পাথরের মতো তার গলায় ঝুলবে, যেমন ঝুলছে বেতার যন্ত্র আর হারিয়ে যাওয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি পুরো দলটির গলায়। অপরাধ বোধের হাত থেকে মুক্তি দিতে কেউ পারবে না তাকে।

'ওটা আমাদের ব্যাপার, অন্য কারুর নয়', কথাটি আনিওখিন বহুবার বলছে। 'আমরা যা চাইছি তা খুঁজে বের করতে বা ধরতে যদি না পারি, অন্য কেউ ও কাজটা আমাদের হয়ে করে দেবে না।' একবার তামান্তসেভও আন্দ্রেইকে বলেছিল, 'অন্য লোককে জড়িয়ে ফেলার কথা চিন্তা করবে না, এমন কি তারা যদি অন্য গোয়েন্দা দলেরও হয়। ভরসা করতে হবে শুধু নিজের ওপর।'

অথচ ওর পক্ষে এক দিনে পুরো বনটাকে সামলানো সম্ভব নয়। কাজটা যে বেশ দায়িত্বপূর্ণ এটি কোম্পানীকে ভালভাবে বোঝানো দরকার, যাতে তারা সেনাপতির হুকুম অনুসারে এর গুরুত্বটা "উপলব্ধি" করে।

একটু চুপ করে থাকল আন্দ্রেই এবং ওরা চুপ করার পর, ও আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সারবাঁধা সৈনাদের দেখতে লাগল এবং যতটা সম্ভব অবিচল গাম্ভীর্য অবলম্বন করে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'তোমরা হলে অনুসন্ধানী দল এবং তল্লাসী করা কাকে বলে সেটি তোমাদের বুঝিয়ে বলা আমার কাজ নয়। এই কর্মভারের গুরুত্ব যে কত সেটি তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়াই আমার কাজ, যেটা তোমাদের কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে। আমার উচিত জা...জানিয়ে দেওয়া যে এই হুকুমগুলো ডিভিসনের সদর দপ্তর থেকে আসে নি, এসেছে আরও উঁচু থেকে। একবার চিন্তা করে দেখ তোমাদের ডিভিসনের কমাণ্ডার ক...কর্ণেল গুরীভ কত খারাপ লাগবে...কতটা হতাশ হবেন, লজ্জা পাবেন, যখন শুনবেন যে তাঁর কোম্পানীর অনুসন্ধানকারীরা আজ এই সন্ধ্যায় এই ছোট্ট বনের মধ্যে একটি ট্রেঞ্চ কাটা কোদাল খুঁজে বের করতে পারে নি।'

আন্দ্রেই একটু চুপ করল, মনে মনে চিন্তা করল যে এই ডিভিসনটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক নতুন যুদ্ধ সীমান্তে এবং কর্ণেল গুরীভ সম্ভবত তার সমস্ত মানসিক ক্ষমতা নিয়োজিত করছেন অন্য কোন জায়গায়, যেখানে ট্রেন থেকে নামবে তাঁর সৈন্যদল এবং তিনি এই সামান্য ছোট কোদালের ব্যাপারে নিশ্চয়ই মাথা ঘামাচ্ছেন না, কিন্তু এটা ওদের খুঁজে বের করতেই হবে।

বক্তব্য শেষ করার জন্যে আন্দ্রেই যে-কথা শেষ পর্যন্ত ঘোষণা না করতে বলেছিল পলিয়াকভ সেটাই বলে ফেলল: 'হাই কমাণ্ডারের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের জানিয়ে রাখছি যে, যে কোদালটা খুঁজে পাবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে সামরিক সেবা পদক দেওয়া হবে।'

'এই কোদালটার বিশেষত্ব কি? সোনার তৈরী নাকি?' শান্ত স্বরে এবং মারাত্মক গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল একজন সার্জেন্ট; লাইনের ঠিক মাঝখানে আন্দ্রেইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল সে, বুকে আঁটা বীরত্বের মর্যাদাসূচক দুটি পদক।

'অনেক বাজে কথা হয়েছে আর নয়।' সিনিয়র লেফটেনান্ট বেশ কড়া গলায় বললেন কথাটা। কর্ণেল গুরীভ, হাই কমাণ্ড আর পদকের উল্লেখ করাতেই যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে বোঝা গেল। হুকুম 'হুকুমই, আমাদের কাজ হল সেটা তামিল করা। আর মুখ নাড়া নয়, যাও কাজে লেগে পড়ো।'

লাইনের সামনে আরও একটু দাঁড়িয়ে রইল আন্দ্রেই সৈন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে, ঠিক যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতেন ওর ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ফিলিয়াসকিন তাঁর দলের সৈন্যদের কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে পাঠাবার সময়।

সিনিয়র লেফটেনান্টকে বলল, 'দলটাকে নিয়ে আমার পিছন পিছন এস,' তারপর কোন কথা না বলে এগোতে লাগল বনটির দিকে। বনটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে চিহ্নিত করে দিল আন্দ্রেই, তারপর ওদের বুঝিয়ে দিল যে কেউই পাঁচ-ছয় ফুটের বেশি দূরে থাকবে না পরস্পরের কাছ থেকে এবং দেখিয়ে দিল কিভাবে লম্বা ঘাসের মধ্যে বা ঝোপের আড়ালগুলো খুঁজতে হবে। দলটি পা ফেলে ফেলে লাইন বেঁধে প্রায় একশো গজ এগিয়ে গেল; ওরা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হবার পর আন্দ্রেই গ্রামের দিকে পা বাড়ালো।

বনের মধ্যে ডজ গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল যে ছেলে দুটো তাদের নাম পলিয়াকভ দিয়েছে আন্দ্রেইকে। ওরা দুই ভাই পিওতর আর ওলেস পাভলিয়োনক। ওখানে প্রথম যে বয়স্ক ব্যক্তিটি এসেছিলেন, তিনি হলেন এদের বাবা।

ওলেসের বয়স নয় আর পিওতর এগারো। আন্দ্রেই ওদের সঙ্গে

আলাদাভাবে কথা বলল এবং বিস্তারিতভাবে অনেক প্রশ্ন করল। ছেলে দুটো হাতে কোদালটি নিয়ে খেলে থাকতে পারে, তারপর হয়ত লুকিয়ে ফেলেছে—এ সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেয়নি আন্দ্রেই। আলাদাভাবে কথা বললেও দুটি ছেলেই ঘটনার একই বর্ণনা দিল : ওরা বেরিয়েছিল ব্লুবেরী পাড়তে, ডজ গাড়িটা দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ; পরে অবশ্য কাছে গিয়ে দেখে গাড়িতে কেউ নেই, তখন বড ভাইটা ড্রাইভারের আসনের কাছে ওঠে, আর ছোট ভাইকে পাঠায় গ্রামে গিয়ে বাবাকে খবর দিতে।

তারপর অনেক কথা হল ওদের বাবার সঙ্গে. দাড়িওলা একজন মাঝ বয়সী কৃষক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একটা পা হারিয়েছিলেন উনি। ঐ জায়গাটায় যাবার পর ডজ গাড়িটায় ওরা যা যা দেখেছিল সব উনি খুঁটিয়ে বললেন আন্দ্রেইকে। ফ্যাকাশে মুখে উনি শপথ করে বললেন যে গাড়ির পেছন দিকে একটা বড় কোদাল দেখেছিলেন, কিন্তু ডজে বা ধারে কাছে ছোট কোদাল দেখেন নি।

যথেষ্ট যুক্তি দেখিয়ে আন্দ্রেইকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন খামারের কাছে বরং বড় কোদালের দরকার পড়ে ছোট কোদাল কারুরই কোন কাজে লাগবে না। উনি শপথ করে বললেন গাড়ির একটি জিনিসও উনি ছোঁন নি, তাছাড়া ওখানে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোন কোদালও ছিল না। তাসত্ত্বেও আন্দ্রেই ওদের কথাবার্তা সম্বন্ধে উনি যেন মুখ না খোলেন সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া একটা বিবৃতিতে শুধু যে সই করিয়ে নিল তা নয়, সেইসঙ্গে আর একটি সইও নিল যাতে বলা হয়েছে ডজ গাড়িতে কোন ছোট ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোদাল ছিল না এবং তিনি অর্থাৎ পাভলিওনক নিজে, বা তা তাঁর ছেলেরা কোদালটি দেখেনও নি বা নেন নি।

তারপর আন্দ্রেই বনের মধ্যে ফিরে গেল। একটু চেষ্টা করতেই ডজ গাড়ির টায়ারের ছাপটা দেখতে পেল, দাগটি তখনও কিছু কিছু জায়গায় রয়ে গেছে এবং এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেল যেখানে ডজ গাড়িটিকে ফেলে গিয়েছিল। কোন্ পথ দিয়ে লরীটা বনের মধ্যে ঢুকে ছিল সেটা ঠিকমত নির্ধারিত করার পর সে পথটির দুপাশে ঘাসের মধ্যে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা শুরু করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ও দেখতে পেল একটু দূরে আঁটো-সাটো লাইন করে গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে কোম্পানীর সৈন্যরা। ওদের মুখে

কথা নেই, চুপ করে হাঁটছে একমনে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে। আন্দ্রেই এটা চিন্তা করে বেশ আনন্দ পেল যে কর্মভারটার গুরুত্ব ওরা বুঝতে পেরেছে এবং ভালভাবে ও প্রকৃত অর্থে তা "উপলব্ধি" করেছে।

নিজের থেকে ওদের কাছে এগিয়ে গেল না আন্দ্রেই-দুপুর শেষ হবার আগে পর্যন্ত, যখন সৈন্যরা একটা ঝরণার ধারে বসে খাবার ব্যবস্থা করছিল, খাওয়া বললে ভুল হবে ওটা সামান্য মুখে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, ওরা খাচ্ছিল রুটির সঙ্গে জার্মানীর টিনে ভরা মাংস, শসা আর কাঁচাটমাটো।

সিনিয়র লেফটেনান্টটি আন্দ্রেইকে ডাকল, 'বসে পড়ুন, একটু কিছু খান আমাদের সঙ্গে।......পুরো বনটা খুঁজেছি, কোদাল পাই নি।'

কোম্পানীর অধিনায়কের পেছন দিকে বসেছিল একজন সৈনিক, একমুখ খাবার নিয়ে তোতলাবার মতো করে বলল, 'হয়ত প্রথম থেকেই ওটা এখানে নেই।'

ওর কথায় বাধা দিয়ে সিনিয়র লেফটেনান্ট বললেন, 'যথেষ্ট বাজে কথা হয়েছে আর নয়। কোদালটি খুঁজে বের না করা পর্যন্ত কেউ যেতে পারবে না এখান থেকে।'

আগের দিন রাতের খাবার খাওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কিছু খায় নি এবং ক্ষিদেও পেয়েছে ঠিক, তবুও ওদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করল আন্দ্রেই। দোষটি তো তার নিজেরই অতএব হাসিমুখে ওটা সহ্য ওকে করতেই হবে। অধীনস্থদের র‍্যাশনে ভাগ বসানো ভারপ্রাপ্ত অফিসারের উচিত নয়, এ ধরনের কাজ কখনো করা হয় না।

ফলে ক্ষিদে মেটাবার জন্যে ঝরণার জল খেল পেট ভরে, জামার হাতায় মুখটি মুছে নিল। খাওয়ার চিন্তা এখন মাথায় উঠুক। সারা বনটা খোঁজা হয়ে গেছে অথচ কোদালটার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

কি করে সম্ভব সেটা? খুব অস্বস্তি নিয়ে চিন্তা করছিল আন্দ্রেই, হঠাৎ লক্ষ্য করল সৈনিকরা ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল সে, কারণ ওর মনে পড়ে গেল তামান্তসেভের একটি উপদেশ, "পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন, কখনো কাউকে জানতে দিও না, বিশেষ করে অপরিচিতদের। নির্ভয়ে সমস্যার মোকাবিলা করবে। যখন সত্যি সত্যিই গর্জন করার দরকার, তখন এমন মিষ্টি করে কথা বলবে যে কোন কিছুতেই তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই।"

খাওয়া সেরে সৈনিকরা সিগারেট ধরালো, সেই ফাঁকে আন্দ্রেই ডেকে নিয়ে গেল সিনিয়র লেফটেনান্টকে একপাশে।

'আমাদের হা···হাতে সময় আছে ছ ঘন্টা, বড় জোর সাত ঘন্টা। যেমন করে হোক ওটা খুঁজে বের করতেই হবে। ওটা না নিয়ে আমরা ফিরতে পা···পারি না, ফেরার অধিকার নেই। বুঝতে পারছেন কথাটি?'

'নিশ্চয়ই।'

'বনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবার পর আবার শুরু করবেন, তবে এবারে কাজ করবেন আড়াআড়িভাবে', সঠিক দিকটা দেখিয়ে বলল আন্দ্রেই, 'আসল কাজটি হল সব জায়গাটা দেখা এবং কোন কিছুই যেন নজর এড়িয়ে না যায়। ওদের ঠিক করে বুঝিয়ে দিন সৈন্যদের মধ্যে ব্যবধান তো মাত্র ৫ থেকে ৬ ফুট। আমার মনে হয় আপনার লোকেরা ঠিকমত ধ···ধরতে পারে নি কাজটা কত গুরুত্বপূর্ণ, কত দায়িত্বপূর্ণ···।'

'ঠিকই ধরেছে তারা', সিনিয়র লেফটেনান্টটি আশ্বাস দিলেন আন্দ্রেইকে তারপর চারদিকে নজর বুলিয়ে শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা ওটা যে এখানে আছেই এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত তো?'

এই প্রশ্নটির জবাব কত ভালভাবে দেওয়া যায় এ কথাটি চিন্তা করতে করতে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে, দৃষ্টিটা অপছন্দের।

'আর এটার ওপর অতো গুরুত্বই বা আরোপ করা হচ্ছে কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' সিনিয়র লেফটেনান্ট বেশ জোর দিয়ে বললেন কথাটা।

'আপনার কথা শুনে আশ্চর্য লাগছে', হতাশভাবে বলল আন্দ্রেই এবং সিনিয়র লেফটেনান্টটি যে বেশ অস্থিরমতির মানুষ এমনভাব দেখিয়ে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। আন্দ্রেইয়ের মনে পড়ে গেল বাড়তি সাহায্য দেবার জন্যে একজন অফিসারকে আনা হয়েছিল একবার এবং সেই অনুরূপ পরিস্থিতিতে তামান্তসেভও ঠিক একই ধরনের উত্তর দিয়েছিল।

এর চেয়ে বেশি বলার কিছু ছিল না আন্দ্রেইয়ের। ও নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না ঐ কোদালটি কেন পলিয়াকভ আর জেনারেলের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ, এত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

৪৯। তামান্তসেভ

ভোরের আলো প্রথম দেখা দিতেই আমরা আবার গেলাম চিলেকোঠায়; লুঝনভকে বললাম বারোটা পর্যন্ত পাহারা দেবার পর ও যেন আমাকে জাগিয়ে দেয়।

কতবার যে আমি আমার মাকে স্বপ্নে দেখেছি তার হিসেব নেই। কোথায় যে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে জানি না, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও কি ভালভাবে হয়েছিল? মার কোন ফটো আমার কাছে নেই, ঘুম ভাঙ্গার পর মার চেহারাটি স্পষ্টভাবে মনে করতে পারতাম না। প্রায়ই মাকে স্বপ্নে দেখতাম, তখন মুখের বলিরেখা আর ওপরের ঠোঁটে ছোট্ট কাটা দাগ সমেত মার পুরো ছবিটি দেখতে পেতাম। আমার ভীষণ ইচ্ছে করত মায়ের মুখে হাসি দেখি, কিন্তু তিনি সব সময়ে কাঁদতেন। রোগা পাতলা ছোট্টখাট্ট মহিলাটি অসহায়ের মত খালি ফুঁপোতেন তারপর চোখের জল মুছে আবার নতুন করে কাঁদতে বসতেন। এটি যেন এই সেদিনের কথা যেদিন এক রত্তি ছেলের মত আমি বন্দর ছাড়লাম সুদূর বিদেশে যাবার জন্যে বা সেদিনের মত যেদিন ঠিক যুদ্ধের আগে মা রেল স্টেশনে এসে আমাকে বিদায় জানালেন, ছুটির শেষে আমি সীমান্তে ফিরে যাচ্ছিলাম।

নোভোরোসিস্কে আমাদের ছোট্ট বাড়িটার ভিত পর্যন্ত আস্ত নেই, আমার মা, তাঁর কবর, তার ফটো কোন কিছুরই চিহ্ন নেই আর…। চিন্তা করলেই কি দুঃসহ যাতনা হয়। জীবনে খুব সামান্যই সুখ তিনি পেয়েছিলেন, স্বামীকে হারিয়েছিলেন, আমাকে নিয়েও কষ্ট পেতে হয়েছিল তাঁকে। মার জন্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল।

স্বপ্নের ব্যাপারেও আমার ভাগ্যটা তত ভাল ছিল না। হয় স্বপ্ন দেখতাম মা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন কিংবা আলিওশা বাসোসকে, গত কয়েক সপ্তাহে বেশ কয়েকবার ওকে স্বপ্ন দেখেছি আমি—ওরা যেন আমার চোখের সামনে বাসোসের ওপর অত্যাচার করছে। আমি দেখছি অথচ কিছু করতে পারছি না। যেন আমার সারা শরীর অসাড় হয়ে আছে, কিংবা আমার কোন অস্তিত্বই নেই।

মা আর বাসোসকে আমি পরিষ্কার দেখতে পেতাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ঠিকমত বুঝতে পারতাম না কারা ওদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে।

ওদের অবয়বটা অস্পষ্ট লাগতো, মুখটা দেখা যেত না, আর পোশাকগুলোও চিনতে পারতাম না। ওদের সনাক্ত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, দাঁত ফোটাতে পারতাম না : ওদের বর্ণনা করতে পারছি না, স্পষ্ট করে চেনার মত কোন বৈশিষ্ট্য ওদের নেই, বলা যায় ওদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ গোচর কিছুই নেই। রাতের ঐ দুঃস্বপ্নগুলো ভীষণ কষ্ট দিত. যে ধরনের স্বপ্ন দেখলে ঘুম ভাঙ্গার পর মনে হয় শরীরে আর কোন পদার্থ নেই, কে যেন সব ক্ষমতা শুষে নিয়েছে।

বারোটার পর লুঝনভের কাছ থেকে দায়িত্বভার নিলাম আমি। সারা সকালের মধ্যে এমন কিছু ঘটে নি, ও জানালো আমাকে।

একটা বাক্যেই ও তার রিপোর্ট পেশ করতে পারত—"আমার পাহারার সময় মহিলাটি একবারও বাইরে যায় নি বা কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নি।" ও যদি বেশ অভিজ্ঞ হতো তাহলে ঐ একটি বাক্য শুনলেই আমি সন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, কিন্তু তা নয় বলে লুঝনভকে আমি সব কিছু খুঁটিয়ে বলতে বললাম। প্রথম থেকেই ওকে আর ফোমচেঙ্কোকে আমি শিখিয়েছিলাম পেশাদারদের মতো নজর রাখতে, ছোটখাটো একটা জিনিসও যেন নজর এড়িয়ে না যায় এবং প্রত্যেকবার ওদের বোঝাতাম আমাদের কাজের গুরুত্ব কতটা বেশি। অন্য দল থেকে ভাড়া করে আনা সৈনিকদের সঙ্গে সব সময়ে এরকম ব্যবহার করা ভাল, যাতে তারা মনে করে এই কর্ম-ভারটার ওপরেই যেন যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছে।

দুপুর বেলায় বাইনোকুলার দিয়ে প্রায় এক ঘন্টা নজর রাখলাম সুইরিডের ওপর। বাড়ির পাঁচিলের পাশে একটা উঁচু মতন জায়গায় বসে ও একটা ঘোড়ার গলাবন্ধ সারাচ্ছিল, কাজটি শেষ করে কাঁচামালের বেল্ট সেলাই করল।

সব সময়েই ওর মুখের ভাব ছিল খিটখিটে আর ব্যাজার হওয়ার মত। ওর স্ত্রী কয়েকবার বাড়ির বাইরে এসেছিল, কিন্তু স্বামীকে যে ভয় পাচ্ছে এটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। সুইরিড একটিও কথা বলে নি এমন কি স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত, মহিলাটিও খুব সতর্কভাবে পাশ কাটিয়ে হেঁটেছিল।

দক্ষলোকের মত হাত চলছিল সুইরিডের, একটি মুহূর্তও সময় নষ্ট করছিল না। ও একটি সদা ব্যস্ত সাধারণ মানুষ, সত্যিকারে মিতব্যয়ী।

বাড়ির কাছে দুটি বিরাট খড়ের গাদা আর বাড়ির কাছেই প্রায় তিনশো ফিট লম্বা একটি তরকারীর বাগান। সব ফসল কাটা হয়ে গেছে এবং সুন্দর করে আঁটি বেঁধে বেঁধে সাজিয়ে রাখা আছে। এবং এটিও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে সে বুড়ো পাওলোস্কির মাঠ থেকে কিছু ফসল কেটে আনবে, মাঠে শুধু শুধু ওগুলো পচবে কেন। জ্বালানী কাঠ এতটা কেটে রেখেছে যে একাধিক শীতকাল কেটে যাবে।

পাভেল আমাকে বলেছিল যে, অন্যান্য খামার মালিকদের মত সুইরিডও তার গবাদিপশু গ্রামেই রাখে, যাতে আত্মীয়স্বজন ওগুলোর দেখা-শোনা করতে পারে। তার মানে যাতে এ. কে. বাহিনীর লোকেরা বা জার্মান দলছুট সৈন্যরা ছাগল-ভেড়া চুরি করে পালাতে না পারে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া। সুইরিডের অনেক পশু আছে—একটি গরু, বকনা বাছুর, এক বছর বয়সী এক জোড়া শূয়োর, এক ডজনেরও বেশি ভেড়া আর কিছু রাজহংসী।

পরিস্থিতিটা বেশ মজার। বলা যায় যে সুইরিড আমাদের কাজিমির পাওলোস্কির পিছু নেবার পথটি দেখিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত অর্থে ওই আমাদের সাহায্য করেছে অথচ ওর প্রতি আমাদের কোন কৃতজ্ঞতা নেই, শ্রদ্ধাতো দূরের কথা। কুঁজো সুইরিডকে প্রথম থেকেই আমি ঘৃণা করে এসেছি।

দুটো বাজার পর ও একটি র‍্যাদা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কামেনকার দিকে। ঠিক তার পরেই ওর স্ত্রীর একটি মাটির পাত্র আর ছোট্ট গাছের ছালের তৈরী ঝুড়ি নিয়ে বোনের বাড়ি গেল। এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরে গেছি যে পাশের বাড়িতে স্বামীকে লুকিয়েই যাতায়াত করে মহিলাটি। একটু পরেই লক্ষ্য করলাম বাচ্চা মেয়েটি একটু করো রুটি চিবোতে ব্যস্ত: বোঝাই যাচ্ছে জুলিয়ার কাছে খাবার ছিল না।

বাইনোকুলার দিয়ে অনেকক্ষণ দেখতে লাগলাম ওই টলে-টলে হাঁটা বাচ্চাটাকে। জানি না ওর বাবা কে—জার্মান? না পাওলোস্কি, না অন্য কেউ?—বাচ্চাটিকে আমার খুব ভাল লাগছিল, তাছাড়া ওর কি দোষ আছে এতে। চার পাশের সব কিছুতেই বাচ্চার আগ্রহ, সব সময়ে কিছু না কিছু ধরবার জন্যে হাঁটছে: নাগালের মধ্যে সব কিছু ধরতে চাইছে। মাত্র দুবছর বয়সের মধ্যে কী করে যে এতটা নারীসুলভ সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েছে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। মিষ্টি, নজর-কাড়া ছোট্ট একরত্তি মেয়ে—

খেলতে খেলতে ও যখন বারান্দার পাশে ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন নিঃসঙ্গতা ও বেদনায় ভরে উঠল আমার মন।

তখন একেবারে অকল্পনীয়ভাবে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল—আজ আমি পঁচিশে পা দিয়েছি! জন্মদিন পালন করার মত সত্যিই একটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার বটে, স্বীকার করতেই হবে। আমার জন্মদিন কাটছে ধূলোভরা একটি চিলেকোঠায় বসে। মাছিগুলো ছেঁকে ধরেছে আমায়, যেন আমি একটি অসহায় কুক্‌রছানা, আর এখনও একটুকরো খাবার আমাদের পেটে পড়ে নি। আমার প্রধান চিন্তা অবশ্য অন্য—হয়ত অযথাই এখানে বসে কাটিয়ে দিতে হবে সারা দিনটি।

হ্যাঁ, শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ—তুচ্ছ করার মত নয় নিশ্চয়ই—হয়ত বা জীবনের অর্ধেক। এবার হিসেব নেবার আর প্রশ্ন করার পালা: তুমি কে আর কীই বা তোমার মূল্য?

লোকে বলে মানুষ সাধারণত: নিজেকে নিয়েই সুখী থাকে, পরিস্থিতি নিয়ে নয়। আমার ক্ষেত্রে উল্টো ব্যাপার। আমি আমার কাজ ভালবাসি আর নিজের পদমর্যাদা নিয়েও সন্তুষ্ট। ঝুঁকি নিতে ভালবাসি আমি আর এও জানি যে বেঁচে থাকতে হলে সব সময়ে এক-লাফ এগিয়ে থাকতে হবে। আমার রেজিমেন্টে সবাই আমার কথা ভাবে এবং সীমান্তের অফিসারদের যত সম্মানচিহ্ন আর পদক থাকে আমারও ততগুলো আছে; তাহলে এখনও কীসের পিছনে ছুটে চলেছি আমি?

আমি খুব ভালভাবেই জানি: ওপর তলায় এখনও কয়েকটি আসবাবপত্র পাওয়া যাচ্ছে না, কতকগুলো ইস্ক্রু কষতে হবে। এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে। এখনও অনেক জায়গা আছে। আর হ্যাঁ, এন.এফ.-এর কথায়, এটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

৫০। পলিয়াকভের প্রতিবেদন, নবাগতদের করা প্রশ্নাবলী এবং তারপরের আলোচনা।

জেনারেল মোখভের নেতৃত্বে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের যে দলটা মস্কো থেকে লিভাতে উড়ে আসছিল তাদের ভাগ্য তত সুপ্রসন্ন ছিল না। ওরশার কাছে ওদের পরিবহণ বিমানটিকে হঠাৎ আক্রমণ করেছিল দুটো

মেসারস্মিট, ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটি বাধ্য হয় একটি মাঠের মধ্যে নেমে পড়তে।

মস্কো থেকে ওদের পৌঁছনো সংবাদ জানতে চাইছিল বারবার, অথচ কেউ জানে না ওরা কোথায়। অবশেষে বেতার মাধ্যমে খবর এল তারা বিমানটি মেরামত করছে এবং সাহায্য দরকার। ইগোরভ যুদ্ধ সীমান্তের বিমানবাহিনীর কমাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন জেনারেল মোখভের জন্যে একটা বিমান পাঠানোর ব্যাপারে, এতেও খানিকটা সময় নষ্ট হল এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা দেরীতে ওরা এসে পেঁীছল লিডাতে।

নবাগত অফিসাররা যে মোখভের কমাণ্ডের এটা জানতে পেরে ইগোরভ খুশি হলেন : মোখভ বেশ ঠাণ্ডা মাথার মেজর-জেনারেল, যাঁর অধীনে ইগোরভ বেশ কয়েক বছর আগে কাজ করেছিলেন দূর প্রাচ্যে (ওঁদের পারিবারিক ঘনিষ্টতাও ছিল), তারপর থেকে যুদ্ধের সময় এদের দুজনের বহুবার দেখা হয়েছে।

পুরনো বন্ধুর মত পরস্পরকে স্বাগত জানালেন বিমান ঘাটিতে, পরম আদরে জড়িয়ে ধরলেন। ইগোরভ বললেন প্রথমে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, মোখভ রাজী হলেন না।

বিমান থেকে নেমে আসা অফিসারদের দেখিয়ে মোখভ বললেন, 'ওদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করুন। আমি আর আপনি আগে কাজের কথা সারবো।'

বিমান থেকে পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তর পর্যন্ত যাবার পথে মোখভ ইগোরভকে বললেন কিভাবে হঠাৎ তাঁদের বিমানে আগুন লেগে যায়, কিভাবে অনেকটা নীচে নেমে আসা সত্ত্বেও পাইলট অতিকষ্টে বিমানটিকে জঙ্গলের মাথার ওপর উড়িয়েছিল এবং তারপর কি অসুবিধের মধ্যে আপৎ-কালীন অবতরণের পর জার্মান মেসারস্মিট বিমান দুটো মাথার ওপর চক্কর দিয়ে মেশিনগান চালিয়েছিল এই বিমানটিকে ধ্বংস করার জন্যে।

ইগোরভ আর পলিয়াকভের সঙ্গে বড় কর্তার দপ্তরে আরও দুজন এলেন—কর্ণেল নিকোলস্কি, অভিযানের বেতার-কারিগরি দিকটার ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার এবং মেজর কিরিলিয়ুক, এই সীমান্তে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কাজের সামগ্রিক দেখা শোনার জন্য বিশেষভাবে যাঁকে পাঠানো হয়েছে মস্কো থেকে।

লেফটেনান্ট কর্ণেলটি কিরিলিয়ুকের আগে ঐ পদে ছিলেন, কার্যসূত্রে ইগোরভের ডিভিসনে এসেছে, নিজের থেকেই বললেন সোভিয়েত সৈন্য-বাহিনীর বেষ্টিত ভিলনিয়াস শহর থেকে জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের নথীপত্র দখল করার কাজে উনি সাহায্য করতে চান। ওখানে লড়াই করতে করতে গুরুতরভাবে আহত হন এবং তিনদিন পরে শত্রু কবল থেকে মুক্ত করা ঐ শহরেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। সেই প্রথম ইগোরভ আর পলিয়াকভ দেখলেন কিরিলিয়ুককে, দারুণ সপ্রতিভ, সোনালী চুলওলা অফিসার, মুখটা লম্বা, খাড়া কপাল এবং চোখগুলো নীল ঝুমকো ফুলের মত নীলাভ।

দু দলে ভাগ হয়ে তাঁরা বসলেন অফিসে : ইগোরভ আর পলিয়াকভ টেবিলের পেছনে এবং আগন্তুক দুজন বসলেন ঐ টেবিলের সঙ্গে সমকোণে পাতা একটা লম্বা টেবিলের অন্য প্রান্তে। পলিয়াকভ সঙ্গে সঙ্গে ঐ টেবিলের ওপর তদন্তের ফাইল, পেন্সিল, কয়েক টুকরো কাগজ বিছিয়ে দিল।

'আপনার মেয়েরা কেমন আছে?' ইগোরভ প্রশ্ন করলেন মোখভকে।

'ধন্যবাদ, ভাল আছে ওরা।' একটু হেসে উত্তর দিলেন মোখভ, 'লেখাপড়া চালাচ্ছে, ফাঁকে ফাঁকে পালা করে নিজেদের মাকে সাহায্যও করে। তারপর আছে লরীতে মাল তোলা আর নামানো ; ফসল আনার ব্যাপারও আছে, গাছ কাটতে হবে—যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে সাধারণতঃ আর যা যা কাজ আছে তা করা হয়', বেশ আত্মসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়ে বললেন মোখভ, 'আর এক বছর পরে ওলগার স্কুল শেষ হবে, বেশ বড় হয়ে উঠেছে, আর কাতিয়ার তো যেকোন মুহূর্তে বিয়ে হয়ে যেতে পারে।'

হঠাৎ থেমে গেলেন মোখভ, মনে পড়ে গেল ইগোরভের যমজ ছেলে দুটোর দুর্ভাগ্যের কথা, ওরা কিভাবে তাঁর বড় মেয়ে ওলগার পেছনে লাগত এই বলে যে বহু বছর আগে যমজ ভাই দুটো বেশ ছোট ছিল তখন ওলগা দুই ভাইয়ের একজনকে একটু বেশি ভালবাসত। অস্বস্তি বোধ হতেই মোখভ বললেন, 'কাজ শুরু করা যাক্!'

ইগোরভ তখন পলিয়াকভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কাজ শুরু করতে বললেন, কিন্তু মোখভ মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বললেন ঘটনার পটভূমি তাঁদের মস্কোতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কী ঘটছে তা তিনি জানেন। 'আমরা যে ব্যাপারে আগ্রহী তা হল গত রাতের পর থেকে যদি

কোন খবর এসে থাকে তবে সেই খবর সম্বন্ধে এবং অবিলম্বে প্রত্যক্ষ ফল পাবার ব্যাপারে যে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা আপনি সুপারিশ করবেন সে সম্বন্ধে ...যা বলবেন সংক্ষেপে।'

পেন্সিলটি তুলে নিয়ে নকশার কাছে এগিয়ে গেল পলিয়াকভ। 'দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ও আশেপাশের যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে গোপন তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত শত্রুপক্ষের একটি শক্তিশালী ও অত্যন্ত দক্ষ গোয়েন্দাদলের সন্ধানে ঘুরছি আমরা। এ কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যাদের পেছনে লেগেছি তারা শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদলের সঙ্গে কিংবা প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে কর্মরত অত্যন্ত উত্তমরূপে ওয়াকিবহাল কোন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করছে; এ কথাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা গ্রোদনো বা বিয়ালিস্টোক স্টেশনগুলোতে আসা-যাওয়া করছে এমন ট্রেনের খবর রাখে এবং সিআউলিয়াই, ভিলনিয়াস, গ্রোদনো এবং বিয়ালিস্টোককে সংযুক্তকারী সব রকমের পথগুলিতে যাতায়াতও করছে ঐসব পথে কত ট্রেন কীভাবে যাতায়াত করছে তার প্রত্যক্ষ খবর নেবার জন্যে।'

শত্রুপক্ষের চরদের কথা যতবার পলিয়াকভ উল্লেখ করছিল ততবারই পেন্সিল দিয়ে নকশার জায়গাটি দেখাচ্ছিল।

ও বলে চলল, 'ব্যাপারটি বেশ কঠিন, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি বহনযোগ্য প্রেরকযন্ত্র যেটি নিয়ে গুপ্তচরেরা স্থলপথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করছে গাড়ির নম্বর প্লেট পাল্টে পাল্টে। আমাদের প্রতিপক্ষ অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সাবধানী। যেহেতু আপনি আমাকে সংক্ষেপে বলতে বলছেন তাই আমাদের প্রতিটি কাজের পেছনে কী যুক্তি আছে তা না বলে এখন পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে এসেছি শুধু সেইটুকু বলছি। এযাবৎকাল পর্যন্ত সংগৃহীত সব তথ্য গতরাতে বিশ্লেষণ করার পর আমাদের এখন দৃঢ় বিশ্বাস যে শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তরাংশে শত্রুপক্ষের বেতার প্রেরক যন্ত্রটার জন্যে কোন না কোন লুকোবার জায়গা আছে।

'যে জায়গাটির কথা আলোচনা করছি সেটা কতোটা?' মোখভ প্রশ্ন করলেন।

'আট থেকে দশ বর্গ মাইলের মত।'

'জেনারেল কলিবানভ এমন আশংকা প্রকাশ করেছেন যে আপনারা

শুধু শিলোভিচি জঙ্গলের ওপরেই বড় বেশি নজর রাখছেন এবং বেশি জায়গা জুড়ে জাল ফেলছেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রসারিত টেবিলটির ওপর দক্ষিণ লিথুয়ানিয়া আর পশ্চিম বাইলোরুশিয়ার মাঝারি স্কেলের নকশাটা বিছিয়ে দিয়ে পলিয়াকভ বলল, 'সমস্যাটিকে এক সঙ্গে দেখা যাক।' মস্কো থেকে সদ্য আগতরা উঠে পড়ে দল বেঁধে বেঁধে পলিয়াকভের চার পাশে দাঁড়ালেন।

পলিয়াকভ তার বক্তব্য আবার শুরু করল। 'গত ৭ই আগস্ট এইখানে ভজিওরার কাছে সার্জেন্ট গুসভ যে ডজ গাড়িটি চালাচ্ছিল সেটি দখল করে নেয় শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা এবং তারপর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলে যায় এখানে স্তুলবৎসির দিকে, মনে হয় যেখানে বেতার যন্ত্রটি লুকোন আছে। ওরা ওখান থেকে একটি সংবাদ পাঠায়, তারপর তারা মোটামুটি ঐ এলাকারই পশ্চিম দিকে ফিরে যায়। আপনারা যদি তাদের প্রথম যাত্রা ভজিওরা থেকে স্তুলবৎসির পথটির সঙ্গে যেখানে ডজ গাড়িটি পাওয়া যায় সেই জাবোলোতিয়ে ফিরে যাবার পথটির তুলনা করেন তবে দেখবেন যে তারা দুবার শিলোভিচি জঙ্গলের পাশ দিয়ে গেছে। ১৩ই আগস্ট ওরা এই জঙ্গলটির উত্তর দিক থেকে একটি সংবাদ পাঠায়...এবং তারপর ১৬ই আগস্ট কে.এ.ও. প্রেরকযন্ত্রটি ঐ একই জঙ্গলের প্রায় ২০ থেকে ৩০ মাইল উত্তর দিক থেকে একটি বেতার সংবাদ পাঠায়। শেষ সংবাদটি পাঠান হয় গাড়িতে করে যেতে যেতে, সম্ভবত তেরপল ঢাকা একটি লরী থেকে, যেটি কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ঐ জায়গায় লোক পাঠাই আমি এবং অনেকখানি জায়গা ওরা খোঁজে, কিন্তু ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যেবেলা প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং লরীর যাবার চিহ্নটি স্বভাবতই মুছে যায়। চলমান গাড়ি থেকে বেতার সংবাদ পাঠাবার পর একই দিকে আবার তারা এগিয়ে যাবে এটি সম্ভব বলে মনে হয় না। এই ধরনের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের বহু অভিজ্ঞতা আছে এবং বেতার যন্ত্রগুলোকে তারপর সাধারণত: উল্টো দিকে অন্তত: কোণাকুণি কোন একটি দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা অনুমান করে নিচ্ছি যে ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যেবেলা বেতার যন্ত্রটিকে শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তরাংশে গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একথা খেয়াল রাখবেন যে ঐ দলটির কাজ কাছাকাছি অন্য যুদ্ধ সীমান্তগুলোর সঙ্গে জড়িত হলেও, বেতার সংবাদ পাঠান হত আমাদের যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চল থেকে,

কারণ জায়গাটি মাঝামাঝি বলে। অবশ্য এটিও ঠিক যে বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে ওরা বেতারযন্ত্রটি সঙ্গে নেয় না, কারণ তাতে অনেক ঝুঁকি আছে। এই দলটির মূল কেন্দ্রটির কাজ করার একটি নিজস্ব পদ্ধতি দেখা যায়; খুব সম্ভব ওরা আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে, প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে, গ্রোদনো আর বিয়ালিস্টোকের কাছে তাদের গোয়েন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, সংযুক্ত পথগুলোতে গাড়ির যাতায়াত সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করে এবং তারপর আমাদের পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় ফিরে যায়, পূর্ব নির্ধারিত একটি জায়গায় সবাই মিলিত হয় এবং জার্মানদের খবরটি পাঠিয়ে দেয়।'

একটু থামল পলিয়াকভ, তারপর পেন্সিল দিয়ে শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তর দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বলতে শুরু করল, 'ওরা যদি সন্ধ্যে বেলায় বা গোধূলিবেলায় এখান থেকে তাদের খবরগুলো পাঠায় তবে তাদের নির্ভরযোগ্য দুটি বন্ধু পায়—একটা হল বিশাল ঘন জঙ্গল এবং দ্বিতীয় ঘন অন্ধকার। তারা মনে করে যে, অনুসন্ধানকারী কেন্দ্রগুলো যদি ওদের খবরও পায়, তবে তৈরী হয়ে এই কুড়ি-তিরিশ মাইলের ব্যবধানটা অতিক্রম করে আসতে আসতে রাত হয়ে যাবে, আর রাতের অন্ধকারে খুঁজতে যাওয়া ব্যর্থতারই নামান্তর। তাছাড়া এই ধরনের বনভূমিগুলোকে ঠিকমতো তল্লাসী করতে হলে শত শত লোকের দরকার এবং এ কাজের উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করতেও সময় লাগে। পরিস্থিতি এবং সংবাদগুলোর মূল বয়ানের কথা একবার চিন্তা করুন, ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে...সিয়াউলিয়াই, ভিলনিয়াস, গ্রোদনো, বিয়ালিস্টোক, লিডা এবং সিলোভিচি জঙ্গল নিজেই দুবার এবং অভিযান পরিত্যক্ত হবার আগে—স্তোলবৎসি আর ইয়াসুন, এবার আমরা নিজেদের বসাই দলটির নেতৃত্ব পদে এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সাবধানে মূল্যায়ন করি। যুদ্ধ সীমান্তের বর্তমান অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিবেশে বেতার প্রেরক যন্ত্রটা লুকিয়ে রাখার পক্ষে কোন্ জায়গাটা সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হবে? এরই ভিত্তিতে আমরা সাবধানে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—শিলোভিচি জঙ্গল!'

'রুদনিৎস্কি বন সম্বন্ধে কি মনে হয়?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর

মোখভ জানতে চাইলেন ; ওঁদের সবাই এখন পলিয়াকভের দুপাশে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে নক্শার কাগজগুলো দেখছিলেন।

'প্রথমতঃ শিলোভিচি জঙ্গলটা চারপাশ থেকে বড় রাস্তার দ্বারা বেষ্টিত, যেখানে খুব বেশি না হলেও গাড়ি চলাচল যে পরিমাণে হয় তাতে জঙ্গলের যেকোন জায়গা থেকে মাত্র আধ মাইল হেঁটে শেষ প্রান্তে পেঁাছে তাড়াতাড়ি করে চলে যাওয়া যায় গাড়িতে 'লিফট্' নিয়ে ; অন্যদিকে রুদনিৎস্কি জঙ্গলের কাছ দিয়ে গেছে একটিমাত্র বড় রাস্তা এবং শুধু তাই না, "কাছ দিয়ে" বলতে অন্ততঃপক্ষে তিন মাইল দূরে। এছাড়া আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক চিন্তা করতে হবে : শিলোভিচি জঙ্গলের কাছে অবাধে ঘুরে বেড়ায় খুব ছোটখাট কয়েকটা দল, অথচ রুদনিৎস্কি জঙ্গলে হানা দেয় এ.কে বাহিনীর অসংখ্য দল। এটাও আমার বলা উচিত যে, নিয়েমেন দলটার সঙ্গে পাওলোস্কির সম্ভাব্য সম্পর্কটা এই অনুমানটিকেই সমর্থন করে। যুদ্ধের আগে পাওলোস্কি তার বাবার হয়ে এই শিলোভিচি জঙ্গলেই বন-কর্মী হিসেবে কাজ করেছিল আঠারো মাস ধরে, ফলে জঙ্গলের প্রতিটি পথ প্রতিটি গলি-ঘুঁজি সে চেনে। আমরা যাদের অনুসরণ করছি, তাদের কথা চিন্তা করে এই ধরনের ভেতরের কথাগুলোকে যদি কাজে না লাগাই তবে তা হবে চরম নিবুদ্ধিতা। এটাও উল্লেখ করা উচিত যে, তার অবস্থান, গাছপালার ঘনত্ব এবং ভেতরকার ফাঁকা তৃণভূমির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি যে এই জঙ্গলটা হল আগামীকাল, শনিবারের সন্ধ্যাবেলা বা পরশু দিন—রবিবারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের পক্ষে আদর্শ স্থল।'

'তাই বুঝি', মোখভ বললেন। চেয়ারে বসে তাঁর সরকারী নোট নেবার প্যাডটা বের করে তাঁর লেখা কয়েকটি পাতা ওল্টাতে লাগলেন। 'নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের খবর কি ?'

পলিয়াকভ বলল, 'আমাদের তো এখন গভীর সন্দেহ হচ্ছে, আমরা কি এদেরই সন্ধানে ঘুরছি। এ বিষয়ে আমরা একটু পরে আসছি। ঐ লোক দুটো সম্বন্ধে আমরা যে জরুরী তথ্য চেয়েছি যেকোন মুহূর্তে তার উত্তর পেতে পারি। এখন এই পর্যায়ে কিভাবে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত তাই বলতে চাইছি।'

'বলুন,' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন মোখভ।

'মূল ঘাঁটিতে পাঠাবার মত তথ্য শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা দলের আছে। ওরা যেসব খবর পেয়েছে সেগুলো ক্রমশঃ জমে উঠেছে এবং সুস্পষ্ট সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও এক সপ্তাহের মধ্যে বেতার মাধ্যমে সেগুলো পাঠানো তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। সেইসঙ্গে মনে হয় ওদের ব্যাটারী ফুরিয়ে আসছে, আরও ব্যাটারী ওদের চাই। গত দুবার আমাদের অনুসন্ধানকারী কেন্দ্রগুলো ধরেছিল সেগুলো খুব জোরালো ছিল না। শেষ যে সংবাদটা ধরা পড়েছে তার মূল বয়ান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে তারা সরবরাহ আশা করছে শনিবার, অর্থাৎ আগামীকাল—বা পরশু রবিবারে। নির্ধারিত মাল খালাসের খবরটা ওদের কয়েক ঘন্টা আগে পাওয়া উচিত। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে? যে গুপ্ত জায়গাটায় বেতার-প্রেরকযন্ত্রটি প্রকৃতপক্ষে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে এবং সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ, তাহলে শনিবারে, অর্থাৎ আগামীকাল বিকেলবেলার দিকে শিলোভিচি জঙ্গলে ওদের যেতেই হবে, তারপর প্রেরকযন্ত্রটি নিয়ে, আমরা যাতে গন্ধ না পাই তার জন্যে জঙ্গলের মধ্যেই বেশ কয়েক মাইল দূরে চলে গিয়ে তাদের মূল ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করে মাল খালাসের ব্যাপারটি পাকাপাকি করে নেবে। তাই যদি হয় এবং অসম্ভব হলেও রবিবারেই যদি মাল খালাসের ব্যাপারটি পাকাপাকি করা হয়—তবে পুরো চব্বিশ ঘন্টা কিছু না করে তাদের জঙ্গলে রাখাটা জার্মানদের স্বার্থ আদৌ সিদ্ধ করবে না—ফলে তাদের শনিবার অর্থাৎ আগামীকাল গ্রেপ্তার করার সবচেয়ে ভাল সুযোগ আমাদের হবে। ওরা যদি পরশু রবিবার শিলোভিচি জঙ্গলে আসে, তবে তাদের গ্রেপ্তার করার এই সুন্দর সুযোগটি আমাদের আরও একদিন পিছিয়ে যাবে।......অপরপক্ষে আমরা যদি অনুমান করি যে ওরা বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে বেতারে খবর পাঠাতে পারে, তবে মাল খালাসের পাকা খবরটি পাবার পর, আলো থাকতে থাকতে তারা সময় পাবে বিমান থেকে মাল ফেলার জায়গাটি পরীক্ষা করে দেখে নেবার এবং আলোর সঙ্কেত জানাবার জন্যে কিছু ডালপালা সংগ্রহ করে নেবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সবচেয়ে ভাল হয় যদি বেতার যন্ত্র নিয়ে জঙ্গলে ঢোকার পর এবং খবর পাঠান শুরু করার আগেই ওদের হাতে নাতে ধরা যায়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওদের ধরার আগে অপেক্ষা করে থাকে যাতে তারা তাদের আসল চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে পারে—তাহলেই কিন্তু সোজাসুজি

সত্যের মুহূর্তটিকে* আমরা পাব।' পলিয়াকভ হাসি দিয়ে শেষ করল কথাটি, 'সত্যের মুহূর্তটিকে যদি আমরা পাই, তাহলে আমরা ভীষণ খুশি হব ওদের বদলে আগুনের সঙ্কেত পাঠাতে পেরে।'

মোখভ মন্তব্য করলেন, 'শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলাটা আমাদের সুবুদ্ধিরই পরিচায়ক, কিন্তু একথা কি আপনার মনে হয় না যে পক্ষান্তরে ওরা আবার আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে এবং আমাদের কর্মপদ্ধতি অনুমান করার চেষ্টা করছে ও তারপর পাল্টা চাল দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে?'

একটু হেসে পলিয়াকভ বলল, 'আমরাও অবশ্য তাই মনে করি; আর ঠিক ঐ ধরনেরই কথা নিয়ে আজ দেড় ঘণ্টা আলোচনা করেছি আমাদের গোয়েন্দাবিভাগের প্রধানের সঙ্গে। সব রকম বিকল্পের কথা আমরা অনুমান করেছি আমার বিশ্বাস ওরা জানে না যে আমরা ওদের সঙ্কেতবার্তা চারবার ধরে ফেলেছি, ওদের সংবাদের সঙ্কেতলিপির পাঠোদ্ধার করেছি, এবং কোত্থেকে পাঠান হয়েছিল তাও জানি এবং ডজ গাড়িটি খুঁজে পেয়েছি আর গুসেভ বেঁচে আছে। ওরা জানে না যে ওদের সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট খবর আমরা রাখি এবং সেটা জানা যে সম্ভব হতে পারে এটা মনে করলেও আমরা ঠিক কি কি খবর পেয়েছি এবং কতটা পেয়েছি তা নির্ধারণ করতে ওরা পারে না।'

দলের ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল নিকোলাস্কি বললেন, 'এবার আমি একটি প্রশ্ন করব। ৬ই আগস্ট সন্ধ্যেবেলায় ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় সংবাদটি পাঠানোর পর বেতার যন্ত্রটিকে শিলোভিচি জঙ্গলে তথাকথিত গোপন জায়গায় যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এ ব্যাপারে মনে হচ্ছে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং জোরও দিচ্ছ তোমার বক্তব্যের ওপর? কিন্তু গত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রেরকযন্ত্রটি যে গুপ্ত জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় নি এ সম্ভাবনাটিকে তুমি অগ্রাহ্য করছ?'

'সম্ভাব্যতার ব্যাপারটি নিয়েও আমরা পরীক্ষা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে

* সত্যের মুহূর্ত—গোয়েন্দাবিভাগে এই শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয় সেই মুহূর্তটিকে জানাবার জন্যে যখন বন্দী গুপ্তচরদের কাছ থেকে খবর পাওয়া যায় এবং তার ভিত্তিতে পুরো দলটিকে ধরা সম্ভব হয় এবং এইভাবে অভিযানের পূর্ণ সমাধান হয় সাফল্যের সঙ্গে—লেখক

উপনীত হয়েছি যে, যদি সেটি ঘটেও তবে তা ঘটবে বিমান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ফেলার পর। তার অর্থ প্রেরকযন্ত্রটিকে কালকের আগে কিছুতেই গুপ্তস্থান থেকে সরান হবে না।'

মেজর কিরিলিয়ুক পলিয়াকভের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সেখান থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মোখভের দিকে তাকিয়ে আবার তাকালেন পলিয়াকভের দিকে, 'জানতে পারি কি...এই শিলোভিচি জঙ্গলে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালানোর ব্যাপারটি সম্বন্ধে তুমি বিচার-বিবেচনা করেছ কি না ?'

'না', একটু যেন নার্ভাস হয়ে নাক টানল পলিয়াকভ তারপর বলল, 'আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঐ ধরনের কোন অভিযান চালানোর কথা আলোচনা করা ঠিক হবে না, এমন কি চিন্তা করাও ?'

'কিন্তু কেন ?'

'ঐ ধরনের অভিযান থেকে কী লাভ হবে আমাদের', হঠাৎ দুম করে কথার ফাঁকে মন্তব্য করে বসলেন ইগোরভ।

'তাহলে অন্তত: গোপন জায়গাটি, আপনাদের ধারণা যেখানে প্রেরক যন্ত্রটি লুকোন আছে, তার সন্ধান পাওয়া যাবে।'

বিরক্ত ইগোরভ ভ্রূকুচকে বললেন, 'তাতে আমার সন্দেহ আছে। আপনাকে ঠিকই বলছি, শিলোভিচি জঙ্গলের মত জায়গায় গোপন স্থানটি খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া গোপন স্থানটার সন্ধান পেলেও আমরা তেমন এগোতে পারবো না। আমরা ওটা ব্যবহারকারী পুরো দলটাকে চাইছি, সত্যের মুহূর্তটাকে। প্রেরক যন্ত্রটার গোপন স্থানটা খুঁজে পেলেও ঐ মুহূর্তটাকে পাচ্ছি না। আসলে আমরা চাইছি সম্ভাব্য গুপ্ত স্থানটাকে ব্যবহারকারী মূল দলটাকে ধরতে, অন্তত:পক্ষে প্রাথমিক নজির হিসাবে ওখানে যাবার পথগুলো জানতে চাই। এবং আগামীকাল বা পরশু সেটা জানবার যথেষ্ট সুযোগ আছে আমাদের। সত্যের মুহূর্তটিকে পেতেই হবে এবং আপনার অবগতির জন্যে বলছি যে অনেক সৈন্য পাঠাবার পরিণতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় মৃতদেহের স্তূপ। আজ, এই পর্যায়ে ঐ ধরনের অভিযানের কথা আলোচনা করা নিছক হাস্যকর ব্যাপার। ঐ চিন্তাটি মাথা থেকে দূর করুন মেজর,' ইগোরভ উপদেশ দিলেন কিরিলিয়ুককে এবং তারপর আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে ভ্রূকুঁচকে তাকালেন, মোটা মোটা আঙুল দিয়ে টেবিলের কিনারায় তবলা বাজাতে বাজাতে বললেন,

'এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না আমি এবং ঐ ধরনের কথা শুনতেও চাই না।'

একটুও বিচলিত না হয়ে. উজ্জ্বল নীল চোখ দিয়ে সোজা ইগোরভের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরিলিয়ক জানালেন, 'এটা শুধু আমার ধারণা নয়। বড় মাত্রায় ঘেরাও করার সম্ভাবনার দিকটা সম্বন্ধেও জেনারেল কলিবানভ বলেছেন।'

'কি বলেছেন উনি? সবটা বলুন আমাকে!'

ইগোরভকে শান্ত করার জন্যে এই সময়ে মোখভ এগিয়ে এলেন, 'আলেক্সি নিকোলায়েভিচ উত্তেজিত হবেন না। এখানে আসার আগে আমি যখন দেখা করেছিলাম কর্নেল-জেনারেল তার কলিবানভের সঙ্গে তখন বলেছিলেন এখানে পৌঁছে আমরা যেন আপনার সঙ্গে সামরিক অভিযানের সাধন-যোগ্যতা আর যুক্তিযুক্ততা নিয়ে আলোচনা করি। খুব সম্ভব এ ধারণাটা তাদের মাথায় এসেছে শিলোভিচি জঙ্গলে গুপ্তস্থান সম্বন্ধে আপনাদের অনুমানের কথা জেনে।'

'জিনিসটা গুলিয়ে ফেলবেন না যেন! সামরিক অভিযান চালানো এবং সেটা করা ঠিক হবে কি না তা আলোচনা করা সম্পূর্ণ ভিন্নতর ব্যাপার!' ভারী শরীরটা চট করে চেয়ার থেকে তুলে ইগোরভ লম্বা লম্বা পা ফেলে অফিসের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন, 'সেনাদল পাঠালে আমরা কি কি সুফল পাবোই তা বলতে পারি আপনাকে। আমরা স্তাভকাকে বোঝাতে পারবো যে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। আমরা যদি খবর পাঠাই যে মাত্র কয়েক ডজন সৈন্যকে তদন্তের কাজে লাগানো হয়েছে, তবে তাঁদের বিচারে এটা আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নয় এবং হয়তো এর এমন ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে যে আমরা আমাদের কর্মভারের গুরুত্বটিকে লঘু করে দেখছি, কিংবা তার চেয়েও খারাপ, অর্থাৎ আমরা আমাদের কর্তব্যে অবহেলা করছি। আবার অন্যদিকে যদি আমরা খবর দিই যে ঘটনাস্থলে কয়েক হাজার সৈন্য জড়ো করেছি. কথাটা শুনতেও অবশ্য বেশ ভাল লাগে! যদিও এই ধরনের খবর শুধু অযোগ্যদেরই ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এখানে আমরা যারা আছি. তারা সবাই পেশাদার। অতএব যথাযথভাবে সতর্কতার সঙ্গেই এগোনো যাক, আগে ঠিক করা যাক কোনটা সবচেয়ে জরুরী, "সত্যের মুহূর্ত" এবং সব ছিন্ন সূত্রগুলো গ্রথিত

করা বা দেখানো যে আমরা খুব সক্রিয় হয়ে আছি? প্রসঙ্গতঃ, ইগোরভ প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে তাকালেন পলিয়াকভের দিকে, 'নিকোলাই ফিদোরভিচ আমাদের বলুন যে, এখানে পূর্ণ মাত্রায় সামরিক অভিযান চালাতে হলে কি ধরনের সেনাদল দরকার।'

'শিলোভিচি জঙ্গলে ভালভাবে চিরুনী-অভিযান চালাতে হলে জঙ্গলটাকে আগেই ঘিরে ফেলতে হবে এবং যদি এক লাইনেও সৈন্যদের নিয়ে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজতে হয় তবে আমাদের দরকার অন্ততঃ চার হাজার সৈন্য,' পলিয়াকভ খুব ধীরে ধীরে শান্তভাবে উত্তর দিচ্ছিল প্রতিটি কথার উপর বেশ জোর দিয়ে। সামরিক অভিযান চালানো সংক্রান্ত এই আলোচনা ওকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে এবং ভয় পাওয়া খরগোশের মতো ও নাক টেনে টেনে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে। 'একই সঙ্গে চারদিক থেকে জঙ্গলটাকে ঘিরে ফেলতে হলে সৈন্যদের নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি চাই, তার মানে দুশোরও বেশি লরী দরকার হবে...আড়াইশোরও বেশি শিকারী কুকুর লাগবে, আর দরকার পড়বে ১৫০ থেকে ১৭০ জন পরিখা খোঁড়ার লোক।'

লম্বা টেবিলের ধারে বসে থাকা মানুষগুলির পাশ দিয়ে পায়চারি করতে করতে ইগোরভ বেশ জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'সৈন্যদের সাধারণ এক লাইনে সাজিয়ে নিয়ে চিরুণী অভিযান চালালেই শুধু চলবে না। মনে রাখবেন জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি এমন ঘন ঝোপ আছে যেখানে ভালভাবে নজর চলে না। ভুলে যাবেন না আমরা কোন মানুষকে খুঁজছি না, খুঁজবো একটা গুপ্তস্থান। যেটা খুব কাছ থেকেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।'

'পুরো জঙ্গলটার ক্ষেত্রফল কত?' মোখভ প্রশ্ন করলেন।

'প্রায় ৩৫ বর্গমাইল।'

'এর পরিসীমা ঠিক কতো হতে পারে?'

'মোটামুটি পঁচিশ মাইল।'

'ও, জঙ্গলটি ত মোটামুটি বড়ই দেখছি,' ভ্রূ কুঁচকে কথাটি বলে কী যেন লিখতে লাগলেন নোট বইতে।

কিরিলিয়ুকের সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ইগোরভ প্রশ্ন করলেন, 'পুরো মাত্রায় সামরিক অভিযান চালাতে হলে কত লোক দরকার তা ত শুনলেন? অত সৈন্য এনেছেন কি?'

ব্যাপারটি বুঝতে পেরে একটু হেসে কিরিলিয়ুক উত্তর দিলেন, 'কমরেড জেনারেল, অভিযানটি এখন পুরোপুরি স্তাভকার নিয়ন্ত্রণে আছে। সুতরাং আপনাকে যা করতে হবে তা হল শুধু মুখের কথা খসানো এবং তখন দেখবেন আপনার অনুরোধ রাখবার জন্যে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে! চাইলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক ডিভিসন সৈন্যও ওরা পাঠিয়ে দিতে পারে।'

জানলার কাছে গিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে হতাশ হয়ে ইগোরভ বললেন, 'আহ্ মেজর...মেজর...সব জিনিসটিই আপনার কাছে কত সবুজ লাগছে, তাই না? আপনাকে ঈর্ষা করা ছাড়া আর কি করতে পারি...।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে জানালার মধ্যে দিয়ে বিমানখাঁটির দিকে তাকিয়ে রইলেন ইগোরভ, তারপর হঠাৎ ফিরে তাকালেন কিরিলিয়ুকের দিকে, মুখের বিরক্তির ভাবটি চাপা ছিল না এবং আগের চেয়েও জোর গলায় ঘোষণা করলেন, 'এক ডিভিশন দূরের কথা এক কোম্পানী সৈন্যও দরকার নেই আমার। এবং নেবোও না! বোধ হয় ভুলে গেছেন মেজর, তাই আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, সৈন্যদের কাজ হল যুদ্ধ করা। অপর পক্ষে আমার এবং আমার অধীনস্থদের কাজ হল গুপ্তচরদের ধরা! এবং কাজটি আপনাদেরও?!' কিরিলিয়ুকের দিকে হাতটি ছুঁড়ে উত্তেজিত ইগোরভ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি জানতে চাই, কেন আমরা পেশাদার লোকেরা আমাদের দায়িত্ব চাপিয়ে দেব সৈন্যবাহিনীর কাঁধের ওপর? কীসের অধিকারে?'

আবার অফিসের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ইগোরভ। সামান্য পরে যেন আপন মনে চিন্তা করছেন এমনভাবে তবে আগের চেয়ে শান্ত সুরে বলতে লাগলেন—

'এই পুরো কাজটির অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকটা হল নৈতিকতার, যার কথা কিছু মানুষ জানেই না এবং অন্যরা সাধারণতঃ ভুলে যায়। অথচ এটা আমাদের জানা ও মনে রাখা কর্তব্য। এই ধরনের সামরিক অভিযান করতে হলে এর সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার সৈন্যদের প্রত্যেককে সাবধান করে দিতে হবে। তোমাদের ওপর যদি গুলি চলে এবং তোমরা যদি মারাও যাও তাতে কিছু যাবে-আসবে না, গুপ্তচরটিকে জীবন্ত ধরতে হবে! এই ধরনের সতর্কবাণী কার্যতঃ আদেশেরই নামান্তর। সাধারণ সৈন্যরা

সামন্ত নিরাপত্তা সেনাদের কাছ থেকেও আমরা দাবী করতে পারি?' টেবিলের ধারে বসে থাকা মানুষদের লক্ষ্য করে প্রশ্নটি করলেন ইগোরভ।

'যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না ওটা আমাদের করা উচিত। পরাজিত শত্রুপক্ষের সৈন্যদের খুঁজে বের করে তাদের গ্রেপ্তার বা হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাদের ওপর একমাত্র সৈন্যদের সম্বন্ধেই এই ধরনের আদেশ দেওয়া চলে? এটা তাদের কাজ, তাদের বিশেষ অধিকার।'

জানলার দিকে পাশ ফিরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বিমানঘাঁটির শেষ প্রান্ত থেকে একটি জঙ্গী বিমান উড়ল, দেখতে দেখতে আকাশের বুকে মিলিয়ে গেল। তারপর সেই আগেকার চিন্তাধারাতেই কথা বলতে শুরু করলেন, 'সৈন্যদের দিয়ে ঘেরাও করার বহু ঘটনা আমি দেখেছি এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওরা মৃতদেহ নিয়ে আসে গুপ্তচরদের। পরে দোষারোপ করার কোন মানে হয় না। সৈন্যরা শপথ করে বলে ওরা পা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল, কিন্তু ঘেরাওয়ের শেষের দিকে ওদের মৃতদেহগুলো আহত গুপ্তচরদের বাঁচতে দেয় না! মাফ করবেন, আমি কিন্তু রোগ বিদ্যাবিৎ নই। এবং আশাকরি আপনারাও নন?' ব্যঙ্গের সুরে ইগোরভ প্রশ্ন করলেন কিরিলিয়ুককে। মোখভের দিকে ফিরে আবার বলতে শুরু করলেন, 'তাছাড়া প্রত্যেকটি মৃত গুপ্তচরদের বিনিময়ে সাধারণতঃ আমাদের কয়েকজন মারা যায় বা আহত হয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না...অবশ্য এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন সামরিক অভিযান এড়ান যায় না, অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্ততঃ আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তার কোন প্রয়োজনই নেই। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, এই শত্রু দলটি যে কাজ করে চলেছে তার সঙ্গে ঐ জঙ্গলটির যোগ আছে এবং গুপ্তচররা ওখানে আসতে বাধ্য। সামরিক অভিযান চালালে ওরা ভয় পেয়ে যাবে, ওখানে আর আসবে না, তাই এই পরিকল্পনাটির বিরোধিতা করছি। আমাদের সেনাদলের বেষ্টনীর মধ্যে ওদের যদি বা ধরে ফেলি তাতে তো সত্যের মুহূর্তটিকে পাওয়ার সুযোগ সুদূর পরাহত হয়ে যাবে। একথা আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাইছি যে লিখিতভাবে সরকারী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সামরিক অভিযান কার্যকর করা দূরের কথা প্রস্তুতি পর্যন্ত চালাব না আমরা।'

এই ঘোষণার পর চগোরভ ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন। একটু বিরতির পর মোখভ মন্তব্য করলেন, 'যুদ্ধ-সীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের অবস্থাটা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনাও করা হয়েছে। তবে খুব নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে বোধ হয় চিন্তার একটু ব্যাপার আছে।' হেসে কথাটা শেষ করে আবার নিজের নোট বইটির ওপর নজর বুলিয়ে মোখভ প্রশ্ন করলেন, 'বিমান থেকে মাল ফেলবার মতো ফাঁকা জায়গা জঙ্গলের মধ্যে কটা আছে?'

পলিয়াকভ উত্তর দিল, 'এতকাল পর্যন্ত শত্রুর গুপ্তচরেরা যে অতি সাবধানতার পরিচয় দিয়ে এসেছে সে কথা স্মরণে রাখলে বলা যায় ঐ ধরনের মাত্র চারটে জায়গা ওদের চোখে উপযুক্ত বিবেচিত হবে।'

ইগোরভ মন্তব্য করলেন, 'আত্মগোপন করে ওৎ পেতে থাকার ৯টা দল নিয়ে আমরা জঙ্গলে ঢোকার সব কটা পথের ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে নজর রাখতে পারবো। তার জন্যে আমাদের প্রয়োজন কমাণ্ডান্টের বাহিনী থেকে অনধিক ত্রিশ জন তদন্তকারী আর দশ জনের মতো অফিসার, জঙ্গলের সীমানা থেকে নজর রাখার জন্যে ৮০ জন সৈনিক এবং সেভার প্রেরকযন্ত্র সমেত জনা পঞ্চাশেক বেতার-কর্মী। এই কজন লোক আমাদের আছে; এই ধরনের কাজের দায়িত্ব আমরা ওদের নিয়ে চালিয়ে নিতে পারবো। অতো বড় সামরিক অভিযানের প্রয়োজন নেই।'

হেসে মোখভ বললেন, 'আপনারা দেখছি আগে থাকতেই সব কিছু সুন্দরভাবে স্থির করে রেখেছেন। আপনাদের এই আত্মপ্রত্যয় আমার ভাল লাগছে, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কি আপনারা দিতে পারেন যে আগামীকাল, বা অন্ততঃপক্ষে পরশুর মধ্যে ওদের নাগাল পাবো আমরা?'

'কমরেড জেনারেল, ঠিক কি প্রতিশ্রুতিই বা দেওয়া যায়?' বলল পলিয়াকভ। এবার তার হাসার পালা। 'যেকোন ঘটনা ঘটতে পারে। বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ কিংবা কোন আঞ্চলিক দল হয়তো সবার আগে ওদের ধরে ফেলতে পারে, কিংবা তারা কোন বেআইনী দলের মুখোমুখি হতে পারে, কিংবা জঙ্গলে মাইনের ওপর পা ফেলতে পারে। সবকিছুই ঘটতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোন অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় না...।'

'এবং কোন প্রতিশ্রুতিও দেওয়া যায় না', একমত হলেন মোখভ, তার মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। 'ঠিক এই কারণেই আমরা সামরিক অভিযানের সম্ভাবনার দিকটা বাদ দিতে পারছি না। একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। আপনারা যেসব যুক্তি আমাদের দেখিয়েছেন, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি থাকতে পারে এবং তার জটিলতাও অনেক সুদূরপ্রসারী হতে পারে।'

নোট বইটা বন্ধ করলেন মোখভ, মুখে দুঃশ্চিন্তার ছায়া এবং পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন আলোচনা শেষ ; উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপাততঃ সামরিক অভিযানের প্রসঙ্গটা মুলতুবী রইল, আর কয়েক ঘণ্টা পরে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং খুব সম্ভব সেটা আমরা নেব না, নেবে অন্য কেউ।'

৫১। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র
সাংকেতিক দূরভাষ

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

সৈন্যবাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের দুজন অফিসার ক্যাপ্টেন আলেক্সি ইভানোভিচ নিকোলায়েভ আর লেফটেনান্ট ভাসিলি পেত্রোভিচ সেন্তসভের চেহারা এবং ক্রিয়াকলাপ আপনার যেমনটি পাঠিয়েছিলেন তার সঙ্গে সব দিক দিয়ে মিলে গেছে।

আজ সকাল ১১টার সময় নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ এ-৩-১৬-৩৪ নম্বরের স্টুডিবেকার লরীতে করে ফিরে এসেছে স্তারোসেলেৎসিতে, যেখানে ওরা আগে ছিল, লরীর পেছনে ছিল ২২টি ভেড়া, ৬টি শূয়োর আর ৯ হন্দর ময়দা।

আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করাতেও নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ একই বিবৃতি দিয়েছে :

১। কাজের দায়িত্বভার নিয়ে ওরা যখন বেরিয়ে যায় তখন সৈন্যবাহিনীর ভাঁড়ার থেকে সেলোফেন কাগজে মোড়া-

১০০ গ্রামের তিনটে জার্মান শূয়োরের চর্বির প্যাকেট দেওয়া হয়েছিল। বিয়ালিস্টোক বিমান ঘাঁটির কাছে একটা হিমঘরে এই ধরনের শূয়োরের চর্বি প্রায় ৭০ পাউণ্ড আটক করেছিল তাদের ইউনিট।

২। গত ৭ই আগস্ট তারা সারাদিন কাটিয়েছিল ছোট্ট স্তারোসেলেৎসি শহরে (বিয়ালিস্টোকের ৫ মাইল পশ্চিমে) এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও যায় নি। তাদের দুজনের একজনও স্তলোবৎসি বা তার কাছাকাছি যায় নি।

৩। কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত করা আবাসস্থলের একটা ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল লিডার শহরে, যেমন ৬নং উইজোলেনিয়ে স্ট্রীট, ওরা কাটিয়েছিল চার রাত। পঞ্চম রাতটা ওরা কাটিয়েছিল স্ক্রিবোভৎস্কি শহরে স্টেশন মাস্টার উইটোল্ড পেত্রিকির ফ্ল্যাটে, ওখানে ওরা আগেও ছিল কয়েক দিনের জন্যে যখন লিডা জেলা মুক্ত করা হচ্ছিল। ১৪ই আগস্ট হঠাৎ ওদের দেখা হয়ে যায় পেত্রিকির সঙ্গে লিডাতে এবং ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যেবেলা ৬ ৬নং উইজোলেনিয়ে স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে এসে এদের সঙ্গে দেখা করে নুন আর কেরোসিনের বদলে শূয়োর দেবার ব্যবস্থা করতে।

৪। ১৫ই আগস্ট সন্ধ্যেবেলায় ওরা শিলোভিচি জঙ্গলের উত্তর দিকে একটি খামার বাড়ির মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরে একটা বর্ষাতি রেখে গেছে, যার মধ্যে ছিল নুনের বদলে পাওয়া সেঁকা মাংস।

৫। সৈন্যবাহিনীর ৭০২৪৪ নং ইউনিটের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির অধিনায়ক কর্নেল সামোরোদভের মৌখিক অনুমতির ভিত্তিতে নিকোলায়েভদের ইউনিটের কমাণ্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী দখল করা শত্রুদের মালপত্রের সঙ্গে বিনিময় করা হচ্ছিল পশু আর খামারজাত উৎপন্ন দ্রব্যের।

নিকোলায়েভ আর সেন্তসভের এজাহারের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কিছু নেই। তাদের সনাক্ত করেছেন সৈন্য-বাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের ক্যাপ্টেন কুপচেঙ্কো; যিনি

ওদের সঙ্গে পাঁচ মাস কাজ করেছিলেন এবং ঠিক এই কাজটা করার জন্যে ওঁকে স্তারোসেলেৎসিতে থেকে যেতে বলা হয়েছিল।

নিকোলায়েভ আর সেন্তসভকে সনাক্ত করার পর এবং আপনাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তারা গাড়ি করে চলে গেছে রাদজিমিন শহরে (ওয়ারশ-র ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে) প্রথম বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের কাছে তাদের নতুন কেন্দ্রে। সনাক্তকরণের পদ্ধতি ও জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত লিখিত প্রতিবেদন এই সঙ্গে পাঠান হচ্ছে আপনাকে।

গোরবুনভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে ক্যাপ্টেন আলেক্সি ইভানোভিচ নিকোলায়েভ, সৈন্যবাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের, জন্ম ১৯০৮ সালে, তোমস্ক শহরে (রুশ, পার্টি-বহির্ভূত সদস্য, উচ্চশিক্ষা অসম্পূর্ণ) এবং ঐ একই ইউনিটের প্লেটুন কমাণ্ডার লেফটেনান্ট ভাসিলি পেত্রোভিচ সেন্তসভ, জন্ম জাদোনস্ক শহরে, ১৯২১ সালে (রুশ, কমসোমল সদস্য, শিক্ষা মাধ্যমিক), প্রকৃত পক্ষে সরকারী কার্যে লিপ্ত ছিল ১২ থেকে ১৮ই আগস্টের মধ্যে লিডা শহরের আশে-পাশে, ঐ জেলায় বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে কেরোসিন তেল, নুন ও জার্মান সামরিক পোশাকের বদলে খামারজাত ফসল সংগ্রহ ও খরিদ করার কাজে।

আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে ৭ই আগস্ট তারিখে নিকো-লায়েভ আর সেন্তসভ তাদের ইউনিটকে যেখানে স্থাপিত করা হয়েছিল সেখান থেকে অন্য কোথাও যায় নি এবং তাদের পক্ষে

স্তলোবৎসি অঞ্চলে যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। জুন ৪৪ —৩৯৬ নং চিহ্নিত করা একশ গ্রামের জার্মান শূয়োরের চর্বির প্যাকেটে প্রায় ৭০ পাউণ্ড পাওয়া গিয়েছিল শত্রু কবল থেকে মুক্ত করা বিয়ালিস্টোক বিমানঘাঁটিতে জার্মানদের একটি হিম ঘরে এবং তা তালিকাভুক্ত করার পর ইউনিটের সৈন্যদের খাওয়াবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। দায়িত্বভার নিয়ে যাত্রা করার সময় নিকোলায়েভ আর সেন্তসভকে তিনশ গ্রাম ঐ চর্বি দেওয়া হয়েছিল, যা লিপিবদ্ধ করা আছে তারিখ ১১ই আগস্টের চালান নং ১৬৮৪-এ।

ক্যাপ্টেন নিকোলায়েভ আর লেফটেনান্ট সেন্তসভ ১৯৪১ সাল থেকে লাল ফৌজে কর্মরত আছে; শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে তারা কখনো থাকে নি, বা বন্দী এবং শত্রুবেষ্টিত হয় নি। তাদের কমাণ্ডিং অফিসারদের পাঠান সব রিপোর্ট তাদের অনুকূলে গেছে।

আমাদের পাওয়া খবর থেকে জানা যাচ্ছে যে নিকো-লায়েভের দিদি এলিজাভেতা ইভানোভনা গোলবিন্দার (পৈতৃক পদবী নিকোলায়েভা), জন্ম তোমস্ক শহরে ১৯০৬ সালে, যে ক্রাসনোইয়ার্স্ক খাদ্য সরবরাহ পর্ষদের হিসাব-রক্ষকের কাজ করত এবং তহবিল তছরূপের জন্যে ১৯৩৭ সালে দু'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, আর.এস.এফ.এস.আর. ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১১৬ নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদ অনুসারে। পূর্ণ মেয়াদ খাটতে হয় তাকে। বর্তমানে সে রাস্তার দোকান থেকে রুটি বিক্রি করে ও ক্রাসনোইয়ার্স্কে থাকে।

যাদের সম্বন্ধে আপনারা তদন্ত চেয়েছেন তাদের এবং তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে অভিযোগমূলক আর কোন খবর আমরা পাই নি।

সেই সঙ্গে অবৈধ হলেও বাজেয়াপ্ত করা দ্রব্যের বিনিময়ে কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করার ব্যাপারটি সমর্থন করতে পারি যে কাজটি নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ করেছিল সৈন্যবাহিনীর ৭৩২৪৪নং ইউনিটের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির প্রধান কর্ণেল

ওদের সঙ্গে পাঁচ মাস কাজ করেছিলেন এবং ঠিক এই কাজটা করার জন্যে ওঁকে স্তারোসেলেৎসিতে থেকে যেতে বলা হয়েছিল।

নিকোলায়েভ আর সেন্তসভকে সনাক্ত করার পর এবং আপনাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তারা গাড়ি করে চলে গেছে রাদজিমিন শহরে (ওয়ারশ-র ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে) প্রথম বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের কাছে তাদের নতুন কেন্দ্রে। সনাক্তকরণের পদ্ধতি ও জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত লিখিত প্রতিবেদন এই সঙ্গে পাঠান হচ্ছে আপনাকে।

গোরবুনভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে ক্যাপ্টেন আলেক্সি ইভানোভিচ নিকোলায়েভ, সৈন্যবাহিনীর ৩১৫১৮ নং ইউনিটের, জন্ম ১৯০৮ সালে, তোমস্ক শহরে (রুশ, পার্টি-বহির্ভূত সদস্য, উচ্চশিক্ষা অসম্পূর্ণ) এবং ঐ একই ইউনিটের প্লেটুন কমাণ্ডার লেফটেনান্ট ভাসিলি পেত্রোভিচ সেন্তসভ, জন্ম জাদোনস্ক শহরে, ১৯২১ সালে (রুশ, কমসোমল সদস্য, শিক্ষা মাধ্যমিক), প্রকৃত পক্ষে সরকারী কার্যে লিপ্ত ছিল ১২ থেকে ১৮ই আগস্টের মধ্যে লিডা শহরের আশে-পাশে, ঐ জেলায় বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে কেরোসিন তেল, নুন ও জার্মান সামরিক পোশাকের বদলে খামারজাত ফসল সংগ্রহ ও খরিদ করার কাজে।

আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে ৭ই আগস্ট তারিখে নিকো-লায়েভ আর সেন্তসভ তাদের ইউনিটকে যেখানে স্থাপিত করা হয়েছিল সেখান থেকে অন্য কোথাও যায় নি এবং তাদের পক্ষে

স্তলোবৎসি অঞ্চলে যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। জুন ৪৪—৩৯৬ নং চিহ্নিত করা একশ গ্রামের জার্মান শূয়োরের চর্বির প্যাকেটে প্রায় ৭০ পাউণ্ড পাওয়া গিয়েছিল শত্রু কবল থেকে মুক্ত করা বিয়ালিস্টোক বিমানঘাঁটিতে জার্মানদের একটি হিম ঘরে এবং তা তালিকাভুক্ত করার পর ইউনিটের সৈন্যদের খাওয়াবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। দায়িত্বভার নিয়ে যাত্রা করার সময় নিকোলায়েভ আর সেন্তসভকে তিনশ গ্রাম ঐ চর্বি দেওয়া হয়েছিল, যা লিপিবদ্ধ করা আছে তারিখ ১১ই আগস্টের চালান নং ১৬৮৪-এ।

ক্যাপ্টেন নিকোলায়েভ আর লেফটেনান্ট সেন্তসভ ১৯৪১ সাল থেকে লাল ফৌজে কর্মরত আছে; শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে তারা কখনো থাকে নি, বা বন্দী এবং শত্রুবেষ্টিত হয় নি। তাদের কমাণ্ডিং অফিসারদের পাঠান সব রিপোর্ট তাদের অনুকূলে গেছে।

আমাদের পাওয়া খবর থেকে জানা যাচ্ছে যে নিকোলায়েভের দিদি এলিজাভেতা ইভানোভনা গোলবিন্দার (পৈতৃক পদবী নিকোলায়েভা), জন্ম তোমস্ক শহরে ১৯০৬ সালে, যে ক্রাসনোইয়ার্স্ক খাদ্য সরবরাহ পর্ষদের হিসাব-রক্ষকের কাজ করত এবং তহবিল তছরূপের জন্যে ১৯৩৭ সালে দু'বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, আর.এস.এফ.এস.আর. ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১১৬ নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদ অনুসারে। পূর্ণ মেয়াদ খাটতে হয় তাকে। বর্তমানে সে রাস্তার দোকান থেকে রুটি বিক্রি করে ও ক্রাসনোইয়ার্স্কে থাকে।

যাদের সম্বন্ধে আপনারা তদন্ত চেয়েছেন তাদের এবং তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে অভিযোগমূলক আর কোন খবর আমরা পাই নি।

সেই সঙ্গে অবৈধ হলেও বাজেয়াপ্ত করা দ্রব্যের বিনিময়ে কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করার ব্যাপারটি সমর্থন করতে পারি যে কাজটি নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ করেছিল সৈন্যবাহিনীর ৭৩২৪৪নং ইউনিটের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির প্রধান কর্নেল

সামোরোদভের মৌখিক অনুমতি নিয়ে. যে খবরটি উপযুক্ত সদর দপ্তরে জানানো হবে।

তাইউতাইউগিন

৫২। পাভেল আলিওখিন

একটা বিশেষ ধারণা নিয়ে কেউ যখন পরম উৎসাহে কাজ করছে, যখন সব কিছুই ছকে মিলে যাচ্ছে এবং পরিণতি যখন হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে, তখন মূল ধারণা যেটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেটা যদি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, বুদবুদটা যদি হঠাৎ ফেটে যায়, আবার যদি আগের অবস্থায় ফিরে আসতে তখন মনে হয় সেটা যেন একটা মৃত্যুশোক, একটা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মতো হয়ে উঠেছে।

ওকুলিচের সঙ্গে কথা বলার পর গতকাল সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত আমার মনে হয়েছিল আমরা ভুল পথে চলেছি এবং এমনকি আজ বিকেলের দিকে পলিয়াকভ যখন বিয়ালিস্টোক থেকে লিডাতে ফোন করে নিকোলায়েভ আর সেন্তসভ সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের ফলটা জানালো তখন আমি ভীষণভাবে হতোৎসাহ হয়েছিলাম। প্রায় তিন দিন ধরে আমরা যে পথটা ধরে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম দেখা গেল সেটা ভুল পথে নিয়ে গেছে। কর্মভারটা এতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে স্তাভকা স্বয়ং এটি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জানা গেল যে প্রকৃত অর্থে আমরা শূন্য ছাড়া অন্য কোন ফল দেখাতে পারি নি।

'অন্য কোন ভাল পন্থা না থাকাতেই তোমরা ওটা অনুসরণ করেছিলে'; সেদিন সন্ধ্যেবেলায় লিডাতে ফিরে গেলে কথাটি আমায় বলেছিলেন জেনারেল। কথাটি খোলাখুলিভাবে তিরস্কারের মতো শুনিয়েছিল, তবুও বলার সময় জেনারেল কণ্ঠস্বর চড়ান নি। বিষাদে ভরা ক্লান্তভাবে বলা হয়েছিল কথাটা।

নিকোলায়েভ এবং সেন্তসভ সম্পর্কিত সমগ্র ব্যাপারটা এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যদিও আমরা যে তথ্য জানতে চেয়েছিলাম তার উত্তরটা পাবার কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত, একজনও, এমনকি জেনারেল নিজেও ঐ পন্থাটা খারিজ করার মত সাহস করতেন না—অনেকগুলো সন্দেহজনক পরিস্থিতি একত্রিত হয়ে ব্যাপারটিকে খুবই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল।

সেদিনের পুরোটা কাটিয়ে দিয়েছিলাম গ্রোদনো আর বিয়ালিস্টোকে। সকাল থেকেই একটা ছোট বিমান আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল এবং বিমান ঘাঁটিতে একটা করে গাড়ি আর গোয়েন্দা বিভাগের অনেক কর্মচারী উপস্থিত থাকত। অথচ গতকাল পর্যন্ত নিয়েমেন অভিযানের ব্যাপারে জড়িত ছিলাম মাত্র আমরা তিনজন আর পলিয়াকভ এবং বাইরের কাজে সাহায্যের জন্যে একটা শিক্ষার্থী পর্যন্ত পেতে হিমসিম খেতে হত আমাকে, এখন আকাশের চাঁদ চাইলেও পাবো। জরুরী তদন্তকারী প্রশাসন তন্ত্র কাজ করতে শুরু করেছে এবং প্রতি মুহূর্তে তা দ্রুত জোরদার হয়ে উঠছে।

তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে গ্রোদনো বা বিয়ালিস্টোকে যেসব কর্মী আমার অপেক্ষায় ছিল তার ফোমচেঙ্কো বা লুঝনভের মতো নব শিক্ষার্থী নয়, আমাদের যুদ্ধ সীমান্তের ও তৎসংলগ্ন স্থানের পাঁচটি সৈন্য বাহিনীর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আসা পেশাদার ব্যক্তি, তারা অত্যন্ত দক্ষ এবং অত্যন্ত চটপটে, তাদের কোন কথা দুবার বলতে হয় না। কোন নির্দেশ বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে হয় না। সঠিক পথটা দেখিয়ে দিলে ও তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়ে দিলেই আমার চলে।

সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করা সংবাদের মূল বয়ান দেখলে বোঝা যায় ট্রেনগুলো সম্বন্ধে খবরাখবর নেওয়া হয়েছে রেল স্টেশনে, তাদের যাতায়াতের সময় নয়।

যথারীতি দেখা গেল পলিয়াকভই ঠিক বলেছে, উভচর যান সম্বলিত ৪৭৩নং ব্যাটালিয়ান গ্রোদনো বা বিয়ালিস্টোক হয়ে যায় নি। অন্যভাবে বললে বলা যায় যৌথ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, এই স্টেশনগুলোতে নজরদার রাখা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে কাজ করছিল নিশ্চয়ই লাল ফৌজের উর্দি পরা ভবঘুরে এবং যাত্রীরা।

যুদ্ধ সীমান্তের খুব কাছে শত্রুপক্ষের গোয়েন্দাদের এই ধরনের কর্ম-তৎপরতা ভীষণভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং তাদের খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। প্রকৃত সাজসরঞ্জাম, পরিচয় গোপন রাখার জন্যে উপযুক্ত কাহিনীর অবতারণা এবং সৈন্যবাহিনীর পাশ দখলে থাকায় তারা মাঝে মাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দেয় গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগের সংবাদ সংগ্রহ করতে। এই সময়টুকুর জন্যে তারা তাদের রেশনকার্ড বদলে নেয় নতুন কার্ডের সঙ্গে, তাদের ভ্রমণ করার কাগজপত্রে শীলমোহর আর সই লাগানো হয়

কমাণ্ডাণ্টের অফিস থেকে এবং এই সরকারী সীলমোহর তার সঙ্গে প্রকৃত রেশনকার্ড আর নিখুঁত পরিচয়জ্ঞাপক কাগজপত্র অধিকাংশ মানুষকেই বিভ্রান্ত করে যাদের কাজ হল সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা।

যুদ্ধ সীমান্তের খুব কাছে শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচরদের পক্ষে আত্মগোপন করার জন্যে সামরিক পোশাক খুব ভাল কাজ দেয় ঠিকই, কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণের আরো সূক্ষ্ম পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। স্মলেনস্কে গত বসন্তে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তা আমার এখনও মনে আছে স্পষ্টভাবে।

একদিন ভোরবেলায় জরুরী ডাক এল আমাদের যেতে হবে স্মলেনস্কে। গত রাতে পাঠোদ্ধার করা হয়েছে এমন একটা বেতার সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে ওখানকার স্টেশনে একটা অত্যন্ত দক্ষ এজেন্ট অবস্থান করছে, যে সেনাদলের যাতায়াত এবং সৈনিক ও প্রযুক্তিগত সাজ-সরঞ্জামের আসা-যাওয়ার খবর সংগ্রহ করছে। প্রথম দিনেই আমাদের নজরে পড়ল একজন বয়স্কা মহিলা ট্রেনগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পায়ে জুতো নেই, যদিও সময়টি এপ্রিলের গোড়ার দিক, পা থেকে রক্ত ঝরছে। মুখ দেখলে মনে হয় বোকা-হাবা মহিলা। মাথায় বাঁধা রুমালের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আছে গোছা গোছা সাদা চুল, তার উদাস দৃষ্টি ভেসে বেড়াচ্ছে এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসের ওপর এবং একটা কথা বারবার বলছে, যেন তার বাহ্য চৈতন্য নেই এমনভাবে. 'আমার সোনা ছেলে··· ভোলোদিয়া···আমার পেটের ছেলে···।'

স্টেশনে মহিলা সবারই খুব পরিচিত. বহুবার তাঁর কাগজপত্র পরীক্ষা করেছে স্থানীয় পুলিশবাহিনী, কমাণ্ডাণ্টের দপ্তর এবং নিরাপত্তা কৃত্যকের পরিবহণ বিভাগ সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেও যথারীতি কাছে গিয়ে ডাকলাম 'এক মিনিট!'

মহিলা থামলোও না, ফিরেও তাকালো না, ফলে আমি দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে প্রশ্ন করলাম, 'এখানে কী করছ তুমি? কাগজপত্র সঙ্গে আছে কিছু?'

শেষ পর্যন্ত আমি আমার অফিসারের পাশ ওর চোখের সামনে তুলে ধরতে সাড়া দিল। কোটের পকেট থেকে নোংরা, তেলকালি লাগা একটি বাণ্ডিল বের করে খুব সাবধানে আমার হাতে দিয়ে আবার রেল লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করলো। আবার ছুটে গিয়ে তাকে দাঁড় করালাম আমি।

ব্যাণ্ডিলটার মধ্যে যুদ্ধের আগে ওরশা শহরে আন্না কুজমিনিচনা ইভাসেভার নামে ইস্যু করা পরিচয়পত্র, ঐ শহর থেকে অপসৃত হওয়ার সত্যতা সম্বন্ধীয় সার্টিফিকেট, মহিলার ইউনিয়নের কার্ড ছাড়াও ছিল তার বড় ছেলের মৃত্যু সংক্রান্ত দুটি সরকারী নোটিশ এবং যুদ্ধ সীমান্ত থেকে লেখা কনিষ্ঠ পুত্র ভ্লাদিমিরের (স্টেশনে এমনি ঘুরে বেড়াবার সময় যার নাম মহিলা বিড় বিড় করে বলতো) দোমড়ানো-মোচড়ানো দুটি চিঠি, যাতে সামরিক পোস্ট অফিসের ছাপ এবং সামরিক বিভাগের সেনসার করার ছাপ আছে। আর আছে দুটি পাগলের হাসপাতাল থেকে দেওয়া মহিলার রোগ বিবরণ এবং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার কাগজপত্র, যে হাসপাতালে মহিলার চিকিৎসা হয়েছিল। কাগজপত্রে এমন কিছু ছিল না যাতে সন্দেহ জাগতে পারে।

ইতিমধ্যে মহিলা স্টেশনের একটা স্থায়ী অংশ হয়ে উঠেছে। সামরিক ক্যান্টিন থেকে খাবারের টুকরো তাকে দিতে পারলে লোকেরা খুব খুশি হয় এবং সকলেই তার জন্যে প্রকৃত অর্থে দুঃখ অনুভব করে।

রাত্রে স্টেশনে যা দেখেছিলাম তার বিস্তারিত রিপোর্ট যখন দিচ্ছিলাম পলিয়াকভকে তখন অন্যান্য কথার সঙ্গে বৃদ্ধা ইভাসেভার কথাও বলেছিলাম।

পলিয়াকভ বলল, 'ওকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত। এ ব্যাপারে কমাণ্ডান্ট বা পুলিশের বড কর্তার সঙ্গে দেখা কোরোতো। ও নিশ্চয়ই এখনও স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

পরের দিন কমাণ্ডান্টের দপ্তরের মাধ্যমে পৌর-হাসপাতালের মনো-বিজ্ঞানী ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল। ডাক্তারটি বেশ সদাশয় বৃদ্ধ, ফোলা ফোলা মুখে ক্লান্তির ছাপ, চোখে নিকেলের তৈরী গোল চশমা। ইভাসেভার কাছে যেসব ডাক্তারী কাগজপত্র ছিল সেগুলো পড়ে নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করলেন তাকে, "লক্ষ্মী সোনা", "লুভ" এইসব সস্নেহে সম্বোধন করে ওর সঙ্গে হেসে কথা বলে ওকে কথা বলাতে চেষ্টা করলেন। মহিলাটির রোগ-বর্ণনার ইতিহাসের অংশ বিশেষে যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছিল সেই সব লক্ষণ, অভিব্যক্তি আর রোগ লক্ষণের সহাবস্থান দেখতে পেলেন।

ওদিকে তখন আমি পাশের ঘরে বসে মহিলার কাগজপত্র আবার

পরীক্ষা করে দেখছিলাম এবং ওর ছেলের চিঠিগুলোও পড়লাম। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের মর্মাহত মাকে লেখা ঐ তরুণ সার্জেন্টের চিঠিগুলো স্নেহমমতা আর আন্তরিকতায় করুণ হয়ে উঠেছে। ইভাসেভা কাঁধে যে থলেটা বয়ে বেড়ায় সেটাও ভাল করে দেখলাম। রুটির টুকরো, নোংরা, প্রায় কালো হয়ে যাওয়া একটা রুমাল, কয়েকটা ভীষণ নোংরা অন্তর্বাস, সামান্য একটু চিনি। সব কিছুই এলোমেলোভাবে ছড়ানো, কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ওভাবে জিনিস রাখে না।

ইভাসেভা চলে যাবার পর ডাক্তার আমাকে বললেন, 'ব্যাপারটা একেবারে পরিষ্কার। দীর্ঘমেয়াদী রোগীর মত ওকে হাসপাতালে জায়গা দেওয়া দরকার, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা এখানে নেই, জার্মানরা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ওকে আমরা হাসপাতালে নিতে পারছি না, কারণ সারা জেলার জন্যে মাত্র ৬০টা বেড আছে', চশমা খুলে মুছতে মুছতে ডাক্তার বুঝিয়ে বললেন। 'অপেক্ষমান ব্যক্তিদের তালিকায় শত শত রোগী আছে, তাছাড়া উগ্র রোগীদের রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই। মহিলাটিতো সম্পূর্ণ নিরীহ। যে দুঃখ ও পেয়ে এসেছে এরপর তাকে আলাদা করে, তার চারপাশের জগত সম্বন্ধে এক বিভ্রান্তিকর চিত্র ফুটিয়ে তুলে এবং সব সময়ে ছেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুবই নিষ্ঠুরতা হবে। এইভাবে দুটি ছেলেকে হারানো...। মায়ের কাছে এটা যে কতো বড় দুঃখ তা আমরা পুরুষরা কি বুঝবো।'

বেচারা ডাক্তার...। মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানে ৪০ বছরের অভিজ্ঞতাটা যেন পর্যাপ্ত নয়। উনি জানতে পারেন নি এবং ওঁকে বললেও হয়ত উনি বিশ্বাস করতেন না যে ইভাসেভকে কোনিগসবার্গে অধ্যাপক হাসেলের চিকিৎসালয়ে ঐ সব লক্ষণ, অভিব্যক্তি আর রোগ লক্ষণগুলো বিশেষভাবে "শেখানো" হয়েছিল।

এ জিনিসটা ধরেছিল প্রথম তামান্তসেভ। শুনতে আশ্চর্য লাগে যে ও যখন প্রথম দেখে ইভাসেভাকে তখন নিজের রেশনের চিনিটুকু তাকে দিয়েছিল এবং সে নিজেই স্বীকার করেছে "প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম।"

চতুর্থ কি পঞ্চমবার মহিলাটিকে দেখার পর তামান্তসেভ লক্ষ্য করেছিল ছেলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ট্রেনগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখে নিচ্ছিল সামরিক সরঞ্জাম ভরা প্ল্যাটফর্ম-গাড়ি-

গুলোকে, যেন ও কিছু গুণছে। দিনের শেষে তামান্তসেভ ওকে অনুসরণ করে গেল শহর পর্যন্ত এবং একটা নির্জন রাস্তায় দেখল একটা ছোট আয়না চোখ বরাবর তুলে মহিলাটি মুখ না ঘুরিয়েই দেখে নিচ্ছে কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা, সঙ্গে সঙ্গে কোন রকমে লুকিয়ে পড়তে পেরেছিল তামান্তসেভ একটা ভাঙ্গা বাড়িতে। আধ ঘন্টা পরে মহিলাটিই যেন "পথ দেখিয়ে" তামান্তসেভকে নিয়ে গেল শহরের শেষ প্রান্তে একটি ছোট পুরনো বাড়ির কাছে, যেখানে আমরা পরে একজন বেতার-কর্মী আর প্রেরকযন্ত্র ধরতে পেরেছিলাম। আয়নাটা দেখার পর ভাঙ্গা বাড়ির মধ্যে তামান্তসেভ যখন লুকিয়ে পড়তে পেরেছিল তখনই আন্না ইভাসেভার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তার আসল নাম, পদবী বা পরিচয় আমরা কিছুতেই জানতে পারি নি, তবে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছিলাম তার ভিত্তিতে বলা যায় মহিলাটি ছিল জার্মান বংশোদ্ভূত রুশ এবং অ্যাবওয়েয়র-এর একজন অতি দক্ষ গুপ্তচর।

জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমি ওকে দেখেছিলাম। হিমশীতল দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থতার ছাপ, চাপা ঠোঁট, উদ্ধতভাব এবং সমগ্র চেহারা থেকে ফুটে বের হচ্ছে অবজ্ঞা আর ঘৃণার ভাব। কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে চায় নি এবং শেষ পর্যন্ত মুখ বন্ধ করেছিল। বেতার কর্মীটির সাক্ষ্যে এবং বিশেষ করে বিচার্য বিষয়ের প্রমাণ থাকায় শেষ পর্যন্ত ইভাসেভাকে দোষী সাব্যস্ত করে গুলী করে মারা হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে দুটি সন্তানের মৃত্যুর পর বুদ্ধিবৃত্তি হারিয়ে ফেলার ভূমিকাটি মহিলার পক্ষে ছিল এক অত্যন্ত মৌলিক ছদ্মবেশ, যেটা সব স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে তাদের মায়ের প্রতি ভালবাসার গভীর অনুভূতিটি নির্ভরযোগ্যভাবে কাজে লাগাতে পারে নিজের সুবিধামতো।

আমাদের যুদ্ধ সীমান্তের খুব কাছে রেল জংশনে পুরো চার সপ্তাহ কাজ করে চলেছিল "ইভাসেভা"। তার গোয়েন্দাগিরির ফলে ঐ মাসে সৈন্যবাহিনীকে যে পরিমাণে মানুষের প্রাণ বলি দিতে হয়েছিল তা ভাবতেও ভয়ঙ্কর লাগে।

বিমানযোগে লিডাতে ফেরার আগে আমি আর পলিয়াকভ পুরো পরিস্থিতিটা নিয়ে আলোচনা আর বিশ্লেষণ করলাম। যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম তা সংক্ষেপে এই—

— ট্রেনের যাতায়াতের বিষয়টির উপর নজর রাখা হচ্ছে বিয়ালিস্টোক, কিংবা, খুব সম্ভব গ্রোদনোতেও, সেখানে যে গুপ্তচরকে রাখা হয়েছে তার দ্বারা। কড়া পাহারায় থাকা রেল জংশনগুলোতে কোন ফেরীওয়ালা বা যাত্রীর পক্ষে ২৪ ঘন্টা বা তার বেশি কাটানো কার্যতঃ অসম্ভব ;

— এই ধরনের নজর রাখা একজন গুপ্তচরের কাজ নয়, অন্ততঃ দুজনের দরকার।

যখন পরিবহণযোগ্য *কাতিয়ূশা* রকেট নিক্ষেপকগুলোকে রেলপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন প্রতিটি খোলা মালগাড়িতে একজন করে শান্ত্রী ছিল। প্রত্যেকটি যন্ত্র ত্রিপল দিয়ে ভাল করে ঢাকা ছিল, যার তলায় কাঠের ফ্রেম আর খড়ের আঁটি ঠাসা হয়েছিল যাতে প্রকৃতপক্ষে কি মাল যাচ্ছে তার আকার গোপন থাকে। অতএব শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সম্ভব নয় জানা যে মালগাড়িতে *কাতিয়ূশা* পাঠানো হচ্ছে, সেগুলো এম-১৩ বা এম-৩১ মডেল সে প্রশ্ন তো ওঠেই না। ঐ ধরনের গুপ্তচরদের সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগের সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ থাকা দরকার এবং সেটাও পেতে হবে গত দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে, যাতে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হতে পারে সে।

বিয়ালিস্টোক আর গ্রোদনো রেল জংশনগুলোতে রুটিন মাফিক কাজ কর্মের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্যে দলকে রেখে আমরা আমাদের কাজ শুরু করলাম। দেখা গেল লাইনে, ডিপোতে বা কর্মীদের জন্যে আলাদা করে রাখা ঘরগুলোতে কেউ নজর এড়িয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে আসা সৈন্যরা জোড়ায় জোড়ায় অত্যন্ত সতর্কভাবে কড়া নজর রাখছিল, আমরা ট্রেনগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছি কি কয়েক মিনিট কথা বলেছি, সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাদের লক্ষ্য করে এগিয়ে এল এবং আমাদের কাগজপত্র দেখতে চাইল। অসামরিক নাগরিকদের ব্যবহার করা বিশ্রামাগার বা অন্যান্য অঞ্চল, প্ল্যাটফর্ম আর স্টেশনের ইয়ার্ডগুলো ঘড়ির কাঁটা ধরে চব্বিশ ঘন্টা পরিবহণ পুলিশ আর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কৃতক্যের স্থানীয় বিভাগের পুলিশরা নজর রেখে চলেছিল। বিয়ালিস্টোক আর গ্রোদনো মুক্ত হবার পর থেকে এই নিয়মসূচী কঠোরভাবে পালন করা হচ্ছিল।

এই স্টেশন দুটোতে এক অদ্ভুত অপরাধ বোধ আমাকে হানা দিতো

এবং এটা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম গ্রোদনোতে। লাইনের ওপর প্রায় দশটা সৈন্যবাহী ট্রেন ছিল, কেউ আসছে, কেউ চলে যাচ্ছে। এবং এই ধরনের ট্রেনের যাতায়াত চলেছিল প্রায় এক মাসেরও বেশি। সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ পাঠান হচ্ছিল যুদ্ধ সীমান্তে, কিন্তু কোথায় সেগুলো খালাস করা হচ্ছিল, বা কোথায় সেগুলো জোড়া হচ্ছিল নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাবার আগে তা শত্রুপক্ষ জেনে যাচ্ছিল।

এক ট্রেন থেকে অন্য ট্রেনে কাজে ব্যস্ত হয়ে যখন সৈন্য আর অফিসাররা যাতায়াত করছিল, তখন আমার মনে পড়ল যে গুপ্তচরদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তারা একমাস ধরে আমাদের যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে কাজ করে বেড়িয়েছে, কথাটা মনে পড়তেই মেরুদণ্ড দিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো।

দুটি স্টেশনেরই নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমার স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে গোপনে নজর রাখার ব্যাপারটা শুধু ফেরিওয়ালা আর যাত্রীদের দিয়ে নয়, সেই সঙ্গে স্টেশনেই ঘাঁটি করে থাকা খুব সম্ভব রেলেরই কর্মচারীদের দিয়ে করানো হচ্ছে।

অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম যে শত্রু কবল থেকে মুক্ত করা অঞ্চলগুলোতে যখন সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ নতুন করে স্থাপিত হয়েছিল তখন শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচররা বিস্তীর্ণ পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করবে এবং সেটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত উঁচু পদে নয়। গাড়ি আগে-পিছু করান, তেল দেওয়া এবং ক্রশিং পাশ করানোর মতো ছোট কাজ নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকত, যার ফলে তাদের পক্ষে সম্ভব হত যে-কোন সময়ে স্টেশনে যাওয়া এবং রেলের কর্মী ও যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা—যাত্রী বলতে বেশির ভাগই সৈন্য-বাহিনীর লোক।

রেলে চাকরী পাবার ব্যাপারে শত্রু-গোয়েন্দারাই শুধু যে উদ্বিগ্ন হত তা নয়; এমন আরও অনেকে ছিল যারা সামরিক বিভাগে কাজ করা থেকে অব্যাহতি পেতে চাইত এবং বিশেষ ধরনের রেশন আর শীতকালের জন্যে আলানী ভাতার লোভেও, যেগুলো তাদের ঢালাওভাবে দেওয়া হত কারখানা শ্রমিকদের তুলনায়।

দেখাশোনার কাজ, প্রযুক্তিগত ব্যাপারে পরীক্ষা করা, যন্ত্রের মেরামতি আর ট্রেনগুলোকে ঠিকমত সাজিয়ে নেওয়া প্রভৃতি নানারকম

কাজে নিযুক্ত ছিল ৬০০ জনেরও বশি গ্রোদনো আর বিয়ালি স্টোক স্টেশনে।

সন্ধ্যার মধ্যে মূল ৬০০ জনের মধ্যে ১৩ জনকে আমরা আলাদা করে বেছে নিলাম যাদের অতীত ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। ওদের প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে বাস করেছে, অথচ যেখানকার অধিবাসীরূপে তাদের নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত আছে সেখানে থাকে নি। এই বছরগুলোতে তারা ঠিক কোথায় ছিল তার এবং ঠিক কি ধরনের কাজ করত তার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তাদের ব্যক্তিগত ঘটনাপঞ্জীতে, অন্ততঃ দুজনের ক্ষেত্রে, পরস্পর বিরোধী তথ্য আছে। কর্মী নিয়োগ বিভাগের কর্মচারীদের চোখে এই অসঙ্গতি কেন ধরা পড়লো না তা ভাবা যায় না।

ঐ ১৩ জনের মধ্যে আমরা মনোযোগ দিলাম এই ৪ জনের ওপর—

১। ইগনাসি তারনৌস্কি—বিয়ালিস্টোক স্টেশনের সান্টার, পেশায় ও ছিল বন্দুক নির্মাতা। ১৯৪১ সালে একদল ইঞ্জিনীয়ার আর প্রযুক্তিবিদের সঙ্গে ওকে নির্বাসিত করা হয়েছিল জার্মানীতে এবং বলা হয় যে সে নাকি ব্রেমেন বিমান তৈরীর কারখানায় কাজ করেছিল। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে তাকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যদিও দু-সপ্তাহ আগে ডাক্তারা পরীক্ষার পর তাকে বিনা বাধা-নিষেধে সবরকম কাজ করার জন্য সুস্থ ঘোষণা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে তার কোন অসুস্থতা নেই। তারনৌস্কির সময় আর যাদের জার্মানীতে নির্বাসিত করা হয়েছিল তারা কেউ বিয়ালিস্টোকে ফিরে আসে নি এবং গত তিন বৎসরে তাদের সম্বন্ধে কোন খবর পাওয়া যায় নি।

২। চস্কেস্ল কোমারনিকি—গ্রোদনো স্টেশনের সান্টার, পোল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার, যে যুদ্ধের আগে মিলিটারি আকাদেমী থেকে স্নাতক হয়েছে। ১৯৩৯ সালে ও জার্মানদের হাতে বন্দী হয়, কিন্তু বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে দক্ষিণ পোল্যাণ্ডে চলে যায়, কথিত হয় যে সেখানে সে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়। ও দাবী করে যে ও গয়ার-দিজা লডোয়াতে প্রথমে প্লেটুন ও পরে কোম্পানীর কমাণ্ডার হয়েছিল।

৩। তার ভাই উইনসেন্টি কোমারনিকি—গাড়িতে তেল দেবার কাজ

করে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সময়কালে তার ফাইল থেকে জানা যায় ও প্রথমে রাস্তা তৈরী করার কাজ করত এবং তারপর পালিয়ে যায় পোল্যাণ্ড এবং চজেস্লের মতো একই পার্টিজান ডিটাচমেন্ট দলে যোগ দিয়ে লড়াই করেছিল।

পরশু দিন স্টেশনে যে চিঠিটি আমরা পেয়েছিলাম তাতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে উইনসেন্টি কোমারনিকি যুদ্ধের আগে কখনও রাস্তা মেরামতির কাজ করে নি এবং যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকে ট্রাফিক পুলিশে, একটি তথাকথিত ভ্রাম্যমাণ দলে কাজ করেছিল। শত্রুপক্ষীয় দখলকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কোমারনিকি এতো বেশি উৎসাহ নিয়ে সহযোগিতা করেছিল যে সমগ্র পোল্যাণ্ডের পুলিশের বড় কর্তা কুচেরা স্বয়ং তাকে প্রশংসা করে স্বহস্তে চিঠি লেখেন এবং তাকে দুটো ব্রোঞ্জের পদক দেওয়া হয়। ঐ কুখ্যাত কসাই কুচেরাকে পরে পার্টিজান দলের সদস্যদের হাতে মরতে হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে কোমারনিকিকে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্যে ওয়ারশ থেকে বার্লিনে পাঠানো হয়েছিল। স্টেশন মাস্টারকে উদ্দেশ্য করে লেখা এই চিঠিটি ছিল বেনামী, অথচ তাতে শুধু সাধারণ অভিযোগ নয়, সেইসঙ্গে ছিল খুঁটিনাটি বর্ণনা সমেত প্রকৃত তথ্য যা উপেক্ষা করা যায় না এবং চিঠিতে লেখা বক্তব্যগুলোকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা না করাটা অন্যায় হয়ে যাবে।

পোল্যাণ্ড মুক্ত হবার এক সপ্তাহ পরে উইনসেন্টি আর চজেস্ল গ্রোদনোতে ফিরে আসে, যেখানে তাদের না ছিল আত্মীয়স্বজন, না ছিল থাকবার জায়গা। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে দুটি প্রশ্নের উদয় হল—পার্টিজান ডিটাচমেন্ট বাহিনী থেকে কেন তাদের ছেড়ে দেওয়া হল, যেটা তখনও ক্র্যাকাও-এর দক্ষিণে জার্মানদের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে সক্রিয় ছিল এবং কি করে তারা যুদ্ধ সীমান্ত পেরিয়ে এল।

৪। নিকোলাই স্তার্নকিউইজ—গ্রোদনো স্টেশনের পয়েন্টসম্যান। লালফৌজে যুদ্ধরত অবস্থায় ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে জার্মানদের হাতে গ্রেপ্তার হয়। প্রথমে ওকে ওরা নিযুক্ত করে ফাই-ফরমাস খাটার জন্যে, পরে লরীর ড্রাইভার করে। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে গুপ্তদলের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ত্রেবলিঙ্কা শিবিরে, যেখানে সবাইকে মেরে ফেলার জন্যে পাঠান হয়। ধরে নেওয়া

হয় যে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে ও ওখান থেকে পালায় এবং দুমাস ধরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পূর্ব দিকে এগোতে থাকে এবং গ্রোদনোতে পৌঁছয় যেখানে ওর মা-বাবার একটা ছোট বাড়ি আর বাগান আছে স্টেশনের পাশেই, যে স্টেশনে ওর বাবা ইঞ্জিন ড্রাইভারের চাকরি করে।

স্তানাকিউইজ কেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল? কারণটা এই যে ত্রেবলিঙ্কা বন্দী শিবির ছিল না, ওটা ছিল ধ্বংস করার কারখানা, যেখানে শুধু পোল্যাণ্ড থেকে নয়, সারা ইউরোপ থেকে বন্দীদের পাঠানো হতো হত্যা করার জন্যে এবং পৌঁছবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওদের মেরে ফেলা হতো। যে কয়েকজন বন্দীকে নানা ধরনের কাজ করানোর জন্যে প্রথমে মারা হতো না তাদের হাতে এক ধরনের উল্কির ছাপ এঁকে দেওয়া হতো, যদিও পরে পালা এলে তা সে কয়েক সপ্তাহেই হোক, মাসই হোক, তাদেরও মেরে ফেলা হতো। স্তানকিউইজ যে নাকি এক অস্বাভাবিক দীর্ঘকাল প্রায় দু বছর ত্রেবলিঙ্কাতে কাটিয়ে এসেছে তার হাতে উল্কি নেই এটা আমরা সন্ধ্যের মধ্যেই জানতে পেরে গেলাম।

এই সব সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা যখন কোন চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করতো তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেশ শত্রুদের দখলে থাকাকালীন সময়ের জন্যে নানা ধরনের অসউইজ, কেন্নকার্টে* এবং কোনো না কোনো সার্টিফিকেট দেখাতো। জার্মান কর্তৃপক্ষের দেওয়া এই সব কাগজপত্র স্বভাবতই ততটা বিশ্বাস উৎপাদন করাতে পারতো না এবং ফলে আমাদের ওপর ভার পড়তো কাগজপত্র যারা দেখাচ্ছে তারা কোথায় ছিল এবং গত দু-তিন বছর কোথায় কাজ করেছিল তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।

ঐ দিনই আমরা তেরোজনের মধ্যে আট জনের বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে তাদের প্রাসঙ্গিক কালে তারা কে কোথায় বাস করেছিল বা সাময়িকভাবে ছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা চেয়ে পাঠালাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখনও পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ জার্মানদের দখলে ছিল, যা না থাকলে আমাদের কাজটা এতো কঠিন হয়ে উঠতো না।

সন্ধ্যার পরে ফিরলাম লিডাতে। একদিনে চারবার বিমান ওড়ানো আর নামানো, ফেরার সময় বদ মেজাজী বাতাসের কথা নাই বা উল্লেখ করলাম—

* কেন্নকার্টে—পরিচয় পত্র—অনুবাদক।

স্থলবাহিনীর অফিসারের পক্ষে এগুলোর মোকাবিলা করা বেশ কঠিন। আমি অসুস্থ বোধ করছিলাম এবং যখন বিমানটা হঠাৎ গোঁৎ খেয়ে পৃথিবীর দিকে অনেকটা, প্রায় কয়েক শো ফিটের মতো ঢুম করে নেমে এসেছিল তখন মনে হলো বমি করে ফেলবো। তারপর যখন লিডা বিমান ঘাঁটিতে বাঁধানো চত্বরে নামলাম, তখন পায়ের তলায় মাটি পেয়ে দারুণ স্বস্তি হলো আমার। বিমান বাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে যাবার সময় আমার পা টলছিল মাতালের মতো এবং তখন শুয়ে পড়া বা ঘাসের ওপর হামাগুড়ি দেওয়ার মতো করে বসে পড়া ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগছিল না পৃথিবীতে।

সাবমেশিনগান চালকের একটা দল অফিসবাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছিলো, কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় দশটা সামরিক বাহিনীর গাড়ি এবং সাইডকার লাগানো দুটো মোটর সাইকেল, চিঠি বা খবর পাঠাবার জন্যে ওদের পাঠানো হয়। ড্রাইভাররা পাশেই দাঁড়িয়ে।

গাড়ি-বারান্দার কাছে হাতকাটা বর্ষাতি গায়ে দাঁড়িয়ে ছিল তিনজন, নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল গলা নামিয়ে; আমাকে দেখেই ওরা চুপ করে গেলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি এমন সময় দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলো একজন অফিসার, বরং বলা উচিত ছুটে এলো। ঘন কালো দাড়ি, গায়ে চামড়ার কোট এবং সরকারী টুপি।

অপেক্ষমান অফিসারদের একজন চেচিয়ে উঠলো, 'আমরা এখানে আছি কমরেড জেনারেল।' আমার মনে হলো উনি নিশ্চয়ই পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান জেনারেল লুবভ।

ঢুকেই যে হল ঘর তার ডানদিকে একটা বড় ঘরে সদ্য আগত অফিসারে ভরা, বেঞ্চের ওপর বসে তারা শান্ত ভাবে কথা বলছিল বা চা খাচ্ছিল। কেউ পরিষ্কার করছিল বন্দুক, কেউ বা দাড়ি কামাচ্ছিল, আবার কেউ কেউ সোজা মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল দুজন, গায়ে হাতকাটা বর্ষাতি আর সীমান্ত বাহিনীর টুপি। তাদের মধ্যে একজন সরকারী লেখার প্যাডে কি যেন টুকে নিচ্ছিল, অন্য জনকে বলতে শুনলাম—'এবং কুকুরগুলোকে কোথায় রাখবে তার জায়গা ঠিক করো এবং তাদের খাবার কে দেবে। বাড়তি রেশনের ব্যাপারে যে নির্দেশ আছে সেটা কি কুকুরদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য?'

ইগোরভ আর পলিয়াকভকে পেলাম প্রধানের ঘরে। বেতার-দূরাভাষের মাধ্যমে জেনারেল খবর পাঠাচ্ছিলেন মস্কোতে নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত তদন্তের ধারা সম্পর্কে।

দরজাটা ঠেলতে যাচ্ছি এমন সময় দেখি স্থানীয় যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্যে ব্যবহৃত টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে পলিয়াকভ, ও খুব উৎসাহ ভরে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলো, একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললো।

'আপনাকে সাহায্য করার জন্যে কিছুই করতে পারছি না আমি।' ও বলে চলেছে টেলিফোনে, 'কমরেড কর্নেল, আপনি বোঝার চেষ্টা করুন, এটা যুদ্ধ সীমান্তের সর্বাধিনায়কের হুকুম...। সদ্য আসা সৈনিকরা কেন আপনার বৈমানিকদের চেয়ে ভালো সে কথা আপনি নিজেই ওঁকে জিজ্ঞেস করুন। কি? আপনি আপনার ডিউটি অফিসার আর সৈন্যদের যেমন আছে তেমন রাখতে পারেন, তবে দুটো ব্যারাককেই এখুনি খালি করে দিতে হবে, আবার বলছি *এখুনি*। এ ব্যাপারে আর কোন কথা হবে না।'

ইগোরভের কথাবার্তা আর মুখের ভাব চাপবার যে চেষ্টা উনি করেছিলেন তা থেকে বুঝতে ভুল হচ্ছিল না যে এখানে বেশ চাপা উত্তেজনা জমে উঠছে। কোন ব্যাপারে জেনারেলকে কথা শুনতে হচ্ছে এবং অপ্রীতিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর উত্তরগুলোতে যথেষ্ট দৃঢ়তা আর আস্থার আভাস থাকলেও, মাঝে মাঝে তাকে আমতা-আমতা করতে দেখা যাচ্ছিল।

শেষ করার আগে টেলিফোনের মাউথপিসটা ঠোঁটের কাছে এনে আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে দৃঢ়স্বরে বললেন, 'কর্নেল-জেনারেল আর স্তাভকাকে বলে দিন যা কিছু সম্ভব সব করা হচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে আগামীকাল বা পরশুর মধ্যে ওদের ধরে ফেলবো।'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে ইগোরভ উঠে দরজা পর্যন্ত গেলেন। ওখান পর্যন্ত যাবার পর আমাকে দেখতে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে দুম করে, প্রশ্ন করে বললেন, 'তোমার খবর কি? কাজের কাজ কিছু হয়েছে কি?'

উঠে দাঁড়ালাম, কি বলা যায় ভাবছি এমন সময় জানাবার মতো গুরুত্বপূর্ণ খবর নেই বুঝতে পেরে আমাকে উত্তরের সুযোগ না দিয়েই দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাবেন ঠিক তখনই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন; তারপর বললেন "আর কোন ভাল সূত্র" না থাকার জন্যেই আমরা নিকোলায়েভ আর

সেন্তসভ সম্পর্কে, কাজ করে চলেছে এবং তাদের ব্যাপারে আগেই আমাদের উচিত ছিল সব কিছু ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখা অযথা ঐ নিয়ে তিন দিন সময় নষ্ট না করে। তারপর, হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল, এইভাবে চট্ করে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কি কোদালটা পেয়েছে?' শান্ত এবং বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের মত পলিয়াকভ আমাদের কথার মাঝে কথা বলল, 'ও এইমাত্র গ্রোদনো আর বিয়ালিস্টোক থেকে এসেছে হাল-আমলের খবর ও জানে না। কোদাল খোঁজার ব্যাপারে ভার দেওয়া হয়েছে লেফটেনান্ট ব্লিনভকে।'

আর কিছু বলার ছিল না জেনারেলের, বেরিয়ে গেলেন, দরজাটা দুম করে বন্ধ হয়ে গেল।

গ্রোদনো আর বিয়ালিস্টোকে আমার কাজের ফলাফল পলিয়াকভকে জানালাম এবং যে সব লোক সম্বন্ধে আমাদের নজর দেওয়া উচিত তাদের কথা ওকে জানালাম। পলিয়াকভ কোমারনিকি ভাইদের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাল।

ওর বক্তব্য থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে এখনো পর্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক কোন খবর পাওয়া যায় নি। মস্কোর সুপারিশ হল আমাদের উচিত ব্যাপক-ভাবে সামরিক বাহিনী দিয়ে ঘেরাও করা, কিন্তু ইগোরভ আর পলিয়াকভ এর বিরুদ্ধে মত দিয়েছে, কারণ পলিয়াকভের মতে এই ধরনের কোন ব্যবস্থা অসময়োচিত এবং যুক্তিযুক্ত নয়। তাসত্ত্বেও ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। নয়টি সীমান্ত বাহিনী থেকে ভ্রাম্যমান সংগঠন পাঠানো হয়ে গেছে লিডা আর ভিলানিয়াসে, ছোটখাট পরিখা খোঁড়াখুঁড়ি করার ইউনিটগুলোর কথা উল্লেখ না করলেও চলে। ভোর হতে না হতেই সাত হাজার সৈনিক, প্রায় তিনশো লরী আর ১৮০টা সৈন্যবাহিনীর সন্ধানী কুকুরকে উপস্থিত করা হবে ঐ দুই এলাকাতে।

প্রাথমিক নির্দেশগুলো দেবার জন্যে পলিয়াকভ তখন যাবার উদ্যোগ করছিল সদ্য আগত ইউনিটগুলোর অধিনায়কদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। এই কাজটার সঙ্গে জড়িত সৈন্যদের, বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিল পলিয়াকভ এবং আমাকে ওর সঙ্গে যাবার জন্যে বলল।

'কিন্তু ব্লিনভ কোথায়?' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল পলিয়াকভ,

চির অভ্যস্ত নাক টানাটা ঠিকই ছিল, 'এর মধ্যে ফিরে আসা উচিত ছিল ওর। একটু অপেক্ষা করা যাক ওর জন্যে, তারপর বেরোনো যাবে।'

৫৩। লেফটেনান্ট ব্লিনভ

আন্দ্রেই লিডা বিমান ঘাঁটিতে ফিরে এল সূর্যাস্তের পর। ব্ল্যাক-আউট করা জানলাগুলোর আড়ালে বিমান বাহিনীর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তরে একটা কিছু ঘটছিল।

সব সময়ের মতো সেদিনও বাড়িটার বাইরে খানিকটা দূরে পাহারাদার ছিল, কিন্তু গাড়ি-বারান্দার উল্টো দিকে সাধারণতঃ দুটো বা তিনটে গাড়ি থাকে, অথচ সেদিন ছিল সাতটা, তার মধ্যে ৩০ নম্বরের একটা লরী আর দুটো ডজ লরী ছিল, যার মধ্যে একটা চিনতে পারল জেনারেল ইগোরভের বলে, সামনের কাঁচটায় বুলেটের দাগ। বেশিরভাগ গাড়িতেই ড্রাইভাররা তৈরী হয়ে বসে আছে।

গাড়ি-বারান্দার কাছাকাছি একটা জায়গায় সামান্য একটু আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইল আন্দ্রেই, এই আশায় যদি পাভেল বাইরে আসে, তবে ও তাকে তার অনুসন্ধানের কাজে ব্যর্থতার কথা জানাবে; ছোট্ট বনটাকে ওরা আড়াআড়ি, লম্বালম্বি দুবার খুঁজেছে খুঁটিয়ে, কিন্তু কোদালটা পায় নি।

বাড়িটার ভেতরে যাবার সাহস তার হচ্ছিল না। অন্য সবার চেয়ে যেটা ওর সব থেকে বেশি ভয় তা হল ইগোরভের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়া। ও কল্পনা করছিল কিভাবে জেনারেল ওকে কোদালের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন এবং তারপর যখন জানবেন পাওয়া যায় নি তখন ব্যঙ্গ করে বলবেন পলিয়াকভকে, 'একটা কোদাল পর্যন্ত ও খুঁজে বের করতে পারল না।...কি ধরনের সংগ্রামী অফিসার ও? এখনও ওর গা থেকে কিণ্ডার-গার্টেনের গন্ধ বের হচ্ছে।'

তবে খবর না দিয়েও থাকতে পারল না ও। আন্দ্রেই যা আশা করেছিল সেই মত খিঝনিয়াক বাড়িটার পিছন দিকে পাহারাদারদের ঘরে অপেক্ষা করছিল। রান্নাঘরের কাছে বসে চা খেতে খেতে সৈন্যবাহিনীর একজন পুরনো রাঁধুনীর সঙ্গে কথা বলছিল, রাঁধুনীটি আর ও একই জেলার

লোক। আন্দ্রেই হাতছানি দিয়ে ডাকলো ওকে এবং ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনতে বলল।

পাভেল সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল গাড়ি-বারান্দায়—মনে হচ্ছিল ও যেন এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। আন্দ্রেই ওকে ডেকে বেশ উত্তেজিতভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করল।

'সত্যি সত্যিই ভাল করে খুঁটিয়ে তল্লাশী করেছ তো?' ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলো।

'প্রতি ইঞ্চি মাটি শুঁকে শুঁকে এগিয়েছি', তামাস্তসেভের কথাটা হুবহু ব্যবহার করলো আন্দ্রেই উত্তরটাকে খুব বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে, 'লম্বালম্বি আর আড়াআড়িভাবে দুবার জঙ্গলটাকে পুরো খোঁজা হয়েছে।'

'আর যারা ঘটনাস্থলে প্রথম পৌঁছেছিল, মানে যে পাভলিওনক পরিবার প্রথম ডজ গাড়িটা দেখেছিল তাদের সঙ্গে কথা বলেছ।'

'নি...নিশ্চয়ই। ডজ গাড়িতে কিন্তু কোন কোদাল ছিল না। আমি ওর কাছ থেকে সই করা বিবৃতি নিয়েছি।'

'বিবৃতি নিয়ে ভালই করেছ, কিন্তু তোমার ধারণা কি? তোমার মত কি এ ব্যাপারে?'

'ড...ডজ গাড়িতে বা ছোট্ট বনটাতে কোথাও ওটা ছিল না বলেই মনে হয় আ...আমার', হতাশার সুরে উত্তর দিল আন্দ্রেই।

অন্ধকারে পাভেলের মুখ ভাবটা বুঝতে পারল না সে। ওর গলা ছিল আগের মতোই শান্ত ও নিরুত্তাপ, অথচ, প্রশ্নগুলোর মধ্যে যে অধৈর্যের ভাবটা লুকিয়ে আছে, হয়ত বা উত্তেজনারও—সেটা আন্দ্রেই বুঝতে পারলো।

পাভেল আন্দ্রেইকে বলল, 'যাও, পাহারাদারদের ঘরে গিয়ে রাতের খাওয়াটা সেরে নাও। ফিরে এসে বারান্দার বাঁ ধারের শেষ ঘরটাতে চলে যাবে এবং লেফটেনান্ট-কর্ণেলের জন্যে বিস্তারিত প্রতিবেদনটা লিখে ফেলবে; ঠিক যা যা করেছ তাই লিখবে। যাদের সঙ্গে কথা বলেছ তাদের নাম লিখবে এবং তুমি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তাও লিখবে। সেক্রেটারীর কাছে প্রতিবেদনটা রেখে দিয়ে, সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেবে। ফ্ল্যাটটা ভরে গেছে, পাহারাদারদের ঘরটাতেও নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা নেই, লরীতে রাত কাটাতে হবে তোমাকে।

পাভেল আবার ভেতরে চলে গেল,—খবর দিতে হবে।

পাহারাদারদের ঘরে খিঝনিয়াকের সনির্বন্ধ অনুরোধে রাঁধুনীটি বাঁধা-কপির ঘন ঝোল প্রায় দুবোতলের মত ঢেলে দিল, সঙ্গে বড় একটুকরো মাংস, আর বড় বড় করে কাটা অর্ধেক পাঁউরুটি গুঁজে দিল আন্দ্রেইয়ের হাতে। গত ২৪ ঘণ্টায় একটুকরো খাবার মুখে পড়ে নি আন্দ্রেইয়ের, ফলে দেরী না করে খেতে শুরু করে দিল সে. খাবারের স্বাদ বা তার বিশ্রী শব্দ করে খাওয়া কোনটার ওপরেই নজর পড়ল না।

পাশের ঘরের দরজাটা খোলা ছিল এবং ও দেখতে পাচ্ছিল কাঠের দু-থাকওলা বিছানায় অফিসাররা শুয়ে আছে। পোশাক পরেই শুয়ে আছে এবং কোটের গায়ে লাগানো তকমাগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছিল তারা বিভিন্ন বাহিনীর লোক। ওদের মধ্যে ছিল দুজন সিনিয়ার লেফটেনান্ট, সুন্দর স্বাস্থ্যের দুটি যুবক, নিজেদের সাব-মেশিনগান পরিষ্কার করছিল।

কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে খিঝনিয়াক ফিসফিস করে বলল, 'ওরা মস্কো থেকে এসেছে। পুরো এক-প্লেন ভর্তি।'

এর আগে যে ফ্ল্যাটে পাভেলের দলের লোকেরা বহুবার রাত কাটিয়েছে সেটাও ওরা নিয়ে নিয়েছে।

নতুন যারা এসেছে তাদের প্রত্যেকেরই বয়স প্রায় সমান—২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে. মজবুত পেশীবহুল চেহারা. ওদের সঙ্গে পিস্তল ছাড়াও আছে নিজস্ব সাব-মেশিনগান. যেগুলোকে সাবধানে কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে যাত্রা করার জন্যে। হঠাৎ আন্দ্রেইয়ের মনে পড়ে গেল 'এরা হলো পরাজিত শত্রুবাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার বা হত্যা করার দল!' খুব সম্ভব এটাই সৈন্যদের সেই বিশেষ দল যাদের তামান্তসেভ 'শিকরী-নেকড়ে' বলেছিল।

এক প্লেন ভর্তি ঐ ধরনের ঘাতক দল—পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার এই দুই মাসের মধ্যে আন্দ্রেই কখনও এক সঙ্গে এত দেখে নি। পাভেলও তাকে কিছু বলে নি। এবং পাভেলের মাথায় এটা একেবারের জন্যেও ঢোকে নি যে ইগোরভের আগমন, যে কোদালটা সে খুঁজে পায় নি সেটা এবং ঐ ঘাতকদলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে সেই প্রেরক যন্ত্রটার যেটি ওদের দল গত বারোদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তবে একটা কথা ও বুঝেছিল—অস্বাভাবিক কিছু একটা—অসাধারণ কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

আর কয়েকটা দরজার পরেই পাভেলকে জানাতে হবে যে কোদালটা পাওয়া যায় নি। এ ব্যাপারে জেনারেলের এবং পলিয়াকভেরই বা কি প্রতিক্রিয়া হবে তা কল্পনা করার কথা পর্যন্ত চিন্তা করতে পারছিল না আন্দ্রেই। এ থেকে চিন্তাটা অন্যদিকে সরাবার জন্যে আন্দ্রেই জোর করে ভাবতে শুরু করল যে প্রতিবেদন ও পেশ করতে যাচ্ছে সেটা সম্বন্ধে। এই পাহারাদারদের ঘরে বসে লিখতে পারলে সবচেয়ে বেশি খুশি হত ও. কিন্তু পাভেল বলে গেছে অফিস চলে যাবার জন্যে—আর সেখানে যে কোন মুহূর্তে সহজেই দেখা হয়ে যেতে পারে ইগোরভ বা পলিয়াকভের সঙ্গে।

চেটেপুটে খাওয়া শেষ করলো আন্দ্রেই, তবে দ্বিতীয় বার কিছু নিলো না। ভারাক্রান্ত মনে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। জেনারেলের সঙ্গে মুখো-মুখি হয়ে যাবার চিন্তাতেই ঘাম দিয়ে জ্বর আসতে লাগলো তার।

পাহারারত সার্জেন্টের পাশ কাটিয়ে ও ফিরে এলো মূল বাড়িতে এবং তারপর চট করে বারান্দার বাঁ দিকের খালি ঘরটাতে ঢুকে পড়লো। টেবিলের ওপর কাগজ রাখা, কালি আর কলমও পাওয়া গেলো হাতের কাছে।

চেয়ারে বসে প্রতিবেদন লিখতে শুরু করলো আন্দ্রেই ; মাঝে মাঝে বারান্দায় পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। লেখা শেষ হলে আবার খুঁটিয়ে দেখে নিলো, তারপর ওটা নিয়ে গেলো সেক্রেটারীর কাছে—গোমড়ামুখো, দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়া চেহারার একজন লেফটেনান্ট ; প্রতিবেদনটি না দিয়েই কাছের একটা ফাইলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো সেটা।

বারান্দা দিয়ে হাঁটবার সময় বড কর্তার অফিসের ভেতর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, কিন্তু কথাগুলো বুঝতে পারলো না, কারণ দেওয়াল আর প্যাড লাগানো দরজার ফলে কথাগুলো পরিষ্কার ভেসে আসছিল না। তবে তারই মধ্যে ইগোরভের কণ্ঠস্বর যে উত্তেজিত সেটা ও বুঝতে পারছিল।

লরীর পেছন দিকে এসে শুলো আন্দ্রেই, কিন্তু ঘুম আর আসে না, খালি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো। লজ্জায়, ক্ষোভে ও ভাবতে লাগলো—কাল

সকালে মস্কো থেকে যারা এসেছে তারা যদি ঐ ছোট জঙ্গলটাতে যায় আর কোদালটা খুঁজে পায় তাহলে কি হবে। কিংবা ওরা যদি তামান্তসেভকে পাঠায়, আর সে যদি কোদালের বদলে মাটিতে আটকে থাকা দেশলাই কাঠি বা সিগারেটের টুকরো পায়।

নানা রকমের ভয়াবহ চিত্র কল্পনা করতে লাগালো আন্দ্রেই। অফিসে ক্ষিপ্তের মতো পায়চারি করতে করতে জেনারেল প্রতিবেদনটাকে নাচাতে নাচাতে ভোলগাপারের গম্ভীর সুরে বলছেন, 'একটা কোদাল খুঁজে বের করতে পারলে না। কি লজ্জা।' চমৎকার মানুষ ঐ পাভেল আর তুলভ ঐ লেফটেনান্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ—যাদের দুজনকেই আন্দ্রেই ডুবিয়েছে—ওরা ওকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে; কিন্তু তার ফলে জেনারেল আরও রেগে উঠবেন এবং পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠবেন, 'কোনো রকম কৈফিয়ৎ আমার চাই না, আমি চাই কোদালটা। কোথায় আছে ওটা? তোমরা স্কুলের-ছেলেকে পাঠিয়ে ছিলে খোঁজার জন্যে। ঐ কাজটুকু করার জন্যে পুরো এক কোম্পানী সৈন্য ওর সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ফল কি হয়েছে—কী বিশ্রী ব্যাপার! কোন কাজে লাগবে ও? কেই বা ওকে এনেছিল? ওকে আবার রেজিমেন্টে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এখুনি দেরী করা চলবে না। উফ্! ও শুধু কিণ্ডারগার্টেনে থাকার যোগ্য।'

দুঃখে অপমানে চোখ ফেটে জল আসছে আন্দ্রেইয়ের, অথচ একবারও ওর খেয়াল হলো না কল্পনাতে ও ইগোরভের মুখে ক্রুদ্ধ তামান্তসেভের কথাগুলোই হুবহু বসিয়ে চলেছে।

'দিক আমাকে বদলী করে। আমি 'শিকারী-নেকড়ে' নই, আমি লড়াকু অফিসার। আহ্ একবার যদি নিজের পুরনো রেজিমেন্টে ফিরতে পারি তবে হ্যাঁ, রিজার্ভ বাহিনীতে নয় কিন্তু। একবার যদি যুদ্ধ সীমান্তে, তা সে যেখানেই হোক না কেন, ফিরতে পারি তবে বুঝতে পারবো আবার মানুষ হয়েছি। ওখানে অন্য অফিসারদের তুলনায় নিকৃষ্ট হওয়া দূরের কথা অনেকের চেয়ে ভালই হবো আমি। খারাপ? কী খারাপই বা হবে, বড় জোর মরে যাবো, কিন্তু তাতেও সম্মান আছে, ওরা ঠিক সেই ভাবাভেই আমার বাড়িতে চিঠি লিখবে যেটা আমি প্রায়ই বলতাম আমার দলের সৈনিক ও এন.সি.ও.-দের উদ্দেশ্য করে, "...আনুগত্যের শপথ অনুসারে তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করে বীরের মৃত্যুবরণ করেছেন...।"

আর এখানে, যদি প্রাণান্ত পরিশ্রমও কর, রাত তাড়াতাড়ি শেষও হয়ে যাও তবুও তুমি ব্যর্থ এবং ভাল ফল দেখাতে না পারলে সেটা তোমারই দোষ।'

উত্তেজনা ভরা সেই রাতে আন্দ্রেইয়ের কমাণ্ডিং অফিসারদের একজনও তার জন্যে সময় দিতে পারে নি। তল্লাশীটা খুব খুঁটিয়ে করতে হবে এবং সৈনিকরা যাতে সত্যি সত্যিই মনোযোগ দিয়ে কাজ করে তার জন্যে তাই কেউ আন্দ্রেইকে আভাস পর্যন্ত দেয় নি যে কোদালটা ছোট জঙ্গলে নাও পাওয়া যেতে পারে। এমনকি পাভেল, যে সাধারণতঃ আন্দ্রেই সব সময়ে সামনে রাখতে চায় সব ব্যাপারে, সে-ও এ বিষয়ে একটা কথা বলে নি বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে নি। যেখানে চুরি হওয়া ডজ গাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল সেখানে কোদালটা যে নাও থাকতে পারে এই ধারণাটা যে গতকাল গুসেভের সঙ্গে আলোচনার পর গড়ে ওঠা পলিয়াকভের নতুন তত্ত্বকে অনুমোদন করে এটা ভাবতে পারে নি আন্দ্রেই। ছোট জঙ্গলটা সৈনিকরা খুঁটিয়ে তুবার তল্লাশী করেছে এবং সত্যি সত্যিই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করেছে কিন্তু কোদালটা খুঁজে পায় নি এ সম্পর্কে পাভেলের প্রতিবেদনটা যে ঐ দুঃখের দিনে লেফটেনান্ট কর্ণেল আর জেনারেলের কাছে সবচেয়ে ভাল খবর ওটা আন্দ্রেই স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

৫৪। তামান্তসেভ

সন্ধ্যে বেলায় জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনা জ্বালানী কাঠগুলো কাটছিল জুলিয়া এবং তাদের নতুন কাজ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুরু করলাম ফোমচেঙ্কো ও লুঝনভকে।

নজরদারী করার জন্যে গোপন স্থানে ওৎ পেতে বসে থাকার ব্যাপারে দুদিন ওদের সঙ্গে কাটিয়েছি, অথচ এর আগে ওদের প্রতি এত কঠোর আর কখনও হই নি। এই পর্যায়ে ওদের কাছ থেকে আরও কিছু দাবী করাও চলে না: গোয়েন্দা বিভাগে ফোমচেঙ্কো কাজ করতে শুরু করছে ওই বসন্তকাল থেকে, এপ্রিলের শেষ থেকে এবং লুঝনভ এসেছে তারও অনেক পরে—ও যোগ দিয়েছে দুমাস আগে গত জুন মাসে। ওদের সঙ্গে তুলনায় আন্দ্রেই ছোকরা তো একেবারে পুরোদস্তুর অধ্যাপক।

এখনও ওরা অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে নি, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, ঈশ্বর না করুন, এখানে যদি আমাদের এক সপ্তাহ বা তারও বেশি থাকতে হয়, আমার পক্ষে সম্ভব হবে ওদের পাকাপোক্ত করে নেওয়া এবং বেশ ভাল ঘাতক তৈরী করে তোলা।

সেদিন আমি ওদের সঙ্গে আলোচনা করলাম শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের কিভাবে আমাদের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে প্যারাসুটের সাহায্যে নামানো হয়েছে কোত্থেকে তারা এসেছে, মানে কোথায় তাদের দলে ভর্তি করা হয়েছে, কিভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, কিভাবে ওদের খুঁজে বের করবো আর গ্রেপ্তার করবো।

পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে আমাদের কাজটা রহস্য সুন্দরীর রেস্টুরেন্টের, জাজ সঙ্গীতের বা তারুণ্যের নয়, যারা সব কিছুর মোকাবিলা করতে পারে, যেমনটি আমরা দেখি বই আর সিনেমাতে, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করা মানে প্রকৃত অর্থে প্রচুর কঠিন পরিশ্রম করা। এই চতুর্থ বছরেও আমাকে সপ্তাহের সাতটা দিনের প্রতিটি দিনই ১৫ থেকে ১৮ ঘন্টা কাজ করতে হয়েছে একেবারে যুদ্ধ সীমান্ত ঘেঁষে বা পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলের সক্রিয় কার্যকলাপের সকল বিভাগে। ঘামের বদলে রক্ত ঝরিয়েছি আমরা। গত কয়েক মাসে পরাজিত শত্রুর অবশিষ্টাংশদের খুঁজে বের করে হত্যা করার জন্যে নিয়োজিত প্রথম শ্রেণীর কয়েক ডজন সৈনিক নিহত হয়েছে এবং যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো রেস্টুরেন্টের চৌকাঠে আমার ছায়া পড়ে নি।

আমাদের যৌথ কর্তব্যটাকে সহজতর করতে এবং ওদের নৈতিক মনোবলকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভকে নির্দেশ দেবার সময় স্বভাবতই আমি এর সঙ্গে জড়িত থাকা কাজের কষ্টের দিকটা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলেছিলাম। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রকৃত চিত্রটা তুলে ধরলে ওরা নিশ্চয়ই তখন দেখে হতাশ হয়ে যেত।

আমাদের কাজের পরিবেশ দেখলে যে কোন প্রবীণ শার্লক (হোমস), এমন কি মস্কোর সি.আই.ডি-র লোকেরা চরম হতাশায় প্রথম যে গাছের ডাল দেখত তাতেই দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়ত। যে কোন সি.আই.ডি বিভাগে আঙুলের ছাপের রেকর্ড আছে, গবেষণাগার ও ফরেনসিক বিজ্ঞানীদের হাতের কাছেই পায় ওরা; প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে কর্তব্যরত

স্থানীয় পুলিশ বা কুলীরা থাকে, সব সময়ে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে বা ঝগড়া ঝাঁটিতে হাত লাগাতে প্রস্তুত থাকে। আর আমাদের কি অবস্থা ?

যুদ্ধ সীমান্ত তখন প্রায় দুশ মাইল লম্বা এবং যে পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে আমাদের কাজ করতে হচ্ছিল সেটা গভীরতায় ছিল প্রায় চারশো মাইল। এই বিশাল এলাকায় শত শত শহর, শত শত রেল জংশন এবং সাধারণ স্টেশন ছড়িয়ে আছে নানা দিকে; প্রতিদিন হাজার হাজার সৈনিক যুদ্ধ সীমান্তে বা নির্ধারিত পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল—সৈনিক, সার্জেন্ট, অফিসার—এবং সর্বত্রই জঙ্গল আর জঙ্গল, গভীর বনও ছিল। দেশের এই পশ্চিমাংশে যারা বাস করতো তাদের ভয় দেখানো হয়েছিল এবং তারা মুখ খুলতে অনিচ্ছুক ছিল; যতো চেষ্টাই করা যাক না কেন তাদের পেট থেকে কথা টেনে বের করা ছিল অসম্ভব। আর আমাদের নিজস্ব অস্ত্র ছাড়া আর যে যান্ত্রিক সরঞ্জাম সঙ্গে ছিল সেটা হলো পাভেলের ক্যামেরা।

উপরন্তু, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সি. আই. ডি-কে এক একজন মানুষকে নিয়ে কাজ করতে হয়, তাদের মধ্যে অনেক আবার অপেশাদারী, অথচ আমাদের লড়াই করতে হয় একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের দ্বারা সমর্থিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে, যারা প্রশিক্ষণ পায় বিশেষ স্কুলের যোগ্য বিশেষজ্ঞদের কাছে, অর্ধশিক্ষিত ডাকাতদের কাছে নয়। আত্মগোপন করে থাকার জন্যে উপযুক্ত মিথ্যে কাহিনী তাদের জোগানো হয়, সরঞ্জাম ও কাগজপত্রও দেওয়া হয়, সব কিছুই অভিজ্ঞ পেশাদারীদের তৈরী।

এককভাবে আমরা এ সব কিছুর বিরোধিতা কীভাবে করতে পারি ? আমাদের ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের সেকেলে হাতিয়ার মাত্র—জঙ্গলে জঙ্গলে তল্লাসী করা, পর্যবেক্ষণ চালানো, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলা এবং ওৎ পেতে বসে পাহারা দেওয়া। হাস্যকরভাবে স্থূল ব্যাপার আর কি ! প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামের ব্যাপারে আমাদের ঘাটতি থাকলেও আমরা আশা করছিলাম কাজটা উদ্ধার করে দেবোই। বেরিয়ে পড়ো এবং সবাইকে ধরে নিয়ে এসো ! এবং হাতে-নাতে ধরো। কিংবা বড় কর্তার ভাষায়—কাজটা করতে থাকো, শুধু দেখো চেষ্টা করতে গিয়ে খতম না হয়ে যাও।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে ঐ ধরনের সমস্যার কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ

পর্যন্ত করি নি আমি, ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভের মনোবল অটুট রাখতে চাইছিলাম আমি এবং সেই সঙ্গে তারা যে কোনো কাজের জন্যে সব সময়ে তৈরী এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে হবে।

জুলিয়ার বাড়িতে যা ঘটছিল সেটা আমার নজর এড়িয়ে যায়। কাঠের টুকরো ছিটকে তাকে আঘাত করেছিল কি না, কিংবা সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বা চিন্তা করছিল তার দুঃখের জীবন সম্বন্ধে, যে জীবনে কেউ তাকে ঈর্ষা করবে না। যাই হোক ও হঠাৎ কুড়লটা রেখে দিয়ে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। বাচ্চাটা টলতে টলতে এগিয়ে এসে জুলিয়ার ফ্রকের প্রান্তটা চেপে ধরলো এবং চোখ বড় করে চেঁচাতে লাগলো দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসংকোচে কাঁদতে লাগলো, ওদের বিশ্বাস কেউ ওদের দেখতে পাচ্ছে না; বাইনোকুলারটা নামিয়ে রাখলাম। নজর রাখার দরকার নেই। নিজেরই খুব খারাপ লাগতে লাগলো—আমি যেন আড়ি পাতার লোক।

জুলিয়াকে দেখার আগে, ওর সম্বন্ধে আমার ঘৃণারই ভাব ছিল, ও যেন আর পাঁচটা জার্মানদের রক্ষিতার মতো একটি নারী, কিন্তু দুদিন লক্ষ্য রাখার পর ওকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছি।

একটা অতি সাধারণ বোকাসোকা মেয়ে…অসহায়, অনাথা বেচারী… হতভাগ্য মেয়েটির জন্যে আমার দুঃখ হতে লাগলো, তার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার জন্যে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষ দিতে পারে না ও।

ওকে লক্ষ্য করার সময় আমার মনে হয়েছিল যে জুলিয়া বেশ দৃঢ় চেতা চরিত্রের, আর এখন দেখছি ও একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। অথচ তার সমস্যা তো সবে মাত্র এই শুরু হলো। কী করে এই খামারে শীতকালটার মোকাবিলা করবে মনে মনে ভাবলাম আমি, একবার বরফ পড়তে শুরু করলে এবং খাবার না পেলে এবং বিনিময়ে শুধু ভীতি…

অবশ্য সারা দেশেই এখন জীবনযাত্রা বেশ দুর্বিষহ। লক্ষ লক্ষ মহিলাকে নিজেদের ভরসায় থাকতে হচ্ছে, সময় বেশ কঠিন, তারা শুধু অপেক্ষা করছে কবে তাদের সৈনিকরা বাড়ি ফিরবে। এই রকম একটা দুর্ভাগ্য দিয়ে জীবনের সূত্রপাত করার ফলে মেয়েটির জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। হয়তো তার জন্যে যতোটা নয়, তার চেয়েও বেশি কষ্ট

লাগছিল ঐ বাচ্চাটার জন্যে—ওকে তো কোনোক্রমেই দোষ দেওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে সুইরিড সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমি গড়ে তুলেছি। ও একটা নীচ, স্বার্থপর পশু, হাড়-কিপটে লোক। ওরা ওখানে সবাই কুলাক, সম্পন্ন চাষী, যাকে পায় তাকেই পদদলিত করতে চায়, কিন্তু ঐ কুঁজো বুড়োটাকে কি জানি কেন আমি বেশি অপছন্দ করছিলাম।

অনুভূতি যাই হোক না কেন, কাজের ব্যাপারে আমাকে তো বস্তুবাদী হতেই হবে। এখানে লোককে ঘৃণা করার বা করুণা করার জন্যে তো আমি আসি নি। কাজটা আমার খুবই সহজ। আমার কাজ হলো পাওলস্কিকে ধরা বা যদি সত্যি সত্যিই ওর সঙ্গে কেউ থাকে তবে তাকেও ধরা। দলের নেতা আর বেতার কর্মীটাকে অন্ততঃ জীবিত ধরতে হবে। অবশ্য আমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয় জানা ওদের মধ্যে কে নেতা আর কেই বা বেতার কর্মী। এর মধ্যে যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িয়ে পড়ে তাকে কিছু করার নেই আমাদের; আমরা পেছনে লেগেছি বেতার খেলার।

যদি ওরা আসে এবং এক্ষেত্রে কার্যকরী কথাটা হলো *যদি* যবে থেকে এখানে এসেছি আমার সন্দেহগুলোকে নিরসন করার মতো তেমন কিছুর সন্ধান পাই নি। পাওলোস্কি এখানে আসবে কেন? পাভেল অনুমান করছে ভিত্তিহীন কল্পনার ওপর নির্ভর করে। তার চেয়েও বড় কথা হলো, যখন ফোমচেঙ্কো লুঝনভ আর আমি এখানে এলাম, তখন আমি পাভেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এন. এফ.-এর সঙ্গে ও এইভাবে ওৎ পেতে থাকার ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে কি। ও কোনো উত্তর দেয় নি এবং আমি বুঝে ছিলাম এই উদ্যোগের পুরো ব্যাপারটাই তার নিজের কল্পনা।

গত দু দিনে আমাদের সুযোগ হয়েছিল জুলিয়া আর সুইরিডের জীবন-যাত্রার সঙ্গে বরং বলা উচিত তাদের দৈনন্দিন কর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম।

ভোরের প্রথম আলো দেখা দিতে না দিতেই সুইরিডের মা আর তার স্ত্রী গ্রামে চলে যেতো, ওখানে গিয়ে গরুর দুধ দোয়, আর মনে হয় বাকী গরু ছাগলদের দেখাশোনা করে। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে তারা এক বালতি দুধ নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসবে, সঙ্গে ঘোড়াটাকেও আনবে। তার

কারণ পাছে এ. কে. বাহিনীর লোকেরা বা জার্মানরা ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়ে যায় তাই ঘোড়াটাকে রাতের বেলায় খামার বাড়িতে রাখতো না।

সূর্য ওঠার পর থেকেই খামারে কাজ করা শুরু করে দেয় সুইরিড এবং জুলিয়াও তার ছোট্ট বাড়িতে কাজে ব্যস্ত থাকে। কৃষকের মিতব্যয়িতা সুইরিড পরিবারের তিনজন সদস্যকেই সব সময়ে কাজে ব্যস্ত রাখে এবং জুলিয়াকে তো উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় একটুও অবসর না নিয়ে। সন্ধ্যেবেলায় ঘোড়াটাকে নিয়ে গ্রামে ফেরে এবং তখন সন্ধ্যে বেলায় দুধ দোয়ার ফলে আর এক বালতি দুধ আসবে বাড়িতে। সুইরিড বাড়ি না থাকলে তার মা বা তার স্ত্রী গিয়ে কিছু খাবার দিয়ে আসবে জুলিয়াকে. কিন্তু দরকারের বেশি এক মিনিটও ওরা বাড়িতে বা তার ধারে কাছে থাকে না। কুঁজো বুড়োটাকে যে ওরা ভয় খায় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জুলিয়াও সুইরিডকে ভয় খায়, হয়তো মন থেকে অপছন্দ করে, আবার ঘৃণাও করে বলা যেতে পারে।

ফলে পুরো দুটো দিন নজর রাখার পরে আমরা যা জানতে সফল হয়েছি তা হলো জুলিযার জীবনযাত্রার একটা খাঁচ জানা আর সুইরিড পরিবারেরও এবং এই দুজনের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে তা জানার ব্যাপারে। কোন বাইরের লোক আসে নি, বা এমন কিছু ঘটে নি যার সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ থাকতে পারে। জুলিয়া নিজেও কোথাও যায় নি।

আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বললো যে আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি এখানে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল ভুল জায়গায় ঘুরে মরছি আমরা। তবে ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভকে একেবারে সদা জাগ্রত করে রাখাটা আমার পক্ষে জরুরী ছিল। আমার সন্দেহের কথাটার যেন ওরা বিন্দুমাত্র আভাস না পায়। বরং আমি বেশ হাসিখুশি থাকতাম জোর করে এবং সতর্ক থাকতাম দেখাবার জন্যে যে আমাদের এই ওৎ পেতে থাকার ব্যাপারটায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি ওদের মনোবল অটুট রাখলাম এবং ওরা যাতে সুস্থ শরীরে থাকে তার জন্যে নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। আমার চেয়ে বেশিক্ষণ ওদের ঘুমোতে দিলাম এবং ওরা যাতে আরও বেশি খাবার পায় তার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করলাম।

রাতের বেলায় ঘটনাবলী কোন কোন দিকে মোড় নিতে পারে সে নিয়ে আবার আলোচনা করলাম ওদের সঙ্গে এবং প্রয়োজনে কি কি সংকেত

দেবো তাও ঠিক করে নিলাম; তারপর চিলে কোঠা থেকে নেমে এলাম আমরা এবং আবার জুলিয়ার ছোট্ট বাড়িটার চুদিকে আত্মগোপন করে রইলাম। রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল, শিশিরও পড়ছিল, আকাশে তারা— অত্যন্ত উজ্জ্বল তারা, যে রকমটি দেখা যায় দক্ষিণ দিকে। ছায়াপথের দিকে তাকালাম, চিন্তা করলাম যদি পাভেল কাল আসে—কিছু খাবার-দাবার নিয়ে ওর আসার কথা আছে—তখন সোজাসুজি আমি ওকে বলব আমার মনের কথা. আমার সন্দেহের একটা আভাস ওকে দেবো, বোঝাবো কেন ওর চিন্তাধারার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না এবং বলবো যাতে এই খবরটা এন.এফ.-কে এখুনি জানানো হয়। এ ব্যাপারে ওর ওপর ভরসা করা যায়। বন্ধুত্ব এক জিনিস কিন্তু কাজের দায়িত্বভার সম্পূর্ণ অন্য জিনিস…আমি তো আর অপরিণত বয়স্ক নাবালক নই। আমার মতামতের মূল্য দেওয়া উচিত ওদের।

কী জানি কেন ফোমচেঙ্কো বড় ওভারকোট না পরেই চলে এসেছে, আমি জোর করাতে আমারটা নিলো; কোটটা বেশ পুরনো, তাতে তকমা আঁটা নেই, পাভেল এটাকে দেখিয়ে বলতো "বাতিল করা" কোট। তখন এ পুরনো জরাজীর্ণ কোটটা বা ঐ ধরনের কিছু একটা পরবার জন্যে আমি সব কিছু দিতে পারতাম। উর্দির চাপা কোটটা ছাড়া আমার ছিল শুধু একটা হাফকাটা বর্ষাতি; প্রতি ঘণ্টায় ঠাণ্ডা বাড়তে লাগলো—মনেই হয় না এটা গ্রীষ্মকাল এবং মাঝ রাতে আমি একটা অসহায় কুকুর ছানার মতো কাঁপতে লাগলাম ঠাণ্ডায়।

তখন আমার মনে হল হয়তো এখানে সারা রাত অনর্থক বসে থাকতে হবে—হাতে কাজ না থাকায় অলসভাবে শুধু বুড়ো আঙুল মোচড়াতে হবে—যতক্ষণ না শীতকাল আসে. কথাটা চিন্তা করে যন্ত্রণার ক্রমবর্ধমান চাপে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম;

তাছাড়া এখানে তো আমার অনেকক্ষণ থাকা হয়ে গেছে এবং চুপচাপ বসে থাকতে চাই না আমি, এমনকি জেনারেলের সামনেও। সুযোগ পেলেই আমি এন.এফ.-কে একথা জিজ্ঞেস করবো, একটুও ভুল করবো না এ ব্যাপারে, 'এই ওৎ পেতে থাকার মতো কাজের মধ্যে আমাকে জড়ালেন কেন? শুধু শুধু মাছিদের খাদ্য হয়ে উঠতে বা বসে থেকে থেকে যাতে আমার অর্শ হয় তাই দেখার জন্যে?

নিশ্চয়ই আপনি, বলবেন না যে আমি অন্য কাজের উপযুক্ত নই, বলবেন কি ?'

মুখ বন্ধ করে থাকবো না, আমি ওকে সোজাসুজি বলবো, 'আমার সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা হচ্ছে না। সবাই মনে করবে আমি যেন অত্যন্ত দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। এই সব কাজ আমাকে শুধু গাঁট হয়ে বসে থাকা শেখাচ্ছে। এই ধরনের শিক্ষার আমার কি কোন প্রয়োজন আছে ? শিক্ষার্থী বা ভাড়াটে সৈন্যদের মতো কাজ করার।'

৫৫। বেতার-টেলিফোনের মাধ্যমে সংবাদ বিনিময়

ভোর হতে আর দেরী নেই, পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট যখন বাকী, তখন হঠাৎ বেতার-টেলিফোনটা বেজে উঠলো, অফিস ঘরে, ওখানে বসেছিলেন ইগোরভ, মোখভ আর পলিয়াকভ। রিসিভারটা তুলে নিলেন ইগোরভ।

রিসিভারের ধ্বনি-বিবর্ধকটার মধ্যে দিয়ে ভেসে আসা কলিবানভের কণ্ঠস্বর কয়েক গজ দূর থেকে বেশ ভালই শোনা গেলো, 'জেনারেল ইগোরভ ?'

'কথা বলছি।'

'কোত্থেকে কথা বলছেন ?'

হাসি চাপতে না পেরে ইগোরভ বললেন, 'আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনিই তো এখানে আমাকে ফোন করলেন, অথচ জিজ্ঞেস করছেন কোথায় আছি আমি ? বিমান-বাহিনীর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে।'

'ওরা আপনাদের নাকের ডগাতে কাজ করে চলেছে !!!' চিৎকার করে উঠলেন কলিবানভ, এ রকম উনি সাধারণতঃ করেন না ; সাধারতঃ ওকে বিচলিত করা সহজে যায় না, অথচ আজ কিন্তু উনি দম ফেলার সময় পর্যন্ত পাচ্ছেন না। বোধহয় খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। 'নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত শেষ যে সংবাদটি আমাদের হাতে ধরা পড়েছে তার মূল

বয়ানটা আমার সামনে আছে—মন দিয়ে শুনুন।" লিডার বিমান ঘাঁটিতে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার পর দেখা গেছে ওখানে এই বিমানগুলো আছে, ৫৩ ইল-২, ৪৮ লা-৫, ৩৬ পে-২, ৫১ ইয়াক ৯, ৭ লি-২, ১৪ পো-২। শুনতে পাচ্ছেন? ওরা আপনার নাকের ডগাতে বসে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে!!!

ইগোরভের মুখ লাল হয়ে উঠলো, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো, চুপ করে ওখানেই বসে থাকলেন কিন্তু। ওঁর কাছ থেকে বড়জোর তিন ফুট মাত্র দূরে বসে থাকা মোখভ বিড় বিড় করে বললেন, 'এটাই দরকার ছিল আমাদের।' দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগলেন। ভিলনিয়াস থেকে সদ্য উড়ে আসা পলিয়াকভ, পাশের জোড়া টেবিলে বসেছিল এবং একনাগাড়ে লিখে যাচ্ছিল; ও মাথা পর্যন্ত তুললো না, কিন্তু মাঝে মাঝে নাক টানছিল।

শক্তিশালী বেতার-টেলিফোনে কলিবানভের কথা এত পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল, কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামার সামান্যতম শব্দটুকুও বোঝা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল উনি পাশের ঘর থেকে কথা বলছেন, মস্কো থেকে নয়। ইগোরভ ওঁকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন—বেঁটে খাটো রোগামতন মানুষ এই কলিবানভ, শান্ত, মুখের রংটা কালো, পদক, রিবন লাগানো সেনাপতির পুরো পোশাক পরে আছেন নিশ্চয়ই। সব সময়ে সংযত এবং উপযুক্ত আচরণে অভ্যস্ত কলিবানভ কখনো ইগোরভের সঙ্গে এমন কড়াভাবে কথা বলেন নি এবং এত উত্তেজিত হতেও কখন দেখিনি তাঁকে। ইগোরভ বুঝতে পারলেন যে এটা শুধু ধরা পড়া শেষ সংবাদটি বা বিমানঘাঁটিতে নজর রাখার ব্যাপারই শুধু নয়……আরও কিছু আসবে।

ইগোরভকে তাঁর সিগারেট কেসটা খুলতে সাহায্য করলেন মোখভ এবং ইগোরভ সিগারেট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ধরলেন।

একটু চুপ করে থাকার পর কলিবানভ আরও শান্ত সুরে বলতে শুরু করলেন, 'কনেল-জেনারেল এইমাত্র স্তাদকা থেকে ফোন করেছেন। উনি এখানেই আসছেন জানাতে বলেছেন যে উনি আপনাদের ফোন করবেন।

'আচ্ছা, স্যার', বিড়বিড় করে নিষ্প্রাণ সুরে কথাটা বললেন ইগোরভ,

মুখের ভাবে পূর্ণ হতাশার ছাপ ফুটে উঠেছে ইতিমধ্যে। 'আমার মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে বেশ কিছু কঠোর কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে এবং তার চেয়েও বড় কথা, সকলেই অসুবিধাতে পড়বে। তিনি এখন নিয়েমেন-অভিযানের দায়িত্ব নিয়েছেন···আমার কথা বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ···।'

একটু ইতস্তত: করে কলিবানভ বেশ আস্থা সহকারে বললেন, 'আলেক্সি নিকোলায়েভিচ, আপনার সঙ্গে ওঁর কথা না হওয়া পর্যন্ত শেষ ধরা-পড়া সংবাদটার কথা আমি কর্নেল-জেনারেলকে জানাচ্ছি না। ওটা করলে বোধ হয় ভাল হবে।'

এদিকে লজ্জায়-অপমানে রক্তবর্ণ হয়ে গেছে ইগোরভের মুখ। কালবানভ কিছুটা ঘরোয়া সুরে কথা বলার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেটা যেন ইগোরভ মেনে নিতে রাজী নন, তাই বেশ কঠোর সুরে বললেন, 'কমরেড জেনারেল, 'আমি দুর্বল চিত্ত লোক নই এবং কোনো রকম দয়া দাক্ষিণ্যও আমি চাই না। এই কমভার সংক্রান্ত ধরা-পড়া সংবাদটা আপনার উচিত এখনই জানিয়ে দেওয়া।

'বেশ, আপনি যদি তাই মনে করেন···,' আপসের সুরে বললেন, কলিবানভ, 'আমি প্রধানতঃ আপনার কথাই চিন্তা করছিলাম।'

'সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ।' কথাটা বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ইগোরভ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেতার টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

'ইগোরভ?···আপনার খবর কি?' ফোনের মধ্যে দিয়ে পাল্টা গুপ্তচর বিভাগের কেন্দ্রীয় আফিসের বড় কর্তার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'বাস্তবসম্মতভাবে বলার মতো কিছুই নয়, কমরেড জেনারেল, দুঃখিত। আমরা কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।'

'কাল সকালে যে কোন সময়ে আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করছি। আর জরুরী সাহায্য কি দরকার আপনাদের বলুন?'

'জরুরী সাহায্য? পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের স্থায়ী কিছু কর্মী আর প্রধানতঃ অভিজ্ঞ শত্রু সৈন্য নিধনকারী ঘাতক-দল। গ্রেপ্তার হওয়া কিছু গুপ্তচরদেরও পাঠাবেন সনাক্তকরণের জন্যে, আর সবার ওপরে পাঠাবেন এমন কিছু লোক যারা ওয়ারশ এবং কোনিগসবার্গ প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিল, বিশেষ করে তাদের বেতার বিভাগের কর্মী।'

'কথা দিচ্ছি। আগামী পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অন্যান্য যুদ্ধ সীমান্তে প্রায় ৩০০ গুপ্তচর বিভাগের অফিসারদের সমবেত করা হচ্ছে। তাদের বিমানযোগে পাঠানো হবে লিডা আর ভিলনিয়াস বিমানঘাঁটিতে। তার মধ্যে শত্রুসৈন্য খুঁজে বের করে তাদের খতম করার বাহিনীর প্রায় ৫০ জন থাকবে। সনাক্ত করার কাজের ব্যাপারে বেশি লোক পাঠাতে পারব না, তবে যত বেশি জনকে জোগাড় করতে পারি সঙ্গে সঙ্গে পাঠাব। তাদের সোজাসুজি অভিযানের কাজে লাগিয়ে দেবেন। পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের নেতৃত্ব করতে দেবেন বহিরাগতদের নিয়ে গঠিত তদন্তকারী দলগুলোর।'

'বর্তমানে তাই করছি আমরা।'

'ওদের পৌঁছবার আগে ঐসব দলে যাদের কাজে লাগাবেন তাদের ভিলনিয়াস আর লিডা বিমানঘাঁটিতে হাজির রাখবেন ও উপদেশ যা দেবার তা বিস্তারিতভাবে দেবেন।'

'আচ্ছা স্যার।'

'আর কি ধরনের সাহায্য চাই।'

'চিহ্ন ধরে অনুসরণ করার জন্যে ভ্রাম্যমাণ কিছু যন্ত্র পাঠালে কাজ হবে। অন্ততঃ দশটা ইউনিট পাঠাবেন।'

'ভরসা রাখতে পারেন ওগুলো পাচ্ছেন। পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালাবার জন্যে কত তাড়াতাড়ি আপনার লোকেরা তৈরী হতে পারবে?'

'আড়াই ঘণ্টা।'

'কাল সকালের আগে দরকার পড়বে না, তবে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে ওটা দেড় ঘণ্টায় নামিয়ে আনা যায়।'

'কমরেড জেনারেল, আমি এটা আপনার কাছে আবার পরিষ্কার করে জানিয়ে রাখতে চাই যে আগামী অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনরকম সামরিক অভিযান চালাবার পক্ষে আমাদের সমর্থন নেই। আমরা আন্তরিকভাবে···'

'ওকথা আবার নতুন করে বলার দরকার নেই'—কর্নেল-জেনারেলের গলায় বিরক্তির সুর আবার ফুটে উঠল, 'আমিও মনে করি না তাড়াহুড়ো করে সেরকম কিছু একটা করতে···তবে পরিস্থিতি বাধ্য করতে পারে। এই সংকটের মুখে নিয়েমেন অভিযান সম্বন্ধে আপনাদের কী ধারণা? পলিয়াকভের ব্যাপারটা কি? মোখভ কী আপনাদের সঙ্গে একমত?'

'আমরা সবাই একই কথা চিন্তা করছি এবং গত তিন ঘণ্টাতে আমাদের

ধারণা বদলায় নি। আমরা মনে করি আজ বা কালকের মধ্যে ওদের আমরা ধরে ফেলবো।'

'কালকের প্রশ্নই ওঠে না। কাজটা শেষ করার জন্যে একটা দিন পেয়েছি আমরা, তবে তার এক ঘণ্টারও বেশি নয়।'

'"প্রশ্নই ওঠে না" বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? সাফল্যের সম্ভাবনা তো ইতিমধ্যে এমনিতেই মারাত্মকভাবে কমে গেছে, আর ও কথা বললে তো আরও অর্ধেক কমে যাবে। কমরেড কর্নেল জেনারেল, আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে……'

'সময় সীমাটা কিন্তু আমি ঠিক করে দিই নি। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন।'

'এটাই শেষ!', একটু চুপ করে থাকার পর ইগোরভ ঘোষণা করলেন, 'এমনকি আজ সন্ধ্যের মধ্যে আমরা যদি দলটার আসল লোকদের ধরতে পারি—যেমন দল নেতা আর ওদের বেতার কর্মীকে—ম্যাটিল্ডা আর লেখ্য প্রমাণকের কী হবে? "যাকে পাবে তাকে ধরবে" আর "সব দিক দিয়ে জাল গুটোও"—এ দুটো পথের মধ্যে একটা বেছে নিতে জোর করা চলবে না আমাদের ওপর, আমাদের কাজের একটিই মাত্র পন্থা আছে: "সব দিক দিয়ে জাল গুটোবো" আমরা। ঐ দ্বিতীয় দিনটার কথা আমরা ভুলতে পারি না। ওটা যদি স্তাভকার হুকুম হয়, তবে আমরা দুঃখিত কিন্তু খুব সম্ভব তারা এই কর্মভারটার সঙ্গে জড়িত সমস্যার এবং বিস্তারিত ঘটনার যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা করতে পার নি, কিন্তু আমরা তো পেশাদার মানুষ। মাফ করবেন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে স্তাভকার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করা উচিত এবং আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা দরকার।'

'*কাকে* বোঝাবে?!!', টেলিফোনের মধ্যে গর্জে উঠলেন কর্নেল জেনারেল, 'ওদের মুখবন্ধ করতেই হবে!! অন্ততঃ দলটার আসল লোকদের শেষ করুন এবং প্রেরকযন্ত্রটাকে দখল করুন। আজকেই। "সব দিক দিয়ে জাল গুটোন।" এর সঙ্গে যুক্ত তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। পরিস্থিতিটা যে কত ঘোরালো হয়ে উঠেছে সেটা আপনারা বুঝতেই পারছেন না। এটা ওঁর ব্যক্তিগত হুকুম, বুঝতে পারছেন *ব্যক্তিগত*…এবং শেষ হুকুম। এখানে ঝুঁকি একটাই—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই অভিযানের ফলশ্রুতি কী হবে। আর দেরী করা সম্ভব নয়! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি ওদের

গ্রেপ্তার করতে না পারি তবে আপনাদের চাকরী থাকবে না, আমারও নয়! সম্ভব অসম্ভব সব রকম ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে, হ্যাঁ আমি জোর দিয়েই বলছি অসম্ভব ব্যবস্থাও! —এবং ওদের গ্রেপ্তার করতে হবে আজকেই। যদি তা না হয় তবে আপনাদের কোন ক্রমেই সাহায্য করতে পারব না, আরো একটা দিনের তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'এই তাহলে ব্যাপার।'

'বড়কর্তারা বোধ হয় আমার আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবেন···ছুটি গণ কমিসারিয়েতের প্রথম প্রতিনিধিরা। ওঁরা যা চাইবেন তাই যেন পান সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন অতি অবশ্য। কিন্তু ও ব্যাপারে সময় নষ্ট করবেন না যেন। শুধু ঠাণ্ডা মাথায় হাতের কাজটা করে যান। কোন রকম তর্ক নয়, কথা কাটাকাটি নয়। ওঁরা যা বলবেন তাতেই আপনারা বলবেন, "হ্যাঁ, কমরেড কমিসার", 'এখুনি করছি ওটা, কমরেড কমিসার"। সেই সঙ্গে একথাও আপনাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখছি, আপনি আর পলিয়াকভ যে কাজ অনুমোদন করবেন না তা যেন কিছুতেই না করা হয়। তা সে যার নাম করেই আপনাদের ওপর চাপ দেওয়া হোক না কেন। যথাসম্ভব সাহায্য করুন পলিয়াকভকে। সবার ওপরে অন্য কারুর সঙ্গে অযথা আলোচনা করার হাত থেকে ওকে বাঁচান। কথাটা ঠিকমত বুঝেছেন তো?'

'পরিষ্কার বুঝেছি!'

'বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তে ওঁরা যাই করতে চান না কেন, আমরা কিন্তু প্রধানতঃ নির্ভর করে আছি আপনার ওপর। একথা জানিয়ে দেবেন পলিয়াকভকে। আপনি এবং আপনার অধঃস্তন কর্মীরা আজ দেখিয়ে দিক নিজেদের যোগ্যতা কতটা। এইটুকুই বলার আছে আপনাকে। কোন প্রশ্ন আছে?'

'না।'

'কাল দুপুর দুটোর মধ্যে আমি আপনাদের কাছে যাচ্ছি। কলিবানভের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখে চলুন। যথা সম্ভব চেষ্টা করুন এবং আপনাদের সব সামর্থ উজাড় করে ঢেলে দিন এই কাজে। আপাততঃ এইটুকুই।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন ইগোরভ। এই মাত্র যে কথা হলো সে বিষয়ে উনি বেশ ভাবছেন, দুঃশ্চিন্তা করছেন। অন্যমনস্কের দৃষ্টিতে মোখভের দিকে তাকালেন।

সহানুভূতির সুরে মোখভ বললেন, 'ওঁরা বেশ চাপ দিচ্ছেন। ওঁদের ওপর চাপও আছে খুব।'

'ওপর তলায় যাঁরা থাকেন চাপ দেওয়ার বিশেষ অধিকার তাঁদের আছে', পড়া বন্ধ রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল পলিয়াকভ। 'আমাদের করণীয় হল অন্যদের সাহায্য ব্যতিরেকেই কাজ করে ফেলা। এখন শেষ থেকে যে কাজ করতে হবে তা হল ভীষণভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় একে অন্যকে হারানোর চেষ্টা করা! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শান্তভাবে কাজ করা এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আজ, না হয় কাল বা পরে কোনো এক সময়ে···আমরা ওদের ধরবোই। কারণ তা যদি না করি, তবে অন্য কেউ আমাদের হয়ে তা করে দেবে না।'

৫৬। স্তাভকাতে

মস্কোতে সবাই বেশ উত্তেজনা ও দুঃশ্চিন্তার মধ্যে কাটাচ্ছিলেন। পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের সামরিক ক্রিয়াকলাপের যে দৈনন্দিন সংক্ষিপ্তসার স্তাভকাকে দেওয়া হয়, সেই রকম ১৭ই আগস্ট তারিখের সংক্ষিপ্তসার পেশ করা হয় মধ্যরাত্রির পর। মাত্র দেড় পাতার রিপোর্ট, তার মধ্যে ৯ লাইন লেখা হয়েছিল শুধু নিয়েমেন অভিযান সম্বন্ধে। কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হয়েছিল এই বিষয়ে যে শত্রু পক্ষের একটি শক্তিশালী ও অত্যন্ত শিক্ষিত গুপ্তচর দল প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্ত ও তৃতীয় বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে আছে এবং বর্তমানে তাদের অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

ঐ-ব্যাপারে অসাধারণ কিছু ছিল না। গুরুতর রকমের আশঙ্কার সৃষ্টি করে এমন শত্রু পক্ষের গুপ্তচর দল সম্বন্ধে কথা এমন কি বেশ বিপজ্জনক এজেন্টদের সম্বন্ধেও স্তাভকাকে সব জানাতে হত।

কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে এই যুদ্ধ সীমান্তে যেখানে কিছু একটা আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং যেখানে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ রণ-কৌশলগত অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেখানকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তসার পড়ার পর স্তালিন খসড়া পরিকল্পনার মার্জিনে কয়েকটা মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন, যার অর্থ এর কয়েকটা এলাকা "নজর দেবার যোগ্য" অথবা "আরও বিস্তারিতভাবে" তাঁকে জানাতে হবে।

শেষোক্ত মন্তব্য স্তাভকাকে সুযোগ করে দিয়েছে অভিযানের নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে তুলে নেবার এবং পরের দিনই নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত পুরো দু-পাতার প্রতিবেদন পেশ করা হয় স্তালিনের সামনে। গভীর রাতে ওটা পড়ার পর এবং আলোচ্য এজেন্টদের কর্মতৎপরতা প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় সৈন্য সমাবেশ সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে এবং ঐ ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত অভিযানের ফলশ্রুতিকে প্রভাবিত করতে পারে একথা জানার পর স্তালিন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

ঐ প্রতিবেদন পড়ে স্তালিনের মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে যায়, যে ধরনের মেজাজে তাঁকে বেশ কয়েক মাস দেখা যায় নি। ১৯৪১ সালের জুন মাসে তাঁর নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা ভীষণভাবে ভুল পথে পরিচালিত হবার পর, সর্বাধিনায়ক প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করেন শত্রুপক্ষকে ভুল পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে, বিশেষ করে যখন আক্রমণ বা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের কথা পরিকল্পনা করা হচ্ছিল।

অকল্পনীয় উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে যখন যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস কাটছিল, তখন সুযোগ পেলেই কিছু সময় বের করে নিয়ে গোপনতা রক্ষা করার ব্যাপার এবং তার ফলে যে চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করেন সে সংক্রান্ত ব্যাপারের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে প্রখ্যাত অধিনায়ক ও সমর-তাত্ত্বিকদের রচনাবলী খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেন। এই সমস্যা তিনি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং বড় বড় সেনাপতির সঙ্গে আলোচনা করেন।

চমকের তিন রকম সুবিধাগুলো এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সংক্ষেপে :

হঠাৎ আক্রমণ চালালে শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায়। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে সর্বাধিক সুবিধা পাবার জন্যে তার সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জামকে কাজে লাগাতে হয় না।

হঠাৎ আক্রমণের ফলে শত্রুপক্ষ বাধ্য হয় তাড়াতাড়ি করে এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। ফলে তারা উদ্যম হারায় এবং আক্রমণকারীদের ক্রিয়াকলাপের উপযোগী করে নিজেদের খাপ খাওয়াতে হয়।

সবশেষে চমৎকর মাধ্যমে যে সুফল লাভ হয় তা শত্রু সৈন্যদের বিশ্বাস শিথিল করিয়ে দেয় নিজেদের অধিনায়কদের সম্বন্ধে এবং খোদ অধিনায়ক ও সদর দপ্তর সম্বন্ধে।

এই বিশ্লেষণ থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল তা হলো এই যে, যে কোনো অভিযানের সাফল্য অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করে যথোচিত মাত্রায় রক্ষিত গোপনীয়তা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারিত করার ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর। এ থেকে বলা যায় যে চমক লাগানো কৌশল অবলম্বন না করে সাফল্য অর্জন করার চেয়ে সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তির উপর শুধু নির্ভর করা অধিনায়কদের প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে না এবং তার অর্থ হলো তুলনাহীন মাত্রায় মৃত্যুহার বাড়ানো। এ থেকে এটাও জানা যাচ্ছিল যে, অধিনায়কের মনের ইচ্ছাকে যে কোনো মূল্যে গোপন রাখা এবং একাধিক জায়গায় অবিলম্বে আশংকার সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে শত্রুপক্ষ বাধ্য হয় তাদের সৈন্য দলকে আরও ফাঁক ফাঁক করে ছড়িয়ে দিতে। এটাও জানা যাচ্ছিল যে, এক জায়গায় আক্রমণের প্রস্তুতির তোড়জোড় চালিয়ে অন্য জায়গায় আক্রমণ করা দরকার। সব রকম চেষ্টা করা উচিত শত্রুকে অসতর্ক অবস্থায় ধরা।

যুদ্ধ শুরু হবার প্রথম দিকের নিদারুণ অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত নেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং প্রথম ছয় মাস শেষ হবার আগে লালফৌজ এই গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যাপার এবং চমক লাগিয়ে দেবার রণকৌশল কাজে লাগাতে শুরু করেছিল শত্রুদের চেয়ে কম ফলপ্রদভাবে নয়।

মস্কোতে যখন পাল্টা অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল তখন নতুন সংরক্ষিত বাহিনীকে গোপনে যুদ্ধ সীমান্তে আনা হয়েছিল। বিশেষ করে দুটি নতুন বাহিনীকে, যাদের মোতায়েন করা হয়েছিল রাজধানীর উত্তর দিকে। ঠিক সংকটের মুহূর্তে ওদের পাঠানো হয় যুদ্ধ করতে, যার ফলে জার্মানরা চমকে উঠেছিল।

স্তালিনগ্রাদ অভিযান ও কুর্স্ক বালজ যুদ্ধের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করেছিল সৈন্য দলের গোপন সমাবেশ ও শত্রু পক্ষকে ভুল সংবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে গৃহীত নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর।

সবচেয়ে বড় লড়াই হয়েছিল যে বাইলোরুশীয় অভিযানে, সেখানেও এই চমক লাগানোর ব্যাপার সুফল দিয়েছিল। ৬৫০০ ট্যাঙ্ক এবং স্বয়ংক্রিয় কামান, প্রায় ২৫০০০ কামান এবং ছয় হাজারের বেশি বিমানসহ ১৫ লক্ষ সৈনিক বিশিষ্ট সৈন্য বাহিনীর চারটে পাশাপাশি যুদ্ধ সীমান্তের পেছনে সৈন্য সমাবেশ করার ব্যাপারটা যে গোপন রাখা সম্ভব নয় এটা অস্বীকার করা যায়

না—কারণ পরে বন্দী জার্মান সেনাপতিরা স্বীকার করেছিল যে জার্মান সৈন্য বাহিনীর কেন্দ্রীয় গোষ্ঠীর অধিনায়করা সন্দেহ করেছিল অভিযান শুরু হবার আগেই সম্প্রতি কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে মতান্তর ঘটে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। সোভিয়েত সৈন্যদলের পক্ষ থেকে গোপনতা এত ভালভাবে রক্ষিত হয়েছিল এবং বারোটি ফ্রন্টের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটিভাবে সুচিন্তিত ও কার্যকর করা ভুল তথ্য পরিবেষণ করার চেষ্টা এত সুসমন্বিতভাবে করা হয়েছিল যে এই বিরাট মাত্রায় প্রস্তুতিকেও শত্রুরা জার্মানদের প্রতারণা করার এক অপকৌশল ছাড়া আর কিছু হতে পারে না বলে মনে করেছিল। জার্মান স্থল-বাহিনীর সদর দপ্তর ও হিটলারের জেনারেল স্টাফ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে লাল ফৌজের প্রধান আক্রমণ অভিযান শুরু হবে আরও অনেক দূরে বাইলোরাশিয়ারও দক্ষিণে, অর্থাৎ উক্রেনে। সোভিয়েত উচ্চ কর্তৃপক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য এইভাবে সাফল্যের সঙ্গে গোপন রাখা হয়, যার ফলে সৈন্যবাহিনী গোষ্ঠীর কেন্দ্রকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছিল।

শত্রুপক্ষকে এইভাবে প্রতারণা করার কৌশল সম্বন্ধে স্তালিনের খুব গব ছিল এবং এই কৌশল কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সে-কথা তেহরাণে রুজভেল্ট আর চার্চিলকে বলে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন, যার উত্তরে শেষোক্ত কূটনীতিবিদরা সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন সত্যকে প্রতারণার সাহায্যেই বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

এই ঘটনায় নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত প্রতিবেদন পুরো পড়া শেষ করার আগেই স্তালিন বাল্টিক অঞ্চলে তখন যে রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল সে-সম্বন্ধে গুপ্তচরদের ক্রিয়াকলাপ যে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

স্তাভকা এবং স্বয়ং স্তালিনের এবার দৃষ্টি পড়েছিল বালটিক অঞ্চলের ওপর। এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের জন্যে। উদ্দেশ্য এস্তোনিয়া আর লাতভিয়াকে মুক্ত করা এবং তার ফলে তাল্লিন ও রিগার মত দুটি সাধারণতন্ত্রের রাজধানী ও বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বন্দরকে মুক্ত করা যাবে—এবং ৭০০০০০ জন সৈনিক অফিসার আর সেনাপতি বিশিষ্ট জার্মান সৈন্যদল উত্তর-কে—তাদের অন্যান্য বাহিনীর ও জার্মানীর সঙ্গেও, আরও সঠিকভাবে বললে বলা যাবে পূর্ব প্রুশিয়ার সঙ্গেও

সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে, যাতে ঐ সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ফাঁদে পড়ে কুরল্যাণ্ড ও সামল্যাণ্ড উপদ্বীপে।

জুলাই মাসের শেষ তারিখে প্রথম বালটিক যুদ্ধ সীমান্তের আধুনিক যন্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদলের একটি ছোট বাহিনী ক্লাপক্লানসের কাছে বাল্টিকের তীরের ওপর হামলা চালায়, পূর্ব প্রুশিয়ায় বাল্টিক অঞ্চল থেকে যাবার সমস্ত স্থলপথ বন্ধ করে দিয়ে। স্তালিনের নির্দেশে এই সৈন্যরা যে উদ্যম ও সাহস দেখিয়েছিল তার জন্যে তারা যথোচিতভাবে প্রশংসিত ও পদক দিয়ে পুরস্কৃত হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ সীমান্তের অধিনায়কদের কাছে সুপারিশ করা হয়েছিল যে জার্মানরা যদি তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা সৈন্যদলকে উদ্ধার করার কাঙ্ক্ষিত চেষ্টা চালায় তবে আমাদের সৈন্যদলকে এমনভাবে প্রত্যাহার করে নিতে হবে জেলগাভা (মিতাউ)—দোবেলে সীমারেখার ওপারে যাতে ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম হয়।

প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, সে সময়ে সংরক্ষিত বাহিনীর পরিমাণ এমন পর্যাপ্ত ছিল না যা দিয়ে জার্মান যুদ্ধ সীমানার মধ্যে ইতিমধ্যে ঢুকে পড়া গোঁজের মত দলকে সম্প্রসারিত করা আর শক্তিশালী করা সম্ভব হতে পারত। তাছাড়া আরও সুদূর পশ্চিম দিকে জার্মান সৈন্য গোষ্ঠীর উত্তর (ভাগ)-কে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সম্ভাবনা আরও বেশি লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। কারণ তখন আরও দশটি জার্মান ডিভিসন বিশাল বাল্টিক চুল্লীর মধ্যে আটকে যে পড়েছে সেটা উপলব্ধি করতে চলেছিল, যখন বেষ্টনীর বহিঃসীমা নিয়েমেন থেকে পূর্ব প্রুশিয়ার মুখ পর্যন্ত প্রসারিত হতে যাচ্ছিল।

সর্বোচ্চ অধিনায়কের ওটাই ছিল পরিকল্পনা। অবশ্য তখন আগস্ট মাসের মাঝামাঝি উক্রাইনীয় যুদ্ধ সীমান্তই বেশিরভাগ আক্রমণ চালিয়ে চলেছিল এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্যে ওখানেই নতুন সৈন্য পাঠানো হচ্ছিল, অথচ পরিকল্পিত অভিযান কার্যকর করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার কথা ছিল যে প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তে তার পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সৈন্যদল কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছিল—ধীরে ধীরে। বস্তুতঃ আগের রাত থেকে পঞ্চম ট্যাংক বাহিনীর দল সিয়াউলিয়াই-এর উত্তর দিকের জেলাতে পৌঁছতে শুরু করেছিল। বাল্টিক অঞ্চলে আসন্ন সামরিক অঞ্চলে প্রধান আঘাত হানার বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছিল তাদের নিয়ে।

নিয়েমেন অভিযানের প্রতিবেদন পড়ার পর স্তালিন সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা-

গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারের বড় কর্তাকে ডেকে পাঠালেন এবং সেইসঙ্গে আভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের গণ-কমিশারদেরও। ঠিক সেই সময়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্যে স্তালিনের দপ্তরে হাজির ছিলেন সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি, যিনি ইতিমধ্যে এক বছরেরও বেশি সময় জেনারেল স্টাফের প্রধানের করণীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন। তাকে থাকতে বলা হল, কারণ স্তালিন মনে করেছিলেন যে অবস্থার এই নতুন মোড় নেবার ফলে রণকৌশলগত পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তনের বা অন্ততঃ সমগ্র অভিযানকে স্থগিত রাখার প্রয়োজন হয়ত দেখা দিতে পারে।

তারপরেই স্তালিন বেতার টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের সঙ্গে। ভোর রাতে ওখানে উপস্থিত ছিলেন সৈন্য-বাহিনী সর্বাধিনায়ক জেনারেল বাগরামিয়ান; ফোন ধরেছিলেন চীফ অফ স্টাফ কর্নেল জেনারেল কুরাসভ; স্তালিন তাঁকে বললেন সে সময়ে যে অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল তার গোপনতা ও ছদ্ম আবরণ দ্বারা প্রতারিত করার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে, বিশেষ করে "ব্যূহ" রচনা করা সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করতে।

জেনারেল স্টাফের তৈরী করা পরিকল্পনা অনুসারে তিনটি বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্ত সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আক্রমণ চালাবে এবং আক্রমণ করতে করতে বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে যাবে রিগার দিকে। আশা করা যাচ্ছিল যে এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি দখলে রাখার জন্যে জার্মানরা যা কিছু করণীয় চূড়ান্তভাবে করবে এবং পর্যাপ্ত সৈন্যদল সেখানে কেন্দ্রীভূত করবে। তার পরের পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্ত এলাকায় অবিরাম চাপ প্রয়োগ করা বজায় রেখে অসাধারণ মাত্রায় "ব্যূহ" রচনা করার এবং রকেড রাস্তা তৈরী করার কাজ অব্যাহত রাখা; কঠোরভাবে গোপনতা রক্ষা করে এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের প্রধান বাহিনীগুলি ডান দিক থেকে বাম প্রান্তে পাঠানো হচ্ছিল সিয়াউলিয়াই অঞ্চলে এবং সেখান থেকে মেমেল এবং পালাঙ্গার মধ্যে যে সমুদ্রোপকুল আছে তার মধ্যে জোর করে ঢুকে পড়ার লক্ষ্য নিয়ে মেমেল (কলাইপেদা)-এর দিকে বিরাটাকারে আক্রমণ চালানোর কথা ছিল। এই শেষ চালটা পরিকল্পিত অভিযানের নামকরণ করেছিল মেমেল অভিযান।

সামনে রাখা জেনারেল স্টাফের প্রতিবেদন থেকে স্তালিন জেনে ছিলেন

যে মেমেল অভিযানের প্রস্তুতির সময় সিয়াউলিয়াই এলাকা ও তার উত্তর দিকে অন্ততঃপক্ষে চারটি সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রাভূত করা প্রয়োজন ছিল—একটা ট্যাঙ্ক বাহিনী, আরও কয়েকটা সংগঠন, প্রচুর পরিমাণে কামান ও অন্যান্য সরঞ্জাম। এর অর্থ হল, শত্রুপক্ষের অবস্থান থেকে তুলনামূলকভাবে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে যুদ্ধ সীমান্তের সমান্তরাল অবস্থায় "ব্যূহ" রচনার কাজ চালাবার জন্যে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ সৈনিককে দ্রুত গতিতে গোপনে ৪০ থেকে ১৬০ মাইল পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সঙ্গে থাকবে ১৫০০ ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান। সংখ্যাগুলো দেখতে দেখতে স্তালিন আবার মনে মনে চিন্তা করেছিলেন অভিযানের মাত্রা যত বড় হবে তার প্রস্তুতির গোপনতা রক্ষা করা ততই কঠিন হয়ে যাবে এবং তার অর্থ হবে পুরোপুরি গোপনতা রক্ষা করার ব্যবস্থাকে আরও বেশি পরিমাণে কঠোর করতে হবে।

অপ্রত্যাশিত টেলিফোনের ডাক এবং স্তালিনের প্রশ্ন প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের চীফ অফ দি স্টাফের কাছে খুব একটা অজানা ব্যাপার ছিল না। অত্যন্ত গভীর ও যুক্তিবাদী বুদ্ধির জন্যে বিখ্যাত কুরাসভ এত শান্ত, সংক্ষিপ্ত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য উত্তর দিলেন যে মনে হচ্ছিল যে এই ডাকটার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলেন এবং আগে থাকতেই নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন। স্তালিন বিরক্তিবোধ করা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর অসন্তোষের ভাবটা প্রকাশ করার সামান্যতম কারণও খুঁজে পেলেন না।

কুরাসভ জানিয়েছিলেন যে, দল ও সংগঠনের স্থানান্তর, নতুন এলাকায় তাদের কেন্দ্রীভূতকরণ এবং যাত্রা করার স্থান গ্রহণ করার কাজ শুরু করা যেতে পারে একমাত্র রাতে, অতিমাত্রায় আত্মগোপনতা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে। আত্মগোপন করার ব্যাপারে ব্যবহৃত সব জঙ্গলকে ভাগ করে দেওয়া হবে ডিভিসন ও রেজিমেন্টকে; নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানে যদি সৈন্যবাহিনীর সারির শেষ অংশ পৌঁছতে না পারে যেখানে তাদের সূর্য না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা, তবে ঐ অংশটুকুকে মূল বাহিনী থেকে "কেটে বাদ দিয়ে" অন্য জঙ্গলে শান্তভাবে কাটাতে হবে যথা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে।

সৈন্যদল ও যুদ্ধোপকরণ স্থানান্তর করার পথটি বিশ্বস্তভাবে প্রহরাধীন রাখতে হবে স্থানীয় কমাণ্ডান্টের অফিস কর্মীদের দিয়ে, তারা জোড়ায় জোড়ায় পাহারা দেবে, এদের বলা হয় "ভ্রাম্যমাণ প্রহরীদল". সমগ্র পথটির

পুরো চব্বিশ ঘণ্টা ধরে দুধারে পাহারা দেওয়া হবে। ট্যাঙ্ক-জাতীয়-গাড়ি এবং সাধারণ গাড়িগুলোকে সকাল হবার আগেই রাস্তার বুক থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

গোপনতা রক্ষা করার অপর সহায়ক পন্থাটি হল বহুসংখ্যক পথ (২৫টারও বেশি) ও আমাদের বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের সদ্ব্যবহার।

ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানকে স্থানান্তর করা ও খালাস করার সময় সবকটি ইঞ্জিনের শব্দকে চাপা দেবার জন্যে বিশেষভাবে নির্ধারিত বিমানকে আত্মরক্ষামূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্যে আকাশে চলাচল করানো হবে। যুদ্ধ সীমান্তের ভ্রাম্যমাণ হানাদারী বাহিনী—আধুনিক যন্ত্রে সুসজ্জিত দলগুলি যেখানে কেন্দ্রীভূত হবে সেখান থেকে সব অসামরিক ব্যক্তিদের সরিয়ে ফেলা হবে।

ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামানকে যখন বয়ে নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রাখার জন্যে গাড়ি থেকে খালাস করা হবে তখন সেইসব জায়গার ওপরে আকাশ পথে আত্মরক্ষামূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা যখন কুরাসভ বলেছিলেন, তখন স্তালিন মন্তব্য করেন, 'পরিবহণের সময় নানাদিকে ছড়িয়ে দেওয়া ট্যাঙ্ক।'* বাঁ হাতে রিসিভার ধরে কথা শুনতে শুনতে স্তালিন টেবিলের প্রান্তে স্তূপাকারে রাখা ফাইলের মধ্যে থেকে নির্ভুলভাবে একটা ফাইল তুলে নিলেন যাতে লেখা ছিল : *গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ। বিশেষ সৈন্যদলের চলাচল। শ্রেণী ক*। তারপর তিনি ফাইলটাকে সামনে রেখে গত ৭২ ঘণ্টায় যেসব নতুন কাগজপত্র রাখা হয়েছে সেগুলো দেখতে শুরু করলেন।

ফাইলগুলো থেকে জানা গেল যে আগের দিন জেনারেল স্টাফের কাছ থেকে আসা নির্দেশ অনুসারে আমাদের কারখানা থেকে ৫৩০টা ট্যাঙ্ক ও ২৮০টা স্বয়ংচালিত কামানের এক বিরাট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ পাঠানো শুরু হয়েছে প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তে বিশেষ করে পঞ্চম ট্যাঙ্ক বাহিনীর জন্যে, যারা গত দুমাসের প্রচণ্ড লড়াইয়ে শত শত যন্ত্র হারিয়েছিল।

ইতাবসরে কুরাসভ প্রতিবেদনগুলো পড়ে চলেছিলেন। শত্রুদের বিভ্রান্ত

---

* সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলো যেসব ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান ব্যবহার করে না এবং যেগুলোকে কর্মী ছাড়াই কারখানা বা মেরামতি কারখানায় পাঠান হয়—লেখক।

করার জন্যে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছিল যাতে ওদের মনে ধারণা জন্মায় যে আট অথবা নয়টা পদাতিক ডিভিশন। বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক আর কামান কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে পরিকল্পিত অভিযানের প্রকৃত স্থান থেকে সত্তর মাইলেরও বেশি দূরে অন্য এক জায়গায়। সংলগ্ন যুদ্ধ সীমান্তেও শত্রুদের ভুলপথে চালিত করার অনুরূপ আয়োজন করা হয়েছিল।

এই দুটি এলাকাতেই জঙ্গলের মধ্যে প্রায় এক হাজার নকল ট্যাঙ্ক আর চারশো নকল বিমান তৈরী করা হচ্ছিল এবং লোক-দেখানো বিমান আবরণ ক্ষেত্র আর বিমান ঘাঁটি তৈরী করা হয়েছিল। দিনের বেলার তার, কপিকল আর হাতল লাগানো চাকার সাহায্যে এই সকল ট্যাংক-বিমানের কিছু কাঠামোকে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হতো যখন শত্রুদের পর্যবেক্ষক বিমান .আসতো। সেই সঙ্গে শব্দ সৃষ্টিকারী শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে ইঞ্জিন চলার শব্দ সৃষ্টি করা হতো নকল কাঠামোগুলোকে নিয়ে যাওয়ার সময়। এই নকল ট্যাঙ্ক-বিমান যে শত্রুদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে এদের বাইরের রূপ এবং আসলের সঙ্গে সাদৃশ্য নিয়মিতভাবে খুঁটিয়ে দেখা হতো এবং আকাশ থেকে ফটো তুলে মেলানো হতো।

দুশোরও বেশি সামরিক বেতার কেন্দ্র পাঠানো হয়েছিল এই দুটি জায়গায়, যাদের কাজ ছিল যুদ্ধ সীমান্তের অন্যান্য এলাকা থেকে এই এলাকায় কাল্পনিকভাবে পাঠানো ইউনিট ও সংগঠনের মধ্যে রণকৌশলগত তথ্য বেতার সংকেতের মাধ্যমে যেন পাঠানো হচ্ছে এমন ভাব দেখিয়ে নকল সংবাদ আদান-প্রদান করা। সেইসঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যেখানে সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে সেখানে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যথাসম্ভব কম বেতার মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো হতো—নতুন আনা সব ইউনিটের প্রেরক-যন্ত্র সীল করে দেওয়া হতো।

নকল সৈন্য সমাবেশ করা হতো যেসব গ্রাম বা শহরে, সেখানে অভিযান শুরু হবার এক সপ্তাহ আগে সৈন্যদের জন্যে বাসভবন দখল করার মেকী অফিসার চলে আসতো সৈন্যদের জন্যে দখলীকৃত বাসভবন ও কর্মীদের জন্যে দপ্তরের অনুসন্ধান করতো লোক দেখিয়ে। স্বাভাবিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্বাচিত বাড়ির গায়ে এবং গেটে চক দিয়ে সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হতো। সেইসব বাড়ির অধিবাসীদের বলা হতো সৈনিকদের রাখবার

জন্যে তারা যেন প্রস্তুতি চালায়। অভিযানের এক সপ্তাহ আগে বিশেষ ভাবে নির্বাচিত অফিসার এবং মহিলা কর্মীরা এসে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য সৈন্য সমাবেশ ও লড়াই যে আসন্ন এই মিথ্যার গুজব ছড়াতে শুরু করতো।

ছদ্ম আবরণে আত্মগোপন করার ব্যাপারে আর যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার জন্যে ছিল যুদ্ধ সীমান্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করা ও শীতের পরিবেশের জন্য প্রস্তুতি চালানোর কাজ। যেসব জেলায় সৈন্যদল কেন্দ্রীভূতকরণের কাজ এগোচ্ছিল সেখানে সৈন্য বাহিনী ও ডিভিসনের ইশতাহারে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ নিয়ে আলোচনা করা হতো। যে-সব জায়গা আগে থাকতেই দখলে আছে সেখানকার শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সমস্ত মৌখিক প্রচারকদের নিয়োজিত করা হতো।

কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল—যুদ্ধ সীমা রেখার পশ্চাদভাগে পাশ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা কঠোরতর করা এবং টহলদারী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা, যেখানে শত্রু দলকে নিয়োজিত করা হতে পারে, সেখানকার চারদিক ঘিরে ফেলা ও চিরুনী অভিযান চালানো; রেলস্টেশন ও গ্রামকে দিনরাত পাহারা দেওয়া; ঠিকমতো সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটকে রাখা।

শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা বাহিনী যে সব বর্বোরোচিত পদ্ধতি অবলম্বন করে সে সম্বন্ধে বাহিনীর সকল কর্মীকে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং সতর্ক প্রহরার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সৈন্য বাহিনীর কর্মী ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছিল। যেসব এলাকায় সৈন্যদল কেন্দ্রীভূত থাকে সেখান থেকে লেখা সব রকম ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আটকে রাখা হয়। এবং শুধুমাত্র আক্রমণ শুরু হবার পর সেগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

স্তালিন যে উদ্বিগ্ন হয়েছেন একথা বুঝতে পেরে কুরাসভ তাঁর প্রতিবেদনের শেষে আশ্বাস দিলেন যে, আসন্ন অভিযানের পরিকল্পনা তিনি ছাড়া যুদ্ধ সীমান্তে আর মাত্র দুজন জানেন—সর্বাধিনায়ক ও সমর পরিষদের প্রথম সদস্য এবং পূর্ণ আস্থা নিয়ে কুরাসভ ঘোষণা করলেন—'আমাদের প্রস্তুতিকে গোপন রাখার জন্য যে-সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলো এতই ত্রুটিহীন আর এতই ব্যাপক যে জার্মানরা ঠিক ততটুকুই দেখতে পাবে যতটুকু আমরা তাদের দেখাতে চাইবো।

স্তালিন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কুরাসভ বা সীমান্ত অধিনায়ক কেউই নিয়েমেন দল সম্বন্ধে কিছু জানতেন না। এমন কি শত্রুদের বেতার যন্ত্র যে এলাকায় সক্রিয় ছিল সেই সংলগ্ন এলাকার তৃতীয় বাইলোরুশীয় যুদ্ধ সীমান্তের অধিনায়কেরাও জানতেন না। সৈন্য বাহিনীর সেনাপতিদের অবশ্য এজন্য দোষারোপ করা যায় না কারণ পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগীয় ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন না। এর জন্য অবশ্য দায়ী করা যেতে পারে সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ ও স্থানীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে।

কুরাসভের জোরদার বক্তৃতা স্তালিনের নজর এড়ায় নি। আদৌ কোন রকমভাবে সতর্ক না করার জন্যে পূর্বাপর বিচার না করে প্রতিবেদন পেশ করার সময় একটা কিছুও বাদ দিলেন না কুরাসভ। কুরাসভ যে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন সেটা স্তালিনেরও পছন্দ হয়েছিল—একবারের জন্যেও কুরাসভ রিগা বা মেমেলের কথা উল্লেখ করেন নি—যে শহর দুটিতে আক্রমণের প্রধান আঘাত হানার কথা—কিংবা মুখ ফসকে একটা শব্দও বেরিয়ে পড়ে নি ঠিক কোন জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করা হচ্ছে। উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বেতার টেলিফোনের ওপরেও স্তালিন ভরসা রাখতে পারতেন না, যদিও বেশ কয়েকবার তিনি নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মৌখিক ও লিখিত আশ্বাস পেয়েছিলেন যে বেতার টেলিফোনের মাধ্যমে পাঠানো কথাবার্তা মাঝপথে শোনা বা ধরা সম্ভব নয়।

স্তালিন আরও কিছু জানতেন, যা কুরাসভ বা যুদ্ধ সীমান্তের প্রধান সেনাপতি জানতেন না: সেপ্টেম্বর মাসের জন্যে পরিকল্পিত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের চমক ও গোপনতাকে সমর্থন করে চলেছিল শুধু বাল্টিক অঞ্চলে নয়, সেইসঙ্গে উক্রাইন ও বাইলোরাশিয়াতে পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ ও নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে পরিচালিত সুসমন্বিত বেতার খেলা।

কুরাসভের প্রতিবেদন স্তালিনকে কোন রকমের আশ্বাস দিতে পারল না এবং তাঁর মেজাজ একটুও ভাল হল না। মনে মনে চিন্তা করলেন, 'সম্ভাব্য বিরোধিতা উপেক্ষা করতে হবে দেখছি আমাদের। তারপর হঠাৎ বিদায় জানিয়ে টেলিফোন রেখে দিলেন।

কারখানা থেকে রেলপথে যুদ্ধ সীমান্তে ট্যাংক পাঠাবার ব্যাপার সম্বন্ধে সর্বাধিনায়ক বিশেষভাবে চিন্তান্বিত ছিলেন। সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেক

ইউনিটে কমাণ্ডিং অফিসার ও পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধি থাকেন, যাঁর সমান দায়িত্ব থাকে যুদ্ধোপকরণ আর সৈন্যদলকে ছোট ছোট দলে ভাগ করার ব্যাপারকে লুকিয়ে রাখা এবং গোপনতা রাখার ব্যাপারে এবং মুহূর্তের নোটিশে যেকোন প্রয়োজনীয় আত্মগোপন করা সংক্রান্ত ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্যে তাঁদের অধীনে থাকে শত শত সৈনিক, এন.সি.ও. এবং অফিসাররা। ট্রেনে করে সামরিক উপকরণ বহন করার ব্যাপারে কয়েকজন পাহারাদার থাকে বটে, কিন্তু শুধু ঐটুকুই। দীর্ঘ তিন বছরের যুদ্ধ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে স্তালিন দেখেছেন যে ট্রেনে করে নিয়ে যাবার সময় ট্যাংক-গুলো বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে ভীষণভাবে এবং শত্রুপক্ষের চর বা বিমান থেকে পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে একেবারে সুস্পষ্ট সূত্র জুগিয়ে দেয় লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছবার আগে ট্রেন থেকে নামাবার সময়। কোন বিশেষ অঞ্চলে ট্যাংক সমবেত করার অর্থই হল ঐ এলাকায় বা ঐ দিকে অভিযান যে আসন্ন হয়ে উঠেছে তার বৈশিষ্ট্যমূলক ও নির্ভুল ইঙ্গিতকেই দেখিয়ে দেওয়া।

তিনি মনে মনে কল্পনা করলেন চেলিয়াবিনস্ক, সভেদলোভস্কি এবং গর্কি থেকে যাত্রা করেছে একটা বিশেষ সৈন্যবাহিনী ট্রেন বা কারখানায় ট্যাংক বোঝাই করা হচ্ছে ট্রেনে। অভিযান সংক্রান্ত পরিবহণের জন্য ভারপ্রাপ্ত জেনারেল স্টাফ বিভাগের বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীনে পাঠানো হয় যে বিশেষ *কে শ্রেণীর* ট্রেন এগুলো সেই ধরনের ট্রেন। উরাল অঞ্চল থেকে বাল্টিক অঞ্চল পর্যন্ত পুরো পথটায় এদের "সবুজ আলো" দেখিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ট্রেনগুলো চলে সর্বোচ্চ গতিতে এবং এমনকি বড় বড় স্টেশনেও থামে না এবং বড় বড় জংশনে সবচেয়ে সেরা আর শক্তিশালী ইঞ্জিনকে তৈরী রাখা হয় ট্রেনের জন্যে। যেসব শহরের ওপর দিয়ে ট্রেনগুলো যাবে তাদের কমাণ্ডান্টদের বা রেলপথে সৈন্য চলাচলের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত যারা তাদের পর্যন্ত ট্রেনের মূল গন্তব্য স্থল জানতে দেওয়া হত না, ট্রেনের গার্ডদের তো কথাই ওঠে না। কিন্তু কেন এসব করা হত? এতটা সাবধানতা অবলম্বন করারই বা কারণ কি? একটি বিশিষ্ট গন্তব্যস্থলে ট্রেনগুলো পৌঁছানো মাত্র যাতে ক্রাভৎসভ বা মাটিগুরা যেন জার্মানদের না জানিয়ে দেয় খবরটি তাহলে তো পুরো পরিকল্পনাই ফাঁস হয়ে যাবে, যেটা জানেন একেবারে মুষ্টিমেয় কজন স্তাভকার লোক। ফ্রন্টের কমাণ্ডার—দুজন মার্শাল, পাঁচজন সেনাপতি এবং সর্বোচ্চ অধিনায়ক নিজে?

'ইতঃস্তত: করছ ? !'

ইতঃস্তত: তিনি করতে পারেন, ট্রেনকে থামাতেও পারেন : সেটা শক্ত কাজ নয়, কিন্তু যুদ্ধ থামাতে পারা যায় না। ফলে এখনই কি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ? চমক দেখানো ও গোপনতা অবলম্বন করার কাজ সুনিশ্চিত করার জন্যে হাজার হাজার মানুষের এইসব চেষ্টা, যেসব ব্যবস্থা খুব সাবধানতার সঙ্গে পরিকল্পিত হয়েছে। চিন্তা করে তৈরী করা হয়েছে, সেসব কিছু ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে খুবই সহজে। আশেপাশের অন্য সকলের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার একটা অভ্যাস স্তালিনের ছিল এবং তারই ভিত্তিতে তিনি মনে করলেন একমাত্র তিনিই সবার আগে সেই মুহূর্তে পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারছেন অল্প কয়েক দিনের মধ্যে যে অভিযান চালানো হতে যাচ্ছে তার ওপর নিয়েমেন দলের ক্রিয়াকলাপ কী প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারে।

* * *

স্তালিনের ডাক পেয়ে সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এবং আভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সম্বন্ধীয় কমিসাররা প্রায় একই সঙ্গে এসে হাজির হলেন। তাঁরা যে এসে গেছেন একথা জানাবার পর, তিনজনকেই ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল; শান্ত ভদ্র স্বরে তাঁরা তাঁদের নেতাকে অভিবাদন জানালেন। প্রত্যুত্তরে স্তালিন ঘাড় নাড়ালেন, কিন্তু এমনই অল্প পরিমাণে যে চোখে পড়ে না বললেই চলে এবং টেবিলের কাছে এগিয়ে পর্যন্ত আসতে বললেন না তাঁদের, ওঁরা দরজার কাছে দাঁড়িয়েই রয়ে গেলেন। ওরা খুব সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন. এভাবে তড়িঘড়ি করে কেন যে তাঁদের ডেকে আনা হয়েছে তা তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না এবং এ থেকে তাঁদের যে কি শুভ হবে এটাও তারা আশা করছিলেন না, বড় পাঠকক্ষের দরজা থেকে শঙ্কিত ও সতর্ক ভঙ্গিতে তাঁরা একটু এগোলেন।

প্রতিবেদন পেশ করার পর এগিয়ে আসতে না দেওয়া জেনারেল স্টাফের বড়কর্তা গাঢ় সবুজ বনাত দিয়ে মোড়া মিটিং করার লম্বা টেবিলের মাঝখানে রাখা কাগজপত্র আর নকশা দেখতে শুরু করে দিয়েছেন। নীলচে-ধূসর মার্শালের উর্দিপরা স্তালিন পেছন দিকে হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। লাল রঙের সরু এক ফালি কার্পেটের ওপর নিঃশব্দে পা ফেলে হাঁটছিলেন

স্তালিন, তবে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি জোরে, যেটা দেখলেই বোঝা যায় উনি বিরক্ত ও অত্যন্ত অখুশি হয়ে আছেন।

অফিস ঘরের শেষ প্রান্তের দিকে স্তালিন হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন। ওখানে ছিল তার ব্যক্তিগত লেখালিখি করার টেবিল, সেখানে স্তূপাকারে রাখা ফাইল, বই আর কাগজপত্র, তার একপাশে রাখা ছোট টেবিলে কয়েকটা টেলিফোন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ তিনজনের দৃষ্টি যেন আটকে ছিল সামান্য ঝুঁকে পড়া বয়স্ক লোকটির কাঁধ আর সাদা মাথার পিছন দিকটার ওপর। পাঠকক্ষের শেষ প্রান্তের দেওয়ালের কাছে পৌঁছবার পর, উনি আবার ফিরলেন, দেওয়ালে ছ ফুট উঁচু ও হালকা রঙের ওক-কাঠের প্যানেল দেওয়া। এঁরা তিনজন স্তালিনের মুখ দেখতে পেলেও চোখ দেখতে পাচ্ছিলেন না, কারণ চিন্তান্বিত অবস্থায় পায়চারি করার সময় মাথা না তোলাটাই ছিল তাঁর অভ্যাস।

যে তিনজনকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই সর্বোচ্চ অধিনায়কের পছন্দের লোক এবং বিশ্বাসভাজন এবং তাঁদের তিনজনেই আজ ভালভাবে বুঝতে পারছিলেন সেই সুনজর থেকে আজ হয়ত বঞ্চিত হতে পারেন।

আবার ফিরে হাঁটার সময় স্তালিন লম্বা টেবিলটার কোণের দিকে তাকালেন, সবুজ বনাতের ওপর খোলামেলা অবস্থায় পড়ে আছে নিয়েমেন অভিযানের প্রতিবেদন এবং তাঁর ঘাড়টা একটু কেঁপে উঠল, যেন নার্ভাস হয়েছেন সামান্য। অন্যান্য মার্শালদের উর্দির উঁচু কলারটা যত শক্ত হয়, স্তালিনেরটা তেমন নয়, বিশেষভাবে পছন্দ করে নরম কাপড় দিয়ে কলারটা তৈরী করা হয়েছে, অথচ তবুও কলারটার জন্যে তাঁর বিরক্তি লাগছে।

প্রায় এক বছর ধরে স্তালিন সামরিক পোশাক পরা শুরু করেছিলেন, তেহরান সম্মেলনের পর থেকে, তবে এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি। মাঝে মাঝে এখনও তাঁর মনের মধ্যে চাপা আকুলতা জন্মায়, দুঃখ হয় কেন যে নরম কলারওলা হালকা ধূসর রঙের যুদ্ধের কোট বর্জন করেছিলেন, নরম ছাগলের চামড়ার লম্বা ককেশীয় বুটের মধ্যে ফুলপ্যান্ট গুঁজে পরার অভ্যাস— আমাদের গ্রহের এই অংশের যেটা নিজস্ব পোশাক। পঁয়ষট্টির মত বয়সে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অভ্যেস ছাড়া যে কত কঠিন তা উনি ভাবতেন। যে

পোশাক পরতে তিনি এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন, তার তুলনায় এই উর্দিটা ভীষণ ভারী এবং মেজাজ খিঁচড়ে থাকলে এই পোশাককে আরও কিম্ভূত লাগে তাঁর।

সৌখীন পোশাক স্তালিন একেবারে পছন্দ করতেন না। এবং মেডেলও ব্যবহার করতেন না: সামরিক কর্মীরা ছাড়াও যারা তাঁর আশেপাশে থেকে কাজ করত তারাও স্তালিনের পন্থা অনুসরণ করতো। এমন কি কাঁধের ওপর লাগানো হালকা সোনালী তক্‌মা, যার ওজন প্রায় বোঝাই যায় না, সেটি এবং মার্শালের উর্দির প্যান্টের দুপাশে যে ডোরা দাগ থাকে সেটাও তিনি পছন্দ করতেন না। এমন কি তাঁর উর্দির সঙ্গে মানানসই করে তৈরী করা সুন্দর চামড়ার জুতো পর্যন্ত পরতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন নি স্তালিন—ঠাট্টা করে উনি ওগুলোকে বলতেন পায়ের পট্টি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ তিনটির দিকে না তাকিয়েও উনি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন যে ওদের চোখ ওঁর ওপর নিবদ্ধ এবং এটাও জানতেন যে ওরা অধৈর্য হয়ে ও কিছু উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে। ভয় না পাক এরা অন্তত: উদ্বিগ্ন হয়ে থাকুক এটা চাওয়া যেন স্তালিনের কাছে খুবই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয় দেশের স্বার্থে এটা কাজে দেবে বলে মনে করতেন উনি, কারণ উনি বিশ্বাস করতেন যে একজন নেতা বা কোনো কাজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার অধঃস্তনদের শুধু শ্রদ্ধা নয় ভয় খাওয়াও উচিত। সেই কারণেই, উনি এটা নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন—এবং সেটা অযৌক্তিও নয় যে তার ফলে নির্দেশগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে এবং আরও দ্রুত ও নিখুঁতভাবে পালন করা যাবে।

এই তিনজনের পৌঁছবার পাঁচ মিনিট আগে, যুদ্ধের আগে তাঁর নিজের একটা বিবৃতির কথা চিন্তা করছিলেন, যে বিবৃতি ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে। উনি বলেছিলেন যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে লক্ষ লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন পড়তে পারে, অথচ মুষ্টিমেয় গুপ্তচরের অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করার পুরস্কার এনে দিতে পারে।

এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে যুদ্ধের আগেই তিনি এই ধরনের পরিস্থিতির বিপদ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কতবার তিনি সাবধান হবার জন্য বলেছেন, সজাগ থাকার ব্যাপারে জোর করতেন—অথচ আমরা তাঁর কথা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাটি এখনও ঠিক মতো গ্রহণ করতে

পারিনি। যদি বা তারা করতো, নিশ্চয়ই সিদ্ধান্তকে কার্যে প্রয়োগ করার ব্যাপারে এক ধাপ না এগিয়েই থেকে যেতো।

এই মুহূর্তে যখন দুজন কমিশার আর সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা এসে হাজির হয়েছেন স্তালিনের পাঠ কক্ষে, তখন সর্বোচ্চ অধিনায়ক তাঁর দেওয়া প্রাক্‌যুদ্ধ সাবধান বাণীর কথা স্মরণ করে যে ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সেটা নিজের মধ্যেই চেপে রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং বাল্টিক অঞ্চলের আসন্ন লড়াইয়ের কথা চিন্তা করে ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন।

নিয়েমেন অভিযান সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করার কথা বলার কোনো ইচ্ছে স্তালিনের ছিল না। অবশ্য তার কারণ এই নয় যে লিখিত প্রতিবেদন তিনি ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছেন বা তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সব কিছু খুঁটিনাটি মনে রেখেছেন। কোন নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব কাউকে যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে সে-সম্বন্ধে তার কাছ থেকে খবর শোনার সময় এ-কথা ধরেই নেওয়া হতো যে তিনি শুনবেন যে সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছে এবং সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে এবং নানাবিধ বাস্তব কারণ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন জানাবার মতো আর কোন ফলাফল নেই। ঐ ধরনের ব্যাখ্যা তৈরী করা হতো বিশেষজ্ঞদের পরিভাষা দিয়ে এবং স্তালিন খুব ভালভাবেই জানতেন যে গোয়েন্দা ও পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ হলো বিজ্ঞান ও শিল্পকলার এক দুর্লভ সংমিশ্রণ, এক অত্যন্ত জটিল ঘটনা। যার সূক্ষ্মতাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন শুধু অভিজ্ঞ, সুশিক্ষিত পেশাদাররা। অথচ সামরিক পরিস্থিতির জটিলতা সর্বোচ্চ অধিনায়ক সব সময় অতি দ্রুত ধরতে পারেন, গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ দায়িত্বকর্ম ও লক্ষ্যের মোটামুটি খসড়া নির্ধারিত করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখাটাকে বেশি জরুরী মনে করতেন। কোন রকম ভুল ভ্রান্তি করার ব্যাপারে স্তালিন কেমন অপরের সঙ্গে নিজেকেও ক্ষমা করতেন না, তাই বেতার খেলার প্রচণ্ড গুরুত্বকে গোড়ার দিকে হালকা করে দেখেছিলেন এবং কী ভাবে কয়েকবার তিনি মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ছিলেন একথা মনে পড়াতে স্তালিন ভীষণ লজ্জিত হয়েছিলেন ও নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি দৃঢ় নিশ্চয় ছিলেন যে কোনো সমস্যার মূল বস্তুটা তিনি তাড়াতাড়ি ধরতে পারেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে যারা প্রত্যক্ষ-

ভাবে জড়িত তাদের যে কোনো কাজের থেকে আরও গভীরভাবে বিষয়গুলি বুঝতে পারেন।

'এই কাজটার নাম কেন নিয়েমেন অভিযান রাখা হয়েছে?' হঠাৎ ওই তিনজনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, কিছুটা জড়ানো সুরে প্রশ্ন করলেন স্তালিন, কণ্ঠস্বরে জর্জিয়া দেশের টান সুস্পষ্ট।

কথা বলতে বলতে উনি মুখ তুলে, কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তার দিকে, তাঁর চোখগুলো ছোট ছোট, সবেমাত্র গ্লুকোমা শুরু হয়েছে বলে চোখের সাদা অংশটা হলদে হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে কমিশনার দুজনের মনের ওপর থেকে চাপটা নেমে গেলো. বুঝতে পারলেন আলোচনা প্রধানতঃ হবে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগকে নিয়ে, তাদের বিভাগ নিয়ে নয়।

'কোন বিশেষ কারণে এই নামটা বাছা হয় নি কমরেড স্তালিন, এটা শুধু একটা সাংকেতিক নাম।' পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিকের বড কর্তা উত্তর দিলেন; বয়সটা বেশ অল্পই বলা যায় এই কর্নেল-জেনারেলের, স্তালিনের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি এবং তার কথাতেই এই উচ্চ দায়িত্বসম্পন্ন পদে তাকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, ধূসর রঙের চুল, বড ভাসা ভাসা চোখ, খাঁটি রুশী মুখ; স্তালিনের একেবারে মুখোমুখি সাহসের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে।

'সাংকেতিক নাম?', পুনরাবৃত্তি করলেন কথাটার স্তালিন, উনি যেন খুব একটা সন্তুষ্ট হন নি এমন ভাব। 'এর সঙ্গে নিয়েমেন নদীর কোনো যোগাযোগ নেই?'

'না'। একটু থেমে উত্তর দিলো কর্নেল-জেনারেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো যে বেতার প্রেরক-যন্ত্রটা তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওটার সন্ধান একবার পাওয়া গিয়েছিল নিয়েমেন নদীর ওপর দিকের এলাকায়, মনে হয় ঠিক ঐ কারণেই হয়তো এটার নামকরণ করা হয়েছে। বড়কর্তা অবশ্য এই পরবর্তী চিন্তার কথাটা না বলাই ঠিক করলো; যেসব অধঃস্তন কর্মচারী সঠিক তথ্যের বদলে ভাসা ভাসা কথা বলে বা তাদের কাজ সংক্রান্ত কোন প্রত্যক্ষ ঘটনা সম্বন্ধে কিছু মনে করতে পারে না, তাদের ব্যাপারে একটুও ধৈর্য ধরতে পারেন না স্তালিন।

'তার মানে কি এই যে একটা আকাশকুসুম কল্পনা করে নিয়ে ঐ নাম

হয়েছে? নিশ্চয়ই তা নয়?' এবার স্তালিনের কণ্ঠস্বর কঠোর, সেনাপতির উত্তরে বা মুখের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাবটুকু সূক্ষ্মবুদ্ধি দিয়ে ধরতে পেরেছেন উনি।

'শুধু সাংকেতিক নাম ছাড়া আর কিছুই নয়', দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিল পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা, 'আমাদের কাজ এবং তদন্তের ব্যাপারে কোন অভিযানকে নিয়েমেন, ডন বা ভিস্তুলা যাই নাম দেওয়া হোক না কেন কোন পার্থক্য হয় না।'

'আর ম্যাটিল্ডার ব্যাপারটা কি—ওটা কি কোন স্ত্রীলোক?' একটু থেমে জানতে চাইলেন স্তালিন।

'ম্যাটিল্ডা? ওটা একজন এজেন্টের ছদ্ম নাম।'

'একটা নাম নিয়ে কাজ করা…', কথাটি স্তালিনের বেশ বোধগম্য হয়েছে এইভাবে ঘাড় নাড়লেন। কর্নেল-জেনারেলের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আপন মনে দু-চার পা হেঁটে বাঁ দিকে গিয়ে বললেন, 'তাহলে এইটুকুই তোমরা বলতে পার যে ওরা ওদের কাজ ভালমতই জানে।'

কয়েক সেকেণ্ড পরে হাঁটতে হাঁটতে স্তালিন প্রায় উল্টো দিকের দেওয়াল পর্যন্ত চলে গেছেন এবং দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ তিনজন স্তালিনের সুগঠিত দেহ কিংবা আরও সঠিকভাবে বলা উচিত ধূসর মাথা আর সরু গলার ওপর দৃষ্টি রেখেছিল। একেবারে ওক গাছের প্যানেলের কাছ বরাবর গিয়ে স্তালিন আবার ফিরলেন এবং ঘরের মাঝখান পর্যন্ত এসে আবার শান্তভাবে বলতে লাগলেন, 'এখানকার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পরিণতি, বাল্টিক এলাকার প্রায় পাঁচ লক্ষ জার্মান সৈন্যের ভাগ্য যে জড়িয়ে আছে সে ব্যাপারে আমাদের কতটা ঝুঁকি আছে সেটা কি তোমরা উপলব্ধি করতে পার?'

'হ্যাঁ, পারি', পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা বললেন।

তখন স্তালিন ওর খুব কাছে গিয়ে মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কি বুঝতে পারছ যে গোপন তথ্যটি যদি কোন ক্রমে ফাঁস হয়ে যায় এবং এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের যখন প্রস্তুতি ও প্রয়োগের কাজ চলছে তখন শত্রু পক্ষ যাতে কোনক্রমে খবরটা না পায় তার ব্যবস্থা এখুনি করা উচিত?'

'হ্যাঁ বুঝি।'

স্তালিন আবার ওর কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে হঠাৎ দুম করে

ফিরে প্রশ্ন করলেন, 'ওখানে কত জন আছে?' টেবিলের ওপর রাখা নিয়েমেন তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত লিখিত প্রতিবেদন দেখিয়ে বললেন।

'এজেন্টদের এই দলে ঠিক কত জন আছে তার সঠিক তথ্য আমরা পাই নি', স্তালিনের চোখে চোখ রেখে কর্নেল-জেনারেল উত্তর দিল, 'ঐ দলের আসল কাজকর্ম চালাচ্ছে সম্ভবত তিন-চার জন মানুষ।'

এই কথা শোনা মাত্রই স্তালিনের মনে পড়ে গেল নিজের দূরদর্শিতার কথা, যুদ্ধের আগেই উনি বলেছিলেন সেই ঐতিহাসিক সাবধানবাণী যে মুষ্টিমেয় গুপ্তচরের অন্তর্ঘাতমূলক কাজের ফলে বড় যুদ্ধে হার হতে পারে। উনি যে একাধিক বার তাঁর নিজস্ব দপ্তরের লোকজনদের আর একটা জ্ঞানের কথা বলতেন সেটাও মনে পড়ে গেল: সম্ভাব্য সব রকমের ব্যয় সংকোচের মধ্যে গুপ্তচর বিভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে ব্যয় সংকোচ করা সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে। এই সংকটের মুহূর্তে ওরা নিশ্চয়ই খরচ কমাবার কোন চেষ্টা করছে না? কিংবা ওরা কি বিপদের গুরুত্বকে হাল্কা করে দেখছে?

জোর করে রাগ চেপে রেখে স্তালিন ঘুরে দাঁড়ালেন এবং পা ফেলে ঘরের মাঝখানে এগিয়ে গেলেন যেখানে জেনারেল স্টাফের বড় কর্তা বসেছিলেন। দাঁড়িয়ে, পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বেশ চিন্তান্বিত ও বিষণ্ণ সুরে বললেন, যেন স্বগতোক্তি করছেন, 'নিরাপত্তা বিভাগের এতগুলো লোক আমাদের আছে, অথচ মাত্র তিনজনকে ধরতে পারছে না তারা। ব্যাপারটা কি?'

ঐ "ব্যাপারটা কি?" কথাটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির কানে ভীষণ অশুভ শোনাল। অন্ততঃ দুজনের কাছে মনে হল যেন জানতে চাওয়া হচ্ছে, 'তবে কি ওরা তাদের ধরতে *পারে না* বা ধরতেই চাইছে না?'

নকশার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন সেনাপতি, মুখ তুলে স্তালিনের দিকে তাকালেন, যেন ওঁর কথা বুঝতে পেরেছেন। ঐ দৃষ্টিতে পরিষ্কার ফুটে উঠল যেন উনি বলতে চাইছেন: 'কমরেড স্তালিন, আপনি তো কখনও ভুল করেন না, এবারেও করছেন না। কয়েক লক্ষ শত্রু সৈন্যকে আমরা ঠেলে পিছু হটতে বাধ্য করছি, অথচ এখানে মাত্র তিনজনকে ওরা ধরতে পারছে না। আপনার মানসিক বিপর্যস্ততা আর আতঙ্কের কারণ আমি ঠিক ধরতে পারছি। অবশ্য এ প্রশ্নটি আমার এক্তিয়ারের বাইরে; দুর্ভাগ্যবশতঃ

এক্ষেত্রে আমার সাহায্য করার কিছু নেই এবং আপনি অনুমতি দিলে, আমি সরাসরি যে কাজের সঙ্গে যুক্ত তাতে মন দিতে পারি।'

জেনারেল স্টাফের বড় কর্তার ঐ দৃষ্টিতে যা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেটা যেন স্তালিন বুঝতে পেরেছেন এমনভাব দেখিয়ে আবার উনি পায়চারি করা শুরু করলেন।

ভারী দরজাটা নিঃশব্দে খুলে স্তালিনের ব্যক্তিগত সচিব ঘরে ঢুকে নির্বিকার সুরে ঘোষণা করল, 'মার্শাল রোকোসোভস্কি টেলিফোন করছেন।'

কথাটা শুনে স্তালিন পেছন ফিরে তাকালেন না বা তাঁর মধ্যে কোন রকমের প্রতিক্রিয়াও হল না, ফলে তাঁর সচিব চুপ করে থাকার অর্থ বুঝে নিয়ে নিঃশব্দে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল—স্তালিন মার্শালের সঙ্গে কথা বলবেন।

'এই অত্যন্ত বিপজ্জনক শত্রুরা তোমাদের নাকের ডগায় প্রায় এক মাস ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের খুশিমতো ঘোরাফেরা করছে', দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলির কাছ থেকে দূরে চলে যেতে যেতে স্তালিন বলে চললেন, 'একথা জানতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক যে এ-ব্যাপারে আমাদের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ কিছু করছে, কি করছে না? এটা কি অদূরদৃষ্টিতার, না দণ্ডনীয় অবহেলা থেকে উদ্ভূত শৈথিল্যের পরিণতি? উত্তর যাই হোক না কেন, এটা কিন্তু চরম দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।'

স্তালিন যে দোষারোপ করছিলেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক: প্রথম থেকেই সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। দোষারোপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো দূরের কথা কোনো রকম অজুহাত দেখানোর চেষ্টা করারই কোনো মানে হয় না। অফিস ঘরের বিপরীত দিকে যেখানে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো কয়েকজন মানুষ তাকিয়েছিল তাদের সর্বোচ্চ অধিনায়কের দিকে সেখানে নেমে এলো মৃত্যুর নিঃস্তব্ধতা।

রাগে মুখ চোখ ফ্যাকাশে করে স্তালিন ফিরলেন, তাঁর টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া একটা বিশেষ ধরনের বুক-কেসে রাখা বেতার টেলিফোন যন্ত্রটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে উনি চিন্তা করতে শুরু করলেন ওয়ারশতে এখন অভ্যুত্থান চলছে, পোল্যাণ্ডের পরিস্থিতির কথাও তার চিন্তা হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে যতোগুলো সমস্যার মোকাবিলা তাঁকে করতে হচ্ছিল তার জন্যে এটাই

সবচেয়ে জটিল সমস্যা। টেবিলের কাছে গিয়ে উনি রিসিভারটা তুলে নিলেন। প্রথম বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্তের কমাণ্ডার মার্শাল রোকোসোভস্কির জোরালো কণ্ঠস্বর শোনা গেলো পোল্যাণ্ড থেকে। স্তালিনের মনে হলো যে ঐ মুহূর্তে তিনি তাঁর অসন্তোষ আর বিরক্তি চেপে রেখে শান্তভাবে কথা বলতে পারবেন না। অপর পক্ষে রোকোসোভস্কি- যিনি বাইলোরুশ অভিযানের ব্যাপারে সব কিছু দারুণ সাফল্যের সঙ্গে করে চলেছেন এবং যিনি সম্প্রতি, স্তালিনের ব্যক্তিগত সুপারিশের ফলে, মার্শাল এবং সোভিয়েত দেশের বীর উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, তার প্রতি হঠাৎ খারাপ ব্যবহার করাও চলে না, তাই কিছুক্ষণ হাতে ধরে রাখার পর স্তালিন রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। আবার অস্থির হয়ে পায়চারি করা শুরু করলেন তিনি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে এবং তারপর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা আর দুই গণ কমিশারেব ওপর চোখ বুলিয়ে স্তালিন প্রশ্ন করলেন, 'তল্লাশী ব্যাপারে স্থানীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি অংশ নিচ্ছে কি?'

অাভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক কমিসারিয়েতের স্থানীয় সংস্থাগুলোকে এই অভিযান সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, তবে তল্লাশীর ব্যাপারে তাদের নামেমাত্র জড়ানো হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ সীমান্ত এলাকার তুলনায় সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার সুযোগ খুবই কম পেতো তারা। আর সর্বোচ্চ অধিনায়ক খুব ঘোর-প্যাঁচের উত্তর একেবারেই সহ্য করতে পারেন না এবং এই পরিস্থিতিতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি শুনবেনই না। তাঁর উচ্চ-পদমর্যাদার সহকর্মীদের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ইতিমধ্যে অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে তাকে আরও বেশী অসুবিধা-জনক করে তুলতে অনিচ্ছুক। সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তার উত্তর যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত রেখে বললেন, 'হ্যাঁ, তারা অংশ নিচ্ছে', বললেন বটে। কিন্তু এই ইতিবাচক উত্তরটা নিসন্দেহে তার নিজের অবস্থা আরও বেশি ঘোরালো, আরও বেশি কন্টকময় করে তুললো।

'সৈন্যবাহিনীর সাহায্য দরকার?'

'জেনারেল স্টাফ ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের সৈন্যদলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে।' কথাটা বলার সময় পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা ইচ্ছে করে স্তালিনের দিকে না তাকিয়ে তাকালেন সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির

ওপর. যিনি "জেনারেল স্টাফ" কথাটা কানে যাওয়া মাত্র হাতের নথীপত্র-গুলো পডতে পড়তে চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন।

'মাফ করবেন কমরেড স্তালিন', সেনাপতি বললেন, তখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ অধিনায়ক তাঁর দিকে পেছন ফিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কথাটা শুনেই ফিরে দাঁড়ালেন. এ থেকে বোঝা গেলো সেনাপতিকে স্তালিন কতো শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। 'কথাটা যদি প্রথম বাল্টিক আর তৃতীয় বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্তের হয় তবে জানিয়ে রাখছি এই দুই বাহিনীর অধিনায়কদের গত রাতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সৈন্য এবং সাজসরঞ্জাম দুই ব্যাপারেই পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগকে তারা যেন সর্বতোভাবে সাহায্য করে।'

পিছনে হাত রেখে স্তালিন আবার পায়চারি করা শুরু করলেন। লম্বা টেবিলে যেখানে সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি বসেছিলেন যেখানে পৌছবার আগেই বেশ বিরক্তভাবে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি, যেন নিজেকেই প্রশ্ন করছেন, 'কী আছে ওখানে ? সবাই অংশ নিচ্ছে, সবাই দেখছি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, অথচ ভীষণ বিপজ্জনক শত্রুপক্ষের চরেরা পুরো একটা মাস আমাদের যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে।' তারপর হঠাৎ রাগে চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কী দায়িত্বহীনতা। এ সহ্য করা যায় না।'

কোনো রকম অজুহাত দেখাবার পক্ষে এটা ভাল সময় নয়, তবুও পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তা একথা না বলে থাকতে পারলেন না, 'আমি বলছি আপনাকে, কমরেড স্তালিন, যা কিছু করা সম্ভব সব করা হচ্ছে।'

'অতোটা আশা রাখতে পারছি না', সরু কার্পেটের ওপর থেকে নজর না সরিয়েই স্তালিন চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন. 'যাই হোক, "করা হচ্ছে" কথাটার মানে কি ? কিভাবে তল্লাশী করা হচ্ছে সেটা জানতে আমি চাই না. আমি চাই ফলাফল। এ কথাটাও বলে রাখতে চাই তোমাদের কাজের ওপর কোনো রকম বাধা-নিষেধ রাখছি না আমরা, দরকার পডলে অসম্ভব কাজও করতে পারো।'

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কডা গলায় জানতে চাইলেন, 'কাজটা শেষ করতে কতো সময় তোমাদের দরকার।'

তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে অফিস ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলেন।

একটা চাপা উত্তেজনায় সব কিছু নিস্তব্ধ রইলো। পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তা তাকালেন তাঁর সহকর্মীদের দিকে এবং সহকর্মীরা তাকালেন তাঁর দিকে।

'আবার বলছি, এই কাজটা সারতে কত সময় লাগবে তোমাদের?' অফিসের উল্টো দিকের দেওয়ালের কাছে পৌঁছে স্তালিন আরও জোরে কথাটা বললেন এবং ঐ তিন জনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, সময়টা যতো কম লাগে তার চেষ্টা করবে। যুদ্ধ সীমা রেখার পিছনে ট্যাংক আর আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত দলগুলোকে কেন্দ্রীভূত করার কাজ শুরু করার আগে ওদের গ্রেপ্তার করতেই হবে…ঐ দলের কতকাংশ ইতিমধ্যে পৌঁছেও গেছে।'

'কতো কম সময়? কমরেড স্তালিন ২৪ ঘন্টা' একটু থেমে উত্তর দিলেন আভ্যন্তরীণ বিষয়ক গণ কমিসার।

আরও যে দুজনকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাদের তুলনায় এঁর কথার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করলেন স্তালিন. এবং তা ছাড়া নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে তো উনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। গণ কমিসার বুঝতে পারলেন যে স্তালিন আরও কম সময়ের কথা, যেমন কয়েক ঘন্টা শুনতে চেয়েছিলেন। যদিও কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা করা বাস্তবসম্মত নয় এবং শুধু মনোগত ইচ্ছের কথা শুনলে সর্বোচ্চ অধিনায়ক আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন।

"২৪ ঘন্টা" উত্তরটা কমিসারের কাছে সবচেয়ে ভাল উত্তর বলে মনে হয়েছিল, অথচ একবার যখন সময় নির্ধারিত করা হয়ে গেছে, তখন স্তালিনের কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখবার জন্যে নানা রকম আশংকা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন উনি. কারণ স্তালিনের চিন্তাধারা ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায় ফলে এই প্রতিক্রিয়াটিও যে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত হবে এটা উনি বুঝতে পারছিলেন। এবং সত্যি সত্যিই এবারেও স্তালিন তাঁর শ্রোতাদের আবার চমকে দিলেন।

'প্রায় একমাস ধরে ব্যর্থ হয়েছো ওদের ধরার ব্যাপারে আর এখন কি না বলছ একদিনে কার্যোদ্ধার করবে', আশ্চর্য হবার ভান করে স্তালিন অবজ্ঞা-ভরে বললেন. 'বেশ…বেশ…।'

অফিসে যাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে তিনি তাঁদের মতো পেশাদারী দক্ষতা অর্জন না করলেও, এটা বুঝতে পারছিলেন যে কমিসার যে সময়

নির্ধারিত করেছেন তা কতোটা অবাস্তব। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে চরদের ধরাটা এক সপ্তাহের মধ্যে না ধরার মতোই একটা ব্যাপার। যদিও উল্লেখ করে ফেলা অবাস্তব "২৪ ঘন্টা" সর্বোচ্চ অধিনায়কের মনোমত হয়েছিল। একটা গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশলগত অভিযানের প্রস্তুতির সাফল্যের স্বার্থে এই ধরনের সময় সীমা নির্ধারণ সত্যিই প্রয়োজন এবং এর কাছে অন্য সব কিছু বিচার-বিবেচনা অগ্রাধিকার পাবে না।

অফিস ঘরের এক প্রান্ত থেকে স্তালিন ওদের দিকে আবার এগিয়ে এলেন, সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তার সামনে দাঁড়ালেন, ইস্পাত কঠোর অথচ বিষাদময় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করলেন, যে দৃষ্টি নাকি অভিজ্ঞ মার্শাল আর সেনাপতিদের ঘাম ঝরিয়ে দেয়, পাথরের মতো স্থাণু করে দেয় আর মুখ দিয়ে কথা বের হয় না, যে বীরেরা কোনোদিন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও চোখের পলক ফেলে নি। তারপর হিমশীতল কণ্ঠে স্তালিন জানতে চাইলেন, 'সব স্পষ্ট করে বুঝেছ তো ?'

'বুঝেছি।'

অফিস ঘরের দেওয়ালে গায়ে বড় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্তালিন বললেন, 'দেখে নাও আর মনে রেখো, তোমাদের হাতে সময় আছে মাত্র ২৪ ঘন্টা। ওদের যদি তার মধ্যে খতম করা না যায়'. এটা বলার সময় উনি সবুজ বনাত মোড়া টেবিলের ওপর রাখা নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত প্রতিবেদন হাত তুলে দেখালেন, 'এই অত্যন্ত গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপার যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে বন্ধ না হয়···তবে যারা এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছে···তার মধ্যে তুমিও আছ...তাদের এর পরিণাম ভুগতে হবে।'

তারপর স্তালিন তাঁর ভয়াবহ দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এসে রাখলেন কমিশার দুজনের ওপর, যেন বলতে চান, 'তোমাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হবে।' কমিশাররা যে তাঁদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে নেতার ইচ্ছার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করছেন এটা তাঁদের মনমরা ভাব এমনকি শরীরের শিথিল ভাব দেখেও বোঝা যাচ্ছিল। তাঁরা জানেন সর্বোচ্চ অধিনায়কের ভাষায় "পরিণাম ভুগতে হবে" কথাটির অর্থ শুধু চাকরী যাওয়া নয়। স্বীকার করতেই হবে ঐ কথাগুলো মাঝে মাঝে শুধু ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছু ছিল না, কিন্তু কে জানে যে এক্ষেত্রেও তাই হবে ?

এদিকে কমিশারদের অস্তিত্বই যেন নেই এমন ভাব দেখিয়ে স্তালিন এক-

দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন দীর্ঘদেহী সামরিক পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তার দিকে। 'তোমরা যা সাহায্য দরকার সব পাবে, তবে দায়িত্বটা ব্যক্তিগতভাবে তোমার রইল। তুমি যেতে পার এবার।'

শেষ কথাটা এবং সাবধানবাণীটা পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের বড কর্তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্বন্ধে উচ্চারিত হলেও কমিশার দুজন তাড়াতাড়ি ওঁর পিছন পিছন বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তাঁরাও ভালভাবে জানেন যে সর্বোচ্চ অধিনায়ক তার সব নির্দেশ, হুকুম, এমনকি সুপারিশ পর্যন্ত একটুও দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হতে দেখা পছন্দ করেন।

অবশ্যই, অন্য কোন ধরনের কাজ তিনি পছন্দ করতেন না।

৫৭। ১৯৪৪-এর আগস্টে লেখা চিঠি

প্রিয় মা,

পুরো একটা মাস তোমায় লিখতে পারি নি বলে দুঃখিত—একটুও সময় পাই নি। অতএব এবার সেটা পূরণ করার চেষ্টা করব।

আমরা পশ্চিম দিকে অনেকটা চলে এসেছি এবং এখন যেখানে আছি সেটা পোল্যাণ্ডের একটা অংশ ছিল। ফলে বলতে পারি আমি এখন বিদেশে আছি।

এখানকার লোকগুলো পোল আর বাইলোরুশ, কিন্তু সবাই যেন "পশ্চিমের লোক", নিপীড়িত, মুখ´ ও চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে অনুন্নত, আমাদের দেশের মত নয়। পুরো এক মাস হতে চলল গ্রামে-ঘরে একটা মানুষও দেখলাম না যে অন্ততঃ তিন-চার বছরের বেশি স্কুলে পড়েছে। শিক্ষার ব্যাপারে রাশিয়ার সঙ্গে এদের তুলনাই করা যায় না।

অবশ্য এরা যখন বাইরে বেরোয়, তখন কিন্তু আমাদের দেশের লোকের চেয়ে ভাল পোশাক পরে। গ্রামের আসবাবপত্রগুলোও শহরের মতন, বেঞ্চের বদলে চেয়ার। মেয়েরা হাঁটুর একটু নীচে পর্যন্ত নামানো সিল্কের পোশাক পরে, দামী কাপড়ের ঝকমকে রঙের ব্লাউজ। এখানকার পুরুষরা, এমনকি কৃষকরাও, সুট, নরম কলার দেওয়া সার্ট এমনকি পিক্-ক্যাপ পরে, পোল্যাণ্ডে এগুলোকে বলে *গ্যাপকি*। প্রায় প্রত্যেকেরই গলায় ঝোলে একটা করে ক্রুশ চিহ্ন এবং প্রত্যেক গ্রামেই খৃষ্টের মূর্তি সমেত একটা বিরাট

ক্রশ চিহ্ন ; অথচ বাড়িতে মাছি, ছারপোকা আর আরশোলার অন্ত নেই। আমরা রাতে ওদের বাড়িতে না থাকারই চেষ্টা করি।

এখানে সাম্য নেই। একটা বাড়ি হয়তো দোতলা, পাথরের তৈরী, বারান্দা দেওয়া বাড়ি, কাঁচের জানলা, ভেতরে ওয়াড পরানো আসবাবপত্র, কার্পেট, নক্‌শাকাটা মেঝে, সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, আবার ঠিক তার পাশের বাড়িটাই যেন একটা জঘন্য আস্তাকুঁড়, মেঝেটা মাটির, নীচু ছাদে মাকড়সার জাল, দেওয়ালগুলো ন্যাড়া। একটা কাঠের গামলাকে দোলনা করা হয়েছে, তাতে শোয়ানো আছে রোগা পাতলা একটা বাচ্চা, ওকে পরিষ্কারও করা হয় নি। অন্য পোকামাকড়ের কথা তুলছি না, মাছি সর্বত্র।

এখানকার লোকেদের অবস্থা স্বচ্ছল নয়, যাদের নিজস্ব খামার থাকে তারা বোধ হয় এমনিই হয়। বারবার একই কথা শুনতে হয় আমাদের, 'যদি আর দিন তিনেক আগে আসতেন, কিছু ভাল জিনিস খাওয়াতে পারতাম।' যে কথাটা সব জায়গাতেই শোনা যায় তা হল *কিএপস্কো*, অর্থাৎ খারাপ।

এখানকার বন জঙ্গলগুলো খুব সুন্দর, ঘন গভীর জঙ্গল, প্রচুর পাখি। এখানকার ক্ষেতগুলো দেখতে অদ্ভুত লাগে, সবগুলোই যেন লম্বা লম্বা ফালি, বোধ হয় বিপ্লবের আগে আমাদের দেশেও জমি ঐ রকমই ছিল। বাগানে প্রচুর আপেল আর নাসপাতি পেকে আছে, কিন্তু একটু দাঁড়িয়ে যে খাব তার সময় নেই, তাছাড়া আমার চাইতেও ভাল লাগে না।

এখন আগস্টের মাঝামাঝি অথচ গরম যেন জুলাই মাসের মত। আমাদের দেশের মতো এখানে সত্যিকারের শীতকাল আসে না। এরা বলে শীতকালে শুধু মাটিটা একটু ভিজে ভিজে ঠেকে। ফলে এখানকার মানুষ, গ্রামাঞ্চল আর আবহাওয়া চমৎকার হলেও বেশ আশ্চর্যজনক। দেশে ফিরতে পারলে অনেক বেশি ভাল লাগবে। তুমি ভাবতেও পারবে না যুদ্ধের আগে থেকেই আমাদের পুরনো মস্কোর নিজস্ব জগতটার জন্যে আমার মন কেমন করত। বাজরার পরিজ তার সঙ্গে মাখন দেওয়া, কভাসের ঝোল, *এস্কিমো* আইসক্রিম। এমনকি ট্রামের ঝগড়াটার জন্যেও মন কেমন করে।

নতুন ইউনিটে আমার নিজের মর্যাদাও আস্তে আস্তে খুঁজে পাচ্ছি, আগের থেকে তাই ভালই লাগছে। সময় বেশি পাই না ঘুমোবার জন্যে, আমার দলে বেশি লোকজনও নেই। ফলে অনেক ছুটোছুটি করতে হয় আমাকে।

কিন্তু যাদের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে তারা সকলেই খুব ভাল, আর আমাদের অধিনায়ক তো লক্ষ লোকের মাঝে ওরকম একজন দেখা যায়।

অযথা চিন্তা কোরো না মা, আমি খুবই ভাল আছি। একমাত্র তোমার চিঠি পেলেই আমার মনে পড়ে আঘাত আর রক্তক্ষরণের কথা।

খুব ভাল হয় যদি কিছু বই বা পত্রপত্রিকা পাঠাতে পার। যখন একটু অবসর পাই তখন পড়ার মত কিছুই পাই না।

সবাইকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আশা করি তুমি ভাল আছ। তুমি আর দিদিমা ভালবাসা আর চুমু নিও। আমরা যেদিকে এগোচ্ছি সেটা হল পূর্ব প্রুশিয়া।

আগে যে লজেন্সের বাক্সের কথা লিখেছিলে সেটা যদি এখনও থাকে তবে তাও পাঠিয়ে দিও।

তোমার আন্দ্রেই

আমার সোনা ছেলে, আন্দ্রিউসা!

দিদিমা আর আমি প্রত্যেক সপ্তাহে তোমাকে চিঠি লিখে চলেছি, কিন্তু সেটা সমুদ্রে নুড়ি ছোঁড়ার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে—কোন উত্তর নেই, তোমার কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দও পাচ্ছি না। চিঠি লেখো না কেন, এত দেরীতে দেরীতে কেন তোমার খবর পাই? যখন তোমার নিজের ছেলেমেয়ে হবে তখন বুঝবে এটা নিছক নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু না।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলায় আমরা নক্শাতে দাগ দিই আমাদের সৈন্য-বাহিনী কতদূর এগিয়েছে এবং ভাববার চেষ্টা করি তুমি কোথায় থাকতে পার।

এই নিয়ে পাঁচ বার তোমার কাছে আকুল হয়ে মিনতি জানাচ্ছি তুমি জানাও তোমার শরীর এখন কেমন আছে। মাথা-ব্যথায় কষ্ট কি এখনও পাচ্ছ, তোতলামির ভাবটা কমেছে কি, পায়ের আঘাতটাই বা কেমন আছে?

নিয়মমত খেতে পাও তো? আন্না পেত্রোভনা বলছিল যে যখন লড়াই চলে তখন যুদ্ধক্ষেত্রের রান্নাঘরটা থাকে অনেক পিছিয়ে এবং লড়িয়ে সৈন্যরা ঠিকমত খাবার পায় না। কথাটা কি ঠিক? তোমাকে খাবারের

একটা পার্সেল পাঠাতে পারি কি? এখানে অনেক তরকারী হয়েছে, আমাদের র‍্যাশন না হলেও চলে যায়। যদি চাও তো লিখো, লজ্জা কোরো না।

এখানে এখনও নিষ্প্রদীপ চলছে, তবে আমাদের প্রত্যেকের মনোবল অটুট আছে: যাই হোক আমরা তো সীমান্ত অতিক্রম করেছি এবং জার্মানীতে এবার হাত বাড়ালেই পৌঁছে যাব। মস্কোতে এখন প্রতিদিন মুক্ত করা শহরের জন্যে সম্মান দেখিয়ে কামান দাগা হচ্ছে, কয়েকদিন আগে তিন বার হয়েছিল, একবার তো মোট পাঁচবার।

আবার প্রতিটি ঘটনাতেই বুকে ব্যথা লাগে। গতকাল বাইলোরাশিয়া রেল স্টেশনের কাছে মাশা তেরেকোভার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এবং চত্বরে দাঁড়িয়ে চোখের জল না ফেলে থাকতে পারি নি। তোমার আরও দুজন স্কুলের বন্ধু মারা গেছে: সেরিওঝা কুজনেৎসভ মারা গেছে সেভাস্তপোলে এবং মিলোচকা পানিনা বাইলোরাশিয়াতে।

সেরিওঝাকে আমি তেমন ভাল চিনতাম না, কিন্তু মিলোচকাকে তো চিনি তুমি যেবার প্রথম বছর স্কুলে ভর্তি হলে তখন থেকে। একদিন মেয়েটা আমার কাছে নালিশ করেছিল তুমি নাকি ওর চুলের বিনুনি ধরে টেনেছ আর জোর করে নাচতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ঠাট্টা করে আমি বলেছিলাম ওর প্রতি তোমার নিশ্চয়ই একটু দুর্বলতা আছে, বলেছিলাম তোমরা দুজনে যেন আলাদাভাবে দূরে দূরে বসো। তোমাকে যখন সরিয়ে বসানো হল তখন খুব রেগে গিয়েছিলে এবং তখন আমার মনে হয়েছিল আমি যা ঠাট্টা করে বলেছিলাম তার মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে। দেখা গেল যে তুমি যে যুদ্ধ সীমান্তে ছিলে মিলোচকাও সেখানে ছিল। তোমার ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে মিলোচকাকে নিয়ে ৯ জন মারা গেল—তাদের জন্যে এবং তাদের মায়েদের জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়।

দিদিমা তোমার জন্যে একটা লম্বা গরম মোজা বুনেছেন, বিশেষ করে তোমার আঘাত পাওয়া পাটার জন্যে। এরপর অন্য এক সমস্যা—শীত তো এসে গেল বলে কিন্তু কি করে ওটা পাঠাবো তোমার কাছে ভেবে পাচ্ছি না। চিন্তা হয় যদি হারিয়ে যায়। তোমার পরিচিত কেউ যদি মস্কো আসে বা এদিক দিয়ে যায় তাকে আমাদের ঠিকানা দিয়ে দিও এসে ওটা নিয়ে যাবে।

সেই সঙ্গে কিছু খাবারও তোমাকে পাঠাতে পারি আমরা। ঐ ভাবে জিনিস পাঠানোই নিরাপদ।

আমার সোনা ছেলে! আমার কথা শোনো, অযথা বিপদের ঝুঁকি নিও না। মনে রেখো এখন তুমি ছাড়া আমার আর দিদিমার আর কেউ বেঁচে নেই। নিজের যত্ন নিও, আরও ঘন ঘন চিঠি দিও।

স্নেহাশীষ
মা

প্রিয় কাতেরিনা ইভানোভা!

আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনার পুত্র, লেফটেনান্ট আন্দ্রেই স্তেপানোভিচ ব্লিনভ এই বছরের জুন মাস থেকে সত্য সত্যই আমার অধীনস্থ একটি ইউনিটে কাজ করছে। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই যে, এই বৎসরের ৩০শে মে তারিখে ১১৩৫ নং সামরিক হাসপাতালে, যেখানে আহত হয়ে ও রক্তক্ষরণের অসুখে আক্রান্ত হয়ে আপনার পুত্র রোগী হিসাবে ছিল, সেখানে অনুষ্ঠিত মেডিক্যাল কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত ডাক্তারী সার্টিফিকেট অনুসারে তাকে স্থায়ী বাহিনীতে কাজ করার উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে নিঃশর্তে।

আপনার নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যুতে সমবেদনা জানাচ্ছি এবং কেন আপনি ঐ অনুরোধ করেছেন তা উপলব্ধি করতে পারছি। আপনি চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন আপনার পুত্রকে এমন "কাজের ভার দেওয়া যাতে জীবন বিপন্ন না হয়", দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য বাহিনীতে তেমন কোনো কাজে বন্দোবস্ত করা যায় না।

আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আপনার পুত্র বা আমার সঙ্গে যারা কাজ করছে তারা কেউই আপনার পাঠানো চিঠির কথা জানতে পারবে না, ইউনিটের অধিনায়ক হিসাবে তিনটি চিঠির প্রতিলিপি আপনাকে ফেরৎ পাঠাচ্ছি, যাতে আপনার স্বামী, আপনার কন্যা ও আপনার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়েছিল।

আপনার বিশ্বস্ত
ইগোরভ
ইউনিট কমাণ্ডার,
যুদ্ধক্ষেত্র পোস্ট অফিস, ১৯৩৬০

৫৮। তামান্তসেভ।

জুলিয়ার বাড়িতে সামান্য নড়াচড়ার আভাস পেলাম ভোরের আলো ফোটার সময়; এবং তারপরেই একটা ক্ষীণ শব্দ শুনলাম, ইতিমধ্যে শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছি আমরা, দরজা খোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ। পরমুহূর্তে হালকা সাদা কুয়াশার মধ্যে দেখতে পেলাম জুলিয়া আন্তো-নিউককে।

স্বতঃলব্ধ জ্ঞান এক বিচিত্র বস্তু - সেই রাতে বাইরে কাটাবার পর আমার হাড় পর্যন্ত জমে গিয়েছিল, সমস্ত পেশীতে এবং সারা শরীর দুর্বল লাগছিল, কিন্তু জুলিয়াকে দেখা মাত্র কোত্থেকে যেন দেহে নতুন শক্তির সঞ্চার হলো এবং উত্তেজনার ফলে বেশ উৎসাহী ও তৎপর হয়ে উঠলাম আমি।

হাঁটুর নীচে পর্যন্ত লম্বা সুতীর তৈরী একটা রাতের পোশাক পরে ছিল জুলিয়া, খালি পা এবং চুলটাও বাঁধা নয়। গাড়ি-বারান্দার ঠিক ভেতরে মাটির রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল জুলিয়া, একটু দাঁড়িয়ে কি যেন শোনবার চেষ্টা করলো, তারপর কুঁড়ে ঘরটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো ভোর বেলার কুয়াশার মধ্যে সে যেন কাউকে দেখার চেষ্টা করছিল, যেন সে কাউকে খুঁজছে, কাউকে আশা করছে। চালা ঘরটার দিকে তাকালো, তারপর বাড়িটা পাশে রেখে এগোতে লাগলো। চারপাশে তাকাতে তাকাতে হাঁটছিল জুলিয়া মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করছিল।

তারপর আবার গাড়ি বারন্দার কাছে ফিরে গিয়ে ক্যাঁচকোঁচে দরজাটা আস্তে খুললো এবং কিছু বললো যেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজার চৌকাঠে দেখা গেলো একজন সৈনিককে—মাথায় বাঁকা টুপি, হাতকাটা বর্ষাতি গায়ে, হাতে একটা সাব মেসিনগান।

ওকে দেখা মাত্রই উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠলাম আমি। সৈনিকটির মুখ আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম এবং তাকে চিনতেও পারলাম, ফটোতে যা দেখেছিলাম তা থেকে ততোটা নয়, যতোটা ওর সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ থেকে : "পাওলোস্কি।"

জুলিয়ার বাড়িতে ও আসে কি করে? আমরাও বুদ্ধু, আমাদের চোখই বা এড়ালো কি করে? ও যদি রাতের বেলায় এসে থাকে তবে বাতাস বইবার জন্যে বোধ হয় আমরা কিছুই শুনতে পাই নি।

কাছাকাছি কোথাও তার কোনো সহযোগী নিশ্চয়ই অপেক্ষায় ছিল (তারা নিশ্চয়ই খুব কাছে ছিল না, তা না হলে জুলিয়া প্রায় কিছু না পরেই সামান্য রাতের পোশাকে বাড়ির বাইরে যেতো না), ঠিক এইখানেই ওকে গ্রেপ্তার করার ইচ্ছেটা বাতিল করলাম আমি, যার অর্থ হবে অপরিহার্যভাবে জুলিয়ার চোখের সামনে কিছু গুলি-গোলা চলা। ফলে ঐ ইচ্ছাটা আমি ত্যাগ করলাম যদিও এ মুহূর্তটি তাকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে মনের দিক দিয়ে ছিল অসাধারণ শুভ মুহূর্ত।

বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে তারা পরস্পরকে বিদায় জানালো; দুজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো, জুলিয়া পুরুষটিকে কয়েকবার চুমু খেলো এবং পাওলোস্কিও ওকে একবার চুমু খেয়ে আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এগোতে শুরু করে দিলো, একবারও পিছন দিকে ফিরে তাকালো না। বেড়ার খুঁটিটার ধারে দাঁড়িয়ে জুলিয়া তিনবার বুকে ক্রুশ আঁকলো পাওলোস্কির নাম করে এবং তার পর নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। ওদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখার পর এবং তাদের বিদায় দৃশ্য চাক্ষুষ করার পর আমার মনে হলো জার্মানদের নিয়ে তার সম্বন্ধে যতো গুজবই রটুক না কেন সব বাজে, জুলিয়া মেয়েটি নিঃসন্দেহে পাওলোস্কির।

তারপর আমি মনে মনে চিন্তা করলাম—পাভেল সত্যিই খুব বুদ্ধিমান, এ কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর একবার ওর বিচার নির্ভুল প্রমাণিত হলো, এবং মনে মনে আমি ওর পিঠ চাপড়ালাম।

যে মুহূর্তে পাওলোস্কি বাড়ি থেকে বের হলো, আমি একেবারে যান্ত্রিক অভ্যাসের ফলে ঘড়ির দিকে তাকালাম, যাতে পরে প্রতিবেদন লেখার সময় সময়টা ঠিক মতো লিখতে পারি। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৫টা, তবে মনে মনে চিন্তা করলাম ওই সময়টা লেখা চলবে না। ওপরওলারা কখনই কোনো ব্যাপারে "প্রায়" বা "কাছাকাছি" পছন্দ করেন না, এবং গোটা সংখ্যাও পছন্দ করেন না; যদি দেখেন লেখা আছে ০৫.০০, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ কুঁচকে ভাববেন সময়টা আন্দাজে লেখা হয়েছে। ফলে ঠিক করলাম প্রতিবেদনে সময় দিতে হবে সকাল ৪টে বেজে ৫৮ মিনিট।

পাওলোস্কি জঙ্গলে না ঢুকে পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলো, গাড়ি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের সামানার সমান্তরাল অবস্থায় থেকে সোজা হাঁটতে লাগলো সে; আমার সামনে মাত্র দশ গজ দূর দিয়ে হেঁটে গেলো ও।

ভাল করে দেখতে পেলাম ওকে, ওর কঠোর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মুখটাকে, এবং এখন আমার সামান্যতমও সন্দেহ নেই যে এই লোকটা পাওলোস্কি এবং এবার আর আমার হাত ফসকে পালাতে হচ্ছে না ও কে—পালাবার সব পথই যেন বন্ধ করা হয়ে গেছে—তবুও অভ্যাস বশে লিখিত বর্ণনা আমার আবার মনে পড়ে গেলো—"উচ্চতা—লম্বা ; গঠন—মাঝারি, চুল—ধূসর ; কপাল—প্রশস্ত ; চোখ—গাঢ় বাদামী ; মুখ—ডিম্বাকৃতি ; ভ্রূ—মাঝারি আকারের, ঠোঁটের কোণ—ঝোলা ; কান—তিনকোণা, ছোট, তলার দিকটা মাংসল ; বিশিষ্ট চিহ্ন—নেই।"

চোখের রঙ এবং অন্যান্য ছোটখাট জিনিস স্বাভাবিক কারণেই মেলাতে পারি নি, কিন্তু সাধারণভাবে সব মিলে যাচ্ছিল।

বেশ শক্ত-সামর্থ চেহারার মানুষ, পেশীগুলো বেশ বোঝা যায়, নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের মনোভাব। এই ধরনের পুরুষদের মেয়েরা সব সময়ে পছন্দ করে, এবং এরা পুরুষদের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। এই হলো পাওলোস্কি, ওরফে ভেলিকভ, ওরফে ত্রোফিমেঙ্কো বা গ্রিবোভস্কি, পরিচিত কাজিমির হিসেবে, ইভান, ভ্লাদিমির, কাজিমিয়েরেজ, সেই সঙ্গে পদবী হিসেবে গিওর্গিয়েভিচ বা আইওসিফোভিচ। অন্য উপনাম, প্রথম নাম এবং পদবীও সম্ভবতঃ সে ব্যবহার করেছে। প্যারাসুটে করে ৯ বার অবতরণ করার সুনাম সে অর্জন করেছে এবং জার্মানদের কাছ থেকে পেয়েছে ৪টে পদক। কোণঠাসা হলে খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে বলে শোনা যায়।

নির্দেশনামায় যে বর্ণনা দেওয়া ছিল তার সব স্মরণ করলাম আমি এবং সেই সঙ্গে বড় কর্তার সাবধান বাণীও যে পাওলোস্কির হাতের নিশানা অদ্ভুত ভাল, বিনা হাতিয়ারে লড়াই করতে ওস্তাদ এবং শেষ নিঃশ্বাস না ফেলা পর্যন্ত লড়ে যাবে, ধরা দেবে না। আচ্ছা এ-সবের প্রমাণ অল্প সময়ের মধ্যেই তো মিলবে। ওর ওপর নজর রাখা শুরু করার আগেই আমি জানতাম ভালভাবেই যে ও সহজে হার স্বীকার করবে না এবং আমাকে প্রকৃত অর্থে ওকে গুলি করে ধরতে হবে। এটাও আমার মনে হয়েছিল যে আমার কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার একটা মাত্র প্যাকেট আছে, তবে একবার গুলি করে ফেললে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আর কি হবে?

আমাদের সৈন্যবাহিনীর একটা উর্দি পরেছিল পাওলোস্কি, ওকে সুন্দর ফিট্‌ও করেছে পোশাকটি; উর্দি নতুন নয়, তবে পুরনোও লাগছিল

না। ওর বাঁকা টুপিতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের একটি খাকি রঙের তারা আটকানো ছিল ; হাতকাটা বর্ষাতি ছিল গায়ে ; চাঁদের ফালির মতো বেরিয়ে থাকা গুলির জায়গা সমেত একটি সাব মেশিনগান ছিল তার হাতে, বুট জোড়া চামড়ার, সোভিয়েতে তৈরী এবং ভাল।

ফাঁকা মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছবার পর, ও ফিরে হাত নেড়ে বিদায় জানালো জুলিয়াকে, ও তখনো বেড়ার খুঁটি ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে—মুখ হাঁ করা, কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ; তবে মাঝে মাঝে দম আটকানোর মতো শব্দ ছাড়া আর কোনো রকম শব্দ করছিল না। পাওলোস্কি যে কী ধরনের কাজ করে এবং ধরা পড়লে কী হবে এটা যে জুলিয়া জানে সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

পাওলোস্কির সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে সেটা অবশ্য ইতিমধ্যে আমি ঠিক করে নিয়েছি ; তা পরিস্থিতি যে দিকেই নিয়ে যাক না কেন। ও যদি দৌড়তে শুরু করে তবুও ওকে ধরে ফেলতে পারবো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না আমার। আর যদি হাতাহাতি লড়াই হয়, ওকে হারাতে নিশ্চয়ই পারবো। আমারই প্রথমে শুরু করা উচিৎ হলেও ও যদি আগেই গুলি চালাতে শুরু করে, আমাকে মারতে ও চাইবেই অথচ আমার দায়িত্ব হল ওকে জ্যান্ত ধরা। ও বেতারকর্মী না হলেও, দলের নেতাতো নিশ্চয়ই। বেতার খেলার জন্যে নেতাকে তো আমাদের দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বেতার-খেলা! তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার তেমন কিছু নেই ; যদি চরম খারাপই ঘটে তবে কি হবে—বড় জোর তাকে গুলি করতে হবে। আমরা শুধু জানতে চাই আগে থাকতে ওদের মধ্যে কে বেতার-কর্মী, কে নেতা, আর কেই বা ও বাড়তি মানুষটি ?

লুঝনভ আর ফোমচেঙ্কো যে হ্যাজেল ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সেদিকটায় তাকালাম আমি। গাছের ওপর দিকের দুটি ডালকে টেনে সরানো উচিত ছিল তাদের, যাতে এখান থেকে আমি দেখতে পাই, কিন্তু সেই সঙ্কেত ওরা আমায় জানাল না। ঘুমিয়ে নিশ্চয়ই পড়ে নি ? পাওলোস্কি ওদের দিক থেকেই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল : আমি হলে চোখে পড়তোই। ওরা যেন বড বেশি ভাল, গোল্লায় যাক ওরা।

পূর্ব-নির্ধারিত সঙ্কেত ব্যবহার করে আমি ফাঁদে ফেলার শিস্ দিতে পারতাম, কিন্তু করবো না ঠিক করলাম। এ নয় যে সব কাজটা আমি একাই

করতে চাইছিলাম, কিন্তু দ্রুত হাতাহাতি লড়াইতে যদি কাউকে জ্যান্ত ধরার ব্যাপার থাকে, তাহলে সংখ্যাটি বড় প্রশ্ন নয়, যেটি দরকার সেটি হল দক্ষতা। নিজের ওপর আমার আস্থা আছে, ওরা কিন্তু সব গণ্ডগোল করে ফেলতে পারে।

ইতিমধ্যে পাওলোস্কি ঝোপের ধারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। জঙ্গলের প্রান্তে বেরিয়ে থাকা ওকের ঝাড়ের দিকেই যে ও এগোচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল ; বর্ষাতি আর কাঁধের ব্যাগটি ঝোপের মধ্যে রেখে নিজের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ ব্যবধান রেখে আমি হাঁটতে শুরু করলাম, আমার পথটিও সমান্তরাল রেখে এবং বিন্দুমাত্র শব্দ না করে। প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে সংযত রেখে চলতে হচ্ছিল আমাকে, ওকে কিছু একটা করতে দেখার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম আমি।

ঘন ঝোপঝাড়ে ভরতি সিলোভিচি জঙ্গলে ওর ওপর নজর রাখা কার্যতঃ অসম্ভব, আমার ভীষণভাবে মনে হচ্ছিল ঐসব ঝোপঝাড়ের কাছেই পাওলোস্কি তার সহযোগীদের সঙ্গে দেখা করবে ; এবং তখন চমকে ওঠার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমাকে আক্রমণ করতে হবে। ভাগ্য যদি প্রসন্ন থাকে, তবে সবকটিকেই ধরতে পারবো শিগ্‌গীর !

লম্বা লম্বা হ্যাজেল গাছের পর শুরু হয়েছে ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফাঁকা জায়গা, তবে দূরে সামনের দিকে খোলা মাঠ শিশিরে কুয়াশায় মিলে ঝক ঝক করছিল ; পাওলোস্কি ওদিকেই এগোচ্ছিল, ওক ঝাড়ের দিকে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে না তাকিয়ে দ্রুত হাঁটছিল সে এবং স্বাভাবিকভাবেই খোলা জায়গা দিয়ে ওকে অনুসরণ করতে পারছিলাম না আমি। ভাগ্য আমার ওপর সুপ্রসন্ন ছিল না, বোঝা যাচ্ছিল না যে দ্বিতীয় জনকে খুঁজে পাবো কি না—শুধু একা ওকে ধরেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ভালমতো একটি জায়গা খুঁজে পেয়ে একটা নীচু ঝোপের ধারে দাঁড়ালাম, গাছটি আমার উরু পর্যন্ত লম্বা, সাব মেশিনগানটি হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে রেখে বাঁ হাতে তুলে নিলাম আমার পিস্তল (ওয়েল্‌দার, কোম্পানীর পকেট-সাইজের পিস্তল), এবং চেঁচিয়ে উঠলাম— দাঁড়াও ! নড়ো না নড়লেই গুলি করবো।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় সাব মেশিনগানটা তাক্ করে ধরল আমার দিকে, সেই সঙ্গে চারপাশটায় একবার চোখও বুলিয়ে নিল— আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ গজ।

'কে তুমি? তোমার কাগজপত্র দেখাও।' আমি এক পা এগিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, মুখে এবং কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার ভাব ফুটিয়ে তলার চেষ্টা করলাম আমি।

পাওলোস্কি তার কাগজপত্র দেখাক—আমার এই দাবী আর আমার ঐ প্রশ্ন দুটোই হাস্যকর আর বোকার মত শোনাল এই পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ করে ঐ দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে. কিন্তু ঐ ধরনেরই একটা কিছু ঘটুক এটাই আমার লক্ষ্য ছিল।

আমি ওর মুখ লক্ষ্য করলাম এবং দেখলাম শান্তভাবে সে আমাকে তাক্ করে বন্দুকের ঘোড়ায় আঙ্গুল টিপছে। ওর মধ্যে কোন ব্যস্ততা দেখলাম না এবং অদ্ভুত কৌতূহল নিয়ে ও আমাকে দেখছিল। অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী পাওলোস্কির হাতে সাব মেশিনগান, সেই তুলনায় খেলনা পিস্তল হাতে আমাকে ভীষণ বেকুবের মত লাগছিল, একজন আনাড়ী নির্বোধ যেন. অচল লক্ষ্যবস্তু আর কি···

আমি ভালভাবেই জানতাম একথা ওর মাথাতেই ঢোকে নি যে এই রকম নগণ্য একটা অস্ত্র দিয়ে আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া টিনের পাত্রে আমি দুটো তো বটেই, এমনকি তিনটে গুলী বিঁধে দিতে পারি অক্লেশে এবং যুদ্ধের সময় একশোরও বেশি দুর্দান্ত শত্রু চরকে আমি জ্যান্ত গ্রেপ্তার করেছি; তাদের সকলেই ভালভাবে জানত ধরা পড়লে তাদের ভাগ্যে কী হবে. ফলে তারা মরিয়া হয়ে বাধা দিয়েছিল।

ওর সাব মেশিনগান থেকে গুলী ছোটবার শব্দ বের হবার আগে, মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে আমি লাফ দিয়ে ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লাম। গুলীতে কয়েকটা পাতা ঝরে পড়ল এবং পিঠের দিকে ব্যথা অনুভব করলাম—তাহলে আমাকে আলতোভাবে ছুঁয়ে গেল ও। ওর গুলী প্রায় লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করেছিল। এক চুলের জন্যে ও আমাকে মারতে পারল না। দারুণ টিপ ওর, একটুও ভুল করে নি, এ ধরনের বন্দুকবাজ রোজ দেখা যায় না, মনে মনে আমি ওকে পুরো নম্বর দিলাম।

আমি চিৎকার করে গোঙাতে লাগলাম এবং তারই ফাঁকে বাঁ-দিকে বুকে হেঁটে দশ গজ চলে গেলাম একটা ঘন ঝোপের আড়ালে। চিৎ হয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে সাব মেশিনগান হাতে ধরে তৈরী হয়ে থাকলাম এবং আবার শব্দ করে গোঙাতে লাগলাম মুখে হাত চাপা

দিয়ে যাতে মনে হয় শব্দটা আসছে আমি যেখানে আগে পড়েছিলাম সেখান থেকে।

এই কৌশলটি আমি আগেও কাজে লাগিয়েছি এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম পাওলোস্কি ধরে নেবে আমি গুরুতরভাবে আহত এবং সে ওখানে আসবেই আসবে আমাকে খতম করে কাগজপত্র বাগিয়ে নিতে। আমি যেখানে প্রথমে পড়েছিলাম ও সেখানেই আসবে এবং ফলে ও আমার দিকে পাশ ফিরে থাকতে বাধ্য হবে এবং ঝোপের আড়াল থেকে দুটো গুলীতে ওর হাত দুটোকে অকেজো করে দিতে পারব আমি। অতএব যেটা সবচেয়ে দরকারী তা হল ও আমার দিকে মুখ করে এগিয়ে না এসে পাশ ফিরে যেন এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু তখন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল।

'বন্দুক ফেলে, হাত তুলে দাঁড়াও।' দুটো চিৎকারের শব্দ কানে এল, ঝোপের আড়াল থেকে তাকাতেই চোখে পড়ল লুঝনভ আর ফোমচেঙ্কো। আমার কাছ থেকে প্রায় ৮০ গজ দূরে সাব মেশিনগান বাগিয়ে ধরে ওরা ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে পড়েছে। তাহলে ওরা ঘুমোয় নি দেখছি—শুধু আগে থাকতে ঠিক করা সংকেতটা জানাতে ভুলে গেছে। কিন্তু এখন আমার কাছ থেকে সংকেত না পেয়েই খোলা জায়গায় চলে এল কেন?

মুহূর্তের জন্যেও ইতঃস্তত না করে পাওলোস্কি তাদের চ্যালেঞ্জের উত্তর দিল গুলী চালিয়ে। লুঝনভ আর ফোমচেঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে গুলী এড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু মনে হল যেন লুঝনভের লেগেছে। পাওলোস্কির এই তৎপরতার প্রশংসা না করে পারলাম না।

ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছে যে এখানে কেউ ওৎ পেতে বসেছিল এবং অকারণে ঝুঁকি নিতে ও আর রাজী নয় যাই হোক না কেন এটাতো একের বিরুদ্ধে তিন—সোজা দৌড়তে শুরু করল পাওলোস্কি, তবে জঙ্গলের দিকে না গিয়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরে হ্যাজেল ঝোপের দিকে ছুটে এল। তার চেয়েও বড় কথা হল ও দৌড়ে এল ঠিক আমার আর লুঝনভদের মাঝখানে, তার মানে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমরা সকলেই এক সরল-রেখায় হয়ে যাব এবং গুলী চালাতে পারব না এবং ঝোপের মধ্যে পৌঁছে যাবার সুযোগ ও পেয়ে যাবে।

এখনই ওকে ঘায়েল করতে হবে, আমার সাব মেশিনগানটা তুলে নিয়ে

ওর হাঁটু লক্ষ্য করে চালিয়ে দিলাম, একটু ডান ধার বাঁ ধার করে নলটিকে ঘুরিয়ে দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে পাওলোস্কির শরীরটা মুচড়ে উঠল যেন কোন অদৃশ্য জিনিসের সঙ্গে হোঁচট খেয়েছে ও, পড়ে গেল ছোট আগাছার পাশে। যেভাবে পড়ল তাতে আমার মনে হল আমি শুধু তার পায়ে নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটাতে মারতে পেয়েছি—ওর হাঁটুর মালাই চাকি গুঁড়িয়ে দিয়েছি।

আমি ছুটলাম যেখানে ও পড়েছিল; হিসেব করে দেখলাম ও ২৭ থেকে ৩০টা গুলী খরচ করেছে এবং আবার গুলী চালাতে হলে সবার আগে গুলী ভরতে হবে। উল্টো দিক থেকে দৌড়ে এল লুঝনভ আর ফোমচেঙ্কো, লক্ষ্য করলাম একটা গাঢ় দাগ লুঝনভের হাতের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। ঠিকই ধরেছিলাম ও আহত হয়েছে। হঠাৎ আমার খুব হাসতে ইচ্ছে করল, কারণ ও আমার শেখানো অনুযায়ী সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটে আসছিল, যদিও এখন তার কোন দরকার নেই, কারণ কেউ তো আর বন্দুক তুলে তাক্ করে নেই ওদের বিরুদ্ধে। হাসতে হাসতেই বোধ হয় মরে যাব আমি।

প্রথমেই তাকালাম পাওলোস্কির দিকে। চিৎ হয়ে শুয়ে পাগলের মত সাব মেশিনগানে নতুন গুলী ভরছে। আমি ছুটলাম—মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান—তারপরেই সেই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটল, পাওলোস্কি এটা করবে ভাবতে পারি নি কখনও। ঠিক ওর ওপর ঝুঁকে পড়ার মুহূর্ত আগে ও তার বন্দুকের নলটা নিজের চোয়ালে ঠেকিয়ে ট্রিগারটি টিপে দিল···

৫৯। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র।

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

আগামী পাঁচ ঘন্টার মধ্যে চারটে বিশেষ প্লেনে করে স্মার্স পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় অধিকারের ১০২ জন অফিসারকে পাঠানো হচ্ছে নিয়েমেন অভিযানে অংশ নেবার জন্যে, তার মধ্যে ১৯ জন তদন্তকারীও থাকবে।

উড্ডয়ন বিভাগ *ভনোস**-এর মাধ্যমে ভিলনিয়াস ও লিডা বিমান ঘাঁটিকে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা ওখানে অবতরণ করে।

অনুসন্ধৃত এজেন্টরা যেসব পথ ব্যবহার করতে পারে বলে সম্ভব মনে হয় সেখানে তদন্তকারী মিশ্র দলের নেতা হিসেবে নতুন যারা যাচ্ছে তাদের কাজে লাগাবার দায়িত্ব আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হচ্ছে। রকেড পথগুলোর ওপর বিশেষ মনোযোগ দেবেন।

কী হয় জানাবেন তাডাতাড়ি।

কলিবানভ

বেতার দূরাভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

নিয়েমেন অভিযান ত্বরান্বিত করার জন্যে বর্তমানে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে—আজ—১৯শে আগস্ট—সকাল ৭টা থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক বাইলোরাশিয়া ও লিথুয়ানিয়া গণ কমিসারিয়েতের সঙ্গে যুক্ত সকল ভ্রাম্যমাণ অনুসন্ধানী দলকে আপনার আজ্ঞাধীনে আনা হচ্ছে এবং যুদ্ধ সীমান্তে আপনার এলাকায় অবিলম্বে পাঠানো হচ্ছে।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে।

উভয় যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণতন্ত্রী কমিসারিয়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন নির্দিষ্ট পথের দলগুলোর নেতাদের জানাবার জন্যে ঘটনাস্থলে যাবার জন্যে আপনাদের নির্ধারিত কোন পথ তারা অবলম্বন করবে এবং কোথায় তারা অপেক্ষা করবে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।

ইঞ্জিনীয়ারদের দল থেকে পাঠানো কর্নেল নিকোলস্কির উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লিডা-গ্রোদনো-ভিলনিয়াস ত্রিভুজের মধ্যে

---

* *ভনোস*—VNOS—আকাশ পর্যবেক্ষণ, তথ্য ও সংকেত কৃত্যক।

সঙ্গো আগত যন্ত্রপাতিগুলিকে যথাসম্ভব ভালভাবে কাজে লাগানোর এবং পরবর্তীর তল্লাশী কাজের কর্মভারগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্যে।

সমার্স পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় অধিকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে তল্লাশী-যন্ত্রপাতিগুলো আপনাদের ও আশে-পাশের অঞ্চলে আনা নেওয়া করার সময় এবং যখন স্থায়ীভাবে কোথাও থাকবে তখনও যেন সেগুলোকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়।

প্রত্যেকটি বেতার সন্ধানী দল পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তারা কোথাও থাকছে সে সম্বন্ধে প্রতিবেদন পাঠাবেন।

এই অভিযানের জন্যে বিশিষ্ট ১৩১তম বেতার বিভাগকেও* আপনার কমাণ্ডের অধীনে রাখা হল।

বর্তমানে লালফৌজ সিগন্যাল আধিকারিকের কমাণ্ডের সহযোগিতায় বহু সংখ্যক শর্ট-ওয়েভ সামরিক প্রেরকযন্ত্র কাজে লাগাবার সম্ভাবনার দিকটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে যেগুলোর সাহায্যে নিয়েমেন বেতার কর্মীদের ব্যবহৃত বেতার ব্যাণ্ডগুলোতে প্রকৃত অর্থে বাধার সৃষ্টি করা এবং সেখানে জট বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্যে যদি আমরা যে প্রেরকযন্ত্রটি খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটা খবর পাঠানো শুরু করে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া না পর্যন্ত, প্রস্তাব করা হচ্ছে যে আগামী চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আপনার যুদ্ধ সীমান্তের সকল ইউনিট ও সংগঠনগুলিতে শর্ট-ওয়েভ বেতার কেন্দ্রগুলোতে কম ক্ষমতা-সম্পন্ন এরিয়াল লাগাবেন এবং ব্যবহৃত feeder যন্ত্রাংশকে পাল্টে নতুন অংশ লাগিয়ে দেওয়াবেন প্রত্যেকটি প্রেরকযন্ত্রে।

লালফৌজ সিগন্যাল আধিকারিক প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কলিবানভ

---

* ১৯৪৪-৪৫ সালে তৃতীয় বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্তের অধীনস্থ বিশিষ্ট ১৩১তম বেতার ডিভিসনকে ব্যবহার করা হত প্রধানতঃ শত্রুদের বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে—*লেখক।*

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী।

ইগোরভ সমীপে,

নিয়েমেন দলের কর্মতৎপরতার ফলে যে জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন আপনার যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে যত মানুষ চলাচল করবে তাদের ব্যক্তিগত সবকিছু তল্লাসী করার ব্যাপার সুনিশ্চিত করার এবং এটা প্রযোজ্য হবে অসামরিক ও সকল পদমর্যাদার সামরিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও। কাগজপত্র পরীক্ষা করার ব্যবস্থা তো আগে থেকেই চলছে, তার সঙ্গে এই ব্যবস্থাও চালু করুন শত্রুদের প্রেরকযন্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনী সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজে বের করার জন্যে।

পাল্টা গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা ইউনিট ছাড়াও এই দায়িত্বপূর্ণ ব্যবস্থা কার্যকর করবে স্থানীয় কমাণ্ডান্টের অফিস কর্মীরা এবং ঐসব স্থানে সাময়িকভাবে অধিষ্ঠিত সৈন্যদল ও সংগঠনের এন. সি. ও-রা ও বিশেষভাবে বাছাই করা অত্যন্ত বুদ্ধিমান অফিসাররা।

এই অভিযানে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া থাকবে যাচাই করা পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং সবাইকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় যথা সম্ভব বিনয়ী ও কৌশলী হতে হবে।

প্রত্যেকটি মোটরগাড়ি আর তার আরোহীদের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে হবে।

আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র (মালিকরা যে কোন পদমর্যাদারই হোন না কেন) পরীক্ষা করার এই পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে লাল ফৌজের সৈন্যবাহিনীর প্রধান সামরিক অভিযোক্তার সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম নং ওভি/০০৫৯, তাং ১৯·৮ : ৪৪ দ্বারা এবং বর্তমানে তা তৃতীয় বাইলোরুশ ও প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের সকল সামরিক অভিযোক্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কল্গিবানভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

সেনাপতি ও সিনিয়ার অফিসারদের একটি দল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে বিমানে করে যাচ্ছেন সমার্স পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিকের বড় কর্তা। নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত কাজকর্মের সম্প্রতি যে অগ্রগতি ঘটেছে তার মধ্যে একটি সমন্বয় করার জন্যেই তিনি যাচ্ছেন এবং এই তদন্তের নিয়ন্ত্রণভার তিনি নিজের হাতে তুলে নেবেন (তিনি যে বিমানে যাবেন সেটি হল একটা ডগলাস-৯ ; যে জঙ্গী বিমানগুলো পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে যেগুলো হল এল-এ ৫. এফ. এন। সংখ্যা ২৬ এবং ৩৪)।

তাদের পৌঁছনো সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছে উড্ডয়ন বিভাগ **ভনোস**-এর মাধ্যমে।

লিডা বিমানখাঁটিতে বিমান পৌঁছলে যেন গাড়ি পাওয়া যায় তার আয়োজন নিশ্চয়ই করে রাখবেন। তাঁর পৌঁছানো সংবাদ অবিলম্বে জানাবেন।

কলিবানভ

সরকারী-স্মারকলিপি

অত্যন্ত জরুরী !

বিশেষ অগ্রাধিকার !

কোভালিয়ভ এবং তকাচেঙ্কো সমীপে,

পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অভিযানমূলক পরিবহণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকা বাল্টিক অঞ্চলের জন্য প্রেরিত *বিশেষ* কে সিরিজ ট্রেনগুলিকে (ট্যাংক) মস্কোতে আটকে রাখতে হবে। এই ট্রেনের নম্বর হল ২৭৪১, ২৭৪২, ২৭৪৩, ২৭৫৫, ২৭৫৬, যেগুলি চেলিয়াবিনস্ক ছেড়েছে ১৭ই ও ১৮ই আগস্ট তারিখে এবং সেই সঙ্গে

১৩৬৫, ১৩৬৯, ১৭৮৩ এবং ১৭৮৬ নম্বরের ট্রেনগুলিও, যারা গোর্কি ও সর্ভেদলভস্ক ছেড়েছে ১৮ই আগস্ট তারিখে।

এই নির্দেশ পালন করার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আপনার। নিজে পরীক্ষা করে দেখবেন নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান।

অনুমত্যানুসারে: সুপ্রীম কমাণ্ডের স্তাভকার নির্দেশে!

কারপোনোসভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

১৮. ৮. ৪৪ তারিখের.........নম্বর বেতার-দূরাভাষ সংবাদের স যোজনী হিসাবে আমি এতদ্বারা আপনাকে জানাচ্ছি যে, নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত পরীক্ষা পদ্ধতি ও তদন্তের কাজের সঙ্গে জড়িত সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের বর্ধিত র‍্যাশন সম্বন্ধে লাল ফৌজের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির বড় কর্তার প্রদত্ত নির্দেশ, আজ থেকে সম্প্রসারিত করা হল সকল সামরিক কর্মীদের ক্ষেত্রে, তাদের নিজস্ব বিভাগ নির্বিশেষে, যাদের সাংকেতিক নাম হল "বেষ্টনী", তাদের খাদ্য সরবরাহ করা হবে প্রতিরোধ চ্যালেন্স বিষয়ক গণ কমিসারিয়েতের মাধ্যমে (অনুমত্যানুসারে: লাল ফৌজের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির বড কর্তার পাঠান নির্দেশ, নং......তাং ১৯. ৮. ৪৪)।

এই নির্দেশ পালিত হয়েছে কিনা তা নিজে পরীক্ষা করে দেখবেন।

আর্তেমিয়েভ

বেতার-দূরাভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

আগামী তিন থেকে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে...*জন সমার্স অফিসার,

* এই নথী থেকে সংখ্যাগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে—*লেখক*।

সঙ্গে······জন তদন্তকারী নিয়ে······জায়গায় পৌঁচচ্ছে বিশেষ প্লেনে লিডা গ্রোদনো আর ভিলনিয়াস বিমান ঘাঁটিতে নিয়েমেন অভিযানে অংশ নিতেঃ তাদের পাঠাচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্ত, লেনিনগ্রাদ যুদ্ধ সীমান্ত এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উক্রাইনীয় যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগ।

যারা নতুন যাচ্ছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে মিশ্র তদন্তকারী দলের সঙ্গে যুক্ত করবেন, যে দলগুলি সেইসব এলাকায় কাজ করছে যেখানে আমরা যাদের সন্ধান করছি তারা আসতে পারে—এবং এ কাজটার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আপনার।

পাল্টা ডাকে খবর দিন।

অন্যান্য ফ্রন্ট থেকে এবং মস্কো থেকে অফিসাররা যে প্লেনে আসছেন সেগুলো আপনার অধীনেই থাকবে যাতে নিয়েমেন অভিযান সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে আপনি আপনার প্রচেষ্টা জোরদার করতে পারেন।

অন্য কি সহায়তা বা সাজ-সরঞ্জাম দরকার হতে পারে তা নিয়ে অবিলম্বে মোখভ, পলিয়াকভ ও নিকোলস্কির সঙ্গে আলোচনা করুন এবং আপনাদের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে আমাদের জানান।

কলিবানভ

৬০। তামান্তসেভ

সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম বন্দুকের গুলী ওর মাথার অর্ধেক উড়িয়ে দিয়েছে। রাগে পাগল হয়ে গেলাম আমি এবং যখন দেখলাম লুঝনভ আর ফোমচেঙ্কো দৌড়ে এসে মৃতদেহের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তখন আমার জানা যতোগুলো গালাগালি ছিল তা দেবার ইচ্ছে করছিল।

‘কি দেখছ হাঁ করে? মরে ভূত হয়ে গেছে!’ রাগের চোটে থুতু ফেললাম আমি, নিজের রাগ আর সামলাতে পারছি না, ‘পাঁচবারেরও বেশি বলেছিলাম তোমাদের—ও যদি একলা থাকে সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিও। তবে কেন এগিয়ে এসে সব ব্যাপারটি ভণ্ডুল করে দিলে?’

'আমরা ভেবেছিলাম···ও তোমাকে মেরে ফেলেছে', কাঁধের ক্ষত স্থানটি চেপে ধরে বললো লুঝনভ, ব্যথায় মুখ কুঁচকে উঠছিল।

'ভেবেছিলাম!' একেবারে ছেলেমানুষের মতো কথা। কি চমৎকার সাহায্যকারীই না পেয়েছি আমি, সাহসেরও বলিহারী যাই। পৃথিবী ওদের গিলে ফেলছে না কেন! আমার স্থির বিশ্বাস ছিল ওরা যদি এগিয়ে না আসতো এবং পাওলোস্কি যদি বুঝতে পারত যে শুধু আমি আর সে দুজনে আছি, তাহলে পায়ে আঘাত লাগা সত্ত্বেও এভাবে নিজেকে শেষ করতো না এবং আমি ওকে জ্যান্ত ধরতে পারতাম। ইচ্ছে হচ্ছিল ধমকে ওদের শেষ করে দিই। কিন্তু তখন একটা মুহূর্তও নষ্ট করার সময় আমার নেই।

লুঝনভের কোটের হাতাটি ছিঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম এবং ক্ষত স্থানের ওপর একটি ফিতে এঁটে দিলাম শক্ত করে যাতে রক্ত বন্ধ হয়। 'খানিকটা মাংস শুধু কেটে গেছে, হাড়ে চোট লাগে নি। হাসি মুখে সহ্য করো—হাজার হোক তোমার তো বয়স হয়েছে।'

ওখান থেকে নড়বার আগে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে এক নজর দেখে নেওয়া উচিৎ বলে দেখে নিলাম। প্রথমেই লক্ষ্য করলাম পাওলোস্কির বুট। পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে যে কোন লোক ওটাকে সোভিয়েত অফিসারের বুট বলে মনে করবে, কিন্তু জুতোর তলাটা জার্মান বাহিনীর বুটের মত। চ্যাপটা মাথা পেরেক আর গোড়ালিতে লোহার ছোট পাত লাগানো। এতদিন যুদ্ধে আছি এই ধরনের দো-আঁশলা জুতো একটাও চোখে পড়ে নি—শেখার কোন শেষ নেই—সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার ধারের পায়ের ছাপের কথা মনে পড়ে গেল আমার। যেগুলো আন্দ্রেই আবিষ্কার করেছিল। পাওলোস্কি নিশ্চয়ই এই বুট জুতো পরেই ওখানে গিয়েছিল, চিহ্নগুলো তারই।

তারপর আমি ওর চাপা কোট আর অফিসারদের প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালাম। কাগজ পত্র নিয়ে পকেটে ঢোকালাম। ওর ভ্রমণ করার পরওয়ানাটায় চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম—ওটি পাওলোস্কির নিজের হাতে তৈরী, লেখাগুলো টাইপ করা, গুপ্ত চিহ্ন পর্যন্ত দেওয়া, যেটি মাত্র কিছু দিন আগে ১লা আগস্ট থেকে চালু করা হয়েছে, যেমন—একটা বাক্যের মাঝখানে কমার বদলে ফুলস্টপ দেওয়া। তার কাগজ-পত্রের মধ্যে আর কোনো পরওয়ানা ছিল না, ফলে আমার মনে হলো ও কিছুতেই দলের

নেতা হতে পারে না, যদি হতো তবে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করার জন্য উপযুক্ত একটা কল্পিত কাহিনী গড়ে তোলার ব্যবস্থা থাকতো।

পাওলোস্কির বুটজুতো খোলার জন্যে তেমন কষ্ট করতে হলো না আমাকে—মৃতদেহ শক্ত হয়ে ওঠার আগেই ও কাজটি করে রাখা ভাল।

সুইরিডদের বাড়ি থেকে এখনও পর্যন্ত কেউ বেরিয়ে আসে নি। তবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না যে জানলা দিয়ে ওরা নিশ্চয়ই তাকাচ্ছে; অন্ততঃ সেই বৃদ্ধটিতো নিশ্চয়ই। কী ভাবছে বুড়ো জানতে খুব ইচ্ছে করছিল আমার।

লুঝনভকে বললাম, 'তুমি এখানে থাকো। বর্ষাতি দিয়ে ঢেকে দাও, আর দেখো কেউ যেন কাছে না আসতে পারে।…আর ফোমচেঙ্কো তুমি আমার সঙ্গে এসো।' বন্দুক বাগিয়ে ধরে আমি আর ফোমচেঙ্কো ছুটলাম ওক-ঝাড়ের দিকে, যেদিকে ছুটেছিল পাওলোস্কি মাত্র দশ মিনিট আগে।

'তৈরী থেকো! মনে হয় ওখানে ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করছিল… একটু ডান দিক ঘেঁষে দৌড়োও। ওরা গুলী করতে যদি শুরু করে মাটিতে শুয়ে পড়বে।' দৌড়তে দৌড়তে নির্দেশ দিতে লাগলাম ফোমচেঙ্কোকে। হঠাৎ আগেকার কথা মনে পড়ে যেতেই কড়া গলায় প্রশ্ন করলাম, 'সংকেত দাও নি কেন আমাকে?'

'সংকেত? ভুলে গিয়েছিলাম আমরা…এতো উত্তেজিত হয়েছিলাম যে মনে পড়ে নি…।'

'ভুলে গেছিলাম…উত্তেজনা…' আবার সেই ছেলেমানুষী, এছাড়া আর কি বলা যায়। দুজনেরই বয়স ত্রিশের বেশি, দেখা যাচ্ছে উত্তেজনার ব্যাপারটিই সবচেয়ে বড হয়ে উঠেছিল ওদের কাছে। এই জন্যেই অস্থায়ী সাহায্যকারীদের সঙ্গে কাজ করতে আমি পছন্দ করি না—ওরা গলায় জগদ্দল পাথরের মতো ঝুলে থাকে, ওদের মধ্যে বুদ্ধির ছিটেফোঁটা পর্যন্ত দেখা যায় না!

প্রাণপণে ছুটছিল ফোমচেঙ্কো, তবুও ধীরে ধীরে ও পিছিয়ে পড়ছিল। ইতিমধ্যে বেশ ভালভাবে আলো ফুটে উঠেছে, দূর থেকেই আমাদের দেখা যেতে পারে। যে কোনো মুহূর্তে গুলী লাগতে পারে চিন্তা করে উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছি আমি, কিন্তু সব কিছু পুরোপুরি শান্তই রইলো।

ঝাড়ের কাছে প্রায় যখন পৌঁছে গেছি তখন পেছন থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম ঝোপ ঝাড়ের পাশ দিয়ে রাতের সূতীর পোশাক পরেই জুলিয়া এগিয়ে যাচ্ছে লঝনভের দিকে। এটাই কি চাইছিলাম আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না। লুঝনভ ছুটে এসে ওকে থামাতে চাইলো, ভাল হাতটা দিয়ে জুলিয়ার কনুই চেপে ধরে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ও ছুটে গেলো সেই জায়গাতে, যেখানে লুঝনভ ওকে যেতে দিতে চাইছিল না। তারপরেই ভেসে এলো তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—নিশ্চয়ই পাওলোস্কিকে দেখতে পেয়েছে ও।

এর পরের দৃশ্য আমি সহজেই কল্পনা করে নিতে পারলাম এবং ফোমচেঙ্কোকে বললাম ফিরে গিয়ে ও যেন লুঝনভকে বলে ছোট্ট মেয়েটাকে যেন সুইরিডের বাড়িতে নিয়ে যায়, আর ফোমচেঙ্কো যেন জুলিয়াকে পৌঁছে দেয় তার নিজের বাড়িতে আর দেখে যাতে জুলিয়া কিছুতেই নিজের বাড়ি ছেড়ে না যায়। 'যাও, জলদি করো। আর শব্দ কোরো না।'

'জুলিয়াকে কি বলবো পাওলোস্কি নিজেই নিজেকে গুলী করেছে।'

'এখনই সব কিছু বলার সময় হয় নি। ছ্যাখো যেন কান্নাকাটি এখনি বন্ধ হয়ে যায়। ও যদি বাধা দেবার চেষ্টা করে, গায়ের জোরে সেটি করবে। সুইরিডকেও সাবধান করে দিও—এবং তার স্ত্রীকে—তারাও বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। চুপচাপ থাকো। যাও জোর কদমে ছোটো।'

পাওলোস্কির দেহটা যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ আসছে শুনতে পেলাম। কিন্তু ফিরে না তাকিয়ে ছুটলাম ওকের ঝাড়টার দিকে। সাবমেসিনগানটা হাতে বাগিয়ে ধরে ঢুকে পড়লাম ভেতরে, গাছের ফাঁক দিয়ে ডাল পালার তলায় মাথা নীচু করে এগোতে লাগলাম। প্রতিটি মুহূর্তে আমি আশা করছিলাম সেই লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে পাওলোস্কি যাদের ওখানে অপেক্ষা করিয়ে রেখে থাকতে পারে! নিজের মনোভাব চেপে রেখে আমি নিজেকেই নানা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে লাগলাম। একটাকে ধরতে পারলাম না ঠিকই, তবে যাই হোক না কেন বাকী দুটোকে জ্যান্ত ধরতেই হবে।

দৌড়চ্ছি আর সব কিছু চিন্তা করছি এবং পরিষ্কার বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে সব কিছু ভীষণভাবে ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে। জঙ্গলের প্রান্ত থেকে

ঠেলে বেরিয়ে থাকা ওকের ঝাড়টার দুদিকটা ঘুরে নিয়ে দুই প্রান্তকে কেটে বেরিয়ে গেছে যে রেখাটি সেটা ধরে ছুটতে লাগলাম আড়াআড়ি একটা ত্রিভুজ সৃষ্টি করে। কাউকেই দেখতে পেলাম না, তখনও শিশিরে ভিজে রূপোলী হয়ে থাকা ঘাসের ওপর কোনো গাঢ় লম্বা টাটকা দাগ দেখতে পেলাম না। মনে হলো এখানে কেউ যেন পাওলোস্কির জন্যে অপেক্ষা করে কখনো ছিল না।

জঙ্গলটা থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখলাম পাওলোস্কির দেহটার কাছাকাছি কেউ নেই এবং দূর থেকে জুলিয়ার ফোঁপানি আর আর্ত চীৎকার শোনা যাচ্ছে: ফোমচেঙ্কো তাহলে এখনও বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে নি দেখছি।

তখন আমার কাজ হল ওক ঝাড়ের দুদিকে প্রায় এক থেকে দু মাইল দূর পর্যন্ত জঙ্গলের দুটো ধারকে দেখা তাতে সময় লাগল এক ঘন্টা। জঙ্গলের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করতে লাগলাম কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা, যে পাঁচটা রাস্তা আর দুটো কাঁচা পথ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে তাদের প্রত্যেকটির প্রথম কয়েকশো গজ ভাল করে পরীক্ষা করলাম, কিন্তু টাটকা দাগ একটাও দেখতে পেলাম না। নিজেকে মনে হচ্ছিল একটা ক্লান্ত ঘোড়া, সারা গা দিয়ে ঘাম ছুটছে, কিন্তু এরই মধ্যে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছি আমি। জঙ্গলের এই দিকটায় পাওলোস্কির অপেক্ষায় কেউ ছিল না, অন্ততঃ এই চার মাইলের মধ্যে এবং দুদিন আগে যে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে অন্ততঃ এখানে কেউ ছিল না।

যত জোরে সম্ভব ছুটে ফিরলাম আমি। ক্ষত স্থানটি চেপে ধরে পাওলোস্কির দেহটার পাশে ঘাসের ওপর বসেছিল লুঝনভ, ওকে বেশ ফ্যাকাশে লাগছিল, কষ্টও হচ্ছে মনে হয়। তবে ব্যাণ্ডেজটা ভালই বেঁধেছি, কারণ রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

'সুইরিড আর তার স্ত্রীকে কি তুমি সাবধান করে দিয়েছ যে তারা যেন অন্য কোথাও না যায় এবং ওরা যেন মুখ বন্ধ রাখে?' আমি জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ বলে দিয়েছি।'

'লিডাতে যেতে পারবে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ।'

'বড় রাস্তায় চলে যাও', ডান দিকটা দেখিয়ে বললাম, তারপর কারুর গাড়িতে লিফট নিও। বিমানবাহিনীর পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগে খবর দেবে—আলিওখিন বা বড় কর্তাকে খুঁজবে—বলবে তাঁরা যেন এখুনি এখানে চলে আসেন। বলবে আমরা যখন পাওলোস্কিকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছিলাম তখন ও নিজেকে গুলী করে। খেয়াল করে বলবে যে ও একা ছিল এবং জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে নি। তোমার নিজের ধারণা বা সিদ্ধান্তের কথা ওদের বলবে না—শুধু ঘটনাটুকু বলবে। এবার বেরিয়ে পড়।

দেখলাম লুঝনভের দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে এবং ও একটু এগিয়ে যেতেই ডেকে বললাম, 'সুইরিডকে বলবে···বলার দরকার কি? জোর করে ওর কাছ থেকে বাড়ির তৈরী কিছুটা মদ চেয়ে নেবে, রাস্তায় মেজাজ ঠিক রাখতে হবে তো তোমার। আধ গেলাস খেয়ো, তার বেশি নয় কিন্তু! নাও জলদি করো। দেরী কোরো না।'

আমি চাইছিলাম ডিভিসন থেকে কেউ এখানে আসুন এবং নিজের চোখে আসল ঘটনাটি দেখুন, শুধু আমার প্রতিবেদন পড়ে কেন জানবেন। যখন তোমার সুখ্যাতি আছে একশোটা শত্রুর চর জ্যান্ত গ্রেপ্তার করার, তখন একজনও যদি নিজেকে গুলী করে শেষ করে দেয় তবে তো সেটা তোমার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। ওঁরা বলতে পারেন আমি হয় অসাবধান ছিলাম, নয় গাফিলতি করেছি: সবার মুখ তো বন্ধ রাখতে পারা যায় না এবং বাজে কথা এড়াতেও চাইছিলাম আমি।

পাওলোস্কির চাপা কোটটা বা তলার গেঞ্জীটা খুলে নিলাম না, শুধু কলারটা খুললাম এবং তকমাটা খুলে নিলাম। তারপর এল প্যান্টের পালা। পেছন পকেটে পেলাম রুমালে মোড়া হাতে তৈরী অ্যালুমিনিয়ামের একটা সিগারেট কেস: ভেঙ্গে পড়া এরোপ্লেনের গা থেকে অ্যালুমিনিয়ামের পাত খুলে নিয়ে পশ্চাদ্বর্তী ইউনিটের ফাই-ফরমাস খাটার লোকগুলো ঐ ধরনের প্রচুর সিগারেট কেস তৈরী করত। ঢাকাটা খুললাম, তার ওপর লেখা ছিল: "জার্মান আক্রমণকারীরা নিপাত যাক।" কেসের ভেতরে ছিল মিহি করে গুঁড়োনো লঙ্কার সঙ্গে কাটা তামাক মেশানো। এই গুঁড়ো থেকে এক চিমটে কারুর চোখে ছুঁড়লে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তাকে অন্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং তাছাড়া কুকুররা যাতে গন্ধ পেয়ে অনুসরণ করতে না পারে

তার জন্যেও এটা ব্যবহার করা যায়, আত্মরক্ষা করার চমৎকার ফন্দী এর চেয়ে ভাল আর হয় না।

সিগারেট কেসটার এক কোণে ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের কৌটোয় কয়েকটা ট্যাবলেট এবং তার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল দুটো স্বচ্ছ পাথর।

নিমেষে মনটা দমে গেল। বেতার-কর্মী না হলেও কারুর জিনিসপত্রের সঙ্গে বাড়তি কোয়ার্টজ থাকটা অসম্ভব নয়···কিন্তু আর কার কাছে সেটা থাকতে পারে?···দলের নেতার কাছে? এই সম্ভাবনার কথা কিন্তু পরিস্থিতিতে কোন উন্নতি ঘটালো না। সেনাপতির রাগী মুখটা আমার মনে পড়ল এবং ঘাড়ের পেছন দিকের ক্ষত চিহ্নটাতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি গর্জে উঠবেন: 'মড়া নিয়ে আমি কি করব। আমরা চাই আস্ত একটা চর, যে আমাদের খবর দিতে পারবে এবং অংশ নিতে পারবে বেতার-খেলায়।'

ঝঞ্ঝাট হবেই—এড়ানো মুশকিল। সেনাপতি আমাকে বলবেনই, 'অন্তত: তোমার কাছ থেকে এটা আশা করি নি আমি···তোমার লজ্জা করছে না?'

অজুহাত দেখাতে অবশ্য আমি পারি। বলতে পারি—'কী ধরনের লোক আপনি আমাকে দিয়েছিলেন কাজ করার জন্যে? গোয়েন্দাগিরির কাজ পাইলটরা কি জানবে। ওদের কাছ থেকে আশাই বা কী করতে পারি আমরা এর বেশি? ওরা যে ভুল সময়ে ছুটে এগিয়ে এলো তার জন্যে তো আমায় দোষ দেওয়া যায় না। তখন হয়তো উনি বলবেন—'পাইলটদের কথা আমি শুনতে চাই না। তোমার ওপরেই তো ভার ছিল, তুমি তো আর আনাড়ী নও। সব কিছুর দায়িত্ব তোমার। ঐ চিলেকোঠাতে দুটো পুরো দিন আর রাত কাটালে তোমরা। অতোটা সময়ের মধ্যে তো ভালুককেও নাচ শিখিয়ে ফেলা যায়, আর তুমি কি না ওদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারলে না।'

'ওদের নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয়েছি!'—একটু ন্যায়বিচারও তো করবেন। স্কুলের বাচ্চার মতো ওদের সব কিছু বুঝিয়ে আমি গলা ভেঙ্গে ফেলে-ছিলাম। তবে, না, ফোমচেঙ্কো আর লুঝনভের ঘাড়ে দোষ চাপাবার মতো নীচে নামতে আমি পারবো না। কোনো অজুহাতও দেখাব না। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবো। পাওলোস্কি যে আত্মহত্যা করলো তার জন্যে সম্পূর্ণ দোষ আমার। এর আর অন্য কোনো ব্যাখ্যা হয় না। কষ্ট হবে বটে, তবে করারও কিছু নেই।

আকার, আয়তন আর রঙ দেখে আমি বুঝলাম ট্যাবলেটগুলি হলো ফেনামিন। এর একটা ট্যাবলেট খেলে লুঝনভ বাড়িতে তৈরী ভোদকা খাওয়ার মতই উত্তেজনা পেতো, তবে ওকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, তাছাড়া দৌড়ে গিয়ে ধরারও সময় এটা নয়—হাতে এখন অনেক জরুরী কাজ।

মাথায় দুটো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল আমার কিন্তু একসঙ্গে দুটোকে মেলানো সম্ভব নয়। প্রথমতঃ পাওলোস্কি ঐ বনের মধ্যে ৫ থেকে ৬ দিন আগে ঝরণার ধারে ছিল, একটা খোঁটা থেকে পিছলে পড়ে গিয়ে নিজের অসাবধানতাতেই পায়ের ছাপ রেখে গেছে। দ্বিতীয় ঘটনা হলো এই যে এই রাতেও এখানে এসেছিল। কিন্তু আমার ধারণা অনুযায়ী জঙ্গল থেকে আসে নি, মনে হচ্ছিল ও যেন শূন্য থেকে নেমে এসেছে। এর পরের কাজটা হলো জুলিয়া আন্তোনিউকের বাড়িতে আসার যে পথগুলো খুব কাছে আছে সেখানে ওর পায়ের ছাপের অনুসন্ধান করা—এটা এখন সম্মানের প্রশ্ন, আর কিছু নয়।

এখন আর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে পাওলোস্কি শত্রুদের সক্রিয় এজেন্ট ছিল, নিছক সহযোগী নয়, বা শাস্তি এড়াবার জন্যে এমনি জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল তাও নয়।

যে উর্দি আর অন্তর্বাস পাওলোস্কি পরেছিল এগুলো লেবেল থেকে বোঝা যায় ইভানোভো বা মস্কোর কারখানার তৈরী। ভেতরে পরার আণ্ডারপ্যান্ট আর শার্টটা পরিষ্কার করে কাচা ছিল—আজ বা কাল পরেছে, তার আগে কিছুতেই নয়। কাঁধের বেল্ট আর কম্পাসটা সোভিয়েত দেশে তৈরী এবং পুরনো হয়ে এসেছে। ঘড়িটা বিদেশী—মনে হচ্ছিল সুইজারল্যাণ্ডের তৈরী, জল-নিরোধক আর কাঁটাগুলি জলজলে, অনেকটা আমার, পাভেল আর অন্যান্য বহু অফিসারদের ঘড়ির মতোন,—জার্মানদের কাছ থেকে দখল করা।

যখনই মনে মনে বুঝতে পারলাম যে আজ আর ঘুমোতে পারবো না, সঙ্গে সঙ্গে দুটো ফেনামাইন ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিলাম এবং যদিও জানি যে ট্যাবলেটগুলি কাজ করতে বেশ সময় নেয়, তবুও বেশ নতুন শক্তি যেন সঞ্চারিত হয়েছে মনে হতে লাগলো।

তারপর আবার পাওলোস্কির বুটজুতো পরীক্ষা করতে বসলাম এবং

দেখলাম দুটো জুতোরই ডগার নীচে সেলাই করে ঢোকানো আছে র‍্যাশন কার্ড আর ভ্রমণ করার পরওয়ানার বাড়তি ফর্ম। সেলোফেন কাগজে ভাল করে মোড়া যাতে ওগুলো নষ্ট না হয়ে যায় এবং ওগুলো নতুন, এখনও ব্যবহার করা হয় নি এবং সে যে বাহিনীর ইউনিটের সৈনিক সেখানকার স্টাম্প মারা।

সব কিছুই যেমন হওয়া উচিত তেমনি আছে, সবকিছু থেকে দেখা যাচ্ছে যে শত্রু পক্ষের একজন এজেন্ট, তবে এমন কিছু নেই যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে আমরা যে দলটার খোঁজ করছি ও সেই দলের এজেন্ট। আপ্রাণ খুঁজেও সে ধরনের কোনো প্রমাণ খুঁজে পেলাম না।

ওর বন্দুক, কাগজপত্র সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি গেলাম জুলিয়ার বাড়ি, যেখানে অপেক্ষা করেছিল এক অপ্রীতিকর ও অপরিহার্য দায়িত্ব পালন—বাড়িটায় তল্লাসী করতে হবে।

চুল্লীর পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল ফোমচেঙ্কো। চৌকাঠ পার হবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ওর মুখে আঁচড়ানোর দাগ এবং ওর কোটের কলারের বোতাম ছিঁড়ে গেছে। পাওলোস্কির দেহটার কাছ থেকে জুলিয়াকে টেনে বাড়ি আনতে ওকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে দেখছি।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে একটা পুরনো লোহার খাটে নিস্পন্দের মতো শুয়ে ছিল জুলিয়া এবং মাঝে মাঝে হতাশায় ভেঙে পড়া মানুষের মতো চাপা গোঙানি ভেসে আসছিল। যেন সে অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় আছে।

দেওয়ালগুলি ন্যাড়া। টেবিল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল একটি উল্টে রাখা মাইন রাখার বাক্স, ওপরে গোলাপী কাপড় দিয়ে ঢাকা। তার পাশেই একটা নড়বড়ে কাঠের টুল। বাস ঐটুকুই—আর কোন আসবাবপত্র নেই, কোনো রকম পর্দা-টর্দা নেই। নিছক দারিদ্র্যের ছাপ।

চুল্লির সামনের দিকে সাদা তোয়ালে দিয়ে কিছু একটা ঢাকা—খুব সম্ভব খাবার। ভেতরটা ভাল করে পরীক্ষা করতে বললাম ফোমচেঙ্কোকে, এবং নিজে গেলাম দেখতে গাড়ীবারান্দা আর চিলেকোঠাতে, যদিও মনে ছিল যে বড় রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢোকার পথে পায়ের চিহ্ন খোঁজাটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গাড়ীবারান্দায় কাজের জিনিস একটি মাত্রই পেলাম তা হল পাওলোস্কির আর এক সেট অন্তর্বাস। ওটা অবশ্য খুঁজতে হয় নি, তারেতে

ঝুলছিল, তখনও ভিজে : গত সন্ধ্যায় জুলিয়া নিশ্চয়ই কেচে দিয়েছিল। তারপর আমি মাটির মেঝে, দেওয়াল আর এক কোণে স্তূপীকৃত করে রাখা আজে-বাজে জিনিসও খুঁজলাম, পেলাম না কিছুই।

চিলেকোঠায় কিছু বাড়তি ঝাঁটা টাঙানো ছিল, মেঝের ওপর পড়েছিল দুটো পুরনো লেবু গাছের বাকলে তৈরি ঝুড়ি ; জং-ধরা একটা কাস্তে এবং এক কোণে দেখলাম একটা ট্রেঞ্চ কাটার কোদাল, প্রায় নতুনের মত দেখতে। কাঠের হাতলের তলার দিকে সামান্য একটু কাটা ছাড়া কোদালটার আর কোন বিশেষত্ব নেই।

এ ধরনের কাহিনী বহু পুরনো : একজন সৈনিক তার নিজের কোদাল অন্য কোথাও ফেলে আসতে পারে এবং পরে কাছাকাছি অন্য কোনো কোম্পানীর কাছ থেকে একটা "ধার" চেয়ে নিতে পারে এবং তারপর আগেকার মালিকের নামের আদ্য অক্ষর কেটে ফেলে দেবে। এ-ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটতে দেখেছি।

মনে হল প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে, যখন এই অঞ্চল দিয়ে যুদ্ধ সীমান্ত এগোচ্ছিল তখন থেকে কোদালটা এখানে পড়ে আছে। ছোট হাতলওলা এই ধরনের কোদাল ইলিয়ার বাগানে ততো কাজে লাগবে না, তাই বোধ হয় এই চিলেকোঠায় পড়ে আছে ওটা। কিন্তু ধুলোর পাতলা আবরণ এখনও পড়ে নি কোদালের গায়ে, কাস্তেটারই মত, তার মানে নিশ্চয়ই সম্প্রতি ওটা ব্যবহার করা হয়েছিল।

চিলেকোঠার মেঝেতে ছড়ানো মাটি আমি আমার ছোট ছোরাটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বিঁধে বিঁধে দেখছিলাম, হঠাৎ ঘড়িতে নজর পড়তে দেখলাম ৭টা বাজতে ১৩ মিনিট বাকী আছে। আর মিনিট পনেরোর মধ্যে বড় রাস্তায় যেতে হবে আমাকে একটা নির্ধারিত জায়গায়, যেখানে লরীতে করে পাভেল ফিরবে কিংবা—ও যদি নিজে না আসতে পারে—খাবার আর কিছু লিখে খবর নিশ্চয়ই পাঠাবে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হল, ফোমচেঙ্কো‌ও কিছু খুঁজে পায়নি এক-তলার ঘরে, শুধু চুল্লীর ওপর এই খাবার ছাড়া। মার্কিন শূয়োরের মাংসের দুটো কৌটো, পাঁচ প্যাকেট শুকিয়ে রাখা ভুট্টা, দুটো পাউরুটি এবং চিনি ও নুনের ছোট ছোট প্যাকেট। জার্মানদের দেওয়া "সরকারী" কাগজপত্রের সাহায্যে পাওলোস্কি ওগুলো জোগাড় করেছে আমাদের খাবারের ডিপো

থেকে এবং সঙ্গত কারণেই ওগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা উচিত। আমি অবশ্য ঠিক করলাম ওগুলো জুলিয়ার জন্য রেখে যাবো এবং প্রতিবেদনে লিখবো বাচ্চাটা যাতে না খেয়ে মরে তার জন্যে খাবার রেখে গেলাম আমি।

ঘরটা আর একবার তল্লাশী করতে বললাম ফোমচেঙ্কোকে, বিশেষ করে এই কারণে যে ওর আর অন্য কিছু করার থাকত না তাহলে। আমি নিজে পাওলোস্কির সব জিনিসপত্র, তার বন্দুক আর কাগজপত্র হাতকাটা বর্ষাতির মধ্যে পুরলাম এবং তারে ঝোলা অন্তর্বাসগুলিও নিতে ভুলিনি এবং সবকিছু নিয়ে একটা বড় বাণ্ডিল বেঁধে ফেললাম।

সাধারণ অবস্থায় লরীটাকে আমরা বাড়ি পর্যন্ত আনি। পাওলোস্কির দেহটাকে তুলে নেবার জন্যে, কিন্তু পাভেলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার সময় খালি-হাতে থাকতে ইচ্ছে করছিল না বলে বোঁচকাটা হাতে নিলাম। চিলেকোঠা থেকে কোদালটা আগেই ছুঁড়ে একতলায় ফেলে দিয়েছিলাম, শেষ মুহূর্তে ওটাও তুলে নিতে ভুললাম না।

ফেনামাইন ট্যাবলেটের গুণে দারুণ ফূর্তিতে আমি মাত্র কয়েক মিনিট নিলাম প্রায় এক মাইল রাস্তা পার হয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছতে। আমি যেন ডানায় ভর দিয়ে উড়ে গেলাম। রাস্তার কাছে এসে গতি কমিয়ে হাঁটতে লাগলাম এবং নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলে হ্যাজেল গাছের ঝাড়ের দিকে তাকালাম।

রাস্তার ধারে লরীটা আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে আছে; পেছন থেকে দুটি অপরিচিত মুখ উঁকি মারছে, তাদের দুজনেরই মাথায় সামরিক কোনো টুপি নেই। রাস্তার উল্টোদিকে খালের ধারে খিজনিয়াক পায়চারি করছিল, কিন্তু পাভেল গাড়ির পা-দানিতে বসে কোলের ওপর সাবমেশিনগানটা রেখে মাটির দিকে তাকিয়েছিল, ওকে খুব রোগা লাগছিল, মনে হচ্ছিল অসুস্থ। ওকে বেশ ক্লান্ত আর হতাশ মনে হচ্ছিল, বুঝলাম সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। খুবই খারাপ নিশ্চয়ই। হাতের কাজটা করার সময় দেখাবার মত কিছু করে থাকলে মানুষকে অমন হতাশ দেখতে লাগে না। শুধু কি তাই, ও তো এখনও জানে না যে পাওলোস্কি নিজেকে গুলী করে খতম করেছে···।

'লুঝনভকে দেখো নি?' ওর কাছে শান্তভাবে হেঁটে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, যেন কিছুই হয় নি।

'লুঝনভ ?' পাভেল আমার কথারই প্রতিধ্বনি করল। মাথাটা তুলে একটু যেন অন্যমনস্কের মত তাকাল আমার দিকে, ওর চোখ খরগোশের মত লাল, মনে হচ্ছে ভাল ঘুম হচ্ছে না ওর। 'না', কেন, কি হয়েছে ?' আমার কোটে রক্তের দাগ দেখে ঝটিতি প্রশ্ন করল।

'কিচ্ছু না।'

বাণ্ডিলটা মাটিতে নামিয়ে তাড়াতাড়ি খুলতে লাগলাম আমি, কোদাল-টাকে পাশে রেখে দিয়ে, যাতে হাতটা খালি পাওয়া যায়। কোদালটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো পাভেল, তারপর কাটা দাগটা দেখে চঞ্চল হয়ে উঠলো, 'কোত্থেকে পেলে ওটা কোথায় ছিল ?'

'জুলিয়ার বাড়িতে, চিলেকাঠায়।'

লরীর পেছনে বসা লোক দুটি ঘাড় বাড়িয়ে দেখছিল আমাদের। ওদের চিনিনা আমি, ভাবলাম হয়তো আরও বাড়তি অস্থায়ী লোক হবে ওরা, হয়ত নতুন স্কুলের বাচ্চা ঘাড়ে চাপবে আমার !

ইতিমধ্যে বাণ্ডিলটা খুলে ফেলেছি, আর ভেতরের জিনিসপত্র নিশ্চয়ই পাভেলের চোখে পড়েছে। বুট জোড়া থেকে পাওয়া পাওলেস্কির কাগজপত্র ওর বাড়তি ভ্রমণ করার পরওয়ানা সব কিছু সামনে বিছিয়ে দিলাম যাতে পরীক্ষা করে দেখা যায়। পাভেলের নজর অবশ্য কোদাল ছাড়া অন্য কোথাও ছিল না।

হঠাৎ ও একটা পরিষ্কার কাগজের টুকরো তুলে নিলো, এবং একটা ছুরী দিয়ে কোদালের ফলা আর হাতলে লেগে থাকা মাটির টুকরো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করতে লাগলো। যেন অন্য কিছুতে তার আর কোনো আগ্রহই নেই।

মাটির কণা আঙুল দিয়ে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললো, 'বালি মাটি !'

মাটি নিয়ে কেন ও এতো চিন্তা করছে সেটা আমার মাথায় ঢুকলো না। আমি তখনও শান্ত হয়ে আছি, কারণ ওই শয়তানটা তার নিজের মাথার অর্ধেকটা উড়িয়ে দিয়েছে।

'মাটিটায় বালি আছে,' আবার বললো পাভেল, এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে।

ভয়ে ভয়ে তাকালাম ওর মুখের দিকে। ওর কি মাথা খারাপ

হয়ে গেছে? কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না: এমন সময় মাঝে মাঝে আসে যখন কেউ তার মাথার ঘাম ঝরাচ্ছে এবং নিষ্ফলা কাটিয়ে দিচ্ছে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং ওপরওলারা বারবার তাগাদা দিয়ে চলেছেন। তখন আশাতীত কিছু ঘটে যেতে পারে, সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

'ওটা কি?' হাতকাটা বর্ষাতিটা দেখিয়ে ও শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করলো আ্যালুমিনিয়ামের সিগারেট কেসটা দেখলোই না, যেটা পকেট থেকে বের করে আমি ওকে দেখাচ্ছিলাম। মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ে পাভেল কাগজপত্র তুলে নিলো হাতে।

উত্তরের অপেক্ষা করছিল ও, অথচ আশংকায় আমি তখন আধ-মরা হয়ে গেছি। এমন কি মনোবল অটুট রাখার জন্যে ফেনামিন ট্যাবলেটও আর কোন কাজ করছে না। মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা বাচ্চা কুকুর, কার্পেটে হিসি করে ফেলেছি। আমার ল্যাজটা যেন গুটিয়ে গিয়ে পেটের তলায় সেঁধিয়ে গেছে।

অফিসারের পাশটা খুলেই ফটোটা দেখে চিনতে পেরে গেলো সঙ্গে সঙ্গে: 'পাওলোস্কি।'

এবার ঐ প্রশ্নটা আসবেই: 'নিজেকে গুলি করতে দিলে কি করে লোকটাকে, ভেবে পাচ্ছি না?'

ঐ দুজন লোক লরী থেকে লাফিয়ে নেমে বর্ষাতি আর তার মধ্যে রাখা জিনিসপত্রকে দেখতে লাগলো যেমন করে বাচ্চা ছেলেরা বড় দিনের খৃষ্ট-মাস গাছ দেখে। গোল্লায় যাক এই ভাড়াটে সৈন্যরা।

৬১। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার দূরাভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

আগামী তিন ঘন্টার মধ্যে মস্কো থেকে একটা বিমান গিয়ে পৌঁছবে ভিলনিয়ামে, তাতে থাকবে লালফৌজের অফিসারদের পোশাক পরা ১২ জন লোক। সনাক্তকরণ করার জন্যে। এরা সবাই

প্রাক্তন জার্মান গুপ্তচর। যারা ওয়ারশ এবং কোনিগসবার্গ জার্মান গোয়েন্দা স্কুলের বেতার বিভাগ থেকে পাশ করা, যেখানে নিয়েমেন বেতার কর্মীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, বর্তমানে যাদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি ; এদের কর্মপদ্ধতি দিয়ে চেনার কাজে সুবিধে হতে পারে।

ভিলনিয়াস ও সিয়াউলিয়াই, ভিলনিয়াস ও গ্রোদনের এবং ভিলনিয়াস ও লিডা পথে এদের যাতে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো যায় তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আপনার।

এই সনাক্তকরণের কাজে লাগানো লোকের কাজ-কর্মের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আপনি নেবেন এবং দেখবেন যাতে যথাসম্ভব ভালভাবে তাদের কাজে লাগানো যায়।

কলিবানভ

বেতার দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

আই-১৯৪৮৬ সংখ্যক সংবাদের সংযোজনী হিসাবে, এটা বিস্তারিতভাবে জানানো হচ্ছে যে অনুসন্ধানের কাজে লাগানো এবং এবং নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত কুকুরদের দিনে তিনবার খাবার দিতেই হবে, তারা যে বিভাগেরই হোক না কেন ওদের র‍্যাশন ৫০ শতাংশ করে বাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং খাবার আসবে প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ কমিসারিয়েতের ভাঁড়ার থেকে। এই নির্দেশের ভিত্তি হলো লালফৌজ পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির বড় কর্তার ৭৩৫২ সংখ্যক ১৯-৮-৪৪ তারিখে হুকুম।

এই বছরের জুলাই মাসে প্রথম উক্রেনীয় যুদ্ধ সীমান্তে বেশ কিছু সংখ্যক কুকুরের ঘ্রাণ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল অসাবধানে খাওয়াবার জন্যে। যে খাবার কুকুরদের দেওয়া হবে সেগুলো কতটা গরম হবে সে ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেবার জন্যে বলা হচ্ছে আপনাকে। অযোগ্য পাচকরা যে ডেকচিতে কুকুরের খাবার তৈরী হয় তাতে যেন নানা ধরনের মশলা না দেয় এ ব্যাপারে নজর রাখতে যেন ভুল না হয়, কারণ তার ফলেও ওদের ঘ্রাণ শক্তি ভোঁতা হয়ে যায়।

সমাস' পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিক একথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে যে, যখন সিলোভিচি জঙ্গলে পুরোমাত্রায় সামরিক অভিযান চালানো হচ্ছে, তখন খুব দূর থেকে ঘ্রাণ নেবার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং গুপ্ত কুলুঙ্গী আর লুকোবার জায়গাগুলো খুঁজে বের করার অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট কুকুরদের সেইসব এলাকায় কাজে লাগানো উচিত যেখানে সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

ব্যক্তিগত ভাবে দেখবেন যাতে এই নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে।

আর্তেমিয়েভ

বেতার দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

নিয়েমেন অভিযানের জন্যে পাওয়া গেছে এমন *এন. কে. ভি. ডি* সেনাদের কাজ কর্ম সরেজমিনে তত্ত্বাবধান করার জন্যে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক গণ কমিসারিয়েতের প্রথম ডেপুটি সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের একটা দল নিয়ে একটা বিশেষ বিমানে করে যাচ্ছেন ৭টা বেজে ৪৫ মিনিটে।

তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য স্থানীয় নিরাপত্তা সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ি না থাকে, তবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব নেবেন ঐ বিমানে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের জন্যে প্রয়োজনীয় মোটরগাড়ি সরবরাহ করার।

কাজটা হয়ে গেলেই জানাবেন।

কলিবানভ

বেতার দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

আপনার যুদ্ধ সীমান্তের এলাকায় নিয়েমেন অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় সৈন্য আর সাজ-সরঞ্জাম আনা-নেওয়া করার ব্যাপারে

সুবিধে দেবার জন্যে ইতিপূর্বে দেওয়া বিমান ছাড়াও আজ সকাল ৮টা থেকে ১৪২তম বিমান-পরিবহণ রেজিমেন্টকে আপনার অধীনস্থ করা হল।

আপনার প্রয়োজন অনুসারে তাদের কিছু বিমান পঠাবার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে অবিলম্বে প্রথম বিমান বাহিনীর অধিনায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কলিবানভ

সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম

জরুরী !

মাক্সানভ সমীপে,

নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপারে ভুল করে গ্রেপ্তার করা ক্যাপ্টেন বরিচেভস্কি ও জুনিয়ার লেফটেনান্ট কুজনেৎসভকে অবিলম্বে ছেড়ে দিন।

যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন যাতে ভবিষ্যতে আপনারা আপনাদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন।

পলিয়াকভ

বেতার দূরাভাষ সংবাদ

জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়ক গণ কমিশারিয়েতের প্রথম ডেপুটি নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত *পি.সি.এস.এস.*-এর সব কটি সংস্থার কাজকর্ম সরেজমিনে তত্ত্বাবধান করার জন্যে সকাল ১০-৩০-এ একটি বিশেষ বিমানে করে যাচ্ছেন লিডাতে, সঙ্গে থাকবেন উচ্চ-পদমর্যাদার অফিসারদের একটা দল।

তাঁদের যাতায়াতের জন্য যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোটর গাড়ি স্থানীয় নিরাপত্তা সংস্থার কাছে না থাকে, তবে ঐ বিমানে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের সকলের জন্যে প্রয়োজনীয় মোটর গাড়ি সরবরাহ করার দায়িত্ব আপনি নিজে নেবেন এবং শত্রুদের এজেন্টদের তল্লাশী

করা ও নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত কাজকর্মের সঙ্গে এঁদের সমন্বয় করিয়ে দেবেন।

কাজটা হয়ে গেলেই জানাবেন।

কলিবানভ

৬২। ক্যাপ্টেন পাভেল আলিওখিন

১৯৪১ সালের মে-দিবসের ছুটির দিনের পর, যেদিন তার বাবা মারা যান, এমন খারাপ দিন জীবনে আর আসে নি।

সদর দপ্তর থেকে আসা লরীতে ওর আর আন্দ্রেইয়ের জন্যে চিঠি ছিল এবং দেশের গ্রাম থেকে পাভেল যে খবরটা পেয়েছে সেটা হৃদয়-বিদারক।

প্রথমে ও বুঝতে পারে নি চিঠিটা কার কাছ থেকে আসতে পারে। খুলে দেখল, যুদ্ধের আগে ও যে ল্যাবরেটারীতে কাজ করত সেখানে একজন মাঝ বয়সী ল্যাবরেটারী-অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন, নাম ফেদোসেভো, চিঠিটায় উনি লিখছেন পরীক্ষা-কেন্দ্রে কোন কিছুতেই এখন নজর দেওয়া হচ্ছে না, ভারবাহী পশু নেই, কাজ করার লোকও নেই; কেন্দ্রটা চালাচ্ছেন গ্রামের নিত্য-প্রয়োজনীয় সমিতির প্রাক্তন সভাপতি কোসেলেভ, যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হওয়ায় তাঁকে বাহিনী থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চেষ্টা করেও ও'র কথা মনে করতে পারল না পাভেল। কৃষিকর্ম সম্বন্ধে ভদ্র লোকের কোন ট্রেনিং নেই, কি করতে হবে তাও জানেন না, অথচ বোতল ধরে ফেলেছে, তা সে মনের দুঃখেই হোক বা অসহায় বোধ করার জন্যেই হোক।

ফেদোসোভা আরও লিখেছেন যে এপ্রিলের শেষের দিকে পাভেল আর তার সহকর্মীরা প্রায় দশ বছরের কষ্টসাধ্য গবেষণা করে প্রচুর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সেরা-জাতের গম উৎপাদন করেছিল সেগুলোকে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং কারুর এক হাস্যকর নির্দেশ বা ভুল করেই হোক সাধারণ গম হিসেবে পাঠানো শুরু হয়ে গেছে।

বাইরে থেকে আসা কিছু—"শহরের-মেয়ে", যারা সরকারী আদেশ পেয়ে এসেছিল, তারা সব কিছু পরিষ্কার করে ফেলেছে। ওরা চলে যাবার পর

ফেদোসোভা ওখানে পৌঁছান। খুঁটে যেটুকু জোগাড় করতে পেরেছেন, তাহল কয়েক ধরনের গমের কয়েক মুঠি নমুনা মাত্র।

আরও লিখেছেন যে পাভেলের স্ত্রী লিডিয়া, ঐ পরীক্ষা কেন্দ্রে সেও জুনিয়র গবেষক-সহকারী হিসেবে কাজ করত। তার সঙ্গে নতুন কর্তার ঠিক বনিবনা হচ্ছিল না, ফলে শীতকালের জন্যে প্রাপ্য জ্বালানী কাঠ লিডিয়াকে দেন নি তিনি। তার জন্যে পাভেলের চার বছরের মেয়ে নাস্তিয়ার বাতের মত হয়ে গেছে, এখনও পায়ে ব্যথা করে বলে।

খবরগুলো পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল পাভেল, কারণ লিডিয়া একটা চিঠিতেও ওসব কথা লেখে নি, বরং লিখেছে বাড়িতে সব কিছুই ঠিক-ঠাক চলছে। বোঝা যাচ্ছে পাভেলকে চিন্তার মধ্যে ফেলতে চায় না ও, কারণ এতো দূরে যুদ্ধ সীমান্ত থেকে কোনভাবে সাহায্য করা তো ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

ফেদোসোভা সব সময়ে শান্ত, মাটির মানুষ। নিরলসভাবে কাজ করে যান এবং পাভেল বুঝতে পারল উনি একটুও বাড়িয়ে লেখেন নি কিছু: যেহেতু উনি কষ্ট করে তার ঠিকানা জোগাড় করে লিখেছেন, ফলে ব্যাপারটা যে নিশ্চয়ই বেশ উদ্বেগের তা বোঝা যায়।

মেয়ের কথা মনে পড়তেই বুকটা মুচড়ে উঠল পাভেলের। তার নয় বছরের সাধনার ফল যে ব্যর্থ হয়ে গেছে এখবরটাতেও বেশ দমে গেল তার মন। নিজেকে বোঝাবার জন্যে পুরো ব্যাপারটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেবার চেষ্টা করল পাভেল, এটা না ঘটে উপায় ছিল না এবং কারুর কিছু করারও নেই, কারণ এখন যুদ্ধ চলছে। একদিকে গমের দুর্মূল্য বীজ, অন্য ধারে শত শত লোক না খেয়ে মরছে, যেমন ঘটেছিল দুবছর আগে লেনিনগ্রাদে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজেকে বোঝাতে পারল না পাভেল যে এটা একটা মারাত্মক ভুল নয় এবং তার অজানা বা তার বোধশক্তির বাইরে হলেও, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সঙ্গত কারণ আছে।

জ্বালানী কাঠের ব্যাপারটায় দোষ ওর স্ত্রীরই। ঠিক সময়ে লিখলে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারত। এসব ক্ষেত্রে যেকোন সরকারী সংস্থাকে লিখতে ইগোরভ একটুও ইতঃস্তত করেন না এবং সন্দেহ নেই যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে উনি খুব উদ্যোগী হয়ে কিছু না কিছু একটা করবেনই।

ভিলনিয়াস থেকে ফেরার পর পাভেলকে দেওয়া হয়েছিল ফেদোসোভার

চিঠিটা। ভোরবেলাতেই পলিয়াকভের সঙ্গে ওকে পাঠানো হয়েছিল ভিলনিয়াসে পূর্ণ মাত্রায় সামরিক অভিযান যদি চালাবার দরকার পড়ে তার জন্যে বিশেষ ইউনিটের অধিনায়কদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্যে।

লিডাতে ওদের বিদায় জানাবার সময় ইগোরভ বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ওঁরা যখন জঙ্গলটা ঘিরে ফেলবেন তখন পালাবার সমস্ত পথ বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ও হঠাৎ গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হতে পারে।

উনি ওদের বোঝাতে চাইছিলেন, 'চুপ, ও নিয়ে আর একটা কথাও না। এই ইউনিটগুলোকে আনা হচ্ছে একটা বিশেষ কাজের জন্যে, কিন্তু অভিযানটা যে চালাচ্ছে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগ এ খবরটা শুধু জানবে কমাণ্ডান্টের অফিসের অফিসাররা এবং ইউনিটের অধিনায়করা। তাদের ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দেবে এবং সামান্যতম খুঁটিনাটিও জানাতে যেন ভুল না হয় তা দেখবে। সম্ভাব্য সব রকমের পরিস্থিতিতে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার হতে পারে তা আন্দাজ করে নিয়ে আগে থাকতেই ওদের বুঝিয়ে দেবে।'

বেশ কয়েকটা কারণে সেনাপতি এবং পলিয়াকভ তখনও পর্যন্ত মনে করেছিলেন যে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালানো তেমন জরুরী হয়ে ওঠে নি, কিন্তু সেইসঙ্গে যেহেতু সেটা করার কর্মসূচী নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাই পুরোপুরি নিখুঁতভাবে সেটা করার প্রস্তুতিটা করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে তাদের কাছে!

সময়ের ব্যাপারটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছিলেন পলিয়াকভ: সিলোভিচি জঙ্গলকে ঘিরে ফেলার ব্যাপারটার মধ্যে সমন্বয় সাধন ভালভাবে করতে হবে। দুশো ছিয়ানব্বইটা লরী একই সময় নিজেদের মধ্যে সমান দূরত্ব রেখে বারোটা আলাদা সারি বেঁধে বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে আসবে জঙ্গলটার ওপর এবং তারপর একটা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে গোল হয়ে ঘিরে জঙ্গলটার চারপাশে ঘুরবে, যাকে বলা হয়—"ঘোড়ার নাগর-দোলা।" আগে থাকতে ঠিক করা সংকেতটা দেওয়া মাত্র—প্রতি পাঁচটায় একটা করে লরীতে বেতার যন্ত্র থাকবে—জঙ্গলটাকে নিখুঁতভাবে ঘিরে ফেলবে ভাল ভাবে আত্মগোপন করে থাকা ডিটাচমেন্ট বাহিনীগুলো জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পরিসীমাকে এবং তারপর শুরু হবে চিরুণী অভিযান।

পলিয়াকভ নির্দেশিত সময়সূচী আর দূরত্বের ব্যাপারটা যথাযথভাবে মেনে

চললে এবং আত্মগোপন করে থাকা ডিটাচমেন্ট বাহিনীর মধ্যে খুব ভাল যোগাযোগ ও সহযোগিতা থাকলে ভালভাবে ঘিরে ফেলার ব্যাপারটা সুনিশ্চিত হবে, ফলে চারপাশের বেষ্টনীটা ভেদ করে বা তার ফাঁক দিয়ে গলে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে না।

সংক্ষেপে নির্দেশ দেবার পর, যারা উপস্থিত ছিল তারা সব লিখে নিচ্ছিল, পালিয়াকভ বিশেষভাবে জোর দিলেন মুলতুবী রাখা অভিযানের ওপর এবং ইউনিটের অধিনায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ সৈনিক সকলেই যারা এতে অংশ নেবে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ওপর।

গভীর জঙ্গলে অনুসন্ধান চালাবার সময় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, মাইনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় এবং যাদের খুঁজে পাওয়া যাবে বা গ্রেপ্তার করা হবে তাদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করতে হবে—এসব সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সমস্যার ভাসা ভাসা একটা রূপ তুলে ধরল পাভেল।

পরে এনিয়ে তাকে কেউ আর প্রশ্ন করে নি। ভ্রাম্যমান নিরাপত্তা ইউনিটের অধিনায়কত্ব করছিল যেসব অফিসার তারা বেশিরভাগই অভিজ্ঞ সীমান্ত রক্ষী ছিল, যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতাও তাদের আছে এবং সম্ভবতঃ এই ধরনের অভিযানে ইতিপূর্বে অংশও নিয়েছে। পাভেল মনে মনে ভাবল ওই অফিসারদের সঙ্গে তার নিজের ও পলিয়াকভেরও সবচেয়ে বেশি উপকার হবে যদি তারা আর কথাবার্তা না চালিয়ে কিছুটা ঘুমিয়ে নিতে পারে। গত সন্ধ্যায় অবশ্য মস্কো থেকে নির্দেশ এসেছে যে তল্লাশী ও সামরিক বাহিনী দিয়ে ঘেরাওয়ের ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত সৈনাদের বিস্তারিত নির্দেশ দেবার। অতএব আগে থাকতেই ওরা যে সব কিছু ভালভাবে জেনে গেছে তা স্পষ্ট-ভাবে বুঝেও আবার তার শ্রোতাদের সব কিছু ব্যাখ্যা করাটা উপযুক্ত বিবেচনা করল পাভেল।

ভোরের আলো যখন ফুটতে শুরু করেছিল তার আগেই ভিলনিয়াস থেকে লিডাতে ফিরে এসেছে সে আর পলিয়াকভ।

গত তিন বছর ধরে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করছে পাভেল, কিন্তু একটা তল্লাশী চালাবার জন্যে এ-ধরনের কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টা চালানো কখনো দেখে নি, এত সৈন্য ও সাজসরঞ্জামও আসতে দেখে নি বা এই ধরনের ব্যাপক কাজের বর্ণনার কথাও কখনো শোনে নি।

গতকাল যুদ্ধ সীমারেখার পিছনের বৃহৎ এলাকায় যথাসম্ভব কঠোর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়েছিল। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে সকাল থেকে সাতশো দলকে অভিযানে নিয়োগ করা হয়েছিল। আকাশ পথে যেন কোন বেতার সংবাদ ওরা পাঠাতে না পারে তার জন্যে পাহারা দেবার কাজে লাগানো হয়েছে ৫০টা বেতার কেন্দ্র। পূর্ব প্রুশিয়া ও পোল্যাণ্ড থেকে পূর্ব দিকে সুদূর ভিয়াজমা পর্যন্ত প্রত্যেকের কাগজপত্র ভীষণভাবে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছিল প্রত্যেকটি গ্রামে, শহরে, গ্রামে-শহরে যাতায়াত করার রাস্তায়, রেলস্টেশনে এবং চৌমাথায়। ভোরবেলায় আর একটা অদ্ভুত নির্দেশ এল—কাগজপত্র ছাড়াও সঙ্গে যা জিনিস থাকবে সেগুলোকেও দেখতে হবে।

রাতের বেলায় লিডা বিমানঘাঁটিতে প্লেনে আসতে লাগলো অন্যান্য যুদ্ধ সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত পাল্টা-গোয়েন্দা ডিভিসনের অভিযান সম্পর্কিত দল ও চালক সমেত কুকুর। মানুষ আর লরীগুলো এসে জমতে লাগলো শহরে—আভ্যন্তরীণ বিষয়ক গণ কমিসারিয়েত ও বেতার গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীদের দল নিয়ে শত শত মাইল অতিক্রম করে কয়েকটা কনভয়ও এলো প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরাশিয়ার যুদ্ধ সীমান্ত থেকে।

চব্বিশ ঘন্টার জন্য কুড়ি হাজারেও বেশি সৈনিককে কাজে লাগানো হলো তল্লাশী ও ব্যক্তিগত কাগজপত্র ও জিনিসপত্র পরীক্ষা করার নতুন ও অত্যন্ত কঠোরভাবে পরীক্ষা করার কাজে—এই মোট সংখ্যার মধ্যে ছিল যুদ্ধ-সীমান্তের নিরাপত্তা-ইউনিট, স্থানীয় কমাণ্ডান্টের সঙ্গে যুক্ত সামরিক বাহিনীর কর্মী এবং নিয়েমেন অভিযানে সাহায্য করার জন্যে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক প্রেরিত সহায়ক সৈন্যদলও।

আক্ষরিক অর্থে প্রতি পনের মিনিট অন্তর ফোন আসছিল মস্কো থেকে। শুধু উচ্চপদস্থ অধিনায়কদের কাছ থেকেই নয়, সেইসঙ্গে রাজধানীতে বসে যাঁরা তদন্তের কাজের সঙ্গে যুক্ত সেইসব অফিসারের কাছ থেকেও। তারা নানা রকম খবর চাইছিল জানতে চাইছিল লোকজন আর সাজসরঞ্জাম ঠিকমতো পৌঁছেছে কি না। এমন কি সরেজমিনে যে ধরনের তদন্ত চলেছে তার সর্বশেষে ও যথাসম্ভব খুঁটিনাটি বিবরণও তারা চাইছিল, মনে হচ্ছিল তারা ধরে নিয়েছে লিডাতে ঐ ধরনের বিবরণ সব সময়ে হু হু করে আসছে। অতিরিক্ত উপদেশ এবং অনুমানের কথা জানানো হচ্ছিল। নানা ধরনের

প্রস্তাব তোলা হচ্ছিল, এগুলোকে পলিয়াকভের করা "ছোট খাট খুঁটিনাটির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ" এবং "অতি সাধারণ তত্ত্বাবধান" শ্রেণীভুক্ত করা হচ্ছিল।

সকালে উত্তেজনা চরমে উঠলো। মস্কো থেকে আসা অবিরাম ফোনের ফলে সবাই অতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পলিয়াকভের নির্দেশে বেতার টেলিফোন যন্ত্রটি পাশের অফিস ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে দুজন অফিসার রইলো ফোন ধরবার জন্যে।

সেদিন সকালে ফেদোসোভার চিঠিটা নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হেনেছে পাভেলের বুকে। কিছুক্ষণের জন্যে ও বেশ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। পাভেলকে খুঁজতে খুঁজতে পলিয়াকভ দেখলো বাইরের উঠোনে অপেক্ষমান লরীর কাছে ঐভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে, প্রশ্ন করলো—'কি ব্যাপার?'

উত্তর না দিয়ে ঘাড় ঝাঁকালো পাভেল এবং আর যাতে কোনো প্রশ্ন করা না হয় তার জন্যে শুধু জিজ্ঞেস করলো এরপর পলিয়াকভ কি করতে বলছে তাকে।

সংরক্ষিত দল থেকে দুজনকে সঙ্গে নাও। তামান্তসেভকে ছুটি দেবার জন্যে কাউকে পাঠাতেই হবে। তোমার মূল দলের সবাই যেন কাছাকাছি থাকে, ডাকলেই যেন যাওয়া যায়। তারপর সোজা ফিরে আসবে।'

লরীতে বসে পাভেল অন্য কথা চিন্তা করার চেষ্টা করেও পারলো না। তার ছোট মেয়েটার কথা ভেবে ওর বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল, অথচ কিছুতেই মেয়েটার কথা আর সেইসঙ্গে যে অসাধারণ গম তারা বেছেছিল তার দুর্ভাগ্যজনক কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না, যুদ্ধের আগেকার দশটা বছরের শুধু অপচয় হয়ে গেলো, তার জায়গায় এসেছে হতাশা আর ক্রোধ।

তিন বছর হয়ে গেল মেয়েকে দেখার এবং এখন কেমন দেখতে হয়েছে সেটা জানবার জন্যে নির্ভর করতে হয় প্রধানতঃ ফটোর ওপর, যেটা গত শরৎকালে ওর জন্মদিনের উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিল তার স্ত্রী।

সদর দপ্তরে পলিয়াকভের লোহার আলমারীতে পার্টির কার্ডের সঙ্গে ঐ ছবিটিও রেখে দিয়েছে সে। ফটোতে আছে—সুন্দর কাজ করা টেবিল ঢাকা দিয়ে টেবিলের ওপর নাস্তিয়া, বেশ সুখী সুখী ভাব, ফোলা ফোলা

গাল, ছোট্ট গোলগাল পা, চমৎকার একটা ঢিলে শেমিজ পরে, চওড়া রিবন দিয়ে চুলগুলো পিছন দিকে টান টান করে বাঁধা।

ঐ ফটোটা আর স্ত্রীর চিঠি থেকে পাভেল বিশ্বাস করে নিয়েছিল ছোট্ট মেয়ে ভালই আছে, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া পাচ্ছে, আর বাড়িতে সবকিছু ঠিকই আছে। অথচ এখন সম্পূর্ণ উল্টো খবর পেলাম…।

এতক্ষণে পাভেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, রুটিনমাফিক শস্য পাঠানোর অংশ হিসেবে বিশেষভাবে বাছাই করা গম যুদ্ধের কাজে লাগানোর ব্যাপার জাতীয় স্বার্থে ওপরতলার নির্দেশের কোনো ব্যাপার নয়, বরং নিছক অব্যবস্থার ফল। খবরের কাগজের একটা খবরের কথা মনে পড়ে গেল পাভেলের, শত্রুর দখলে থাকা লেনিনগ্রাদে অনাহারে থাকা কয়েকজন বিজ্ঞানী কিছু বিশেষ ধরনের শস্যের বীজ বাঁচাবার জন্যে না খেয়ে থাকেন, অবরোধের ঐ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে তাঁরা যা করতে পেরেছিলেন, যুদ্ধসীমান্ত থেকে শত শত মাইল দূরে অন্যেরা তা করতে পারল না। ওর বাছাই করা বীজ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল।

গবেষণা কেন্দ্রের ক্ষেতের কথা ওর মানস দৃষ্টিতে ভেসে উঠল, পুরো জমি হাজার হাজার ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করা, কোনোটাই তিন বর্গ ফিটের বড় নয়। ওখানে একের পর যে-সব পরীক্ষা তারা করত, নম্বর না দেওয়া বহু গবেষণা চালাত অপরিসীম সাবধানতা অবলম্বন করে এবং নানা রকম নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে, তার জন্যে বীজ বপন করার ও কৃষি সংক্রান্ত পরিবেশের নানা রকম পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। গবেষণা কেন্দ্রের বহু বন্ধু ও সহকর্মীদের স্মৃতি বন্যার মত ভেসে আসছিল মনের মধ্যে: স্ত্রীর চিঠি থেকে জানতে পেরেছে গত তিন বছরে তার মধ্যে সাতজন মারা গেছে।

পাভেলের মনে পড়ল '৩৬-এ কি করে তারা বর্ণসঙ্করের মধ্যে থেকে একটিমাত্র চারাগাছ বেছে নিয়েছিল—৯৬০ টুকরো জমি থেকে একটিমাত্র চারা গাছ। এই গাছটার শীষ থেকে পাওয়া অস্বাভাবিক বড় দানাই ছিল এই নতুন ধরনের গমের পূর্বপুরুষ, যেটা পাওয়া গিয়েছিল পাঁচ বছর ধরে বহু কষ্ট করে বাছাই করার পর, যে সময়ের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছাড়া বাকি সব কিছুকেই বাতিল করা হয়েছিল।

এবং এখন ঐ অসাধারণ গম, যা লক্ষ লক্ষ একর জমিতে পোঁতার কথা ছিল, একবার সরকারী প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পদ্ধতির ছাড়পত্র পাওয়া হয়ে

গেছে যার, সেগুলোকে কিনা রুটিন মাফিক শস্য পাঠাবার অংশ হিসেবে পাঠানো হয়ে গেছে ময়দা করবার জন্যে! আর তারাই বা কি করে এই অসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের নির্বাচিত শস্যকে সাধারণ, চলতি বা বাগানের শস্য হিসেবে নিল, বিশেষ করে পাঠাবার সময় সঙ্গে যে কাগজপত্র ছিল তাতে যখন স্পষ্টভাবে লেখা ছিল গমটা সত্যি সত্যিই কোন্ শ্রেণীর?!

নতুন ধরনের বীজকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেবার আগে চূড়ান্তভাবে বাছাই করার জন্যে যে পরীক্ষা করতে হয় তার জন্যে কোনোসোজা যে দুমুঠো বীজ বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে সেটা পর্যাপ্ত নয়। এসবের অর্থ হল কাজটা কম পক্ষে আরও কয়েক বছর পিছিয়ে গেল; এবং পাভেল বুঝতে পারল যুদ্ধের পরেও ও যদি বেঁচে থাকে তাহলে আবার গোড়া থেকে হাতে-কলমে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

মেয়ের সম্বন্ধে যে চিন্তা পাভেল করছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছিল একটা কারণে এবং সেটা হল এই যে এত দূর থেকে কিছু করার ব্যাপারে ও কত অসহায়: বহু দূরে ভল্গা নদীর তীরে তার অতি আদরের ছোট্ট মেয়ে কত কষ্ট পাচ্ছে, অথচ তাকে সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা তার নেই। সন্ধের আগে যে কথা ও শুনত সেটা ও মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিল না, কথা হল: "বাত তোমার গাঁট শুধু চাটে, কিন্তু দাঁত বসায় হৃৎপিণ্ডে"!

গাড়ির গতি কমিয়ে খিজনিয়াক জানতে চাইল, 'এবার কি করব? থামবো কি এখানে?' চট্ করে চারপাশ তাকিয়ে নিল পাভেল, দেখল সিলোভিচি জঙ্গল ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে ওদের লরী এবং এগিয়ে যাচ্ছে সেইদিকে যেখানে তিন দিন আগে ওটা থেমেছিল, লুঝনভ আর ফোমচেঙ্কোকে নামিয়ে দেবার জন্যে। এইখানেই ছোট্ট নদীর ওপর যে সেতু আছে তার পাশে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তামান্তসেভের।

'ভালোই হবে।'

সাবমেশিনগান নিয়ে লরী থেকে নামল পাভেল।

তামান্তসেভ যখন এগিয়ে আসছিল ওদের দিকে, তখন পাভেল ওর মুখ দেখে, কোটে রক্তের দাগ দেখে, এবং হাতে একটা বাণ্ডিল দেখে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে সবার আগে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোদালটা—ওটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলো হাতলের কাছে কিছুটা কাঠ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, তখনই ওর মনে হয়েছিল কোদালটা গুসেভের। কিন্তু এলো কোথেকে ?

চিঠিটা পাবার পর থেকে পাভেল যে ঘোরের মধ্যে ছিল, এই অনুমানটা, যার সত্যতা তখনও প্রমাণ সাপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও, ওকে ভীষণ ভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেলো। ওর মনে পড়ে গেলো সেই অভিশপ্ত যাত্রার দিনে গুসেভকে একটা ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোদাল দেওয়া হয়েছিল এবং ওটা ব্যবহার করার সময় পর্যন্ত ও পায় নি। এই কোদালটা দিয়ে কাজ করা হয়েছে এবং হাতল আর লোহার ফলার খাঁজে যে মাটি আটকে ছিল সেগুলো খুঁচিয়ে বের করতে লাগলো সে।

মাটিটাতে বালি ছিল, আশ্চর্যভাবে পরিষ্কার মাটি, হালকা আর অত্যন্ত হালকা রঙ। কোদালটা যে ডজ-লরী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল ওই ঘটনাটাই পলিয়াকভের তত্ত্বটাকে জোরদার করে তুললো যে বেতার প্রেরক যন্ত্রটা যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং এটা যদি সত্যি সত্যিই গুসেভের কোদাল হয় তবে তার অর্থ হবে···পাভেল ঠিক এই ধরনের হালকা রঙের বালি মাটির সন্ধান পেয়েছে একটা জায়গায়—এবং সে জায়গাটা হলো সিলোভিচি জঙ্গলের একটা ছোট্ট এলাকায় যেখানে প্রধানতঃ জন্মায় পাইন গাছ। সেই সময় ও লক্ষ্য করেছিল গাছ-পালার চরিত্র চেনা যায় মাটির ধরন দেখে।

এটা যদি সত্যি সত্যিই গুসেভের কোদাল হয়, তবে হয় আজ, নয় হয় বড় জোর কালকের মধ্যে লুকিয়ে রাখার জায়গাটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে···। এবং অবশ্যই প্রেরক যন্ত্রটা যদি ওখানে থাকে।...

এটা যদি গুসেভের কোদাল হয়, এবং যেহেতু এটা পাওয়া গেছে জুলিয়ার চিলে কোঠায়, তবে এটাও ঠিক যে পাওলোভিচ ঐ শত্রু এজেন্টদের দলের লোকে, যাদের তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে, এবং এটাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এ-কথাও পাভেল না ভেবে থাকতে পারলো না যে খবরটা পেলে পলিয়াকভ আর সেনাপতি কত খুশি হবে।

মাটির ছোট ছোট টুকরো আঙুলের মধ্যে দিয়ে যখন ছাঁকছিল ও তখন লক্ষ্য করলো তামান্তসেভের বাণ্ডিলের জিনিসগুলো বর্ষাতির ওপর ছড়িয়ে মেলে ধরা হয়েছে তার সামনে, ওদিকে একবার নজর বুলিয়ে পাভেল বুঝতে

পারলো ওরা কাউকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি, এবং তারা চেষ্টা যে করেছিল সেটা দেখাবার জন্যে, তার সামনে যা মেলে ধরা হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও, মৃতদেহটা দেখাতে পারে। এবং তাই যদি হয় এক্ষেত্রে তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার চেয়ে হতাশাজনক আর কিছু যে হতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন।

'ওটা কী?' তামান্তসেভের আনা জিনিসের পাশে উবু হয়ে বসে বর্ষাতির ওপরকার জিনিস দেখিয়ে পাভেল প্রশ্ন করলো।

তামান্তসেভের চুপ করে থাকা, মুখে অপরাধীর ভাব এবং আড়ষ্ট ভাব থেকে পাভেলের আশংকাটাকেই সমর্থন করছিল।

সামনে পড়ে থাকা অফিসারের কাগজপত্র তুলে নিলো পাভেল, খুলতেই ফটোটা চিনতে পারলো : "পাওলোস্কির...।"

তামান্তসেভ মুখ খুললো না। পাভেল মাথা তুললো, তামান্তসেভের হাতের অ্যালুমিনিয়াম সিগারেট-কেসটা চোখে পড়লো তার। চট করে ওটা নিজের হাতে নিয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে এটা গুসেভের...আর ট্রেঞ্চ-কোদালটাও নিশ্চয়ই তার।'

'কোন্ গুসেভ?' শান্ত সুরে প্রশ্ন করলো তামান্তসেভ।

হঠাৎ পাভেলের মনে হল দুদিনেরও বেশি ঐ চিলে-কোঠায় কাটাতে হয়েছে তামান্তসেভকে, অতএব তারপক্ষে গুসেভ সম্বন্ধে, বা নিয়েমেন অভিযানের দায়িত্ব স্তাভকার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে, এবং গত ছত্রিশ ঘণ্টায় তৃতীয় বাইলোরাশিয়া আর প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে যে অভূতপূর্ব কর্মতৎপরতা চলছে সে সম্বন্ধে কোন কিছু জানা সম্ভব নয়।

"এটা তোমার গাঁটগুলোকে চাটে, কিন্তু দাঁত বসায় তোমার হৃৎপিণ্ডে" —যে কথাটা সারাদিন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেটা হঠাৎ আবার তার মনে পড়ে গেলো। তারপর তামান্তসেভের দিকে তাকিয়ে হতাশার সুরে বললো, 'এটা হলো কি করে?'

ভাড়াটে সৈনিক দুজনের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে নিয়ে মুখ ফেরালো তামান্তসেভ, একটু থেমে হঠাৎ রেগে গিয়ে বললো, 'অসাবধানতা, ক্যাপ্টেন, অসাবধানতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার উচিত ছিল ওর আর বুলেটের মাঝখানে নিজের মাথাটা পেতে দেওয়া। কিন্তু তা করতে পারি নি।'

৬৩। পলিয়াকভ এবং নিকোলস্কি

সকাল ৭টার সময় পলিয়াকভ জোর করে ইগোরভ আর মোখভকে জল খাবার খাইয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলল। কথা দিল ৯টার সময় উঠিয়ে দেবে। যদিও মনে মনে ঠিক করে রাখল যে আরও এক ঘন্টা পরে ঘুম ভাঙ্গাবে। ও জানত যে দুপুরের পর উত্তেজনা চরমে উঠবে এবং যখন মস্কো থেকে হোমরা-চোমড়ারা আসতে শুরু করবেন তখন ঘুমোবার বা বিশ্রাম নেবার সময় আদৌ পাবেন না এঁরা। ও নিজে এই নিয়ে তৃতীয় কোলা ট্যাবলেটটা খেয়েছে, মেজাজ বেশ ভাল আছে তার। মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত এবং দ্রুত এগিয়ে চলেছে আর ফলও পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যের গাড়িতে লিফট নিয়ে আটটার পরে পৌঁছল লুঝনভ: মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না ঠিকমত, রক্ত পড়ার জন্যে তো বটেই, তার ওপর ঝাঁকানি খেতে খেতে আসার জন্যে। ও পলিয়াকভকে জানাল পাওলস্কি নিজেই গুলী করেছে নিজেকে কোণঠাসা হবার পর এবং ও একাই আসছিল, জঙ্গল থেকে আসে নি, বোঝা যাচ্ছে যে ও জুলিয়ার বাড়িতে এসেছিল কোথাও থেকে।

লুঝনভ কাঁপছিল এবং ওর দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছিল, পলিয়াকভ ওকে কোন প্রশ্ন করল না, কারণ ও জানে পাভেল আর তামান্তসেভ যেভাবেই হোক তাড়াতাড়ি আসবেই। নিজের থার্মোফ্লাস্ক থেকে কড়া চা ঢেলে, তিন চামচ চিনি মিশিয়ে ওকে খেতে দিল। তারপর কাছের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল।

ন'টার সময় পলিয়াকভ একটা ফাইল তুলে নিল, তার মধ্যে ছিল কিছু নথীপত্র আর সাদা কাগজ, তারপর পাশের অফিসে গিয়ে ঢুকল তাড়াতাড়ি, শেষ ঘটনাবলী জানাতে হবে মস্কোকে।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কর্ণেল নিকোলস্কি বেতার টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত। সময় নষ্ট না করে ফাঁকা টেবিলে নিজের কাগজপত্র ছড়িয়ে কাজ করতে শুরু করল পলিয়াকভ।

তল্লাশীর ব্যাপারে এবং সৈন্যবাহিনী দিয়ে ঘেরাও করার ব্যাপারে প্রস্তুতির জন্য সম্প্রতি পলিয়াকভ এত ব্যস্ত ছিল যে "বেতার এবং প্রাযুক্তিক সরবরাহ" নামের যে কাজটা আছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানার সুযোগই পায় নি। গত সন্ধ্যায় মস্কো থেকে সোজা উড়ে আসা ইঞ্জিনীয়ারিং

বিভাগের দুজন বয়স্ক মেজর এবং নিকোলস্কি আপন মনে অন্য একটা অফিসে বসে কাজ করে চলেছিল। ওরা নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল এবং পলিয়াকভ নিজের কাজে এবং কার্যতঃ ওদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। সূক্ষ্ম কাজ এবং দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে দ্রুততা এবং অনুসন্ধানকারী কেন্দ্রগুলো ও সন্ধানী দলের মধ্যে ফলপ্রদ যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারটা সরাসরি নির্ভর করেছিল "আড়িপাতাদের ওপর", যারা তখন সবচেয়ে সম্ভাবনাময় জায়গাতে জমায়েত হয়েছিল এবং পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিকের প্রতিনিধিদের ওপর নির্ভর করে নি।

এখন অবশ্য পলিয়াকভ নিকোলস্কির কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারছিল যে শত্রুরা যদি বেতার মাধ্যমে কিছু খবর পাঠাতে চেষ্টা করে তবে ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।

আসলে যেতে যেতে সেই দিনই খুব ভোরবেলায় মোখভ আর ইগোরভকে ঐ ধরনের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছিল পলিয়াকভ; কিন্তু ওদের কথায় এত গুরুত্ব আরোপ করে নি এবং ঐ ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে সেটাও গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করে নি। সেইদিনই সকালে নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত সবরকম সম্ভাব্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়ে গেছে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে নানারকম পরিকল্পনা আর প্রস্তাব গ্রহণ বর্জন করে; তাই নিয়ে পলিয়াকভ ঠাট্টা করে বলেছিল: যে সমস্যা এখনও আমাদের জর্জরিত করে নি সেগুলো আবিষ্কার করার কি দরকার!' এখন অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে বেতার প্রচারে বাধা সৃষ্টি করার ব্যাপারটা একটা সত্যিকারের সম্ভাবনা হয়ে উঠেছে।

'এটা কি? ওদের এভাবে বাধা দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কি?'

'নিশ্চয়ই।'

বেতার-টেলিফোনে কাজ করছিল বঁড়শির মত নাকওলা একজন ক্যাপ্টেন, পলিয়াকভ তাকে বলল, 'জেনারেল কলিবানভের লাইনটা দাও তো; তারপর মুখ ফিরিয়ে নিকোলস্কিকে বলল, 'আমরা যদি প্রচারে বাধা সৃষ্টি করতে থাকি তবে ওরা বুঝে যাবেই যে আমরা ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছি এবং তাতে আমাদের বিরাট লোকসান হবে। তারা হয়তো তাদের সংরক্ষিত বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করবে যেটা আমাদের জানা নেই। আর ওরা যদি আঁচ পেয়ে যায় তবে তারা যেখান থেকে খবর পাঠাচ্ছিল সেই

জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারে এবং বেতারকে কাজে লাগানো বন্ধ করে দিতে পারে। ওটা করলে জার্মানরা বুঝে যাবে যে বেতার যন্ত্রটার সন্ধান পাওয়া গেছে। ওইসব সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে কি?'

নিকোলস্কি একটু হেসে বললো, 'আমাদের পরিকল্পনা বা সামর্থ সম্বন্ধে আপনি দেখছি ভালভাবে কিছুই জানেন না। আমরা এক অসাধারণ ব্যবস্থা নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা শুধু একটা নির্দেশিত হস্তক্ষেপের প্রশ্ন নয়। বেতার প্রচারে বাধা দেবার জন্যে ঠাসা বাঁধ তৈরী করে ফেলা হচ্ছে। আলাদা আলাদা বেতার-তরঙ্গকে বাধা দেবার কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই, সব কটা ব্যাণ্ডকে অকেজো করার জন্যে আমরা মোর্স' টেলিগ্রাফের সঙ্কেত ব্যবহার করবো! তিনটে যুদ্ধসীমান্ত জুড়ে আমাদের অধীনে ১৫০০ শর্ট ওয়েভ বেতার কেন্দ্র আছে।' বেশ গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল সে, 'সবকটাতে নতুন বাড়তি যন্ত্রপাতি লাগানো হয়েছে: শিগ্গীরই তৈরী হয়ে যাবে এবং আদেশ পাওয়া মাত্র বাধার কঠিন দেওয়াল তৈরীর জন্যে হু হু করে তরঙ্গ পাঠাতে থাকবে। একটা ফাঁক-ফোকরও থাকবে না! মোর্স টেলিগ্রাফের সঙ্কেতের সেই বিশৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে বহু ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ সমেত বহনযোগ্য প্রেরকযন্ত্রের পাঠানো তুলনামূলকভাবে দুর্বল সঙ্কেত কিছুতেই ধরা যাবে না। জার্মানদের গ্রাহকযন্ত্র যত শক্তিশালীই হোক না কেন। বিশ্বাস করুন, বাঁধ তুলে ঐরকম ব্যাপক মাত্রায় হস্তক্ষেপে যখন করা হচ্ছে তখন প্রেরক যন্ত্রটার সন্ধান পাওয়া গেছে এই চিন্তাটা ওঠে না না ওঠা উচিতও নয়। অতএব বুঝতে পারছেন আপনার আশংকাটা ভিত্তিহীন।'

পলিয়াকভ সাবধানে বলল, 'তা হয়ত হতে পারে, কিন্তু ওই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিশেষভাবে সামরিক পরিণামের কথাটা একবার চিন্তা করেছ কি?'

'তাও করেছি আমরা! শুধু তাই নয়, এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনাও করেছি এবং জেনারেল স্টাফ তাতে রাজীও হয়েছে। তারাও মনে করে যে, বেতার সঙ্কেত পাঠানোর ব্যাপারে বাধা দেবার জন্যে এই যে নিবিড় বাঁধ তৈরী করা হচ্ছে শত্রুরা তার ব্যাখ্যা এভাবেও করতে পারে যে এটা হল বড় আকারের অভিযানের সূত্রপাত। জার্মান সদর দপ্তরে সামরিকভাবে

একটু উত্তেজনা হওয়া ছাড়া আর কোনো কিছু সঙ্গে সঙ্গে হবে বলে আমি মনে করি না বা সেটা সম্ভবও নয়।'

'জেনারেল ইগোরভকে কি পুরো ব্যাপারটা জানানো হয়েছে?'

'ওঁকে শুধু এইটুকু বলা হয়েছে যে এই ধরনের একটা প্রকল্পের কথা চিন্তা করা হয়েছে। বেতার কেন্দ্রকে তৈরী থাকতে বলার জন্যে আমাদের কাছে যখন প্রাথমিক নির্দেশ এসেছিল তখনই এর সম্ভাবনার দিকটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। জেনারেল ইগোরভের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা জানতে চান কি?'

'হ্যাঁ।'

'নেতিবাচক ছিল। কিন্তু কমরেড লেফটেনান্ট কর্নেল, মনে করবেন না যে এটা কারুর মাথা থেকে বেরিয়ে আসা দারুণ একটা চিন্তা। দুটো বাস্তব দায়িত্ব দিয়েছে স্তাভকা। শত্রুপক্ষের এজেন্টদের ধরা ছাড়াও একটা কাজ আছে এবং সেটা কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়: গোপন তথ্য যাতে ফাঁস না হয়ে যায় তার জন্যে যে কোনো মূল্যে চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো মূল্যে!' নিকোলস্কি জোর দিল, শেষ কথাটার ওপর। 'আর কি সমাধান দিতে পারেন?'

'তত্ত্বগতভাবে সবই ঠিক আছে এবং যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কি হবে? হুকুম তো মানতেই হবে, এ ব্যাপারে দ্বিমত হবার উপায় নেই। তবে সব ব্যাণ্ডকে যদি বাধা দেওয়া হয় তবে সন্ধানী-কেন্দ্র কীভাবে কাজ করবে? কার্যত: দ্বিতীয় দায়িত্বটা পালন করতে হলে প্রথমটা শেষ করা অসম্ভব হবে।'

নিকোলস্কি বলল, 'একথা বলা ঠিক হবে না যে তা দ্বিতীয় কাজটাকে অসম্ভব করে তুলবে। বরং আমি এইভাবে বলব: কাজটা আরও কঠিন করে তুলবে। সব কিছুতে বাধা সৃষ্টি করার আগে আমরা ৯০ সেকেণ্ড ওদের সঙ্কেত পাঠাতে দেব,' ও বুঝিয়ে বলতে লাগল, 'দিক নির্ণয় করার পক্ষে ওটাই পর্যাপ্ত সময়। তারপর আমরা সরাসরি আপনাকে ত্রিবিধ-ভ্রান্তির সমন্বয়ের সূত্র দিয়ে দেবো।'

পলিয়াকভ প্রায় উচ্চারণ করে হিসেব করল। 'নব্বই সেকেণ্ড—তার মানে প্রায় ১৫০টা অক্ষর। ঐটুকুর মধ্যে কতটা তারা করতে পারবে, কতটুকুই বা খবর পাঠাতে পারবে? আগে থাকতে কো-অর্ডিনান্স দেবার

জন্যে ধন্যবাদ। তবে আজ কিন্তু সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যেসব জায়গায় শত্রুদের এজেন্টদের দেখা যেতে পারে সেগুলো আমরা ইতিমধ্যে বেছে রেখেছি; এবং আমাদের সব চেষ্টা ওইসব জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা হবে। ব্যাপকহারে বেতার প্রচারে হস্তক্ষেপ করার সম্ভাব্য সব পরিণতি সম্বন্ধে সরাসরি মূল্যায়ন করা কঠিন বলে মনে হয়েছে আমার। জান তো, বেতারে খবর পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে বা ঠিক পরেই তাদের হাতে-নাতে ধরে ফেলাই আমাদের ইচ্ছে। প্রথমটার ব্যাপারে সবকিছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিকল্পটা যদি ঘটে? বাধার সৃষ্টি করলে পর তাদের কী প্রতিক্রিয়া হবে? তারা কি পাঠাবে বা কী ধরবে? বাধা সৃষ্টি করা শুরু হবার পর বেতার-খেলার সম্ভাবনা কতটা থাকবে? তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি প্যারাসুটে করে পৌঁছে দেওয়া হবে? জার্মানরা এটাকে কিভাবে নেবে? বেতার মাধ্যমে যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা না যায় তাহলে ওদের তরফ থেকে প্লেন পাঠানোর সম্ভাবনা খুবই কম। আর নব্বই সেকেণ্ডের মধ্যে কোন কিছু করার সময় কি তারা পাবে? আমাদের তো সন্দেহ হয়। এর থেকে অনেক প্রশ্নের অনেক "যদি" এবং "কিন্তু"-র উদ্ভব হবে এবং সব জিনিস সম্বন্ধে খুঁটিনাটি কথা যদি আমরা চিন্তাও করি, তাহলেও এমন অনেক প্রশ্ন থেকে যাবে যার উত্তর সম্ভবতঃ আমরা দিতে পারব না ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জার্মান এজেন্টদের খুঁজে বের করার জন্যে আমাদের চেষ্টা হয়ত সরাসরি ব্যহত হবে। কিন্তু আজ—১৯৪১ সাল বা হয়ত ১৯৪২ সালের মত নয়—বেতার-খেলার মাধ্যমে অনুসরণ না করে শত্রুর এজেন্টদলকে ধরার চেষ্টাটা হবে একটা ছাদ-হীন বাড়ি বা ইঞ্জিন-বিহীন গাড়ি থাকার মত! আশাকরি বুঝতে পারছেন কেন আমি এত চিন্তিত।'

'দুর্ভাগ্যবশতঃ পাচ্ছি', দরজার দিকে যেতে যেতে নিকোলস্কি বলল 'এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃতপক্ষে ফলাফল কী হবে তা সঠিকভাবে আগে থাকতে জানা সত্যিই অসম্ভব। ফলটা বিপরীতও হতে পারে আমাদের ক্ষেত্রে। বিশ্বাস করুন মস্কোতেও ওঁরা সে কথা ভালভাবে জানেন এবং সব জেনেশুনেও যদি ওঁরা এই পথে এগোতে চান তবে নিশ্চয়ই তার কোন গুরুত্ব আছে। যাতে সবকিছু সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তার জন্যে বাধা সৃষ্টি করার আশ্রয় না নেবার ব্যাপারটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে হলে

ওরা বেতার মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো শুরু করার *আগেই* চেষ্টা করে ওদের ধরতে হবে!'

৬৪। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র সাঙ্কেতিক তারবার্তা

জরুরী!

কোসোলাপভ সমীপে,

'নিয়েমেন অভিযান সম্পর্কে ভুল করে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক বারানোভিচি আঞ্চলিক বিভাগের কর্মীদের মধ্যে মামিশিন আর প্রিখোদকো যে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিন।

আপনাকে একথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই বছরের ১লা আগস্ট থেকে যে গোপন সঙ্কেত চালু করা হয়েছিল—বাক্যের মধ্যে কমার বদলে ফুলস্টপ ব্যবহার কর'—তা দেখা যাবে একমাত্র ইউনিট, সংগঠন ও প্রতিরক্ষা কমিসারিয়েতের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী ও নিরাপত্তা সেনাদলের কর্মীদের ভ্রমণ করার পরোয়ানায়। এই পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ক গণ কমিসারিয়েতের আঞ্চলিক সংস্থার ব্যবহার্য কাগজপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আমাদের ১৯৪৪ সালের ৩০শে জুলাই তারিখের...নং চিঠিতে।

বর্তমান জরুরী তল্লাশীর কাজে চরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশগুলিকে অমার্জনীয় অবহেলার জন্যে যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা ডিভিসন আপনাকে ভর্ৎসনা করছে।

পলিয়াকভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্ত, লেনিনগ্রাদ যুদ্ধ সীমান্ত এবং প্রথম উক্রাইনীয় যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা ডিভিসন কর্তৃক পাঠানো সনাক্তকরণের ৩৭জন লোককে পাঠানো হচ্ছে, তারা

দু-তিন ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। তাদের লাল ফৌজের অফিসারদের পোশাক পরানো থাকবে এবং তারা ভিলনিয়াস, লিডা ও গ্রোদনো বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছবে। তারা সবাই প্রাক্তন জার্মান এজেন্ট, যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ওয়ারশ বা অ্যাবওয়েরের গোয়েন্দা বিদ্যালয়ের বেতার-বিভাগে, যেখানে. বেতার-কর্মীরাও প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

যাদের খোঁজা হচ্ছে তাদের সম্ভাব্য যেসব জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে সেখানে যারা নতুন যাচ্ছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানোর দায়িত্ব আপনারই ওপর থাকবে।

যাদের সনাক্তকরণের কাজের ব্যাপারে পাঠানো হচ্ছে তাদের জানিয়ে দেবেন যে, যারা যারা এই কাজে সত্যিকারের ফল দেখাতে পারবে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করার জন্যে সুপারিশ করা হবে এবং অতীতে জার্মানদের সঙ্গে সহ-যোগিতা করেছে তাদের সব অপরাধের অভিযোগ থেকে মুক্ত দেওয়া হবে। মাতৃভূমির কাছে তারা যে অপরাধ করেছে ধরে নেওয়া হবে তারা তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে এটি করে।

এই সব লোকের কাজের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে নেবেন এবং নিশ্চিত হবেন যে তাদের যথাসম্ভব ফলপ্রদভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।

কলিবানভ

সাংকেতিক তারবার্তা

জরুরী

ইসায়েভ সমীপে,

নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপারে অপর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে যাদের আপনি গ্রেপ্তার করে রেখেছেন সেই সার্জেন্ট মেজর তিমোলিন আর সার্জেন্ট কোসতেঙ্কোকে অবিলম্বে মুক্ত দিন।

যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা ডিভিসনের বড় কর্তা আপনাকে

সাবধান করে দেবার জন্যে জানাচ্ছে যে আপনি আপনার কর্তব্য করতে গিয়ে গাফিলতি দেখিয়েছেন।

পলিয়াকভ

সরকারী স্মারকলিপি

অত্যন্ত জরুরী।

প্রথম অগ্রাধিকার

কলিবানভ এবং থাকচেঙ্কো সমীপে,

পরবর্তী নির্দিষ্ট নির্দেশ না যাওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিন মস্কো রেলওয়ে জংশনের পূর্বদিকের স্টেশনগুলিতে ১৯০৬, ১৯০৭, ১৯৫০, ২৩১৮, ২৩১৯, ২৩৪৬ এবং ২৩৭১ নম্বরের বিশেষ *কে-শ্রেণীর* ট্রেনকে আটকে দিতে।

নিজে ব্যক্তিগত পরীক্ষা করে দেখে নেবেন যে নির্দেশই পালিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন।

অনুমত্যানুসারে : সর্বোচ্চ কমাণ্ডের স্তাভকা থেকে পাঠানো নির্দেশ।

কারপোনোসভ

৬৫। পাভেল আলিওখিন, পলিয়াকভ এবং তামান্তসেভ

লিডাতে ফেরার পথে পাভেল লক্ষ্য করলো পাওলোস্কির বুটজুতো থেকে পাওয়া নক্শাতে ছোট ছোট পিন ফোটানোর দাগ আছে, তামান্তসেভ তাড়াহুড়োতে বোধ হয় ওটা লক্ষ্য করে নি। দাগগুলি দেখা যায় না বললেই চলে। কিন্তু পাভেলের মনে হলো যে হয়তো ঐ দাগ অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার। অন্ততঃ তল্লাশী চলাকালীন যতোগুলো জিনিস পাওয়া গেছে তার মধ্যে তো বটেই। আহা, পাওলোস্কিকে যদি জ্যান্ত ধরা যেতো।

চারপাতা নকশার মধ্যে মাত্র সাতটা পিনের দাগ আছে—তিনটে আছে যেখানে সিলোভিচি জঙ্গলটা দেখানো আছে, দুটো দাগ আছে একটা

চারকোণা জায়গার মধ্যে যার মধ্যে রড়ে নালিবোকি জঙ্গলের পূর্ব দিকের অংশ. একটা আছে স্তলবৎসির দক্ষিণ-পূর্বদিকে। যেখানে তারা তল্লাশী চালিয়ে ছিল এক সপ্তাহ আগে এবং শেষ দাগটা আছে রুদনিৎস্কি ঘন ঝোপে।

পিনের এই দাগের মানে কি? ওগুলো কি লুকিয়ে থাকার গোপন আস্তানা? সাতটা দাগ আছে, বরং যে দিক দিয়ে বেশিই বলা যায়। প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সরবরাহ করার জায়গা কি ওগুলো? আবার এটাও হতে পারে এই দুটো কাজের জন্যেই জায়গাকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। পাভেল চাইছিল না পলিয়াকভের মাথায় একটা কিছু ধারণা ঢুকিয়ে দিতে, বা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে—উনি নিজেই দেখুন. নিজেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এই ব্যাপারটায় তার নিজের ধারণার চেয়ে পলিয়াকভের নিজস্ব ধারণাটা সম্বন্ধে তার আগ্রহ বেশি।

যে ঘরে বেতার-টেলিফোন যন্ত্রটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে পাওয়া গেলো পলিয়াকভকে।

চৌকাঠ পার হয়ে ঢুকতে ঢুকতে পাভেল ঘোষণা, করলো। 'আমরা এসেছি কমরেড লেফটেনান্ট-কর্ণেল,' তারপর একটু ইতঃস্তত: করে প্রশ্ন করলো. 'লুঝভ কি আপনার সঙ্গে দেখা করেছে?'

'হ্যাঁ।' লিখতে লিখতে পলিয়াকভ উত্তর দিলো. ওকে লিখতে যারা প্রথম দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে যায় বিদ্যুৎ গতিতে ওর লেখা দেখে।

'তাহলে ব্যাপারটা আপনি জেনে গেছেন.' বেতার টেলিফোনের পাশে বসে থাকা বঁড়শির মতো নাকওলা ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে পাভেল পলিয়াকভকে প্রশ্ন করলে, 'আপনার সঙ্গে এক মিনিট দেখা করতে পারি কি? আপনাকে একটা জিনিষ দেখানো দরকার।'

একটু পরেই আসছি তোমাদের কাছে।'

পাভেল একটু জোর দিয়েই যেন বললো। 'কমরেড লেফটনান্ট-কর্ণেল. ওর সঙ্গে নিয়েমের ব্যাপারটার যোগাযোগ থাকা সম্ভব।'

পলিয়াকভ মাথা তুলে তাকালো, মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করলো। দশ মিনিট আগে কলিবানভের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল এবং খবর দেওয়া শুরু করেছিল পলিয়াকভ, তখন বহু দূরে ঐ মস্কো অফিসে আরও একজনের গলা শোনা গেলে, তখন কলিবানভ বললেন, 'নিকোলাই ফিওদোরোভিচ

কর্নেল-জেনারেল আমাকে চাইছেন। একটু পরে আবার ফোন করবো। বিশেষ জরুরী কথা বলার আছে। ফের ফোন না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

'কলিবানভ ফোন করলে আমাকে ডাকবে,' ডিউটি অফিসারকে কথাটা বলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো পলিয়াকভ পাভেলের সঙ্গে।

'ওরা ওর হাঁটুর হাড় ভেঙে দিতে পেরেছিল, কিন্তু ও নিজেকে গুলি করে।' পাভেল শুরু করলো, পাওলোস্কির কথা বলছিল ও।

'জানি।'

'আমার ধারণা এর জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।'

পলিয়াকভ কোন মন্তব্য করলো না।

অফিস বাড়ির বাইরে লরীটা দাঁড়িয়ে ছিল। পেছন দিকের পাদানীর ওপর অপরাধীর মতো মুখ করে বসেছিল তামান্তসেভ। একটু বিরক্তও যেন। উঠে দাঁড়িয়ে লেফটেনান্ট-কর্নেলকে স্যালুট করলো, তারপর লরীর পেছন দিকে ওঠবার ব্যাপারে পলিয়াকভকে সাহায্য করলো।

উবু হয়ে বসে পলিয়াকভ এক নজরে চট করে পাওলোস্কির দেহ আর অন্তর্বাস দেখে নিলো। পাভেল গেঞ্জিটা টানলো, রক্ত শুকিয়ে গিয়ে কলারের কাছে শক্ত হয়ে গেছে ওটা, টেনে গলা পর্যন্ত তুললো, তারপর প্যান্টটাও টেনে পা পর্যন্ত নামালো। পলিয়াকভ বললো দেহটাকে উল্টে দিতে। ইতিমধ্যে দেহটা শক্ত হতে শুরু করেছে এবং মৃত দেহের পেছন দিকে লালচে-নীল দাগ জমতে আরম্ভ হয়ে গেছে।

সারাক্ষণ তামান্তসেভ নিস্পৃহ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মনে হচ্ছিল কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে তবে তখন ও মৃতদেহের দিক থেকে চোখটা সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল।

উঠতে উঠতে পলিয়াকভ বললো, 'ফটো যেন নেওয়া হয়। পায়ের ফটোগুলি চাই আমার,' তারপর ব্যাখ্যা করে বললো, 'দোষ-ত্রুটি দেখানোর ব্যাপার হতে পারে...তবে ও যে একাই ছিল এ ব্যাপারে ভুল হয়নি তো? কাছাকাছি ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করছিল না তো?'

তামান্তসেভ বললো, 'ও একাই ছিল। দেড় মাইলের মধ্যে সব জমিগাছটা আমরা খুঁজেছি। শিশির থাকলে পায়ের দাগ লুকোনো যায় না। ও এসেছিল মাঝরাতে। খুব সম্ভব কারুর গাড়িতে লিফট নিয়েছিল।

বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল বড় রাস্তার দিক থেকে। ঝরণার ধারে ওর পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা গেছে…এখানকার ক্যাপ্টেনও দেখেছেন। শব্দ না করে পাওলোস্কি জানলা বেয়ে ঘরে ঢুকেছিল। ডুলিয়াও বোধ হয় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তারপর ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়েছিল…জঙ্গলে যাবার জন্যে!'

রাস্তার ধারে যা করেছিল ঠিক সেই ভাবেই তামান্তসেভ লরীর পেছন দিকে নিজের বর্ষাতির ওপর পাওলোস্কির কাগজ, জিনিসপত্র সব বিছিয়ে রাখলো। ও অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল কখন পলিয়াকভ মৃতদেহটা ছেড়ে এইসব জিনিসের ওপর নজর দেবেন। লেফটেনান্ট কর্ণেল হয়তো এবার কৈফিয়ৎ চাইবেন আর তামান্তসেভ মনে মনে ছটফট করছিল পুরো ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বলার জন্যে এবং ঐভাবে সে তার কাজটাকে সমর্থন করবে।

কলিবানভের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় বাধা পড়ে গিয়েছিল। সেই কথাটা মনে রেখে পলিয়াকভ আবার অফিস বাড়িতে ফিরে যেতে চাই ছিল। মৃতদেহটাকে এখুনি শহরের হাসপাতালের মর্গে পাঠাতে হবে, সেইজন্যে নিজের কাজ ফেলে কয়েক মিনিটের জন্যে মৃতদেহটা পরীক্ষা করে আসা জরুরী মনে করেছিল পলিয়াকভ। পাওলোস্কির জিনিসপত্র, কাগজ ইত্যাদি পরীক্ষা করার সময় পরে প্রচুর পাওয়া যাবে।

চাঁচাছোলা গলায় প্রশ্ন করল, 'ও যে নিয়েমেন গোষ্ঠীর লোক তার কি প্রমাণ পেয়েছ বা কেনই বা ধারণা করছ বল, তবে সংক্ষেপে বলবে!'

'প্রথমত: পিনের দাগ দেওয়া নকশা আছে এবং কোদাল আছে, মনে হচ্ছে সিলোভিচি জঙ্গলে কোদালটা ব্যবহার করা হয়েছিল', ঝুঁকে পড়ে বলল পাভেল, 'এই সিগারেট কেসটা'র সঙ্গে গুসেভের কাছ থেকে চুরী করা কেসটার যে খুব মিল আছে তা অস্বীকার করা যায় না। একবার দেখুন…।'

সিগারেট কেস, কোদাল বা নকশা যেগুলো পাভেল আর তামান্তসেভ চট করে তুলে ধরে দেখাল, তার দিকে আদৌ তাকাল না পলিয়াকভ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে পলিয়াকভ বলল, 'এগুলো অফিসে নিয়ে চল। ওকে গ্রেপ্তার করার জন্যে চেষ্টা এবং কি পরিস্থিতিতে ও আত্মহত্যা করেছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রতিবেদন একটা লিখে ফেল। যদি সময় পাও, তবে গত বারো দিন তোমরা যা যা করেছ তারও একটা বিবরণ

লিখে ফেল। ওটা থাকবে তদন্তের ফাইলে—আজকে দিনের শেষে ওরা তখন প্রত্যেকটি দাঁড়ি, কমা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখবে। এইভাবে ঘুরে বেড়িয়ো না', ত'মাস্তসেভের কোটের রক্তের দাগটা দেখিয়ে বলল পলিয়াকভ. 'যাও, পাল্টে নাও।'

তারপর ঝটিতি লরী থেকে লাফিয়ে নামল। ঠিক সময়েই পৌঁছতে পেরেছিল, তার কারণ বঁড়াশির মত নাকওলা ক্যাপ্টেনটি বারান্দা দিয়ে সোজা দৌড়ে এসে পলিয়াকভকে বলল, 'কমরেড লেফটেনান্ট-কর্নেল, মস্কো থেকে টেলিফোন এসেছে। লেফটেনান্ট-জেনারেল…তাড়াতাড়ি আসুন!'

৬৬। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার-দূরভাষ সংবাদ

জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কর্মীদের চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করাবার উচ্চ দক্ষতা বজায় রাখার জন্যে লাল ফৌজের স্নায়ু-রোগ-চিকিৎসকরা সুপারিশ করেছেন উদ্দীপক ওষুধ হিসেবে "কোলা" খেতে, ডোজটা হবে প্রতি চার ঘণ্টায় একটা।

যুদ্ধ সীমান্তের চিকিৎসক বাহিনীর প্রধানকে এ-ব্যাপারে নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে। যুদ্ধ সীমান্তের চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে এই ওষুধের ৮০ হাজার ডোজ অবিলম্বে সংগ্রহ করে এবং তদন্তকারী দলের সকল কর্মচারীকে তা দিয়ে দেবার ব্যাপারটার ব্যক্তিগত দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।

নিজে পরীক্ষা করে দেখবেন এই নির্দেশ পালিত হল কিনা এবং খবর পাঠাবেন কাজটা হয়ে গেলে।

কলিবানভ

বেতার-দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

গতকাল ১৯৪৪ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে সন্ধ্যা ৮টা বেজে ১৫ মিনিটে যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা ডিভিসনের দেওয়া গোপন পরোয়ানা নিয়ে তিনজন অফিসার—একজন মেজর, একজন ক্যাপ্টেন আর একজন সিনিয়র লেফটেনান্ট, ৯৮৭ নং রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে আসে, যে ব্যাটালিয়নটি লাজার উত্তর-পশ্চিম দিকে রক্ষণাত্মক স্থান দখল করে অবস্থান কর'ছল, ৬১৮ নং রাইফেল ডিভিসনের ডানদিকে। এক ঘন্টা আগে ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন সিপিয়াগিনকে টেলিফোন করে তাদের পৌছনোর কথা জানিয়ে দেন ডিভিসনের গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা এবং যারা যাচ্ছে তাদের যেন সব রকম প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হয় তাও বলা হয়েছিল।

অন্ধকার হবার পর, ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডারের ট্রেঞ্চে বসে রাতের খাওয়া সারা হলে ঐ মেজর, ক্যাপ্টেন আর সিনিয়র লেফটেনান্টটি ডিভিসনের সদর দপ্তর থেকে আনা আত্মগোপনকারী বর্ষাতি পরে নেয়; তারপর নিজেদের অস্ত্র নিয়ে পর্যবেক্ষণকারী প্লেটুনের কমাণ্ডার সোভিয়েত বীর উপাধি পাওয়া লেফটেনান্ট ভেরেশচাকা এবং স্কোয়াড কমাণ্ডার সার্জেন্ট বারকুনভকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাটালিয়ানের ট্রেঞ্চে চলে যায়; তারপর তারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে যায় বাইরের ট্রেঞ্চ ঘাঁটিতে বলে নতুন পাহারাদার এসে ওদের ছুটি না দেওয়া পর্যন্ত ওরা ওখানেই থাকবে, সেই সকাল ৬টা পর্যন্ত। তাদের আচরণে বা কথাবার্তায় সন্দেহজনক কিছুই দেখা যায় নি।

রাত ৫টা বেজে ২ মিনিটে, যে ট্রেঞ্চে ওই তিনজন ছিল, সেখান থেকে শত্রু পক্ষ যেদিকে ছিল সেদিক লক্ষ্য করে রকেট ছোঁড়া হয়। পর পর তিনটে রকেট—লাল, সবুজ আর সাদা। তারপর ব্যাটালিয়নের ট্রেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি দেখতে পায় আত্মগোপনকারী বর্ষাতি পরা তিনজন লোক বাইরের ট্রেঞ্চ ঘাঁটি থেকে গুঁড়ি মেরে

বেরিয়ে শত্রুদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মেশিনগান চালাবার হুকুম দিতে একটু দেরী হয়ে যায়, ফলে ঠিকমত দেখা না যাওয়ায় লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব হয় নি।

জার্মান যুদ্ধ রেখা থেকে তিনশো গজ আগে ঐদিকে এগিয়ে যাওয়া লোকের মধ্যে দুজন মাইনের ওপর পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। জার্মান ট্রেঞ্চ থেকে প্রায় ১৫০ গজ আগে তৃতীয় বন্দুকবাজ লোকটি কয়েক মিনিট পরে ভীষণভাবে আহত হয়ে পড়ে। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে ছটফট করার পর শান্ত হয়ে যায় তারপর তার মধ্যে প্রাণের আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

পরবর্তী ঘন্টায় মধ্যে জার্মানরা তিনবার চেষ্টা করেছিল তার দেহটা টেনে নিজেদের ট্রেঞ্চে নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি চেষ্টাই বানচাল করে দেওয়া হয়েছিল মেশিনগান আর হাত বোমা ছুঁড়ে।

সোভিয়েত বীর উপাধি পাওয়া লেফটেনান্ট ভেরেশচাকা এবং সার্জেন্ট বারকুনভকে বাইরের ট্রেঞ্চ ঘাঁটিতে পাওয়া যায় মৃত অবস্থায় ওদের মারা হয়েছে ছুরি দিয়ে।

এই ঘটনাটা খুঁটিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এখনও পর্যন্ত সনাক্ত করতে না পারা ঐ তিনজন যখন ডিভিসনের সদর দপ্তরে আসে তখন তাদের যাতায়াতের পরোয়ানা ছাড়াও নিজেদের অফিসারের পরিচয় পত্র দেখায়, যেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখেন স্টাফের উপ-প্রধান লেফটেনান্ট কর্ণেল সেমাশকো এবং গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মেজর ৎসিবুলস্কি। সেইসঙ্গে তারা যুদ্ধ সীমান্তের গোয়েন্দা ডিভিসনের বড় কর্তার কাছ থেকে একটা গোপন চিঠিও এনেছিল। চিঠিটা স্টাফ-অফিসে রয়ে গিয়েছিল, ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল চিঠিটা জাল।

ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারের ট্রেঞ্চে ওরা একটা পিঠে ঝোলানো থলি ফেলে গিয়েছিল, তার মধ্যে পাওয়া গেছে খাবার, একটা নকশার খাপ, তার মধ্যে ছিল স্তালিনের লেখা *"সোভিয়েত দেশের মহান দেশাত্মবোধক সংগ্রাম"* (মস্কো, ১৯৪৪) এবং এ. স্পোক-ভোয়োভের লেখা একটি পুস্তিকা *"ভিজিলেন্স—যুদ্ধের লৌহ কঠোর*

লাইন (মস্কো, ১৯৪৩)। মনে হচ্ছে এই বইকে সাংকেতিক ভাষায় লেখার কাজে ব্যবহার করা হত।

গত ১৩ই আগস্ট তারিখের সাড়ে বারোটার শোয়ের ট্রায়াম্ফ সিনেমার তিনটে ব্যবহৃত টিকিট পাওয়া গেছে নকশার খাপে. সেইসঙ্গে ছিল ১৭ তারিখের একটা যাতায়াত করার পরোয়ানা ওটা ছিল মেজর এন. এফ. পলিসচুকের নামে, "সঙ্গে দুজন অফিসার সহ", পরোয়ানায় যথাযথ সরকারী ছাপ আর সীল ছিল যুদ্ধ সীমান্তের গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত পোস্ট অফিসের, বলা বাহুল্য ওগুলো জাল। অবশ্য ১৮। আগস্ট থেকে চালু করা বাকোর মাঝখানে কমার বদলে দাঁড়ি দেবার গোপন চিহ্ন ছিল না।

সেমাশকো, ৎসিবুলস্কি এবং সিপিয়াগিনের বিবৃতি অনুসারে এ "মেজরটি"র কথায় উক্রাইনের টান ছিল সুস্পষ্ট এবং নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত যে "ক্যাপ্টেনটিকে" খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে তার সঙ্গে চেহারার মিল আছে। একথা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ৯৮৪তম রেজিমেন্টের অঞ্চলে "পরিষ্কার পথ"* তৈরী করার জন্যে চেষ্টা করছিল এই তিনজন এবং তারা প্রকৃতপক্ষে নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত এজেন্ট, যাদের আমরা খুঁজছি এবং যারা তাদের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি শেষ করে এইভাবে জার্মান পক্ষে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিল।

প্রয়োজনীয় সতর্কতা দেখাতে ব্যর্থ হওয়া লেফটেনান্ট-কর্নেল সেমাশকো ও মেজর ৎসিবুলস্কি এবং স্মার্শের প্রতিনিধিকে না জানিয়ে এবং বাইরের ট্রেঞ্চ ঘাঁটিতে বহিরাগতদের আসতে দিয়েছে, বিশেষ করে যখন জানত তাদের সঙ্গে অজানা লোকেরা

* *পরিষ্কার পথ*—কথাটি ব্যবহার করে গোয়েন্দা এজেন্ট এবং তার অর্থ হল যুদ্ধ সীমান্তের রেখা অতিক্রম করা, যেটা সাধারণতঃ করার চেষ্টা হত ইউনিট অথবা সংগঠনের সংযোগ স্থলে, প্রধানতঃ রাতের বেলায় বা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও প্রতিকূল আবহাওয়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাজ্যে শত্রু এজেন্টদের প্রবেশ করার জন্যে ওটাই ছিল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পন্থার মধ্যে দ্বিতীয় (প্রথম পদ্ধতি ছিল প্যারাসুটে করে অবতরণ করা) পন্থা এবং কাজ সমাধা করে ফিরে যাবার পর এটাই ছিল তাদের প্রধান পদ্ধতি—*লেখক*।

আছে, তাই ক্যাপ্টেন সিপিয়াগিনকেও পদচ্যুত করা হয়েছে। এই ডিভিসনের সবকটি ইউনিটে সর্বাধিক সতর্কতা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সব অফিসারদের এবং কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতে আর না হয়।

বর্তমানে ৯৮৪তম রেজিমেন্টে যেখানে নিয়োজিত হয়েছে সেখানকার দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ানের যুদ্ধ সীমান্তের এলাকায় গোপনে এক কোম্পানী মেশিনগান চালক আর ৮০ মিলিমিটারের মর্টারের দুটি ব্যাটারী কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে। ওদের দিয়ে গোলাগুলি ছোঁড়ানো হবে এবং সেই সুযোগে দুপুর ১টার সময় পর্যবেক্ষণকারী প্লেটুন চেষ্টা করবে শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষা লাইনের মুখ থেকে শত্রুপক্ষের ঐ তৃতীয় এজেন্টের পুরো মৃতদেহ এবং অপর দুজনের দেহের অংশ উদ্ধার করার, যাদের সনাক্ত করা যায় নি। যার কাছে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তাদের পরিচয় সম্বন্ধে অতিরিক্ত সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

এই কাজটার ফলাফল খুব শীঘ্রই জানানো হবে আপনাকে।

কোভব্যাসিউক

৬৭। লেফটেনান্ট আন্দ্রেই ব্লিনভ

সেই দিনই পরে ১২টা বেজে ২০ মিনিটে, পাভেলের নির্দেশ অনুসারে, স্থানীয় কমাণ্ডান্টের সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে আন্দ্রেই বেরিয়ে পড়ল কামেনকা জেলার উদ্দেশ্যে।

এর আগে সকালটা কিছু না করেই কাটিয়ে দিয়েছিল আন্দ্রেই। যেটা সাধারণ হৈ-হল্লা আর উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই অদ্ভুত আর বিরক্তিকর লাগছিল তার। সেদিন ভোরবেলায় পরীতে ঘুম ভাঙার পর এবং সদর দপ্তর থেকে আনা তার মায়ের চিঠিটা তাকে দেবার পর পাভেল নিজেই গাড়ি চালিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল আন্দ্রেই যেন কাছাকাছি থাকে, কিন্তু বড় কর্তাদের চোখের আড়ালে থাকে যেন।

একটা নির্জন কোণ খুঁজেছিল আন্দ্রেই যেখানে বসে চিঠি পড়তে পারে, কিন্তু সব জায়গাতেই লোক। গার্ড-রুমে গিয়ে দেখে একটা খালি বিছানা, এই মাত্র ওখান থেকে কেউ উঠে গেছে. ওখানে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল আন্দ্রেই। দুঘন্টা পরে কেউ ওকে ভুল করে জাগিয়ে দিল—এবং ও ঠিক করল আর ঘুমোবে না।

ছোট্ট ক্যান্টিনে গিয়ে সকালের জলখাবার খেল। ওখানে যখন ও বসেছিল তখন লম্বা পাতলা এক যুবক অফিসার সুগঠিত বুকের ওপর মেডেল-রিবন ঝোলানো, মস্কোর "শিকারী নেকড়েদের" মত দারুণ যোদ্ধা বলে মনে হচ্ছিল ওকে, সে চওড়া জানলার পাশ থেকে সরে এসে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য অফিসারকে বলল; 'নিকুলিন, একটু আগে তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না—এই এসে গেছে তামান্তসেভ।'

ঐ নাম শোনামাত্র আন্দ্রেইয়ের পাশে বসা অন্য দুজন অফিসার ঝটিতি জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। আন্দ্রেইও উঠল।

বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তামান্তসেভ, হাতে বাঁকা টুপি, দাড়ি কামানো হয় নি। চামড়ার বুটজুতো জরাজীর্ণ অবস্থা, কোনো পুরনো সৈনিকের চাপা কোটটা পড়েছে। গার্ডরুম থেকে চেয়ে নিয়েছে মনে হয়, কাঁধ আর বুকের কাছে বিশ্রী রকমের তালি মারা (নিজের চাপা কোটটা কাঠের টবে বৃষ্টির জলে ডুবিয়ে রেখেছে রক্তটা ধুয়ে ফেলার জন্যে)।

ওকে দেখতে লাগছিল দুষ্কৃতকারীর মত, যাকে জরিমানা দিতে হয়েছে এবং পুরনো পদেই ওকে যেন আবার বহাল করা হয়েছে কিন্তু নতুন উর্দি দেওয়া হয়নি এবং ফলে অফিসারের তকমাটা পুরনো কোটে লাগিয়ে নিয়েছে। ওকে যেন সবাই লক্ষ্য করছে, তাই তামান্তসেভ মাথা তুলে মাটিতে থুতু ফেলে, জানলায় দাঁড়ানো লোকের দিকে এমন রাগ আর ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে তাকাল যে ওরা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আন্দ্রেই বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করল। মস্কোর "শিকারী নেকড়েরা" যে আগ্রহ নিয়ে তামান্তসেভের দিকে তাকিয়ে ছিল তাতে শুধু কৌতূহল নয়, সহযোগী পেশাদারের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটাও ফুটে উঠেছিল তাতে। ও মনে মনে চিন্তা করল তার ভাগ্য কত ভাল যে পাভেল তামান্তসেভ আর লেফটেনান্ট-কর্নেল পলিয়াকভের মত দুর্লভ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছে ও।

মস্কো থেকে আসা অফিসাররা যে তামান্তসেভকে চিনতে পেরেছে

এতে আশ্চর্য হবার কিছু খুঁজে পেল না আন্দ্রেই। ও শুনেছে গত বসন্তকালে তামাস্তসেভ মস্কো গিয়েছিল এবং বহু অফিসার আর সেনাপতিদের সামনে একসঙ্গে দুটো পিস্তল চালাবার কৌশল দেখিয়েছিল। পাল্টা গোয়েন্দা-বিভাগের কেন্দ্রীয় অধিকারের বড় কর্তা তার ঐ দক্ষতা দেখে দারুণ খুশি হয়ে 'প্রশংসাবাণী লেখা' একটা বিশেষ ধরনের পিস্তল উপহার দেন এবং নিজের রেজিমেন্টে ফিরে এসে যোগদান করার পর ওটা পাঠানো হয় তামাস্তসেভকে।

তামাস্তসেভকে ক্লান্ত আর উদভ্রান্ত দেখে দুঃখ হল আন্দ্রেইয়ের, তামাস্তসেভ এখন ঠিক নিজের মেজাজে নেই। পনের মিনিট পরে দেখা গেল দুজনে একটা অফিস ঘরে বসে গত বারো দিনের কাজ সম্বন্ধে প্রতিবেদন লিখছে। শুরু করেছে শুলবৎস্কির কাছে জঙ্গল পরিদর্শন করতে যাওয়ার সময় থেকে।

তামাস্তসেভ আন্দ্রেইকে বুঝিয়ে বলল যে এই প্রতিবেদনগুলো মস্কোতে দরকার পড়বে যখন ভবিষ্যতে কোন একটা সময়ে তদন্তটার নথীপত্র দরকার পড়বে পরীক্ষা করার। না হলে পরে এন. এফ. এবং খোদ সেনাপতির পক্ষে অসুবিধা দেখা দেবে।

এই সময়েই আন্দ্রেই জানতে পারল যে দায়িত্বপূর্ণ কাজটা তারা এখনও পর্যন্ত করে চলেছিল সেটা সরাসরি স্তাভকার নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে; এখন ও বুঝতে পারছে কেন পাগলের মত সবাই কাজ করছিল পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগে এবং বিমান ঘাঁটিতে। ওর মনে বেশ কষ্ট হল, এমন কি পাভেল পর্যন্ত এ-কথাটা ওকে জানানো প্রয়োজন মনে করে নি: এর কারণ একটাই যে সে একজন শিক্ষানবীশ, শিক্ষানবীশ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঐ দিনই যে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালানো হবে সে কথাটাও শুনল তামাস্তসেভের কাছে। তাদের দলটাকে অবশ্য তামাস্তসেভের ভাষায় এই "অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পে" জড়ানো হচ্ছে না। অহংকার করে তামাস্তসেভ ঘোষণা করল, 'ওটা যদি সামরিক অভিযান হয়, তবে সামরিক বিভাগের লোকেরাই এটা করুক। আমরা পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের লোক, আমরা আমাদের মত করে করব।'

তামাস্তসেভের মেজাজ আদৌ হাসিখুশি ছিল না। ও একটুও সময় নষ্ট না করে আন্দ্রেইকে বলল, তার প্রথম বড় ব্যর্থতার কথাটা: জার্মান এজেন্টটি আত্মহত্যা করেছে। ও এটাও বলল যে ভাড়াটে সৈন্যগুলো ন-

থাকলে এটা কখনোই ঘটতে দিত না ও। ওদের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। আসলে কিছুই পাওয়া যায় না।

হিটলার আর জার্মানদের সম্বন্ধে, সর্বাধিনায়কের নিজস্ব বক্তব্যটা বলে তামান্তসেভ বলল যে ভাড়াটে সৈন্যরা আসবে যাবে কিন্তু গোয়েন্দা অফিসারদের থাকতে হবে চিরকাল এবং তাকে অর্থাৎ তামান্তসেভকে ভুলভ্রান্তির জন্যে দায়ী হতে হবে, কিংবা আরও খারাপ দিকে গড়ালে পাভেল আর পলিয়াকভকে দায়ী হতে হবে।

তামান্তসেভ এটাও বলল যে মূল ঘাঁটিতে ওকে ফেরৎ আনা হয়েছে এই জন্যে যে ওরা তিনজন আবার মিলতে পারে। এন. এফ.-এর ধারণা হয়েছিল যে নিয়েমেন ব্যাপারটা সেইদিনই বা পরের দিনে মিটে যাবার ভাল সুযোগ আছে এবং তামান্তসেভের মতে লেফটেনান্ট কর্ণেল আর সেনাপতি এই তিনজনকে ভীষণভাবে চাইছিলেন কারণ অন্যদের তুলনায় পুরো ব্যাপারটাকে জোড়া লাগাতে পারবে একমাত্র এরাই।

যেকোন পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে পলিয়াকভের ক্ষমতার ওপর তামান্তসেভের অগাধ বিশ্বাস আছে এবং ও সোজাসুজি বলল যে পলিয়াকভ আর ইগোরভের কাজে কেউ যদি বাধা না দেয় তবে আজ না হয় কাল সবকিছুই "খুঁজে পাওয়া যাবেই।"

আন্দ্রেই বেশ হতভম্ব হয়ে গেছে। ব্যাপক মাত্রায় সামরিক অভিযানের যদি দরকার না থাকে, তবে মস্কো কেন ওটার ওপর অতো জোর দিয়েছে? তবে কেন এবং কি কারণে তামান্তসেভও বা এর বিপক্ষতা করছে। শুধু ও একা নয় আরও কেউ কেউ এটাকে ভাল কাজ বলে মনে করছে না। জার্মান গুপ্তচরদের ধরবার ব্যাপারে কারা বাধা দিতে চাইছে এবং কিভাবে? এন. এফ. আর ইগোরভই বা কেন এতো উদ্বিগ্ন হচ্ছেন তাদের দলটাকে বিশেষভাবে আলাদা করে রাখতে এই অভিযান থেকে?

এইসব প্রশ্নের সঙ্গে আরও অনেক প্রশ্ন নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল আন্দ্রেই, কিন্তু সাহস করে এইটুকুই জিজ্ঞেস করতে পারল যে সেদিন তারা তিনজন কি করবে।

তামান্তসেভ লিখে যাচ্ছিল, ও দেখাচ্ছিল যে অন্য কিছু পরিবর্তন যদি না ঘটে, তবে তারা জঙ্গলে গুপ্তঘাঁটি তৈরী করবে এবং বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত ওৎ পেতে বসে থাকবে, ঐ সময়টাই হল শর্টওয়েভ বেতারে

খবর পাঠাবার সবচেয়ে ভাল সময়। তবে কিছু আগেই, অর্থাৎ দুপুর বারোটার পরই তাদের বেরিয়ে পড়া উচিত।

একমাস আগে ঠিক এই ধরনের অভিযানে অংশ নিয়েছিল আন্দ্রেই : শূয়োর আর গোরুতে ঠাসা একটা বিশ্রি গন্ধে ভরা চালার মধ্যে তিনদিন কাটাতে হয়েছিল ওকে আর পাভেলকে, মাছির কামড়ে শুধু মরে যাওয়াটা বাকী ছিল তাদের : খোলা বাতাসে বেরুতে পারত মাত্র রাতের বেলায়, যখন বাথরুমের কাজটা সেরে নিত। তার চেয়েও বড় কথা হল, ওরা যে ওখানে বসেছিল তার কোন ফল পেল না, কেউই আসে নি ওখানে। ঐ তিনদিনের দুঃখের স্মৃতি আজও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি আন্দ্রেই।

অপরদিকে জটিল অভিযান এবং "রণকৌশলগত তাৎপর্যের" বেতার খেলার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব থাকা তামান্তসেভ গুপ্ত ঘাঁটি করার ব্যাপারটি অনুমোদন করল এবং এটাকে ফলপ্রদ ব্যবস্থা বলে গণ্য করল।

ও বলত, 'বাইরে মাঠের মধ্যে অন্য যেকোন পদ্ধতির চেয়ে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায় গুপ্ত ঘাঁটি তৈরী করলে। অভিজ্ঞ বয়স্ক লোককে যদি মাথা ঘামাতে দেওয়া হয় এবং সব কিছু যদি ভালভাবে সংগঠিত করা যায় তবে এই আদ্যিকালের কৌশল দিয়েও প্রথম শ্রেণীর ফল পাওয়া সম্ভব।'

তামান্তসেভ তার প্রতিবেদনগুলির প্রথম কয়েকটা লিখল বেশ শান্তভাবে আর তাড়াতাড়ি, তবে শেষেরটা লিখতে গিয়ে ওকে বেশ খাটতে হচ্ছিল— পাওলোস্কিকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে অসফল হওয়ার ঘটনাটা। সেদিন সকালের ঘটনাটা লিখতে গিয়ে তামান্তসেভের নাকের পাটা চাপা উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছিল এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় দুবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল ও, মুখ কুঁচকে উঠছিল যেন টক লেবুতে কামড় দিয়েছে, মাথাও নাড়ছিল। শেষ পর্যন্ত আর রাগ চাপতে না পেরে ফেটে পড়ল, 'ওদের কি মানুষের চামড়া আছে?'

'কাদের?' আন্দ্রেই জানতে চাইল।

'তাড়াটে সৈন্যের।'

একটু ঘুমোবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল তামান্তসেভ; জানলার ধারে মেঝের কোণের দিকটায় বারবার তাকাচ্ছিল। ও জোর গলায় জানিয়েছিল এই বাজে লেখার কাজটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ও এই অফিস ঘরেই তালা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে, তারপর দু-তিন ঘন্টা নিয়েমেন অভিযান

বা তল্লাসীর ব্যাপারটার যা হয় হোক ও পরোয়া করবে না। আন্দ্রেইকে বললো, খেয়াল রেখো তার আগে আমাকে জাগালে না।

নিজের প্রতিবেদন লেখা শেষ হয়ে গেলে আন্দ্রেই গার্ড রুমে ফিরে গিয়ে একটা উপযুক্ত মুহূর্ত খুঁজে একটা আলাদা করে সরিয়ে রাখা বালিশ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বালিশ নিয়ে ডিপার্টমেন্টের বারান্দা দিয়ে হাঁটবার ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক আন্দ্রেই জানালা দিয়ে বালিশটা তামান্তসেভকে দিলো। কেউ যে তার কথা এভাবে চিন্তা করে এটা জেনে তামান্তসেভ দারুন খুশি হলো, একটু হাসলো। পরে অফিসে ফিরে যে প্রশ্নটা তাকে সবচেয়ে বেশি কুরে কুরে খাচ্ছিল সাহস করে সেটা জিজ্ঞেস করে ফেললো: আজ বা কালকের মধ্যে ওরা যদি এজেন্টদের ধরতে না পারে তবে কি হবে।

'কি হবে? নিজেদের ওষুধ খেতে হবে আমাদের', বিমর্ষ গলায় বললো তামান্তসেভ. 'মস্কো আমাদের যে শাস্তি দেবার দেবেই। এবারে কিন্তু আমাদের রাজভোগ খাওয়াবেই।'

একটু পরে আন্দ্রেইকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে তামান্তসেভ বললো, 'একাজে তুমি তো নতুন এসেছ…আর আমার কাজ তো শুধু পিছনে পড়ে থাকা শত্রুর লোকেদের খুঁজে বের করে খতম করা। আমাদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে মস্কো ততো মাথা ঘামাবে না। তবে এন. এফ., পাভেল আর সেনাপতি তো পুরো কাজটা চাইছেন; এবং সেটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার বোঝা যায়…কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি করতে পেরেছেন ওঁরা?' বেশ বিরক্ত হয়েই কথাটা বললো তামান্তসেভ।

তাহলে যে বালিশটা লুকিয়ে তামান্তসেভকে এনে দিয়েছিল আন্দ্রেই সেটা কাজে লাগেনি দেখা যাচ্ছে। সকালে তামান্তসেভ ঘুমোতে পায় নি। কিছু একটা পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এবং তার কিছুক্ষণ পরেই পাভেল আর কুড়িজন লোককে সঙ্গে দিয়ে তাকে তাড়াহুড়ো করে পাঠানো হলো যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা ডিভিসন থেকে সিলোভিচি জঙ্গলে; সঙ্গে কিছু গাড়িও নিয়ে ছিল।

পাভেল আন্দ্রেইকে বললো কামেনকার দক্ষিণ দিকে একটা বিশেষ জায়গায় স্থানীয় কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে বেলা একটার সময় ও যেন খবর দেয়। কোন্ অফিসারকে সঙ্গে নেবে সেটা ঠিক করার ভার পলিয়াকভ বা গোলুবভের ওপর রইলো।

পাভেল আর তামান্তসেভ চলে যাবার পর থেকেই আন্দ্রেই চুপচাপ বসে আছে। ওরা আমার কথা ভুলে গেছে আর. এইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে আন্দ্রেই ইচ্ছে করে একেবারে পলিয়াকভের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, যখন পলিয়াকভ বেরিয়ে আসছিল নিজের অফিস থেকে। লেফটেনান্ট কর্ণেল তার অভিবাদনের জবাব দিলো বটে. কিন্তু আর কোন কথা বললো না।

লরীটা ফিরলো দু ঘন্টা পরে। আন্দ্রেইকে দেখতে পেয়ে খিজনিয়াক ওকে ডাকলো খেতে যাবার জন্যে। নতুন কোন নির্দেশ আসে নি এবং এরপর কখন খাওয়ার সময় পাবে তার নিশ্চয়তা নেই দেখে আন্দ্রেই পা বাড়ালো রান্নাঘরের দিকে।

গাঢ় ঝোল ছিল বাঁধা কপির, তাছাড়া রাঁধুনীটি খিজনিয়াকের গ্রামের লোক বলে মেসটিন ভর্তি করে মাংস দিয়ে গেল. আর সব শেষে কোকো দেবে এমন কথাও জানিয়ে দিল।

বহুদিন এতো খাবার খায় নি আন্দ্রেই, তবে পেট ঠেসে খাবার মতো খাদ্যবস্তু সেদিন সে যে একাই খেয়েছিল তা নয়। সাদা পাঁউরুটি টুকরো কেটে রাখা ছিল। যে কেউ নিজের ইচ্ছে মতো নিতে পারে। র‍্যাশনের নিয়ম সম্বন্ধে কেউ একটা কথাও বলবে না। রাঁধুনীটি একটা প্লেটে করে কিছুটা মাস্টার্ড দিয়ে গিয়েছিল খিজনিয়াকের জন্যে, তাতে মাংসটা সবে ডুবিয়েছে আন্দ্রেই এমন সময় একজন সিনিয়র লেফটেনান্ট ছুটতে ছুটতে ঢুকল ক্যান্টিনে এবং ওখানে যে আরও জনা কুড়ি লোক আছে তাদের কথা খেয়াল না করেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখানে ক্যাপ্টেন পাভেল আলিওখিনের দলের কেউ আছে?' 'আমি...' মুখ ভরতি খাবার নিয়ে কোন রকমে কথাটা বললো আন্দ্রেই...।' 'এখানে বসে কী করছো?' রাগের চোটে চেঁচিয়ে বকে উঠলেন সিনিয়র লেফটেনান্ট, 'শিগ্‌গীর এসো। কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে একজন এসেছে, তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়।'

অফিস বাড়ির কোণার পাশ দিয়ে একটু এগোতেই সিনিয়র লেফটেনান্ট আঙুল দিয়ে দেখালেন একটা বেশ লম্বা, চটপটে অফিসারকে, যে গাড়ি বারান্দার তলায় ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল; তারপর হঠাৎ কি যেন একটা দরকারী কাজে চট্ করে কোথায় যেন চলে গেল। লিডা

কমাণ্ডান্টের এই ছোকরা সহকারীকে চিনতে পেরেছে আন্দ্রেই, কম বয়সী, ভাল স্বাস্থ্য এই ক্যাপ্টেনের, মুখ চোখ বেশ সুন্দর, চোখটা একটু ফোলা ফোলা মতোন, তবে দৃষ্টিটা খুব ভাবে ভরা।

আন্দ্রেইরা যেদিন প্রথম লিডাতে কমাণ্ডান্টের অফিসে গিয়েছিল সেদিন দেখেছিল এই ক্যাপ্টেনকে এবং ওর মনে হয়েছিল কোথায় যেন একে এর আগে দেখেছে ও। তবে অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারে নি এবং জিজ্ঞেস করতে সাহসও হয় নি। এমন কি সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে কথা বলার সময়েও সম্মান দেখাত না ঐ ক্যাপ্টেন. শুধু কি তার কথার সুরে ঔদ্ধত্যের ভাবটা ফুটে উঠত, এমন কি পাভেলের এবং তার ভ্রমণ পরোয়ানাতে সই করার সময়েও মুখ তুলে তাকায় নি।

'নিজেকে কি মনে করে এই বাঁধা হাঁদটা?' প্রথমবার এই কথাই মনে হয়েছিল তামান্তসেভের। কি জানি কেন ক্যাপ্টেনকে ভীষণ অপছন্দ হয়েছিল তার। ট্যাঙ্কের যে উঁচু জায়গা থেকে গোলা ছোঁড়া হয় বড় জোর সেটাকে আটকাবার মত বুদ্ধিবৃত্তি ওর আছে, কিন্তু সত্যিকারের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেশ ভালমত দূরত্বে থেকে খুব মেজাজ দেখাচ্ছে। নিজেকে এত বড আর ক্ষমতাশালী মনে করে লোকটা যে আশেপাশের লোকদের গ্রাহ্যই করে না। বোকা দাম্ভিক কোথাকার। ওর মত বারোটা হাঁদার জন্যেও এক কাণাকড়ি দাম আমি দেব না।

দরজার একপাশে দাঁড়িয়েছিল তামান্তসেভ। ও টেবিল পর্যন্ত যায় নি এবং আন্দ্রেইকে বলেওনি যে আগের বার ও যখন লিডাতে গিয়েছিল তখন ঐ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটু বিশ্রী কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সেবার রাস্তায় তামান্তসেভ কমাণ্ডান্টের ঐ সহকারিকে স্যালুট করেনি এবং ক্যাপ্টেন ওকে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে পাঁচ জনের সামনে খুব ধমকায় সিনিয়র অফিসারদের সেলাম না করার জন্যে।

শেষ খাবারের টুকরোটা তাড়াতাড়ি চিবিয়ে উঠে পড়ল, হাঁটতে হাঁটতে মনে দুঃখ হতে লাগল কোকোটা খাওয়া হল না। ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে স্যালুট করে আন্দ্রেই বলল, 'ক…কমরেড ক্যা…ক্যাপ্টেন… আপনি কি কমাণ্ডান্টের, অফিস থেকে এসেছেন? আ…আসুন আমার সঙ্গে।'

ইতিমধ্যে উল্টো দিক থেকে চলে এসেছে খিজনিয়াক। গাড়িতে উঠে

ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছে। লাফিয়ে পাদানীতে উঠে আন্দ্রেই ফিসফিস করে ওকে বলল ১টার মধ্যে অর্থাৎ মাত্র চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ওদের পৌঁছতে হবে কামেনকার দক্ষিণ দিকে, খবরটা শুনতেই চেঁচিয়ে গালাগাল দিল খিজনিয়াক। আন্দ্রেই বলল অ্যাকসেলেরেটারে চাপ দিতে এবং পুরো চাপ দিতে।

আন্দ্রেইয়ের উচিৎ ছিল কমাণ্ডান্টের সহকারীকে সামনে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসতে বলা। কিন্তু যেহেতু ও খিজনিয়াকের সঙ্গে কথা বলছিল তাই ক্যাপ্টেন একটু ইতস্তত করে লরীর পেছন দিকে উঠে পড়লেন, আর একটা উল্টে রাখা বাক্সের ওপর বসেও পড়েছেন। নিখুঁত পোশাক, টুপিতে ভেলভেটের ফিতে লাগানো। খাড়া হয়ে বসেছিলেন ঐ ক্যাপ্টেন, বেশ স্মার্ট লাগছিল ওঁকে; লরীর পাশ থেকে ওঁকে দেখাও যাচ্ছিল পরিষ্কার। নির্ধারিত জায়গাতে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পৌঁছতে হবে এমন নির্দেশ ছিল পাভেলের, তাই আন্দ্রেই ক্যাপ্টেনকে বলল একটু নীচে ড্রাইভারের কেবিন ঘেঁষে বসার জন্যে।

কথাটা মেনে নিয়ে ক্যাপ্টেন তলায় নোংরার ওপরে বসলেন, তবে ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ করছেন না, অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল আন্দ্রেইয়ের। পাশে বসল আন্দ্রেই। অবশ্য ওটাকে ঠিক বসা চলে না: লরীটা খিজনিয়াকের পায়ের চাপে গোঁৎ খেয়ে এগিয়ে গেল চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত।

পথে মেয়েরা ঝুড়ি আর ব্যাগ হাতে বাজার সেরে ফিরছে ক্লান্ত পায়ে। কালো শিরস্ত্রাণ পরা ট্যাংকবাহিনীর সৈন্যরা হৈ হৈ করতে করতে একটা ডজ গাড়ি করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। একটা বড় ক্যাথলিক গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ওদের লরী, গির্জার দেওয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে একদল পুণ্যার্থী। পাথর বসানো রাস্তার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছে একটা গোরুর গাড়ি, পেছন দিকে বিনা শিংয়ের একটা গোরু বাঁধা, ফলে গাড়ির গতি হয়ে উঠেছে আরও মন্থর। স্টীম ইঞ্জিনের ভোঁ শোনা যাচ্ছিল কাছের স্টেশন থেকে, অনেক উঁচুতে সূর্যের আলোতে অদৃশ্য হয়ে থাকা জঙ্গী-বিমানের মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যথারীতি চলতে শুরু করেছিল কারুর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে নি যে ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েক হাজার সৈনিক,

এন.কিভ. আর অফিসাররা ব্যাপক আকারের অভিযান চালাবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সামরিক কর্মী, আন্দ্রেইকে তাখাগুসেভ যা বলেছিল, এই নতুন নিয়ন্ত্রণভার ও নিয়েমেন অভিযানের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় জড়িত ছিল। অথচ এই হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে শুধুমাত্র পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররাই জানে কে.এ.ভ প্রেরক যন্ত্রের কথা এবং তার সঙ্গে জড়িত শত্রুপক্ষের এজেন্টদের রণকৌশগত গুরুত্ব কিংবা প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে সে সম্বন্ধে। এবং এই বাছা বাছা কয়েক জনের মধ্যে সে অর্থাৎ আন্দ্রেই ব্লিনভও যে একজন একথা চিন্তা করে এই তরুণ অফিসার খুব খুশি আর অতি-মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

খিজনিয়াক আপ্রাণ চেষ্টা করে লরীটা চালাচ্ছিল। রাস্তা ধরে সে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে গাড়িটাকে এবং শহর ছাড়ার কয়েক মিনিট পরে বড় সড়ক ধরে গর্জন করে ছুটে চলেছে তারা।

আন্দ্রেইয়ের পাশে বসা ক্যাপ্টেনটি লরীর পিছন দিকে, বসে ঝাঁকানি খাচ্ছিলেন, মুখের ভাবে সেই ঔদ্ধত্য এখনও ফুটে আছে, যেটি দেখা গিয়েছিল অনেক দিন আগে কমাণ্ডান্টের অফিসে। কোটের সোনালী তকমা আর বোতাম একেবারে নতুন সূর্যের আলোতে চকচক করছিল, পোশাকে দারুণ ফিটফাট ক্যাপ্টেন; নীল প্যান্টটি যুদ্ধের আগের সময়কার ভাল কাপড়ে তৈরী, গায়ের সঙ্গে আঁটা। কোটের হাতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আছে নিপুণভাবে সেলাই করা জামার হাতার সরল রেখাটা; প্যান্টের ইস্ত্রিরিট ব্লেডের ফলার মতো ধারালো। টুপির বেরিয়ে থাকা অংশটি থেকে আয়নার মতো চকচকে বুটের ডগা পর্যন্ত ক্যাপ্টেন যা কিছু পরে আছে, সবই নতুন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে, ফলে এই পুরনো লরীটির পিছন দিকে তাঁকে খুবই বেমানান লাগছিল, যে লরীটা যেন সত্যিই সত্যিই এইমাত্র নানা দুর্ভোগ ভোগ করে এসেছে।

উর্দি যাতে নোংরা না হয় তার জন্যে ক্যাপ্টেন মেঝেতে একটা সিল্কের রুমাল বিছিয়ে নিয়েছেন এবং পেট্রোলের পাত্রটি থেকে তিন ফুট দূরে বসে আছেন এবং চেষ্টা করছেন যাতে কোনো কিছুতে ঠেসান দিতে না হয়; দুবার ঘড়ি দেখলেন যেন বোঝাতে চাইছেন তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ এবং তাঁর কাছে প্রতিটি মুহূর্তের দাম আছে।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার ভূমিকা তৈরী করার জন্য বেশ বন্ধুত্বের ভাব ফুটিয়ে একটু হাসলো, কিন্তু আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা তাকানোর চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না ক্যাপ্টেন।

হঠাৎ মায়ের চিঠির কথা মনে পড়ে গেল আন্দ্রেইয়ের। চিঠি বের করে পড়তে শুরু করলো। কেউ তো বলতে পারে না আবার কখন একটু অবসর পাবে। চিঠি পড়তে পড়তে দেখলো ক্যাপ্টেন অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন।

মায়ের চিঠি পড়ে আন্দ্রেই একই সঙ্গে খুব খুশি হল, আবার দুঃখও পেল এবং কোন কোন অংশ তো ভীষণ বিরক্ত হলো।

সেরিওঝা কুজনেৎসভ খুব ভাল ছেলে ছিল আর মিলা, ওর সঙ্গে সাত বছর বয়স থেকে খুব মিষ্টি সম্পর্ক ছিল আন্দ্রেইয়ের; ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না ওরা আর নেই, তার স্কুলের সাতজন বন্ধুকে আর সে কোনদিনও দেখতে পাবে না।

ওর স্বাস্থ্য নিয়ে মায়ের অযথা উদ্বেগে বেশ বিরক্ত বোধ করছিল আন্দ্রেই —একেবারেই অযৌক্তিক আর অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার এটা। এছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে চিন্তা করার কি কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না মা? "লম্বা মোজা", 'খাবারের পার্শেল"···সত্যিই। আর এখানে সে, আন্দ্রেই একটা তদন্তে অংশ নিতে চলেছে, যেটাকে অভিযানের নিয়ন্ত্রণ ভার নিয়েছে খোদ স্তাভকা· আর তখন কি না তার মা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। মেয়ে মানুষরাই এরকম করতে পারে এবং বিশেষ করে যারা সৈন্যবাহিনীতে নেই। আন্দ্রেই বিষাদের সঙ্গে মনে মনে চিন্তা করলো, 'ক্ষুদ্র বুদ্ধির চিন্তা আর কি, এ ধরনের চিন্তা করা তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রের বহু মাইল দূরে থাকে।

শুধু কি তাই, খুব দেরী করে চিঠি লেখার জন্যে মা ওকে বকেছেন। আহা যদি জানতেন···তবে সব চেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল এই যে ও কি করছে এখানে সে সম্বন্ধে মাকে লেখা দূরের কথা সামান্য আভাসও দেওয়া চলবে না।

চিঠিটা পকেটে পুরে ঘড়ি দেখল আন্দ্রেই। একটা বেজে গেছে, উঠে একেবারে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কেবিনের মধ্যে তাকিয়ে চেঁচিয়ে খিজনিয়াককে বলল, 'দেরী হয়ে গেছে। আরও একটু জোরে চালাও হে ছোকরা!'

'তোমার কি মনে হয় চালাচ্ছি না?' রাগে ফেটে পড়ল যেন খিজনিয়াক।

একরাশ দুঃশ্চিন্তা নিয়ে আন্দ্রেই ফিরে এসে আবার বসে পড়ল। বিমানঘাঁটিতেই ও বুঝতে পেরে গিয়েছিল ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে না. বেরোতেই দেরী হয়ে গেছে যে। ক্রমশঃ আন্দ্রেইয়ের দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। এই অপরিহার্য দেরীর সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে খুব উদ্বেগ নিয়ে চিন্তা করছিল সে। এখন পর্যন্ত এমন গুরুত্বপূর্ণ দিন তার জীবনে আগে আর কখনো আসে নি এবং একটুও ভুল করা যে চলবে না এটাই হবে ওর প্রধান দায়িত্ব। অতএব চিন্তা তো হবেই।

এই এলাকাটার সঙ্গে আন্দ্রেই যতটা পরিচিত খিজনিয়াকও ততটা চেনে, তবুও বলা তো যায় না তাই সে রাস্তার দিকে নজর রাখছিল। বেশ কয়েকবার পাশের দিকে ঝুঁকল এবং উদ্বেগ নিয়ে লরীর চাকার দিকে তাকাল (যেন অনেক কিছু ওটার ওপর নির্ভর করছে) এবং কান পেতে ইঞ্জিনের শব্দটা শুনতে লাগল. কারণ ও জানে একবার যদি ইঞ্জিন বিগড়োয় তবে দেখা হবার জায়গাটা সময় মতো পৌঁছনো অসম্ভব হবে।

ক্যাপ্টেনটি এমনভাবে বসে রইলেন যেন এসব ব্যাপারে তাঁর আদৌ কোন আগ্রহ নেই। মুখের মধ্যে বিরক্তির আর নিরুত্তাপ অনীহার ভাব ফুটিয়ে উনি চারপাশের ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দূরত্বের মাঝ বরাবর তাকিয়েছিলেন। তাঁর এই অনুভূতিশূন্য দৃষ্টি কাঁটা ঝোপঝাড় উন্মুক্ত মাঠ আর ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট বাড়িগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল. কিন্তু দেখছিলেন না। আন্দ্রেইয়ের মনে হল উনি যেন মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগ! তাতে কি হয়েছে? আমার কাছে সেটা এমন কিছু বড় আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারবে না।'

'অথচ এর আগে কোথাও দেখেছি আমি ওকে!' আন্দ্রেই চিন্তা করছিল গভীরভাবে, লরীর পেছনে বসে ঝাঁকানি খেতে খেতে, ধাক্কা সামলাবার জন্যে দুহাতের ভর দিয়ে নিজেকে খাড়া রাখছিল। ক্যাপ্টেনকে এর আগে কোথায় দেখেছে এই চিন্তাটা তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু কোথায় সেটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না, আবার জিজ্ঞেস করার সাহসও নেই।

৬৮। কমাণ্ডান্টের সহকারী

ওদিকে ক্যাপ্টেনটি মনে মনে দুঃখ বোধ করছিল ঘটনাবলীর এই আকস্মিক মোড় নেবার ফলে. এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে, যে দিনটা তার কাছে এক বিশেষ সুখের দিন হতে পারত সেটা উল্টে একেবারে বিপর্যয় এনে দিয়েছে। কমাণ্ডান্টের অফিসে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে তার মন বিষাদে ভরে গিয়েছিল. যে অফিসে ওকে পাঠান হয়েছে গত দুমাস আগে ; আহত হয়ে অসুস্থ ছিল, তারপর ভাল হতেই এখানে এসেছে ও, ও যে সীমিত ধরনের হালকা কাজের উপযুক্ত একথা জানিয়ে দেওয়ার পর। নিজের ব্যাটালিয়ানের কথা চিন্তা করলে ওর খুব কষ্ট হয়, আর যে জার্মান বুলেটে ও আহত হয়েছিল তাকে অভিসম্পাৎ দেয়। তারপর দেয় ডাক্তারদের এবং সব শেষে সেই কর্মী-নিয়োগ বিভাগকে যারা ওকে এখানে পাঠিয়েছে।

ঐদিন সন্ধ্যে ৮টার সময় একটি মেয়ের সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার কথা, গত বসন্তে যে হাসপাতালে ও ছিল রোগী হিসেবে মেয়েটি ওই হাস-পাতালেরই। মেডিক্যাল বাহিনীর লেফটেনান্টের তকমা আঁটা লেনিন-গ্রাদের এই অহঙ্কারী, ও তার কাছে প্রায় নাগালের বাইরে মেয়েটির কাছে ও শহরের কমাণ্ডান্টের এক বিরাগ-সৃষ্টিকারী সহকারী এবং কেতাদুরস্ত উদ্ধত মানুষ ছিল না। যে ভাবটা ও ফুটিয়ে রাখত সৈন্যবাহিনীর কর্মীদের কাছে : মেয়েটির কাছে ও ছিল শুধু ইগর ; একটু বেশি মাত্রায় স্পর্শ কাতর এবং একটুতেই দোষ ধরা মানুষ। কিন্তু সব মিলিয়ে চমৎকার মানুষ। তাছাড়া সম্প্রতি ও মেয়েটির মনের ওপরও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, মেয়েটি বেশ আকৃষ্টও হয়েছে। অন্ততঃ ঐ চোখেই মেয়েটি তাকে দেখেছে এবং ঐভাবে তার সম্বন্ধে ভাবে, যদিও সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্তরঙ্গ গোপন ব্যাপারটি জানে না যেটা ক্যাপ্টেন যুদ্ধের প্রথম থেকেই সবার কাছ থেকে গোপন করে চলেছে।

গত পরশু দিন ওদের শেষ দেখা হয়েছিল এবং তখনই ঠিক হয়েছিল আজ সন্ধ্যে ৮টার সময় মেয়েটি আসবে। সেই রকমই কথা ছিল। অবশ্য ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন মেয়েটির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেয়েছে, যদিও কথাটি খুব গোপন রাখা হয়েছিল, যে আজ ওর জন্মদিন এবং ছোটখাট

একটা জমায়েত হবে উৎসব করার জন্যে। ক্যাপ্টেন ছাড়াও মেয়েটির আরও দুটি বান্ধবী আসবে এবং সেই সঙ্গে মেয়েটির সেকসনের বড কর্তা, দারুণ সুন্দর দেখতে এক জর্জিয়ান ছোকরাও আসবে, সে নাকি খুব নামকরা সার্জেন, হয়ত গিটারও বাজাবে ও. কথাটা কমাণ্ডান্টের সহকারীর মনে ঈর্ষার জ্বালা ধরাচ্ছিল।

অবশ্যই এটাই ইগর আনিকুশিনের প্রথম গভীরভাবে প্রেমে পড়া নয়।

যুদ্ধের আগে এক উচ্চাভিলাষী কম বয়সী অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটি নাটকের স্কুলের ছাত্রী ছিল, ওকে দেখার পর ও এমনই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে আর কাউকে দেখত না। যদিও ১৯৪১ সালের শরৎকালে, ক্যাপ্টেন তখন যুদ্ধ-সীমান্তে চলে এসেছে, ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, যখন মেয়েটিকে অপসারিত করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওর আর কোন খোঁজ খবরই পাওয়া গেল না। পাগলের মত ইগর মাসের পর মাস মেয়েটার খোঁজ নিতে থাকল, কিন্তু সফল হল না; মেয়েটা বোধ হয় সেরকম কোন চেষ্টা করে নি। মেয়েটা ক্যাপ্টেনের মস্কোর ঠিকানা জানত. কিন্তু মা যে চিঠিগুলো ওর কাছে পাঠাতেন তার মধ্যে মেয়েটির চিঠি সে একটাও পায় নি।

পরে ও যখন স্তালিনগ্রাদে ছিল. তখন ডিভিসনের সদর দপ্তরের একজন দোভাষী এসে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, ও কয়েক ঘন্টার জন্যে এসেছিল ওর কোম্পানীর হাতে ধরা পড়া কয়েকজন জার্মান বন্দীকে জেরা করতে। যেতে যেতে ওদের কথাবার্তা হচ্ছিল এবং জানতে পেরেছিল মেয়েটি মস্কোর বাসিন্দা এবং শুধু তাই নয় ওর বাড়ির পাশেই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেখানে পড়াশোনা করেছে।

এক সপ্তাহ পরে ইগর মেয়েটিকে একটি চিঠি লেখে হালকা-সুরে এবং সলজ্জ ভঙ্গীতে এবং সদর দপ্তরে যাচ্ছিল এমন একজনের মারফতে পাঠায় চিঠিটা। এবং ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে মেয়েটি হৃদয়ের উত্তাপে ভরা একটা উত্তর পাঠালো। চিঠি লেখা-লেখি ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো এবং তারা প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতো পরস্পরকে; এবং সোভিয়েত বাহিনী যখন জার্মানদের ঘিরে ফেললো চারদিক থেকে, তখন তার মধ্যে তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ওদের আবার দেখা হয়ে যায় খুব আশ্চর্যভাবে—ওকে হঠাৎ ডেকে পাঠানো হয়েছিল ডিভিশনের সদর দপ্তরে এবং তারপর একদিন তুষার ঝরা রাতে তারা দুজনে এক সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা হেঁটেছিল। ভয়ংকর মেঠো-ঝড় তুষারকে পাক খাওয়াচ্ছিল তাদের চারপাশে, দূরে গোলন্দাজ বাহিনীর কামান দাগার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল কিছুক্ষণ পর পর, মাঝে মাঝে অন্ধকার থেকে শান্ত্রীদের চিৎকার ভেসে আসছিল। তুষার ঢাকা তৃণভূমি তিনবার আলোকিত হয়ে উঠেছিল, যখন জার্মান বিমান থেকে রকেট ফেলেছিল এবং ঐ আলোতে ইগর তার সঙ্গিনীর সুন্দর মুখটা দেখতে পেয়েছিল. সাদা তুষারের পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জ্বল লাল লাগছিল তার মুখ। মেয়েটির পায়ে ছিল ফেল্টের তৈরী বুট আর ভেড়ার চামড়ার কোট এবং প্যাড দেওয়া ফুলপ্যান্ট, অথচ ইগর পরে ছিল শুধু একটি ওভার কোট, সাধারণ আর্মির বুট জুতো, কারণ মেয়েটির সঙ্গে দেখা করার আগে ওকে ওর সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল। ওরা দুজনে খালি হেঁটেই চলেছিল, মাঝে মাঝে শীত কাটাবার জন্যে দৌড়চ্ছিল। তবুও ওর হাড় পর্যন্ত জমে গিয়েছিল শীতে, অথচ এরকম সুখ সে জীবনে আর কখনও পায় নি। সেই রূপকথার মতো সাক্ষাতের পর, যেটা ইগর কোনদিনও ভুলতে পারবে না, মেয়েটি বলেছিল আগামী নববর্ষে ওরা একসঙ্গে থাকবে।

কথাটা ভীষণ ভাল লেগেছিল ইগরের। সৌভাগ্যবশতঃ তার রেজিমেন্টকে দ্বিতীয় স্তরে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং যা আশা করতে সাহস করে নি তার চেয়েও অনেক ভালভাবে সবকিছু এগোতে লাগলো। ইগর বুঝতে পেরেছিল যে রাতে তার পক্ষে কোম্পানী ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে মেয়েটির পক্ষে আসাই সহজ। আর্দালিকে নিয়ে ট্রেঞ্চটা আগাগোড়া পরিষ্কার করে রাখলো। সেই বিশেষ দিনটির জন্যে ইগর রেজিমেন্টের সেরা সেরা টুলটা ধার করে এনেছে আর একটা বেশ ভদ্রগোছের চেয়ার। দেখা গেলো কয়েকশো মাইল দূরে একটা বিশেষ কাজ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল যে অফিসারটিকে সে ফিরে আসার সময় তিনটে ফার গাছ সঙ্গে করে এসেছে। রেজিমেন্টের কমাণ্ডার হুকুম দিয়েছেন প্রত্যেকটি ট্রেঞ্চে একটা করে ডাল দিতে। ইগর যেটা পেলো সেটা একটা পল্লব, ছোট কিন্তু খুব ঘন, পাতাগুলো ছুঁচের মতো ছুঁচলো, সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে রজনের।

বাড়িতে তৈরী একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর ডালটা রাখলো ইগর, টেবিলের কাছেই দেওয়ালে টাঙানো ছিল ম্যাগাজিন থেকে নেওয়া স্তালিনের একটা ছবি ; ঐ ছোট্ট ডালটাই যেন ট্রেঞ্চের মূল অলংকরণ : বৃক্ষহীন স্তেপ-ভূমিতে যুদ্ধ সীমান্তের কাছে ফার গাছের কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তার কোম্পানীর একজন সার্জেন্ট যাচ্ছিল ডিভিসনের সদর দপ্তরে—সদ্য হাতে পাওয়া পার্শেলটা ইগর পাঠিয়ে দিলো সেই দোভাষীকে। ওতে ছিল সুগন্ধী সেন্ট, উলের দস্তানা, এক প্যাকেট বিস্কুট। পার্শেলের মধ্যে ঠাট্টা করে একটা আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে দিল, ইচ্ছাকৃতভাবে আগেকার দিনের অলঙ্কার বহুল ভাষায় লেখা—যদি ইচ্ছা করে তবে ইগরের "রাজভক্ত তরোয়াল বাহী" (অর্থাৎ সার্জেন্টটি) তাকে পাহারা দিয়ে এখনে নিয়ে আসবে।

দিন শেষ হলো, প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে ইগর ট্রেঞ্চের বাইরে পায়চারি করছিল অন্ধকারের সেই দিকটা লক্ষ্য করে বারবার তাকাচ্ছিল যে দিক দিয়ে ওরা আসতে পারে। ডিভিসনের সদর দপ্তরে ইগর কখনো ফোন করে নি, কারণ ও জানে ওদের কথাবার্তা অন্যেরা শুনে ফেলবে এবং টেলিফোন অপারেটরগুলো সময় কাটাবার জন্যে টেলিফোনে আড়ি পাতে। মনের কোণে সংগোপনে লালিত কথাটা অন্য কেউ জানুক এটা ইগর চায় না। রাত দশটার পর ওর ধৈর্য আর বাধা মানলো না। এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ডিভিসনের সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ হলো, ও কিন্তু জানে না কোন্ নম্বর চাইতে হবে, তাই মেয়েটির সেকসনের অফিসার সেই মেজরটির নাম বলে লাইন চাইলো, যে মেজরটির ওপর ওর প্রথম থেকেই ঈর্ষা জেগে আছে, যদিও তার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

চড়া গলায় কথা বলা কম বয়সী কেউ একজন ফোন ধরলো, কিন্তু ওখানে যে তখন পুরো মাত্রায় আনন্দ উৎসব চলছে এটা ইগর বুঝতে পারলো : ফোনের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছিল প্রাণচাঞ্চল্য ভরপুর কণ্ঠস্বর, তার মধ্যে মেয়েরাও আছে। ইগর মেজরকে চাইলো, বেশ কিছুক্ষণ পরে মেজর ফোন ধরলো বটে, কিন্তু কিছু না বলে নামিয়ে রেখে দিল রিসিভারটা। সেই কলরবের মধ্যে থেকে মেয়েটির সুখী সুখী গলাটা চিনতে ভুল করে নি : চরম হতাশায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিল সে।

মানসিক আঘাতটা সত্যিই ভয়ানক। যদিও একটু পরে, নানা রকম কারণ খোঁজার চেষ্টা করে, ইগর মনে মনে চিন্তা করলো ওর ট্রেঞ্চটা ডিভিসনের সদর দপ্তর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে, এখনও দেড় ঘন্টার মধ্যে মেয়েটি চলেও তো আসতে পারে, বিশেষ করে ঐ সার্জেন্টটি যদি ওকে সঙ্গে করে আনে।

মনকে সান্ত্বনা দেবার এই চিন্তাটাও কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। সওয়া এগারোটার সময় ও আরদালীকে ডেকে পাঠালো, দুজনে বসে নির্জলা মদ এক গ্লাস করে খেলো। তারপর একটাও কথা না বলে প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে খেতে শুরু করলো, মনে হচ্ছিল আজকের এই উৎসবের জন্যে বহু কষ্ট করে ও যতো খাবার জোগাড় করে এনেছিল সেই ভাল ভাল খাবারগুলো গবগব করে খাওয়াটাই তার একমাত্র কাজ। দুটি পুরুষের চোয়াল যখন নিজেদের কাজ করতে ব্যস্ত তখন সার্জেন্টটি ফিরলো, ঠাণ্ডায় জমে ক্লান্ত হয়ে টলতে টলতে ঢুকলো ট্রেঞ্চের মধ্যে: পেছনের দরজাটা বন্ধ করার পর পিঠের থলিটা থেকে সেই পার্শেলটা বের করলো যেটা ঐ মেয়েটাকে দেবার জন্যে গিয়েছিল ও এবং কোনো কথা না বলে অপরাধীর মতো মুখ করে পার্শেলটা রাখলো টেবিলের ওপর।

ইতিমধ্যে পেটে বেশ মদ পড়েছে, তাই প্রথমে ঈর্ষায় ভরে উঠলো ইগরের মন। তাহলে ও অন্য পুরুষকে বেছে নিয়েছে, কিংবা তার বদলে অন্য কোন সঙ্গী। ওর অহংবোধে প্রচণ্ড ঘা পড়লো। লাল রিবন বাঁধা পার্শেলটা তুলে নিয়ে লোহার চুল্লীর মধ্যে ছুড়ে দিল, দাউ দাউ করে কাঠ জ্বলছিল চুল্লীতে। মনে মনে অভিসম্পাৎ দিতে থাকলো মেয়েটাকে।

মনে মনে একটা কুৎসিৎ ধারণা গড়ে তুলেছিল, কিন্তু সত্যটা আরও ভয়াবহ। গতরাতে ইগরদের পাশের রেজিমেন্ট কর্মীদের থাকার একটা বাড়িতে কাজ করার সময় ও মারা গেছে। ঐ বাড়ির ওপরই একটা বোমা পড়েছিল, সবকিছু টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তারপর অনেকক্ষণ মৃতের মতো ঘুরপাক খেলো ইগর। এই প্রথম বার যে সে প্রেমে পড়েছে তা নয়, কিন্তু এভাবে কখনও ভেঙ্গে পড়ে নি।

একমাত্র লেনার জন্যেই ইগর কমাণ্ডান্টের তার বর্তমান পদটাকে মেনে নিয়েছিল, যদিও এটাকে সে দারুণ ঘৃণা করে। দু-এক মাসের মধ্যেই ও আবার চাপ দেবে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে, যাতে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে

যে-সব বাধা-নিষেধ আরোপ করা আছে সেগুলো তুলে নেওয়া হয়, যদিও তার অনুরোধ এর আগে দুবার নামঞ্জুর করা হয়েছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে যুদ্ধের সময় পুরুষদের উচিত লড়াই করা এবং যার দুটো হাত আর দুটো পা আছে তার পক্ষে যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে বিপদ থেকে দূরে থাকাটা লজ্জার ব্যাপার। এবং ঠিক এই কারণেই সে যুদ্ধের চাকরী থেকে অব্যাহতি চায় নি বা সৈন্যদল ভেঙ্গে দেওয়াও চায় নি, যদিও সে ভাল ভাবেই জানে যে মস্কোতে তার যে সব নাম করা শিক্ষকরা আছেন তাঁর সেটা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

লেনার সঙ্গে ওর সম্পর্ক এমন একটা পর্যায়ে এসেছে পৌঁছেছে যখন যে কোনো মুহূর্তে নিজের মনের কথা ওকে বলতে হতে পারে এবং বলতে হবে যে ওকে ভালবাসে, কারণ ঐ জর্জিয়ান মেজরটি সম্বন্ধে ওর দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। এবং সেই কারণেই সন্ধ্যেবেলার ঐ জমায়েতটা ওর কাছে অতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ঐ দিনটা লেনার জন্ম দিন জানামাত্র ইগর ছুটে ছিল দরজীর কাছে, ও একটা ভাল উর্দি তৈরী করাচ্ছিল, গিয়ে তাগাদা দিলো যাতে একদিন আগেই ওটা তৈরী হয়ে যায়, দরজীকে বাড়তি উৎসাহ দেবার জন্যে নিজের অতিরিক্ত র‍্যাশন থেকে টিনের খাবার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলো, কিছু চিনিও এবং যে টাকা দেবার কথা আছে সেটা তো দেবেই।

ঐ ভাল উর্দি করানোর ব্যাপারটা ওকে ইতিমধ্যে বেশ ঝঞ্ঝাটে ফেলে রেখেছে। আহত হবার আগেই ওকে কাপড়টা দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা ও পাল্টে নিয়েছিল যুদ্ধের আগে তৈরি করা একটা ভাল কাপড়ের সঙ্গে, ওই কাপড়টা ছিল এক কোয়ার্টার মাস্টারের, যার নজর ছিল আনিকুশিনে ওয়েলদার পিস্তলটার ওপর। খাপটা ছিল এক জেনারেলের, জার্মান-বন্দীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিস, আর "না" শুনতে রাজী ছিল না ও। তারপর কোটটার জন্যে সরঞ্জাম আর সোনালী বোতামের সন্ধান করতে হয়েছিল, যেটা না হলে কাপড়টার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। সবশেষে ভাল একজন দরজীর দরকার। মাত্র এক সপ্তাহ আগে সবগুলো পাওয়া গেছে।

সেদিন সকালে কমাণ্ডান্টের অফিসে যাবার সময় ইগর এক ফাঁকে চলে গিয়েছিল দরজীর দোকানে—মনে করিয়ে দিতে হবে সন্ধ্যের আগে ওটা চাই। যেমন করেই হোক ওটা চাই। খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলো কোটটা

তৈরী হয়ে গেছে, একটা ডামীর গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, বোতাম আর তকমাগুলো ঝকঝক করছে প্যান্টটা ইস্তিরি করা হচ্ছিল শেষ বারের মতো একটা লোহার ইস্তিরি দিয়ে।

ইগরের এক সহকর্মী এই দরজীর নাম সুপারিশ করেছিল। দরজীটি বুড়ো, মাথার চুল জট পাকানো, কথায় অবিশ্বাস্য রকমের জোরালো ইহুদী-টান, নাকের ডগায় সব সময় জল, স্থানীয় লোকদের মতো অনুগ্রহ প্রার্থীর ভাব, অথচ হাতের কাজ দারুণ। এই ভাল উদিটা ও যতো ভাল আশা করেছিল তার চেয়ে শতগুণে বেশি ভাল হয়েছে। কোট আর প্যান্টটা ইগরের গায়ে একেবারে দস্তানার মতো সুন্দর ফিট করে গেলো, এমনি তো ওর চেহারা সুন্দর, পোশাকে আরও ভাল লাগছিল। দরজীর কাজটাও পয়লা নম্বরের। বুড়ো যে হাতের কাজ দেখিয়েছে তা যে কোনো বড় জায়গার দরজীর পক্ষে অহংকারের বিষয় হবেই, এমন কি রাজধানীরও, যারা সেনাপতি বা মার্শালদের পোশাক তৈরী করে।

শুধু একটা কাজ বাকী মেডেলগুলো ঝোলাবার জন্যে ছোট ছোট ফুটো করা দরকার, ইগর সঙ্গে সঙ্গে সেটা দেখিয়ে দিলো।

'আর পাঁচটা মিনিট!' বুড়ো বললো, কাজটা করে দিতে পারছে বলে খুশি।

অথচ এই কাজটা বেশ সূক্ষ্ম। ইগরকে কোটটা পরতে হবে, তারপর বুকের ওপর ঠিক কোথায় ফুটো করতে হবে তার দাগ দিতে হবে। ইগর তাই বৃদ্ধ দরজীকে বললো এক ঘন্টা পরে কমাণ্ডান্টের অফিসে আসতে, কারণ মেডেলগুলো রেখেছে একটা আয়রণ সেফে। সৈন্যবাহিনীর কর্মচারীদের বলা হয়েছিল অস্ত্র বা মেডেল ইত্যাদি যেন তারা তাদের নিজেদের কোয়ার্টারে না রাখে।

মেডেল, সম্মান চিহ্ন ইত্যাদি গুলোকে ক্যাপ্টেন আনিকুশিন ভীষণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। ওর মতে, বিশেষ বিশেষ সময় ছাড়া ওগুলো পড়া উচিত নয়, অর্থাৎ বছরে তিন-চার বারের। রোজ ব্যবহার করলে ওগুলোর গুরুত্ব কমে যাবে আর সস্তা হয়ে যাবে। মেডেলের রিবন রোজ ব্যবহার করার জন্যে দেওয়া হয়। কিন্তু সেগুলো এখনো এখানে, এসে পৌঁছয় নি এবং ইগর বাড়িতে লিখেছে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যেন ওর জন্যে কিছুটা পাঠানো হয়।

ওর বাবা ছিলেন পাশের যুদ্ধ সীমান্তের ট্যাঙ্ক বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান, উনি কদিন আগে এসে দেখা করে গেছেন, দিয়ে গেছেন কাফ লেদারের খুব ভাল এক জোড়া বুট জুতো, এবং খুব ভাল একটা পিক্‌ড ক্যাপ. তার মানে ওর পোশাক এখন যথাযথভাবে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নতুন কোট আর প্যান্ট "ভাঙ্গার জন্যে" এবং সন্ধ্যের আগে যাতে ঐ পোশাকে বেশ অভ্যস্থ হয়ে উঠতে পারে, তাই ক্যাপ্টেন ইগর ঠিক করলো এটা আর খুলবে না। পুরনো উর্দিটা পাট করে খবরের কাগজে জড়িয়ে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে গেলো। এসব করতে গিয়ে কয়েক মিনিট দেরী হয়ে গেলো তার, এবং কমাণ্ডান্টের অফিসে পৌঁছে দেখল কয়েকজন অফিসার আগেই পৌঁছে গেছে, ফলে মেজরের কাছে বকুনি খেতে হলো তাকে। তারপর থেকে সব কিছুই খারাপ ঘটতে লাগলো।

দেখা গেল কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা "অভিযান" চালাচ্ছে "বিশিষ্টরা," পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের ওঐ নামে ডাকতো, এবং কমাণ্ডান্টের অফিসের সকলে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সমার্শের হুকুম তামিল করে চলবে। মিটিং শেষ হলে সকলকেই যেতে হলো বিমান ঘাঁটিতে, ওই জায়গাটাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল দেখা করার জায়গা হিসাবে।

দ্বিতীয় দিনে অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে যাচ্ছিল। আগের দিন সকালে সেনা নিবাস থেকে একজন "বিশিষ্ট" এসে হাজির কমাণ্ডান্টের অফিসে এবং অফিসারদের একটা অত্যন্ত গোপন খবর দিয়ে বলল যে অত্যন্ত বিপজ্জনক এজেন্টদের একটা দলকে খোঁজা হচ্ছে; তারপর একটা কাগজের টুকরো বের করে দুজন লোকের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিল। ওদের শারীরিক গঠন, উচ্চতা, বয়স। একথাও বলল যে ওদের মধ্যে একজনের কথায় উক্রাইনীয় ভাষার টান আছে সুস্পষ্ট।

কমাণ্ডান্টের চেয়ারে গদীয়ান হয়ে আছেন যে মেজরটি গত তিন বছর ধরে তার পেটে ক্রনিক আলসার আছে। এবং যা কিছু জানবার ও বোঝবার তা তিনি জানেন এবং বোঝেন, উনি মন্তব্য করলেন যে চেনবার জন্যে কোনো বিশিষ্ট চিহ্নের কথা উল্লেখ করা হয় নি এবং তাঁকে ও তাঁর অফিসারদের কাছে যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে সেটা আনুমানিক ছাড়া আর কিছু নয়। "বিশিষ্ট"টি জানালো যে দুর্ভাগ্যবশতঃ এর চেয়ে বেশি বিস্তারিত

বর্ণনা তারা জোগাড় করতে পারে নি, যার ফলে সন্ধান করার কাজটা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে।

এই ব্যাপারটায় গোপনতা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে বারবার সাবধান করে দিয়ে "বিশিষ্ট"টি অফিসারদের জানালেন জার্মানরা যাতে সামরিক কাগজপত্র জাল না করতে পারে তার জন্যে সর্বাধুনিক কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভ্রমণ করার পরওয়ানার একটা কলমে বাক্যের মাঝখানে কমার বদলে দাঁড়ি দেবার ব্যবস্থাটার কথা ওদের জানালেন।

ঐ বিশেষ ধরনের টাইপের ভুল সমেত ফর্মগুলো ব্যবহার করা শুরু হয়েছে ৩১শে জুলাই থেকে, যার অর্থ আগস্ট মাসে ইসু করা কাগজ পত্রে যদি ঐ গোপন চিহ্নটা না থাকে, তবে ঐ ধরনের কাগজপত্র যে সামরিক কর্মীর কাছে থাকবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে হবে।

টাইপের ঐ ভুলটা দেখাবার জন্যে একটা পরওয়ানা দেখানো হল। অফিসাররা নিঃশব্দে তা দেখলেন। নিজেদের ডিউটি করার সময় প্রত্যেকটি অফিসারই ঐ ধরনের বহু কাগজপত্র, একশোরও মতো হয়েছে কখনো কখনো, পরীক্ষা করেছে। কিন্তু ভীষণ-গুরুত্বপূর্ণ দাঁড়ির ব্যাপারটার ওপর নজর দেয় নি।

এই উপদেশ দেবার সময় "বিশিষ্ট"টি উপস্থিত অফিসারদের দুবার করে জানিয়ে দিল এ-ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব কতটা এবং এর জন্যে প্রচণ্ডভাবে সতর্ক প্রহরার দরকার।

"বিশিষ্টটির" এই আগমন, উপদেশ আর চূড়ান্ত সতর্ক প্রহরার ডাকে সাড়া দিয়ে মাঝরাতের মধ্যে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হল যাদের সঙ্গে অনুসন্ধিত মানুষ দুটির মিল ছিল। "বিশিষ্ট" নিজে তাদের প্রশ্ন করে, তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কমাণ্ডান্টের কর্মীদের থাকার জন্যে যে ঘরটা আলাদা করে রাখা হয়েছে সেটাতেই আস্তানা গেড়েছে ঐ "বিশিষ্ট"।

সেদিন সকালের মিটিংয়ে মেজর ঐ ভুল করে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে মন্তব্য করলেন, যেটা তাঁর মতে তাঁর কর্মচারীদের অযোগ্যতারই পরিচায়ক। পরিশেষে তিনি তাঁর অধীনস্থ সব কর্মীদের বললেন উচ্চ পর্যায়ে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা চালু রাখতে; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'দশ মিনিটের মধ্যে আমরা বেরোচ্ছি। প্রত্যেকে নিজের নিজের অস্ত্র সঙ্গে

বাংবে আর সেই সঙ্গে কাগজপত্র পরীক্ষা করার যে অধিকার তোমরা পেয়েছ তার কাগজপত্র। লরী বাইরে অপেক্ষা করছে।'

আনিকুশিন জিজ্ঞেস করল "অভিযান" কখন শেষ হতে পারে, অন্ততঃ আন্দাজ সময়টা এবং কখনই বা তারা ছাড়া পাবে. মেজর কিন্তু ওর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

ইগরও অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ওরা ওর উর্দিটার প্রশংসা করল খুব, দামী কাপড়ে হাত বুলিয়ে ঠাট্টা করে বলল এই "অভিযানের" জন্যেই কি ও এতো চমৎকার পোশাক পরেছে। পাশ কাটিয়ে যাবার মত উত্তর দিল ইগর. কারণ জন্মদিনের ব্যাপারটা নিয়ে ও তখন চিন্তা করছিল। মেজরের কথা শোনার সময়েও ও মনে মনে ভাবছিল ঐ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও কত ভাল ব্যবস্থা তার পক্ষে করা সম্ভব হবে।

ওদিকে হল ঘরে অপেক্ষা করছিল বুড়ো দরজী। হাতে পুরনো ব্রিফকেস আর ময়লা হ্যাট. হাঁ করে তার অপেক্ষায় ছিল। ইগর ওকে অফিসের মধ্যে আসতে বলল, তাড়াতাড়ি আয়রণ সেফটা খুলে ভাঁজ করা একটা কাপড়ের টুকরো বের করে তার ভেতর থেকে জিনিসগুলো টেবিলে সাজিয়ে দিল।

'ওঃ ওঃ।' মেডেল আর সম্মান চিহ্নগুলো দেখে বুড়ো চমকে উঠল নাকের জলটা চট করে মুছে নিয়ে।

ইগর তখন হাসপাতালে ফোন করল, লেনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আর এ পাশে যা ঘটে গেছে সেটা তাকে জানাবার জন্যে। দেখা গেল অপারেশন থিয়েটারে ব্যস্ত ও, ওর এক বান্ধবী ফোন ধরেছিল,—পার্টিতে তারও নেমন্তন্ন আছে—ইগর ওকে জানিয়ে দিল সামরিক কাজে এখুনি ওকে চলে যেতে হচ্ছে. তবে আপ্রাণ চেষ্টা করবে ঠিক সময়ে ফিরে আসতে। মেয়েটিকে ইগর বলল আপাততঃ তার হয়ে লেনাকে যেন সেই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে ব্রিফকেস থেকে একটা ছোট চ্যাপ্টা বাক্স বের করে ফেলেছে দরজী, ওটা খুলে সূতো পরানো ছুঁচ নিয়ে ও তৈরী। ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ইগর বলল, 'দুঃখিত. এখন আর এ কাজটা করা যাচ্ছে না। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে। জরুরী কাজ আছে। ইগর ওকে কথাটা বুঝিয়ে বলতেই বুড়ো দরজী কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

'আজকেই সন্ধ্যে ৭টার সময় তোমার কাছে যাব আমি। সাতটার সময় বাড়ি থাকবে তো? চমৎকার। আর একটা বড় উপকার আমার জন্যে করতে হবে তোমাকে। মনে হচ্ছে আমার হাতে সময় বেশি থাকবে না। আমার পরিচিত একটি মেয়ের জন্মদিন। মেয়েটিকে দেবার জন্যে একটা ফুলের তোড়ার কথা আমি বলে রেখেছি......বুঝতে পারছ তো......ফুল। তুমি যে রাস্তায় থাক সেখানেই। আজ বিকেল পাঁচটার সময় ওটা নিয়ে তোমার নিজের বাড়িতে রাখতে পারবে কি? খুব কৃতজ্ঞ থাকব যদি করে দাও। তবে তোমার খাটুনি পুষিয়ে দেব আমি।'

বুড়ো ও কাজটা করতে রাজী হয়েছিল এবং ইগর একটা একশো রুবলের নোট বের করে বুড়োর ব্রিফ কেসের ওপর রাখল। নোটটা তুলে কোটের ভেতর পকেটে রাখতে রাখতে ইগরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল ক্যাপ্টেন এতো সুন্দর দেখতে যে—মেয়েরা ওঁকে ছেঁকে ধরতে বাধ্য—ফুলের জন্যে টাকা খরচ করার কি দরকার?

জানলা দিয়ে একটা মোটর গাড়ির হর্ণের শব্দ ভেসে এল, খুবই অধৈর্য হয়ে গেছে লরীটা। ইগর একটা কাগজে ফুলের দোকানের ঠিকানাটা লিখে দিল, বুড়ো যেন চিন্তার জগতে ডুবে গেছে, তারপর দুঃখের সুরে বলল একবার সেও ফুল কিনেছিল।

'মাত্র একবার?' ইগর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'একবারই মাত্র', বুড়ো মাথা নেড়ে সায় দিল। এবং তাও চল্লিশ বছর আগে, তখন ও ফুল কিনেছিল তার ভাবী স্ত্রীর জন্যে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ইগরকে বলল জার্মানরা তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, এমনকি নাতিনাতনীদেরও মেরে ফেলেছে লিডাতে......ও যে কেন বেঁচে রইল কে জানে?

বুড়োর জন্যে ইগরের খুব কষ্ট হতে লাগল ভাগ্যের হাতে কি নিষ্ঠুর আঘাতই না পেয়েছে সে। যুদ্ধের আগে সেও সেই ভাবী-অভিনেত্রীর জন্যে তোড়ার পর তোড়া ফুল কিনেছে, সত্যি কথা বলতে কি ছাত্র হিসেবে যে অনুদান পেত তার বড় অংশ চলে যেত ওই ফুলের পেছনে। বুড়োকে যে কথা দিয়েছিল সেটা মনে পড়ে যেতেই ইগর কিছু খাবারের টিন আর চিনি বের করল আলমারীর তলার থাক থেকে।

ভদ্রতা দেখিয়ে বুড়ো প্রথমে ওগুলো নিতে চাইছিল না, তখন ইগরই জোর করে ওগুলো ওর ব্রিফ কেসে ঢুকিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা

দম করে খুলে মেজর দাঁড়ালেন চৌকাঠে। সহকারীর দিকে তাকিয়ে মুখ বেঁকালেন।

'ব্যক্তিগতভাবে নেমন্তন্নের দরকার তোমার নিশ্চয়ই নেই? কালা হয়ে গেছ নাকি? সবাই অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে।'

'কমরেড মেজর, এক মিনিটের জন্যে ঘরে যাব পোশাক পাল্টাতে হবে। এক মিনিট সময় লাগবে। আমি ভাবতে পারি নি……।'

'এখন আর পোশাক পাল্টাবার সময় নেই', বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর, 'এখুনি গিয়ে লরীতে ওঠো।' হুকুমটা দিয়েই উনি চলে গেলেন দরজা বন্ধ করে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে ইগর তাড়াতাড়ি মেডেলের বাণ্ডিলটা দরজীর ব্রিফ কেসে ভরে দিয়ে বলল 'এগুলো কিন্তু হারিয়ো না যেন!'

তারপর এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে খস খস করে কয়েক লাইন লিখল। তারপর কাগজটা দু ভাঁজ করে খামে ভরল। ওপরে ঠিকানা লিখে দরজীর হাতে দিয়ে আরও কয়েকটা নির্দেশ দিল—আমি যদি কাজে আটকে পড়ি, সন্ধ্যে ৮টার মধ্যে ফিরতে না পারি, তাহলে তুমি দয়া করে ফুল আর চিঠিটা এই ঠিকানায় পৌঁছে দিও। তোমার বাড়ি থেকে জায়গাটা খুব একটা দূর হবে না। এই কাজটার জন্যে আমি তোমায় টাকা দেব. আরও খাবার দেব। শুধু দাড়িটা কামিয়ে আরো একটু ভালভাবে সেজে ওখানে যেও। ওখানে একটা বিশেষ ধরনের উৎসব হবে; বুঝতে পারছ তো?…তাহলে চললাম আমরা।' যেতে যেতে ইগর চিঠিটা বুড়োর পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

এমনভাবে ওরা বিমানঘাঁটিতে পৌঁছল যেন বিপদ সংকেত বেজেছে, কিন্তু পৌঁছে দেখল তিন ঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকতে হবে। ওদের বলা হল পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিস থেকে খুব দূরে যেন না যায়, ওরা, চার পাশে মাঠে ঘাসের ওপর বসে আছে নিরাপত্তা বাহিনীর সৈন্যরা, কেউ কেউ সিগারেট খাচ্ছে।

পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকরভাবে বোকামির চিহ্ন। যে সময়টা বসে ওরা আঙুল মটকাচ্ছে, তার মধ্যে ইগর তার ফ্ল্যাটে গিয়ে কয়েকবার পোশাক পাল্টে ফেলতে পারত। কোটের যে কাজটুকু বাকী ছিল তাও করিয়ে নিতে পারত, এমনকি নিজে গিয়ে ফুলের তোড়াটা বেছে রেখে আসা সম্ভব

হত। অথচ এখন তো আর যেতে পারে না? কেউ জানে না কখন "অভিযান" শুরু হবে। কেন যে ওদের সকলকে প্রথমে এই বিমানঘাঁটিতে আনা হয়েছে এটা সবার কাছেই একটা রহস্য।

লিডার কমাণ্ডান্টের বোধ হয় রোগের প্রকোপটা খুবই বেড়েছিল। তাই সকাল থেকে তার মেজাজ বিগড়ে আছে। অন্যদের থেকে একটু দূরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি, ফ্যাকাশে মুখে শহীদের দৃষ্টি, পেটে হাত চেপে প্রায়ই গোঙাচ্ছেন। পাছে পোশাকে ঘাসের দাগ লেগে যায় তাই এক মিনিটের জন্যেও বসলো না ইগর। নিজের দলের কাছে পায়চারি করে কাটিয়ে দিচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত মেজরের ঐ কাতরানি সহ্য করতে না পেরে পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইলো কিছু সাহায্য করতে পারে কি সে।

'একলা থাকতে দাও আমাকে'। এমন আস্তে বিড়বিড় করে কথাটা বললেন মেজর যে শোনাই গেলো না। পৌনে বারোটার সময় সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড়াতে বলা হলো এবং তারপর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিস থেকে সোজা বেরিয়ে এলো অফিসারদের একটা দল। চওড়া কপালওলা একজন লেফটেনান্ট কর্নেল সবার আগে ছিলেন। উর্দি যেটা পরেছিলেন সেটা দেখতে লাগছিল বালিশের খোলের মতন। দাঁড়িয়ে থাকা লোকের সামনে এসে শেষ নির্দেশগুলো দিতে শুরু করলেন।

খুব শান্ত স্বরে কথা বলছিলেন তিনি, এবং সবাই চুপ করে শুনছিল। ওঁর কথাগুলো ছিল নিছক কাজের কথা, একটা শব্দও অপচয় করলেন না, তবে কাজটির গুরু দায়িত্ব, শত্রুদের বিশ্বাসঘাতকতা, আরও বেশি সতর্ক প্রহরার প্রয়োজনীয়তা, এবং এর সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব সম্বন্ধে যা বললেন তা আগের দিন সেনা নিবাস থেকে আসা "বিশেষজ্ঞটির" বক্তব্য এবং ঐ দিনই সকালে খোদ কমাণ্ডান্টের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তৃতীয়বারের এই বক্তব্যটি ইগরের মনের ওপর দাগ কাটতে পারলো না, ওর মতে সৈন্যবাহিনীতে যে কোনো কাজকেই প্রথম খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিয়ে ভালভাবে করা উচিত।

বক্তৃতা শুনতে ভাল লাগে না ইগরের, যেমন পছন্দ করে না "সতর্ক প্রহরা" শব্দটাকে। তাছাড়া বেশির ভাগ লোকের মতোই ইগরও বিশ্বাস

করতো যে গুপ্তচর বা অন্তর্ঘাতকদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে চিনতে পারবে।

লেফটেনান্ট কর্ণেলটি শুধু যে চেহারাতেই পেশাদার সামরিক বাহিনীর মানুষ হিসেবে ফুটে উঠতে পারেন নি তা নয়, করতেই হবে এমন হুকুমও খুব কম দিলেন. এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে "দয়া করে" বা "আমি আপনাদের বলছি" এই ধরনের কথা বলে তাঁর মধ্যে যে একটা অতিভব্য অসামরিক মানুষ আছে তার রূপটাই প্রকাশ করে ফেলছিলেন। এই কাজে যাদের লাগানো হয়েছে তারা সবাই যেন পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের প্রতিটি কথা সঙ্গে সঙ্গে পালন করে তার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিলেন, সবশেষে তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে ঐ লোককে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে যারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবে তাদের নাম সুপারিশ করা হবে পদকের জন্যে।'

এই বক্তব্যটা শুনে ইগর সংকুচিত হয়ে উঠলো। বহু ভয়াবহ লড়াইয়ে ও অংশ নিয়েছে, যেখানে শত্রু সৈন্যের তুলনায় সোভিয়েতের সৈন্য সংখ্যা ছিল ভীষণভাবে কম এবং সে জানে পদকের প্রকৃত মূল্য কি। মেডেল সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গী যেন মেডেল পাওয়ার বিষয়টাকে অত্যন্ত হীন এবং নগণ্য করে তুলছে বলে মনে হলো ইগরের। আগে থাকতেই সামরিক সম্মান চিহ্ন দেওয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি পাওয়া কয়েক শো লোক মিলে তিন-চারজনকে গ্রেপ্তার করার মধ্যে না আছে বীরত্ব না আছে মহত্ত্ব।

তারপর কমাণ্ডান্টের অফিসের অফিসারদের একটা আলাদা দলে দাঁড় করানো হলো সঙ্গে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অপর একজন লেফটেনান্ট-কর্ণেল তবে এঁর কিন্তু বেশ ফৌজী চেহারা; সঙ্গে সেই অসুস্থ মেজরকে নিয়ে তিনি তাদের আলাদা আলাদা দলে ভাগ করতে লাগলেন।

ইগরের নাম যখন ডাকা হলো, তখন লেফটেনান্ট-কর্ণেলটি নিজের হাতের লিস্টটা দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন—'ক্যাপ্টেন ইগরের দল।'

এরপর ইগরের কাছে অবশ্য আর কেউ এলো না, এবং ডাকে কেউ সাড়াও দিলো না। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন অফিসারকে লেফটেনান্ট কর্ণেল বললেন, ইগরের দলের লেফটেনান্টের এখানে থাকা উচিত। এখুনি ওকে খুঁজে নিয়ে এসো।

অফিসারটি ইগরকে নিয়ে গেলো পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে,

ওকে ওখানে বসতে বলে ও চলে গেলো ঐ হারানো লেফটেনান্টটিকে খুঁজতে। মিনিট পাঁচেক পরে একজন লম্বা মতন কম বয়সী লেফটেনান্ট বাড়ির পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এলো, ঘামে মুখ লাল। এসে স্যালুট করলো, তখনও কি একটা চিবোচ্ছে, জড়ানো সুরে বললো, 'ক...কমরেড ...ক্যা...ক্যাপ্টেন...আপনি কি ক...কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে এসেছেন? আ...আসুন আমার সঙ্গে।'

বাঁধা কপির পাতার ছোট্ট একটা টুকরো তখনো তার ঠোঁটে লেগে আছে। আর ইগর যে লড়াইয়ের পরিবেশেও অগোছালো ভাবটা পছন্দ করে না, এর জন্যেই তাকে শাস্তি না দিতে পারার ব্যাপারটা তার কাছে কঠিন হয়ে উঠল।

অন্যদের মত তারাও উঠোনে এসে হাজির হল যেখানে প্রায় কুড়িটা গাড়ি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। ওদের মধ্যে বেশির ভাগ জীপ আর ডজ লরী, সবগুলোই ধুয়ে-মুছে পালিশ করা, যেন কুচকাওয়াজে যাবে এবং এত ঝক ঝক করছে যে চোখে না পড়ে থাকতে পারে না। কোনো কোনো গাড়ির সামনের কাঁচটায় বিশেষ ধরনের কাগজ সাঁটা আছে। তাতে লেখা "সাধারণ পাশ", এই ধরনের পাশ সাঁটা থাকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকা সেনাপতি আর পালটা-গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীদের গাড়িতে।

এই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সুন্দর গাড়িগুলোর সারিটা পার হয়ে ওরা দাঁড়াল একটা জায়গায়। লেফটেনান্টটি এগিয়ে গেল একটা পুরনো ঝরঝরে *গাজ* লরীর কাছে, যার পাশের রঙগুলো জায়গায় জায়গায় চটে গিয়ে ঝরে পড়েছে। লেফটেনান্টটি পাদানীতে উঠে কেবিনের মধ্যে মাথা ঢোকালো। ফিস ফিস করে কি যেন বলতেই ড্রাইভারটা বিশ্রি একটা গালাগাল দিয়ে উঠল।

ইগরের ভীষণ অপমান মনে হল: যে গোপন খবর সার্জেন্ট ড্রাইভারকে দেওয়া যায় সেটা তার কাছে চেপে যাওয়া হচ্ছে। অথচ সে একজন ক্যাপ্টেন, আরও দায়িত্বপূর্ণ পদে আছে। অনিচ্ছা সহকারে লরীর পেছন দিকে উঠে একটা খালি বাক্সের ওপর রুমালটা বিছিয়ে বসে পড়ল। লেফটেনান্টটি ওকে সোজাসুজি বলল মাথা নীচু করে বসতে। তারপর লেফটেনান্টটি লাফিয়ে লরীতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রকেটের মত ছুটে বেরিয়ে গেল লরীটা

ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে ইগর বারবার ঘড়ি দেখছিল, অবশ্য প্রয়োজনে মনের অন্য ভাবনা-চিন্তাগুলো যেমন গোপন করে রাখতে পারে এক্ষেত্রেও তাই করছিল, মনে মনে হিসেব করছিল এই "অভিযানে" কত সময় লাগতে পারে। শহরে ওকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরতেই হবে। ওর মনের মধ্যে সব চিন্তাকে ছাপিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় লেনার সঙ্গে দেখা আর ঐ পার্টিটার কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। এবং এক একটা ঘণ্টা পার হচ্ছে এবং তার মনের মধ্যে হতাশা ফুটে উঠছে বেশি করে। আজকের দিনটা একটা দিনের মত দিন। প্রথমেই তাকে পাগলের মত ছুটতে হয়েছিল অস্থিরভাবে তারপর সময় কাটল কিছু না করে, অযথা উপদেশ শুনতে হল, সতর্ক প্রহরায় থাকার ডাক শুনতে হল, আর এখন নোংরা লরীতে করে ছুটে চলেছে কোনো এক ক্যাপ্টেন পাভেলের হেফাজতে পড়বার জন্যে। সবচেয়ে লজ্জাকর ব্যাপারটা হল এই যে পুরো ব্যাপারটাতে ও শুধু এক অসহায় দাবাড় বড়ে মাত্র। এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে তাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হচ্ছে এবং "অভিযানের" মূল উদ্দেশ্যটাও তাকে বলা হচ্ছে না। এমন কি ড্রাইভারটা পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা জানে এবং তার চেয়ে ওকে বেশি বলা হয়েছে এ-ব্যাপারে।

পাথর বসানো রাস্তার বুক চীরে এগিয়ে চলা লরীটা এমন ঝাঁকানি দিচ্ছে যে শরীর অসুস্থ হয়ে যায় এবং একটা পেট্রোলের টিন আর একটা আনকোরা অনভিজ্ঞ লেফটেনান্টের মাঝখানে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকাটাও কষ্টকর এবং এই লেফটেনান্টেরের হুকুম তাকে মানতে হচ্ছে ভেবে আরও বেশি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে ইগর।

'শহরে যদি তোমাকে একবার হাতের মুঠোয় পাই তবে ঢিট করে দেবো একেবারে,' রাগের চোটে মনে মনে এই সব কথা চিন্তা করছিল ইগর আড়চোখে আন্দ্রেইয়ের ঘষা-লাগা কৃত্রিম-চামড়ার বুট জুতোর দিকে তাকিয়ে, মনে হচ্ছিল যে-মাসে রবিবার নেই সেই মাসে যেন ওটা শেষ পালিশ করা হয়েছিল। ওর বাঁকা টুপিতে আটকানো তারকাটা ইগরের সত্যি বলে মনে হয় নি এবং ইস্তিরি না করা কোটের কলারটা খোলা ছিল না, তাও লক্ষ্য করেছিল ইগর, যখন প্রথমবার ঐ লেফটেনান্টটি তার কাছে এসেছিল।

"বিশিষ্টদের" জন্যে চিন্তা করার সময় কমই ছিল ইগরের, ইগরের চোখে ওরা সুবিধাপ্রাপ্ত অলস, আড্ডাবাজ লোক, যারা নিজেদের গুরুত্বটাকে ভীষণ

বাড়িয়ে দেখে। এ-বিষয়ে ওর কোনো ভুল ছিল না যে তারা শুধু 'যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে বেড়িয়ে বেড়ায় এবং উপরন্তু নিজেদের বীরনায়ক হিসেবে দেখে!'

আন্দ্রেই ব্লিইনভও কমাণ্ডান্টের অফিসের কর্মীদের সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করছিল তবে আরও ভালভাবে এবং কোনো রকম তিক্ততার সৃষ্টি না করে।

৬৯। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার দূরভাষ সংবাদ

জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

আজ সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে আহত সার্জেন্ট গুসেভ তার ক্ষত বিষাক্ত হয়ে যাওয়ায় মারা গেছে। ড্রাইভার আগাফোনভ, তুমানিয়ান এবং বিলোদেদ—তার ব্যাটালিয়ানের কমরেডরা সনাক্তকরণের জন্যে দেওয়া সিগারেট-কেসটাকে গুসেভের সিগারেটের কেসের মতো বলে স্বীকার করেছে, কিন্তু দুটো যে একই কেস সে সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে গুসেভের সিগারেট কেসটা, আরও বহু সিগারেট কেসের মতো, তৈরী হয়েছিল এই বছরের গোড়ার দিকে, করেছিল একটা সার্জেন্ট মেজর যার ডাক নাম কলিয়ানিক (খুব সম্ভব এটা নিকোলাই নামের অপভ্রংশ), ২৯৪ নং মেরামতি ও দেখাশোনা করার ব্যাটলিয়ানের একজন মেকানিক, যে ব্যাটালিয়নটি গত শীতকালে ছিল গোমেলের কাছে, জায়গাটা গুসেভের ইউনিট থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। আমরা এটাও প্রমাণ পেয়েছি যে বর্তমানে ২৯৪ নং ব্যাটালিয়ানটি সুভালকির কাছে আছে, সিগারেট কেসটিকে আরও ভালভাবে সনাক্ত করার জন্যে ওটাকে আমরা সেখানে পাঠিয়েছি কলিয়ানিক ডাক-নামের সার্জেন্ট মেজরটিকে দেখাবার জন্যে।

পোলিসভ

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী !

প্লাতনভ সমীপে,

কাগজপত্র সঙ্গে না থাকায় যে অজানা লোকদের তোমরা গ্রেপ্তার করেছ, যাদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে আমাদের জরুরী তদন্তের সঙ্গে জড়িত লোকেদের মিল আছে, তাদের অবিলম্বে লিডাতে পাঠাও সনাক্তকরণের জন্যে।

নির্ভরযোগ্য প্রহরাধীনে ওদের তিন জনকেই মোলেদেচনো বিমানঘাঁটিতে নিয়ে এসো, যেখানে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের পাঠানো একটা ডগলাস (২০৭ নং) প্লেন পৌঁছবে।

পলিয়াকভ।

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

লাল ফৌজের চীপ অফ স্টাফের পাঠানো ১৯৪৪ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখে পাওয়া......নং নির্দেশ সম্বন্ধে এতদ্বারা তোমাকে জানানো হচ্ছে—

প্রথম বাল্টিক যুদ্ধ সীমান্ত এবং তৃতীয় বাইলো রুশ যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে জরুরীকালীন ব্যবস্থার প্রস্তুতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অননুমোদনীয় ঘটনা ঘটেছে—

১। ৯১তম সৈন্যবাহিনীর কমিসারিয়েত কৃত্যকের অদক্ষতায় ও গাফিলতির ফলে প্রথম বাইলো রুশ যুদ্ধ সীমান্তের এন. কে. ভি. ডি. বাহিনীর উপ-ইউনিট দুশো মাইল পথ অতিক্রম করে গন্তব্য-স্থলে পৌঁছনোর পর চার ঘণ্টা কোনো গরম খাবার পায় নি।

২। ১৮শ রেড ব্যানার বর্ডার রেজিমেন্টের কনভয়ের একটা লরী মাঝ পথে খারাপ হয়ে যায়। ৩৭৬ নং ট্যাংক ব্রিগেডের অধিনায়ক লেফটেনান্ট কর্নেল ফিলচেনকফ, আমার ১৯৪৪ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখের......নং নির্দেশনার সঙ্গে পরিচিত থাকলেও খারাপ হওয়া লরীর বদলে অন্য লরী দিতে সরাসরি অস্বীকার করে। মার্সে'র প্রতিনিধি বলা সত্ত্বেও।

৩। প্রথম বাইলোরাশিয়া যুদ্ধ সীমান্তের ভ্রাম্যমান এন. কে. ভি. ডি. বাহিনীর দলটি যে লরীর কাফেলা ব্যবহার করছিল তাতে ১৩৫৪ নং জ্বালানি ডিপোর সুপারভাইজার ক্যাপ্টেন সুখারেভস্কি পেট্রল সরবরাহ করতে অস্বীকার করে এই কারণ দেখিয়ে যে দলের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে প্রতিরক্ষা গণ কমিসারিয়েত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সরকারী প্রাধিকারপত্র ছিল না। অনেক সময় নষ্ট হওয়ার পর লরীতে তেল ভরা হয় এবং তাও কমাণ্ডিং অফিসারের হস্তক্ষেপের ফলে।

এই ঘটনাগুলি ঘটার মূলে ছিল কিন্তু বর্তমানে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থার গুরুত্ব কিছু অফিসারের সঠিক অনুধাবন করতে না পারা এবং ১৯৪৩ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে জেনারেল স্টাফের...... নং নির্দেশনাকে অবজ্ঞা করা। আমি নিম্নলিখিত দির্দেশগুলি দিচ্ছি—

১। তিনি নিজে যে কাজের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সেক্ষেত্রে অকর্মণ্যতা দেখানোর ফলে ৩১ নং সৈন্যবাহিনীর সহ-অধিনায়ক কর্ণেল আভেরিয়ানভকে তাঁর বর্তমান পদ থেকে অপসারিত করে লাল ফৌজের পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির কর্মী বিভাগে নিম্নতর কোনো নতুন পদ দেওয়া হোক।

২। জেনারেল স্টাফের ১৯৪৪ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখের ...নং নির্দেশনা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে ১৮ নং রেড ব্যানার বর্ডার রেজিমেন্টের একটি প্লেটুনকে নিজেদের যাত্রা অব্যাহত রাখতে হয়েছিল পথে অন্যদের গাড়িতে লিফট নিয়ে এবং তার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছয়, সে কারণ ৩৭৬ নং ট্যাংক বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেনান্ট-কর্ণেল ফিলচেনকভকে তার বর্তমান পদ থেকে অপসারিত করে তারই যুদ্ধ সীমান্তে ট্যাংক ও আধুনিক যন্ত্রে সুসজ্জিত সেনাদলের অধিনায়কের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক নিম্নতর নতুন পদ দেওয়ার জন্য।

৩। স্বেচ্ছাচারী আচরণের ফলে প্রথম বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্তের এন.কে.ভি.ডি. সৈন্যদলের একটি ইউনিটের যাত্রায় বিলম্ব হয় এবং দলটি ১ ঘন্টা ২০ মিনিট পরে গন্তব্য স্থলে পৌঁছয়, তাই

১৩৫৪ নং আপ্লানী ডিপোর সুপারভাইজার ক্যাপ্টেন সুখারেভস্কিকে লেফটেনান্টের পদে অবনমিত করা হোক এবং ঐ যুদ্ধ সীমান্তের যেকোন একটি এলাকায় তাকে প্লেটুনের ভার দেওয়া হোক।

প্রথম বাল্টিক ও তৃতীয় বাইলোরুশ যুদ্ধ সীমান্তের সবকটি সংগঠন ও ইউনিট কমাণ্ডারদের আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এই যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে যেসব বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সেই সূত্রে সামরিক পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধিদের দেওয়া সকল নির্দেশ ও অনুরোধ নির্বিচারে ও বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে পালন করতে হবে। যেকোন রকমের বিলম্ব বা আপত্তিকে যুদ্ধকালীন নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হওয়া হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার সঙ্গে জড়িত পরিণাম হিসেবেও।

আন্তোনভ

আপনার যুদ্ধ সীমান্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মার্স সংগঠনের প্রধানদের জানিয়ে দেবেন এই নির্দেশের কথা। লোকবল বা সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যাপারে দেরী হওয়ার ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাতে হবে এবং সেই সঙ্গে সরবরাহের অপ্রতুলতার ব্যাপারটিও।

কলিবানভ

৭০। আমরা এক সঙ্গেই কাজ করবো

সিলোভিচির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাবার পর বাঁ-ধারে মোড় নিয়ে আন্দ্রেই খিজনিয়াককে বললো গাড়ি আস্তে চালাতে এবং পাভেল প্রাকৃতিক পরিবেশের যে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছিল সেগুলো খুঁজতে লাগলো। অনেক দূর থেকে একটা বড় পুরনো চালা চোখে পড়লো। এবং তার একটু দূরে জড়াজাড় করে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো ওক গাছ। এখানেই তাদের নব্বই ডিগ্রি কোণ করে বাঁক নেওয়ার কথা এবং যতটা সম্ভব লোক চক্ষুর অগোচরে থেকে এগোতে হবে জঙ্গলের সেই প্রান্তটার দিকে যেখানে একটা ঘাসে ঢাকা পথ চলে গেছে জঙ্গলের মধ্যে।

ওক গাছ দুটোর সম মাত্রায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্দ্রেই কেবিনের পিছন দিকের জানলায় টোকা মারলো।

'এখানেই নামতে হবে আমাদের,' বলেই অপেক্ষা না করে লরী থামার আগে লাফিয়ে পাশের রাস্তার ওপর নেমে পড়লো।

ইগরও উঠে দাঁড়ালো এবং লরী থেকে নামলো লাফ দিয়ে, অবশ্য সময় নিয়ে। এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি সে।

কেবিনের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে আন্দ্রেই খিজনিয়াককে বললো কামেনকার দিকে চলে যেতে, এবং পাভেলের নির্দেশ অনুযায়ী ওখানে সাড়ে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। পাঁচটার সময় ফিরে এসে এই এলাকায় যেন তাদের জন্যে অপেক্ষা করে, কিন্তু কোনো কারণেই যেন পাশ কাটিয়ে চলে আসা পুরনো ভাঙ্গা চালাটার কাছে না যায়। পাভেল এ-ব্যাপারে বারবার সাবধান করে দিয়েছে।

আন্দ্রেই যখন খিজনিয়াকের সঙ্গে কথা বলছিল তখন ইগর এতক্ষণ লরীতে পা গুটিয়ে বসে থাকার দরুণ পায়ের জড়তাটা কাটাবার জন্যে পা দুটোকে টানটান করে ব্যথা ছাড়াচ্ছিল। দশ-বারো পা পিছন দিকে হাঁটলো, নিজের উর্দিটা আগাগোড়া একবার দেখে নিলো, প্যান্টের ইস্তিরিটা আঙ্গুল দিয়ে ঠিক করে পিছনে হাত রেখে চুপ চাপ দাঁড়ালো।

'এবার যাওয়া যাক,' আন্দ্রেই বললো ইগরকে, 'কি···কিন্তু, নজর রাখতে হবে যাতে কেউ আমাদের দেখে না ফেলে···।

'কেউ আমাদের দেখে না ফেলে বলতে কি বলছো তুমি? হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে বলছ কি?' ব্যঙ্গের সুরে কথাগুলো বললো ইগর।

'দরকার পড়লে তাও···,' উত্তর দিল আন্দ্রেই, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে ভাড়াটে সৈন্যগুলো সম্বন্ধে তামাস্তুসেভ যা করেছিল সে কথা মনে পড়ে যেতে বেশ লজ্জা পেলো সে।

ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে দিয়ে তারা জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগলো। কমাণ্ডান্টের সহকারী দুঃশ্চিন্তায় পড়েছে। তার সুন্দর নতুন উর্দিতে সবুজ দাগ না লেগে যায় বা গাছের ডালে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে না যায়, কিন্তু আন্দ্রেইয়ের মাথায় অন্য চিন্তা। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে ইগরকে ইশারায় ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বলছিল চুপ করে থাকতে, যাতে কাছাকাছি কেউ আছে কিনা সেটা একাগ্র চিত্তে শোনার চেষ্টা করতে পারে ও।

পথে একটা বড় খোলা জায়গায় এসে পড়লো, এবং যাতে খোলা জায়গায় তাদের বেরোতে না হয় তাই অনেকটা পথ ঘুরতে হল ওদের। ঝোপ হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে গেল, যে জায়গাটাতে পাভেলের কথা মত তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা সেটা তখনও পঞ্চাশ গজ দূরে। জঙ্গল এবং তাদের মাঝখানে ছিল ছোট একটি জায়গা, কোমরের থেকেও ছোট ছোট ঝোপে ভরতি এবং সেটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ ওটা দুধারে যতদূর চোখ যায় ততদূর ছড়িয়ে আছে। কারুর নজরে না পড়ে এই জায়গাটা কি করে পার হওয়া যায় এটা ঠিক করার জন্যে আন্দ্রেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

'মনে হচ্ছে আমাদের হা···হামাগুড়ি দিয়েই যেতে হবে,' কয়েক মিনিট চিন্তা করে নিয়ে ও বললো কিছুটা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে। ঠিক সেই মুহূর্তে ও পাভেলকে দেখতে পেল, ও যেন ভোজবাজির মত শূন্য থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হল জঙ্গলের শেষ সীমার ফাঁকটুকুর মধ্যে। খোলামাঠে বেরিয়ে না এসে পাভেল খুব উৎসাহ সহকারে হাত নেড়ে ওদের ডাকতে লাগলো ওর কাছে যাবার জন্যে, ও যেন বলতে চাইছে, 'জোর কদমে দৌড়ে এস।'

ওদের মধ্যে দুজন যখন এক দৌড়ে জায়গাটা পার হয়ে পাভেলের কাছে পৌঁছে গিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল, তখন সে ইগরের দিকে তাকিয়ে বেশ সহৃদয়ভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি ক্যাপ্টেন আলিওখিন···আপনি কি কম্যাণ্ডান্টের অফিসের কর্মী।'

বেশ ভদ্র গলায় ইগর বলল, 'আমি কম্যাণ্ডান্টের সহকারী।'

'আলাপ হওয়ায় আনন্দিত হলাম। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

আসতে দেরী কেন হলো তার কারণ দেখাবার চেষ্টা করতেই আন্দ্রেইকে মাঝপথে থামিয়ে দিলো পাভেল। ইতিমধ্যে ইগর একটা খাঁটি কাজবেক সিগারেটের প্যাকেট বের করলো, এই ব্রাণ্ডের সিগারেট যুদ্ধের পর থেকে চোখেই দেখে নি আন্দ্রেই। একটা সিগারেট বের করে ইগর ত'র ওপর আঙুল বুলিয়ে উদাসীন ভঙ্গীতে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলো পাভেলকে।

'না, ধন্যবাদ।' পাভেল বললো।

কি জানি কেন আন্দ্রেই ভেবেছিল যে ইগর তাকেও একটা সিগারেট দেবে। কিন্তু দিলো না। উল্টে প্যাকেটটা পকেটে ভরে নিলো, তারপর

সিগারেটের ডগাটা বুড়ো আঙুলের চকচকে গোলাপী নখের ওপর ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ খেয়াল হলো ও তার লাইটারটা পুরনো উর্দির পকেটে রেখে এসেছে। পাভেলের দিকে প্রশ্নাত্মকভাবে তাকাতেই পাভেল এক নজরে সেটা বুঝতে পারলো, এবং মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'কোস্তিয়া, দেশলাই।'

জঙ্গলের শেষ প্রান্তে একটা হ্যাজেল গাছের ঝোপের মধ্যে থেকে একটা দেশলাই বাক্স উড়ে এসে পড়লো অফিসারদের কাছে। এত জোরে যে ছুঁড়লো সেই কোস্তিয়াকে চেনে না আন্দ্রেই, তবে বুঝতে পারলো বড় রাস্তা থেকে যে কটা পথ জঙ্গলের দিকে এসেছে ও তার ওপর নজর রাখছে।

দেশলাই বাক্সটা তুলে নিয়ে পাভেল একটা কাঠি জ্বালিয়ে বাড়িয়ে দিলো কমাণ্ডান্টের সহকারীর দিকে; তারপরে জঙ্গলে ফিসফিস করে কথা বলতে হয় একথা মনে করিয়ে দিয়ে ও বোঝাতে শুরু করলো তাদের আশু কর্তব্য কি। খুব আস্তে ও ইগরকে বলতে শুরু করলো, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমরা একদল এজেন্টকে খুঁজে বেড়াচ্ছি যারা যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট আশংকার সৃষ্টি করছে। এখন পর্যন্ত যে খবর পেয়েছি তার ভিত্তিতে আমরা মনে করছি যে আজ বিকেলের দিকে ঐ এজেন্টরা জঙ্গলের এই দিকটায় আসতে পারে।

যে পথ দিয়ে ওরা জঙ্গলে ঢুকবে বলে মনে হচ্ছে সেখানে গুপ্তঘাঁটি তৈরী করতে হবে। তার মধ্যে একটাতে থাকবো আমরা তিন জন আমাদের কাজ হবে একটি নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে এই পথ দিয়ে যারাই যাবে তাদের সকলকে পরীক্ষা করা, যেন আমরা সকলে কম্যাণ্ডান্টের সাধারণ পাহারাদার বাহিনী।'

'"নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে" বলতে কি বলতে চাইছেন?' ইগর প্রশ্ন করলো।

'একটি গুপ্ত স্থান এবং তার সমর্থনে একটি কল্পিত কাহিনী। ঘটনাস্থলে সব কিছুই জানতে পারবে তুমি। পরীক্ষা করা হবে নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে: প্রথমেই চাইবো মূল কাগজপত্রগুলো—পরিচয় জ্ঞাপক কাগজপত্র এবং ভ্রমণের পরোয়ানা'। তারপর চাইবো মাইনের বই আর পোশাকের কুপন-বই, র‍্যাশন কার্ড এবং থাকলে পদক সংক্রান্ত সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র। তারপর খুঁজতে হবে পিঠের থলিতে যা আছে বা অন্য যেসব মালপত্র থাকবে, সেগুলি...।"

'"খুঁজতে হবে থলিতে যা আছে"—কথাটারই বা অর্থ কি? মানে তল্লাশী করতে হবে ওগুলো?' ইগর প্রশ্ন করলো।

'না, আমি তল্লাশী কথাটা বলতে চাইছি না, এবং প্রকৃত অর্থে তল্লাশী করাটা তো আদৌ নয়। ঐ অধ্যায়টা আমরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবো। আমরা ওদের বলবো ওরা যেন স্বেচ্ছায় নিজেদের জিনিসপত্র বের করে দেয় যাতে সেগুলো আমরা দেখতে পারি পরীক্ষা করে।'

'তুমি বলতে চাইছ স্বতঃপ্রবৃত্ততার ভিত্তিতে তল্লাশী করা? আইনের পরিপ্রেক্ষিতে তা কি আমরা করতে পারি? এটা কি সঠিক পদ্ধতি।'

'হ্যাঁ, এটার অনুমোদন আছে···এটা জরুরীও বটে। সরকারী নির্দেশ আছে আমার কাছে,' পাভেল খুব সাবধানে শেষ কথাটা জুড়ে দিলো।

উত্তরে ইগর আসলে বলতে চেয়েছিল, 'কই আমি তো সে রকম কোনো নির্দেশ পাই নি', কিন্তু তা না বলে ও জানতে চাইলো 'আমার ভূমিকা কী হবে? ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কি করতে হবে।'

'তোমাকে কি করতে হবে? নিজের সরকারী পরিচয় দেবে, তোমার পদ, পদবী বলবে এবং পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ওদের কাগজপত্র বের করতে বলবে।

'তোমাকে বলা হয়েছে বলেই আমাদের দেখতেও লাগছে কম্যাণ্ডান্টের পাহারাদার বাহিনী।' পাভেল একটু ভেবে বলে চললো, 'ওরা যদি তোমার চেহারা দেখে চিনতে পারে, এবং সেটা সম্ভব কেন না ওরা লিডাতে ছিল, তাহলে সব জিনিসটাকেই প্রত্যয়যোগ্য বলে মনে হবে। এবং সেটা সম্ভব কারণ ওরা লিডাতে ছিল। ওদের কাগজপত্র দেখা হয়ে গেলে ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে ওরা সত্যি সত্যিই মুখোমুখি হয়েছিল কম্যাণ্ডান্টের অফিসের পাহারাদারদের এবং সংখ্যায় ওরা মাত্র দুজন।'

'তাতে কি কাজ হবে?' শুধু ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে মন্তব্য করল ইগর, 'অফিসাররা পাহারাদারের কাজ করতে পারে শুধুমাত্র শহরের চৌহদ্দীর মধ্যে।'

'সবাই সেটা জানে না, তাছাড়া ব্যতিক্রমও তো আছে। অফিসারদেরও যেতে হয় জরুরী কাজে, বিশেষ উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করার জন্যে ইত্যাদি। এটা নিয়ে খুব একটা ভাববার কিছু নেই,' ইগরের দিকে তাকিয়ে পাভেল বলছে

লাগল, 'তাহলে আমরা শুধু প্রধান প্রধান কাগজপত্র দেখব, তারপর কম দরকারীগুলো এবং সবশেষে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।'

'ও কাজগুলো কি আমাকেও করতে হবে?'

'দলের সিনিয়ার অফিসার হিসেবে তুমি ওদের বলবে তাদের ব্যাগ বা সুটকেসের—সঙ্গে যা থাকবে—তার ভেতরকার জিনিসপত্র আমাদের দেখাতে। আমাদের ওপর সম্ভাব্য সবরকম আক্রমণ তুমি ঠেকাবে; পাহারাদারদের দিয়ে পরীক্ষা করার সময় এই নিয়মটাই প্রযোজ্য। আমরা সরেজমিনে অনুসন্ধান করে যা পাবো তার বিস্তৃত খবর তোমাকে দেবো।'

'তুমি বললে আমরা দুজন মোটে থাকব, লেফটেনান্টের কি হবে?' আন্দ্রেইয়ের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল ইগর।

'ও আমাদের সঙ্গে থাকবে না। গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থেকে আমাদের পাহারা দেবে। আমরা জোড়া হিসেবে কাজ করব। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি পরীক্ষা করার প্রথম মুহূর্ত থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, তুমি খুব সতর্ক থাকবে এবং সবরকমের সাবধানতা অবলম্বন করবে।'

'জানি,' ইগর ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'সে কথা আগেই বলা হয়েছে আমাকে।'

'হয়ত আমার কথার এই অংশগুলো তোমাকে আগেই বলা হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আমি আরও স্পষ্ট করে দিলাম আমাদের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল এই এজেন্টদের হাতে-নাতে ধরা বা ওদের বাধ্য করা খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে। এই জন্যেই আমরা এই পরীক্ষার কাজ চালাচ্ছি গুপ্তস্থান থেকে আমাদের ওপর পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখে। কেন এভাবে করা হচ্ছে? এটা তুমি নিশ্চয়ই বোঝ যে শত্রুর এজেন্টকে ধরার চেষ্টা করার সময় মাঝে মাঝে তল্লাশী বা পরবর্তীকালের জিজ্ঞাসাবাদেও কোন ফল হয় না...।'

'তল্লাশীর এবং জিজ্ঞাসাবাদের প্রশ্নে,' মুখ বেঁকিয়ে একটু হেসে ইগর বলল, 'কি হয় সেটা আমার চেয়ে তুমিই বেশি ভাল জান।'

ইগরের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য গায়ে না মেখে পাভেল বলে চললো, 'সর্বাধিক সাবধানতা অবলম্বন করার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাবধান করছি কেন? তুমি আর আমি হলাম যাকে বলে জ্যান্ত টোপ...ওরা যখন দেখবে মাত্র দুজন ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আসছে এবং সন্দেহ করবে না যে

কাছে কেউ লুকিয়ে আছে—এবং এটা জঙ্গলের একটা নির্জন অংশ—এবং আমরা যেন তাদের উস্কানী দিচ্ছি ; এবং তারা সত্যি সত্যিই কি সেটা দেখাবার সুযোগ দিচ্ছি, তাদের আসল চরিত্রটাও……।'

'কিভাবে…কি করে সেটা তারা করবে ?'

'ওরা যদি শত্রুর এজেন্ট হয় ; তবে নিশ্চয়ই আমাদের মারবার চেষ্টা করবে।'

'ভবিষ্যৎটা আদৌ সুখকর নয় দেখছি,' হেসে ইগর মন্তব্য করল।

'এবং এর মধ্যে মৌলিকত্ব কিছু নেই ; যুদ্ধ মানেই হত্যা করা—এর কাজই হল তাই। এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমাকে কি করতে হবে। কিন্তু তোমরা যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছো লোকগুলো যদি তাদের দলের না হয় ? যদি ওরা প্রকৃত সৎ সোভিয়েত নাগরিক হয় ?'

'আমাদের ক্ষমা চাইতেই হবে।'

'ব্যাস ঐটুকু করলেই চলবে ?'

'আর কি করতে পারি আমরা ?'

'আমি জানি না। সেটা তোমাদের মাথা ব্যথা। এ-ধরনের তল্লাশীর কাজ এর আগে আমাকে কখনও করতে হয়নি।'

ইগর সিগারেটে লম্বা টান দিল। তারপর দুজনেই নিজের নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে চুপ করে রইল।

যখন পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীদের ডাকা হয় ভাডাটে, সৈন্যবাহিনী থেকে আনা অফিসারদের সঙ্গে কাজ করতে তখন অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়। সেনাবাহিনীর কর্মীদের এই কাজে লাগানো হয় কতকগুলো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত করা কাজ করার জন্যে, সাধারণতঃ গৌণ বা সহায়ক শ্রেণীর কাজ—এবং গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মীরা বাধ্য নয় সেনা-বাহিনীর কর্মীরা যে কাজে অংশ গ্রহণ করেছে তার পিছনে কি আসল উদ্দেশ্য আছে তা ব্যক্ত করতে। এটা কোন নিয়ম নিষ্ঠা নয়, ভদ্রতা, কিন্তু অহংকারী উচ্চাভিলাষীরা তাদের প্রতি আস্থা না দেখানোতেও বিরক্ত হয়। এর ক্ষতিপূরণ বাবদ শ্রদ্ধা জানানোর চেষ্টা করা হয় সেটা এই মুহূর্তে পাভেল করার চেষ্টা করছিল।

ইগরকে আরও কিছু নির্দেশ দেবার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু তার শুধু প্রতিকূল নয়, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যগুলো বুঝতে পেরে পাভেল চুপ করে গেল।

ঠিক করল আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে এবং তারপর আলোচনাটাকে মূল লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাবে বা মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার পরও সেগুলো বলা যেতে পারে। ওর বুঝতে দেরী হয় নি যে এই ক্যাপ্টেনটি একটু একগুঁয়ে লোক এবং এর সঙ্গে মেলামেশা করা বিপজ্জনক, এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাটাও যে মুশকিল সেটা পাভেল বুঝতে পারছিল এবং সম্পর্ক ভাল করার জন্যে প্রয়োজনীয় সৌজন্যপূর্ণ ও নম্র ব্যবহার করার মাধ্যমেই ইগরের তৈরী ব্যবধানটা ঘোচানো সম্ভব হবে।

সিগারেটটা শেষ করে টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে পাভেল ওটা তুলে একটা হ্যাজেলের ঝোপের তলায় মাটিতে পুঁতে দিল। গম্ভীর হয়ে ইগর সব ব্যাপারটা লক্ষ্য করল একটা কথাও বলল না।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাভেল বলল, 'কোস্তিয়া, দেশলাইটা কি আমরা রাখতে পারি?'

'চিরকাল সেই এক কথা, তাই না?' ঝোপের মধ্যে থেকে বিশেষ না ভেবে চিন্তেই উত্তর দিল কোস্তিয়া।

দুজনের থেকে একটু এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আন্দ্রেই ইগরকে লক্ষ্য করছিল। পাভেলের থেকে ও প্রায় আধ-মাথা লম্বা, চুলটা আরও বেশি গাঢ়, তবে রঙটা অনেক বেশি ফ্যাকাশে: মসৃণ করে দাড়ী কামানো, সুন্দর সাজগোজ। পাভেলের চেয়ে অনেক বেশি চালাক চটপটে মনে হচ্ছিল। মাথা উঁচু করে খাড়া ভঙ্গীতে দাঁড়ানোটা যে কোনো অফিসারের ঈর্ষার বস্তু। গলার স্বরও বেশ ভরাট এবং অভিব্যক্তিতে ভরা, ওর কথা শুনতে বেশ আনন্দ হয়। আন্দ্রেই মনে মনে ভাবলো, 'এই ধরনের পুরুষরা মেয়েদের ব্যাপারে দারুণ সফল হয়। যে কোনো জায়গাতেই ওরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হ্যাঁ, ওকে আগে কোথাও দেখেছি আমি কিন্তু *কোথায়?*'

৭১। পাভেল, ইগোরভ ও অন্যান্যরা

একটু পরে তারা বহুদিন-পরিত্যক্ত ঘাসে ঢাকা একটা পথ দিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিকে যাচ্ছিল। পাভেল আর ইগর পাশাপাশি হাঁটছে, তিন কদম পিছনে আন্দ্রেই।

দিনটা চমৎকার এবং উত্তাপে ভরা। লিডাতে একটু বৃষ্টি হয় নি, অথচ

কিছুক্ষণ আগে এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেছে এবং ভিজে গাছের তলায় বেশ ঠাণ্ডা আর স্যাঁৎসেতে। ভিজে ঘাস আর মাটির সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। গাছের পাতায় ক্বচিৎ যেখানে ফাঁক আছে সেখান দিয়ে এসে পড়ছে সূর্যের আলো, ভিজে ঘাসে হাজার শিশির বিন্দু ঝিকমিক করছে।

যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা গোয়েন্দা ডিভিসনে অন্যান্য লোকের সঙ্গে পাভেল আজ সকালে যখন এখানে এলো—পলিয়াকভ তার বিভাগের প্রায় সকলকেই জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছিল—তখন সে আর তামান্তসেভ তাদের যে পথটার ওপর নজর রাখার ভার দেওয়া হয়েছিল তার পাশে একটা জায়গাকে বেছে নিলো গুপ্তঘাঁটি করার জন্যে। তারপর ও জঙ্গলের প্রান্তে গিয়ে পুরনো পরিত্যক্ত চালা ঘরটায় গিয়েছিল, যে জায়গাটাকে ও প্রথম দিনে পলিয়াকভের কাছে সুপারিশ করেছিল এই সামরিক অভিযানের ভারপ্রা কর্মীদের থাকার উপযুক্ত জায়গা হিসেবে।

ঐ পরিত্যক্ত বাড়িটায় যাবার পথ—পার্টিজানদের সঙ্গে সংযোগিত করছে এটা জানতে পেরে জার্মানরা ঐ বাড়িটার আশেপাশের খামারের মালিক ও তাদের বাড়িগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিল—অনেকটা জায়গা নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল লুকিয়ে থাকা সাবমেশিনগান-চালকরা। ওরা পাভেলকে দাঁড় করালো এবং সে তার কাগজপত্র তুলে দিলো সীমান্ত বাহিনীর উর্দিপরা একজন লেফটেনান্টের হাতে।

চালাঘরটার চারপাশে বিছুটি গাছের ঝোপ গজিয়ে গেছে, জায়গাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা আর পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল। চালাঘরে ঢোকবার আগে মাটিতে অবশ্য স্টুডি বেকার লরীর চাকার টাটকা দাগ দেখা যাচ্ছে। চালাঘরের দরজার দুটো পাল্লার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে পাভেল দেখলো অন্ধকারের মধ্যে বসে আছে প্রায় গোটা ত্রিশেক লোক।

মাঝখানে ফোল্ডিং টেবিল, ওপরে স্তূপীকৃত কাগজপত্র, চারপাশে গোল হয়ে বসে কয়েকজন সেনাপতি আলোচনা করছেন। দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইগোরভ। তাঁদের পেছনে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে অন্যান্য অফিসার—দুটো অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করে।

দেওয়ালের গা ঘেঁষে বেতার-প্রেরক যন্ত্র ইতিমধ্যে খাটানো হয়ে গেছে। ডান ধারের দুটো বেশ শক্তিশালী যন্ত্র, মস্কোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখার জন্যে। ওগুলোর পাশে ঘরের একটা কোণ আড়াল করা হয়েছে,

একটা বর্ষাতি দিয়ে, ওটা হল সংকেত লিপির পাঠোদ্ধার করার জায়গা। ব্যাটারীর সাহায্যে জ্বালানো ছোট ছোট টিমটিমে আলোগুলো বাল্‌ব জ্বলছে প্রত্যেকটা বেতার যন্ত্রের ওপর এবং কোণের ঐ জায়গাটাতেও।

ইগোরভ সুতীর উর্দি পরেছিলেন, অন্য সেনাপতিরা অবশ্য তা পরেন না: তাঁর সেকেলে নরম কলারওলা চাপা কোটের গায়ে তকমা আঁটা নেই, পায়ে আছে উঁচু বুট জুতো। পাভেলের মনে পড়ে গেল ছ মাস আগে এই অভিযান শুরু হবার আগে, একটা কাজের ভার নিয়ে ইগোরভ গিয়েছিলেন তাঁকে আর তামান্তসেভকে সঙ্গে নিয়ে, সেদিনও এই পোশাক ছিল।

খুব সূক্ষ্ম ধরনের একটা বেতার খেলার জন্যে "পরিষ্কার পথ" তৈরী করার জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছিল তারা এবং ইগোরভ মনে করেছিলেন সরেজমিনে উপস্থিত থাকা তাঁর কর্তব্য। যুদ্ধ সীমান্ত অতিক্রম করে তিনজনের যাবার কথা, তার মধ্যে একজন পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের। পুরো ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে ওদের ওপর গুলী চালাবার কথা: হঠাৎ আলোর ঝলকানির সুযোগে তামান্তসেভ যেন তাদের গুলী করবে একটা হাল্কা সাবমেশিনগান দিয়ে এবং আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে দেখাবার জন্যে, বহিরাগত দুজনের মধ্যে একজনকে আহত করতে হবে এবং হঠাৎ আলো জ্বালিয়ে ঐটুকু সময়ের মধ্যে এটা করা বেশ কঠিন।

সেনাপতির উর্দি পরে ট্রেঞ্চের মধ্যে ইগোরভের আসা উচিত নয়। তাই অন্যদের দৃষ্টি যাতে আকর্ষণ না করতে হয় তাই এই চাপা কোটটাই পরেছিলেন ইগোরভ, এতে পাভেলের অনুরোধে ক্যাপ্টেনের তকমাগুলো পর্যন্ত লাগাতে না দিয়ে সামান্য লেফটেনান্টের তকমা আঁটা হয়েছিল, ওটা পাভেল জোগাড় করেছিল তার সহকারীদের কাছ থেকে। তারপর সারাদিন ইগোরভ জুনিয়ার অফিসারের ভূমিকা পালন করে গেলেন, সবকিছু খুঁটিনাটি জিনিস মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। পদমর্যাদায় যারা তাঁর থেকে "সিনিয়র" নিয়মাবলী অনুসারে তাদের সঙ্গে সেইভাবে কথা বললেন। তামান্তসেভের পেছন পেছন হাঁটলেন ওর বর্ষাতি, খাবার আর মেশিনগানের গুলীর ড্রামটা নিয়ে। সে রাতে যুদ্ধ সীমান্ত রেখার যে অংশটা দিয়ে জার্মান এজেন্টরা পার হতে চেষ্টা করবে, সেই এলাকার ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক পাভেল তাঁকে লক্ষ্য করে কিছু বললেই

ইগোরভকে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠছিলেন। এই খেলাতে তামান্তসেভও মজে গিয়েছিল এবং সেনাপতিকে এমনভাবে হুকুম করছিল যেন তিনি তার অধীনস্থ কর্মচারী।

সেবার সব কিছুই খুব ভালমতো চলেছিল, যদিও একটা ছোট ঘটনা পাভেলের স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে! সন্ধ্যেবেলায় ব্যাটালিয়ানের অধিনায়ক—কমবয়সী এক ক্যাপ্টেন একটা ট্রেঞ্চ থেকে ইগোরভকে বেরিয়ে আসতে দেখে ঠাট্টা করে বলেছিল 'আহা একেবারে ছোকরা যেন। পঞ্চাশের একটা দিনও বেশি হবে না বয়েস। খাটে পা দিলে হয়তো সিনিয়র লেফটেনান্ট হবে।'

একটা মজার ব্যাপার ছিল লক্ষ্য করার মত, ওঁর দলের অনুসন্ধান-কারীরা যখন নানা রকমের অশুভ লক্ষণকে ভীষণ গুরুত্ব দিত, তখন তাদের নিয়ে খুব ঠাট্টা করতেন ইগোরভ, কারণ অনুসন্ধানকারীরা পাইলট আর নাবিকদের মতই শুক্রবার আর ১৩ তারিখ সম্বন্ধে কুসংস্কার পোষণ করত, এদের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান বা দায়িত্বপূর্ণ কাজ থাকলে সেই যুদ্ধের প্রথম দিনে পরা সার্ট আর সুতীর কোটটা এখনও পরে থাকেন।...

চালাঘরের ভেতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে পাভেলকে দেখল। ইগোরভও দেখলেন, তবে কথা বললেন না। পিছন ফিরে চওড়া ফাঁদের প্যাণ্ট পরা একজন হৃষ্টপুষ্ট সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

'আমাকে ভুল বুঝবেন না কমরেড কমিশার। আপনার দপ্তর এবং কর্তৃত্বের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও যে কাজগুলো আমার মতে অসময়োচিত ও পুরো ব্যাপারটার ক্ষতি করবে সে ব্যাপারে আমি আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারছি না। ব্যাপারটা নিয়ে মস্কোতে আলোচনাও চলছে...।'

'আগামীকাল আর কিছু করার থাকবে না, একথা খোলাখুলি বলে রাখছি!' চেঁচিয়ে উঠলেন ঐ সেনাপতিটি, গলায় ককেশীয় ভাষার টান সুস্পষ্ট। উনি হলেন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের গণ-কমিশার ডেপুটি পদমর্যাদায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিশার, যাঁকে প্রথমে পাভেল কর্নেল জেনারেল মনে করেছিল, 'আপনি একটুও বুঝতে পারছেন না পরিস্থিতিটা কত ঘোরালো হয়ে উঠেছে।'

'তাতকার উত্তর যেকোন মুহূর্তে এসে পড়বে" 'ইগোরভ তখনও জোর করলেন।

"কোনরকম মোহ রাখবেন না ও ব্যাপারে...উত্তরটা না হবেই। ব্যাপারটা বাতিল হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে—একথা ওপরতলার পক্ষে চিন্তা করা সরলতারই পরিচায়ক। আমরা এখানে সৈনাদের দিনের পর দিন বসিয়ে রাখতে পারি না, পারব না। অন্যান্য কাজের অন্ত নেই।'

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিশার এবং ইগোরভ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুজনের কেউই নিজেদের বক্তব্য থেকে সরে আসতে রাজী নন, নিজেদের অধীনস্থ অফিসারদের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করে চললেন।

পাভেল এসেছিল পলিয়াকভের সঙ্গে কথা বলতে, কিছু বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার ছিল, কিন্তু চালাঘরে অফিসার আর সেনাপতিদের প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে লেফটেনান্ট কর্নেলকে খুঁজে পেল না।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে পাভেল বুঝতে পেরে গিয়েছিল ইগোরভ আর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিশারের মধ্যে কি নিয়ে তর্ক হচ্ছে, যদিও ঠিক কোন বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আবছা ধারণা তার ছিল।

এই পর্যায়ে প্রকৃত পরিস্থিতিটা ছিল এই ধরনের—সিলোভিচি জঙ্গলে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালাবার জন্যে যেসব লরী আর ইউনিটগুলোকে ভিলনিয়াসে ভোরবেলায় জড়ো করা হয়েছিল সেগুলোকে ইগোরভ পাঠিয়ে দিয়েছেন রাদুন আর ভোরোনোভোতে। এইভাবে প্রথম স্তরের যুদ্ধ প্রস্তুতি করা সম্ভব হয়েছিল, অন্যভাবে বললে বলা যায়, সেনাবাহিনী এক ঘন্টার মধ্যে অভিযান শুরু করতে পারে। এই কাজটা হয়ে যাবার খবর মস্কোতে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে ইগোরভকে বলা হল এখুনি অভিযান চালাতে।

শেষ বেতার টেলিফোনে কথাবার্তার পর, ২৪ ঘন্টার মধ্যে তৃতীয় কথাবার্তাটি হয়েছিল পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টরেটের বড় কর্তার সঙ্গে, তখন ইগোরভ অভিযান শুরু করার যুক্তিযুক্ততা সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত মুলতুবী করার ব্যাপারটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সবকিছু সাময়িক-ভাবে শান্ত হয়েছিল।

যাইহোক আভ্যন্তরীণ বিষয়ক ডেপুটি গণ-কমিশার পৌঁছবার পর

পরিবেশে আবার উত্তেজনা দেখা দিল। বিমান ঘাঁটিতেই ইগোরভ যা বলেছিলেন তা শোনার পর ডেপুটি কমিশার বলেছিলেন নিয়েমেন অভিযানের ব্যাপারে "অত্যন্ত বিপজ্জনক দীর্ঘসূত্রীতা এবং "দৃঢ় প্রতিষ্ঠার অভাব" দেখা যাচ্ছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি আশা করছেন লিডাতে তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতির ফলে সব কাজেই উদ্দীপনা দেখা দেবে: এ-ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে সামরিক অভিযানকে কাজে লাগানো এবং তাঁকে যে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তার কথা উল্লেখ করে ডেপুটি কমিশার দাবী করেন যে সামরিক অভিযান এখুনি শুরু করা হোক।

শুধু তাঁর সঙ্গে উড়ে আসা সেনাপতিরাই নয়, সেইসঙ্গে নিরাপত্তা সেনাদলের বড় কর্তা জেনারেল লোখভ এবং অন্যান্য যুদ্ধ সীমান্ত থেকে আসা তিনটি ভ্রাম্যমান দল ও সীমান্ত রেজিমেন্টের অধিনায়করাও পরমোৎসাহে সমর্থন করলেন তাঁকে। এঁরা প্রত্যেকেই আভ্যন্তরীণ বিষয়ক গণ কমিশারিয়েতের কাছে দায়ী থাকবেন। অন্যদিকে ইগোরভ আর মোখভ ছিলেন প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ কমিশারিয়েতের পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিনিধি। এটার অর্থ অবশ্য তা নয় যে তাঁরা আন্তর্বিভাগীয় মতানৈক্যে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

ইগোরভের প্রতিপক্ষদের যে প্রকৃত অভিযোগের কারণ আছে একথা তিনি নিজেও ভালভাবে জানতেন। বহুক্ষেত্রে নিজেদের আশু কর্তব্য সম্পাদন থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা এবং শত শত মাইল দূর থেকে আনা তাঁদের অধীনস্থ ইউনিটগুলো মুহূর্তের নোটিশে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালাবার জন্যে সকাল থেকে তৈরী হয়ে আছে। কঠোরভাবে বাস্তব ঘটনার চেয়ে অনুমানের ভিত্তিতে এখন সেই অভিযান স্থগিত রাখার চেষ্টা চলছে। তার অর্থ হল পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় হাজার হাজার সৈনিক-কর্মীদের কিছু না করিয়ে জোর করে বসে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে, যখন তারা অন্যত্র জাতীয়তাবাদী গুপ্ত আন্দোলন, বেআইনী দল, জার্মান দলচ্যুত সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারত এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলো পাহারা দিতে, যোগাযোগ রক্ষাকারী পথের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইত্যাদি বজায় রাখতে পারতো।

ঐদিনই কিংবা পরের দিন শত্রু এজেন্টরা সিলোভিচি জঙ্গলে আসবে পলিয়াকভের ঐ বিশ্বাসে সংক্রমিত হয়ে ইগোরভ এবং মোখভ, সংখ্যায় ও

পদমর্যাদায় পিছিয়ে পড়লেও, নিজেদের বক্তব্য প্রাণপণে সমর্থন করে গেলেন। ঘরের ভেতরে আধঘন্টা ধরে তর্কাতর্কির পর প্রচণ্ড রাগী স্বভাবের ডেপুটি গণ কমিশার ইগোরভ আর মোখভের একগুঁয়েমীতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনাদের অনুমান যদি সত্যি প্রমানিত না হয় তবে এই পুরো জিনিসটা কেমন দেখাবে তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? কী হবে সেটা বলছি শুনুন: অপরাধমূলক বিলম্ব ও দ্বিধা, যা অন্তর্ঘাতের 'ঘরের ভিতরে আধঘন্টা ধরে আলোচনা চলার পর অত্যন্ত বদমেজাজী ডেপুটি গণ কমিশার ইগোরভ আর মোখভের একগুঁয়েমিতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন, 'আপনাদের অনুমান যদি সত্য না হয় তবে এসবের কি মানে হবে তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন? আমিই আপনাদের বলছি কি হবে: দ্বিধাগ্রস্ততা—যা দণ্ডনীয় অপরাধ এবং বিলম্ব করা, যা অন্তর্ঘাতের পর্যায়ে পড়ে। আপনারা তদন্ত চালাচ্ছেন তের দিন ধরে—বলতে গেলে পুরো এক পক্ষ!—কিন্তু তার ফল কি দেখা যাচ্ছে?...একেবারে কিছুই না। হয়তো আর একটা পক্ষও আপনারা অযথা সময় নষ্ট করতে চান? এটাতে আপনারা সফলতা অর্জন করতে পারেন না!' বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'আপনাদের জন্যে আমরা সাত হাজারেরও বেশি লোক জড়ো করেছি এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক ঘন্টাও তাদের বসিয়ে রাখাটা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ধরনের বিপজ্জনকভাবে আলস্যে সময় নষ্ট করাটাকে কিছুতেই আপনাদের অনুমান দিয়ে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করা যায় না পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টরেট ও আপনাদের জন্য সামরিক অভিযান সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় অতএব আমাদের এগোতে দিন!' হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে ঝক্‌ঝকে কালো চোখ তুলে তাকালেন সেনাপতিদের দিকে, যাঁরা তাঁর সঙ্গে এসেছেন এবং যেন তাঁদের হয়েই কথা বলছেন এমনভাবে বললেন, 'আমরা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকতে পারি না। পরিস্থিতিটা জরুরীকালীন এবং এ বিষয়ে আপনাদের মত যাই হোক না কেন এখুনি সামরিক অভিযান চালু করার জন্যে আমাকে হুকুম দিতে হবে। দায়িত্বটা আমার এবং আমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাই দিয়েই তা করতে নিজেকে বাধ্য বলে মনে করি আমি!'

পদমর্যাদার প্রশ্নে ডেপুটি কমিশার পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টরেটের প্রধানের সমান; তাছাড়া লিডা, রাহুন আর ভোরোনজে

সমবেত হওয়া প্রায় সবকটি ইউনিটই সীমান্ত অধিনায়কের চেয়ে তাঁর কাছেই বেশি পরিমাণে জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং ফলে ঐ ধরনের হুকুম দেবার সম্পূর্ণ এক্তিয়ার তাঁর ছিল।

একথা শোনার পর ইগোরভ তাঁকে যেন কোন গোপন কথা শোনাচ্ছেন এইভাবে জানালেন যে তিনি স্তাভকার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন সামরিক অভিযান যেন আরও ২১ ঘন্টা অর্থাৎ আগামীকাল বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। যেহেতু ব্যাপারটি নিয়ে মস্কো এবং খুব সম্ভব সর্বোচ্চ অধিনায়ক নিজেই আলোচনা করছেন তাই এটার ওপর জোর দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না তিনি।

বাস্তবক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি ঐ ধরনের কোন অনুরোধ করেন নি, যদিও পলিয়াকভ এই ব্যাপারে সাংকেতিক ভাষায় একটা টেলিগ্রাম তৈরি করে রেখেছিল। নিজের ঠিক ওপরওয়ালাকে টপকে 'নিয়ম বহির্ভূত' কাজ করতে অনিচ্ছুক ইগোরভ তখনও পর্যন্ত তাতে সই দিতে বিরত থেকেছেন। এবার তিনি বাধ্য হলেন এবং তার কয়েক মিনিট পরে টেলিগ্রামটা স্তাভকাতে পাঠানো হল এবং তার একটা প্রতিলিপি পাঠানো হল কলিবানভকে।

ইগোরভ জানতেন যে স্তালিন সারারাত ধরে সকাল পর্যন্ত কাজ করতেন এবং দুপুরের আগে ঘুম থেকে উঠতেন না এবং টেলিগ্রামটা তাঁর হাতে অন্ততঃ একঘন্টার আগে তুলে দেওয়া যাচ্ছে না। যদি তার জবাব সরাসরি পাঠানো হয় তাহলেও তাঁদের হাতে সামান্যই সময় থাকবে।

ইগোরভ যা আশা করেছিলেন তাই হল, বিষয়টি নিয়ে মস্কোতে আলোচনা হচ্ছে এই ঘোষণাটা করার ফলে নবাগতদের উপর চাপটা একটু কমল, যদিও ডেপুটি কমিশার ঘোষণা করলেন যে স্তাভকা এই অনুরোধ কিছুতেই রাখতে পারে না। আরও দুঘন্টা অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে কেটে গেল, কিন্তু উচ্চপদমর্যাদার অফিসারদের যখন চালাঘরে আনা হল তখন আবার শুরু হয়ে গেল যুক্তিতর্ক আর মত-পার্থক্য।

গোপনতা রক্ষা করার জন্য ভালভাবে আগাগোড়া ত্রিপল দিয়ে ঢাকা দুটো স্টুডিবেকার লরীর পেছনে চাপিয়ে তাদের আনা হয়েছিল চালাঘরে। লরীগুলো পৌঁছবার পর সেগুলোকে উল্টো মুখে ঘুরিয়ে নিয়ে চালাঘরের দরজা পর্যন্ত ঢুকিয়ে আনা হয়েছিল, যাতে কোন অনধিকারী লোক

নবাগতদের দেখতে না পায়। ঠিক ঐ কারণেই লিডা থেকে যাত্রা করার আগে ইগোরভ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে চালাঘর থেকে কেউ বাইরে বের হতে পারবে না। এমন কি মলমূত্র ত্যাগ করার জন্যও নয়।

মনে হচ্ছিল সব ব্যাপারেই সতর্কতা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ প্রায়ই যা ঘটে থাকে তাই হল— কয়েকটা ছোটখাট কাজ করতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে কারুরই মনে পড়ে নি যে যারা আসবে তাদের বসবার জায়গা চাই। বেতার চালক আর সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধারকারীদের জন্যে অনেক চেয়ার টুল ছিল, কিন্তু বাকীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল। একটি মাত্র যে খালি চেয়ার ছিল ইগোরভ সেটা দিয়েছিল ডেপুটি গণ কমিশারকে, কিন্তু অন্যান্য সেনাপতির কথা চিন্তা করে তিনি তাতে বসেন নি।

সকলেরই গরম লাগছে, অস্বস্তি হচ্ছে। সবার ওপরে, শুকনো ঘাসের গন্ধে চালাঘরের আবহাওয়া গুমোট হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বয়স্ক সেনাপতির হাঁফানি শুরু হয়ে গেল, এই সেনাপতির মাথার সবকটি চুল সাদা এবং রেড ব্যানারের চারটে অর্ডারের ফিতে লাগানো বুকে এবং গ্যাবারডিনের কোটের ওপরে "মেরিটেড চেকিস্টের" ব্যাজ পরে আছেন। টেবিলে ভর দিয়ে উনি দাঁড়িয়েছিলেন, মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে বিশ্রিভাবে শব্দ করে হাঁফাচ্ছেন, আর কাশছেন, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, কিন্তু ইগোরভ বলেছিলেন বলে চালাঘরের বাইরে যেতে রাজী নন। এমনকি ডেপুটি গণ কমিশারের উপদেশ মেনে চেয়ারে বসতেও রাজী নন। এই সেনাপতিই বিমান ঘাঁটিতে কয়েকটা মৌলিক আর যুক্তিগ্রাহ্য কথা বলেছিলেন যেগুলো সঙ্গে সঙ্গে ইগোরভের মনে দাগ কেটেছিল, এখন তাঁর এই অবস্থা দেখে কষ্ট হচ্ছিল ইগোরভের।

বেতারযন্ত্র ঠিক মতো বসানো হয়ে যাবার পর যোগাযোগ স্থাপিত হলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে আসতে থাকলো রিপোর্ট আর খবর। যে পাঁচজন সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধারকারীকে আনা হয়েছিল তারা পুরোমাত্রায় কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

ইগোরভ নিজেই চলে গেছেন পর্দার পেছনে, খবরকে কাগজে লেখার আগেই প্যাড থেকে সরাসরি পড়ে নিচ্ছিলেন তিনি। গত নব্বই মিনিটে

এই খবরগুলো তাঁরই জন্যে এসেছিল লিডাতে, এবার সেগুলো আবার পাঠানো হচ্ছে নতুন সদর দপ্তরে।

যুদ্ধ সীমান্তের কমাণ্ডার-ইন-চীফ এবং স্তাভকার প্রতিনিধি মার্শাল জানতে চেয়েছেন মানুষ বা সাজ-সরঞ্জামের কোন সাহায্য আর চাই কিনা। জেনারেল স্টাফের বড়কর্তার সাংকেতিক তারবার্তায়ও ঐ মর্মে প্রশ্ন ছিল। তল্লাশী আর সামরিক অভিযানের জন্য সমবেত করা সকল কর্মীর জন্যে বাড়তি র‍্যাশন দেওয়া হয়েছে কিনা তার খবর চেয়ে পাঠিয়েছে মস্কো। খাদ্য দ্রব্য ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ সম্বন্ধেও খবর চাওয়া হয়েছে।

সবকটা খবরের ওপর তাড়াতাড়ি নজর বুলিয়ে নিলেন ইগোরভ, কোনটাকেই বিচার-বিবেচনা করার যোগ্য মনে করলেন না। জরুরী তল্লাশীর মত কর্মযন্ত্রের চাকা প্রচণ্ড জোরে ঘুরতে শুরু করেছে এবং কোন বাড়তি সাহায্য, নতুন লোক বা সাজ-সরঞ্জামে তেমন কোন হেরফের হবে না।

পলিয়াকভের কাছ থেকে সরাসরি কোন খবর না আসায় ইগোরভ বেশ হতাশ হলেন। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বিমান ঘাঁটিতে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিসেই থেকে গেছে, যাতে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টরেটের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারে যাতে ব্যাপক-মাত্রায় সামরিক অভিযান আরও ২৪ ঘন্টা স্থগিত রাখা যায়। এই কঠিন আর প্রশংসা পাওয়া যায় না এমন কাজটা নিজের ঘাড়েই নিয়েছে পলিয়াকভ, যদিও দুজনেই জানেন যে পলিয়াকভ তার উদ্দেশ্যে সফল হবে না। ফলাফল যাই হোক না কেন ইগোরভ জানতেন যে পলিয়াকভ নিজের চাকরীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে তাঁর বক্তব্যটা জোর করে বোঝাবার চেষ্টা করবে।

তদন্তে সবকটি সূত্র জানিয়ে দেওয়া হল পলিয়াকভকে লিডাতে। আগের দিন থেকে তার কাছে আসতে শুরু করেছিল একের পর এক খবর, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল যুদ্ধ সীমান্ত ও পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চল উভয় ক্ষেত্রে সন্দেহজনক ঘটনা এবং গ্রেপ্তার সম্পর্কিত বহু বিস্তৃত পরীক্ষা ও সত্ত গঠিত নিয়ন্ত্রণ এবং শত শত তল্লাশীকালের পাঠানো খবর, বিশ্লেষণও করতে হচ্ছিল পলিয়াকভকে। তথ্যের এই ধ্বস নামা প্রবাহে তলিয়ে গিয়ে পলিয়াকভকে শুধু সেই তথ্যকেই বেছে নিতে হচ্ছিল যেগুলোর ওপর সত্যি

সত্যিই নজর দেওয়া উচিত এবং তারপর সময় নষ্ট না করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছিল। আর সকলের মত সে, পলিয়াকভও জানতো যে হাজার হাজার মানুষ চেষ্টা করে চলেছে, এবং ভিয়াজমা থেকে পূর্ব প্রুশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত এই সমগ্র উদ্যোগের নাড়ীর গতিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিল সে।

এই পলিয়াকভের ওপরেই বেশির ভাগ ভরসা করে ছিলেন ইগোরভ। এই অবিশ্বাস্য রকমের উত্তেজক পরিস্থিতিতে পলিয়াকভের বিচক্ষণতা, এবং দ্রুত চিন্তা করার শক্তি, তল্লাশীর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করার ব্যাপারে তার সামর্থ্যের ওপর ইগোরভ বেশি ভরসা করতেন সব কজন অধিনায়ক ও মার্শালদের তুলনায়। ঠিক এই কারণেই পলিয়াকভের কাছ থেকে কোন খবর না আসায় ইগোরভ শুধু হতাশ নয়, বেশ উদ্বিগ্নও হয়ে উঠেছিলেন।

কাকে কি উত্তর দিতে হবে সে কথা সংকেতলিপি বিভাগের প্রধানকে জানিয়ে দিয়ে ইগোরভ ফিরে গেলেন সেনাপতিদের কাছে। হাঁফানীগ্রস্ত বৃদ্ধটি তখনও কষ্ট পাচ্ছিলেন, অন্যেরা তাঁকে কোন রকম সাহায্য করতে অপারগ হওয়ায়, বেশ কৌশল করে তাঁর দিকে না তাকানোর চেষ্টা করছিল।

ইগোরভ আবার তাঁকে বললেন তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার জন্যে বাইরে যেতে, বৃদ্ধ অবাধ্যের মত মাথা নেড়ে এবারও রাজী হলেন না।

ইগোরভ মনে মনে ভাবলেন, 'কী যে ব্যবস্থা! ঐ রকম একটা বুড়োকে আনল কেন এখানে? সবাই এসে এখানে জড়োই বা হয়েছে কেন—লিডাতে রয়ে গেলেই তো ভাল করত। লোবভ এবং আরও দশ বারো জন অফিসার হলেই তো যথেষ্ট হত…।'

নিজের যুক্তিতে অটল থাকতে না পারার জন্যে ইগোরভ নিজেকেই মনে মনে গালাগালি দিতে থাকলেন: আত্ম সমর্পণ করার জন্যে ও'র খুব লজ্জা বোধ হচ্ছিল। পূর্ণ মাত্রার সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে বলা সত্ত্বেও—অর্থাৎ আগামী ৩৬ ঘন্টার মধ্যে—ডেপুটি গণ কমিশারের চাপের কাছে ওঁকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে এবং আসতে হয়েছে ওঁকে এই চালাঘরে। কেন এমন ঘটবে? লিডা থেকে অভিযানের তত্ত্বাবধান করা এর চেয়ে অনেক সহজ কাজ। এখানে উনি পলিয়াকভের অভাবটা ভীষণভাবে বোধ করছিলেন।

'তাহলে এইভাবেই দাঁড়িয়ে কাটাতে হবে আমাদের ?' বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন একজন সেনাপতি। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা, ঘন গোঁফ দুপাশে একটু ঝুলে আছে। পোশাকের সব কটা বোতাম ভালভাবে আঁটা, রুমাল দিয়ে বারবার কপালের ঘাম মুছছিলেন।

'আর যখন দাঁড়াতে পারব না, তখন মেঝেতে বসে পড়ব', বললেন ইগোরভ এবং মোটামুটি তাই করতে বললেন।

একটু আগে উনি লিডাতে খবর পাঠিয়েছেন দু ঘন্টার মধ্যে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টরেটের বড় কর্তা আর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ডেপুটি গণ কমিশাররা যে স্টুডি বেকার লরীতে আসবেন তাতে করে যেন কিছু চেয়ার পাঠানো হয়। এই বড় কিন্তু পাশগুলো আদৌ বাড়ানো যেতে পারে না এমন চালাঘরে পনের জন সেনাপতি এবং তিনটি আলাদা আলাদা বিভাগ থেকে আসা গোটা পঞ্চাশ অফিসারকে এখানে গাদাগাদি করে ঢোকাবার কথা চিন্তা করে শিউরে উঠলেন ইগোরভ, তাও তো বেতার কর্মী আর সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধারকারীদের এর মধ্যে ধরাই হচ্ছে না।

আভ্যন্তরীণ বিষয়ক ডেপুটি গণ কমিশার বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন, 'এই প্রত্যক্ষ ব্যাপারটা খেয়াল না করাটা যে কী হাস্যকর কাজ !'

চেয়ার বা টুলের ব্যাপারটা কোন লেফটেনান্ট বা বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অন্য কারুর খেয়াল করা উচিত ছিল। কোন ক্রমেই সেটা ইগোরভের দায়িত্ব বলে ভাবা যায় না এবং এখন যখন ভর্ৎসনাটা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই করা হচ্ছে, তখন উত্তর দেবার চেষ্টা না করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে ডেপুটি গণ কমিশার বললেন যে তারা যখন একটা উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং যে উত্তরটা না হতে বাধ্য এবং অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন এটা ইগোরভ আর মোখভের ব্যাপারে "মারাত্মক দেরী" হয়ে যাবে। তর্ক করার কোন ইচ্ছে ছিল না ইগোরভের তাই উনি ঘাড় নেড়ে সময় দিলেন। সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে এই অভিযোগটা যে মোটাসোটা সেনাপতিটি করেছিলেন তিনি ডেপুটি গণ-কমিশারের কাছে অভিযোগ জানালেন তাঁর সীমান্ত রেজিমেন্ট সম্বন্ধে "অসম্মানজনক বৈষম্য" দেখানোর জন্যে, যেখান থেকে যাকে পাওয়া গেছে তাড়িয়ে আনা হয়েছে এই অভিযানে কাজ করার জন্যে আমাদের

দলগুলো সমেত, এমনকি অন্যান্য সীমান্ত থেকে জোর করে জড়িয়ে টেনে আনা হয়েছে, অথচ স্থলবাহিনীর ইউনিট থেকে অনেক কম লোক নেওয়া হয়েছে। সেনাপতিটি বেশ নার্ভাস হয়ে গোঁফে আঙুল বুলোচ্ছিলেন, যেন পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের স্বেচ্ছাচারমূলক পদ্ধতির জন্যে গোঁফকেও কষ্ট পেতে হয়েছে এবং ভাল করে দেখে নিচ্ছিলেন গোঁফ জোড়া যথাস্থানে আছে কিনা। নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে মোখভ পাল্টা জবাব দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল, ঠিক সেই সময় ওখানে পৌঁছল পাভেল।

প্রচুর কাজ জমে আছে যেগুলোর ওপর নজর দেওয়া প্রয়োজন এবং অযথা দিনের পর দিন তিনি তাঁর সৈন্যদের এখানে বসিয়ে রাখতে চান না একথা ডেপুটি গণ কমিশার ঘোষণা করার পর, ইগোরভ বিড় বিড় করে 'মাফ করবেন কমরেড কমিশার' বলে এগিয়ে এলেন পাভেলের কাছে।

'কাকে খুঁজছ, আমাকে?'

'মানে, আসলে আমি ভেবেছিলাম পলিয়াকভ...', নিরীহ সুরে কথা বলতে শুরু করল পাভেল, একসঙ্গে এতগুলো সেনাপতি আর বড় বড় অফিসার দেখে বেশ একটু ঘাবড়ে গেছে ও।

'ও লিডাতে আছে, খুব সম্ভব এখন আসছেও না। আমাকে কিছু বলতে চাও?'

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সানন্দে ইগোরভের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী ছিল পাভেল, কারণ অনেকগুলো গুপ্ত ঘাঁটি সম্পর্কে নানা রকমের খুঁটিনাটি কথার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোথায় গিয়ে একান্তে বসার কোন জায়গা ছিল না, বা বাইরে গিয়েও কথা বলা যাচ্ছিল না এবং সকলের সামনে ফিস ফিস করে কথা বলাটাও অস্বস্তিকর।

কিন্তু পাভেল "না" বলার আগে নিরাপত্তা সেনাদলের প্রধান জেনারেল লোবভ ডেপুটি গণ কমিশারকে গলা নামিয়ে কী যেন বললেন, যিনি তাঁর কুচকুচে কালো উজ্জ্বল চোখে পাভেলের দিকে তাকিয়ে বেশ জোর দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ও কে? এই কাজটার ভার যে দলের ওপর দেওয়া হয়েছে ও কি তার নেতা?'

বোঁ করে ঘুরে কমিশারের দিকে তাকিয়ে মাঝপথে ইগোরভ বলে উঠলেন, 'এক মিনিট কমরেড কমিশার',। গণ কমিশারের গলার সুর শুনেই

উনি বুঝে গেছেন একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং তার চেয়েও বড় কথা হলো যে এবার অকারণে দোষারোপ করতে যাওয়া হচ্ছে পাভেলের ওপর, যাকে ভৎ'সনা করা হবে, কৈফিয়ত চাওয়া হবে এবং খুব সম্ভব প্রকাশ্যে তীব্রভাবে তিরস্কার করা হবে। আর এটাই বোধহয় শেষ পর্যন্ত ওরা চাইছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ইগোরভ লক্ষ্য করলেন হাঁপানির সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে লড়ে যাওয়া ঐ সেনাপতির বিকৃত মুখটা। চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে এবং মুখের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে এবং নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করার ফলে লাল ঘাড়টা ফুলে উঠেছে। টেবিলের কাণা ধরে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হাঁফাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। মস্কোর দুজন কর্ণেল তাঁর হাতদুটো ধরে আছেন এবং বসাবার চেষ্টা করছেন। আর বৃদ্ধ সেটাই করতে চাইছেন না, কিন্তু শ্বাসের অভাবে কথাটা বলতেও পারছেন না এবং ওদের কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। কে যেন মেস-টিনে করে জল রেখে গিয়েছিল, ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে, জল ছিটকে পড়েছে কাগজপত্রে ওপর।

অধীনস্থদের সামনে তর্কাতর্কি, গোঁয়ার বৃদ্ধের যন্ত্রণাভোগ, অনভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব এবং ক্রমবর্ধমান মতবিরোধিতা, সবকিছু মিলে পরি-বেশটাকে অসহনীয় উত্তেজনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে যা গুরুগম্ভীর কাজের পক্ষে আদৌ সুস্থ পরিবেশ নয়। এখুনি কিছু একটা করা দরকার।

কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের দিকে তাকালেন ইগোরভ—তাঁর ব্যক্তিগত সাহায্যকারী ও একজন ক্যাপ্‌টেন বিমান বাহিনীর তকমা-অাঁটা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিল—দম বন্ধ হওয়া সেনাপতিকে দেখিয়ে বললেন—"সেনাপতিকে সাহায্য কর। টুপি আর কোট খুলে নাও, সোজা বাইরে খোলা বাতাসে নিয়ে যাও।'

ওদের ইতঃস্তত করতে দেখলেন ইগোরভ—জুনিয়ার অফিসারদের পক্ষে উচিত হবে কি সেনাপতির পোশাক খুলে নেওয়া, বিশেষ করে যাঁকে তারা একেবারেই চেনে না? নিজেকে আর সামলে রাখতে না পেরে এবং কালো মুখ বিকৃত করে ইগোরভ এতো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন যে ডেপুটি গণ কমিশার পর্যন্ত লাফিয়ে উঠে বললেন, 'শিগগীর করো।'

ঘরে যে নিঃস্তব্ধতা নেমে এলো তাতে বেতার কর্মীদের চাবী টেপার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। রাগ প্রকাশ করার পর জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে

নিতে এবং ঘাড়ের পিছন দিকটা রগড়াতে রগড়াতে ইগোরভ পাভেলের দিকে ফিরে বললেন, 'জিজ্ঞেস করার যদি কিছু না থাকে তবে যাও নিজের কাজ করো গে।'

তাঁর পিছনে সহায়ক আর বিমানবাহিনীর ক্যাপ্‌টেন মস্কোর কর্নেলদের এক পাশে সরে যেতে বলে সেনাপতি কোটটা খুলে নিচ্ছিল। এই নাটকীয় দৃশ্য দেখে বোবা হয়ে গিয়ে পাভেল টুপিতে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে ফেরার চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই সময় নিজেকে সামলে নিয়ে ইগোরভ তাঁর বিরাট হাতটা পাভেলের দিকে এগিয়ে দিয়ে করমর্দন করে বললেন, 'তোমার ওপর ভরসা করে আছি আমি। কাজ দেখাও।'

৭২। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

"ফাঁদ", "বড় হাতী" এবং "বাল্টিক ট্যাঙ্গো" প্রকল্প অনুসারে ব্যাপক আকারে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য, প্রয়োজনানুসারে, জেনারেল স্টাফের বড় কর্তার বিশেষ হুকুমে আজ তিনটের মধ্যে আপনাকে লাল ফৌজ ইউনিট আর এন. কে. ভি. ডি. সেনাদল থেকে পাঠানো হবে :

১। ভিলনিয়াস থেকে……জন

২। গ্রোদনো থেকে……জন

৩। লিডা থেকে……জন*

সংশ্লিষ্ট কর্মীরা পৌঁছে যাবার সঙ্গে আমাদের পৌঁছনো সংবাদ দেবেন এবং উপরোক্ত তিনটি অনিশ্চিত পরিকল্পনার জন্য সেনাদল তৈরী রাখতে কমপক্ষে কতো সময় লাগবে তাও জানাবেন আমাদের।

কোলিবানভ

---

* এই চিঠিটা থেকে সংখ্যাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। —লেখক।

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

আজ সকাল ১০টা থেকে ১১ টার মধ্যে ভিলেইকার ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি জঙ্গলে দুজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে একটি বেতার প্রেরক যন্ত্র ব্যবহার করতে দেখেছে গ্রামের যুবকেরা, যারা কাছের একটা রাস্তায় সৈন্যবাহিনীর লরী দাঁড় করিয়ে খবরটা দেয়। লরীতে যে সামরিক কর্মচারীরা ছিল তারা উক্ত লোক দুটিকে গ্রেপ্তার করে, যারা ভ্রমণ করার পরোয়ানা আর নিয়মমাফিক সৈন্য বাহিনীর পরিচয় পত্র দেখায়, ওগুলো ছিল ৬২০৩৫ নং সৈন্যবাহিনীর ইউনিটের দুজন অফিসারের নামে—ক্যাপ্‌টেন পিওতর এফিমোভিচ বরিসেঙ্কো আর ক্যাপ্‌টেন ওগিপোভিচ নোভোঝিলভ।

বরিসেঙ্কো আর নোভোঝিলভ বেতার সংকেত পাঠাবার কথা অস্বীকার করে এবং তাদের বাক্স আর থলে পরীক্ষা করতে দিতে এবং ভিলেইকাতে ফিরতে রাজী হয় না, ফলে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। বরিসেঙ্কো আর নোভোঝিলভকে তল্লাশী করার পর তাদের কাছে পাওয়া গেছে—চালু অবস্থায় আছে এমন এরি মডেলের বহনযোগ্য প্রেরক গ্রাহক যন্ত্র এবং তিনটি ব্যাটারি, পাঁচ সংখ্যার সংকেত লিপির সারণি, সংকেত লিপি পাঠোদ্ধার করার জন্য দুটি প্যাড ; ২টো টি টি পিস্তল ; ১২৩টি পিস্তলের কার্তুজ ; ২ টি কম্পাস ; ২ টি শিকারের ছুরী ; 'পাঁচ-দিনের মতো খাবার, যার মধ্যে আছে জার্মানীতে তৈরী ৪ টিন মাংস, যেগুলো এই বছরের জুন মাসে তৈরী করা। ওদের চামড়ার বুট জুতোর আস্তরণের মধ্যে লুকোনো ছিল দুটো অস্থায়ী পরিচয় পত্র, বাইলো রুশ এন. কে.জি. বি*-র অধীনে কর্মরত দুজন অফিসার পিওতর এফিমোভিচ বরিসেঙ্কো আর তিমোফেই নোভোঝিলভের নামে তৈরী করা।

গ্রেপ্তার হওয়া লোক দুটি বেতার যন্ত্র নিয়ে জঙ্গলে কি করছিল

* রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার গণ কমিশারিয়েত।

—ইংরাজী ভাষার অনুবাদক।

তা বলতে অস্বীকার করে। এবং তাদের পরিচয় জানতে সাহায্য করতে পারে এমন তথ্যও তাদের কাছ থেকে জোগাড় করতে পারি নি আমরা। বরিসেঙ্কো আর নোভোঝিলভকে এন. কে. জি. বি-র ভিলেইকা জিলা অফিসের কর্মচারী চেনে না এবং এই জেলায় তারা যে উপস্থিত থাকতে পারে এমন কোন আভাস নথীপত্রেও নেই।

তাদের ভ্রমণের পরোয়ানাতে শনাক্তকরণের গুপ্ত চিহ্নটি, অর্থাৎ বাক্যের মাঝখানে কমার বদলে পূর্ণচ্ছেদ পাওয়া যায় নি। বরিসেঙ্কোর কথায় ইউক্রেনের ভাষার টান আছে এবং অত্যন্ত গোপনীয় তল্লাশী চলছে বর্তমানে যে এজেন্টদের ধরার জন্যে তাদের একজনের বর্ণনার সঙ্গে এর মিল আছে। এমন অন্যান্য আরও অনেক কারণ আছে যা থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, যাদের আমরা গ্রেপ্তার করেছি তারা নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে জড়িত এজেন্ট।

বরিসেঙ্কো আর নোভোঝিলভকে বর্তমানে ব্রিগেডের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তরে বন্দী করে রাখা হয়েছে কড়া পাহারায়, যাতে তারা পালাতে বা আত্মহত্যা করতে না পারে।

দয়া করে, যে-কোন ধরনের বিশিষ্ট চিহ্ন বা যে কোনো ধরনের অতিরিক্ত তথ্য আমাদের জানান যা গ্রেপ্তার করা মানুষ দুটিকে সনাক্ত করতে সাহায্য করবে আমাদের। বর্তমানে মিনস্ক-এর সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করতে অসমর্থ হওয়ায়, এটুকু অনুরোধ কি করতে পারি যে বাইলো রুশ *এন. কে. জি. বি-র* হয়ে সত্য সত্যই ক্যাপ্টেন বরিসেঙ্কো আর নোভোঝিলভ কাজ করছে কিনা এবং সঙ্গে বেতার প্রেরকযন্ত্র নিয়ে তাদের সেনাদলের কাজ করার জন্যে ভিলেইকা জিলায় পাঠানো হয়েছে কিনা অবিলম্বে তা পরীক্ষা করে দেখুন!

শাপোভালভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

১৯৪৪ সালের ১৮ই এবং ১৯শে আগস্ট তারিখের...নং এবং...নং বেতার দূরভাষ সংবাদের অতিরিক্ত সংবাদ হিসেবে

আপনাকে এতদ্বারা জানাচ্ছি যে, নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে জড়িত তদন্ত, নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষা পদ্ধতি ও সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈন্যবিভাগের কর্মীদের জন্য বর্ধিত র‍্যাশন সম্পর্কে লাল ফৌজ পশ্চাদ্বর্তী বিভাগের নির্দেশগুলি "ফাঁদ", "বড় হাতী" এবং "বাল্টিক ট্যাঙ্ক।" সাংকেতিক নামে পরিচিত সম্ভাব্য বিকল্প পরিকল্পনার জন্য পাঠানো সকল সামরিক কর্মীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। খাদ্য সরবরাহ করা হবে প্রতিরক্ষা গণ কমিশারিয়েতের ভাণ্ডার থেকে (দ্রষ্টব্য : ১৯৪৪ সালের ১১শে আগস্ট তারিখের…নং লাল ফৌজ পশ্চাদ্বর্তী ঘাঁটির নির্দেশ)। পরীক্ষা করে দেখবেন যাতে এই নির্দেশটি যথারীতি পালিত হয়েছে।

আর্তেমিয়েভ

সাংকেতিক তারবার্তা

জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

সমার্স পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় ডাইরেক্টরেটের বড় কর্তা একদল সেনাপতি ও অফিসার নিয়ে এখানে পৌঁছেছেন দুপুর ১টা বেজে ৫ মিনিটে ; আর কয়েক ঘন্টা পরে তিনি যাবেন বিমানবাহিনীর পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগে। আমি নিজে তাঁর পৌঁছানো সংবাদ জানিয়েছি।

তদন্ত ও সেইসঙ্গে সামরিক অভিযান সম্পর্কে তিনি আমাদের ধারণাকে সমর্থন করেছেন ; যদিও, নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত কারণের ফলে, সামরিক অভিযান আজই চালাতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর আমি বুঝেছিলাম যে অভিযানকে ২৪ ঘন্টা পিছিয়ে দেবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ডেপুটি কমিশার এসেছেন ১টা বেজে ২৫ মিনিটে, সঙ্গে উচ্চপদস্থ একদল কর্মচারী নিয়ে। পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের মূল্যায়নে তাঁর সমর্থন আছে, অবশ্য কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে। দুপুর আড়াইটের সময় তিনি গাড়ি করে আপনার সঙ্গে

দেখা করতে যাবেন, সেই সঙ্গে আমরা চিকিৎসা বিভাগীয় কর্মী, বেঞ্চ আর চেয়ার পাঠাবো।

পলিয়াকভ

সাংকেতিক তারবার্তা

জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

অত্যন্ত জরুরী খবরের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করা বেতার যন্ত্রের পাশে থাকুন আগামী ১৫ মিনিট।

কলিবানভ

৭৩। ক্যাপ্টেন ইগর আনিকুশিন, কমাণ্ডাণ্টের সহকারী

ঘাসে ঢাকা পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল জঙ্গলের মাঝখানে যাবার জন্যে, পাভেল আর ক্যাপ্টেন হাঁটছিল পাশাপাশি, আন্দ্রেই প্রায় তিন কদম পিছনে।

গাছের মাথায় বাতাসের গুঞ্জন, নির্মল বায়ু, মনকে চাঙ্গা করে দেয়; শব্দ বলতে শুধু প্রকৃতির শব্দ। মনে হচ্ছিল এই নির্জন জঙ্গলে পাখি, ছোট বড়ো প্রাণী ছাড়া আর কিছু নেই, এবং জঙ্গলের এই অংশে কোনদিনও মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। সৈনিক, গুপ্তচর বৃত্তি বা সামরিক অভিযানের কোন নিদর্শন ধারে কাছে নেই।

ইগর জোর করে চেষ্টা করছিল মন থেকে কু-চিন্তাকে দূর করে দিতে, সাবধানতার সকল পদ্ধতি আর সতর্ক-দৃষ্টি রাখার যে অনন্ত আহ্বান আছে তার প্রতি মনোযোগ না দিতে। চাইলে পরে নিজের ইচ্ছে মত চিন্তা-ধারাকে চালাতে পারে ইগর এবং মুহূর্তের মধ্যে ও এক সম্পূর্ণ অন্য জগতে চলে গিয়েছিল, চিন্তা করছিল সেদিন সন্ধ্যেবেলায় যে ছোট পার্টিটা হবে তার কথা, যেটা তার ধারণায় তার ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইগর স্বভাব পেয়েছে ওর বাবার মত, হয়-সব, না-হয় কিছু না ধরনের মানুষ। একবার যদি ও কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে, তবে পৃথিবীতে আর

কোন মেয়ে আছে সে খেয়াল আর থাকে না। ওর বাবার অবশ্য ভাগ্য ভালই ছিল। গৃহযুদ্ধের পর ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর ভাবী স্ত্রীর, ইগরের মায়ের, এবং তারপর থেকে ওঁরা একদিনের জন্যেও আলাদা হন নি। সেদিক দিয়ে ২৪ বছর বয়সের মধ্যে ইগর হারিয়েছে তার দুজন প্রেমিকাকে।

যুদ্ধের আগে যে উচ্চাভিলাষী অভিনেত্রীর সঙ্গে তার প্রেম হয়েছিল, তাকে ইগর ভুলতে পারে না. যদিও সে অভিনেত্রী তাকে ভুলে গেছে, এবং তার অর্থ মেয়েটি নিশ্চয়ই অন্তর দিয়ে তাকে ভালবাসেনি, মনে অবশ্য এর জন্যে বিশেষ কোন দুঃখ নেই ইগরের, এইভাবে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করলেও একটা তীব্র হৃদয় যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই মেয়েটার কথা তার মনে পড়ে। এখন অবশ্য মেয়েকে তার ভালবাসার পাত্রী বলে মনে না রাখলেও তার অপর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারা গেছে যুদ্ধে।

লেনার প্রতি যে তার গভীর ভালবাসা জন্মেছে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই ; এবং সেই জন্যেই তার প্রতি লেনার মনোভাবটার গুরুত্ব অনেক বেশি। লেনা যে ওকে রূপবান মনে করে এটা ইগর জানে, কারণ মনের কথাটা গোপন করেনি লেনা, যেমন গোপন করেনি এ কথাটাও স্বীকার করতে যে হাসপাতালে তার বিভাগের পরিচালক সেই জর্জিয়ানকেও ও পছন্দ করে। বেশ কয়েকবার লেনা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেও ছিল—'এরকম সার্জেন লাখেও একটা পাওয়া যায় না।'

এই সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর লেনাকে হারাবার চিন্তাটা ব্যথায় ভরিয়ে তুলছিল ইগরের মন। তুরূপের তাস যে ইগরের হাতে নেই তা নয়, তবে সেটা ব্যবহার করতে চায় না সে।

মানুষের মধ্যে প্রতিভাকে তো লেনা এতো পছন্দ করে, অথচ ইগর যেটাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে তার কথা না জেনেই কিভাবে লেনা তাকে পছন্দ করতে পারে ? তবে এটাও ঠিক শুধু তার কণ্ঠস্বর বা সুন্দর চেহারার জন্যে লেনা তাকে ভালবাসুক এটাও ইগর চায় না। আগে গানের স্কুলে মেয়েদের সপ্রশংস দৃষ্টি সে বহু দেখেছে, এবং এ-ব্যাপারে বাবার সঙ্গে একমত ইগর সত্যিকারের চিরস্থায়ী সম্পর্ক শুধু বাহ্যিক আকর্ষণের ওপর গড়ে উঠতে পারে না।

যুদ্ধের প্রথম শরৎকালে, ও যখন সবেমাত্র যুদ্ধে যোগ দিয়েছে, ইগর

তখন তার এই জন্মগত ক্ষমতাটা কারুর কাছে লুকতো না, এবং বললেই গিটার বা অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে গান গাইতে শুরু করে দিত, কখনো কখনো যন্ত্র না থাকলে খালি গলাতেও। তার কোম্পানীর সৈন্যরা ওর গান শুনতে ভালবাসত। একবার শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন একজন ব্যাটালিয়ন কমিশার। পরে তিনি ইগরকে কয়েকটা মামুলী প্রশ্ন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন ইগর কে, কোথাও ওর বাড়ি এবং কোথেকে এত ভাল গান শিখেছে। ভদ্র অথচ খোলাখুলিভাবে সব প্রশ্নের উত্তরও ইগর দিয়েছিল। তিনদিন পরে ইগরের ডিভিশনে নির্দেশ পাঠান হল যে সাধারণ সৈনিক ইগরকে সৈন্যবাহিনীর গান ও নাচ বিভাগে বদলী করা হচ্ছে।

এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারত ইগরের কাছে। তার সমস্ত আশা আর উচ্চাভিলাষে চরম আঘাত পেল সে। জার্মানরা মস্কোর দিকে এগিয়ে চলেছে, দু-মাস হয়ে গেল ইগরের বাবার কোন খবর বাড়ির লোক পায় নি, যবে থেকে বাবার রেজিমেন্ট প্রিলুকিতে শত্রুদের হাতে ঘেরাও হয়েছে। সবাই ধরে নিয়েছে উনি মারা গেছেন, যার অর্থ বড় ছেলে ইগর বাড়ির একমাত্র সাবালক পুরুষ ও প্রধান অবলম্বন হিসেবে সংসারের কর্তা হয়েছে। তার দেশের ও দেশবাসীর ভাগ্য দোদুল্যমান অবস্থায় এবং যুদ্ধে যোগ দিতে, হাতে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তে এবং অন্ততঃপক্ষে কয়েকজন নাৎসী খুনীকে হত্যা করতে আর দেরী করা চলে না তার পক্ষে। এবং এই সংকল্প নিয়েই ও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৈনিক ষোল ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, আর আজ কি না তাকে নামিয়ে দেওয়া হল গান-বাজনার কোম্পানীতে। মানুষের মান মর্যাদা সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা আছে ইগরের, যে ধারণাগুলো গড়ে উঠেছে তার বাবার প্রভাবে। হয়তো সৈন্যবাহিনীর সঙ্গীত গোষ্ঠী তাদের ঐকতান সঙ্গীত দিয়ে কিছু না কিছু উপকার করে, কিন্তু যেই শুনল তাকে ওই দলে পাঠানো হচ্ছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ গোষ্ঠীর সদস্যদের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বেড়ানো নির্বোধ কাপুরুষদের দল হিসেবে অবজ্ঞা করতে শুরু করল।

ইগর সরাসরি যেতে অস্বীকার করল এবং যেহেতু কেউই তার আপত্তিতে কর্ণপাত করতে ইচ্ছুক ছিল না, তাই সে নিজের প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ কমিশারের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠাল। তাঁকে এখুনি বদলী করে দেবার জন্যে ওপর মহল থেকে চাপ আসছিল এবং সেও তার জেদ ধরে বসেছিল

তাই ওকে গারদে পুরে দেওয়া হল এবং শুধু তাই নয়, সেখানে ওকে থাকতে হয়েছিল দল-পালানো সৈন্যদের সঙ্গে এবং এই অপমানটাই তাকে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত ইগরের কী হাল হত তা বলা কঠিন, কিন্তু ঠিক সেই সময় জার্মান ট্যাংকগুলো সোভিয়েত প্রতিরোধ সীমা ভেদ করে রাজধানীর দিকে এগোচ্ছিল। তাড়াহুড়ো করে ইগরের ডিভিসনটাকে যুদ্ধে পাঠানো হল এবং করুণার জন্যেই হোক বা তাড়াতাড়ি করার জন্যেই হোক ইগরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ওদের। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে চারপাশে যখন কামানের গোলাগুলি পড়ছিল তখন ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কোদাল নিয়ে ইগর নিজের জন্যে একটা ছোট গর্ত খুঁড়ছিল, রেজিমেন্টের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ছোট্ট দুর্গ বলা হয়।

এই অভিজ্ঞতাটা ইগরের কাছে এমন এক শিক্ষা যা তার জ্ঞান চক্ষুকে খুলে দিয়েছিল। যুদ্ধের সময় ওকে দুবার সামরিক হাসপাতালে যেতে হয়েছিল, তিনটে আলাদা আলাদা ইউনিটের হয়ে ওকে লড়াই করতে হয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে আর কখনও গান করে নি ইগর, যদি বা করে থাকে তবে তা একা এবং মনে মনে। কারুর কাছেই, এমন কি লেনার কাছেও গোপন করে নি যে ও মস্কো সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিল, অথচ সরকারী কাগজপত্রে ও নিজের পরিচয় দিয়েছিল বা নিজেকে নথীভুক্ত করিয়েছিল ভাবী সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ হিসেবে, সঙ্গীত রচনা বিভাগের ছাত্র হিসেবে।

এই বিশেষ সন্ধ্যাটা তার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল বা হয়ে উঠতে পারে এবং এখন বিশেষ বাহিনীর দুজন কর্মীর সঙ্গে ও যখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে তখন মনে পড়ে গেল কিভাবে ও নিজের মনের কথা উজাড় করে ঢেলে দেবে লেনার কাছে। ভাবতে লাগল কীভাবে শুরু করবে, প্রথমে কোন কথাটা বলবে এবং লেনার উত্তর ও প্রতিক্রিয়া কেমন হবে সেটা বুঝে নিয়ে পরের প্রশ্নটা কেমনভাবে করবে। জর্জিয়ান ঐ সার্জেনটির সঙ্গে অপরিহার্য মোকাবিলা হওয়ার কথা চিন্তা করে উত্তেজনা দমন করা তার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে উঠছিল, কারণ ও অবশ্যই নিজের গিটার নিয়ে বাজাতে শুরু করবে আর বেসুরো গান গাইবে, বেশির ভাগ অপেশাদারী গায়করা যা করে থাকে।

নিজের সম্বন্ধে এইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করা সত্ত্বেও নতুন উর্দিতে যাতে শিশিরের দাগ না লেগে যায় তার জন্যে মোটা ভিজে ডালগুলোর কাছে এসে চট করে মাথা নীচু করে বা সরু ডালগুলো'কে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে ভুল করছিল না ইগর। পাভেল যে তার সঙ্গে হাঁটছে এ ব্যাপারটাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নি ও। ইগর লক্ষ্য করেছিল, সামনের তিন গজ পর্যন্ত জায়গা দেখতে দেখতে হাঁটছে পাভেল, যেন কোন কিছুর খোঁজ করছে। কী খুঁজছে সেটা জানবার চেষ্টা আদৌ করে 'নি ইগর—এমনকি ও নিয়ে চিন্তা করতেও অনিচ্ছুক ছিল সে—কিন্তু এই "গন্ধ শুঁকে বেড়ানো" ব্যাপারটা তার আদৌ পছন্দ হচ্ছিল না। ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র হওয়া সত্ত্বেও পাভেলকে পছন্দ হয় নি ইগরের। তাই ওর দিকে না তাকাবার চেষ্টা করছিল সর্বক্ষণ এবং যেখানে সম্ভব সেখানে ওর কাজ-গুলোকেও এড়িয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলার পার্টিতে কী কী হবে তার মহড়া মনে মনে অনেক বার দিয়ে নিয়েছে ইগর এবং নিজের মনের কথা অসংখ্যবার বলেছে।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পাভেল বলে উঠল, 'বড় বেশি আগে হয়ে গেছে।', বিস্ময়ের সুরে অর্ধস্ফুট গলায় বলল সে, 'এখুনি ওরা নিশ্চয়ই উড়ে পালাবার চেষ্টা করবে না? তখন নিশ্চয়ই শীতকাল পড়ে যাবে।'

হঠাৎ পৃথিবীর বুকে নেমে এসে বিষণ্ণ গলায় ক্যাপ্টেন, জানতে চাইল, 'কি'?

'সারস।' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল পাভেল, 'মনে হচ্ছে ওরা উড়ে পালাচ্ছে। ওদের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?'

ক্যাপ্টেন শোনার চেষ্টা করল, ঠিকই তো অনেক উঁচুতে নীল আকাশের বুক থেকে বিষাদাচ্ছন্ন অথচ তীক্ষ্ণ ডাক ভেসে আসছিল সারসের। যদিও তাদের দেখা যাচ্ছিল না।

ঐ বিষাদাচ্ছন্ন ডাক মানুষকে যেন হঠাৎ মনে করিয়ে দেয় পার্থিব সবকিছুই কত নশ্বর, কতটা অপ্রতিরোধ্য। এই তাজা শিশির-ভেজা, প্রাণশক্তিতে ভরপুর ঘাসগুলোও বিবর্ণ হয়ে যাবে, প্রাণশক্তি হারাবে, সব-কিছুই শেষ হয়ে যাবে…।

এই সময় পকেট থেকে ছুটো নোংরা লাল রঙের হাতে লাগাবার পটি বের করল, তাতে লেখা "কমাণ্ডান্টের রক্ষী", ওগুলো ঝেড়ে নিয়ে, হাতের

চাপ দিয়ে টান টান করে নিয়ে পাভেল বলল, 'কমরেড ক্যাপ্টেন, এটা নাও। কোটের হাতায় লাগিয়ে নাও।'

পটিটা এক নজরে দেখে নিয়ে ইগর বলল, 'কেন! এগুলো তো কর্তব্যরত অফিসারদের জন্যে, পাহারাদার রক্ষীদের জন্যে। আমি তো কমাণ্ডান্টের সহকারী!' এমন সুরে কথা বলল, যাতে মনে হয় ও তার নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন, 'এই পদে যতদিন আছি আমি ততদিন ওসব পড়ার দরকার হবে না।'

'আজ কিন্তু এটা জরুরী, দয়া করে পড়ে নাও', জোর গলায় জানালো পাভেল।

'এর থেকে আরও বেশি নোংরা পটি খুঁজে পাওনি বুঝি?', পটিটা নিতে নিতে বলল কমাণ্ডান্টের সহকারী, সে যে ব্যাপারটা খুবই অপছন্দ করছে এটা তার গলার স্বরে পরিষ্কার ফুটে উঠল, তারপর খুঁতখুঁতে সুরে বলল, 'এত তেল লেগেছে এতে যে এটা দিয়ে স্যুপ রাঁধা যায় অক্লেশে।'

'*আমরা* কি খুঁজছি সেটা বড় প্রশ্ন নয়, *তুমি* কি খুঁজবে সেটাই বড়', হাসতে হাসতে উত্তর দিল পাভেল, 'এগুলো কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে দেওয়া হয়েছিল আমাকে। কাচবার সময় পাই নি। দাঁড়াও পরিয়ে দিচ্ছি।'

কমাণ্ডান্টের সহকারী মুখ বুজে কোন রকম প্রতিবাদ না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কনুইয়ের ওপরে কোটের হাতায় পটিটা পরিয়ে দিল পাভেল। এদিকে আন্দ্রেই নিজের থেকে এগিয়ে এসে পাভেলের হাতে পটি পরিয়ে দিয়েছে।

ওরা মুখ বন্ধ করে হাঁটছিল এবং আবার নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে যেতে পারলে খুশি হত ইগর, অথচ কয়েক মিনিট পরে পাভেল কথা বলতে শুরু করে দিল।

'অস্ত্র বলতে সঙ্গে কী আছে আমাদের?' এমনভাবে বলল যেন সে নিজের সঙ্গে কথা বলছে। খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে সেফটি ক্যাচটা সরিয়ে চেম্বারে গুলী আছে কিনা দেখে নিল। আন্দ্রেইও সঙ্গে সঙ্গে নিজের টি. টি. রিভলভারটা দেখে নিল। অথচ প্রশ্নটা যাকে করা হয়েছিল সেই কমাণ্ডান্টের সহকারী নিজের মনে চুপ করে বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগল, যেন কথাটা কানেই যায় নি।

'তোমার সঙ্গে কী আছে?' পাভেল এবার সরাসরি প্রশ্ন করল।

'আমার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না তোমাদের।'

একটা ছোট ঝক্‌ঝকে ওয়েল্‌দার পিস্তল দেখিয়ে পাভেল প্রশ্ন করল, এ জিনিস দেখেছ আগে?'

ইগরের কাছ থেকে "হ্যাঁ" শুনে পাভেল এই পিস্তলটার চেম্বারে কার্তুজ পুরে সেফটি ক্যাচটা লাগিয়ে দিল, তারপর বেশ নম্রভাবে বলল, দয়া করে এটা পকেটে রাখবে কি?'

'কী জন্যে?'

'যদি কখনো দরকার পড়ে, নাও, চল!' পাভেল জোর করল, কিন্তু কাঠখোট্টার মত একটু হাসি ছাড়া আর কোন রকমের সাড়া এল না ইগরের কাছ থেকে, তখন পিস্তলটা আবার নিজের প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিল, 'অতি সাবধানী হওয়া কখনই সম্ভব নয়। অনেক কিছু ঘটতে পারে, তা জানো তো।'

'জানি!' অধৈর্যের চিহ্ন ফুটে উঠল তার ভ্রূতে এবং ভিজে ডালের সঙ্গে যাতে ধাক্কা না লাগে তার জন্যে মাথা নীচু করে এগোতে এগোতে বলল, 'একথা বহুবার শুনেছি। আজকেও শুনলাম।

'আরেকটু আস্তে কথা বল', পাভেল বলল। 'বলো, কি শুনেছ?'

'সতর্ক প্রহরার, সাবধানতার সেই পুরনো কাহিনী, যে কোন মুহূর্তে কিছু ঘটতে পারে সে বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া। এবং সব সময়ে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। এই ধরনের কথা শুনে শুনে পেট ভরে আছে। তোমরা আমাকে কী ভাবো বল তো?'

'বলতে বাধা হচ্ছি এত শব্দ কর না তুমি।'

ইগর নিজের পিস্তলটা বের করল খাপ থেকে, খুলে দেখল কার্তুজ আছে।

'সতর্ক প্রহরা, সাবধানতা, সবদিকে নজর রাখা!...আরে আমি কি স্কুলের বাচ্চা ছেলে!' রাগে মুখ দিয়ে জোরে কথা বের হচ্ছিল না ইগরের, পিস্তলটা আবার খাপে ভরতে ভরতে বলল, 'তোমরা আমায় কি ভাবছ বল তো? '৪১ সাল থেকে যুদ্ধ সীমান্তে আছি। আমি যেসব লড়াই করেছি তার কাছে তোমাদের এই অভিযানটিকে রবিবারের সকালের প্রমোদ-ভ্রমণ মনে হচ্ছে।'

'তা হয়তো হতে পারে…।'

'হয়তো না, হবেই।'

'ঠিক আছে মেনে নিচ্ছি তোমার কথা,' পাভেল বললো একটু হেসে।

'আমার কথা মেনে নেওয়া এক জিনিস! কিন্তু এর মানে বুঝতে হলে জিনিসটাকে ভালভাবে জানতে হবে তোমাকে। আগে কখনো ছিলে যুদ্ধ সীমান্তে।'

'একবার কি দুবার…।'

'নিশ্চয়ই ডিভিসনের বা রেজিমেন্টের সদর দপ্তরে? সে আমি বুঝতে পারি। নিশ্চয়ই দ্বিতীয় শ্রেণীতে? অথচ তিন বছর আমি একেবারে যুদ্ধের মধ্যে ছিলাম। যদি আহত না হতাম...আমি একজন লড়াই করা সৈনিক।' বেশ রেগে এগিয়ে গেল ইগর, 'এখন আমি যে কমাণ্ডান্টের অফিসে আছি এটা আমার দুর্ভাগ্য, এখানে বেশিদিন থাকবো না।'

'আস্তে কথা বলো, দয়া করে,' পাভেল আবার বলল।

'কী করতে চাইছো আমাকে নিয়ে, বোকা বানাতে চাইছ?' ইগর রেগে উঠল। 'এখানে একটাও প্রাণী নেই। বাতাসের শব্দে সব কিছু ডুবে যাবে। আর কত আস্তে কথা বলতে হবে আমাকে? এইতো প্রায় ফিসফিস করে বলছি।'

একটু হেসে বাধা দিয়ে পাভেল বললো, 'তোমার ধারণা তাই। মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক কি হয় সেটা শুনলে তুমি চমকে উঠবে। একটু আগে একটা গুপ্ত ঘাঁটি পার হয়ে এসেছি আমরা। আর আসতে পেরেছি শুধু একটা কারণে,—ওদের আগে থেকেই বলা ছিল আমরা যেতে পারি ওখান দিয়ে। আমাকে চেনে বলে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করে নি। রাগ করো না, ইচ্ছে হলে যাচাই করে দেখতে পারো, বিশেষ লাইনের কাজের এটাই রীতি। মনে যাই হোক না কেন, জঙ্গলে সেটা চেঁচিয়ে বলার কোন দরকার নেই।'

'বিশেষ লাইনের কাজ। তোমরা সবাই কেমন যেন অদ্ভুত।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইগর, 'এতে বিশেষত্বের কি আছে? একটু ভেবে দেখ না কেন। মানছি তোমরা কারুর সন্ধান করছো। আমি যতদূর জানি—দুজন, তিন বা চারজনও হতে পারে।…এখানে তোমরা গুপ্ত ঘাঁটি পেতেছো। আর কি, না, পুরো জঙ্গলটা ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা আছে তোমাদের। একাজে হাজার হাজার অফিসার আর সৈন্যদের লাগানো হয়েছে। এবং এমন এক

সময় যখন যুদ্ধ সীমান্তের ইউনিটে প্রচুর লোকের ঘাটতি আছে। এত বড় আয়োজন করা হচ্ছে মাত্র দুটো কি বড় জোর চারটে লোকের জন্যে। এবং যত দূর খবর পেয়েছি, তোমরা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত নও যে ওরা এখানে আসবে।'

'আসতে বাধ্য। তবে ঠিক এই জায়গাতেই আসবে, কি অন্য কোথাও সে বিষয়ে শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত নই। তাদের গতিবিধির সম্ভাব্য পথে কয়েকটা করে গুপ্ত ঘাঁটি পাতা হয়েছে।'

'বুঝলাম, কিন্তু পুরো জঙ্গলটাকে ঘিরতে কেন চাইছো তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না? এতো লোকেই বা কি দরকার? এটাকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন?'

এড়িয়ে যাবার জন্যে পাভেল বললো, 'দেখ সব কিছু বোঝাতে গেলে অনেক সময় লাগবে।' একমাত্র পাল্টা গোয়েন্দা বাহিনীর অফিসার ছাড়া অন্য কাউকে বলতে পারে না বা বলার অনুমতি নেই যে ওরা এমন একদল এজেন্টকে ধরতে চাইছে যাদের ক্রিয়াকলাপ আসন্ন অভিযানের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক এবং পুরো ব্যাপারটা স্তাভকা নিয়ন্ত্রণ করছে। হঠাৎ ইগর বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, তুমিও ব্যাপারটা আমার কাছে চেপে যাচ্ছো।' ও যে বেশ আহত হয়েছে এটা বোঝা গেল ওর ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে ওটা অবজ্ঞার হাসি দেখে।

'কিন্তু হঠাৎ তোমার কেন মনে হল...'

'এমনি! নিরাপত্তার ব্যাপারটাই তো প্রধান। তোমরা আমাকেও বিশ্বাস করো না। হয়ত নিজের মাকেও বিশ্বাস করো না? সে ক্ষেত্রেও বোধ হয় সাবধান হও সবার আগে, তাই না!'

'তোমার কথায় বড় ঝাঁঝ এবং অনুমানও মিথ্যে নয়,' হাসতে হাসতে বললো পাভেল, মানুষটার স্পষ্ট ভাষিতা আর নিষ্ঠুর সারল্যের গুণ দুটোকে মেলাবার চেষ্টা করছিল সে।

'আমি যা আমি তাই। আর ব্যাপারটার মূল বিষয়ও তা নয়। এতো বেশি সতর্কতা—তোমাদের অহংকার করে বলা "বিশেষ লাইনের কাজ"— এটা ঘরপোড়া গরুর মতো ব্যাপার হচ্ছে। এই ধরনের ভীতি নিয়ে তোমরা বেঁচে থাকো, কিন্তু আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছো কেন? এই নিয়ে তিন বছর হলো আমি সৈন্য বাহিনীতে আছি, তোমাদের এই "বিশেষ লাইনের

কাজ” সাবধানতা সম্পর্কে বহু বক্তৃতা আমার শোনা আছে দেখা আছে। অথচ আজ পর্যন্ত একটাও গুপ্তচর আমি দেখি নি, এমন কি স্বপ্নেও না। দল থেকে পালানো, আতঙ্ক ছড়ায় যারা, বিশ্বাসঘাতক—এই ধরনের বহু লোক দেখেছি—সত্যি কথা বলতে কি দুজন বিশ্বাসঘাতককে আমি গুলী করে মেরেছিও। নাৎসী পুলিশের হয়ে কাজ করতো যে সব ভলাসব পন্থী তাদের আমি দেখেছি। কিন্তু গুপ্তচর একটাও না। তবে গুপ্তচর শিকারী দেখেছি অসংখ্য—রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, পাল্টা গোয়েন্দা বাহিনী, সরকারী অভিযোক্তা, সালিস-সভা,……। সাধারণ মিলিশিয়ার কথা বাদই দিচ্ছি।’

‘দয়া করে আস্তে কথা বলো।’

‘যদি চাও তো একেবারেই চুপ করে থাকতে পারি, কেবল দয়া করে আমাকে বোকা হাঁদা ভেবো না। আমাকে বলা হয়েছে দেখতে যাতে তোমাকে কমাণ্ডান্টের রক্ষীর মতো দেখায়, আর আমার যা করা উচিত তা আমি করবো। তবে তোমার ঐ “বিশেষ লাইনের কাজ” সম্বন্ধে অযথা কথা শুনিয়ো না। এই যুদ্ধে অনেক অন্য ধরনের কাজ আমাদের করতে হচ্ছে এবং আমি তোমার মতো হতে চাই না। কিছু মনে কোরো না, এ কাজটাকে আমি ঘৃণা মনে করি। সব সময়ে এপাশ-ওপাশ তাকাও কেন, সব সময়ে কী সব খোঁজো তোমরা? কিছু হারিয়ে গেছে কি, না সাপের ভয় পাও।’

পাভেল হেসে ওর কথায় সায় দিয়ে বললো, ‘তা ঠিক কথাই বলছো তুমি, যদিও ঠিক সাপ নয়……এই জঙ্গলটা পোঁতা মাইন ভরা। আর আমি বাঁচতে চাই……আশা করি তুমিও।

এবারে আর কথা বাড়ালো না ইগর।

৭৪। খোলা জায়গায়

‘এই যে, আমরা পেঁছে গেছি,’ দাঁড়িয়ে পড়ে পাভেল বললো, ‘দৃশ্যটা দেখতে খারাপ নয়, তাই না?’

সামনেই একটা বিরাট ফাঁকা জায়গা, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে, চারপাশে বর্ডারের মতো সাদা গুঁড়িওলা কচি কচি বার্চ গাছ। পায়ে চলা ঘাসে ঢাকা একটা পথ একটুও না বেঁকে সোজা চলে গেছে মাঝখান দিয়ে।

লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে ছোট ছোট ওক গাছের চারা। রাস্তাটার ডান ধারে ফাঁকা জায়গাটার প্রায় মাঝখানে ঘন হ্যাজেল গাছের ঝোপ দিয়ে গড়ে উঠেছে তিনটে ত্রিভুজ।

আরও দেড় মাইল এগিয়ে, জঙ্গলটাকে দুভাগে ভাগ করেছে যে চওড়া ফালিটা, সেখানকার একটা জায়গাতে পাভেল বালিমাটি দেখেছিল এবং ধরে নিয়েছিল যে ঐখানেই ছিল সেই প্রেরক যন্ত্রটা যেটা তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জঙ্গলের ঐ অংশটাই চারদিন আগে তামান্তসেভ পরীক্ষা করে গেছে। তারও মতে গুপ্তঘাঁটি করার পক্ষে ঐ জায়গাটাই আদর্শস্থল। এখন নিজের চোখে দেখে পাভেলও সে-কথা স্বীকার করলো।

'চমৎকার জায়গা', চারধারের ঝকঝকে কচি বার্চ গাছে ঘেরা ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে চিন্তা করলো আন্দ্রেই। এর আগে জঙ্গলটার মধ্যে ঘুরে বেড়াবার সময় পায়ের ছাপ আর সূত্র খোঁজার ব্যাপারে এতো তন্ময় হয়েছিল যে পাভেল বলার পর ও নতুন করে এখন প্রকৃতির দিকে সত্যিকারের মনোযোগ দিয়ে দেখলো।

'এক মিনিট দাঁড়াও', কথাটা বলেই পাভেল ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে আন্দ্রেই ইগরকে জিজ্ঞেস করলো, 'মাফ করবেন ক্যা…ক্যাপ্‌টেন, আপনি কি মস্কোর লোক?'

'হ্যাঁ, কেন কি হয়েছে তাতে?' লেফটেনান্টের দিকে চট করে ঘুরে তাকিয়ে জানতে চাইলো ইগর।

'আ…আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আ…আগে কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে?' মোলায়েম হাসি হেসে বললো আন্দ্রেই, 'হ……হয়তো মস্কোতে। কিন্তু ঠিক কোথায় ম……মনে করতে পারছি না।'

'মস্কো খুব বড় জায়গা', নিস্পৃহ গলায় মন্তব্য করলো ইগর। তারপর আবার আন্দ্রেইয়ের দিকে তাকিয়ে বেশ জোর দিয়ে বললো, 'আমি কিন্তু এই প্রথম দেখছি তোমাকে।'

'হ…হয়তো আপনাকে দেখে অন্য কারুর কথা মনে পড়ছে?' বেশ বিব্রত হয়ে বিড় বিড় করে বললো আন্দ্রেই, ওর মনে হলো ক্যাপ্‌টেন ওকে ধমকালো।

'প্রত্যেকেই কারুর না কারুর মত দেখতে হয়', নীরস আবার বেশ উদ্ধত গলায় কথাটা ঘোষণা করে অন্য দিকে মুখ ফেরালো ইগর।

আন্দ্রেই একেবারে চুপসে গেল এবং কথাটা পাড়বার জন্যে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিল। অন্যদের না ঘাঁটানোই ভাল। মনে যদি কোন চিন্তার উদয় হয়, সেটা চেপে রাখাই ভাল......মানুষকে না ঘাঁটানোই যে ঠিক আর কবে শিখবে সে?

ঝোপের আড়াল থেকে মৃদু গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল। পাভেল যেন কারুর সঙ্গে কথা বলছে। অল্পক্ষণের মধ্যে ও ফাঁকা জায়গাটাতে এল এবং খুব আগ্রহের সঙ্গে আন্দ্রেই ওকে লক্ষ্য করতে লাগল। অবশ্য প্রত্যেক বারের মত এবারও পাভেলের শীর্ণ, প্রায় ভাবলেশহীন মুখ দেখে কিছুই ধরা গেল না। ফাঁকা জায়গাটার প্রায় কিনারায় গাছগুলোর ফাঁকে দাঁড়িয়েই রইল পাভেল এবং সেখান থেকে ইগর আর আন্দ্রেইকে ইশারায় তাঁকে অনুসরণ করতে বলে নিজে ওই পথটা দিয়ে সমান তালে বড় বড় পা ফেলে এগোতে লাগল।

হ্যাজেলের ঝাড়গুলোর মাঝখানের ঝাড়টার ঠিক উল্টো দিকে একটা পচা গাছের গুঁড়ি বরাবর এসে থামল পাভেল, 'গুণে গুণে একশো দশ'; তারপর দূরত্বটা আবার মাপল। সামনের দিকটা দেখিয়ে বলল, 'এইদিকে একশো সাতচল্লিশ। এখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। অবশ্য যদি এই পথে ওরা আসে।'

'আর যদি না আসে?' ইগর প্রশ্ন করল।

'তাও হতে পারে। এর কোন নিশ্চয়তাও নেই। নিছক আশা করা আর কি। স্থির হয়ে দাঁড়াও, ঘাসগুলো মাড়িও না', পাভেল সাবধান করে দিল আন্দ্রেইকে।

মন্তব্যটা ইগর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; কিন্তু একটু আগে পাভেল তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার সময় কিন্তু আমাদের ফাঁক রেখে এগোনো দরকার: আমাদের মধ্যে একজন একপাশে দাঁড়াবে এবং অন্য জনের পিছনে। যেমন, তুমি যদি ওখানে দাঁড়াও তবে আমি দাঁড়াব এখানে...কিংবা ঠিক উল্টোটাও হতে পারে।' পাভেল চট করে জায়গা পাল্টাপাল্টি করে নিল, যাতে সে ইগরের ডান কাঁধের থেকে তিন ফিট দূরে গিয়ে দাঁড়াতে পারল। 'সামনের লোকটাকে আড়াল করবে পিছনের

লোক। কমাণ্ডান্টের অফিসেও এই একই নিয়ম মানা হয়, তাই না? শহরে অবশ্য সে নিয়ম মানা হয় না সাধারণতঃ, কিন্তু এইসব জায়গায় ওটা খুব দরকারী...সেই সঙ্গে ওরা আবার আমাদের আড়াল করবে গুপ্ত ঘাঁটি থেকে।' পাভেল হ্যাজেলের ঝাড়গুলো দেখাল, 'নিজের ব্যাপারে খুব আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়তা দেখাতে হবে...যাদের আমরা দাঁড় করাতে চাই তারা যদি কথা শুনতে না চায়, পরিস্থিতিতে যদি উত্তেজনা বাড়ে, তবে আমরা...লড়াই করার জন্যে...নিজেদের সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রস্তুত করে রাখব'. পাভেল বলল. "সতর্ক প্রহরা" কথাটা ও এড়িয়ে যাবার জন্যে বেশ উদগ্রীব হয়েছিল। 'পকেটের পিস্তলটাকে সব সময়ে হাতের মধ্যে ধরে রাখতে হবে। আর গুলী যদি চালাতেই হয়, তবে শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গুলী করতে হবে! আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: কিছুতেই সন্দেহভাজন ব্যক্তি আর গুপ্ত ঘাঁটির মধ্যে যাবে না কেউ। বুঝেছ? হয়তো তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, না সব কিছু পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি আমি? না পেরে থাকলে, বলবে...।'

'আমরা কতক্ষণ থাকব এখানে?'

'বলা কঠিন। আমি নিজেই জানি না', কথা বলতে বলতে হ্যাজেল ঝাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে কথাটা স্বীকার করল পাভেল, 'কিন্তু কেন?'

'রাত ৮টার মধ্যে শহরে আমাকে ফিরতেই হবে', একটু ইতস্ততঃ করে বলল ইগর।

'আটটার মধ্যে...তাই বুঝি', অন্য কথা চিন্তা করছিল বলে পাভেল খুব একটা খেয়াল না করেই বলল. 'দয়া করে এখানে একটু অপেক্ষা কর', তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে আন্দ্রেইকে বলল, 'আমার সঙ্গে এসো।'

ঘাসের ওপর যাতে পায়ের ছাপ না পড়ে তাই অনেকটা ঘুরপথে নিয়ে গিয়ে পাভেল আন্দ্রেইকে দেখাল ঝোপের মধ্যে কোথায় তাকে থাকতে হবে, যার ডান দিকে দশ পা দূরে তামান্তসেভের অপেক্ষা করবার কথা।

দুটো জায়গাতেই উঁকি মেরে দেখার জন্যে লম্বালম্বি ফোকর করা হয়েছে কিছু কিছু পাতা ছিঁড়ে, রাস্তার দিকে ফোকরের মুখটা বেশি চওড়া, তবে যারা শিক্ষণপ্রাপ্ত নয় তাদের চোখে পড়বে না।

'পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখে নিয়ে পাভেল বলল, 'উচ্চতাও ঠিক আছে। ক্যাপ্টেনকে কতটা দেখতে পাচ্ছ?'

'উরুর ওপর থেকে। সব ঠিক আছে।'

'পা ফাঁক করে দাঁড়াবে, আর সবচেয়ে বড় কথা হল উত্তেজিত হবে না।'

তারপর তারা আর ইগর ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তে চলে গেল। বাঁ দিকে ফিরে পাভেল ঢুকল একটা হ্যাজেল গাছের ঝাড়ের মধ্যে এবং ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গায় যেটা বড় ফাঁকা জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে কিছু আগাছার দ্বারা। ওখানে হাত-কাটা বর্ষাতির ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে তামান্তসেভ, নাক ডাকছে, পৃথিবীর সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক নেই। কাটা গাছের একটা চওড়া গুঁড়ির ওপর রাখা আছে একটা রেড়িও (ইতিমধ্যে বেতারের সাজ-সরঞ্জাম ভালভাবে চিনে ফেলেছে আন্দ্রেই, তাই এই রেডিওটা দেখেই ও বুঝতে পারল এটা সেভার মডেলের রেডিও); একমাথা কোঁকড়া চুলওলা একজন সার্জেন্ট-মেজর প্রস্তুত হয়ে বসে আছে রেড়িওটার সামনে। হাত-কাটা বর্ষাতির ওপর টাইট করে বাঁধা একটা থলেও আছে। টুপির ফিতেটা দেখে বোঝা গেল সার্জেন্ট-মেজরটি সীমান্ত বাহিনীর নিরাপত্তা বিভাগ থেকে এসেছে। ঠাট্টার সুরে পাভেল বললো ইগরকে, 'এটা আমাদের নিজস্ব বেতার যোগাযোগের মাধ্যম।'

ইগরের চমৎকার পোশাক পরা কর্তৃত্বব্যঞ্জক চেহারা দেখে ইয়ার-ফোন লাগানো অবস্থাতেই সার্জেন্ট মেজর উঠে দাঁড়ালো অ্যাটেনশানের ভঙ্গীতে।

'বসে পড়ো,' পাভেল হাত নেড়ে ওকে বসতে বললো, তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললো, "এসো কিছুটা খেয়ে নেওয়া যাক। পেটটা বোঝাই করে নেবার সময়টুকু পাওয়া গেছে।'

'ধন্যবাদ আমার ক্ষিদে নেই।'

আমন্ত্রণ গ্রহণ করল না ইগর, যদিও সেই সকালে হালকা প্রাতরাশ ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি আর পরের ঘাড় ভেঙ্গে খাওয়াটা ও পছন্দ করে না, বিশেষ করে ওই পরিস্থিতিতে।

'কেন, তোমার খিদে পায়নি? দুপুরেও তো কিছু খাওনি?' বললো পাভেল থলির মুখটা খুলতে খুলতে। 'অনেক খাবার আছে আমাদের কাছে। তার চেয়েও বড় কথা পাঁচজনের র‍্যাশন আছে ওতে, অতএব তোমার ভাগও আছে।'

'তাহলে তোমরা আমার র‍্যাশনও তুলেছ দেখছি?' ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসলো ইগর, 'এবার হয়তো শুনবো আমাকে তোমাদের কর্মীদের দলে ভর্তিও করে নিয়েছ? না, ধন্যবাদ, ওটা আমার জন্যে নয়।'

র‍্যাশন যে সরকারীভাবে তার জন্যে পাঠানো হয়েছে এতে পরিস্থিতিটা অন্য রকম দাঁড়াচ্ছে, তবুও একবার "না" বলে ফেলার পর মত পাল্টানো ইগরের চরিত্রে নেই বা পাভেলের আমন্ত্রণ আর গ্রহণ করা যায় না।

ব্যাগ থেকে পাভেল দুটো সাদা পাউরুটি, মাংসের নানা রকমের টিন, কাগজের ছোট ছোট ঠোঙায় চিনি আর বিস্কুট বের করল, এবং হাতকাটা বর্ষাতির ওপর সাজিয়ে রাখল। কয়েক মুহূর্ত পরে দেখা গেল পাভেল আর সার্জেন্ট মেজর মনের আনন্দে খেয়ে চলেছে। আন্দ্রেই শুধু বিস্কুট খেলো, কোকোটা খাবার সময় যে সে পায়নি সে দুঃখ এখনও তার মনে খচ খচ করছে।

পিছনে হাত রেখে হাঁটতে ইগরের ভাল লাগে, আজও ঠিক সেইভাবে এক পাশে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলো বার্চ গাছের ছায়ায়, যে গাছগুলো জন্মেছে খোলা জায়গার কিনারায়।

দ্বিতীয় দফা চেষ্টা করে ডাকলো, 'ক্যাপ্টেন আনিকুশিন, কাজটা ভাল দেখাচ্ছে না, আমাদের খুব অস্বস্তি হচ্ছে...অন্যেরা খাবে আর একজন এভাবে থাকবে এটা রুশদের মধ্যে প্রচলিত নীতি নয়।'

'কেন? তোমাদের খারাপ লাগবে কেন? তোমরা তো আমাকে খেতে বলেছিলে। আর তোমাদের অনুমতি নিয়েই বলছি, খেতে যদি আমার ইচ্ছে না হয়?'

পাভেল ফ্লাস্কটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'ঝর্ণার জল আছে এতে, তাই একটু খাও। জলটা ঠাণ্ডা, আর এই স্বাদ তুমি শহরে পাবে না।'

'ধন্যবাদ, এবং না।' ইগর এই প্রস্তাবটাও ফিরিয়ে দিল।

খাওয়ার পর অনেকটা জল খেয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি নিয়ে বেতার যন্ত্রটার কাছে বর্ষাতির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল পাভেল। তার ওপর যে সব কাজের ভার ছিল সেগুলো হয়ে গেছে, গুপ্ত ঘাঁটি তৈরী করা হয়েছে, এবার অসীম ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলো, তার চেয়েও বেশি, মনে হচ্ছিল তার শরীরের সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে, কেউ যেন তা নিংড়ে বের করে নিয়েছে। আবার তার মনে পড়তে লাগলো, মেয়ের কথা,

বাড়ির কথা এবং যুদ্ধের আগেকার দশকটিতে তার জীবনযাত্রা আর কাজের কথা, যেগুলো মুছে গেছে অকারণে, যখন পিষে ময়দা করার জন্যে তার ঐ অসাধারণ গমগুলিকে পাঠানোর কথাটা অসহ্য চাপ সৃষ্টি করে দমিয়ে দিচ্ছিল তার মনকে। "গাঁটে গাঁটে ব্যথা, হৃৎপিণ্ডটাকে কুরে কুরে খায়···ব্যাপারটা ভয়ানক, কিন্তু এখন আর করার কিছু নেই। এ নিয়ে চিন্তা করো না।" পাভেল নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'মন থেকে সরিয়ে দাও চিন্তাটা! তোমার গায়ে জোর দরকার এবং এখন ঘুমোতেই হবে।'

গত আট-চল্লিশ ঘণ্টায় কোন রকমে জোর করে দু-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে, এবং এখন সে কথা বেশ কষ্টের সঙ্গেই স্মরণ করতে হচ্ছে তাকে। কিন্তু ঘুমোতে যাবার আগে···।

ইগরকে ও বললো, 'কমরেড ক্যাপ্টেন, অযথা দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। এখানে যে কতক্ষণ থাকতে হবে কেউ বলতে পারে না,' তারপর বর্ষাতিটা দেখিয়ে বললো, 'শুয়ে পড়ো এখানে। আর যদি শুতে ইচ্ছে না হয়, একটু বসে নাও। আন্দ্রেই ক্যাপ্টেনের ব্যাপারটা তুমি একটু দেখো। গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর একটা খবরের কাগজ পেতে দাও।'

আন্দ্রেই কী অবস্থায় আছে সেটা পাভেল ভালই জানে এবং তাকে কাজে ব্যস্ত রাখা ভাল এটা বুঝতে পেরে সে বললো, 'বিশ্রাম নিতে যদি ইচ্ছে না হয় তবে নিজের জায়গায় চলে যাও এবং জায়গাটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নাও, স্বচ্ছন্দ বোধ করতে চেষ্টা কর। তবে সাবধান ঘাস মাড়াবে না আর পায়ের ছাপ রাখবে না।'

কি ধরনের বেতার সংবাদ এলে তাকে জাগাতে হবে সঙ্গে সঙ্গে সেটা সার্জেন্ট মেজরকে বুঝিয়ে দিয়ে যে ভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল করে শুয়ে থাকতে শিখিয়েছে তামান্তসেভ সেই ভাবে শুয়ে পড়লো এবং নিছক ইচ্ছা শক্তির জোরে গা ভাসিয়ে দিল। ও যখন ঠিক ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছে তখন হঠাৎ চমকে লাফিয়ে উঠলো, সার্জেন্ট-মেজরের ডাকে ঘুম ভাঙতেই,— 'কমরেড ক্যাপ্টেন, কমরেড ক্যাপ্টেন। প্রথম সংকেত পাঠাচ্ছে; ১৭০০ এবং সে সকলের জন্যে সংকেতটা বারবার পাঠাচ্ছে: এক হাজার সাতশো······।'

সংকেতের বই অনুসারে প্রথম মানে অভিযান গোষ্ঠীর কর্মী এবং

সংকেতটার অর্থ হলো পূর্ণমাত্রায় অভিযান শুরু হতে ঐ দিনই সন্ধ্যে ১৭ : ০০ সময়ে।

তার মানে আর ঘন্টাখানেক পরে সৈন্যদল জঙ্গলটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করবে, তারা এই ফাঁকা জায়গাটায় পেঁছে যাবে এবং ফলে এই গুপ্ত ঘাঁটি করাটা অর্থহীন হয়ে যাবে। আবার আগেই সেটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে যখন থেকে সৈন্যদল জঙ্গলটাকে ঘেরা শুরু করবে।

এর অর্থ ইগোরভ আর পলিয়াকভ সামরিক অভিযান ২৪ ঘন্টা স্থগিত রাখতে পারলো না। ঐ ককেশীয় ডেপুটি গণ কমিশারটিই দেখা যাচ্ছে ঠিক বলেছিলেন; মস্কোর লোকেদের প্রায় সব সময়েই ভুল করতে দেখা গেছে—তারা তো ব্যাপাটার সঙ্গে জড়িত ছিল এবং খুঁটিনাটি সবই জানতো যার সাহায্যে এতদূর এগিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। প্রচণ্ড অবজ্ঞা দেখিয়ে ও চেঁচিয়ে উঠলো, 'কাল আর আসবে তোমার জীবনে? আসবে না।'

'সব কিছু ভালভাবে যাচ্ছে না মনে হয়। এটা যেন খুব নরম করে বলা হলো কথাটা, এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না তাদের কাছে। অথচ যা কিছুর ভার তোমার উপর ছিল তা তুমি করেছো এবং তুমি অনায়াসে ঘুম দিতে পারো! উত্তেজনা পরিহার করো এবং ঘুমিয়ে পড়ো।' পাভেল নিজেকে বোঝাতে শুরু করলো, 'তুমি ঘুমোতে চাও, তোমার চোখের পাতা সীসের মত ভারী হয়ে উঠেছে। সবকিছু ভুলে যাও, উত্তেজনা পরিহার করে ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমোতে তোমাকে হবেই.........ঘুমোনো তোমার কর্তব্য।

৭৫। ক্যাপ্টেন ইগর আনিকুশিন

এক একটা করে ঘন্টা কাটছে আর ইগরের মেজাজ ক্রমশঃ বিগড়োচ্ছে, যদিও যা কিছু ঘটছে সেটা ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নেবার চেষ্টা করছে এবং সে বিষয়ে দার্শনিক হয়ে উঠতে চাইছে তবুও পারছে না কিছুতেই। খুব সাবধানে বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করলে ক্রমশঃ সেটা বাড়ছিল। একবার হাঁটছে, তো পর মুহূর্তে বসছে কাগজ বিছানো গাছের খুঁটিটার ওপর। একটার পর

একটা সিগারেট খেয়ে চলেছে, যদিও বাবার দেওয়া কাজবেক সিগারেট ও সন্ধ্যে বেলার জন্যে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিল, অন্ততঃ অর্ধেকটাও, পাঁচ জনকে দেখাবার জন্যে যে ও দামী সিগারেট খায়। খুব উৎকৃষ্ট মানের নতুন বুট জুতো পায়ে, এ ধরনের জুতো এর আগে কখনো পরেনি ও, এখন ঘাসের শিশিরে ভিজে ভারী হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলো শুকিয়ে যাবার পর কেমন শক্ত হয়ে যাবে চামড়াটা এবং চিন্তা করতে লাগলো যাতে শক্ত না হয় তার জন্যে চামড়াটাতে কি লাগবে।

স্পেশাল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মানুষটি এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, খাবার ভরা ব্যাগটার ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। বার্চ গাছের তলায় অন্য একটা বর্ষাতির ওপর শুয়ে আছে কোন একজন সিনিয়ার লেফটেনান্ট বা অন্য কেউ, যে কোটটা পরে আছে সেটা নোংরা আর অনেক তালি মারা, বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে (যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ইগর লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছিল না এবং সন্দেহও করতে পারছিল না যে স্যালুট না করার জন্যে এই অফিসারটিকেই ও শহরে ডেকে দাঁড় করিয়েছিল এবং তারপর লোকটা বোকামির ভাণ করেছিল)। সার্জেন্ট মেজরটি রেডিও যন্ত্রটার পাশেই বসেছিল, কানে ইয়ার ফোন লাগানো, নানারকম নকশা আঁকা একটা বহু ব্যবহৃত বই পড়ছিল ও সময় কাটাবার জন্যে, বইটা খুব সম্ভব রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত। এরপরে আছে তোতলা লেফটেনান্টটি, এও পিস্তলের খাপটা পাভেলের মত সামনের দিকে রেখেছে। কথা না বলে মনঃসংযোগ করে ঐ ফাঁকা জায়গাটাতে সেও পায়চারি করছিল।

কতক্ষণ চলবে এসব? যা কিছু ঘটেছে সে সম্বন্ধে ইগর যত ভাবছে ততই হাস্যকর মনে হচ্ছে সবকিছুকে। শ'য়ে শ'য়ে না, হাজারে হাজারে সৈন্য লাগান হয়েছে বড় জোর দু-তিন জন লোককে ধরবার জন্যে। যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিন্নতর সংখ্যার ভারসাম্যের সঙ্গে সে অভ্যস্ত, কিন্তু এই পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না। গত ১৯৪২ সালে, প্রায় দু বছর আগে একটা লড়াইয়ের কথা ওর মনে পড়ল। হয়েছিল স্তালিনগ্রাদের কাছে কোতেলনিকোভোতে। মাত্র ১৯জন সৈনিককে নিয়ে গড়া তার কোম্পানী একটা পাতকুয়াকে দখলে রাখার জন্যে লড়ছিল। আর পাঁচটা কুয়ার মতই অতি সাধারণ একটা কুয়া। তবে স্তেপ অঞ্চলে কুয়া খুব মূল্যবান জিনিস এবং জলের উৎসের জন্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল।

রোদে পোড়া ঘাস…অগ্নিশিখার মত উত্তাপ…ধুলো…বায়ু শূন্যতা। কুয়ার কাছ থেকে ওদের তাড়াবার জন্যে জার্মানরা তৃণভূমিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। তিন দিক থেকে ওর কোম্পানীকে ঘিরে ধরছিল আগুনের শিখা, মেঘের মত ঘন ঝাঁঝাল ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার আড়ালে থেকে জার্মানরা এগিয়ে আসছিল—একটা পূর্ণ শক্তি বিশিষ্ট পদাতিক ব্যাটালিয়ান। ইগরের কোম্পানীতে ছিল মাত্র ১৯ জন সৈনিক, দুটো মেশিনগান আর একটা ট্যাংক বিধ্বংসী কামান…

জার্মানদের মোকাবিলা করার জন্যে হাল্কাভাবে গুলী চালিয়ে লাভ নেই—পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছে, কোম্পানীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ধোঁয়া আর আগুন। জার্মানরা অবিরামভাবে হাতবোমা আর ভারী কামান দেগে চলেছিল। বোমার টুকরো আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছিল ট্রেঞ্চগুলোর ওপর। ধোঁয়ার গন্ধ এত ঝাঁঝাল ছিল যে সৈন্যরা গ্যাস মুখোশ পরতে বাধ্য হল…মুখোশের রবার পুড়তে শুরু করেছিল। সৈন্যদের চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। গায়ে ফোস্কা পড়তে শুরু করেছিল। চারজন সৈনিক তো অন্ধই হয়ে গেল। তাদের পোশাক থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল, আগুনও ধরে গিয়েছিল, তবুও তারা মাটি কামড়ে পড়ে রইল। ঐভাবে দু-এক ঘন্টা নয় পুরো একটা দিন ঘাঁটি দখলে রেখেছিল।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলায় জার্মানরা ট্যাংক পাঠাল। তার মধ্যে তিনটেকে অকেজো করে দিতে পারল তার সৈনিকরা, কিন্তু একটা ট্যাংক তাদের রিজার্ভ ট্রেঞ্চে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, যেখানে ছিল ঐ অন্ধ এবং মারাত্মক-ভাবে জখম হওয়া কিছু সৈনিক। অথচ সেই সৈনিকরাই ঐ ট্যাংকটাকে ধ্বংস করল…বিনিময়ে নিজেদের প্রাণ দিল। পাভেল কি ঐ ধরনের কিছু দেখেছে সারা জীবনে…মুমূর্ষু অন্ধ সৈনিকরা শুধু ট্যাংকের ইঞ্জিনের শব্দ শুনে লক্ষ্য ঠিক করে হাত-বোমা ছুঁড়ছে।

সেদিন সকালে ক্যাপ্টেন (তখন ও লেফটেনান্ট ছিল) হারাল আরও ৬ জন সৈনিক, বাকীদের নিয়ে কুয়াটাকে রক্ষা করতে লাগল সে। পিছিয়ে আসার নির্দেশ যখন এল, তখন ওকে বাদ দিয়ে—মাত্র তিনজনের ফেরার মত অবস্থা ছিল, আর সে নিজেও ইতিমধ্যে দুবার আহত হয়েছে। একমাত্র তখনই তারা একগোছা ট্যাংক বিধ্বংসী

গ্রেনেড দিয়ে কুয়োটাকে ধ্বংস করে দিয়ে চূড়ান্তভাবে পশ্চাদপসরণ করেছিল।

সে সময় কেউ ওর সামনে স্কুলের ছেলের মত বক্তৃতা দেয় নি। সতর্ক প্রহরার কথা বারবার কানের কাছে কেউ বলে নি। একটা বড় রাস্তার সংযোগস্থলে আর একটা অবিস্মরণীয় লড়াইয়ের কথাও তার মনে আছে। এবং আরও অনেক। কত হৃদয় বিদারক লড়াই, কত বেপরোয়া সংগ্রাম! অসম্ভব অসমতা নিয়ে লড়াই করা! যখন শত্রুর সৈন্যের সংখ্যা আমাদের চেয়ে পাঁচ গুণ, দশ গুণ এমনকি পনর গুণ পর্যন্ত বেশি ছিল! সেসব ক্ষেত্রে সংখ্যার ওপর নয়, দক্ষতার ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়েছিল তাদের। এই নিয়মটির ওপরই সৈন্যবাহিনী নির্ভর করে আসছে যুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত হওয়ার যুগ থেকে। সৈন্যবাহিনী দরকার, স্পেশাল বাহিনী নয়। তাদের যত লোক বা জিনিসপত্রের দরকার হয় সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়। এবং তাও যুদ্ধ সীমান্তে যখন ভীষণভাবে সৈন্য ঘাটতি চলছে তখনও।

সতর্ক প্রহরা, গোপনতা অবলম্বন এবং অভিযানের বিশেষ গুরুত্বের তাগিদে মুহূর্তের নোটিশে নিজেদের সাধারণ কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাজার হাজার সৈন্যকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে…কী পাবে মানুষ? নিশ্চয়ই ভাল খাবার আর সামান্য একটু ঘুমোনোর জন্যে এই লোকগুলোকে জঙ্গলে আনা হয় নি? চারশো মিনিটের সিগারেট খাবার বিরতি, আর তার ফাঁকে একটু তন্দ্রা যাওয়া!

এই ধরনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সৈন্যবাহিনীতে যে প্রচলিত ঠাট্টাটা আছে তার কথা মনে পড়ে গেল ইগরের—"একজন স্পেশাল ও একটা ভালুকের মধ্যে পার্থক্য কি? ভালুক ঘুমোয় শুধু শীতকালে, কিন্তু স্পেশালরা ঘুমোয় চব্বিশ ঘন্টা।"

বাইরের সংযম ও আত্ম নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও ঐ সাদা পাঁউরুটিগুলো ইগরের কাছে ষাঁড়ের সামনে লাল কাপড়ের টুকরোর মত লাগছিল। অতি কষ্টে রাগ চেপে রাখল ও। যুদ্ধের ঐ নিস্ফলা বছরগুলিতে সাদা রুটি আর মুখরোচক খাদ্য বিশেষ নিয়ম মেনে শুধু দেওয়া হত হাসপাতালে আহত রোগীদের এবং বিমানকর্মীদের—ওর নিজেরই মনে আছে রোগী হিসেবে থাকাকালীন কত সাবধানে মেপে তার অংশটা তাকে দেওয়া হত—অথচ স্পেশালরা পেট ভরে খাচ্ছে, ওদের জন্যে এসবের ঘাটতি নেই। ব্যাগ

থেকে তারা বড় বড় দুটো পাঁউরুটি বের করে মোটা মোটা টুকরো কেটে খাচ্ছে, যদিও তাদের স্বাস্থ্য চমৎকার এবং আকাশে ওড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু কোন্ অধিকারে?! ইগর ভালভাবেই জানে যে স্পেশালরাও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য সকল অফিসারের মত একই নিয়মের অধীনে। শুধু বিমানকর্মীরা বাদে। তারা এক অলিখিত নতুন আইনের দ্বারা যেন পরিচালিত। কেউ প্রতিবাদ করার নেই, সবাই তাদের ভয় খায়।

অথচ ইগর নিজে কখনও ওসব কথা বলতে ভয় পায় নি এবং এখনও পায় না। অথচ পাভেলকে ও কিছু বলল না। অনর্থক কথা বাড়াতে ও চায় না, কারণ ও জানে ভয়হীন স্পষ্টবাদিতা সাধারণতঃ উদ্ধত মানুষকেও ভয় পাইয়ে দেয়। এমন কি তার তিক্ত মন্তব্যগুলো সম্বন্ধে পাভেলের সহৃদয় প্রতিক্রিয়া এবং তার সহজ সরল ভাব ইগরের কাছে সন্দেহজনক লেগেছে। ওর মতে স্পেশালরা কোন গোপন উদ্দেশ্য ছাড়া কারুর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বা সহৃদয় ব্যবহার করে না।

অন্যদের সঙ্গে সে আবার খাপ খাইয়ে নিতেও পারে না।

বোঝার ওপর শেষ আঁটিটি হল যখন ঐ ছোকরা লেফটেনান্টটি ওকে প্রশ্ন করে করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল: "কমরেড ক্যাপ্টেন, আপনি কি মস্কোর লোক? আপনার মত আগে কাউকে যেন দেখেছি মনে হচ্ছে!" বাজে দাম্ভিক ছোকরা, বাইরের লোককে ঘাবড়ে দিতে চাইছে। ঐ অপচেষ্টাটা ফলবতী হয় নি! এবারে ও ভুল লোকের পাল্লায় পড়েছে!

আর ঐ সার্জেন্ট মেজরটি আধখানা সাদা পাঁউরুটি আর এক টিন ভরতি রসালো সসেজ গোগ্রাসে গিলেছে। ইগর যখন সামরিক হাসপাতালে ছিল তখন ওর বাবা ঐ রকম একটা টিন ওকে পাঠিয়ে ছিলেন। এবং ওয়ার্ডের সব রোগীদের মধ্যে ভাগ করে খেয়ে ছিল, ফলে প্রত্যেকের ভাগে একটা করে জুটেছিল। একটা পুরো বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান ছিলেন ওর বাবা, প্রায় সেনাপতি বলা চলে: গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন এবং লালফৌজে ছিলেন ২৫ বছর। সেই সুযোগ-সুবিধেগুলো পাবার জন্যে এরা কি করেছে?

বার্চ গাছের তলায় শুয়ে থাকা সিনিয়ার লেফটেনান্টকে গারদে পাঠানো উচিত চেহারা নোংরা করে রাখার জন্যে। ট্রেঞ্চ কাটার ব্যাটালিয়ানের সৈনিক হলেও না হয় ঐ ধরনের উর্দি পরার জন্যে ক্ষমা করা যায়, যেন সে কাদামাটি নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু সে তো যোদ্ধা অফিসার। সৈন্যবাহিনীর কোন অফিসার···অমন নোংরা আর এলোমেলো পোশাক পরতে সাহস করবে না, অথচ স্পেশালরা সব ব্যাপারেই পার পেয়ে যায়।

'এতো চিন্তা কিসের, কাল থেকে তো তুমি ওর সঙ্গে আর মাথামাখি করতে যাচ্ছো না'—কথাটা শতবার নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল ইগর, অন্য এক সুন্দর ভাব জগতে চলে গিয়ে তার চিন্তায় ডুবে থাকতে চাইছিল।

দিন ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে, এবং এই লোক দেখানো অভিনয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই তার।

চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। আর এক ঘন্টা পরে বৃদ্ধ বেরিয়ে পড়বে ফুলের তোড়াটা আনবার জন্যে; মুহূর্তের জন্যেও ইগরের সন্দেহ হয় নি যে বৃদ্ধ তার দেওয়া কাজটা করবে এবং সব কিছু ঠিক মত চলবে।

ছোট বেলা থেকেই ইগর বড় খুঁত খুঁতে এবং অপরিচ্ছন্নতা ও একেবারে পছন্দ করে না। সব সময় নাক দিয়ে জল ঝরা এই বৃদ্ধ ইহুদির প্রতি ও কখনই আকৃষ্ট হবার পাত্র নয়। তবে মানুষের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিভা আর শিল্প নৈপুণ্যকে ও শ্রদ্ধা করে, এবং অস্বীকার করার উপায় নেই যে নিজের কাজের জগতে বৃদ্ধ ওস্তাদ। শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় তার কথা স্মরণ করতে লাগলো ইগর। নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের জন্যে তার আবার কষ্টও হচ্ছিল যার জীবন নৃশংসভাবে বরবাদ করে দিয়ে গেছে ঐ যুদ্ধ। হঠাৎ সার্জেন্ট মেজর বেতার কর্মীটি চাপা অথচ উত্তেজিত গলায় কথা বলে উঠলো।

৭৬। "অ্যাকশন স্টেশন"

'কমরেড ক্যাপ্টেন, কমরেড ক্যাপ্টেন।' সার্জেন্ট মেজরটি পাভেলের কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছিল, '৯ নম্বর জানাচ্ছে যে সামরিক পোশাক পরা তিনজন

লোক এইমাত্র তাদের বাঁ দিকের বিভাজিত অংশটা পার হয়ে গেল। তারা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ওদের পিঠে আছে দুটো ব্যাগ আর খোপের মধ্যে পিস্তলও আছে।'

এক লাফে উঠে পড়ে চোখের ইশারায় তামান্তসেভকে দেখিয়ে পাভেল আন্দ্রেইকে বললো, 'ওকে জাগাও।' খুব জোরে ঝাঁকানি দেওয়ার ফলে তামান্তসেভ উঠে বসলো বর্ষাতির ওপর। ঝকঝকে পোশাক পরা ইগরকে দেখে ও আশ্চর্য হয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলো, যেন এখনও ও কোন স্বপ্ন দেখছে।

'ঈশ্বর মঙ্গল করুন।' কোন রকমে কথাটা বললো তামান্তসেভ ঘুমের জন্যে গলাটা এখনও হেঁড়ে লাগছে, আবার তাকালো ক্যাপ্টেন ইগর আনিকুশিনের দিকে, 'একি যীশু নেমে এলেন না কি।'

'কি হল কি তোমার? ঘুমিয়ে কি বুদ্ধি হারিয়ে ফেললে?' শান্ত অথচ নিষ্ঠুর গলায় ধমকে উঠলো পাভেল।

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, নিজের জুনিয়ার অফিসারদের সঙ্গে ব্যবহার করার চমৎকার রীতি দেখছি,' যেন বেশ আহত হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে বললো তামান্তসেভ একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার ফলে মনের বিষণ্ণ ভাবটা কেটে গেছে, বেশ রসিকতা করার মেজাজে ফিরে এসেছে এবং মজা করতে ইচ্ছে করছে: 'একটু ঘুমিয়েই যদি পাল্টে যাই তাহলে কার কি বলার আছে তাতে? তোমার হৃদয়টা পাষাণ।' আড়ামোড়া ভেঙে একটু বকুনী দেবার ভঙ্গীতে বললো, 'এটা কি উচিত কাজ হচ্ছে?'

ফ্লাস্ক থেকে জল নিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নিল পাভেল, রুমাল বের করে বললো, 'তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে তরতাজা হয়ে নাও। ওরা মিনিট পনের মধ্যে চলে আসতে পারে।'

এই কথাটায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। বিদ্যুতের শক্ খাওয়ার মত চট করে লাফিয়ে উঠলো তামান্তসেভ একটু জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা ক'জন আছে?'

'তিনজন…সামরিক পোশাক পরা। কামেনকার দিক থেকে আসছে। সঙ্গে দুটো ব্যাগ আছে, খোপে পিস্তল।'

'ব্যাগ?' নিজের মধ্যের উত্তেজনায় আনন্দ আর চেপে রাখতে পারলো না সে, 'দারুণ ভাল লাগছে। আন্দ্রেই ছোকরা, এসো চট করে জল ঢালো

দেখি।' তারপর বললো, হাতে যদি এখনো পনের মিনিট সময় থাকে, ঘর চিনতে ভুল হবে না।'

'এখানে এসো।'

তামান্তসেভকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাভেল বললো, 'সময় একটুও আর নেই ; আমি চাই তুমি বুদ্ধি দিয়ে কাজ করো। আর কেন বয়স তো যথেষ্ট হয়েছে! ঠিক সন্ধ্যে ৫টায় সামরিক অভিযান শুরু হবে।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত ওরা নিজেদের জেদই বজায় রাখলো,' জোরে মাটিতে থুতু ফেলে তামান্তসেভ বললো ঘড়িটা দেখে নিয়ে। 'বেজন্মা কোথাকার। ওর যদি এন. এফ. আর সেনাপতির কথা না শোনে......', কাঁধ ঝাঁকালো তামান্তসেভ, 'আহত হলে তবে মস্কো আঘাত হানে। তবে ওরা জঙ্গলে চিরুনী-অভিযান শুরু করার আগেই, এই তিনজনকে আমরা সহজেই বেঁধে ফেলতে পারবো।'

'আমিও তাই মনে করি। অবশ্য যদি ওরা বাঁ ধারের পথটা না ধরে। উর্দির কোটটা টেনে টুনে ঠিক করে নিয়ে পাভেল তাকালো যেদিকটায় আন্দ্রেই আর ইগর দাঁড়িয়ে আছে, নিজের হাত-পটিটা কোটের হাতার ওপর দিকে টেনে দিয়ে হুকুম দিল—'সবাই নিজের নিজের অস্ত্র পরীক্ষণ করে নাও এবং উর্দি টান টান করে নাও। জিজ্ঞেস কিছু করার থাকলে, এখুনি করো।'

নিজের উর্দিটা দেখে নিল ইগর, তার পাভেলের মতো নিজের হাত-পটিটাও টেনে তুলে দিলো ওপর দিকে আর নতুন ঝকঝকে বুট জুতোর ডগাটা ঝেড়ে নিলো।

পাভেল ইগরের কাছে গিয়ে বললো, 'কমরেড ক্যাপ্টেন, তোমাকে কি করতে হবে নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার?

'এখনও পর্যন্ত তো ভুলি নি।'

'পরীক্ষা করার ব্যাপারটা পর পর কি ভাবে করা হবে সেটা আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি—প্রথমে মূল কাগজপত্র দেখতে হবে, পরে কম দরকারী এবং তারপর ব্যাগ! আমি যদি জিনিসের তল্লাশী নিতে শুরু করি, তাহলে বুঝবে দরকার আছে তাই করছি। যাই ঘটুক না কেন আমার সব কাজ এবং যা যা বলবো সব কিছুকেই তুমি সমর্থন করবে।

আর তুমি যা যা বলবে আমি সমর্থন করবো ! খুব ঠাণ্ডা মাথায় নিস্পৃহভাব দেখিয়ে কাজ করতে হবে। তেমন কিছু ঘটলে গুলী চালাবে তবে শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করে। এমন কি ওরা যদি তোমায় খুনও করতে চায় তখনও ওই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করে গুলী করতে হবে। আর কিছু প্রশ্ন আছে ?"

'না।'

তামান্তসেভ ইতিমধ্যে মুখ ধুয়ে কোটের হাতায় মুখ মুছে নিয়েছে, একটু পরে দ্বিতীয় পিস্তল ভরা খাপটা ব্যাগ থেকে বের করে এনে দিলো ; ওটা হাতে পেয়ে পাভেল হুকুম দিল, 'আমার সঙ্গে এসো।'

ঝোপের মধ্যে আন্দ্রেই ঢুকে পড়েছে এবং বাকীরা ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগোতে যাবে এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে সার্জেন্ট মেজরের ডাক শুনতে পেলো—'কমরেড ক্যাপ্টেন, এক নম্বর খবর পাঠাচ্ছে যে সব কর্মী যেন এখুনি নিজেদের ইউনিটে ফিরে যায়।'

এর অর্থ হল সবাইকে এই মুহূর্তে জঙ্গল ছাড়তে হবে। পাভেল বেতার যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো সার্জেন্ট মেজরের দিকে —অন্যেরাও নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো।

'ওদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে', বিরক্ত হয়ে তামান্তসেভ বলে উঠলো, 'ওরা কি বলছে বুঝতে পারছে ? যে যায় যাক, আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছ, এক নম্বর নয়, আমি বললেই হবে। তুমি শুধু যাচ্ছই না, দৌড়তে হবে তোমাকে।' পাভেল ওকে আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বললো, 'ডবল জোরে দৌড়াও, ফাঁকা জায়গায় যাও।' হুকুম দিলো পাভেল।

এক ইঞ্চিও না নড়ে তামান্তসেভ বললো, 'ঠিক আছে, আমি না হয় দৌড়চ্ছি, কিন্তু তুমি কি করবে ? তুমিও কি ওদের কাছে মাথা নীচু করবে ? ওরা বেশ পাশ কাটিয়ে নিজেদের নিরাপদে রাখছে। ওরা কি আমাদের চামড়া বাঁচাবার জন্যে চিন্তান্বিত ? বিশেষ করে যখন আমরা নিজে নিজে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে এগোই, যখন বেআইনী দলগুলো ঘোরাফের করে ? ঝুঁকি না নিলে লাভও হয় না। নতুন করে আমাদের আর কি ঘটতে পারে ? তল্লাশী দলের সঙ্গে গুলী চালানোর প্রতিযোগিতাও তো

কেউ করতে যাচ্ছে না। বেশ বিধিসম্মতভাবে হাত তুলবো আমরা, ব্যাস ফুরিয়ে যাবে। খুব খারাপ কিছু হলে বড়জোর কেউ কেউ গুলীতে জখম হবে। কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গুলী করার হুকুম তো আছেই। জীবন্ত টোপ সমেত গুপ্তঘাঁটি হাজার গুণ বেশি বিপজ্জনক! ঝুঁকি না নিলে লাভও হয় না?' তামান্তসেভ কথাটা আবার বললো। হঠাৎ ফিরে দেখে আন্দ্রেই বা ইগর কেহই ওখানে দাঁড়িয়ে নেই, মরীয়া হয়ে ও ফিসফিস করে বলে উঠলো, 'পাভেল, এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারি না আমরা! আমি যেতে রাজী নই। আমি শিশুও নই, বা শিক্ষার্থীও নয়, পলাতক শত্রুসৈন্যকে খুঁজে বের করে খতম করার জন্যে আমি চার-চারটে পদক পেয়েছি, আর আমি জোর দিয়ে বলছি তুমি আমার বক্তব্যটা একটু বিবেচনা করে দেখো। সেনাপতিকে এখুনি বেতারে খবর দাও! এখুনি। হাতজোড় করে বলছি, আমার এটা দাবীও বটে! সব দোষ তুমি আমার ঘাড়ে চাপাতে পারো! তার জবাবদিহি আমি করবো। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না কেন তুমি?! পরিস্থিতিটার কথা একবার চিন্তা করো…নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারবে?! ঘেরাও হওয়া পর্যন্ত ঐ তিনজনকে একলা এখানে ছেড়ে যেতে পারি না আমরা, পারি কি?! সত্যি সত্যিই ওরা যদি গিয়েমেন অভিযানের লোক হয়? একবার চিন্তা করে দেখো সেটা কি দাঁড়াবে। ওরা কিছুতেই ওদের জ্যান্ত ধরতে পারবে না। এবং "সত্যের মুহূর্তটারই" বা কি হবে? নিজেদের কথা ভাববার সময় নেই আমাদের, কাজটাই এখন সব।'

'তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে? নিজের ঘাঁটিতে যাও।' আবার হুকুম দিলো পাভেল, এবার গলার সুরে এমন একটা কড়াভাব ছিলো যাতে প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই, জোর দৌড়োও।'

কীই বা ঘটতে পারে? হয় ইগোরভ ন'নম্বরের কাছ থেকে তিনজন অজ্ঞাত লোক সম্বন্ধে খবর পান নি, নয়…

দৌড়ে পাভেল চলে এলো বেতার যন্ত্রটার কাছে, একটা ইয়ার ফোন ও কানে দিতে চায় এই ইশারাটা করলো সার্জেন্ট মেজরকে লক্ষ্য করে, তারপর বললো, প্রথম নম্বরকে বলো: খবরটা ঠিক মতো বোঝা যায় নি, আবার পাঠানো হোক।'

সার্জেন্ট মেজর একটা আঙুল তুললো যার অর্থ ও একটা খবর শুনছে এবং পাওয়া খবরটা লিখতে লাগলো। তারপর পাভলের দিকে মুখ বললো,

'প্রথম প্রত্যেকের জন্যে একই নির্দেশ, আবার পাঠাচ্ছে: নিজের নিজের ইউনিটে এখুনি ফিরে যাও।'

ইগোরভের সিদ্ধান্তের পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে তাই অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগলো পাভেল পাগলের মতো। কী ঘটে থাকতে পারে এর জন্যে? জঙ্গলে তল্লাশী চালাবে যে সেনাদল তাদের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থানরত অভিযান সংক্রান্ত দলগুলির মধ্যে অকারণে গোলাগুলি চলতে পারে এই আশঙ্কায় নিশ্চয়ই নয়, ন' নম্বর দলের নেতা কাশুিয়াবা তো প্রচণ্ড অভিজ্ঞ: এখন যারা জঙ্গলে আছে দূর থেকে এক নজর দেখেই তাদের চিনতে পারবে সে এবং খুব সম্ভব ভুল করবে না। তার মানে তিনজন, আগন্তুক সংক্রান্ত তার পাঠানো খবরটা ইগোরভের কাছে পৌঁছোয় নি—কিংবা কোনো কারণে খবরটা তাঁকে দেওয়া হয়নি কিংবা...

আর একটা ব্যাপার পাভেল ঠিক বুঝতে পারছিল না, জঙ্গলের পরিসীমা বরাবর জঙ্গলে ঢোকার যতগুলো পথ আছে তার ওপর নজর রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ৭টা বেজে ১০ মিনিটে। যারা পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি স্থাপনের আয়োজন করছিল তারা জানিয়েছে যে সকালের দিকে দুজন যুবক লেবু গাছের বাকলের তৈরী ঝুড়ি নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে কামেনকার দিক থেকে এবং জঙ্গলের মধ্যে আটকে পড়া দুজন জার্মান, লম্বা চুল আর লম্বা দাড়ীওলা, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিম দিকে চলে গেছে (অকারণ গণ্ডগোল এড়াবার জন্য পলিয়াকভ নির্দেশ দিয়েছিল জঙ্গল থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে যেতে দিতে) এবং সবশেষে একজন সার্জেন্ট লরী-চালক বড় রাস্তার পাশে লরী দাঁড় করিয়ে রেখে জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে গিয়েছিল কয়েকজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে।

অবশ্য সামরিক পোশাক পরা তিনজন পুরুষের কোন খবর আসে নি সকালের মধ্যে। তার মানে তারা আরও আগে নিশ্চয়ই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে—হয় ঊষাকালে কিংবা আগের দিনও হতে পারে, অবশ্য তার সম্ভাবনা কম।

যেকোন মুহূর্তে তারা এখানে এই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়তে পারে, যদি না তারা ঐ সরু জায়গাটার বাঁ ধার দিয়ে যায়, অতএব বেতার মারফতে কোন শ্রেণীর তা জানার সময় নেই। সহজতম কাজটি হবে হুকুম পালন করা ও জঙ্গল ছেড়ে চলে যাওয়া, কিন্তু পাভেল ঠিক করল থেকে যাবে,

কারণ ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তার সিদ্ধান্তের পিছনে প্রধান কারণটি হল তার এই বিশ্বাস যে ফাঁকা জায়গার দিকে এগিয়ে ঐ তিনজন লোকের কথা নিশ্চয়ই ইগোরভ শোনেন নি।

'মনে করিয়ে দিচ্ছি, গুলীর শব্দ বা শুধু এমনি গোলমালের শব্দ শুনলেই বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে চলে আসবে এখানে...এবং ফাঁকা জায়গা থেকে বেরিয়ে যাবার পথটা বিচ্ছিন্ন করে দাও!' পাভেল সার্জেন্ট মেজরকে উপদেশ দিচ্ছিল; 'কোনক্রমেই ওদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া অন্য কোথাও গুলী করবে না।'

পর মুহূর্তেই দেখা গেল পাভেল ছুটছে ফাঁকা জায়গাটার দিকে। 'শেষ নির্দেশটা আমাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়', ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তামান্তসেভ, আন্দ্রেই আর ইগরের সামনে গিয়ে কথাটা ঘোষণা করল যে, ঐ তিনজন একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। 'আমার সব নির্দেশ বলবৎ রইল। আমরা ওদের মোকাবিলা করব এখানে, অবশ্য যদি তারা আমাদের দিকে আসে। পরীক্ষা করার প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত সবাই সতর্ক থাকবে। যাও সবাই নিজের জায়গায় যাও।'

৭৭। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

সাংকেতিক তারবার্তা

জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

এতদ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে আপনার...নং পত্রে আপনি যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন স্তাভকা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

আজ সূর্য অস্ত যাবার আগে, বিকেল ৫টার আগে, সিলোভিচি জঙ্গলে পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালাতেই হবে। এইবার আমরা এটাকে সাম্প্রতিকতম সম্ভাব্য হিসাবে স্তাভকাকে জানিয়েছি এবং এর পরেও যদি দেরী করা হয় তবে সেটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হওয়া বলে ধরা হবে এবং তার আনুষঙ্গিক পরিণতির জন্যেও দায়ী থাকতে হবে।

আপনাকে এ নির্দেশও দেওয়া হচ্ছে যে অভিযান শেষ হবার পর অন্যান্য সীমান্ত থেকে আসা নিরাপত্তা বাহিনীর সব কটি সাব-ইউনিটকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে এবং তারা যেন নিজেদের গন্তব্যস্থানে রাত ১১টার আগে রওয়ানা হয়ে যায়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে নিয়েমেন অভিযান যদি আগামী চোদ্দ ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ করা না হয় অর্থাৎ এজেন্টদের যদি গ্রেপ্তার করা এবং বেতার প্রেরক যন্ত্র যদি আটক করা না হয়, তবে আপনি এবং লেফটেনান্ট-কর্ণেল পলিয়াকভ নিজ নিজ বর্তমান পদ থেকে বিচ্যুত হবেন এবং বিশেষ আদালতে আপনাদের বিচার হবে।

কলিবানভ।

সাংকেতিক তারবার্তা

জরুরী।

লুকিন সমীপে,

আপনি ভুল করে কর্ণেল এ. য়েমেন্কো এবং ক্যাপ্টেন বোদরভকে গ্রেপ্তার করেছেন, তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিন।

একজন স্টাফ অফিসারের গাফিলতির জন্যে সৈন্যবাহিনীর ০৬৩৮১ নং ইউনিট থেকে সংকেত চিহ্ন বিশিষ্ট পুরনো ফর্মার ভ্রমণ পরোয়ানাগুলিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় নি, যার প্রমাণ পাওয়া গেছে পরোয়ানাগুলি যাচাই করার সময়।

পলিয়াকভ।

বেতার দূরভাষ সংবাদ

জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত তদন্তে অংশ নেবার জন্য আজ ভোর চারটের সময় পেত্রোজাভোদস্ক থেকে কারেলিয়ান যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের যে ২৭ জন অফিসারকে বিমানে করে

পাঠানো হয়েছিল আপনার প্রতিবেদনে তার কোন উল্লেখ নেই। ব্যাপারটি নিজে খোঁজ নিয়ে অবিলম্বে আমাদের জানান।

কলিবানভ।

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী।

ক'লবানভ সমীপে,

১৯৪৪ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখের......নং চিঠির উত্তরে;

বর্তমানে কড়ানজরদারী চলাকালীন চেক্‌্ল এবং উইনসেন্টি কোমারনিকিকে গ্রেপ্তার করা বা বন্দী করা এই পর্যায়ে অসময়োচিত ও অবিবেচনার কাজ হবে।

পলিয়াকভ।

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী।

কলিবানভ সমীপে, মস্কো,

সিলোভিচি জঙ্গলে এই তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত নতুন অভিযান-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে এখনও পর্যন্ত (বিকেল ৪টা) কোন ফল পাওয়া যায়নি।

পূর্ণমাত্রায় সামরিক অভিযান চালাবার জন্য নির্দেশিত ইউনিটকে নিয়ে বারোটি কনভয় করে লরীগুলি তাদের ঘাঁটি থেকে বিকেল ৪টে বেজে ৩ মিনিটে বেরিয়ে পড়েছে যাতে তারা ৪টে বেজে ৫০ মিনিটের মধ্যে "নাগর-দোলার" কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

সুতরাং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ এড়াতে সমস্ত লোককে বিকেল ৪টে ৫ মিনিটে জঙ্গল ছাড়তে নির্দেশ দেবে।

ইগোরভ।

৭৮। দলিলপত্রের যাচাই

দশ মিনিট কিংবা তারও বেশি সময় কেটে গেল কিন্তু ফাঁকা জায়গাতে কেউ এল না। একে অপরের থেকে প্রায় সাত পা ব্যবধানে ঝোপের মধ্যে শান্তভাবে কান খাড়া করে অপেক্ষা করছিল তামান্তসেভ আর আন্দ্রেই।

জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে তখনও সূর্যকে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের আলোতে উত্তাপও আছে : বৃষ্টি-স্নাত মাটির বুক থেকে সহজেই চোখে পড়া অস্পষ্ট কুয়াশার মত মনমাতাল করা সুগন্ধ বাতাসকে সুরভিত করছে।

বাতাস মন্দগতি হয়েছে একটু, ঘাসের মধ্যে অক্লান্তভাবে ডেকে চলেছে ঝিঁঝিঁ পোকা ; অনেক উঁচুতে আকাশে সারসগুলো ডাকতে শুরু করেছে যেন পৃথিবীর সবাইকে তারা বিদায় জানাচ্ছে। অথচ আপ্রাণ চেষ্টা করেও তামান্তসেভ আর আন্দ্রেই কোন মানুষের আসার পায়ের শব্দ শুনতে পেল না।

"আমরা ভুল জায়গায় নেই তো ?" হতাশ হয়ে আন্দ্রেই চিন্তা করলো এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তামান্তসেভকে হাত তুলতে দেখলো, ওকে সতর্ক করা হচ্ছে ; কয়েক সেকেণ্ড পরে আন্দ্রেই নিজেই প্রায় শোনা যায় না এমন অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

ঘড়িটা দেখে নিলো তামান্তসেভ, পরে যে প্রতিবেদন লিখতে হবে সে সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকে সে, এবং তারপর "উত্তেজনা কমাবার" জন্যে হাত দুটো পাশে ঝুলিয়ে দাঁড়াল। তারপর খাপে হাত দিল।

দুজনেই আগ্নেয়াস্ত্র বের করল—আন্দ্রেই তার টি. টি. পিস্তল, তামান্তসেভ তার চির-বিশ্বস্ত রিভলভার, এই ধরনের পরিস্থিতিতে অন্য যে কোন অস্ত্রের চেয়ে এটাকেই তার বেশি পছন্দ। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, একথা সে কখনই বলতো না যে "সে একটা অস্ত্র বের করল" বা "পিস্তল বের করল"। সাধারণতঃ ও বলতো 'নলটা খুলল'। কোমরের পিছনে বাঁ দিকে ঝুলছিল তার দ্বিতীয় রিভলভারটা, ওটাকে ও ঘুরিয়ে সামনে এনে খুলে রাখল।

একটু শব্দ না করে আন্দ্রেই তার পিস্তলের সেফটি ক্যাচটা খুলে রাখল, তারপর স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

মৃদু কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে আসছে। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা তামান্তসেভ বা আন্দ্রেই কাউকেই দেখতে পেল না, কিন্তু এদের কাছ থেকে নব্বই গজ দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা পাভেল সামরিক উর্দি পরা তিনজনকে দেখতে পাচ্ছিল। যারা ফাঁকা জায়গাটায় এসেছিল জঙ্গলের অন্য দিক থেকে এবং সাবধানে পা গুণে গুণে হাঁটছিল।

হিসেব মত যতক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত তা করে পাভেল এগিয়ে গেল যে পথ দিয়ে ইগর আসছিল সেই দিকে। এদের দেখেই ওরা তিনজন

কথা বলা বন্ধ করে দিল। পাঁচজন মানুষ তখন ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে। বিপরীত দিকের অপরিচিতদের ভাল করে দেখতে দেখতে।

আন্দ্রেই আর তামাস্তসেভ যে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তার উল্টো দিকে একটা পচা গুঁড়ির কাছে উভয় পক্ষে মুখোমুখি হল পাভেলের হিসেব অনুযায়ী। পরস্পরকে অভিবাদন জানাবার পর, স্যালুট করার ভঙ্গীতে টুপিতে হাত ঠেকিয়ে রাখা অবস্থাতেই ইগর অনুরোধ জানাল; 'কমরেড অফিসাররা, দয়া করে আপনাদের কাগজপত্র দেখান। আমরা কমাণ্ডান্টের প্রহরী বাহিনী।'

ঐ তিনজনের মধ্যে একজনের মাথা কামানো, তকমা দেখে মনে হল উনি একজন ক্যাপ্টেন, প্রশ্ন করলেন, 'এই ধরনের পরীক্ষা করার পরোয়ানা আপনাদের যদি থাকে আমাকে দেখান।' ক্যাপ্টেনটি খুব শান্তভাবে কথা বলছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি জানতেন যে জঙ্গলের মধ্যে তাঁকে তাঁর কাগজপত্র পরীক্ষা করাবার জন্যে দেখাতে হতে পারে এবং যত অর্থহীন বা অপ্রীতিকর হোক না কেন অপরিহার্য নিয়মগুলো পালন করতেই হবে। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?'

ক্যাপ্টেনটির বাঁ ধারে গুপ্ত ঘাঁটির বেশ কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল একজন সিনিয়ার লেফটেনান্ট, বেশ লম্বা, গড়ন মজবুত, বয়স তিরিশ বা সামান্য বেশি এবং তার ডান ধারে ছিল একজন কম বয়সী লেফটেনান্ট, এরও স্বাস্থ্য খুব ভাল, কাঁধটা চওড়া। তিনজনেই সাধারণ অফিসারের গ্রীষ্মকালীন উর্দি পরেছিল (অন্যদের তুলনায় লেফটেনান্টের পোশাক একটু বেশি নতুন), বাঁকা টুপি আর পদাতিক বাহিনীর তকমা আঁটা। ক্যাপ্টেনের কোটে বাঁ ধারের পকেটের ওপর একসার মেডেল-রিবন দেখা যাচ্ছিল এবং ডান ধারের পকেটের ওপর হলুদ এবং লাল প্যাঁচানো ডোরা কাটা চিহ্ন।

জ্যাকেটের পকেট থেকে ইগর তার কাগজপত্র আর পরোয়ানা বের করল, তারপর ওগুলো খুলে বাঁ হাতে বাড়িয়ে দিল মাথা কামানো ক্যাপ্টেনটির দিকে। আর একবার টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে নিজের পরিচয় দিল, 'ক্যাপ্টেন আনিকুশিন, ১২৬ নম্বর স্টেজিং এলাকার সামরিক কমাণ্ডান্টের সহকারী।'

'আনিকুশিন?...আনিকুশিন!...এই, এই তাহলে ভ্যালেনতিনের

দাদা।' এবং তখনই আন্দ্রেইয়ের মনে পড়ল কমাণ্ডান্টের এই সহকারীটিকে আগে কোথায় দেখেছিল।

যুদ্ধের বহু আগে একবার বসন্তকালে তার বন্ধু ও সহপাঠী ভ্যালেনটিন আনিকুশিন একজন সুন্দর চেহারার যুবককে, যে যুবকটি তভের বুলেভার্দে একটি মেয়ের সঙ্গে বেড়াচ্ছিল, তাকে দেখিয়ে বেশ গর্ব করে বলেছিল, 'ঐ আমার দাদা। শিগ্‌গীরই সঙ্গীত বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরোবে! দ্বিতীয় চালিয়াপিন—বিস্ময়কর প্রতিভা!'

ভ্যালেনতিন সব সময়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। তাই তার কথায় তত গুরুত্ব দিই নি, কিন্তু তবুও সেই "বিস্ময়কর প্রতিভার" দিকে আর একবার না তাকিয়ে পারে নি আন্দ্রেই, ফলে ও আর ভ্যালেনতিন জ্যৈষ্ঠ্য শ্রীমান আনিকুশিনকে অনুসরণ করেছিল। যদিও ও যখন পিছন ফিরে তাকিয়ে বুঝতে পারল ছোকরা দুটো দুষ্টুবুদ্ধি নিয়ে হয়তো পিছু নিয়েছে, তখন ও তার মেয়েবন্ধুকে আড়াল করে এমনভাবে ঘুষি দেখাচ্ছিল যে আমরা সঙ্গে সঙ্গে এগোনো বন্ধ করেছিলাম।

বাড়িতে ফিরে ভ্যালেনতিন একটা ছোট বাক্স নিয়ে এলো এবং কতক-গুলো খবরের কাগজের কাটা টুকরো বের করে সামনে মেলে ধরলো তার বক্তব্যের সমর্থনে—নেঝদানোভা আর কজলোভস্কির মতো বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরা সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তরুণ সঙ্গীত প্রতিভাদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তার দাদা আনিকুশিন সম্বন্ধে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন। যেমন নেঝদানোভা তো ওকে "ভবিষ্যতের রুশ সপ্তম সুরের গায়ক" বলেছেন, তখন অবশ্য "সপ্তম সুরের" গায়ক কথাটার মানে জানতো না আন্দ্রেই এবং তবে প্রত্যেকটি কথা মুখস্থ করে নিয়ে ছিল।

ভ্যালেনতিনের কথা পরিষ্কার মনে আছে আন্দ্রেইয়ের, ছটফটে, সব সময়ে কিছু না কিছু কাজ নিয়ে থাকতো, প্রায় এক বছর আগে ওবেলের কাছে একটা ট্যাংকের মধ্যে পুড়ে মারা গেছে ও; এবং সেই মুহূর্ত থেকে নিজের অজ্ঞাতসারেই আন্দ্রেই ইগরকে ঠিক সেই রকম ভালবেসে ফেললো এবং সহানুভূতি হলে যেমন হতো তার ছোট ভাই ভ্যালেন্তিন সম্বন্ধে।

ইতিমধ্যে মাথা-কামানো ক্যাপটেনটি তার নিজের সামরিক পাশ; ঘেরা-ফেরা করার পরোয়ানা বের করে ইগরকে দিলো। অন্য দুজনও (স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল এরা দুজনে ক্যাপ্টেনের অধঃস্তন কর্মচারী) সঙ্গে

সঙ্গে তাই করলো এবং নিজেদের পাশগুলো বের করে দেখালো। পাভেল ওদের পাশ খুলে পরীক্ষা করতে লাগলো এবং ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে পড়তে লাগলো যেমন করে প্রত্যেকটি নম্বর উচ্চারণ করে পড়ে অপটু পড়ুয়ারা।

ঠিক সেই মুহূর্তে হ্যাজেল গাছের ঝোপের পিছনে আন্দ্রেইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নিজের তকমাটা ছুঁয়ে দুটো আঙুল তুলে লেফটেনান্টের দুটি তারার কথা ইশারায় জানালো তামান্তসেভ। তার অর্থ: "তুমি লেফটেনান্টের ভার নেবে।" ঘাড় নেড়ে আন্দ্রেই জানালো সে বুঝেছে কথাটা। ঝোপের পাতার মধ্যে দিয়ে একটা লম্বালম্বি ফোকর হয়ে আছে, তাতে চোখ লাগিয়ে সে তিনজন লোককেই উরুর ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল, যার মানে ও ওদের যে কোনো একজনের "ভার" নিতে পারবে।

মাথা কামানো ক্যাপ্টেনের দেওয়া কাগজপত্র ইগর দিল পাভেলকে এবং পাভেল যে-সব ভ্রমণ পরোয়ানা যাচাই করছিল সেগুলো দিল ইগরের হাতে এবং পরীক্ষার কাজ চলতে লাগল।

'ভিলনিয়াম ...... লিডা ...... এবং সংলগ্ন এলাকা', পাভেল জোরে জোরে পড়ল, তারপর কি যেন একটা বুঝতে পারছে না এমন ভাব দেখিয়ে মুখ তুলে প্রশ্ন করল—'তাহলে এই জঙ্গলে কি করতে এসেছেন?'

'হয়তো অনুমান করছেন যে আমরা এখানে বেড়াতে আসি নি', একটু হেসে উত্তর দিল ক্যাপ্টেন।

'না, সে রকম কোন অনুমান করিনি', যতোটা সম্ভব সহজ আর সরল অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে বললো পাভেল, 'কিন্তু ওখানে কী করছেন আপনারা?'

'সব লেখা আছে, পড়ে নিন, পরোয়ানার ওপর আংগুলের খোঁচা দিয়ে বললো ক্যাপ্টেন।

আবার পাভেল হাঁ করে তাকালো কাগজ-পত্রের দিকে। 'কিন্তু আপনার ইউনিট কোথায় আছে?' ইচ্ছাকৃত হাইটা চাপা দিয়ে বললো পাভেল।

'এটা আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি কমরেড ক্যাপ্টেন যে এই ধরনের কথাবার্তা চালানোর জন্যে এই জঙ্গলটা প্রশস্ত জায়গা নয়। আমি বলছিলাম কি ...।'

'কেন নয় ?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল পাভেল, 'সতর্ক থাকলে অবশ্য-ভাবীই হয়...আমরা কিন্তু কমাণ্ডান্টের স্টাফের অফিসার, আমাদের কাছ থেকে অন্য কি ধরনের কথাবার্তা আশা করেন।...তাছাড়া আপনি জানেন, আমরা ছাড়া কেউ যে নেই তাতো দেখতেই পাচ্ছেন।' এবং তার কথাটাই যে ঠিক সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে একবার চারপাশে তাকিয়ে নিলো। 'আর কে আছে যে আমাদের কথা শুনতে পারবে ?"

'সামরিক হাসপাতালে কার অধীনে ছিলেন আপনি ?' অন্য একজন অফিসারের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ ইগর প্রশ্নটা করে বসলো ক্যাপ্টেনকে।

'অধীনে বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ?' প্রশ্নটা শুনে একটু হতভম্ব হয়ে জানতে চাইলেন ক্যাপটেন।

'মানে আপনি কার বিভাগে ছিলেন ?'

'তৃতীয় শল্য-চিকিৎসা বিভাগে। মেজর লোক্তোভস্কির অধীনে।...... ঐ হাসপাতালটাকে আপনি চিনতেন কি ?'

'সামান্য'।

'এখন ওটা লিডাতে চলে গেছে ?' ক্যাপ্টেন খবরটা দিলেন, ইগরও ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

তারপর পাভেল জিজ্ঞের করল, 'এখন কোত্থেকে আসছেন আপনারা ?'

'ক্যামেনকা।'

'যাবেন কোথায় ?'

'এই মুহূর্তে চলেছি শিলোভিচি দিকে।'

'এবং তারপর ?'

'লিডাতে।'

যেদিকে এরা চলেছে তার সঙ্গে উত্তরগুলো মিলে গেল এবং ওরাও বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না করে সোজাসুজি উত্তর দিচ্ছিলো। ওদের ইউনিট এখন কোথায় ঘাঁটি পেতেছে ওটা বলার ব্যাপারে তাদের অনিচ্ছার কারণটা বোঝা যায় এবং তার জন্যে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

কাগজপত্র মনোযোগ দিয়ে পড়ার সময় পাভেলের ঠোঁটটা নড়ছিল। ক্যাপ্টেন এলাতোমৎসেভকে ("এবং সঙ্গে দুজন অফিসার") ১৯৪৪ সালের

১১ই তারিখে দেওয়া ভ্রমণ-পরোয়ানাটা একেবারে বিধিসম্মত। ছোট অক্ষরে ছাপা ("সামরিক পদমর্যাদা, পদবী ও ভ্রমণ-পরোয়ানাতে অধিকারীর স্বাক্ষর") লাইনে "পদমর্যাদা" শব্দটির পরে কমার জায়গায় দাঁড়ি আছে, এবং কাগজপত্রে অন্যান্য সাংকেতিক চিহ্নগুলোও আছে।

গন্তব্যস্থলের তলায় যে লেখাটা আছে সেটা পাভেল পড়লো—ভিল-নিয়াস, লিডা এবং সংলগ্ন এলাকা; কর্মভার কথাটার তলায় গতানুগতিক অস্পষ্ট ভাষায় লেখা—'হাই কমাণ্ডের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা'। সময় দেওয়া আছে ১১ থেকে ২০শে আগস্ট। কাগজের পিছনে ভিলনিয়াস ও লিডার স্টেজিং এলাকার সরকারী ছাপ মারা।

তিনজনেরই আচরণ শান্ত ও স্বাভাবিক, মুখের মধ্যে উত্তেজনার ছাপ নেই। তাদের মূল কাগজপত্র বিধিসম্মত—নিছক ভ্রমণ পরোয়ানা নয়, এক ধরনের অনুমতিপত্র, যেগুলো সর্বতোভাবে প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

৭৯। তামান্তসেভ

শেষ ইঞ্চি পর্যন্ত সব কিছু নিখুঁতভাবে হিসেব করে রেখেছিল পাভেল। অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে এ কাজটা করা খুব কঠিন তাই আমি তাকে এগিয়ে যাবার সংকেত দিলাম।

গুপ্ত ঘাঁটির ঠিক সামনেই দলটা দাঁড়িয়েছিল। দলটা এবং তিনজনকেই আমি উরুর ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

সিনিয়ার লেফটেনান্ট এবং লেফটেনান্টের পিঠে ব্যাগ এবং সেগুলোর আকারটা গোল ছিল বলে বোঝা যাচ্ছিল যে কিছু নরম জিনিস তার মধ্যে ঢোকানো আছে, যদিও তাতে কিছুই যায় আসে না: বেতার প্রেরক যন্ত্রগুলোও সাধারণতঃ হাতকাটা বর্ষাদি বা বাড়তি অন্তর্বাসে জড়িয়ে রাখা হয়।

দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ-বিশিষ্ট ক্যাপ্টেনের সুন্দর মুখটা আমার ভাল লাগছিল, মুখে ঔদ্ধত্যের কোন ছাপ ছিল না। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও বেশ শান্তশিষ্ট মানুষ সব কিছুই সে অনায়াসে করে থাকে ঠিক এই ধরনের মানুষদেরই আমি পছন্দ করি। দ্বিতীয় জন ঐ সিনিয়ার লেফটেনান্টকে

দেখে বালাক্লাভার একজন স্টিভেডারের কথা মনে পড়ছিল আমার, ওর ডাক নাম ছিল নুডল, নিজের এলাকায় মাতাল হিসেবে ওর কুখ্যাতি ছিল, একটু বেশি মদ খাওয়া হলেই ও মাটির পাত্রের হাতল ধরে নিজের মাথায় মেরে মেরে ভাঙত, বোকা-হাঁদারা এতে বেশ মজা পেত। তবে নুডল বোধ হয় আরো একটু গাঁট্টাগোঁট্টা এবং চেহারাও একেবারে এক রকম নয়, অথচ দুজনের মুখের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে, ফলে দেখামাত্র আমি ঐ সিনিয়ার লেফটেনান্টের নতুন নাম দিলাম "নুডল।"

তৃতীয় ব্যক্তি—লেটেনান্টটি খুব সাধারণ চেহারার মানুষ—কম বয়সী প্লেটুন কমাণ্ডাররা যেমন হয়ে থাকে তেমন দেখতে এবং কী জানি কেন আমার মনে হল এরাই যদি এজেন্ট হয় তবে এই ছোকরাই খুব সম্ভব বেতার কর্মী।

পাভেল অবশ্য নিভুর্লভাবে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলবে এরা কারা। আমি জানি যে কাজটা ওকে দেওয়া হয়েছে সেটা আমার আর আন্দ্রেইয়ের চেয়েও শক্ত কাজ : ওর কাজটা অনেক বেশি জটিল এবং তার সঙ্গে যে উত্তেজনা জড়িয়ে আছে সেটাও আমি উপলব্ধি করতে পারি।

ঐসব কাগজপত্র যাচাই করার সময়, সেগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করার সময় তদন্ত ফাইলগুলোতে উল্লেখ করা শত শত বর্ণনায় যে-সব খুঁটিনাটি জিনিস দেওয়া আছে সেগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করতে হচ্ছে, এই তিন জনের আচরণের সব কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্যর, অভিব্যক্তির অবচেতন ক্রিয়ার এবং স্নায়বিক প্রতিক্রিয়াকে লক্ষ্য করতে হচ্ছে যাতে সরাসরি যেকোন দুর্বল মুহূর্ত অথবা অস্বস্তিকে ধরতে পারে এবং সেই সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত সঙ্কেতও দিতে পারে। কাগজপত্রের মূল্যায়নও করতে হবে নিভু‘লভাবে : কি কাগজে লেখা, পরিকল্পনাটিই বা কি রকম, সব কটি সঙ্কেত চিহ্ন যা থেকে বোঝা যাবে কাগজপত্র খাঁটি এবং বিষয়বস্তুও প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কিনা।

এইসব কাজ করার সময় পাভেলকে সময় কাটাতেও হচ্ছিল এবং পুরো প্রক্রিয়াটাকে যতক্ষণ সম্ভব টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছিল ; বোকা সাজার ভান করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন সে অন্য কারুর মুখোশ পরে আছে এবং অমার্জিত গ্রাম্য লোকের মতো যে ভাবে তাকে বলা হয়েছে সেই ভাবে অভিনয় করে যাচ্ছে। তবে খুব সতর্ক হয়ে আছে, অথচ তার যেন কোনো

ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতা নেই এবং সব কিছু বুঝতে ওর সময় লাগছে এবং যুদ্ধ না লাগলে যেন ও কোনো দিনই অফিসার হতে পারতো না। এবং সৈন্য বাহিনীতে এ ধরনের মানুষের অভাব নেই।

বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে তাকে দেখতে হবে তিনজনের মধ্যে কেউ ন্যাটা আছে কিনা। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। প্রয়োজন পড়লে পুরো ব্যাপাটাকে ভাতিয়েও তুলতে হবে।...সেইসঙ্গে বাঁধাধরা প্রশ্নের মধ্যেই তাদের ধরার প্রত্যেকটি সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে, যে প্রশ্নগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও তাদের উত্তর থেকে কিছু অসঙ্গতি বা অন্য কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। পুরো পদ্ধতির মধ্যে আরও অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হবে তাকে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমিও ভালভাবে জানি যে, সব চেয়ে দুর্দান্ত 'শিকারী-নেকড়েরও' পিঠ ঘামতে থাকে। সাধারণ পাহারাদারির কাজে ওধরনের ভুলভ্রান্তি ক্ষমার্হ হতে পারে, কিন্তু পলাতক শত্রুদের খুঁজে বের করে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব যাদের ওপর আছে তাদের ক্ষেত্রে নয়।

আমি আন্দ্রেইকে ইশারা করলাম লেফটেনান্টটির ভার "নিতে"। অবশ্য তখনও আমরা জানি না যে কাউকে "নেবার" প্রয়োজন আমাদের হবে কিনা, তবে আগে থাকতে তৈরী হয়ে থাকা দরকার এসব ক্ষেত্রে। পরি-কল্পনা অনুসারে কাজ করা দরকার তাতে প্রত্যেকের কাজ এবং দায়িত্বভার আরও সীমাবদ্ধ হয়ে আসে এবং বাস্তবসম্মত সঠিক কাজটুকু হাতে থাকলে অনেক বেশি দায়িত্বপরায়ণ মনে হয় নিজেকে। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আমি আক্ষরিক অর্থে সর্বতোভাবে দায়ী হয়ে উঠলাম নুডলের ব্যাপারে এবং ক্যাপ্টেন কামানো-মাথা সম্বন্ধে, এবং লেফটেনান্টের ভার রইল আন্দ্রেইয়ের উপর। অভিজ্ঞতা কম বলে ওর ওপর আমি খুব বেশি ভরসা করছিলাম না এবং ঠিক সেই কারণেই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী মানুষের ভার দিয়েছিলাম তার ওপর, কারণ আমার হিসেব অনুযায়ী সেই হবে সবচেয়ে কম বিপজ্জনক।

৮০। পাভেল আলিওখিন

এরা কারা এবং কিভাবেই বা এরা এই জঙ্গলে এল?...কিসের জন্যে? ভ্রূ কুঁচকে তাকাও এবং মুখ দিয়ে কথা বের করো...।

অনুমতি পত্র বুনোট এবং মলাটের আকার ... দলিলের নাম ... কি ধরনের ছাপা ... তারকা ... সাংকেতিক চিহ্ন ... ছাপ ... সিরিজ ... নম্বর ফটো ... মাথা...ঠোঁট ... চিবুক ... চোয়াল ... ঘাঁটি ... মেজর ... কার-পেঙ্কো ... তারিখ ... কালি ... কী ধরনের কাগজ ... সংবাদ বাহক ... চুবারভ ... নিকোলাই পেত্রোভিচ ... বর্তমানে সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত ... চেহারার মধ্যে নোংরা ভাব ... ভীষণ নোংরা ... পদোন্নতি ... সিনিয়ার লেফটেনান্ট ... হুকুম ... সংখ্যা ... ০৩৯ ... জানুয়ারী ২৭, ১৯৪৪ ... ছাপ ... ইউনিট কমাণ্ডারের স্বাক্ষর ... নির্ভুল ... কালি ... কোন পদে ছিল ... পদাতিক কোম্পানীর অধিনায়ক...নিযুক্তি ... ০৪২৭ ... ৫ই নভেম্বর ১৯৪৩ ... ছাপ ... ইউনিট কমাণ্ডারের স্বাক্ষর ... নিভুর্ল ... কালি ... পদক এবং অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ... লাল তারা পদক, বিশিষ্ট সেবা-পদক ... জন্ম তারিখ ১৯০৩ ... স্থান—কালুগা ... পরিবার ... ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নেই ... ডাকা হয়েছিল ... ইমান জেলার সামরিক কমিশারিয়েত ... প্রাই মরস্কি এলাকা ... জুন, ১৯৪১ ... অস্ত্র রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ... প্রাপকের স্বাক্ষর ... ছাপ সমেত ... ইউনিট কমাণ্ডারের স্বাক্ষর .. মেজর ... কারপেঙ্কো ... আগেরটার সঙ্গে মিল আছে ... কালি ... একটুও দ্বিধা নেই !!

কোমরের ডান দিকে ছোরা ... তার মানে লোকটা ন্যাটা ? ... ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ...

ভ্রমণ-পরোয়ানা ... কমার বদলে দাঁড়ি ... সাঙ্কেতিক চিহ্ন ... ছাপাই ... ছোট ছোট অক্ষর ... কোণের ছাপ ... ছাপ ... স্বাক্ষর ... নিভুর্ল ... কী ধরনের কাগজ...যুদ্ধ ক্ষেত্রের ঘাঁটি নং ৭২৫১০ ... ৭২৫১০ ? ... চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন ... দেবার তারিখ ... ১০ই আগস্ট, ১৯৪৪ ... ক্যাপ্টেন ইলাতোমৎসেভ এ. পি, এবং তার সঙ্গে দুজন অফিসার, ... ভিলনিয়াস, লিডা এবং সংলগ্ন এলাকা ... কাজের ভার : হাই কমাণ্ডের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা, সময় দশ দিন, ১১ থেকে ২০শে অগস্ট ... সৈন্যবাহিনীর ৭২৫১০ নং ইউনিটের কমাণ্ডারের দেওয়া নির্দেশ ... সৈন্যবাহিনীর ... পাশ দেখালে সেটা বৈধ হবে ... ইউনিট কমাণ্ডার কর্নেল লিয়াপিন ... পিছন দিকে ... কমাণ্ডারের অফিসের সরকারী ছাপ : ভিলনিয়াস ১৩।৮, লিডা ১৫।৮, ভিলনিয়াস ১৩।৮, লিডা ১৫।৮...ভেবে পাচ্ছি না এরা ১২ থেকে ১৪ই

আগস্ট পর্যন্ত কোথায় ছিল ? এবং গত রাতে ? ছাপগুলো ··· কালি ··· সিনিয়ার লেফটেনান্ট চুবারভ ··· লেফটেনান্ট ভাসিন ··· ছাপ ··· কালি ··· সব ঠিক আছে !

ওরা নিজেদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে, শান্ত হয়ে আছে ··· কথায় ইউক্রেনের টান শুনতে পেলাম যেন ?! অন্য দুজনের ব্যাপারটা কি ?

সামরিক অনুমতি পত্র ··· আকার ··· মলাটের কাগজ ··· দলিলের নাম ··· ছাপার ধরন ··· তারকা ··· সাঙ্কেতিক চিহ্ন ··· সিরিজ ··· নম্বর ··· ফটো ··· মাথা ··· নাক ··· ঠোঁট ··· চিবুক ··· সব মিলে যাচ্ছে ··· ছাপ ··· ইউনিট কমাণ্ডারের স্বাক্ষর ··· নিভুঁল ··· লেফটেনান্ট কর্ণেল ··· রোমানভ ··· তারিখ ··· কালি ··· কী ধরনের কাগজ ··· মুখের মধ্যে একটা সুন্দর ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে (একটু গোমড়া-মুখো হলেও), ··· হ্যাঁ, মুখটা বেশ সুন্দর।

সংবাদবাহক ··· ইলাতোমৎসেভ আলেক্সি পাভলোভিচ ··· বর্তমানে সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত ··· পদোন্নতি ··· সিনিয়ার লেফটেনান্ট··· হুকুমনামা নং ০২৪ ··· ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩, ··· ক্যাপ্টেন ··· হুকুমনামা নং ০৭ ··· ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৪ ··· ছাপ ··· ইউনিট কমাণ্ডারের স্বাক্ষর ··· নিভুঁল ··· কালি ··· যে পদে ছিল ··· বর্তমান পদ ··· পদাতিক কোম্পানীর কমাণ্ডার ··· হুকুমনামা ··· নং ৩২১৬ ··· ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪২ ··· ব্যাটালিয়ান চীফ অফ স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত ··· হুকুমনামা নং ৬২৫১ ··· ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ ··· ছাপ ··· ইউনিট কমাণ্ডারের স্বাক্ষর ··· নিভুঁল ··· কালি ··· পদক এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ··· রেড ব্যানার সম্মান চিহ্ন ··· প্রথম শ্রেণীর দেশাত্মবোধক যুদ্ধের সম্মানচিহ্ন ··· মস্কো যুদ্ধের পদক ··· জন্ম তারিখ : ১৯০৮ ··· জন্মস্থান : লাবিনস্কায়া গ্রাম ··· নিজস্ব সংসার : স্ত্রী নাদেজদা ইভানোভা ইলাতোমৎসেভ ··· মাইকপ শহর ··· মাইকপ জেলা সামরিক কমিশারিয়েত কর্তৃক ডেকে পাঠানো হয় ··· মার্চ ১৯৪০ ··· স্থায়ী ··· অস্ত্র রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ··· সংবাদবাহক ··· স্বাক্ষর ··· নিভুঁল ··· ছাপ ··· ইউনিট কমাণ্ডারের স্বাক্ষর ··· লেফটেনান্ট কর্ণেল রোমানভ··· নিভুঁল ··· আগেরটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ··· কালি ··· কোন দ্বিধা নেই।

হাসপাতালের সার্টিফিকেট ··· সামরিক অনুমতি পত্রের মধ্যে রাখা ··· হঠাৎ রাখা হয়েছে, না ইচ্ছাকৃত ? ··· আকার ··· ছাপার ধরন ··· ছোট

অক্ষরে ছাপা ... সাংকেতিক চিহ্ন ... কোণের চৌকো ছাপ ... ২২১৫ নম্বর হাসপাতাল,...ওটা আছে লিডাতে! ...ক্যাপটেন ইলাতোমৎসেভ...আলেক্সি পাভলোভিচ ... চিকিৎসাধীন ছিল ... ৩০শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত ... জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত ছিল ভিয়াজমাতে ... আপাতদৃষ্টিতে নিখুঁতভাবে ন্যায়সঙ্গত ... নিয়েমেন দল সংকেত পাঠাতে শুরুও করেছে জুলাই থেকে, যখন ও হাসপাতালে ছিল ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত .. আহা ... কী কারণে ... বোমার টুকরো বুকের বাঁ ধারে বিঁধে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল ... তাহলে সবটাই তো মিলে যাচ্ছে ... চিকিৎসার সময় ... রোগ নির্ণয় ... কালি ... কী ধরনের কাগজ ... লড়াই করার সময় আহত ... অনুচ্ছেদ অনুসারে সব রকম যুদ্ধের কাজ করার সময় শারীরিকভাবে সক্ষম বলে ঘোষিত ... প্রধান মেডিকাল অফিসার ... লেফটেনান্ট কর্ণেল কুদিনভ ... সাক্ষর ... নিভুঁল ... ছাপ ... কালি ... রেড ব্যানার ছাপাখানা, মস্কো ... সুশচেভস্কায়া স্ট্রীট ২১ ... অর্ডার ফর্ম ২৩৭৫ ... ওটাও মিলে যাচ্ছে ... সব ঠিক আছে।

কথায় ইউক্রেনের টান!

আলেক্সি ইলাতোমৎসেভ ... বড় শক্ত ঘাঁটি...এরা যদি এজেন্ট হয় তবে লোকটাই নিশ্চয় নেতা ... অনেক বেশি অভিজ্ঞ ... আমাদের তদন্ত ফাইলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।...

উচ্চতা ... সাধারণের চেয়ে বেশি ... মোটাসোটা গড়ন ... মুখ ... ডিমের মতো, পরিষ্কার ... কপাল ... মাঝারি ... প্রশস্ত ... ভ্রু ধনুকের মত বাঁকা ... নাক ... মাঝারি ... খাড়া ... নীল চোখ ... ধূসর চুল ... লম্বাটে কান ... গলা, পেশী বহুল ... সোজা কাঁধ একটু গড়ানে। সবকিছু খাড়া...., সবকিছু মাঝারি ... সিদ্ধান্তে আসার মতো তেমন কিছু নেই।

বিশেষ চিহ্ন ... ইউক্রেনীয় টান ... ধনুকের মতো একটু বাঁকা পা ... তাহলে ইউক্রেনীয় টান ... জলদি।

কোনোভালভ? ... একটু চাপা নাক ... গোলোভাতেঙ্কো? ... বাঁ কব্জিতে উল্কি ... ইভান ইয়াকভলেভ? ... ওপরের ঠোঁটটা ছোট ... মাঝানভ? ... আগেই ধরা পড়ে গেছে ... স্তেপাকভ? লম্বা, রোগা, কণ্ঠার হাড়টা উঁচু ... সিমকো? ... কালো চুল ... ফেদুলভ? ... চওড়া চেউ খেলানো ভ্রু ... এলিসীভ? ... ইভানিৎস্কি?...সেরদিউক? ... গুলিয়ায়েভ?

... ভাসিলি ওরলভ ? ... ভেরেস্তিয়েভ ? ... লিসেভস্কি ? ...পোমিনেভ ? ... অনুমতিপত্র ... মলাটের বুনোট আর আকার ... দলিলের নাম ... কী ধরনের ... তারকা ... ফিলিপেঙ্কো ? সোজা ভ্রু এবং বাদামী চোখ ... সাংকেতিক চিহ্ন ... ছাপ দেওয়া ... সিরিজ ... নম্বর ... ফটোগ্রাফ ... মাথা ... কপাল ... নাকের হাড় ... চিবুক ... সবগুলো মিলে যাচ্ছে ... খুব কম বয়স ... ছাপ ... তাসখন্দে পদাতিক স্কুলের অধ্যক্ষ ... মেজর জেনারেল অস্তিপিন ... স্বাক্ষর ... নিভুঁল ... তারিখ ... কালি ... কাগজের বুনোট ... প্রাপক ... ভাসিন ... ভাসিন ?! ... অপর জন একটু বড় ... মিখাইল সেরগিয়েভিচ ... বর্তমানে সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত ... ব্রাজুল ? ... রুইতনের মতো মুখ..."ড়" শব্দটার ওপর জোর দিয়ে কথা বলে ... পদোন্নতি ... লেফটেনান্ট ... হুকুম নামা নং ... ১০৯ ... তারিখ ১৭ই জুলাই ১৯৪৪ আনকোরা অনভিজ্ঞ যুবক ওর উর্দিটাও নতুন মনে হচ্ছে ... ছাপা ... ক্লোমিন ? ... সে আরও একটু বেঁটে, কাঁধটা একটু উঁচু ... স্বাক্ষর নিভুঁল ... প্রশিক্ষণ স্কুলের অধ্যক্ষ ... মেজর জেনারেল ... কালি ... বারিলনিকভ ? ... ঢালু কপাল, কানগুলো বেরিয়ে আছে ...যে পদে ছিল ... নিয়োগ করা হয় নি ... সম্মান চিহ্ন ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ... জন্মতারিখ—১৯২৩ এবং অন্য ভাসিন ... জন্ম ১৯১১ ... মস্কোতে ... তাহলে ভলোগোদস্কির কী হলো ... নিজস্ব সংসার ... মা ... জিনাইদা পেত্রোভনা ভাসিনা ... কাজানে অপসারিত ... সোকোলনিকি সামরিক কমিশারিয়েত কর্তৃক আহূত ... ৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ... অস্ত্র রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ... কাল-মিকভ ? একটু উঁচু কাঁধ ... নাকের ডান ধারে ছুটো বসন্তের দাগ ... স্বাক্ষর ....নিভুঁল ছাপ...কালি ...

ওরা সত্যি সত্যিই মেজাজ শান্ত রেখেছে ... হয় ওরা সৎ লোক নয় ওদের কাগজপত্র বহুবার পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ওরা জানে কাগজপত্রে কোথাও কোনো ত্রুটি নেই ... সামরিক ইউনিট নং ৭২৫১০ ... ৭২৫১০ ? ... জলদি !

উক্রাইনীয় টান ... হয়তো ওটা চুগুনভের ? ধূসর চোখ, সরু চিবুক ... আলতুনিন ? ... আগেই কি ধরা পড়ে গেছে ? স্তেপানিউক ? ... ও একটু বেশি লম্বা, কাঁধটাও সোজা ... পোপভ ? ... বড়, বঁড়শির মত নাক ... ফেদুলভ ?

না! বাসিলেভস্কি? রাইবনিকভ? দেমকিন?... ইয়াকুবিন? মাখভ... কোজিরেভ?... প্রোতসেঙ্কো?... মুজদোভস্কি?

নিশ্চিতভাবে ধনুক পা... এটা ধরেই এগিয়ে চল!... ওরা কখন, কীভাবে জঙ্গলে এল?... ওরা যখন এখানে ঢুকেছিল তখন নিশ্চয়ই চোখ এড়াতে পারে নি? ... তবে কি ওরা ভোর হবার আগেই চলে এসেছে? ... সেটারই সম্ভাবনা বেশি... কিন্তু তাহলে... কিন্তু সেটাও তো অনুমান! ... কিন্তু জঙ্গলে কী করছে ওরা, উড়িয়ে দিই ওদের?...

কথায় উক্রাইনীয় টান এবং সামান্য ধনুক-পা!... *একবার চিন্তা কর!* ... *ভালভাবে চিন্তা কর* এবং কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না!...

৮১। অফিস সংক্রান্ত নথীপত্র

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী!

কলিবানভ সমীপে,

১৯৪৫ সালের ১৯শে আগস্ট তারিখের......নং চিঠির উত্তরে: সিলোভিচি জঙ্গলে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযানের পাশাপাশি গৃহীত ব্যবস্থার প্রস্তুতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং সম্পূর্ণ করা যাবে—

(ক) বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটের *মধ্যে আদর্শ* ফাঁদ-এর জন্য,

(খ) রাত ৯টার *মধ্যে আদর্শ* বড় হাতীর জন্য;

(গ) ২০শে আগস্ট রাত ১২টা ৫০ মিনিটের আগে নয় *আদর্শ* বাল্টিক ট্যাঙ্গোর জন্য।

ইগোরভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

বিশেষ সরকারী ঘোষণা

আজ ১৯শে আগস্ট তারিখে, সকাল ১১টা ৩৫ মিনিটে, বিমান-বাহিনীর অফিসারের পোশাক পরা দুজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি

গ্রোদনো সামরিক বিমান ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে এবং উড়ানো শিক্ষার জন্য আলাদা করে রাখা একটি জঙ্গী বিমান ই.টি.আই.এল-এ-৫ দখল করে নেয়। তাদের বাধা দিতে গিয়ে একজন যন্ত্রবিদ লেফটেনান্ট অলিয়েভ তাদের হাতে মারা গেছে।

৯০৪ নং বিমান ঘাঁটি ব্যাটালিয়নের তিনজন ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাদের পেট্রোল ট্যাংকার চালিয়ে চলে যায় বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে এবং পিস্তল ও ছোট বন্দুক দিয়ে গুলী চালায় বিমানটি লক্ষ্য করে। কিন্তু তাসত্ত্বেও ঐ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা বিমানটি নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উড়ে যেতে সক্ষম হয়। এবং তাদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। বিমান-বিধ্বংসী কামান ও মেশিনগান চালানো হয় খুব দেরীতে, তাতে কোনো ফল হয় নি।

বেতার মারফৎ নির্দেশ পেয়ে সুভলিকির পূর্ব দিকে আকাশে উড্ডয়নরত এক ঝাঁক জঙ্গী বিমান চুরি হওয়া বিমানটিকে বাধা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু তার গতিপথ পাল্টাতে না পেরে এবং বিমান ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে না পেরে গোলা বর্ষণ করে বিমানটিকে ধ্বংস করে, এবং আগুন ধরে গিয়ে যুদ্ধ সীমান্ত থেকে ৮—১০ মাইল দূরে ক্রোসনোর পশ্চিমে একটি জঙ্গলে ভেঙ্গে পড়ে। সেই জায়গায় তল্লাশী দল পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার এবং বিমানবাহিনীর বিশেষজ্ঞরা।

বিমানক্ষেত্রের কর্তব্যরত অফিসার ক্যাপ্টেন রুদাকভ এবং কমাণ্ডান্ট সিনিয়ার লেফটেনান্ট মিয়াকিসেভকে পদচ্যুত করা হয়েছে। প্রথম ও চতুর্থ বিমানবাহিনীর সৈন্যদল কর্তৃক ব্যবহৃত গ্রোদনো বিমানক্ষেত্র ও অন্যান্য বিমানক্ষেত্রের অবস্থিত ইউনিটের সকল কর্মীদের জন্য অবিরাম ও কঠোর সতর্ক প্রহরা দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নির্দেশ-উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এই বিমান ক্ষেত্রের পরিসীমা বরাবর পাহারাদারদের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং বিমান অবতরণের সরু ক্ষেত্রটায় যাবার ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে: বিমান থেমে থাকার জায়গাতে পাহারা দেবার দলকে সাবমেশিনগান ও হালকা মেশিনগান দেওয়া হয়েছে এবং তারা চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেবে।

বিস্তারিত তদন্তের ফলে দেখা গেছে যে, যারা বিমানটি দখল করেছিল তারা গতকাল সন্ধ্যাবেলায় বিমানক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে তল্লাশী ঘাঁটিতে প্রথম বিমানবাহিনীর সৈন্যদলের কর্মচারী বিভাগের দেওয়া নিয়মিত অফিসারদের অনুমতিপত্র ও পাশ দেখিয়ে, পরবর্তীকালে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেগুলো জাল।

তল্লাশী ঘাঁটির পাহারাদার সার্জেন্ট পাভলভের বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, ঐ অজ্ঞাত পরিচয় লোকের সঙ্গে সেই এজেন্টদের অনেকাংশে মিল আছে যাদের ধরবার জন্যে জরুরী তল্লাশী চালানো হচ্ছে। দুজনের মধ্যে একজনের কথায় উক্রাইনীয় টান ছিল, সে যে পাশটা দেখিয়েছিল তাতে পানচেঙ্কো বা পাশচেঙ্কোর নাম ছিল। এই কারণে আমরা অনুমান করছি যে এই লোকগুলিই হল সেই এজেন্ট যাদের আমরা খুঁজছি নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত থাকার ব্যাপারে, যারা অ্যাবওয়েহ্রের দেওয়া দায়িত্ব পালন করার পর জার্মানীতে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিল।

ইউ. টি. আই. এল-এ ৫ বিমানটি চুরি করা সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা, জরুরীকালীন সংবাদ প্রেরণের নিয়মানুসারে অবিলম্বে পাঠানো হচ্ছে।

ক্রামোশিয়ানভ

৮২। পরিদর্শন

'আপনার কাছে আর কোন কাগজপত্র আছে?' পাভেল প্রশ্ন করলো।

'এগুলোই কি যথেষ্ট নয়?' ক্যাপ্টেনের তকমা অঁাটা দল নেতা পাল্টা প্রশ্ন করল।

'শহরের ক্ষেত্রে ওই গুলোই যথেষ্ট, কিন্তু এখানে ... ঠিক তা নয় ... সবই কাঠ খোট্টার মত সংক্ষিপ্ত!... এখানে এই জঙ্গলে প্রচুর বেআইনী দল আর পলাতক সৈন্য আছে ...।'

'আপনার নিশ্চয়ই আমাদের পলাতক বা বেআইনীদল বলে মনে করছেন

না ?' প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন, বেশ বোঝা যাচ্ছিল উনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে এই অদ্ভুত কথা শুনে বেশ মজাও পাচ্ছেন।

'নিশ্চয়ই না ...' বিব্রত হয়ে পাভেল বলল। কিন্তু কথায় আছে না পরে দুঃখ করার চেয়ে আগে সাবধান হওয়া ভাল। বাড়তি সাবধানতা নিলে কারুর তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে তাহলে,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিন্তু মাফ করবেন, আপনারা আমাদের কাগজ-পত্র তো পরীক্ষা করছেন, অথচ আমরা আপনাদের পরিচয় জানি না।'

'আমরা কমাণ্ডান্টের অফিসের লোক,' নিজের সম্বন্ধে বহুবচনে কথা বলল পাভেল এবং শান্তভাবে হেসে বলতে লাগল, 'এই পাহারাদলের আমি দু নম্বরের অধিনায়ক ... এবং এখানকার পার্টি শাখার সম্পাদকও বটে,' বেশ গর্ব সহকারেই বলল পাভেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'আর এই দেখুন ...' যুদ্ধ সীমানার ঠিক পিছনেই সমস্ত এলাকায় সব সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার জন্যে কমাণ্ডান্টের দপ্তর থেকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার অনুমতি পত্রটা সে চাপা কোটের পকেট থেকে বের করে ক্যাপ্টেনের হাতে দিল। তিনি অনুমতি পত্রটা খুলে দেখলেন, আধ মিনিট ধরে সাবধানে দেখার পর ফিরিয়ে দিলেন এবং প্যাণ্টের পকেট থেকে ছেঁড়া খোঁড়া একটা চামড়ার বটুয়া বের করলেন।

'কি কি দেখতে চান? মাইনের বই ... কাপড় জামার কুপন ... র‍্যাশন কার্ড ... পার্টির কার্ড ... সম্মান চিহ্নের সার্টিফিকেট?'

'দেখাই যাক,' সঠিকভাবে কোন নির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাবার মত করে বলল পাভেল। তারপর ওঁদের কাগজপত্র সম্বন্ধে নিজের অপরিহার্য আগ্রহ দেখাবার কারণ ব্যাখ্যা করার মত করে বলল, 'আইন চায় যে আমরা যেন সব নিয়ম মেনে চলি ... হুকুম হুকুমই!'

বটুয়ার ভেতর থেকে বের করা কাগজপত্র সে নিল ক্যাপ্টেনের হাত থেকে। কয়েকটা দিল ইগরের হাতে এবং এই রকম অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভ্রূ কুঁচকে অন্য কাগজপত্র পড়তে শুরু করল।

পাভেল ইচ্ছে করেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে পার্টি শাখার সম্পাদক বলেছিল, তার কারণ যদি ওরা পার্টি কার্ড দেখায় তবে সেগুলো পরীক্ষা করার সঙ্গত কারণ দেখাতে পারে; এবং ইগরকে ঐ লোকের মূল কাগজ-

পত্র পরীক্ষা করার পর যতটা হওয়া উচিত তার চেয়েও বেশি নিস্পৃহ হয়ে যেতে দেখে পুরো ব্যাপারটায় কথা প্রসঙ্গে নিজের আরও সক্রিয় ভূমিকার কারণ দেখাবার জন্যও বটে, পাভেলকে দুজনের হয়ে কাজ করতে হচ্ছিল। ইগর তখন যে কাগজপত্র তাকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সুবিবেচনার সঙ্গে এবং বিশেষজ্ঞের দ্রুততায় পরীক্ষা করে পাভেলকে ফেরৎ দিল। পাভেল তারপর আবার ইগরকে দিল ক্যাপ্টেনের মাইনের বইটা, এবং যথেষ্ট অনিচ্ছা সহকারে ও অনীহার সঙ্গে ইগর সেটা নিল। পরীক্ষার কাজ চলতে লাগল……

পার্টি কার্ডের মধ্যে দু ভাঁজ করে রাখা একটা অত্যন্ত ছেঁড়া খোঁড়া খাম দেখে ওটা খুললো পাভেল, তারপর যেই বুঝতে পারলো ওটা একটা চিঠি তখনই সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনকে ফিরিয়ে দিয়ে কড়া গলায় বলল, এটা ফিরিয়ে নিন…ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আমরা পড়ি না।'

তারপর ক্যাপ্টেনের র‍্যাশনকার্ড দেখতে দেখতে পাভেল জিজ্ঞেস করল, 'বাড়তি র‍্যাশন আপনি কোথায় পেয়েছিলেন ?'

'ইউনিটে ফিরে।'

'আর তামাক ?'

'আমাকে বলছেন ? হাসপাতালে থাকার সময়।'

'লিডাতে ?'

'না ভিয়াজমাতে,' শান্ত গলায় উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন, 'আমাদের মত যে সব অফিসার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকারী তাদের ওরা লিডাতে আনে না, ঐ ভিয়াজমা থেকেই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়।'

'এবং আপনাদের কি আছে … আর কি কাগজপত্র আছে ?' পাভেল অন্য দুজন অফিসারকে প্রশ্ন করল। কোন কথা না বলে খুব ধীরে ধীরে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সিনিয়ার লেফটেনান্ট নিজের চাপা কোটের বুক পকেটটা খুলে কাগজপত্র বের করে পাভেলের হাতে তুলে দিল। লেফটেনান্টও তাই করল। দ্বিতীয় জনের কাগজপত্র পাভেল সঙ্গে সঙ্গে তুলে দিল ইগরের হাতে : ইগর কোন কথা না বলে সেগুলো নিল, কিন্তু সবার ওপরে যে কোমসোমল কার্ডটা ছিল সেটা না খুলেই পাভেলকে ফিরিয়ে দিল।

মেডিকাল সার্টিফিকেটটা খুলে পাভেল একটু হেসে সিনিয়ার লেফটেনান্টকে বলল, 'বলতে পারা যায় যে কোথায় যেন আপনার সঙ্গে

আমার মিল আছে … একই হাসপাতালে ছিলেন … জানেন, আমিও ওই হাসপাতালে ছিলাম … প্রায় এক মাস … যেবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম … ।' আবার কাগজটার দিকে তাকিয়ে একটু থেমে বেশ অন্তরঙ্গতার সুরে বলল : 'যে মেয়েটাকে ঐ হাসপাতালে পেয়েছিলাম … ফুঃ … ওদের রাঁধুনি ছিল …সুন্দরী আর বেশ গোল গাল … আসল পীচ ফল যেন।' ওর সব কিছুই বেশি বেশি ছিল … স্থায়ী সেনাপতির বৌ।' পাছার দুপাশে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে দেখাতে চাইছিল রাঁধুনীটির কত "বেশি বেশি" ছিল এবং সেই সঙ্গে তার চোখে যেন স্বপ্নের ঘোর লাগল। দারুণ চালাক মহিলাটি … হয়তো ওকে আপনি চেনেন … লিজাভেতা, জুনিয়ার সার্জেন্ট ছিল?'

একটু পরে সিনিয়ার লেফটেনান্ট উত্তর দিল, 'না, চিনি না। 'রাঁধুনীদের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই!'

'ওঃ … আচ্ছা … বুঝেছি …' বুঝদারের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাভেল বলল, তারপর ডুবে গেল কাগজপত্রের মধ্যে।

কোমসোমল কার্ডের কাছে পৌঁছে, হেসে লেফটেনান্টকে জিজ্ঞেস করল, 'বলছিলাম কি ফ্রন্ট সদর দপ্তরের লেফটেনান্ট কর্ণেলের সঙ্গে আপনার কোন আত্মীয়তা নেই, না?'

'না,' একটু লজ্জা পেয়ে উত্তর দিলেন লেফটেনান্ট।

'অথচ চেহারায় খুব মিল আছে। তাই ভাবছিলাম উনি আপনার দাদা কিংবা কাকা! চমৎকার মানুষ! দারুণ বুদ্ধিমান, সেনাপতি হবার যোগ্য। স্মলেনস্কে বেশ আনন্দে কাটিয়ে ছিলাম আমরা একসঙ্গে, গর্ব করে জানাল পাভেল, 'দুজনে মিলে কতগুলো বোতল যে শেষ করেছিলাম বলা কঠিন। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, "বলো, কমাণ্ডান্টের অফিস কেমন চলছে?" আর আমি উত্তর দিই, "এখনও বেশ বহাল তবিয়েতে বেঁচে আছি দাদা।" তার উত্তরে তিনি সব সময়ে বলেন, "তাই তো হওয়া উচিত। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এত দূরে থাকলে কী ক্ষতিই বা তোমার হতে পারে। ক্ষুদে শয়তান।"

প্রাণ খুলে হাসল পাভেল, এবং তারপরেই যেন তার হঠাৎ কর্তব্যের ডাকের কথা মনে পড়ে গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে জোরে নাক টেনে গম্ভীর হয়ে কাগজপত্র দেখতে শুরু করল।

৮৩। পাভেল আলিওখিন

ও কিছু বলছে না কেন? ··· ভুলে গেছে নাকি? ··· আমাকেই প্রশ্ন করতে হবে দেখছি। ··· শান্ত হও ··· অভিনয় করে যাও ··· ব্যাপারটাকে খুব সহজ করে রাখো ··· কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করে যাও ··· এবার ··· প্রতিক্রিয়ার ছিটে ফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না ··· এই তল্লাশীতেও তারা বিচলিত হয় নি। ··· আর যাই হোক স্বাভাবিক ভাবে এটাও তো একটা বড় ব্যাপার ··· নিজের পরিচয়টা দিয়েই দেখি ··· ওর মুখটা ভারী সুন্দর ··· ওদের কাছে যথেষ্ট কাগজপত্র আছে এবং বাড়তিও ··· কিন্তু এরা কারা? ··· জঙ্গলেই বা এরা কি করছে ··· ওদের মুখ দিয়ে বলাও ···

অফিসারের মাইনের বই ··· মলাটের বুনোট আর আকার ··· দলিলের নাম ··· ছাপার ধরন ··· সিরিজ ··· নম্বর ··· সম্ভব ··· আলেক্সি পাওলোভিচ ইলাতোমৎসেভ ··· ক্যাপ্টেন ··· অধিনায়কত্বের পদে কতদিন চাকরী করেছে ··· কোন পদে ছিল ··· নিয়মিত মাহিনার হার ··· দীর্ঘদিন চাকরী করার জন্য বাড়তি মাহিনা ··· পরিবারের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ··· প্রাপকের স্বাক্ষর ··· ইউনিটের কমাণ্ডার ··· লেফটেনান্ট কর্ণেল ··· বিত্ত বিভাগের প্রধান ··· সিনিয়ার লেফটেনান্ট ··· কালি ··· ছাপ ··· তারিখ ··· কালি ··· কাগজের বুনোট ··· দাখনো? ··· ঠোঁটটি মোটা, বেরিয়ে আছে ··· মাইনে দেওয়া ··· মাস ··· বাড়তি এবং বাদ দেওয়া ও ধার, বিশেষ বরাদ্দ ··· বদলি এবং পরিবর্তন ··· ইউনিটের নাম ··· নিয়মিত মাহিনার হার ··· বিশেষ বরাদ্দের জন্য বাদ দেওয়া ··· তার পরিবারের জন্য বিত্তবিভাগের প্রধান ··· সিনিয়ার লেফটেনান্ট ··· স্বাক্ষর ··· প্রথমটার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ··· ছাপ ··· কালি ··· পরিবারের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ··· স্ত্রী ··· নাদেজদা ইভানোভা ইলাতোমৎসেভা ··· মাইকপ শহর ··· বাড়তি এবং বাদ দেওয়া ··· নিয়ন্ত্রণ ভাউচার ··· আগষ্ট ··· সেপ্টেম্বর ··· জলছাপ ··· সব ঠিক আছে।

সৈন্যবাহিনীর ইউনিট নং ৭২৫১০ ··· এটা খুব পরিচিত লাগছে ··· ৭২৫১০? কথায় ইউক্রেনীয় ছাপ এবং সামান্য ধনুকের মতো বাঁকা পা, যে রকমটা দেখা যায় অশ্বারোহীদের ক্ষেত্রে ··· জলদি। ···

মাইদান্নিকভ? ··· কালো চোখ ··· দেনিসেঙ্কো? ··· উল্লেখযোগ্যভাবে

শ্রী ছাদহীন মুখ ··· নেচাইয়েভ? কালো চুল ··· বেলভ? ··· বড় মোটা নাকের হাড়টা নীচু ··· রেবিয়াকিন? ··· দোমানভ? ··· ফেসেঙ্কো? ··· গোরবাক! ··· নিকিতিন?

পার্টির কার্ড ··· মলাটের বুনোট এবং আকার ··· রঙ ··· ছাপ দেওয়া ···দুনিয়ার মজদুর, এক হও।···সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) ··· ছাপার ধরন ··· ফটোগ্রাফ ··· মাথা ··· নাক ··· ঠোঁট ··· চিবুক ··· সব মিলে যাচ্ছে ··· ছাপ ··· রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান স্বাক্ষর ··· বিশেষ কালি ··· কাগজের বুনোট ··· জল ছাপ ··· প্রাপক ··· ইলাতো-মৎসেভ ··· আলেক্সি পাভলোভিচ ··· চাকরী ভর্তি হবার তারিখ··· অক্টোবর ১৯৪২ এটা ওর পক্ষে যাচ্ছে ··· কার্ডটা যে সংগঠন দিয়েছে তার নাম ··· রাজনৈতিক বিভাগ, ২৫৭নং পদাতিক বাহিনী ··· প্রাপকের স্বাক্ষর ··· সদস্য পদের চাঁদা দেওয়া ··· নিয়মিত মাহিনার হার ··· পার্টি সম্পাদকের স্বাক্ষর ··· অক্টোবর ··· নভেম্বর ··· প্লেটুন কমাণ্ডার ··· ডিসেম্বর ··· পদোন্নতি ··· ও তাহলে কোম্পানীর কমাণ্ডার হয়েছিল? ··· মোট প্রাপ্য ··· সবগুলোই মিলে যাচ্ছে ··· ছাপ স্বাক্ষর ··· ১৯৪৩ ··· মাইনের হার ··· এপ্রিল ··· মে ··· জুন ··· জুলাই ··· আগস্ট ··· আগস্টের পর অন্য ছাপ। অন্য স্বাক্ষর ··· এ তখন তাহলে হাসপাতালে ছিল ··· তারপর অন্য ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে?··· সম্ভব ··· সেপ্টেম্বর ··· অক্টোবর ··· আরেকবার পরিবর্তন—হাসপাতালের পর নিশ্চয়ই ওকে অন্য কোন ইউনিটে পাঠানো হয়েছিল ··· সম্ভব ··· ঠিক ··· ডিসেম্বর ··· মোট প্রাপ্য ··· সব মিলে যাচ্ছে ··· ছাপ ··· স্বাক্ষর ··· ১৯১৪ ··· জানুয়ারী ··· বেতন বাড়লো ··· পদোন্নতি ··· জানুয়ারী পর্যন্ত কোম্পানী কমাণ্ডার ছিল ··· সম্ভব?···নিশ্চয়ই ··· এগুলো মিলে যাচ্ছে ··· ওর কাছে যে অনুমতি পত্র আছে তার সঙ্গে ··· ফেব্রু ··· মার্চ ··· এপ্রিল ··· মে মাসে আর একটা পরিবর্তন ··· মে, জুন, জুলাই ··· আবার হাসপাতালে ··· আগস্টের মাইনে এখনও দেওয়া হয় নি ··· ছাপ ··· স্বাক্ষর ··· সব ঠিক আছে।···

সৈন্যবাহিনী ইউনিট নং ৭২৫১০ ··· ৭২৫১০ ··· স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও চোখ পাকাচ্ছে ··· ওদের মনের জোর খুব বেশি দেখছি ··· কিন্তু এরা কারা?—ওরা কি সত্যিই অফিসার না অফিসার সেজে আছে?

৭২৫১০—এটাতো সংরক্ষিত করে রাখা বিশেষ রেজিমেন্ট! নোভায়া ভিলনা … এটা ভিলনিয়াস থেকে ৬ মাইল দূরে, অথচ ও কমাণ্ডান্টের অফিসে হাজিরা দিয়েছে দুদিন পরে?! হয়তো ওরা যায় নি এবং সেটা করেছে সরাসরি … কিংবা তারা আশে-পাশের কোনো এলাকায় ছিল?

অফিসারদের পোশাকের কুপন, মলাটের বুনোট আর আকার … দলিলের নাম … ছাপার ধরন … ছাপ … কোয়ার্টার মাস্টার … ক্যাপ্টেন … স্বাক্ষর … কালি. মূল কাগজের বুনোট … ২৫৭ নং পদাতিক ডিভিশনের সদর দপ্তর … অক্টোবর ১৯৪১ … সব মিলে যাচ্ছে … প্রাপকের স্বাক্ষর … পোশাক বাদ্দ … পোশাকের নাম … দেওয়ার তারিখ … পরিমাণ … পশমের বাঁকা টুপি … সূতার বাঁকা টুপি … ফারের টুপি … বড় ওভার কোট … সূতীর ছাপা কোট … দেওয়ার তারিখ … কতদিন পরা হয়েছে … মিলে যাচ্ছে … স্যাণ্ডিবিন? … টেপা চিবুক, বাঁ কানে তিল … পশমের চাপা কোট … সূতার প্যান্ট … পশমের চওড়া প্যান্ট … গেঞ্জি জাঙ্গিয়া … সূতার মোজা … সূতীর তোওয়ালে … কোন্ তারিখে পেয়েছে … সব কিছুই মিলে যাচ্ছে … চামড়ার বুট জুতো, ফারের কোট … তুলোভরা প্যান্ট … গরম গেঞ্জি … গরম জাঙ্গিয়া … শীতকালের দস্তানা … সূতীর মোজা … গরম মোজা … ভেড়ার চামড়ার ছোট কোট … ফেল্টের তৈরী বুট জুতো … ফিরিয়ে দেবার তারিখ … হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এপ্রিল মাসে … এটাই মিলছে … চাপা কোটের কোমরবন্ধনী … প্যান্টের কোমর-বন্ধনী … খাপ … নক্শা রাখার খাপ … পিঠের থলি … কম্পাস … বাইনোকুলার … আকার … দৈর্ঘ্য—লম্বা … বড় ওভার কোট … ৪২ … ফারের টুপি … ৬ … বুট জুতো … ৮ … মোরোজভ? … সরু মুখ … উন্নত কপাল … লাল প্রোলেতারীয় ছাপাখানা … মস্কো … অর্ডার ফর্ম … ১৫৫ … সব ঠিক আছে!

সরু চোখ … ইগর ঝুরাভলিয়ভ? … নাকের ডগাটা একটু উল্টোনো … লুকোমস্কি? … তলার ঠোঁটটা একটু ঝোলানো … স্ত্রেলচুক? … আগেই ধরা পড়ে গেছে! … বিজাইয়েভ … বাদামী চোখ … ভ্রূ ধনুকের মত … শিনকারেঙ্কো? … ভেরখোভস্কি? … মানোখিন?

অস্থায়ী অনুমতিপত্র … নম্বর … আকার … দলিলের নাম … ছাপার ধরন … সাংকেতিক চিহ্ন … ছাপ … স্বাক্ষর … কালি … কাগজের বুনোট

··· মূল পাঠ ··· লেফটেনান্ট আলেক্সি পাভলোভিচ শ্লাগোমৎসেভ ··· কালিনিন যুদ্ধ সীমান্ত, হুকুমনামা নং ০৩০৬, আগস্ট ২৮. ১৯৪১ ··· রেড ব্যানার অর্ডার পেয়েছে (নং ৩৪০৮১) জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অসাধারণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ··· ২৫৭ নং পদাতিক ডিভিশনের চীফ অফ স্টাফ ··· লেফটেনান্ট কর্নেল ··· ডিভিশনের সামরিক কমিশার ··· ব্যাটালিয়ন কমিশার ··· ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ ··· হুকুমনামার নম্বর ··· প্রদান করার তারিখ ··· এসব মিলে যাচ্ছে ··· সব ঠিক আছে !

সরু চোখ ··· জলদি ! ··· কোশেভয় ? বাদামী চোখ এবং বাঁ গালে একটা আঁচিল ··· আলেক্সেয়েভ ? ··· লোমশ ভ্রূ ··· চোকা বর্ণদ্বার···য়াবা ? ··· গ্রেপ্তার হয়েছে ··· ভাসিলি ইগনাতভ ? ··· কালো চুল ··· বোভিয়াকিন ? ··· বইচেভস্কি ? ··· লাইসেঙ্কো ? ··· ডেনিস গুরিয়ানভ ? ··· পলিনিন ··· মিসচেঙ্কো ? ···

মিসচেঙ্কো ?!! কথায় উক্রেনীয় টান ··· ধনুকের মতো সামান্য বাঁকা পা অশ্বারোহী বাহিনীদের মতো ··· সরু চোখ ··· এ কি সত্যই মিসচেঙ্কো হতে পারে ? ··· বর্ণনাটা ··· দেখতে ঐ রকমই লাগছে ··· মিসচেঙ্কোর চেহারায় আরো একটু গাম্ভীর্য আছে ··· জন্ম ১৯০৫ ··· এখন ওর বয়স ৩৯ ··· আর এই লোকটা ? ··· পঁয়ত্রিশ ? ··· এ কি সত্যি ? ··· এ কি সত্যিই মিশচেঙ্কো ? দেরী করো না !!!

৮৪ । তামান্তসেভ

আমার ওপর যে দুজনের "ভার" ছিল তাদের ওপর নজর রাখছিলাম আমি এবং বার বার লেফটেনান্টের দিকেও তাকাচ্ছিলাম, কিন্তু কৌতূহল-উদ্দীপক কোনো কিছু ধরতে পারছিলাম না। তিনজনেই খুব স্বাভাবিক আচরণ করছিল এবং শান্ত ছিল, ভয় খাবার কিছুই নেই এমন লোকেদের মতো, এবং এই নিরর্থক তল্লাশীতে অযথা সময় নষ্ট করার জন্য মৃদু প্রতিবাদ জানাচ্ছিল যেন।

আমি পাভেলের দিকেও তাকাচ্ছিলাম এবং তাকে প্রশংসা না করে থাকতে পারছিলাম না! এই ধরনের মুহূর্তগুলোতে সব সময়েই মনে হয় ওর তুলনায় তুমি একটা শিশু, নেহাৎই বাচ্চা, তার চেয়ে বড় কিছু নয়।

এই ধরনের মুহূর্তগুলোতে খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে ওর পাশে তুমি একটা বলশালী লোক ছাড়া আর কিছু নও।

তুমি দেখবে কত সরল ওর মুখ এবং প্রশ্ন করার সময় মুখে চোখে হতভম্বের ভাবটা কত নির্ভরযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলে, যখন কাগজপত্র চায়, দেখতে শুরু করে অথবা হঠাৎ ওগুলো ফিরিয়ে দেয় লোকগুলোকে, আবার নেয় এবং আবার ফেরৎ দেয়। এই দেওয়া-নেওয়া করাটার অর্থ ও দেখে নিতে চায় লোকগুলোর মধ্যে কেউ ন্যাটা আছে কি না, পাভেল কিন্তু কী অসাধারণ দক্ষতায় নিজের কাজ করে যাচ্ছিল, তার মানে ইগর এবং এই লোক তিনটেই যে সাদাসিধে মানুষ সেটা ও বুঝে গেছে। একবারে হাঁদা মনে না করলেও ওকে অন্ততঃ গোঁয়ার, অল্প বুদ্ধি গেঁয়ো বুদ্ধু মনে করছে।

আমি দাঁত চেপে ধরলাম, যেন গাঁক গাঁক করে হেসে না ফেলি, যখন শুনলাম ও বেশ অন্তরঙ্গতার সুরে ওই তিনজনের সঙ্গে হাসপাতালের রাঁধুনী নিয়ে আলোচনা করছিল তার পশ্চাদ্দেশ কত চওড়া ছিল তা দেখাচ্ছিলো। তবে ঐ সময়টিতে সিনিয়ার লেফটেনান্টটি পরিষ্কার একটু ইতস্তত করছিলেন, অথচ প্রশ্নটা একেবারে সরল এবং বাস্তববাদী প্রশ্ন এবং আহত অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে থাকা কোনো সৈনিকের পক্ষে গৃহস্থালীর কাজ করার লোক এবং রাঁধুনীদের সম্বন্ধে কিছু জানা আদৌ সম্ভব নয়—আর যাইহোক হাসপাতাল তো প্রাথমিক চিকিৎসা করার ব্যাটালিয়ন নয়।

অন্যান্য সব বিস্তারিত বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সুস্পষ্ট বিরতির মধ্যে পাভেল কি দেখছিল তা অনুমান করতে পারছিলাম না আমি। আমার এ অভিজ্ঞতা ছিল না যে শত্রুপক্ষীয় এজেন্টরা প্রায়ই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে সামান্য নিরীহ প্রশ্ন বলে মনে হয়, অন্ততঃ তাদের কাগজপত্রের তুলনায়। তার কারণ এই যে, আত্মগোপন করে থাকার জন্য যে মন-গড়া কাহিনী তাদের গড়ে তুলতে হয় তার জন্যে ইউনিট বা সংগঠন যেগুলিতে তারা কাজ করেছে বলে দাবী করে তাদের কমাণ্ডারদের সম্পর্কে সব খবর বিস্তারিতভাবে শুনে মুখস্থ করে রাখে; যে হাসপাতালে চিকিৎসা হয়েছে বলে, সেখানকার প্রবীণ কর্মীদের খবরও জেনে রাখে; সিনিয়ার অফিসার এবং সেনাপতিদের চেহারা তো বটেই, সেই সঙ্গে তাদের ছোটখাট আচার-আচরণ সম্বন্ধেও

সব খবরাখবর ভালভাবে জেনে নিয়ে মুখস্থ করে রাখে কিন্তু প্রত্যেকটি সাধারণ সৈনিক, কেরাণী বা হাসপাতালের সব কটি নার্স আর ওয়ার্ড-সেবিকাকে মনে রাখা বাস্তবে অসম্ভব। কোনরকমভাবে সতর্ক না করে দিয়ে যখন ঐ ধরনের প্রশ্ন করা হয় তখন কী ভাবে তার উত্তর দেওয়া হবে? ... তুমি হয়তো বলবে ... হ্যাঁ, জানি ... কিন্তু প্রশ্নটা যদি খুব প্যাঁচোয়া প্রশ্ন হয় এবং লিজাভেতা নামের যদি কোন রাঁধুনী না থেকে থাকে, তবে? এবং তখন যদি তুমি আবার উত্তর দাও, 'আমি তাকে চিনি না—সে ক্ষেত্রেও এটা খুব ফাঁদে ফেলা প্রশ্ন হতে পারে কারণ সেই রাঁধুনীটি হয়তো ওখানকার একজন "বিশিষ্ট ব্যক্তি" এবং তাকে না জানাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

পাভেলকে চমৎকারভাবে বোকার ভাণ করতে দেখাটাতেও সত্যিকারের মজা পাওয়া যায়। অবশ্য প্রয়োজন পড়লে ভাল পেশাদার অভিনেতাও হয়তো ঐ রকম বোকার অভিনয় করতে পারবে, কিন্তু পাভেল যে চাপের মধ্যে আছে সেই অভিনেতাকে যদি ঐ চাপের মধ্যে রাখা হয়, পাভেলের ঘাড়ে অন্যান্য যেসব ভার চাপানো আছে সেই ভারগুলো যদি অভিনেতাটির ওপর চাপানো হয়—তবে তার ঐ খেলার অভিনয় খতম হয়ে যাবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কথার টান দেখে বিচার করলে মাথা কামানো ক্যাপ্টেনটি যে আমারই মতো দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল...খুব সম্ভব উত্তর ককেশাস বা রোস্তভ বা কুবান স্তেপ অঞ্চলের লোক, এমনকি আমার গ্রাম নভোরসিস্ক থেকেও আসতে পারে। ওর চেহারাটা আমার ভাল লাগছিল এবং সাধারণভাবে ওর সম্বন্ধে ভাল ধারণা হয়েছিল আমার। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, ওদের ভাষায় খুব হাসিখুশি এবং ও সব ব্যাপারে বেশ গাম্ভীর্য সহকারে, ধীরে সুস্থে কাজ করছিল।

এক্ষেত্রেও আমি সব কিছু আগে থাকতে হিসেব করার চেষ্টা করছিলাম। গায়ের জোরের প্রশ্ন উঠলে আমি যে ক্যাপ্টেন বা নুডলের চেয়ে বেশি শক্তিধর একথা বলতে পারি না। তবে যদি দৌড়বার প্রশ্ন ওঠে সেক্ষেত্রে আমার ভাববার কোন ব্যাপার নেই এবং ও ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যাপারেও আমি যে ওদের চেয়ে ভাল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আমার।

তারপর আমার মনে পড়ল আজই ভোরবেলায়, মাত্র বারো ঘন্টা আগে

আমি চিন্তা করছিলাম কোণঠাসা হলে পাওলোস্কি কি রকম আচরণ করবে, অথচ সব কিছুই পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল এবং আমার ভীষণ লজ্জা পেতে লাগলো। গাছে কাঁঠাল থাকা অবস্থায় গোঁফে তেল দেওয়ার কোন মানে হয় না। তবে বেশ কিছু লোক এইভাবে গোঁফে তেল দেওয়া শুরু করে দিয়েছিল।

কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার স্তাভকা সচরাচর নিজের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নেয় না…বস্তুতঃ কদাচিৎ নিয়ে থাকে। আমি জানি যে হাজার হাজার লোককে তল্লাশী আর পরীক্ষার কাজে লাগানো হয়েছে এবং শত শত ভ্রাম্যমান দলকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে এবং আমি এখন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধ সীমান্ত থেকে পশ্চাদ্বর্তী এলাকায় মাইলের পর মাইল অঞ্চলে যুদ্ধক্ষেত্রের দুটি বিভাগে এখন কি ঘটে চলেছে। জরুরী কালীন পদ্ধতি*—আগে কাজটা হাতে নাও, পরে প্রশ্ন করো।

অবশ্য এর সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার লোকের প্রত্যেকেই একটি স্বপ্ন দেখছে, এবং সেই একমাত্র স্বপ্নটি হল—ওদের ধরা! যেকোন উপায়ে, এবং যেকোন মূল্যে। কিন্তু এন. এফ.-এর ওপর আমার বিশ্বাস আছে এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে এই তল্লাশীর মধ্যমণি হয়ে থাকবেন তিনিই এবং অন্যদের তুলনায় আমাদেরই বেশি সুযোগ থাকবে কাজটা করার।

তবে সুযোগ পাওয়া এক জিনিস এবং ফল পাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস; এবং এখনও পর্যন্ত কোন ফলাফলকে বাস্তব রূপ নিতে দেখা যাচ্ছে না…

---

* *জরুরীকালীন পদ্ধতি*: যুদ্ধ সীমান্তের পশ্চাদভাগে যখন শত্রুর কর্ম তৎপরতা বেড়ে যায় তখন তাদের বাধা দেবার জন্যে সবরকমের সঙ্গতি ও জনশক্তিকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে কার্পণ্য করা হয় না, সেই সময়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নেওয়াকে বলা হয়। এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করার সঙ্গে শুধু সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ নয়, সব রকমের স্থানীয় নিরাপত্তা সংস্থা, নিরাপত্তা সৈন্যদল, কমাণ্ডান্টের অফিসের কর্মীরা, সৈন্যবাহিনীর ইউনিট ইত্যাদি সকলেই জড়িত থাকে। তার ফলে পরিবেশে উত্তেজনা বাড়তে বাধ্য, যেমন ভুল করে গ্রেপ্তার করা (যেগুলো ঘটে থাকে চেহারার সাদৃশ্যের ফলে এবং সন্দেহজনক পরিস্থিতির কাকতালীয়বৎ উদ্ভবের ফলে ইত্যাদি) এবং ঠিক এই কারণে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের পেশাদার দক্ষ কর্মীরা এই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে প্রচণ্ডভাবে অপছন্দ করে।

ওদের কাগজপত্রে কি আছে আমি জানি না—ওদের মুখগুলো আমি লক্ষ্য করছিলাম : ওদের এত শান্ত এবং আত্ম বিশ্বাসে ভরপুর দেখছিলাম যে আমি নিরাশ হতে শুরু করলাম। নিজের অজ্ঞাতসারে যেসব অভিব্যক্তি আর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে থাকে, তার কোন চিহ্ন মাত্র এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল না।

এদিকে কাগজপত্র দেখা পাভেল প্রায় শেষ করে এনেছে অথচ এখনও পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত কোন সংকেত ও আমাদের দেয়নি। ওর চোখও পাভেলের মত, ওকে ফাঁকি দেওয়া যায় না এবং কাগজপত্রে কোথাও কোন অসঙ্গতি থাকলে, বা এমন কিছু যার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তবে সেটা তার চোখ এড়াবে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হবার সংকেতটাও নিশ্চয়ই দিত 'আমি বুঝতে পারছি না…' (অর্থাৎ নজর রাখো!)। তাহলে মনে হচ্ছে কাগজপত্রে কোথাও কোন অসঙ্গতি নেই, সব কিছু একেবারে নিখুঁত, নিভুর্ল, তারপর আমি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম জিনিসপত্র খুলে দেখাবার কথা বললে ওই তিন জনের কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্যে……

৮৫। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার দূরভাষ সংবাদ

জরুরী

ইগোরভ সমীপে,

আপনার পাঠানো প্রতিবেদনে লেনিনগ্রাদ থেকে ভিলনিয়াসে বিমানে করে পাঠানো পরিচালকসহ ১৯টি সামরিক অনুসন্ধানী কুকুর পৌঁছেছে কিনা তার স্বীকৃতি নেই। দয়া করে খবর নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান।

কলিবানভ

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী !

পালোভানভ সমীপে,

বিশেষভাবে ভারপ্রাপ্ত হয়ে বেতার-খেলায় অংশগ্রহণ করার সময় এবং ভ্রমণ-পরোয়ানা সমেত লাল ফৌজের অফিসারের ছদ্মবেশে

থাকা অবস্থায় আপনার লোকেরা ভুল করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বাইলোরুশ গণ-কমিশারিয়েতের ক্যাপ্টেন বরিসেঙ্কো ও নভো-ঝিলভকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিন; এবং প্রয়োজন পড়লে তাদের পরিবহণের বা অন্য কোন ধরনের সাহায্য চাইলে দেবেন।

বরিসেঙ্কো আর নভোঝিলভকে যে ভ্রমণ-পরোয়ানা দেওয়া হয়েছিল তাতে তারিখ দেওয়া আছে ৩রা আগস্ট, এবং ওগুলো লেখা হয়েছিল ২৭শে জুলাই তারিখে সৈন্যবাহিনীর ৬২০৩৫ নম্বর ইউনিটে অর্থাৎ নতুন সাংকেতিক চিহ্ন বলবৎ হবার আগে।

পলিয়াকভ,

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে.

আমি জানাচ্ছি যে দুপুর ১টা ৬ মিনিটে নির্দেশিত এলাকায় রুদিনিৎস্কি জঙ্গল জিলা তন্নতন্ন করে খোঁজার জন্যে প্রেরিত অভিযানের সঙ্গে যুক্ত কর্মিবৃন্দ ও ভ্রাম্যমান দল ২০০ জনের একটি দলের মুখোমুখি হয়, অনুমান করা হচ্ছে তারা গুপ্ত সামরিক সংগঠন আরমিজা ক্রাজোয়ার লোক, রাইফেল সাব-মেসিনগান ছাড়াও তাদের সঙ্গে ছিল ৬টা ভারী মেসিনগান (এম. জি. মডেল) এবং জার্মান মর্টার।

ওখানে যে লড়াই হয়েছিল তার ফলে উভয়পক্ষে অনেকে হতাহত হয়। আমরা হারিয়েছে ২৯ জনকে তার মধ্যে আছেন সমাস' পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরের একজন প্রতিনিধি, ক্যাপ্টেন জাতুলভস্কি এবং পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের প্রহরী দল থেকে আসা ভ্রাম্যমান গোষ্ঠীর কমাণ্ডার লেফটেনান্ট-কর্ণেল কোমারভ।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজের কাছে সাহায্য চেয়ে স্থলপথে রুদিনিৎস্কি জঙ্গলে সৈন্যদল পাঠাতে বলি এবং ৩টে ৫০-র মধ্যে যুদ্ধ

স্থলটি নির্ভরযোগ্যভাবে ঘিরে ফেলা হয়। বর্তমানে গুপ্ত দলটি সেই জায়গাটাকে চারদিকে থেকে বাঁচাতে চাইছে যেখানে তারা অবস্থান করছে, এবং সেই জায়গাকে চারধার থেকে মেসিনগান আর মর্টার দিয়ে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। আগামী এক ঘন্টার মধ্যে, শত্রুর প্রতিরোধকে ভেঙ্গে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আপনার নির্দেশ পালন করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়বো—পূর্ব নির্ধারিত এলাকাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশী করবো। ফলাফল যা হয় সঙ্গে সঙ্গে জানাব আমরা।

কুলিকভ

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী

গ্রিগোরিয়েভ সমীপে,

জরুরী কালীন তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত যাদের অনুসন্ধান করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মিল থাকায় গ্রেপ্তার করা সামোখিন এবং ক্রিভৎসভকে একটুও দেরী না করে লিডাতে পাঠিয়ে দিন।

কড়া পাহারায় তাদের পোরে চিয়ের উত্তর-পশ্চিমে ৬ নম্বর বিমান ক্ষেত্রে পাঠান, যেখানে আমাদের পাঠানো একটা ডগলাস বিমান (৫১ নম্বর) আধ ঘন্টার মধ্যে অবতরণ করতে যাচ্ছে।

পলিয়াকভ

৮৬। ক্যাপ্টেন ইগর আনিকুশিম

তিনজন আগন্তুকের মোকাবিলা করার জন্যে ইগর যখন গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এলো তখন ও খুব গম্ভীর মেজাজে ছিল এবং ঐকান্তিকভাবে মনে মনে বলছিল কি কি কাজ তাকে করতে হবে, কোন্ কোন্ কর্তব্য তাকে সমাধান করতে হবে।

সেই দিনের প্রথমার্ধের আগাগোড়া : তিনবার নির্দেশ-উপদেশ পাওয়া এবং বিমানঘাঁটিতে যা দেখেছিল তার জন্যে সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটার জন্যে

নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিল, যেটা সাধারণ নয় এবং দায়িত্বপূর্ণও বটে। অথচ কার্যতঃ দেখা গেল পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত সাধারণ, গতানুগতিক কাজ।

যাদের কাগজপত্র ওরা পরীক্ষা করছিল সেগুলো পরীক্ষান্তে সাধারণভাবে একেবারে নির্ভুল দেখা গেল, তবুও ইগরের কাছে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটা ব্যাপারের মিল কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, অত্যন্ত প্রত্যয়যোগ্য বিষয়কে পরিস্ফুট করে তুলেছিল।

ভ্রমণ পরোয়ানায় প্রয়োজনীয় সংকেত-লিপি এবং গোপন চিহ্ন (কমার পরিবর্তে দাঁড়ি) এবং "স্পেশাল" তার চাউনীতে শুধু গতকালের কথা তাদের জানিয়েছিল এছাড়া দলিলটার পিছনে ভিলনিয়াস আর লিডা কমাণ্ডান্টের অফিসের অতি পরিচিত ছাপগুলো এবং তার নিজের অর্থাৎ ক্যাপ্টেন ইগর আনিকুশিনের স্বাক্ষরটাও দেখতে পেল। একথা যদি তাকে মেনেও নিতে হয় যে হয়তো ও ভুল করে থাকতে পারে এবং কোন কিছু তার নজর এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু দলিলপত্র পরীক্ষা করা, কর্মীদের সতর্ক প্রহরা এবং বহুসংখ্যক গ্রেপ্তারের ব্যাপারে যে চমৎকার মান বজায় রেখে চলেছে ভিলনিয়াসের কমাণ্ডান্টের অফিস, তা অন্যদের কাছে আদর্শ হিসাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত। ওটা এমন একটা জায়গা যেখানে ভুলগুলো কিছুতেই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

গত বসন্তকালে ইগর নিজে যে হাসপাতালে ছিল রোগী হিসাবে সেই হাসপাতালেরই দেওয়া আহত হওয়ার সার্টিফিকেটটা ছিল ইলাতোমৎসেভের অনুমতি পত্রের ভিতরে। সে সময় হাসপাতালটা ছিল ভিয়াজমায়, তারপর লিডাতে সৈন্যদল এগিয়ে যাওয়ার ফলে হাসপাতালটাকেও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ঐ শহরেই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকারী রোগীদের নিয়ে যাওয়া হতো দেরী না করে তাদের নিজেদের ইউনিটে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এর অর্থ হল এই যে কাগজপত্রে যা কিছু লেখা আছে তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়।

হাসপাতাল থেকে ইগর ছাড়া পেয়েছিল জুন মাসের মাঝামাঝি এবং ইলাতোমৎসেভ ছাড়া পেয়েছে ছয় সপ্তাহ পরে। ওরা আলাদা আলাদা বিভাগে ছিল, অথচ তাদের হাসপাতাল সার্টিফিকেটে একই ধরনের এবং অদ্ভুতভাবে জটিল স্বাক্ষর ছিল হাসপাতালের প্রধান মেডিকাল-অফিসার লেফটেনান্ট কর্নেল কুদিনভের।

এটা একটা বিচিত্র কাকতালীয়বৎ ঘটনা যে দুজনেরই প্রকৃত আঘাত-জনিত ক্ষতটা ছিল একই ধরনের। দুজনেরই বুকের ডানধারে আঘাত পেয়েছিল, দুজনেই ভুগেছে আঘাত-জনিত বক্ষগত ফুসফুস প্রদাহের অসুখে, শুধু ইলাতোমৎসেভ আঘাত পেয়েছিল বোমার টুকরোয় আর ইগর পেয়েছিল সাব-মেশিনগানের গুলির চোট। তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে উঠেছিল এই জন্যে যে চারটে গুলির একটা আটকে গিয়েছিল তার ফুসফুসের ওপর দিকে এবং ওখান থেকে ওটাকে বের করা ছিল খুব কঠিন কাজ, কারণ গুলিটা ছিল উপ-কণ্ঠাস্থির ধমনীর খুব কাছে। ধাতুব এই সর্বনাশা টুকরোটার জন্যেই তাকে শুধু হাল্কা কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

ইগর যে ইলাতোমৎসেভকে দেখে চিনতে পারে নি তার জন্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হাসপাতালের চারটে বিভাগে প্রায় হাজারখানেক রোগী ছিল, তাছাড়া শল্য চিকিৎসার তিন নম্বর বিভাগটা ছিল অন্য একটা আলাদা বাড়িতে। তাসত্ত্বেও শল্য চিকিৎসার তৃতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মেজর লোজোভাস্কিকে ইগর চেনে, যার কথা ইলাতোমৎসেভ বলেছিল। লোজোভস্কি ছিলেন লেনিনগ্রাদের লোক, এই সুপরিচিত শল্য চিকিৎসকটি গানবাজনা ভীষণ ভালবাসতেন, লোকে বলে অপারেশন করার সময়ও তিনি নাকি গুন গুন করে গান গাইতে থাকেন।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার পর তিনি তাঁর বাড়ির ক্যান্টিনে এক ঘন্টার জন্যে ধ্রুপদী সঙ্গীতের আয়োজন করতেন। নিজের সংগ্রহ থেকে রেকর্ড নিয়ে আসতেন, চালিয়াপিন, সবিনভ এবং অন্যান্য বিখ্যাত গায়কদের গাওয়া একক কণ্ঠসঙ্গীত। যত তাড়াতাড়ি পারে উঠে পরে ওখানে যেতো ইগর : লোজোভস্কির মোটাসোটা চেহারাটা ওর মনে পড়ছে, মাথায় কালো চুল, চাঁদির কাছে আসতে আসতে উঠতে শুরু করে দিয়েছে, ছোট ছুঁচলো দাড়ি, গান শোনার সময় এক কোণে বসে মাথাটা তুলতেন, নামাতেন।

লোজোভস্কির নামটা উচ্চারণ করা এবং প্রধান মেডিক্যাল অফিসারের স্বাক্ষরের অবিস্মরণীয় অলংকরণ ইগরের ওপর যতোটা প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন পাভেলের কাছে তার কোনো মূল্য ছিল না এবং সেটা হওয়াও সম্ভব ছিল না। পরীক্ষা চালানোর সময় ইগর "স্পেশাল"কে নতুন চোখে আবিষ্কার করলো—সরলমনা একটি মানুষ, উন্নতি করার

ব্যাপারে লজ্জাজনকভাবে মন্থর গতি, কথাগুলোকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উচ্চারণ করছিল নিজের নির্বুদ্ধিতাটা লুকোতে পর্যন্ত পারছিল না। একবার একটা কাগজ নিলো, তারপর পরীক্ষা না করেই ফিরিয়ে দিলো (দুবার সে ভুল লোককে ফেরৎ দিয়ে ছিল) এবং তারপর যেন হঠাৎ কোনো একটা কথা মনে পড়ে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে আবার চেয়ে নিয়ে, আবার ফেরৎ দিলো। প্রতিটি কথায় মধ্যে বারবার "দেখছেন তো", "জানেন নিশ্চয়ই", "আচ্ছা", "ব্যাপারটা এই" বলা থেকে তার ভাষার দীনতা এবং শ্লথ চিন্তা ধারার কুটিলতাকে আরও প্রকট করে তুলছিল। ইগর যে সময়ের মধ্যে খুঁটিয়ে তিনটে কাগজ দেখে নিচ্ছিল, ঐ সময়ে সে দেখছিল মাত্র একটা।

সত্যি কথা বলতে কি ও যে অতো বোকা সেটা পরীক্ষা করার কাজ শুরু হবার আগে বোঝা যায় নি এবং তার কারণটা বোঝাও সহজ। জঙ্গলের প্রান্ত থেকে এই জায়গাটায় হেঁটে আসা পর্যন্ত এবং ঐ ফাঁকা জায়গাটায় যাওয়া পর্যন্ত ও শুধু উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল, অতি পরিচিত গতানুগতিক কথাগুলো বার বার আওড়ে যাচ্ছিল এবং ওগুলো আগেও প্রায় বহুবার বলে নিয়েছিল। তাছাড়া ইগর তার নিজের চিন্তায় ডুবেছিল অর্থাৎ লেনা আর আসন্ন পার্টির কথা ভাবছিল, তাই পাভেলের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না, শুধু যেটুকু তার প্রয়োজন—সাময়িক ভাবে তাকে যা করতে হবে সে সংক্রান্ত যা কিছু জানবার সেগুলো শুধু জেনে নিচ্ছিল অথচ পাভেলের কথা বলার অভ্যাস লক্ষ্য না করে পারছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে পাভেলের বোকা ভাবটা বিশেষ ভাবে ফুটে উঠলো, তখন থেকে চিন্তা করা আর বিশ্লেষণ করতে বাধ্য হলো ও। ওর ওই হাস্যকর গোঁয়াতুর্মির ভাবটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। ইগর জানে যে এই ধরনের মানুষ কখনও নিজেদের ভুল বা নিজেদের অনুমানের অসঙ্গতিকে স্বীকার করতে চায় না।

পোশাকের কুপন, মাইনের বই, খাবার ভাউচার, রেলের পাশ এবং এই জাতীয় কম গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রকে চাওয়া হতো কমাণ্ডান্টের অফিসে এবং পাহারাদারদের দ্বারাও। কিন্তু শুধু তখনই যখন মূল কাগজপত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতো। এক্ষেত্রে পরিচয় পত্র এবং ভ্রমণ-পরোয়ানা দুটোই যথাযথ আছে এবং ইগরের মতে আর অন্য কোনো কাগজপত্র দেখানোর

দাবী করার কোনো মানেই হয় না এবং সেই কারণেই ইগর ও-কাজটা আর করে নি এবং পাভেল নিজের থেকে ওটা করতে শুরু করে দিয়েছে দেখে পেলো।

কমাণ্ডান্টের অফিসের কর্মীদের জন্য যে বিধি নিয়ম নির্দেশিত আছে তাতে পার্টির কাগজপত্র আদৌ চাওয়া চলবে না—চূড়ান্ত ক্ষেত্রে সেটা চাওয়া যেতে পারে। যদি গুরুতর কোন কারণ দেখা দেয় এবং তাই দেখালেও ইগর নিজে পার্টি কার্ডটা হাত দিয়ে ছুঁলো না পর্যন্ত। চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে পাভেল যখন কাগজপত্র খুলে পরীক্ষা করতে শুরু করলো তখন আড়চোখে তাকিয়ে ইগর আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করলো —ইলাতোমৎসেভ পার্টিতে যোগ দিয়েছে ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে, যে সময়টা ছিল দেশের পক্ষে চরম দুর্দশার সময়।

আজ সেই অফিসারটি এখানে দাঁড়িয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের শৌর্যের বিশেষ পরিচয় দিয়েছে, আক্ষরিক অর্থে যে নিজেকে সমর্পণ করেছিল মাতৃভূমি আর শত্রুপক্ষের মাঝখানে, মস্কোর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যে অংশ নিয়েছিল। যে শহরটি ইগরের ভীষণ প্রিয়, আর সেই অফিসারটিকে কিনা কোনো এক অজ্ঞাত কারণে পাভেল সন্দেহের চোখে দেখছে। বস্তুতঃ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল পাভেল তাকে তল্লাশী করতে চাইছে—এবং প্রতি মুহূর্তে ইগর "স্পেশালের" এই কাগজটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যে মনে মনে এগিয়ে যাচ্ছে। এক সময়ে সে তার অপছন্দের ব্যাপারটা মুখে প্রকাশ করার তীব্র ইচ্ছাটিকে অনুভব করলো, যা ঘটছে সে সম্বন্ধে তার ঘোর বিরুদ্ধধারণা প্রকাশ করতে চাইলো।

যে ছোট ভাইটি মারা গেছে, তাকে এবং ইগরকে তাদের বাবা বলতেন যে প্রত্যেক মানুষ সর্বাগ্রে দায়ী থাকে নিজের কাছে এবং তার ফলে সেই হয়ে ওঠে তার নিজের সর্বোচ্চ বিচারক। বাবা তাকে এ শিক্ষাও দিয়েছিলেন যে, যেসব জটিল পরিস্থিতিতে কাউকে যখন ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেবার দরকার হবে তখন সোভিয়েত নাগরিককে তার বিবেকের আশ্রয় নিতে হবে এবং তাকে উন্নীত করে তার আত্মপ্রত্যয়। দ্বিধাহীনভাবে ইগর তার বাবার এই উপদেশ পুরো যুদ্ধকালে মেনে চলে এসেছে এবং চড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে প্রত্যেকবারই ওর কথাটাই ঠিক হয়েছে।

বাবার এই উপদেশের জ্ঞানগর্ভ দিকটার বড় পরিচয় ও পেয়েছিল দু বছর আগেকার একটা ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে যখন যে বাহিনীতে ও ছিল সেই বাহিনীটি ক্রমাগত লড়াইয়ের পর প্রায় অর্ধেক সৈন্যকে হারিয়ে বসেছিল এবং প্রত্যেকটি ঘাঁটি রক্ষা করার জন্যে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত ভোলগা পর্যন্ত সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

জার্মানরা তাদের বিভাগকে কয়েকটা ভাগে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল এবং ইগর, ব্যাটালিয়ানের অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে ১৫০ জনের একটা দল গড়েছিল, যে দলটা স্তেপভূমির দিকে এগিয়ে যাওয়া দুটো বড় সড়কের মোড়ে চারপাশ থেকে শত্রু সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল।

দেখা গেল পদ এবং মর্যাদায় ইগরের স্থান দ্বিতীয় ওর সঙ্গে আছে পাশের রেজিমেন্ট থেকে আসা একজন ক্যাপ্টেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রের পয়লা সারির একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা, যুদ্ধের প্রথম বছরে, যখন সম্মান চিহ্ন সহজে পাওয়া যেত না, তখন তারই মধ্যেই ক্যাপ্টেনটি রেড ব্যানারের দুটো হুকুম পেয়ে বসে আছে, সে-ই খুব তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের ঘাঁটির সব ত্মক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললো। মাথায় ও কাঁধে আঘাত থাকা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন পূর্ণোদ্যমে কাজ করছিল এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, দশজনের বেশি সৈন্যের সাহস আর কর্মশক্তি পেয়েছে যেন সে। এক সঙ্গে কয়েক ঘন্টা কাজ করার ফলে ইগর আক্ষরিক অর্থে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল এবং ওই সঙ্গীন মুহূর্তে তারা দুজনে যে একসঙ্গে থাকতে পেরেছে তার জন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

দুজনেই শপথ নিল কিছুতেই পিছু হটবে না, শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত কেউ নিজেদের জায়গা ছাড়ব না। এটাই তাদের অনেকের কাছে আত্মরক্ষা করার জন্য শেষ যুদ্ধ একথাও সৈন্যরা বুঝে নিয়েছিল ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় নেবার সময়। ট্রেঞ্চ খুঁড়তে সবাই ব্যস্ত, এমন সময় হঠাৎ বেতার মারফৎ খবর এল—বইতে পারা যাবে না এমনসব সাজ সরঞ্জাম গোলাবারুদ ফেলে তারা যেন সবাই পূর্বদিকে, ভলগার দিকে ফিরে যায় জোর করে মার্চ করে এবং যাবার পথে তারা যেন কোনরকম লড়াইয়ের সঙ্গে নিজেদের না জড়ায় (যাতে আর কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয়)।

এমনিতে মনে হচ্ছিল সব কিছু খুব স্পষ্ট এবং ও নিয়ে মাথা ঘামাবার আর কোন দরকার নেই। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে ইগর

ক্যাপ্টেনকে বলল যে ডিভিসনের কমাণ্ডার আর চীফ অফ দি স্টাফের সই আর সীলমোহর দেওয়া লিখিত নির্দেশ ছাড়া সে আর তার সৈন্যরা বর্তমান ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাবে না।

ক্যাপ্টেন ওকে অনেক বোঝাল, বাহ্যিক নিয়মকানুনের দাস বলে গালগালও দিল। শত শত প্রাণ বাঁচাবার বদলে কাগজের ভাঁড়ার গড়ে তোলার দোষে দোষী সাব্যস্ত করল এবং নির্দেশ পালন না করলে গুলি করে মারা হতে পারে এই ভয়ও দেখাল। একটা পয়োঃনালীর তলায় মাটিতে বসে, পাছে সৈন্যরা শুনতে পায় তার জন্যে গলা না চাড়িয়ে তারা জোর তর্ক শুরু করে দিল, কেউ এক পা পিছোতে চায় না। মাঝরাতের পর ক্যাপ্টেন তার সৈন্যদের ডেকে যা নির্দেশ দেবার তা দিল, এবং তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যা করল, তা ইগরের কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল। একটাও গুলি না চালিয়ে গোপনে ৫০ জন সৈন্যকে নিয়ে জার্মানদের অতিক্রম করে চলে গেল।

ইগর অবশ্য রয়ে গেল তার সৈন্যদের নিয়ে এবং কয়েক ঘণ্টা পরে তুলনায় অতিমাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল তাকে। ওরা যাতে আজে বাজে কিছু ভেবে না বসে তাই ইগর তার সৈন্যদের বলেছিল যে ক্যাপ্টেনের দলকে পাঠানো হয়েছে এক অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজের ভার দিয়ে।

পেশাদার সৈনিক পরিবারে মানুষ হয়ে এবং নিজে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার অনেক আগেই ও জেনে গিয়েছিল যে "অধঃস্তনের কাছে তার ওপরওলার হুকুমই হল আইন" এবং নির্দেশকে "বিনা প্রশ্নে অক্ষরে অক্ষরে ঠিক সময়ে" পালন করা উচিত, তাসত্ত্বেও এক্ষেত্রে গোঁয়ারের মত তা করতে অস্বীকার করছে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার নিজের হাতে নিতে গিয়ে কোন নীতি অনুসরণ করছে? প্রথমতঃ এটা হল সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার: জার্মানদের অগ্রগতির ব্যাপারে এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংযোগ স্থলের গুরুত্বটাকে ভালভাবেই জানে এবং তার দেশের কেন্দ্রস্থলে শত্রু যাতে ঢুকে পড়তে না পারে তার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ যে তাকে করতেই হবে এটা সে বুঝেছিল। তাছাড়া ডিভিসনের সদর দপ্তরের হুকুমটা যে শুধু তার দৃঢ় বিশ্বাসের পরিপন্থী তা নয়, প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমিশারিয়েতের ২২৭ নম্বর মৌলিক নির্দেশেরও বিরোধী, যেটা কমাণ্ডারদের অন্যান্য সকল বিজ্ঞপ্তির

সঙ্গে সম্প্রতি ইগরও ছুবার দেখেছে, প্রথমতঃ সাধারণ সৈন্যদলে থাকার সময় এবং তারপর আবার সদর দপ্তরের ট্রেঞ্চে যখন ওকে ওতে সই করতে হয়েছিল সে যে ওটা জেনেছে সেটা দেখাবার জন্যে। স্তালিনের সই করা ঐতিহাসিক দলিলের কিছু কিছু কথা এখনও তার অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে. "সোভিয়েত দেশের প্রতিটি টুকরোকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে এবং শেষ সম্ভাব্য মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে হবে···।"

২২৭ নম্বরের মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপ ছুটো বাক্যে প্রকাশ করা যায়— "এক পাও পিছিয়ে আসা চলবে না।" বা "আমৃত্যু লড়াই করো।" যা বাস্তবে পিছিয়ে অসাটা নিষিদ্ধ করেছে এবং সেটা সর্বতোভাবে ইগরের বিশ্বাসকেই সমর্থন করছে। বীরত্বের জন্য ছুবার সম্মানে ভূষিত ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ইগর যে তর্ক করেছিল তার প্রধান ভিত্তিই ছিল ঐ নির্দেশনামা। ক্যাপ্টেন অবশ্য তখনও নিজের মতটাকেই সমর্থন করলো এবং সঙ্গত কারণেই, যে সেনাবাহিনীতে আগেকার সব নির্দেশের বিরোধী হলেও অতি সাম্প্রতিক প্রত্যক্ষ নির্দেশকে পালন করা উচিত এবং সৈনিকের কর্তব্য হলো আলোচনা না করে নির্দেশ পালন করা এবং চিন্তা করার কাজটা অধিনায়কদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

চারপাশ থেকে শত্রু বেষ্টিত হয়ে থাকা অবস্থায় ডিভিসনের দপ্তর থেকে ছুজনের স্বাক্ষর ও সীলমোহর যুক্ত সরকারী দলিলের জন্যে অপেক্ষা করার ব্যাপারে ইগর যে জোর করছিল তার অর্থ ইগরের দিক থেকে মূল নির্দেশকে পালন না করার একটা অজুহাত মাত্র। সে আমলা নয়, তুচ্ছ ব্যাপারে অযথা জিদ করারও লোক নয়, কিন্তু যে ভাবে সৈন্যদল অপসারণের গুপ্ত সংবাদটা তাদের পাঠানো হয়েছে—খোলাখুলি ভাবে বেতার মারফতে—তার জন্যে ওর মনে গভীর সন্দেহ দেখা দিচ্ছিল। আপত্তি জানাতে গিয়ে ক্যাপ্টেন বিচক্ষণতার সঙ্গে ও যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রু সেনা যখন কোনো সৈন্যদলকে ঘিরে ফেলে তখন সঙ্গে সঙ্গে সংকেতলিপিগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়, যে বিষয়টি সদর দপ্তর নিশ্চয়ই বিবেচনা করেছিল।

এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে যখন ইগর ঐ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তখন ও নিজের সম্বন্ধে, তার কী হতে পারে এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করে নি, বরং ও শুধু চিন্তা করেছিল মাতৃভূমির জন্যে কোন কাজটা হবে

সবচেয়ে জরুরী আর উপকারী। লড়াই না করে পালিয়ে যাওয়া, নিজেদে সাজ-সরঞ্জাম বা গোলা বারুদের একটা অংশ ফেলে যাওয়া বা নষ্ট করে যাওয়াটাকেই ও হাস্যকর ব্যাপার মনে করেছিল। চরম অপরাধ বিবেচনা না করলেও—ডিভিসনের সদর দপ্তরে এরকম বোকার মত চিন্তা কার মাথায় এসেছিল সেটা ইগর বুঝে উঠতে পারছিল না। কী দুঃখে তারা ভোলগার দিকে ফিরে যাবে এবং তাও আবার তাদের চলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে! তার মানে আরও প্রায় সত্তর মাইল পূর্ব দিকে তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং বেদখল হওয়া এলাকাকে লড়াই করে আবার জয় করতে হবে? এর যে কি মানে হয় সেটা ও বুঝতে পারছে না? মানে হয়ও না।...ওরা যদি থেকে যায় এবং যদি চরম আত্মবলিদান দেয়, অততঃ পক্ষে সাময়িক ভাবেও শত্রুর অগ্রগতি রুখে রাখতে পারে তাহলে পরিস্থিতি অন্য রকম হবে—এবং ইগরের মনে হয়েছিল, ঐ ধরনের সংকটের মুহূর্তে যোদ্ধা হিসাবে এটাই হবে তাদের একমাত্র প্রকৃত কর্তব্য।

একশো জনেরও কম সৈন্য, দুটো মর্টার আর এবং দেখবার-কল-ভাঙা একটা ছোট কামান নিয়ে ইগর আর তার সৈন্যরা চৌমাথাকে আগলে রাখলো চব্বিশ ঘন্টারও বেশি, যতক্ষণ না পর্যন্ত আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত একটা ব্রিগেড জোর করে বেষ্টনী ভেঙে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল যে পিছিয়ে আসার নির্দেশটা বেতার মারফতে প্রচার করেছিলেন ডিভিসনের সদর দপ্তরে সৈন্যবাহিনী চলাচল বিভাগের উপপ্রধান, যিনি শত্রুর হাতে ধরা পড়েন এবং তারপর ওরা তাঁকে সহযোগিতা করতে বাধ্য করায়। রেজিমেন্টের বেতার কর্মীরা তাঁর গলার স্বর চেনে এবং এই জন্যেই পরিষ্কার বোঝা যায় পাঁচটার মধ্যে তিনটে দল কেন ঐ মিথ্যা নির্দেশ পালন করতে ইতস্তত করে নি। এর ফলে যুদ্ধ সীমান্তের দুটো বিভাগে দারুণ বিপদ ঘটেছিল, এবং তার জন্য দায়ী ইগরের সেই পুরনো ক্যাপ্টেন ও অন্য দুজন অধিনায়ককে সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর গুলি করে মারা হয়—কোন বিচার করা হয় নি, এসব ব্যাপারে আইনটা অত্যন্ত সরল......।

ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নেওয়াটাই যে ইগরের পক্ষে সঠিক কাজ হয়েছিল সেটা প্রমাণিত হলো এবং যুদ্ধগত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি আগলে রাখার জন্যে যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় ও দিয়েছিল তার জন্যে দেশাত্ম-বোধক যুদ্ধের পদকে সম্মানিত করা হয় ইগরকে। এই ঘটনাটি ইগরের

মধ্যে এক স্থির বিশ্বাস জন্মে দিয়েছিল যে মানুষকে কাঠ পুতুল হয়ে থাকলে চলবে না এবং কঠিন পরিস্থিতিতে নিজের বিবেকবুদ্ধি আর বিশ্বাস মতে কাজ করা উচিত।

প্রায় সেই সময়েই ১৯৪২ সালের সর্বনাশা জুলাই মাসের আর একটা ঘটনা ঘটেছিল, যার জন্য "স্পেশাল" সম্বন্ধে ইগরের মনোভাব অনেকটা পরিমাণে বিরূপ হয়ে যায়। একদিন রাতের বেলায় যুদ্ধের সময়, বিভ্রান্ত কঠিন ও প্রায় অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় যখন তারা অপর্যাপ্ত সৈন্য নিয়ে জার্মানদের হাত থেকে ত্-সিমলিয়ানস্কায়া বসতির প্রান্তদেশ ছিনিয়ে আনার জন্যে মরীয়া হয়ে লড়ে যাচ্ছিল, তখন ইগরের কোম্পানী থেকে তিনজন সৈন্য বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক সপ্তাহ পরে দক্ষিণাঞ্চলের এক অন্ধকার রাতে পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের এক প্রতিনিধি, জনৈক কামালভ, ইগরকে ডেকে পাঠালো তার ট্রেঞ্চে। পলতেওলা আলো জেলে ভোর পর্যন্ত সেই বেঁটে খাটো তরুণ লেফটেনান্টটি ইগরকে জেরা করেছিল একের পর এক প্রশ্ন করে, জানতে চাইছিল কোন পরিস্থিতিতে ইগর সংশ্লিষ্ট কেরানীকে বলেছিল ওই তিন-জনকে "নিরুদ্দিষ্ট" শ্রেণীভুক্ত করতে। কামালভ ইগরকে আরও কয়েকবার ডেকে পাঠিয়েছিল এবং কোনো এক অজ্ঞাত কারণে প্রতি তৃতীয় রাত্রে ডেকে পাঠাতেন এবং দ্বিতীয় দফার মুলাকাতের পর ওটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে গোয়েন্দা বিভাগের লেফটেনান্টটি ইগরকে সন্দেহ করছেন ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ শব্দটা লেখাবার জন্যে, যাতে ঐ তিনজন সৈনিক যে দলত্যাগ করে জার্মান পক্ষে যোগ দিয়েছে সেটা চাপা দেওয়া যায় এবং গোপন রাখা যায়।

এর চেয়ে হাস্যকর বা অসম্ভব কিছু কল্পনা করতে ইগর পারে নি। ঐ তিনজনই এসেছিল যুদ্ধের ঠিক আগে সাহায্যকারী অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী থেকে। ইগর যে ওদের কেবল চিনতই না তা নয়, এর আগে জীবনে কখনো চোখেও দেখে নি। ওর স্থির বিশ্বাস ছিল যে অশুভ লগ্নে যে আক্রমণ করা হয়েছিল তাতেই ওই তিনজন মারা গেছে; আবার যদি ধরে নেওয়া হয় যে তারা মরে নি এবং এখনও বেঁচে আছে এবং জার্মানদের পক্ষে চলে গেছে, তবে তাকে কি করে তার জন্যে দায়ী করা যেতে পারে?

ওই তিনজনকে কামালভের সন্দেহ করার একটি কারণ ছিল এবং সেটা

হল এই যে তারা তিনজনেই এক সময়ে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে বাস করেছিল। কিন্তু ইগর তো থাকে নি। এক ঘণ্টার জন্যেও ও জার্মানদের হাতে বন্দী অবস্থায় কাটায় নি, বা জার্মানদের দ্বারা ঘেরাওয়ের মধ্যেও পড়ে নি। বিদেশে বা বন্দী শিবিরে তার কোন আত্মীয় নেই, এমনকি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও নয়। বাস্তবক্ষেত্রে এবং তার সব কাগজপত্র থেকে খুঁটে খুঁটে যা কিছু সংগ্রহ করা যায় তার বিচারে ইগরের চাকরি সংক্রান্ত নথীপত্র একেবারে নিখুঁত এবং একটাও দোষ-ত্রুটির চিহ্ন নেই তাতে। কিন্তু প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারে "স্পেশাল" তার পারিবারিক কথা জিজ্ঞাসা করছিল, মা আর বাবার সম্বন্ধে একই প্রশ্ন বারবার করছিল এবং প্রত্যেকবার ইগরের প্রত্যেকটি উত্তর নির্ভুলভাবে কাগজে টুকছিল। রাত্রিকালীন এই প্রতিটি সাক্ষাৎকারের পর লোকটির প্রতি ইগরের বিদ্বেষ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল এবং দেখতে দেখতে তা ঘৃণার পর্যায়ে পৌঁছে গেল। কামালভকে তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। পক্ষান্তরে স্পেশাল-এর ঐ সন্দিগ্ধ স্বভাব, যার বিবেচনাহীন গোঁয়াতুর্মি প্রতি তৃতীয় রাতে ইগরের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে—যখন কিনা যুদ্ধ সীমান্তে মানুষের পক্ষে ঘুমের ভীষণ দরকার—এবং যে লোকটা বোকার মতো প্রশ্ন করে করে তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে, তার প্রতি ইগরের ঘৃণা এবং ধিকি ধিকি করে জ্বলে ওঠা ক্রোধকে সে যেন আর চেপে রাখতে পারছে না। দিনের শেষে চরম পরিশ্রান্ত হবার পর ইগরের পক্ষে ঐ অর্থহীন রাত জাগার ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠছিল। যান্ত্রিকভাবে সে কামালভের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতো এবং তার প্রতি যে ইগরের মনোভাব সহসা বিরূপ হয়ে গেছে সেই মনোভাবটা লুকোবার চেষ্টা করত না। যতক্ষণ ওদের কথাবার্তা চলতো ততক্ষণ ইগর মনেপ্রাণে একটা জিনিসই চাইত—এবং সেটা হল কখন সকাল হবে এবং এসবের অবসান ঘটবে।

একবার, নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ইগর ঢুলতে শুরু করে দিয়েছিল মাটির দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে। কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল তা বলা কঠিন; কামালভ তাকে বিরক্ত করে নি বা ঘুমও ভাঙিয়ে দেয় নি, বরং ধৈর্য ধরে বসেছিল। চোখ খোলার পর ইগর পলতেওলা বাতির স্তিমিত আলোয় দেখল মুখের থেকে মাত্র এক গজ দূরে উঁচু গালের হাড়ওলা ভাবলেশহীন একটা এশীয় মুখ; "স্পেশালটির"

চোখটা একটু গড়ানে এবং চোখের পাতা না ফেলে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ইগরকে আবার সেই দৃষ্টির সম্মুখীন হতে হল এবং তারপর মাত্র এক সেকেণ্ড পরে আবার সেই শান্ত, অচঞ্চল কণ্ঠ ভেসে এল. তাহলে আপনার বাবা ছিলেন এক শ্রমিক পরিবারের ছেলে এবং আপনার মা. মানে আপনিই যা বলেছেন, ছিলেন সামান্য সরকারী কর্মচারীর মেয়ে··· তাই তো?'

ইগর আহত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলতে লাগল, নিষ্ঠুর স্বপ্নের মত, সমাধানহীন ধাঁধাঁর মতো—হাসপাতালে যাওয়ার ফলে এর হাত থেকে মুক্তি পেল সে।

তার ঐ ভাবলেশহীন মুখ, উঁচু গালের হাড় এবং সর্বোপরি তার "সতর্ক প্রহরা" এবং "অনমনীয়তার", এই পেশার লোকেদের কাছে যা অপরিহার্য, পাভেলের সঙ্গে কামালভের মিল আছে। সবাইকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে তাদের একগুঁয়েমিতা আর অনিচ্ছা যত প্রবলই হোক না কেন "স্পেশালরা", ইগরের ধারণা বা তার আচরণকে প্রভাবিত করতে পারবে না এবং বাস্তবে তা করার কোন অধিকারও তার নেই।

অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করার পর এই বিশেষ পরিস্থিতিতে এক দৃঢ় সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। ও নিঃসন্দেহ ছিল যে ইলাতোমৎসেভ খাঁটি লোক, চুবারভ আর ভাসিনও তাই: ওদের পরিচয় তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তার মধ্যে ওদের সম্বন্ধে কোন সন্দেহের উদয় হয় নি। যুদ্ধ সীমান্তের এই অফিসারদের সম্বন্ধে "স্পেশালদের" তরফ থেকে আর নতুন কিছু করা হলে তা হবে তাদের জন্মগত স্বেচ্ছাকৃত অবিশ্বাস এবং পাভেলের একগুঁয়েমিতা ও কল্পনা শক্তির অভাবেরই পরিচায়ক। যে প্রকৃত পরিস্থিতির মোকাবিলা তারা করেছে সে ব্যাপারে "স্পেশালদের" যে সাবধানতা ও প্রস্তুতি চালাচ্ছে তার তুলনা করে ইগর বেশ মজা পাচ্ছিল। কষ্ট করে হাসি চেপে, খুশি খুশি মনে সে ভাবছিল, "আহা, কি অসাধারণ গোয়েন্দা তোমরা! বেচারা বুড়ো শার্লক হোমসরা।' পাভেলের অধীনস্থরা যে ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকাবার ইচ্ছাটা কিছুতেই দমাতে পারছিল না। 'মহান বিশেষজ্ঞরা তিলকে কীভাবে তাল করছেন ··· কী লজ্জার ব্যাপার!'

ইলাতোমৎসেভের বুদ্ধিদীপ্ত, কঠোর মুখমণ্ডল, তার আশমানী রঙের সামান্য ঢোকা উজ্জ্বল চোখ, তার আচরণ এবং কাগজপত্র ইগরের মনে এক ধরনের আত্মীয়তাবোধ আর শ্রদ্ধারই উদ্রেক করছিল। কাগজপত্র পরীক্ষা করার পর অন্য দুজন অফিসার সম্বন্ধেও তার সেই ধারণা হয়েছিল এবং পাভেল নিরর্থক অপেক্ষা করতে লাগল ইগরের পরবর্তী নির্দেশের জন্যে। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে ওদের পিঠের ব্যাগগুলো পরীক্ষা করার কথা, কিন্তু সেটা ইগরের পছন্দ নয়, ফলে কিছুই বলল না সে, এখন সে আড়ালে থাকতেই বদ্ধপরিকর।

তাকে বাদ দিয়েই পাভেল যা করতে চায় করুক, যেমন ও নিজের থেকেই একটু আগে ওদের অতিরিক্ত কাগজপত্র দেখতে চেয়েছিল। যদি পরে কেউ ইগরের সমালোচনা করে কর্তব্যে অবহেলার জন্যে, তখন এই কাজটার পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার থাকবে তার। ও একটা প্রতিবেদন লিখে পাঠাবে লিডাতে কমাণ্ডান্টের কাছে, কিংবা প্রয়োজনে ছাউনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছেও পাঠাতে পারে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের অবস্থা বুঝিয়ে বলবে। "স্পেশালরা" পছন্দ করুক বা না করুক ও নিজের মত করেই চিন্তা করে এবং সম্পূর্ণ হাস্যকর নির্দেশ সমেত যে কোন আদেশই বুদ্ধিবৃত্তিহীন অন্ধ-অনুগামীর মত মেনে চলতে রাজী নয়।

৮৭। পাভেল আলিওখিন

বর্ণনা মিলে যাচ্ছে … একি মিসচেস্কো হতে পারে … সম্ভব!… জনসাধারণের জন্য স্নান-ঘরে একবার গেলেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায় … একবার শুধু তার কাঁধের পিছন দিকটা যদি দেখতে পেতাম … মাঝের এই বছরটায় ও কোথায় ছিল … মানে এই এগারো মাস?… ও আহতই বা কোথায় হয়েছিল?… মিসচেস্কো—সত্যিকারের শিকার সেই হবে।… আগে থাকতে গোঁফে তেল দিয়ো না। … এখনও নিশ্চিন্ত নই যে এই মিসচেস্কো বা এটাই নিয়েমেন দল … ভালভাবে চিন্তা করো!

খাবার ভাউচার … নম্বর … ছাপার ধরন … ছোট অক্ষরে ছাপা … সৈন্যবাহিনীর ইউনিট নম্বর ৭২৫১০ … ক্যাপ্টেন ইলাতোমৎসেভ এ. পি., সঙ্গে

দুজন অফিসার ... সামরিক কাজের জন্য অনুপস্থিত ... ভিলনিয়াস ... লিডা এবং এলাকা ... দেবার তারিখ আর নম্বর ... বিশেষ কাজের জন্য ভ্রমণ পরোয়ানার তারিখ ১০ই আগস্ট ... র‍্যাশন পেয়েছে ... ১০ই আগস্ট সহ ঐ পর্যন্ত ... চিনি ... ১০ আগস্ট সহ ঐ তারিখ পর্যন্ত ... ৩১শে আগস্ট সহ ঐ তারিখ পর্যন্ত সাবান ... পেয়েছে ... তামাকের র‍্যাশন ... ৩১শে আগস্ট ... ভ্রমণের পাঁচ দিনের জন্যে শুকনো খাবারের র‍্যাশন ... বিশ্বাস-যোগ্য ... মোছা যায় না এমন পেন্সিল ... কাগজের বুনোট ... বেশ এবার তাহলে ... ১৬ই আগস্ট থেকে কোন র‍্যাশন পাওনা নেই ... ভাউচারগুলো চলবে ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত ...প্রাপকের স্বাক্ষর ... ইলাভোমৎসেভ ... আগের গুলোর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ... ইউনিট কমাণ্ডারের সহকারী সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত ... মেজর গুনদোবিন ... স্বাক্ষর ... নথীপত্র রাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ... স্বাক্ষর, তারিখ ... ছাপ ... অতিরিক্ত নোটের জন্য ... ৩১শে আগস্ট সহ ঐ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত র‍্যাশন পেয়েছে ... ১৬ই আগস্ট তারিখে পাঁচদিনের জন্যে শুকনো খাবারের র‍্যাশন ... ছাপা ... সীলমোহর ... সব ঠিক আছে।

ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে ... র‍্যাশন সম্বন্ধে ... ঐটাই তো নিয়ম ... ওর মুখটা লক্ষ্য করো ... ভাল ... বেশ তারপর ... এবার দলিলপত্রের জন্যে অন্যদের দিকে হাত বাড়াও ... বেশ ... পরের জন অনেকগুলো কাগজপত্র বের করেছে ... আর এইটা ... ওদের কাছে অনেক কাগজপত্র আছে দেখছি ... যদিও ওর চোখের পলক একবারও পড়েনি।

বর্ণনাগুলো পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। আমি বলবো...কিন্তু এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে এই লোকটাই মিসচেঙ্কো. বা এটাই হল নিয়েমেন দল...ফলে ওরা যেসব কাগজপত্র তুলে দিয়েছে তার হাতে সেগুলোতে ওর আর কোন আগ্রহ নেই...অনিচ্ছা সহকারেই নিচ্ছে ওগুলো .... এতক্ষণে সব কিছু ও জেনে গেছে! ... ঠিক আছে ... জানুক ... কিন্তু তুমি তো তোমার কি কর্তব্য জান! ... বেশ তারপর ... হাসপাতাল থেকে আনা একটা চিরকুট ... গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া ... হাসপাতালে কেউ একজন ছিল সে সম্বন্ধে ... ব্যাপারটাকে সহজ করে রাখো ... আহঃ, তুমি ইতঃস্তত: করছো ... কেন? ... ল্যাজ খাবার ভয় পাচ্ছ? ... ও যদি সত্যিই আমাদের অফিসার হয় তবে ওর ভয় পাবার কি আছে? ... বিচিত্র

··· ও সোজা উত্তর দিচ্ছে না ··· ও অসন্তুষ্ট হয়েছে ··· ঘাবড়ে গেছে ··· চলে এস এবার, ওদের শক্তি পরীক্ষা করে দেখো···

মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ··· আকার ··· দলিলের নাম ··· ছাপার ধরন ··· ছোট অক্ষর ··· সাংকেতিক চিহ্ন ··· ফর্ম নং ১৬ ··· কোণের ছাপ ··· হাসপাতাল নং ১৭৩১ ··· ওটাতো ভিলনিয়াসে ··· তারিখ ৭ই আগস্ট ··· সিনিয়ার লেফটেনান্ট চুবারভ ··· নিকোলাই পেত্রোভিচ ··· চিকিৎসাধীন ছিল ··· ২৫শে জুন থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত ··· তখন হাসপাতাল নম্বর ১৭৩১ ছিল স্মলেনস্কে ··· সেটা কি সম্ভব? ··· নিশ্চয়ই ··· উরুতে বুলেটের আঘাত ··· ১৭৩১ ছিল সাধারণ শল্য চিকিৎসার হাসপাতাল ··· ফলে ওটাই ঠিক হাসপাতালে কতদিন ছিল ··· রোগ-নিদানের সঙ্গে মিলে যায় ··· কালি ··· কাগজের বুনোট ··· লড়াই করার সময় আহত হয়েছিল ··· বিনা বিধিনিষেধ সহ লড়াই করার কাজের উপযুক্ত ঘোষণা করে যথারীতি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে ··· চীফ মেডিকাল অফিসার ··· স্বাক্ষর ··· ছাপ ··· কালি ··· তৃতীয় ছাপাখানা ··· ৯৪৩ নং অর্ডার ··· সব ঠিক আছে!

মনে হচ্ছে যেন লোকটা ন্যাটা ··· ও কি ৭ই আগস্ট পর্যন্ত হাসপাতালে ছিল, কিন্তু নিয়েমেন দলটা সংকেত পাঠাতে শুরু করেছিল আরও আগে জুলাই মাস থেকে ··· হয়তো ওদের আমাদের যুদ্ধ সীমার পিছনের দিকে নামিয়ে দেবার অব্যবহিত পরেই সার্টিফিকেটটা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনেক পরে? হয়তো তার আগে ওরা অন্য কাগজপত্র ব্যবহার করছিল? ··· "অন্য কাগজপত্র ব্যবহার করছিল" ··· আমরা কি জানি যে ওরাই নিয়েমেন দল।?'

অফিসারদের টাকা পয়সা দেবার খাতা ··· মলাটের বুনোট আর আকার ··· দলিলের নাম ··· বিন্যাসের ধরন ··· সিরিজ ··· সম্ভব ··· নিকোলাই পেত্রোভিচ চুবারভ ··· সিনিয়ার লেফটেনান্ট ··· কতদিনের চাকরী ··· মাইনের নিয়মিত হার ··· ব্যক্তিগত স্বাক্ষর ··· ওর ইউনিটের কম্যাণ্ডার ··· একজন মেজর ··· হিসাব বিভাগের প্রধান ··· ছাপ ··· তারিখ ··· কালি ··· কাগজের বুনোট ··· কবে টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে ··· কতো বাদ দেওয়া হয়েছে ··· বদলি আর পরিবর্তন ··· হিসাব বিভাগের প্রধান ··· লেফটেনান্ট ··· স্বাক্ষর ··· আগেকার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ··· ছাপ ··· কালি

নানাবিধ টিকা টিপ্পনী ... নিয়ন্ত্রণ ভাউচার ... আগস্ট ... সেপ্টেম্বর ... জলছাপ ... সব ঠিক আছে !

সব কিছুই নিয়মমাফিক আছে, সব কিছুই মিলে যাচ্ছে। ... তবুও কোথায় কি একটা আছে ... নিশ্চিত হবার মত কোন কিছু ... কিংবা হয়তো আমি শুধু খুঁতখুঁতাই করে যাচ্ছি ... হয়তো এটা শুধু কাকতালীয়বৎ ঘটনা ? ... এই পরীক্ষা করার ব্যাপারটায় ওরা একটুও দুঃশ্চিন্তা করছে না ... এবং খুব সম্ভব এটা নিরর্থক ... কিন্তু পিঠের থলির ব্যাপারটা কি হবে ?

সাময়িক অনুমতি পত্র ... নম্বর ... আকার ... দলিলের নাম ... ছাপার ধরন ... সাংকেতিক চিহ্ন ... ছাপ ... স্বাক্ষর ... কালি ... কাগজের বুনোট ... মূল বিষয়বস্তু ... লেফটেনান্ট চুবারভ ... নিকোলাই পেত্রোভিচ ... পশ্চিম রণাঙ্গন হুকুমনামা নং ০৪০১, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ ... রেডস্টার নম্বর ৪৭৯৫২৬ পদক দেওয়া হয়েছে ... অতুলনীয় দায়িত্ব পালনের জন্যে ... জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ... চীফ অফ স্টাফ ... লেফটেনান্ট কর্ণেল ... উপ সামরিক কমিশার ... মেজর ... ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ ... হুকুমনামার নম্বর ... তারিখ ... প্রদত্ত ... সব কিছুই মিলে যাচ্ছে সব ঠিক আছে !

কিন্তু এই তো পেয়েছি ওকে ... ও তো ন্যাটা ... সিনিয়ার লেফটেনান্ট একজন ন্যাটা ... বেশ, কিন্তু তাতে কি হয়েছে ? প্রতি কুড়ি জনে একজন ন্যাটা হয় ... কিন্তু তবুও ... আর ঐ হাসপাতাল সম্বন্ধেও ইতঃস্তত করেছিল ... মুখটা কি বিশ্রি দেখতে ... নিশ্চয়ই এই লোকটা গুসেভকে মারবার চেষ্টা করে নি ? তবুও প্রমাণ করতে হবে।

ওদের কাগজপত্র থেকে এমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না যার সঙ্গে পাওলোস্কির মিল আছে। ও তো জঙ্গলে চলে গিয়েছিল, ... এটা কি ঘটনার নিছক একটা কাকতালীয়বৎ মিল। ... গতকাল সন্ধ্যায় ওরা কোথায় ছিল ? ... বেশ ... অন্যজনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দাও ... একটু টোপ ফেলে দেখাই যাক না ... কিছু একটা মনে পড়ছে যেন ... হাসি ... বেশ বন্ধু ভাবাপন্ন ... চেহারাটি মনে রাখা ... এইটাই তো পদ্ধতি ... ... ও লজ্জা পাচ্ছে ! ... কিন্তু কেন ! ... ওকে ভরসা দাও ... একটা গল্প বানিয়ে বলো ... বেশ মজার কিছু একটা ... মনে রেখো তুমি একজন সাদাসিধে

মানুষ ··· বুদ্ধি একটু কম ··· বাকী দুজন কথা বলতে চাইছে না ··· ওরা অস্বাভাবিক ভাবে চুপ করে আছে ··· ছোটোখাটো প্রশ্ন করলেও ওরা বেশ চাপা উত্তেজনা অনুভব করছে ··· সংকেত দিতে হবে কি। তাড়াহুড়ো কোরো না। ···

কমসোমল সদস্য কার্ড ··· মলাটের বুনোট আর আকার ··· দলিলের নাম ··· ছাপার ধরন ··· নম্বর ফটো ··· মাথা ··· কপাল ··· নাক ··· চিবুক ··· সব কিছু মিলে যাচ্ছে ··· ছাপ ··· স্বাক্ষর ··· বিশেষ কালি ··· কাগজের বুনোট ··· জলছাপ ··· বিষয়বস্তু ··· ভাসিন ··· মিখাইল সেরগিয়েভিচ ··· চাকরীতে ভর্তি হবার তারিখ ··· এপ্রিল, ১৯৩৮ ··· যে সংস্থা কার্ডটা দিয়েছে তার নাম ··· সকোলনিকি জেলা কমিটি, মস্কো ··· প্রাপকের স্বাক্ষর ··· সদস্য চাঁদা দেওয়া ··· কোন বছরে ··· ১৯৪০ ··· তখনও স্কুলে ··· ১৯৪১ ··· সেপ্টেম্বর মাসে যোগ দেবার জন্যে ডাক দেওয়া ··· মোট পাওনা ··· সব নিয়মমাফিক আছে ··· ১৯৪২ ··· মার্চে নকশা পাল্টে গেলো ··· নিশ্চয়ই হাসপাতালে ··· জুন ··· আবার একটা পরিবর্তন ··· ইউনিটে ফিরলো ··· ছাপা ··· স্বাক্ষর ১৯৪৩ ··· জানুয়ারী ··· ফেব্রুয়ারী ··· মার্চ ··· এপ্রিল ··· মে ··· জুন ··· জুলাইতে একটি পরিবর্তন ··· বেশ ··· নিশ্চয়ই প্রশিক্ষণ নেবার জন্য গিয়েছিল ··· ১৯৪৪ ··· জানুয়ারী ··· ফেব্রুয়ারী ··· মার্চ ··· এপ্রিল ··· মে ··· জুন ··· জুলাই ··· মোট পাওনা ··· ছাপ ··· স্বাক্ষর ··· সব ঠিক আছে।

কোথাও একটা চুলও এপাশ-ওপাশ নেই। যদি এটা জাল হয় তবে বলতে হবে প্রথম শ্রেণীর জালিয়াতি, মানসিক দৌর্বল্যের প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখবার জন্যে অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না, হয়তো একটা রাষ্ট্র যন্ত্রই তাদের পিছনে আছে। কিন্তু তারা কারা?···এদের একজনের সঙ্গে মিসচেঙ্কোর চেহারা মিলে যাচ্ছে, দ্বিতীয় জন ন্যাটা এবং রশাধুনটি সম্বন্ধে গল্প শুরু করতেই ও কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিল ··· হাসপাতালের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে ··· ঐ প্রশ্নটা করার সময় লেফটেনান্টটিও কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল ··· অথচ ওগুলো কিন্তু কোনো সঠিক তথ্য নয়! ওরা যদি এজেন্টও হয়, ··· শুধু কাগজপত্র দেখে বা তাদের দিকে তাকালেই সব হবে না ··· পিঠের থলে দেখলে কি কিছু ফল পাওয়া যাবে ··· হয়তো ···

নিশ্চিত নয় কিন্তু … কিন্তু ওগুলো দেখতেই হবে … আরও জেরা করার জন্যে ওদের সঙ্গে নিতেই হবে … যাইহোক … ইগর এতো বেশি নিস্পৃহ হয়ে গেছে যে বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না ! … ভাগ্যবান ছোকরা, এমন ভাব দেখাচ্ছে ছোকরা, যেন ও সব উত্তরগুলো জানে। ওদের মুখোশ খোলাটা আমার নয়, ওরই কাজ … মুখে বলা সহজ কাজের চেয়ে। … "গাঁটগুলোতে ব্যথা হয় এবং হৃৎপিণ্ডকে দংশন করে" … কিন্তু যদি … যখন প্যাঁচে পড়বে তখন কেমন দেখতে লাগবে ওদের ? … মিসচেঙ্কো—"বিশেষ করে যখন ক্রোণ্যাসা হলে ভীষণভাবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে"…কোনো কিছু টেনে হিঁচড়ে বের কোরো না … সাবধান হবার সংকেত দাও … ও কি সত্যিই মিসচেঙ্কো ?

৮৮। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

সরকারী স্মারকলিপি

অত্যন্ত জরুরী !

সবিশেষ অগ্রাধিকার !

কোভালিয়ভ এবং তকাচেঙ্কো সমীপে,

স্পেশাল "কে" শ্রেণীর ট্রেনগুলি সংখ্যা ২৭৬২, ১৩৭৮ এবং ১৭৮১ (যাতে করে ট্যাংক পাঠানো হচ্ছে)। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবহনের জন্য দায়ী বিভাগের তরফ থেকে যেগুলির বিশেষ পরীক্ষা দরকার—এবং যেগুলিতে বর্তমানে মাল বোঝাই করা হচ্ছে চেলিয়াবিনস্ক, গোর্কি এবং সভের্দলোভস্কে…যেগুলি যেন ভবিষ্যতে বিশেষ নির্দেশ না যাওয়া পর্যন্ত ঐসব স্টেশনেই আটকে রাখা হয় সেটা দেখবার জন্যে আপনাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিতে হবে। এই নির্দেশগুলি পালিত হচ্ছে কিনা তা ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখুন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান। অনুমতানুসারে—সর্বোচ্চ কমাণ্ডের স্তাবকার নির্দেশ।

কারপোনোসভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী !

পলিয়াকভ সমীপে,

আগামী দু ঘণ্টার মধ্যে সেইসব জার্মান এজেন্টদের মধ্যে থেকে ৯ জনকে সনাক্তকরণের জন্যে পাঠানো হচ্ছে, যারা ওয়ারশ এবং কনিগসবার্গ পাল্টা-গোয়েন্দা স্কুলের বেতার বিভাগে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল (বর্তমানে তদন্তাধীন নিয়েমেন দলের বেতার কর্মীদের কার্যধারা দেখে মনে হয় তারাও সেখানে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে); এরা মস্কো থেকে একটি বিশেষ বিমানে করে লিডা বিমান ক্ষেত্রে পৌঁছবে।

যারা যাচ্ছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় পৌঁছে দেবার ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেবেন, যেখানে যাদের অনুসন্ধান করা হচ্ছে তাদের আসবার খুব সম্ভাবনা আছে।

জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের সদ্য ধরাপড়া একজন অফিসার ভিলহেল্ম ফন বাককে একই বিমানে পাঠানো হচ্ছে: ওয়ারশ গোয়েন্দা স্কুলে ড্রিল শেখাতো এবং অক্টোবর ১৯৪১ থেকে মে ১৯৪৪-এর মধ্যে ওখানে যত এজেন্ট প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের প্রায় সবার মুখ চেনে। এর বয়স আর ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে সমাস পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিক সুপারিশ করছেন যে খোদ লিডাতে নিয়েমেন দলের সন্দেহভাজন সদস্য হিসাবে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের সনাক্তকরণের ব্যাপারে ফন বাকের সাহায্য নিতে হবে। যথা সম্ভব শীঘ্র এই বিমানের পৌঁছবার খবর জানাবেন।

কলিবানভ !

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

বিস্তারিত তদন্তের পর এমন কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে চেজল এবং উইনসেন্ট্রি কোমারনিচকি গ্রোম-

পার্টিজান ডিটাচমেন্ট বাহিনীতে ছিল ১৯৪৩-৪৪ সালে। প্রদত্ত বর্ণনায় সঙ্গে ঐ বাহিনীর কোন অফিসারেরই মিল নেই।

বাসিলভ

৮৯। পরিদর্শন

'আমি বুঝতে পারছিনা,' বলল পাভেল, সাবধান করে দেবার পূর্ব নির্ধারিত সংকেত বাক্যটা ব্যবহার করলো সে, 'এখানে কি করছেন আপনারা?...একটা ব্যাটালিয়ানের চীফ অফ স্টাফ,' কাগজপত্রগুলো আবার দেখলো সে, 'কোম্পানীর কমাণ্ডার আর প্লেটুনের কমাণ্ডার ... কিন্তু আপনাদের সৈন্যরা কোথায়? অধীনস্থ সৈনিকরা না থাকলে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবেন আপনারা!' আমি বুঝতে পারছি না!' কথাটা পাভেল আবার বলল কথাটা ইগরের দিকে তাকিয়ে এবং ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে।

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না এসব কি হচ্ছে,' বললেন ক্যাপ্টেনটি ইগরের দিকে ফিরে, ওর মনে হয়েছিল এই দুজনের মধ্যে ইগরই পদমর্যাদায় বড়, 'কী ব্যাপার, আপনারা কি আমাদের কোন কিছুর জন্যে সন্দেহ করছেন?'

মনে হচ্ছিল পাভেলের অন্তহীন প্রশ্নের ধারায় উনি বিরক্ত হ'তে শুরু করেছেন, কারণ প্রশ্নগুলো করছিল সীমিত বুদ্ধির একজন লোক, অর্ধ-শিক্ষিত এবং সুস্পষ্টতই অত্যন্ত গোঁয়ার, 'এসব কেন হচ্ছে, এইসব পরীক্ষা আর প্রশ্ন করা?'

'উপায় নেই,' ইগর মন্তব্য করলো, তার কথায় সহানুভূতির সুরটা আদৌ ফুটে উঠলো না।

'কেন?'

'আমরা বলছি বলে।' পাভেল কড়া গলায় কথাটা বুঝিয়ে দিল। 'আর প্রশ্ন করা বলতে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি। আমরা শুধু নিজের কর্তব্য করছি। মুখের ওপর চোপা করবেন না।' ঝটিতি এবং অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিল ইগরের দিকে এবং আবার বলতে লাগলো,

'হুকুম হুকুমই। ওঁরা বলেন "আইনের জন্য দরকার হুকুম"...আমি আবার জিজ্ঞেস করছি আপনাদের ইউনিট কোথায়?'

'নোভায়া ভিলনাতে,' অপ্রত্যাশিত তৎপরতা এবং বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে ক্যাপ্টেন জানালেন।

'আপনারা কি রিজার্ভ বাহিনীর লোক?' প্রশ্ন করল ইগর, হঠাৎ যেন তার আগ্রহ বেড়ে গেছে।

'হ্যাঁ।'

'স্থায়ী কর্মী!'

'না, ভ্রাম্যমান দল।'

সমঝদারের মত মাথা নাড়ল ইগর, তারপর ক্যাপ্টেনের দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিল।

পাভেল আশা করেছিল অতিরিক্ত কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা হয়ে যাবার পর পূর্ব চুক্তি অনুসারে ইগর অফিসারদের বলবে ওদের পিঠের থলিগুলো দেখাতে। অথচ ইগর তা না করে পিছন দিকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো, যেন তাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে-সব ভুলে বসে আছে এবং মুখের মধ্যে এক ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো।

'বেশ তাহলে', কাগজপত্রগুলো ভাঁজ করে পাভেল বলল, অবশ্য ওগুলো তখনই ফিরিয়ে দিল না, 'এবার কমরেড় অফিসাররা, আপনারা আপনাদের পিঠের ব্যাগগুলো নামান, পরীক্ষা করতে হবে।'

'কোন অধিকারে? হঠাৎ দুম করে বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন, অথচ গলার স্বর তখনও সংযত, 'কি ব্যাপার?'

'আপনাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে হবে আমাদের', বুঝিয়ে বলল পাভেল এবং তার মুখের ভাব বলে দিচ্ছিল, 'আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য করছি, আপত্তির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না এক্ষেত্রে।'

'কি বলছেন আপনি—আমাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পরীক্ষা করবেন?! আমরা সাধারণ সৈনিক বা সার্জেন্ট নই, আর আপনিও সার্জেন্ট-মেজর নন! অফিসারদের তল্লাশী নেবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাদের?'

আমরা তো আপনাকে তল্লাশী করতে চাইছি না!... শুধু বলছি

আপনারা নিজেরাই নিজেদের জিনিসপত্র বের করে আমাদের দেখান কি আছে ব্যাগের মধ্যে। সবটাই স্বেচ্ছায় করবেন, বুঝতে পারছেন!'

'স্বেচ্ছায়?—কি বলতে চাইছেন আপনি! আচ্ছা আমরা যদি তা করতে রাজী না হই তা হলে কি হবে?! এই নিয়ে পাঁচ বছর আছি আমি সৈন্যবাহিনীতে, এর আগে কখনো এমন তল্লাশীর মুখে পড়তে হয় নি।'

'এবং আমাকে করতে হয়েছে!' বলল পাভেল, কথার সুরে অসুবিধের মধ্যে পড়ার ভাবটা ফুটে উঠল এবং বিরক্তিসূচক শব্দ করল।

'সেটা আপনাদের মাথা ব্যথা, আমরা মানতে রাজী নই।'

'কি বলছেন আপনি—মানতে রাজী নই?' আশ্চর্য হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল পাভেল, এ ব্যাপারে একটু যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে হবে আমাদের··· আপনারা তো সোভিয়েত অফিসার এবং একজন অফিসার যেমন অন্য অফিসারের কথা শোনে, তেমনি আপনার উচিত আমার কথা শোনা··· এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শুধু আমাদেরই মধ্যে।'

কাগজপত্রের স্তূপ থেকে খাবারের ভাউচারটা বের করল পাভেল, তারপর স্থানীয় সামরিক খাদ্য ডিপোতে যে মন্তব্য করা হয়েছে ওর ওপর সেটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'তাহলে আপনি ১৬ই আগস্ট লিডাতে ছিলেন?'

'ছিলাম, কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

'অসুবিধেটা ওইখানেই', চেঁচিয়ে উঠল পাভেল এবং তারপর মুখ শুকনো করে গোপন কথাটা জানাল যে ১৬ই আগস্ট থেকেই লিডার কামানের ডিপো থেকে দু বাক্স গোলা-বারুদ পাওয়া যাচ্ছে না।

'সে ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি আছে?'

'আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে যে ডিপো থেকে অফিসাররা পিঠের ব্যাগে ভরে গোলাবারুদগুলো নিয়ে গেছে··' পাভেল ওদের জানাল, 'তারপর তারা হয়তো সেটাকে শহরে নিয়ে গেছে··· কি জন্যে—তা কেউ বলতে পারছে না। তার কোন চিহ্নও পাওয়া যাচ্ছে না!' বিব্রতভাবে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল পাভেল, হয়তো মাছ মারার জন্যে, কিংবা সেতু ভেঙে উড়িয়ে দেবার জন্যেও হতে পারে।'

'কি সব আজেবাজে কথা বলছেন,' পাভেলের বকবকানি থামিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'আমরা কোন ডিপোতে যাই নি।'

'কিন্তু সেটা আমরা কি করে জানব? ··· কে বলবে সেটা? আইন

কিন্তু বলে সব কিছু নিয়মমাফিক করতে হবে', দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাভেল বলল। 'দোহাই, আমাদের কিছু করতে বাধ্য করবেন না যেন…আমাদের ওপর হুকুম আছে আমি শুধু নিজের কর্তব্য করছি, অতএব দয়া করে আপনাদের ব্যাগের জিনিসপত্র বের করুন পরীক্ষা করার জন্যে…,'

'আমি এটা আপনাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি', ক্যাপ্টেন জোর দিয়ে বললেন, 'যে আমরা লিডায় কোন ডিপোতে যাই নি, বা আমরা কোন গোলা-বারুদও নিই নি এবং সে বিষয়ে কিছু জানিও না এবং সেইসঙ্গে আমরা চাই না আমাদের জিনিসপত্রের তল্লাশী হোক। কিছুতেই না।'

তখন কড়া গলায় পাভেল বলল, 'তাহলে আমার সঙ্গে আপনাদের যেতে হবে কমাণ্ডান্টের অফিসে। তাছাড়া আপনারা তো লিডাতে যাচ্ছিলেনই … সিলোভিচিতে আমাদের একটা লরী আছে। পেছনে সৈনারা আছে বটে, তবে আপনাদের জন্যে জায়গার অভাব হবে না, অতএব দয়া করে…', পাভেল সিলোভিচির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঐ তিনজন অফিসারকে হাত তুলে সামনের দিকে এগোতে বলল এবং তারপর পরিষ্কার গলায় একটা বাক্য বলল, যেটা আসলে পরবর্তী সংকেত : "একটু দয়া করুন।'

'যা ভাল বোঝেন করুন।' কয়েক মিনিট ক্যাপ্টেন গোমড়া মুখ করে থাকলেন, যেন কোন সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে ভীষণভাবে মনঃসংযোগ করছেন : তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গী, মুখ এবং গলার স্বর সব মিলিয়ে তিনি যেন পূর্ণ মাত্রায় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি যা করছেন ঠিকই করছেন এবং সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র কোন দ্বিধা নেই। 'এতোই যদি কৌতূহল হয়ে থাকে আপনার—তাহলে এগোন নিজের মতে. খুঁজে দেখুন। তবে দয়া করে কাজটা নিজেরাই করুন! … দুর্ভাগ্য-বশতঃ আপনাদের সঙ্গে লিডা যাবার মত সময় আমাদের নেই। এই এলাকাতেই আমাদের এখনও কিছু কাজ আছে', হঠাৎ মত পাল্টাচ্ছেন কেন সেই অজুহাতটা দেখাবার জন্যেই বললেন কথাগুলো। 'কিন্তু সরকারীভাবে অভিযোগ আমি জানাব! সহজে ছাড়া পাবেন না আপনি। …নিন!'

লেফটেনান্টের পিছন দিকে এক পা সরে গিয়ে তিনি তাকে সাহায্য করলেন ব্যাগটা নামাবার ব্যাপারে। কাঁধে আটকাবার স্ট্র্যাপ বা তলা থেকে ধরেও নয়, ওপরে আটকানো দড়িটা ধরে নামালেন, ফলে মাটিতে নামাবার সময় ব্যাগটার ভারে দড়ির ফাঁসটা এঁটে গেল।

পাভেল এমন ভাণ করল যে ওটা সে দেখে নি এবং ইতিমধ্যে কোন কথা না বলে ওদের কাগজপত্র ফিরিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন ওগুলো নিয়ে সঙ্গী-অফিসারদের নিজস্ব কাগজপত্র ভাগ করে না দিয়ে সবটাই নিজের পকেটে পুরলো।

ব্যাগটার পাশে উবু হয়ে বসে পাভেল দড়ির ফাঁসটা খুলতে শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে সিনিয়ার লেফটেনান্টটিও তার কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে নিয়েছে এবং মুখের দিকে আটকানো টানা দড়িটা ধরে ঠিক আগের মতই নামিয়ে রাখল প্রথম ব্যাগটার পাশে। এবং তারপর যেন অন্যমনস্কভাবে বাঁ ধারে কয়েক পা এগিয়ে গেল আস্তে আস্তে এবং দাঁড়াল পাভেল আর গুপ্ত ঘাঁটির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মাঝখানে। কয়েক সেকেণ্ড পরে লেফটেনান্টটি ডান ধারে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তার অর্থ ওরা অর্ধচন্দ্র করে পাভেল আর ইগরকে ঘিরে দাঁড়াল। তল্লাশী শুরু হবার পর থেকে এই প্রথম ওরা নিজের থেকে নড়াচড়া করল এবং ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে কোন বিশেষ হুকুম না পেয়েই।

'একটু দয়া করুন…' ব্যাগ থেকে মুখ তুলে বলল পাভেল পূর্ব নির্ধারিত সংকেতটা ব্যবহার করে, 'নিজেদের জায়গায় ফিরে যান!'

'কি বলছেন? কোন জায়গায়?'

'একটু দয়া করুন' পাভেল আবার কথাটা বলল এবং তার সামনের দিকে প্রায় একগজ দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, 'নিজেদের জায়গায় ফিরে যান।'

কিছু একটা যেন চিন্তা করছে এমনভাবে অবাধোর মত তাকিয়ে ছিল পাভেল, তাই দেখে লেফটেনান্টটি ইতস্তত: করতে করতে আবার তার আগের জায়গায় ফিরে গেল।

'কি ব্যাপার?' ইগরের দিকে ফিরে ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কথাটা যে তার কানে যায় নি এমনভাব দেখিয়ে ইগর চোখ নামিয়ে রেখেই ব্যাগগুলোকে দেখতে লাগল।

'এরপর হয়তো আমাদের অ্যাটেনশানের ভঙ্গীতে দাঁড়াতে বলবেন?' বিরক্ত গলায় সিনিয়ার লেফটেনান্টটি জানতে চাইল, যেখানে ও সরে গিয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়েই।

'দরকারে তাও করব বৈকি।' পাভেল জোর দিয়ে বলল সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এবং বেশ রুক্ষভাবে। 'আমরা কমাণ্ডান্টের অফিসের লোক ··· বুঝতে পারছেন ··· সরকারী কর্তব্য পালন আমাদের করতেই হবে।' রেগে চিৎকার করে বলে উঠল পাভেল ; ওর ডান গালের পেশীগুলো উত্তেজনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 'আবার বলছি, নিজেদের জায়গায় ফিরে যান।'

সিনিয়ার লেফটেনান্টটি এই নির্দেশ মেনে নড়বার একটুও চেষ্টা করল না দেখে পাভেল তার বেল্টের সামনের দিকে আটকানো খাপটা খুলল এমন একটা ভঙ্গী করে যার অর্থ ও যা বলছে তা করতে হবে এবং নিজের টি. টি. পিস্তলটা বের করল।

'যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে যান!' হঠাৎ ক্যাপ্টেন শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সিনিয়ার লেফটেনান্টকে হুকুম দিলেন। অনিচ্ছা সহকারে সে ডান ধারে গিয়ে দাঁড়ল, যেখানে আগে দাঁড়িয়েছিল।

এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে পাভেল পিস্তলটা আবার খাপে ভরে রাখল, এবার তার মুখে বিরুদ্ধ ভাবটা প্রকট হয়ে উঠেছে। আর একবার ও উবু হয়ে বসল ··· এই পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ ও দড়িটা কেটে ফেলে, তবে এক্ষেত্রে দাঁত বা নখ দিয়ে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। যেকোন মুহূর্তে এই পরিস্থিতিতে ব্যাগের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে বসাটাই সবচেয়ে ভাল ভঙ্গী।

হ্যাজেল ঝোপের ধারে তামান্তসেভের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আন্দ্রেই তার টি. টি. পিস্তলটা তুলল, যাতে পাতার ফাঁকের গর্তটা দিয়ে নলটা সমান্তরাল থাকে এবং ঘোড়ার ওপর আঙুল রাখল।

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে গুপ্তচররা যাকে "আড়ালে বিশিষ্ট গুপ্তঘাঁটি এবং জীবন্ত টোপ" বলে সেই চূড়ান্ত সময়টি এখন এসে গেছে।

৯০। পাভেল আলিওখিন

একেবারে এড়াতে না পারলে ও মদ খায় না ··· ভালই! ··· ভাজা পিঁয়াজের সঙ্গে সমুদ্রের শামুক ··· চমৎকার লাগে খেতে ··· সনাক্তকরণটা অবশ্যই খুব মূল্যবান।

মিসচেঙ্কো সম্বন্ধে যা কিছু জানা আছে এখন সেগুলো নিরর্থক ··· হয়ত

এই লোকটাই সে ... কিংবা হয়ত এ শুধু ইলাভোমৎসেভ ... আলেক্সি পাভ-লোভিচ ... লাল ফৌজের একজন ক্যাপ্টেন ... রণাঙ্গন থেকে এসেছে ... দুটো মেডেল পাবার গৌরবে গৌরবান্বিত ... পার্টি সদস্য ... এখন আমাদের-যা দরকার তা হলো একবার শুধু জনসাধারণের স্নানগৃহে যাওয়া। আহ্‌, একবার যদি ওর পিঠটা দেখতে পারতাম।

মিসচেঙ্কো সম্বন্ধে চিন্তা করো না! এখন তোমার কাজ হল দেখা ওরা যাতে নিজেদের ধরিয়ে দেয়, তা ওরা যেই হোক না কেন। আমরা যাদের খুঁজছি ওরা যদি তারাই হয় তবে ওদের জ্যান্ত ধরতে হবে। অন্ততঃ দুজনকে ... ভাল হয় যদি তিনজনকেই ধরা যায়। এবং তাই করতে গিয়ে যেন আমাদের একজনকেও হারাতে না হয় ...

আর ওই এক হতভাগা ইগর!... ও কি সব ভুলে গেছে নাকি? একটা কথাও বলছে না কেন? ... খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে ... নিজের ক্ষমতাটা ও কাজে লাগছে না ... ভগবান জানেন কেন ...

তুমি নিজেই বলো ... কিন্তু শান্তভাবে ... ঠিক আছে ... মুখগুলো লক্ষ্য কর ... "কি অধিকারে?!" ... "কি ব্যাপার?!" ওরা খুশি নয় দেখছি। লেফটেনান্টের কণ্ঠার হাড়টা ভীষণ জোরে নড়ে উঠলো ... ওদের ওপর নজর রাখো। ... ওরা ব্যাগগুলো দেখাতে চায় না! ... ওর ঠোঁটটা শুকিয়ে আসছে ... অবশেষে! ... অন্যজন বেশ উত্তেজিত ... তার মানেই কিছু একটা। ... ওটাই আসল ব্যাপার ... প্যাঁচটা আরও কষতে হবে।... আরও জোরে ... জোরে! ... তল্লাশীর কারণটা বুঝিয়ে বল ... মুখে বন্ধুত্বের ভাব রাখো ... বলো যে গোলাবারুদ পাওয়া যাচ্ছে না ... ঠিক আছে ... ও আপত্তি জানাচ্ছে, সঙ্গত কারণেই ... ভাল যুক্তি দেখাচ্ছে ... আরে আমিই কি সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার মত খুঁতখুঁতে লোক?! ... জোর করো ... ওরা এটা করতে চাইছে না ... ওদের ব্যাগে কী থাকতে পারে? আসল কাজটা হল দেখা যাতে ওরা নিজের থেকেই ধরা দেয়! ... আমরা সঠিকভাবে জানি না যে ওরাই নিয়েমেন দলের ... নিশ্চিত নই! ... ওরা কারা এবং কেনই-বা তার ব্যাগ পরীক্ষা করাতে রাজী হচ্ছে না? যেকোন উপায়ে?" কমাণ্ডান্টের অফিসে গেলে কেমন হয়? ... এখন আর ব্যাপারটাকে বেশি দূর গড়াতে দিও না—সংকেতটা দাও! ... ওদের রাজী হওয়া উচিত নয় ... ওরা যদি তারাই হয় ... "তল্লাশী চালাও"! ... এটাই

তাহলে তোমার দ্বিতীয় কৌশল ··· কিছু মনে করো না, ওটা আরও ভাল হবে ···

অন্যজনকে ব্যাগটা নামাতে সাহায্য করছে ও ··· জটটা তাহলে ওখানেই ! ··· কৌশলী ! ··· ওদের জানতে দিওনা যে তুমি লক্ষ্য করছো !··· হাতখালি করো, কাগজপত্র ফিরিয়ে দাও ···

এবার দেখা যাক ব্যাগের মধ্যে কি আছে ··· বাঃ ··· বেশ ··· ওপরেই আছে একটা কালো পাউরুটি ··· এবং তার তলায় ··· আরে ওটাই তো দরকার। ··· অন্যজনও তার ব্যাগের দড়িটা টেনে অঁাট করে দিল মুখটা।··· শুয়োরেরা বেশ ধূর্ত ! ···

আহা বেচারা এসব কৌশলতো অপেশাদারদের জন্যে, এগুলোর কোন গুরুত্ব আমার কাছে নেই ··· ওঃ কি হতচ্ছাড়া গিঁট বাবা ! ··· প্রথমে নখ দিয়ে চেষ্টা করো ··· মাথা নীচু করো ··· ওরা যাতে তোমাকে বোকা ভাবে ! তাতে আরও ভাল হবে !

আমাকে ঘিরে ফেলছো, তাই না কি হে ? ! ··· মাথা ঠিক রাখো ··· সংকেতটা আবার বলো, শুধু নিরাপদ হবার জন্যে ··· ওরা কেমন যেন বুদ্ধু হয়ে গেছে ··· এখানে আদব কায়দার বিধি নিয়মের ওপর তত নজর দেওয়ার দরকার নেই ··· আমার মত একজন অত্যন্ত ভীরু মানুষ ওদের তৎপর করে তুলতে পারে না। ··· ওদের কাছে আমরা কতকগুলো মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু নই ! ··· কিন্তু এখনও সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না ওরা নিয়েমেন দলের কিনা।

ওদের পুরনো জায়গায় ফিরে যেতে বলো ··· পুরনো রাগের খানিকটা পরিচয় দাও ··· ওতে ধীরে ধীরে কাজ হয় ··· ওটা দ্বিতীয়বার বলো ··· মনে রেখ তুমি চালাক-চতুর নও, বুদ্ধিবৃত্তিহীন একজন সাধারণ সৈনিক মাত্র। আরও একটু গোঁয়াতুর্মি দেখাও ··· ব্যাপারটা আরও এগিয়ে নিয়ে চলো ··· রেগে যাও ··· পুরনো মেজাজকে কাজে লাগাও ··· ওদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার বন্ধ করো। ··· উদ্ধত বেজন্মা কোথাকার ! ··· মাথা ঠাণ্ডা রাখো ! ··· শুধু গোঁ বজায় রেখে যাও। ··· পিস্তলটা কাজে লাগাও ··· ওটাই উপায় ··· একেবারে ঠিক আছে ! ··· ক্যাপ্টেনটাকে সেলাম করা উচিত আমার ! কেমন মেজাজ ঠাণ্ডা রেখেছে ! ··· ওকি সত্যিই মিস-চেছো ? ··· ওরা কি সত্যিই নিয়েমেন দলের লোক হতে পারে ?

"বাতে গাঁটগুলো ব্যথা করে কিন্তু হৃৎপিণ্ডটাকে কুরে কুরে খায়" ... এ ব্যাপারে একটা কিছু করতেই হবে ... গিঁটটা কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না ... নোখ দিয়ে আর কাজ হবে না ... তবে যাই হোক না কেন তামাস্তসেভের হাত থেকে ওদের নিষ্কৃতি নেই ... ওদের মধ্যে কেউ যদি পালাতেও চায় তবে জঙ্গলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারবে না ... আধঘন্টার মধ্যে ওরা জঙ্গলটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলবে এবং চিরুণী দিয়ে আঁচড়াবার মতো করে খুঁজবে ... যদিও সেটা অবাঞ্ছনীয় ... খুবই। ... এই ধরনের পূর্ণমাত্রায় অভিযান চালানোর বেশির ভাগ ফল হলো মৃতদেহ ... অথচ আমরা চাইছি "সত্যের মুহূর্তটি।" আজ। ... এটা সাধারণ "কর্ম সমাধা"র মতো নয়। এই কাজটা চালাচ্ছে খোদ স্তাভকা। ... মৃতদেহ খুব একটা সাহায্য করবে না এ ব্যাপারে এগোতে ... আসল কাজটা হলো দেখা যাতে নিজেরাই ধরা দেয় ... আর তখনই আমরা পাবো "সত্যের মুহূর্তটিকে"! ... এই গিঁটটা আমাকে মেরে ছাড়বে ... এবার কি দাঁত লাগাতে হবে? ও কি সত্যি সত্যিই মিসচেঙ্কো? ... মিসচেঙ্কোর কথা এখন চিন্তা কোরো না। ... তবে যেই হোক না কেন তামাস্তসেভের হাত ফসকে পালাতে পারবে না ... যদি ... তাই তো!

৯১। তামান্তসেভ

পাভেল "অ্যাটেনশান" সংকেতটা দিয়েছে, কিন্তু আমি জানতাম অতদূর আমরা এগিয়ে এসেছি; ওদের ব্যাগে কি আছে তা দেখাতে ওরা তিনজন খুব একটা আগ্রহী নয়। তবে তাদের এই অনিচ্ছা থেকে তেমন কিছু প্রমাণিত হয় না, অবশ্য আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। ...

আমার মনে আছে স্মলেনস্ক স্টেশনের ঘটনাটা—একবার লেফটেনান্ট কিংবা অন্য কেউ একজন তার জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে দিতে সরাসরি আপত্তি জানিয়েছিল এবং তাই নিয়ে লড়েও গিয়েছিল। যারা ওকে গ্রেপ্তার করেছিল তাদের ধারণা হয়েছিল ওর কাছে বেতার যন্ত্র বা গোলা-বারুদ আছে; হয়তো ওরা মনে মনে মেডেলেরও স্বপ্ন দেখে নিয়েছিল যেগুলো অল্পকালের মধ্যেই বুকে ঝোলাবে 'হাতেনাতে গুপ্তচরকে ধরার' জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি পেলো? লোকটা তার ইউনিটের কমাণ্ডারের

বাড়ির লোকজনদের জন্যে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল, খুব সম্ভব কমাণ্ডার নিজেই বেচারাকে পাঁচ দিনের ছুটি দিয়েছিলেন মস্কোতে জিনিসগুলো পৌঁছে দেবার জন্যে।

আর একটা ঘটনাও আমার মনে আছে, সেবার একজন অফিসার মরীয়া হয়ে বাধা দিয়েছিল তার জিনিসপত্র তল্লাশী করার কথা ওঠাতে, ফলে পাহারাদার বাহিনীর লোকেরা নানারকম কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল। ওর সুটকেসে পাওয়া গেলো শুধু একটা জবরদখল করা জার্মান পিস্তল, হস্তশিল্পের এক অসাধারণ মডেল, প্রথম যে কমাণ্ডান্টের অফিসে যাবে সেখানেই সবার আগে ঐ খেলনাটা লোকে কেড়ে নেবে, যদি না অবশ্য ও তার ইউনিটে তার আগে ফিরতে পারে। মানুষের কাছে অনেক সময় এমন অনেক কিছু নিয়ম বহির্ভূত, বেসরকারী জিনিস থাকে যা তারা সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের জানাতে চায় না।

তবে ক্যাপ্টেনটি যখন দড়িটা টেনে গিঁট শক্ত করে দিলো এবং পরে ঐ 'মুডলটি'ও তাই করলো, তখন আমার মনে হলো যে তারা সত্যিই একটা দল এবং পরের ঘটনা অপরিহার্য ভাবেই কার্যকর হতে যাচ্ছে।

তারপর পাভেল প্রথম ব্যাগটির পাশে উবু হয়ে বসলো এবং লেফটেনান্ট আর "মুডল" ওর দুপাশে গিয়ে দাঁড়ালো যেন জায়গার মালিক ওরাই। ওরা নিশ্চয়ই পাভেলকে খুব সরল বা বোকা-হাঁদা মনে করেছে।

অবশ্য তখন যে কাজটি আমার সব থেকে বেশি ভাল লাগতো করতে সেটি হলো গুপ্তঘাঁটি থেকে লাফিয়ে বের হয়ে ওদের জানিয়ে দেওয়া তাদের সম্বন্ধে আমার কি ধারণা। তবে তা করলে আমাদের আগেকার সব চেষ্টা বানচাল হয়ে যেতে পারে।

"জীবন্ত টোপ" সমেত গুপ্ত ঘাঁটির উদ্দেশ্যই বা কি? যাতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা তাদের আসল রূপটা প্রকাশ করুক।

পরিস্থিতিটা খুবই সরল—দুজনের বিরুদ্ধে তিনজন (ওরা জানে না যে আমি আর আন্দ্রেই কাছাকাছি আছি), জায়গাটি এক প্রান্তে এবং জনমানব শূন্য এবং পরিস্থিতি বেশ গোলমেলে, সন্দেহভাজনরা তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পরীক্ষা করাতে দিতে রাজী হচ্ছে না।

আমাদের বর্তমান ব্যাপারও একেবারে সুস্পষ্ট—আমাদের নিজের লোকেরা যে কোনো অবস্থাতেই কমাণ্ডান্টের অফিসের অফিসারদের

আক্রমণ করবে না, কিন্তু শত্রুপক্ষের লোক হলে সংখ্যায় সুস্পষ্ট ভাবে গরিষ্ঠ থাকলে আক্রমণ করতে একটু দ্বিধা করবে না। একদিকে, আত্মরক্ষা করার চিন্তাটি কাজ করবে এবং অপরদিকে গতমাস বা গত সপ্তাহের নয় অদ্যবধি বৈধ আসল সামরিক কাগজপত্র হাতে পাওয়ার সুযোগও তাদের কাছে বাড়তি লোভের ব্যাপার হবে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আসল ব্যাপারটি প্রকাশ করা ছাড়াও, "জীবন্ত টোপ" সমেত গুপ্ত ঘাঁটিও "তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার" ব্যাপারকে সহজতর করতে পারে।

এজেন্টের কাছে এমন কিছু খবর থাকতে পারে যেটা জেনে নেওয়া ভীষণ জরুরী এবং এখুনি না নিলে, দেরী হয়ে গেলে সেটি পাওয়া নাও যেতে পারে। যদি কোন দ্বার্থহীন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া না যায়, তাহলে গ্রেপ্তার করা এজেন্টরা, বিশেষ করে তারা যদি প্যরাসাবির এজেন্ট হয়, দিনের পর দিন, সপ্তাহ এমন কি মাসের পর মাসও মুখ বন্ধ করে থাকে, কিছু বলতে রাজী হয় না। দেওয়ালে মাথা ঠুকে তুমি ভাঙতে পারো, কিন্তু তবুও তাদের পেট থেকে কথা বের করা যায় না। কিন্তু একবার ওরা যদি সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের আক্রমণ করে বসে, যার সঙ্গে গুলি করে মারার ব্যাপারটা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তখন ঠিকভাবে এগোলে তাদের মনোবল ভেঙে ফেলাটা কয়েকটা ঘন্টার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই পাভেল ওদের উস্কানী দেবার চেষ্টা করছে যাতে তারা ওকে আক্রমণ করে।

আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, যাকে স্মরণ করে ভিক্ষা চাইলাম যাতে তিনি আমাদের সাহায্য করেন এবং স্থির নিশ্চয়ই করে দেন যাতে আমরা যাদের খুঁজছি এরা যেন সেই তিনজনই হয়। ব্যাস, এইটুকুই ছিল আমার প্রার্থনা। গুপ্ত সহযোগী, বেআইনী দল বা দলত্যাগীদের জন্যে আমি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছিলাম না—ওসব নিয়ে চিন্তা করুক স্থানীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। আমরা হলাম, সবার ওপরে, সামরিক পাল্টা-গোয়েন্দা বাহিনীর লোক, এবং আমাদের কাজ হলো সৈন্যবাহিনীর, তার পশ্চাদবর্তী এলাকা এবং যে সব অভিযান চলছিল সেগুলোর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মরত শত্রু এজেন্টদের ধরাটাই আমাদের কাজ। ওদের ধরবার জন্যে দিনে ২৫ ঘন্টা কাজ করতে আমি রাজী, বিশেষ করে তাদের যারা প্রচণ্ডভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যাদের প্যারাসুটে

করে আমাদের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও আজ আমরা এমন কোন এজেন্টদের ধরবার জন্যে আসি নি, ধরতে চাই সেই এজেন্টদের যারা নিয়েমেন ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত।

এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না যে তদন্তকারী দল এবং গুপ্ত ঘাঁটির সংখ্যা যাই হোক না কেন, এন.- এফ. এবং সেনাপতি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আমাদের প্রায় সঠিক জায়গাতেই পাঠানো হয়েছে।

তার কারণ এই যে এজেন্টরা ধরা পড়লে ভালই হবে এবং আমাদের যুদ্ধ সীমান্তের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের সংস্থাদের হাতে ধরা পড়লে আরও ভাল হয়। তবে সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবে হওয়া উচিত, এবং বিভাগের সম্মানের জন্য *তাদের* দলের, যে দলটি প্রথম থেকেই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটার জন্যে খেটে চলেছে, হাতে ধরা পড়া উচিত। সেটা হলেই সব প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এন. এফ. নিঃসন্দেহ যে সিলোভিচি জঙ্গলটাই হল সেই জায়গা, এবং এর জন্যে তিনি নিজের প্রাণটাকেও বাজি ধরতে পারেন, এবং আমিও সুনিশ্চিত ছিলাম যে এখানকার গুপ্ত ঘাঁটিগুলো সম্পূর্ণভাবে *আমাদের* নিজস্ব ব্যাপার, যখন সবকটি নবাগত দলকে অন্যান্য "সম্ভাব্য" জায়গায় বা এলাকায় পাঠানো উচিত। আর এ-বিষয়েও আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম যে সাফল্যের সম্ভাবনা আমাদেরই দলটার সবচেয়ে বেশি।

এন. এফ.-এর বিচক্ষণতার ওপর আমি খুব বেশি ভরসা রাখি, তাঁর মন নির্ভুলভাবে চিন্তা করে। কোন তদন্তের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণকে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হওয়া এবং ঠিক পথে এগোনোর জন্যে শুধু মগজ এবং অভিজ্ঞতাই যে দরকার তা নয়, তার সঙ্গে সুস্পষ্ট কল্পনা শক্তি আর সূক্ষ্ম অনুভূতি দরকার এবং আজ পর্যন্ত এমন কোন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি যার কল্পনা শক্তি আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা এন. এফ.-এর চেয়ে বেশি।

তেতে উঠতে এন. এফ.-এর অনেক সময় লাগে বটে, কিন্তু একবার জেগে উঠলে তাঁকে আর থামানো যায় না। বেশি চেঁচামিচি না করে তিনি ধীরে সুস্থে সব তথ্য জোগাড় করেন, তারপর নির্দিষ্টভাবে সবগুলোকে একসঙ্গে করে মাথার মধ্যে নিয়ে রোমন্থন করা শুরু করেন নিভুর্ল সূক্ষ্মতায়,

সমাধান করে ফেলেন কোথায় এজেন্টদের ধরা যাবে। তবে এই পদ্ধতিতে তিনি যে একাই কাজ করেন তা নয়। ওই রকম আরও অনেক থাকা উচিত। ব্যাপারটা দেখতে খুবই সহজ মনে হয় ... তবে *তিনি* কখনও ভুল ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেন না, অথচ অন্যেরা প্রায়ই মারাত্মক ভুল করে বসে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে কাউনাস বা লিডাতে শান্তভাবে বসে এন. এফ. সব সময়ে সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা করে চলেছেন।

উঁকি মেরে দেখার ফোকরে চোখ রেখে কাজ শুরু করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে আছি আমি। এবং ইগরের ঐ রকম নিস্পৃহ আচরণের জন্যে মনে মনে ফুঁসছিলাম। ওকে এখানে আনা হয়েছে কেন, শুধু কি ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে? শুধু কি মুখ দেখাবার জন্য যে ও আর পাভেলকে দেখে যেন লোকেরা সত্যিই কমাণ্ডান্টের পাহাদার বাহিনী মনে করে।

আমি জানতাম যে আমাদের উর্ধ্বতন অফিসাররা একথা আদৌ চিন্তা করেন নি। এটা কোন মেজর, ক্যাপ্টেন বা এমন কি কোনো সিনিয়ার-লেফটেনান্টেরও কাজ হতে পারে, যে তদন্ত পরিচালনার নির্দেশ তৈরী করেছে। তার ক্ষমতা বা অধিকার আমার থেকে নিশ্চয়ই বেশি ছিল না, এবং সে কাগজ গুঁজে দিয়ে কর্তাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে, সেই কাগজে লেখা থাকবে ৫ নং দফা বা ১০ নং দফা হিসেবে যে "কমাণ্ডান্টের অফিসের কর্মীদের মধ্যে থেকে অফিসারদের" সঙ্গে নিতে হবে। এবং একবার লেখা হয়ে গেলে, তার আর নড়বড় হবে না। তাদের সঙ্গে না নেওয়ার অর্থ আরও ঝঞ্ঝাট বাড়ানো, যেটা কোনো কাজের কাজ হবে না ... বেশ খানিকটা অসুবিধের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে তুমি। তারা তোমার গায়ের চামড়া পালিশ করিয়ে ছাড়বে, আর যাই হোক চামড়া তোমার নিজেরই গায়ের, অন্য কারুর নয়।

হাজার মাইল দূরে মস্কোতে বসে তারা তাদের সামান্য প্রকল্প নিয়ে মাথা ঘামাবে এবং "ক্লোক অ্যাণ্ড ডাগার" খেলবে, আর সব কিছুর ঝুঁকি পড়বে গিয়ে আমাদের ঘাড়ে।

ওকে সঙ্গে নেবার কোন মানে ছিল কি? লিডাতে বহু সৈন্য ওকে চেনে কমাণ্ডান্টের সহকারী হিসাবে, সেখানে ওটার অনেক মূল্য আছে, কিন্তু এখানে কি জন্যে? পিছনে পড়ে থাকা শত্রুসৈন্যকে খুঁজে বের করে

নিমূর্ল করার কাজে নিযুক্ত আছে যারা, তাদের যে-কোন একজন পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের সৌখীন কলম-বাজের চেয়ে দশগুণ বেশি কাজের।

আমাদের তৈরী কর্মসূচী অনুসারে বাড়তি কাগজপত্র চাওয়ার কাজটা ছিল ওর এবং তারপর সন্দেহভাজনদের সেই বলবে ওদের ব্যাগ খুলে দেখাতে। তাসত্ত্বেও ও ওখানে শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে আর মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে রেখেছে যেন এ-ব্যাপারে তার কিছুই করণীয় নেই।

এইভাবে ঝুঁকে দাঁড়ানোর জন্যে, একটা বাচ্ছাকেও আচ্ছা করে জুতো মারা উচিত। আসলে সেদিনই আমি ওর মুরোদ বুঝে গিয়েছিলাম যেদিন শহরে ও আমাকে দাঁড় করিয়ে বকাবকি করেছিল। সেই সময় আমার মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল, কমাণ্ডান্টের অফিসের ফ্যাশনদোরস্ত খদ্দেরকে সেলাম করার থেকে সে কাজটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বৈকি। তবুও নিরীহ ছাগলছানার মতো আমি সোজাসুজি ক্ষমা চেয়েছি প্রায় ল্যাজ নাড়ার মতো করে। ... কিন্তু ওকে তাতেও থামানো যায় নি, ও বকেই চলেছিল ... আমি তখনই বুঝে ফেলেছিলাম ও সেই ধরনের লোক যাকে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না।

ওদিকে পাভেল তার হাতের কাজ শেষ করছিল। এই রকম গুপ্ত-ঘাঁটিতে "টোপ" হওয়া প্রায় চলমান লক্ষ্যবস্তু হওয়া বা কামানের মুখে নিজেকে ফেলার মতন, যদিও এক্ষেত্রে বেঁচে থাকার সুযোগ কিছুটা ভাল ... পুরো কাজই একটা ঝুঁকির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আশা বলতে শুধু ঐ আড়ালটুকু। তবে কেউ বলতে পারে না অঘটনটি কখন কোন দিক থেকে ঘটে যেতে পারে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে তদন্তকারী দলের ছয়জন বিভিন্ন নেতার সংস্পর্শে আসতে হয়েছে আমাকে, তার মধ্যে চারজন মারা গেছেন। গত এক বছর থেকে পাভেল আমার ভাইয়ের মতো হয়ে উঠেছে, যদি তারা করে ... যদি ও ... আমি নিজেকেই মনে মনে ধমকালাম—'এইসব বাজে দুঃশ্চিন্তা ছাড়ো, বুদ্ধু কোথাকার।'

মাথার পিছন দিকটি এইভাবে শত্রুর দিকে এগিয়ে দিয়ে উঁচু হয়ে বসে গিঁট খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে সত্যিকারের পেশাদারের পক্ষেই সম্ভব, যখন সে জানে যে কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

উবু হয়ে বসার পর পাভেলের বাঁকা টুপিটি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি এবং সেই মুহূর্তে চিন্তা হয়ে ঐ টুপির বদলে ওর মাথায় যদি লোহার শিরস্ত্রাণ থাকতো। একটাও কথা না বলে তিনজন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল এবং লক্ষ্য করে যাচ্ছিল পাভেলের কাজ। অমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে ওরা গুলি চালাবে না কারণ শব্দ হোক এটা ওরা চাইতেই পারে না। ওরা পিস্তল বা ছোরার বাঁট কাজে লাগাবে, হাতাহাতি লড়াইতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অস্ত্র...এবং তার চেয়েও বড় কথা—এই অস্ত্র নিঃশব্দে কাজ করে।

ইগর দাঁড়িয়ে ছিল পাভেলের পাশেই ওর ডান কাঁধের দিকে এবং সেও মাথা নিচু করে ব্যাগ দেখছিল, অথচ ওর উচিত ছিল অন্ততঃ এক গজ পিছিয়ে থাকা যাতে ঐ তিনজনকে পুরোপুরি নজরে রাখতে পারে এবং ওরা একটু নড়লেই যাতে গুলি করতে পারে তার জন্যে তৈরী হয়ে থাকা। ওর মুখের ভাব দেখলে মনে হবে যে ও যেন কমাণ্ডান্টের অফিসে ফিরে গেছে আর পাশা বা ডোমিনো খেলা দেখছে।

বোকা হাদা কোথাকার! রাগে আমার গা জ্বলতে লাগল, বুদ্ধুটা কি একেবারেই বুঝতে পারছে না যে সে নিজে এবং পাভেলও যেকোন মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারে......

৯২। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী!

ইগোরভ সমীপে,

আমার লেখা ১৯শে আগস্ট তারিখের...নং চিঠির প্রসঙ্গে আরও জানাচ্ছি যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি অনুমোদিত হয়েছে, নিয়েবেন দায়িত্ব ভার সম্পর্কিত তল্লাশী, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং সামরিক অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সামরিক কর্মীদের জন্য সরবরাহ করা খাদ্যের উন্নতিসাধন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে এবং অনুমোদন করেছেন লাল ফৌজ কমিশারিয়েতের প্রধান খাতে দক্ষিনক, ভিলবিয়াম ও

গ্রোদনো শহরে দখল করা জার্মান খাদ্য ভাণ্ডারকে কাজে লাগানো যেতে পারে :

১। শুকনো ডিমের গুঁড়োর বদলে চকোলেট (প্রত্যেকের জন্যে একই ওজনের)—

২। প্রতি এক গ্রাম চিনির বদলে পাঁচ গ্রাম মনাক্কা হিসাবে, চিনির বদলে মনাক্কা দেওয়া হবে।

আর্তিমিয়েভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

বিশেষ সরকারী ঘোষণা

আজ, ১৯শে আগস্ট তারিখে, সকাল ১০টা ৫ মিনিটে নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত নতুন প্রবর্তিত নিয়ন্ত্রণ ও তল্লাশী পদ্ধতি অনুসারে ভিলনিয়াস রেলস্টেশনে তল্লাশী চালাতে গিয়ে ১৩ নং সীমান্তরক্ষী রেজিমেন্টের একটা বিশেষ ভারপ্রাপ্ত দল লাল ফৌজের অফিসারের উর্দি পরা দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই দুজনের কাছে পাওয়া কাগজপত্র তৈরী করা হয়েছে এই নামে…

(ক) ক্যাপ্টেন পরফিরি ইভানোভিচ ভাকুলেঙ্কো (জন্ম ১৯১০, সুমী শহরে), উক্রাইনের অধিবাসী, সৈন্যবাহিনীর ২৩০৭৬ নং ইউনিটে রাসায়নিক কৃত্যকের প্রধান ;

(খ) সিনিয়ার লেফটেনান্ট ইয়াকভ পেত্রোভিচ সাভিন (জন্ম ১৯১৫, লেনিনগ্রাদে), রুশ, ঐ একই ইউনিটের সিগন্যাল কোম্পানীর অধিনায়ক।

ভাকুলেঙ্কো এবং সাভিন, যারা, তাদের ভ্রমণ পরোয়ানা অনুসারে সামরিক কাজে বারানোভিচি (প্রথম উক্রাইনীয় রণাঙ্গন) থেকে লেনিনগ্রাদে যাচ্ছিল তারা ভিলনিয়াস স্টেশনে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় কাটিয়েছিল, ওখানে ওদের ট্রেন বদল করার কথা, সেখানে ওরা রেল লাইন ধরে হাঁটছিল এবং পাহারাদার বাহিনীর মুখোমুখি

হওয়ায় একটা চলমান ট্রেনে লাফিয়ে উঠে কাগজপত্র পরীক্ষা করাবার ব্যাপারটা এড়াবার চেষ্টা করেছিল।

গ্রেপ্তার হওয়া দুজনের চেহারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের সঙ্গে নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিপজ্জনক এজেন্টদের, যাদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, চেহারার মিল যে আছে এটা অস্বীকার করা যায় না; তাছাড়া সাভিন সুস্পষ্টভাবে একজন ন্যাটা এবং ভাকুলেঙ্কোর কথায় উক্রাইনের কথার টান প্রকট।

ওদের জিনিসপত্র তল্লাশী করার সময় সাভিনের সুটকেসে পাওয়া যায়: বিশেষ ধরনের ধাতুর বাক্সে রাখা বহনযোগ্য ব্লাউপাংক্ট চালু বেতার যন্ত্র (১৯৪৩-এর আদল), যেটা প্রচুর সংখ্যায় তৈরী করা হয় না এবং ঐ যন্ত্রের উপযোগী এক সেট বাড়তি আলো আর সরবরাহকর সরঞ্জাম। গ্রেপ্তার হবার সময় ভাকুলেঙ্কো এবং সাভিনের কাছে কোন প্রেরক যন্ত্রের সরঞ্জাম পাওয়া যায় নি।

সাভিনের ব্যাগে একটা ছোরাও পাওয়া গেছে, যেটার সঙ্গে সোভিয়েত ছত্রীবাহিনীদের দেওয়া ছোরার মিল আছে এবং তার আকার ও ফলাটার সঙ্গে চুরি হয়ে যাওয়া ডজ গাড়ির চালক গুসেভের গায়ের ক্ষতচিহ্নের মিল আছে, ছোরা এবং তার খাপে রক্তের চিহ্ন আছে; ছোরার গা থেকে শুকনো রক্ত চেঁচে নেওয়া হয়েছিল এবং পরে ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে রক্তটা দশ দিনের পুরনো। পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত পাওয়া যায় নি বলে সনাক্তকরণের জন্য রক্তের শ্রেণী নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

ঐ ব্যাগেই একটা চাবির রিং পাওয়া গেছে, তাতে নম্বর যুক্ত তিনটে চাবি আছে; তার মধ্যে একটার নম্বর ৯২৩৬,—নিয়েমেন অভিযান সম্পর্কে যে এজেন্টদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি তাদের চুরি করা ডজ লরীর চাবির সঙ্গে পুরোপুরি মিল পাওয়া যায়।

তল্লাশীর ফলে নিম্নলিখিত জিনিসগুলোও পাওয়া গেছে—দুটো টি. টি. পিস্তল এবং তাদের ৩৫টা কার্তুজ; একটা ওয়েল্‌দার রিভলবার (২ নং) ষোলোটা কার্তুজ সমেত; দুটো বর্ষাতি আর জলজলে কাঁটা আর সংখ্যাযুক্ত সুইস ঘড়ি; একটা সোভিয়েত

কম্পাস ; দু সেট অন্তর্বাস ; নানা রকমের খাবার ১৫ পাউণ্ড, বেশির ভাগই জার্মানীতে তৈরী ; একটা তিন-লিটারের জার্মান স্পিরিটের পাত্র ; ৮৬৪৭ রুবলের সমান সোভিয়েত মুদ্রা।

আলাদাভাবে জেরা করায়, ভাকুলেঙ্কো এবং সাভিন অত্যন্ত পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দিয়েছে লেনিনগ্রাদে তারা কেন যাচ্ছিল সে ব্যাপারে এবং বহু প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে সরাসরি অস্বীকার করেছে।

প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের পাল্টা-গোয়েন্দা ডিভিসনের সঙ্গে বেতার-দূরভাষে কথা বলার পর আমাদের পক্ষে জানা সহজ হয়েছে যে সৈন্যবাহিনীর ২০০৭৬ নং ইউনিটটি হাই কমাণ্ড রিজার্ভের গোলন্দাজ ব্রিগেড, যে ইউনিটটি বর্তমানে ভিস্তুলা নদীর পশ্চিম তীরে সান্দোমিয়েরজ্-এর কাছে লড়াই করতে ব্যস্ত। ইউনিটটি রণাঙ্গনে এসে পৌঁচেছে মাত্র কয়েকদিন আগে এবং তার ফলে ঐ ইউনিটে কর্তব্যরত অফিসারদের বিস্তারিত খবর এখনও পাওয়া যায় নি।

একটা সেতুমুখে যখন কোন ইউনিট প্রচণ্ড লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকে তখন তার দুজন অফিসারকে ঘাঁটি থেকে সামরিক কাজে অন্যত্র পাঠানোর ব্যাপারটা প্রথম উক্রাইনীয় ফ্রন্টের পাল্টা-গোয়েন্দা ডিভিসনের কাছে অতি মাত্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছে।

সাভিন এবং ভাকুলেঙ্কো সত্যি সত্যিই ২০০৭৬ নং ইউনিটে ছিল কিনা এটা জানার জন্যে অবিলম্বে যাচাই করার যে অনুরোধ আমরা করেছিলাম তার উত্তর এখনও আসে নি, কারণ ব্রিগেডটি শত্রু বেষ্টিত হয়ে আছে এবং গতকাল থেকে বেতার যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। যদিও যে এজেন্টদের আমরা খুঁজছি তাদের বর্ণনার সঙ্গে এই দুজনের সাদৃশ্য, প্রচণ্ড বস্তুগত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং সেই সঙ্গে তাদের বিবৃতির মধ্যে বহু পরস্পর বিরোধিতা যথেষ্ট কারণ দর্শাচ্ছে যার ভিত্তিতে অনুমান করে নেওয়া যায় যে যাদের আমরা গ্রেপ্তার করেছি তারাই হল নিয়েমেন অভিযান সম্পর্কিত বিপজ্জনক এজেন্ট, যাদের আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ভাকুলেঙ্কো এবং সাভিনকে ভিলনিয়াস রেল স্টেশনে কমাণ্ডান্টের অফিসে আটকে রাখা হয়েছে কড়া পাহারায়, পাহারা

দিচ্ছে অফিসাররা, যার ফলে তাদের পক্ষে পালানো বা আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। এরপর বন্দীদের কোথায় পাঠানো হবে সে সম্বন্ধে আপনার বিশেষ নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।

সম্মানে ভূষিত করার সুপারিশ সংক্রান্ত নির্দেশ অনুসারে, দলের যারা এই গ্রেপ্তারটা করেছে তাদের বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

১। পাহারাদার বাহিনীর নেতা—

লেফটেনান্ট মিখাইল বেসোনভ (জন্ম ১৯১৮, তামবভে), রুশ, সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) প্রার্থী-সদস্য, শ্রমিকের ছেলে ;

২। টহলদার বাহিনীর সদস্য—

(ক) সার্জেন্ট ইউসুপ খামরায়েভ (জন্ম ১৯২২, সমরকন্দে) উজবেক, কোমসোমল সদস্য, অফিস-কর্মীর ছেলে ;

(খ) ল্যান্স-করপোরাল আলেক্সি দিমিত্রিয়েভিচ মিনিন (জন্ম ১৯২৪, মস্কো অঞ্চলের জাগোরস্কি জেলার রোগাচোভো গ্রামে), কোমসোমল সদস্য, যৌথ খামারের কৃষকের ছেলে।

ত্রয়োদশ বর্ডার রেজিমেন্টের কমাণ্ডাররা এই তিনজনের সম্বন্ধে অনুকূল প্রতিবেদন দিয়েছেন।

পানায়েভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী !

পলিয়াকভ সমীপে,

নিয়েমেন অভিযান সম্পর্কে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি যে কাজকর্ম করছে তার দেখা-শোনার ভার সরাসরি নিজের হাতে নেওয়া এবং বর্তমান তদন্তে অতিরিক্ত উৎসাহ দেবার জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গণ কমিশার সর্বোচ্চ কমাণ্ডের স্তাভকার কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে সিনিয়ার অফিসারদের একটা দল নিয়ে বিশেষ বিমানে (ডগলাস নং ১৭, এবং ২৯ ও ৩১ নম্বরের এল. এ.-৫ এফ. এন. জঙ্গী বিমান সহ) বিকেল ৩টে ৪০ মিনিটে লিডাতে গেছে।

আভ্যন্তরীণ উড্ডয়ন বিভাগ কর্তৃক *ভি. এন. ও. এস* বেতার

ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁর ওখানে পৌঁছান সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে বিমান বন্দরে।

স্থানীয় নিরাপত্তা সংস্থার কাছে যদি যথেষ্ট গাড়ি থাকে তবে এই বিমানগুলি পেঁছবার পর তাদের যাত্রীরা যাতে পরিবহণের জন্য গাড়ি পায় সেটা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আপনার উপর রইল এবং তদন্তের বর্তমান অধ্যায় সম্বন্ধে প্রকৃত চিত্রটি কমিশার ও তাঁর কর্মচারীদের জানাবেন, যাতে সকল প্রচেষ্টার মধ্যে সুফল লাভের জন্য সমন্বয় সাধন করা যায়।

খবর জানাবেন।

কলিবানভ

৯৩। ক্যাপ্টেন ইগর আনিকুশিন

পাভেল যখন পিস্তল বের করে সিনিয়ার লেফটেনান্টকে ভয় দেখালো তখন ইগর আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। বিরক্তি চাপবার জন্যে এবং কিছু না বলার জন্যে তাকে নিজের সঙ্গে প্রায় লড়াই করতে হয়েছিল।

পাহারাদারের কর্তব্য করার সময় সাবধানতা এবং পারস্পরিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটা সে যে না জানে তা নয়, সৈন্যবাহিনীর ইউনিট যখন কোন কাজের ভার দিয়ে কোন দলকে পাঠায় তখন নির্দেশ উপদেশ দেবার সময় সে কথাই জানিয়ে দেওয়া হয়। সে জানে যে কমাণ্ডান্টের অফিস থেকে গ্রামে বা শহরে সাধারণ টহলদারীতেও যখন জোড়ায় জোড়ায় পাঠানো হয় তখন তারা কতকগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলতে বাধ্য হয়। একজন যখন কাগজপত্র পরীক্ষা করবে, তখন অন্যজন একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের নোটিশে হঠাৎ আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। বিধিনিয়মে নির্দিষ্ট করে বলা আছে যে সৈন্যদের "অত্যন্ত সতর্কতার" সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে তাদের আচরণের ওপর, পদ্ধতিটি চলাকালীন তাদের মুখোমুখি হয়ে থাকতে হবে এবং মুহূর্তের জন্যেও ওদের দিকে পিছন ফিরবে না বা টহলদারদের দিকে পাশ থেকে এগিয়ে আসতে দেওয়া চলবে না।

কিন্তু ঐ বিধিনিয়মগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময়। নিয়মগুলির উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাসঘাতক,

বেআইনী দল; জার্মান এজেন্ট, দলত্যাগী ও অন্যান্য অপরাধীদের মুখোশ খুলে দেওয়া এবং গ্রেপ্তার করার জন্য। অথচ আজ এখানে পাভেল সেই পদ্ধতিই প্রয়োগ করছে জঙ্গী অফিসারদের ওপর, যাদের কাগজপত্র বারবার সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করার পর একেবারে বিধিবদ্ধ দেখা গেছে। তার চেয়েও খারাপ ব্যাপারটা হলো এই যে, ওদের মধ্যে একজনকে সে পিস্তল দেখিয়ে ভয়ও দেখিয়েছে যেটা ইগরের মতে এই পরিস্থিতিতে শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয় সেই সঙ্গে তার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ।

দু বছর আগেই "স্পেশালদের" অস্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজনটা মেনে নিয়েছিল ইগর, যখন স্তালিনের নিজের সই করা প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ কমিশারের ঘোষিত ২২৭ নম্বরের নির্দেশটি ওরা প্রয়োগ করছিল ভীষণ কঠোরভাবে সে সময়ে জার্মানরা ক্রিমিয়া দখল করে নিয়েছে এবং রোস্তভ শহর দখল করার পর তাদের ট্যাংক ও আধুনিক যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত ডিভিসনগুলি ভোলগা আর ককেশাসের দিকে হু হু করে এগিয়ে চলেছিল। প্রত্যেকটি জায়গা, সোভিয়েত দেশের প্রতিটি ইঞ্চিকে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষা করতে হচ্ছিল। হুকুম ছিল "মৃত্যুর মুখে রুখে দাঁড়াও" এবং ওপর মহল থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত পিছু হটাতে বাধা দেবার জন্য অস্ত্রব্যবহার অনুমোদিত হয়েছিল। দেশ যখন চরম বিপদের মুখে তখন "স্পেশালদের", রাজনৈতিক কর্মী এবং কমাণ্ডারদের পক্ষ থেকে যে কোনো দৃঢ়তাপূর্ণ কাজকে চূড়ান্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সমর্থন করা হচ্ছিল।

আর আজ যখন লাল ফৌজ তার চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক অভিযান চালাচ্ছে, তখন এখানে রণাঙ্গন থেকে শত মাইল দূরে এমন একজন অফিসারকে পিস্তল দেখিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে যে কিনা যুদ্ধ সীমান্তের সৈনিক এবং যে দেশের জন্যে রক্ত দিয়েছে এবং তার প্রমাণস্বরূপ মেডেলও সে পরে আছে... আর সে ইগর চুপ চাপ একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষমতাহীন পর্যবেক্ষকের মতো লক্ষ্য করে যাচ্ছে, এই বিসদৃশ আচরণের সরাসরি একজন সহায়ক হয়ে না উঠলেও...

রণাঙ্গনে যে থেকেছে তার সঙ্গে এক অদ্ভুত আত্মীয়তা অনুভব করে ইগর। প্রথম শরৎকাল থেকেই, যখন ও নিজে প্রথম ট্রেঞ্চে থেকে লড়াই করেছিল তখন থেকে রণাঙ্গনের প্রতিটি লোকের সঙ্গে এক আত্মীয়তার বন্ধন সম্বন্ধে সচেতন ছিল ও, তা সে অফিসই হোক বা সাধারণ সৈন্য বা বিমান

কর্মীই হোক, বা সামান্য গাড়োয়ানই হোক এক স্বতঃস্ফূর্ত উত্তাপ ও রক্তের সম্পর্ক অনুভব করতো ইগর। ফলে পাভেল আর তার সাহায্যকারীদের তুলনায় ইগর এই অফিসারদের বিশেষ করে ক্যাপ্টেন আর সিনিয়ার লেফটেনান্ট, যারা দীর্ঘকাল যুদ্ধে ছিল, তাদের অনেক বেশি নিজের লোক বলে মনে করছিল, পছন্দ হচ্ছিল।

শুধু পাভেল সম্বন্ধেই যে তার এই ধরনের সহজাত বিদ্বেষভাব ছিল তা নয় তার দুজন অধঃস্তনদের সম্পর্কেও ছিল। আগেকার কথা চিন্তা করে ওর মনে হল যে সিনিয়ার লেফটেনান্টটি একবার শহরে তাকে স্যালুট করতে ভুলে গিয়েছিল এবং তারপর নানারকম বাজে অজুহাত দেখিয়েছিল নির্লজ্জের মতো বোকা সাজবার চেষ্টাও করেছিল। ("দুঃখিত···আমি আপনাকে দেখতে পাই নি ··· দুঃখিত, কমরেড ক্যাপ্টেন ··· মাথায় রক্তক্ষরণ হয়েছিল, বুঝলেন ··· মাথাটা পুরোপুরি ঠিক হয় নি ··· মাঝে মাঝে রোগের আক্রমণ হয় ···)। এমনকি ভাণও করছিল যে অজ্ঞান হয়ে যাবে—এবং সেটাই তাকেই হয়ে থাকতে দেওয়া উচিত ছিল। আজকেও সকালে ঘুম থেকে উঠে ও যখন তাকে অর্থাৎ ইগরকে দেখেছিল তখন চরম নিলর্জ্জের মতো (যেন যীশু খ্রীষ্ট জনগণকে দর্শন দিচ্ছেন।) এমন ব্যবহার করেছিল যে ঐ নির্বোধ পাভেল পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে নাক গলাতে বাধ্য হয়েছিল ঐ অনভিজ্ঞ ছোকরা লেফটেনান্ট, যে ওকে চিতাবাঘের মতো দৌড় করাতে একটুও ইতস্ততঃ করে নি, যদিও তার আদৌ কোন দরকার ছিল না।! এতো বড় তোতলা নির্বোধ আর হয় না। ইগর সম্বন্ধে যা জানবার সবই ও জেনে নিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, হয়তো কমাণ্ডান্টের অফিসে ওর ব্যক্তিগত ফাইলটাও দেখেছে, তবুও হাস্যকর প্রশ্ন করে করে আমায় জ্বালিয়েছিল: "কমরেড ক্যাপ্টেন, আপনাকে কি কিছুতেই মস্কোর লোক বলা যায় না, তাই?" "তাই কি? ··· গাড়োল কোথাকার!" "আমার মনে হচ্ছে আগে কোথাও আপনাকে দেখেছি···।" এই ধরনের মামুলী প্রশ্ন কাপুরুষ বা নির্বোধরাই করে। তবে এবার কিন্তু শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে!

ঠিক যে মুহূর্তে পাভেল পিস্তল বের করে চুবারভকে ভয় দেখাল তখনই ইগর মনস্থির করে ফেলল। এই স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণের ব্যাপারে ও চুপ করে থাকবে না। কালকেই একটা প্রতিবেদন পাঠাবে। তবে কমাণ্ডান্টকে বা ছাউনীর প্রধানকে পাঠাবে না—তারা হয়তো শেষ পর্যন্ত "স্পেশালদের"

পক্ষ নিতে পারে, আগ বাড়িয়ে কোন কিছু করতে রাজী হবে না। প্রতিবেদনটা সোজা পাঠাবে মস্কোতে : চাকরীর বিধি নিয়ম অনুসারে তার সে ক্ষমতা আছে ; সৈন্যবাহিনীর সদস্য হিসেবে প্রতিরক্ষা বিষয়ক গণ-কমিশারকে এমনকি স্বয়ং সর্বোচ্চ অধিনায়ককেও ইগর সোজাসুজি লিখতে পারে।

পাভেল যখন উবু হয়ে বসে দড়ির গিঁটটা খোলার চেষ্টা করছিল তখন তার ডান কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে ইগর ব্যাগটার মুখটার ফাঁক দিয়ে যা আশা করেছিল তাই দেখতে পেয়েছিল—সৈন্যবাহিনীতে সে ধরনের কালো রুটি দেওয়া হয় তার ওপর দিকের গাঢ় বাদামী রঙের অংশটা দেখতে পেয়েছিল।

খাবার ছাড়া আর কি পাওয়া যেতে পারে পদাতিক বাহিনীর অফিসারের ব্যাগে, যাকে এক সপ্তাহ, কিংবা বড় জোর দু সপ্তাহের মধ্যে রণাঙ্গনে পাঠানো হবে (রিজার্ভ রেজিমেন্টের সময়-সূচীটা ইগরের জানা আছে)। যুদ্ধ-সীমান্তের সৈনিকের ব্যাগে প্রধান প্রয়োজনীয় কি কি জিনিস থাকতে পারে ইগর তা জানে : বাড়তি এক জোড়া মোজা, এক জোড়া অন্তর্বাস, সাজি-ঢাকবার তোয়ালে, দাড়ি কামাবার ক্ষুর, এক টুকরো সাবান, দাড়ি কামাবার বুরুশ, ছোট্ট ফ্লাস্ক, দু-তিনটে বই (বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি হল *পদাতিক বাহিনীর চাকরীর বিধি-নিয়ম* বা *ফায়ারিং ম্যানুয়েল*) এবং মাঝে মাঝে কিছু বিধি বহির্ভূত জিনিস, যেমন সস্তা অডিকোলনের শিশি, গরম মোজা, গরম গেঞ্জি বা সোয়েটার, গ্রীষ্মকাল পড়ার পর থেকে ব্যবহার করা হয় না বলে তালগোল পাকিয়ে ঢোকানো আছে।

অসংখ্যবার এক একটা লড়াইয়ের পর ট্রেঞ্চের মধ্যে ইগর এইসব ইলাতোমৎসেভ, চুবারভ বা ভাসিনদের মতো মৃত অফিসারদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ঘেঁটে সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতো।

লেফটেনান্টের ব্যাগে কালো পাঁউরুটিটা দেখে ইগরের মনের অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়েছিল যেমন হয়ে থাকে লাল কাপড়ের টুকরো দেখে ষাঁড়েদের। একদিকে আছে তার সহযোগী যোদ্ধারা, রণাঙ্গন থেকে আগত অফিসাররা, যারা বিধিবদ্ধ সাময়িক র‍্যাশন পেয়েছে, যার মধ্যে বাড়তি অংশসহ পুরো রাই-রুটি আছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গণ-কমিশারিয়েত যেভাবে নিয়ম করে দিয়েছে, তার এক টুকরোও বেশি নয়; অথচ অন্যদিকে

পশ্চাদবর্তী অঞ্চলের এইসব "স্পেশালদের" যারা যুদ্ধের আগেকার সময়ের ভাল জাতের সাদা পাঁউরুটি খেয়ে পেট ভরায়, যেগুলো ময়দায় তৈরী এবং তার সঙ্গে অন্য কিছুই মেশানো হয় না আর পায় সৌখীন জিনিস যেগুলো সরকারীভাবে দেওয়া হয় হাসপাতালের আহতদের আর যুদ্ধ-অভিযানের সঙ্গে যুক্ত বিমানকর্মীদের।

এই পাভেল লোকটা নিজেকে কি মনে করে? একটা ভুইফোঁড় মানুষ কিংবা ঐ ধরনের কিছু, চাষার মতো দেখতে লাগে, পাঁচ-সাত বছরের বেশি লেখাপড়া নিশ্চয়ই করে নি। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দীক্ষার ফলেই হয়তো ওকে "স্পেশাল" হবার যোগ্য করে তুলেছে; সৈন্যবাহিনীতে থাকলে ও হয়তো কিছু ভাসা ভাসা ভাণ আর অভিজ্ঞতা, আরও কিছু ভেজাল মেশানো শব্দ ভাণ্ডার আর সামরিক পারিভাষিক শব্দ শিখতে পারতো। আর এখন ও ভাবছে ও সবজান্তা আর যা খুশি করে পার পেয়ে যাবে। যারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এমন কোনো লোকের মুখোমুখি এখনও হয় নি ও, যারা ওকে জানিয়ে দেবে কোথায় এড়াতে হবে আর কোথায় ওর আসল জায়গা।

ওরা মনে করে খুন করেও পার পেয়ে যাবে। ইগর মনে মনে কথাটি আবার বললো, রাগে, বিরক্তিতে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগলো আর পিছন দিকে রাখা হাতের আঙুল এমনভাবে একে অপরকে পিষতে লাগলো যে ব্যথা করে উঠলো—'না, আমি কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারি না আর, ওরা যা খুশি করে যাবে? ... রণাঙ্গনের অফিসারদের পিস্তল দেখিয়ে তল্লাশী করার অর্থ কি সেটা ওদের বুঝিয়ে দিতে চাই। যতদিন বেঁচে থাকবে এর জন্যে পস্তাতে হবে ওদের! কমাণ্ডার বা ছাউনীর বড়কর্তা ওদের ভয় পাবেন। কিন্তু, সর্বোচ্চ অধিনায়ক ওদের টুকরো টুকরো করে ছাড়বেন।'

তারপরেই ওর মনে হলো ওর প্রতিবেদনটি যখন মস্কোতে পড়া হবে এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা নিতে নিতে অন্ততঃ একমাস কেটে যাবে, ততদিনে ও হয়তো সক্রিয় সৈন্যবাহিনীতে চলে যেতে পারে, পাভেলও হয়তো অন্য কোথাও বদলী হয়ে যাবে।

আর তখনই ইগরের মনে একটা তীব্র ইচ্ছা জাগলো, একটা অপ্রতি-রোধ্য আগ্রহ হলো আর দেরী না করে সে "স্পেশালদের" দেখিয়ে দেবে যে অন্যদের মত অন্ততঃ সে এদের একটুও ভয় খায় না এবং সে একটা ভীরু

তোতাপাখি নয়, বিনা বিচারে ভীরুর মতো হুকুম তামিল করে না শুধু।
ও ওদের দেখিয়ে দেবে যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে এবং নিজে নিজে
সিদ্ধান্ত নেবার এবং তার ফলাফলের ভার নেবার ক্ষমতা তার আছে।

পাভেল দড়ির গিঁটটি খোলার চেষ্টা করছিল। সেই দিকে তাকাতে তাকাতে "স্পেশাল"-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণায়, রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে পর মুহূর্তে ইগর ঠিক সেই কাজটাই করে বসলো; যেটা তার করা একেবারেই উচিত ছিল না—ডান ধারে এক পা এগিয়ে গিয়ে যে তিনজনের ব্যাগ তল্লাশী করা হচ্ছিল তাদের এবং গুপ্ত ঘাঁটির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

৯৪। ১৯৪৩ মিসচেঙ্কো কেসের ফাইল

বেতার দূরভাষ সংবাদ

জরুরী !!!

দেশের ইউরোপীয় অংশের সকল সামরিক জেলার এবং রণাঙ্গনের সকল সমাস´ সংস্থার উদ্দেশ্যে—

সমাস´ পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকার নিবিড় অনুসন্ধান চালাচ্ছে একজন বিশেষভাবে বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী, সমন্বয়-সাধনকারী ও জার্মান গোয়েন্দা বাহিনীর জন্য এজেন্ট সংগ্রহকারী ব্যক্তিকে যার নাম ইভান গ্রিগোরিয়েভ মিসচেঙ্কো, অন্য নামেও সে পরিচিত, যথা—সেরগেই তোমচুক, নিকোলাই ভাসিলিয়েভিচ পেত্রেন-পেলিতসিন, আন্দ্রোন সাভেলিয়েভিচ কিজিমভ, আলেক্সি সেমিওনভ, ফিওদর পানচেঙ্কো, আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ ভোরোবিয়ভ, ভাসিলি পেত্রিৎস্কি, ইভান জাখারভ, মিখাইল নিকোলায়েভিচ রেভা, আনাতোলি স্মিরনভ, লিওন্তি ইভানোভিচ নাভ্রোতস্কি (এবং সম্ভবতঃ আরও অন্য নাম আছে); ওর সাংকেতিক নাম হল "খোকা", "জকি" গ্ল্যাডিয়েটার", "ডিনামাইট"। ওর জন্ম ১৯০৫ সালে সালস্ক শহরে (রোস্তভ অঞ্চলে) এবং কসাক জাতের রুশ, জার সৈন্যবাহিনীর প্রাক্তন কসাক ক্যাপ্টেন ও সম্পন্ন জমিদারের পুত্র।

১৯১৯ সালে মা-বাবার সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ায় চলে যায়। পনর বছর বয়সে সে রুশ সামরিক সংঘের* হারবিন শাখার যুব বিভাগে ভর্তি হয় এবং ওখানে সামরিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। সোভিয়েত সীমান্ত সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে তার বাবার মৃত্যুর পর, তলোয়ার স্পর্শ করে প্রকাশ্য শপথ নিয়েছিল যে সে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। উনিশ বছর বয়স থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করে।

১৯২৪ থেকে ১৯৩০-র মধ্যে মিসচেঙ্কো দূরপ্রাচ্য সোভিয়েত এলাকায় ঢুকে পড়ে কুড়ি বারেরও বেশি, শ্বেতকায় চীনাদের বে-আইনী দল বা ছোট ছোট দল নিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ, সন্ত্রাসবাদী বা বেআইনী কাজকর্ম চালাবার জন্যে। ১৯২৯ সালের মে মাসে হারবিনস্থ সোভিয়েত বাণিজ্য দূতের দপ্তরের উপর আক্রমণ, পরবর্তীকালীন চীনা পূর্ব রেল পথের** উপর সশস্ত্র আক্রমণ বাড়িতে আগুন লাগানো ও সোভিয়েত সরকারী কর্মীদের হত্যা করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল।

১৯৩১ সালে সে জাপানীদের সহযোগিতা করে এবং ঐ বছরেই সারা রাশিয়া ফাসিস্ত পার্টিতে*** যোগদানকারীদের অন্যতম হিসাবে নাম লেখায়। ১৯৩৩ সালে সোভিয়েত এলাকায় একবার সে হামলা চালায় এবং সীমান্ত সেনারা তাড়া করে তাকে, ফলে তাইগার মধ্য দিয়ে সে প্রায় পাঁচশো মাইল অতিক্রম করেছিল। এই সুদীর্ঘ পথ

---

* *রুশ সামরিক সঙ্ঘ*—রাজনীতিক কারণে দেশান্তরী একটি শ্বেত প্রহরী সংগঠন, যার ঘাঁটি ছিল প্যারিসে। এদের কাজ ছিল গুপ্তচর বৃত্তি, অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা এবং বৈদেশিক গোয়েন্দা বিভাগের দেওয়া সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ চালানো। মাঞ্চুরিয়াতে সংগঠনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল—*লেখক*।

** চীনা পূর্ব রেলপথ—এই রেলপথটি ১৯২৪-১৯২৫ পর্যন্ত সোভিয়েত দেশ ও চীনের যৌথ মালিকানায় ও সমান অধিকার ভুক্ত ছিল—*লেখক*।

*** সারা রাশিয়া ফাসিস্ত পার্টি—১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত রুশ ফাসিস্ত সংঘের এই নাম ছিল—*লেখক*।

অতিক্রম করার সময় একটা নদী পার হতে গিয়ে সে তার রাইফেল আর র‍্যাশন হারায়, ফলে দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যকে হত্যা করে এবং পরবর্তী দু সপ্তাহের যাত্রাকালে তার মাংস মিসচেঙ্কো ও তার সঙ্গীরা খেয়েছিল।

১৯২৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে অবৈধভাবে সে সোভিয়েত দূরপ্রাচ্যে চল্লিশ বারেরও বেশি প্রবেশ করেছিল। শ্বেত চীনা সরকার ও জাপানীরা কয়েকবার তাকে সম্মান চিহ্নে ভূষিত করে; স্বয়ং চিয়াং-কাইশেকের কাছ থেকে সে একটা খাঁটি আরবী রেসের ঘোড়া উপহার পেয়েছিল. এবং সাংহাই ও হংকংয়ের আন্তর্জাতিক ব্যাংকে তার টাকা-পয়সা ছিল। মাঞ্চুরিয়াস্থ শ্বেত প্রহরীর দেশান্তরী সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে, সেমিওনভ ও ভ্লাসিয়েভস্কির মত সেনাপতিদের সঙ্গে, রাজা উখতোমস্কি ও রুশ ফ্যাসিস্ত সংঘের* সভাপতি রোদজায়েভস্কির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো।

১৯৩৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বিচারালয় তাকে বেআইনী লোক ঘোষণা করে নির্বাসন দণ্ড দেন।

১৯৩৮ সালে জাপানীদের সঙ্গে মতদ্বৈধতার ফলে মিসচেঙ্কো হারবিন শহরস্থ জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের সমন্বয় সাধনকারী জার্মান ভাইস কনসাল হানস রিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। উক্ত বছরেই এজেন্ট হিসেবে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেখিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ড রাজ্যের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত জার্মানীতে পেঁছিয়, পথে অবৈধভাবে তিনটি দেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়েছিল তাকে; পরে ওর সঙ্গে যোগ দিতে আসে তার তিনটি সন্তান এবং স্ত্রী ইসোল্ডা, শ্বেত দেশান্তরীদের অন্যতম নেতা জেনারেল কিসলিতসিনের মেয়ে।

১৯৩৮-৩৯ সালে বার্লিনের জার্মান গোয়েন্দা স্কুলে পনর মাসের

---

* রুশ ফ্যাসিস্ত সংঘ—(১৯৩৭ পর্যন্ত সারা রাশিয়া ফ্যাসিস্ত নামে পরিচিত)—সরকারীভাবে কার্যকলাপ চালাতো ১৯৩১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত, বেসরকারীভাবে ১৯৪৫ পর্যন্ত—লেখক।

যন্ত্রকালীন আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন করে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ নেবার সময় সে সব সময়ে মুখোস পরে আসতো।

১৯৪০ সালে ওকে অ্যাবওয়েহর তিনবার প্যারাসুটে করে সোভিয়েত এলাকায় নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বহু দূর পর্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করার জন্য যথা উরাল, মস্কো ও উত্তর ককেশাস অঞ্চলে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত কাজ করার জন্যে।

১৯৪১ সালের জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত পি. সি. আই-এর ক্যাপ্টেনের ছদ্মবেশে তথাকথিত সরকারী কাজে সে বাল্টিক ও পশ্চিমের সামরিক জেলার শহর, ছাউনী আর রেল জংশনে ঘুরে ঘুরে সোভিয়েত সেনাদলের শক্তি, কোথায় কোথায় তাদের কাজে পাঠানো হচ্ছে, তাদের গতিবিধি ও যুদ্ধ করার প্রস্তুতির অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিল।

যুদ্ধ শুরু হবার আট চল্লিশ ঘন্টা আগে সোভিয়েত সীমান্ত সৈন্যদের পোশাকে সুসজ্জিত একদল এজেন্টের নেতা হিসাবে মিস-চেঙ্কোকে প্যারাসুটে করে নামিয়ে দেওয়া হয় পশ্চিম বাইলো-রাশিয়াতে (যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে) সিনিয়ার অফিসার ও সেনাপতিদের হত্যা করতে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরাতে এবং পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে। প্রায় এক মাসের মধ্যে ৭০টি ধ্বংসাত্মক কাজ করে, বিনিময়ে দলের মাত্র তিনজনকে হারিয়ে মিসচেঙ্কো জার্মানদের সঙ্গে আবার মিলিত হয় স্মলেনস্কের কাছে।

পরবর্তী আঠারো মাসের মধ্যে লালফৌজের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে তাকে দশ-এগারো বার নামিয়ে দেওয়া হয় প্যারাসুটে করে একটা দলের নেতা হিসাবে যার কাজ ছিল অভিযানমূলক গোয়েন্দা কর্ম চালানো এবং নতুন এজেন্ট সংগ্রহ করা, বিশেষ করে সৈন্যবাহিনী ও রেল-কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কিত স্ত্রীলোকদের। জার্মানরা তাকে দুটি ক্রুশচিহ্ন ও দুটি যুদ্ধ-পদক দিয়ে সম্মানিত করেছে। হিটলারের ব্যক্তিগত নির্দেশে ব্যতিক্রম হিসাবে জার্মান সৈন্যবাহিনীতে তাকে মেজরের পদে উন্নীত করা হয়।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে অ্যাবওয়েহরের বার্লিনস্থ গোয়েন্দা স্কুলে সিনিয়ার প্রশিক্ষক ছিল। "সোভিয়েত

যুদ্ধ-সীমান্ত অঞ্চলে গোপনতা রক্ষা ও আত্মগোপন করার মৌলিক নীতি", "ঘাঁটিতে ফেরার সময় যুদ্ধ-সীমান্ত পার হওয়া", "এন. কে. ভি. ডি.-র জেরার মুখে কীভাবে আচরণ করতে হবে"—শীর্ষক আলোচনা চক্রের পরিচালনা করতো সে। দৌড়তে দৌড়তে একই সঙ্গে দুটি পিস্তল থেকে চলমান লক্ষ্যবস্তুর ওপর কীভাবে গুলি চালাতে হয় সেটাও সে শেখাতো ছাত্রদের। এই ধরনের আলোচনাচক্রে মিসচেঙ্কো আসতো কালো রঙের চশমা পরে মাথায় পরচুলা আর দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে।

অসম্ভব রকমের সোভিয়েত বিরোধী মিসচেঙ্কো। লক্ষ্য ভেদ করতে ওস্তাদ, ছুরী বা ছোরা চালাতে দক্ষ এবং খালি হাতে লড়াই করতেও। সঙ্গে সব সময়ে পিস্তল রাখে যাতে বিষ মাখানো বিস্ফোরক টোটা পোরা, সেই গুলি লাগলেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। কোণঠাসা হলে ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

বর্ণনা ঃ উচ্চতা—গড়পরতার চেয়ে বেশি ; গাঁট্টাগোট্টা চেহারা ; ডিমের মতো মুখ ; মাঝারি লম্বা সোজা কপাল ; বাঁকা ভ্রূ ; স্বাভাবিক দৈর্ঘ আর প্রস্থ বিশিষ্ট সোজা নাক ; সোজা চিবুক ; ডিম্বাকৃতি কান ; গোল কর্ণপটাহ, নীল চোখ ; হালকা বাদামী চুল ; গলা মাঝারি লম্বা এবং পেশীবহুল ; ঘাড় সোজা।

বিশিষ্ট চিহ্ন ঃ সুস্পষ্ট ইউক্রেনীয় টানে কথা বলে ; সামান্য বাঁকা ধনুকের মতো পা অশ্বারোহী বাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন ; ওপরের চোয়ালের ডান ধারে তৃতীয় এবং চতুর্থ দাঁত ধাতুতে বাঁধানো ; গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তার সময় চোখ পাকায় সামান্য ; পিঠে মেরুদণ্ডের ডানদিকে মেরুদণ্ডের সমান্তরালভাবে দুই থেকে তিন ইঞ্চি দূরে দুটি কারবঙ্কলের ক্ষতচিহ্ন আছে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ মানুষকে মুগ্ধ করার এবং তাদের বিশ্বাস সহজে অর্জন করার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ; ঘোড়ায় চড়তে ও শিকার করতে ভালবাসে ; ভাজা পিঁয়াজের সঙ্গে সমুদ্রের শামুক, মাংসের বোর্শচ (borshch) আর মাছ-মাংসের কালি কাঁচা খেতে ভালবাসে। ধূমপান করে না এবং পরিস্থিতি অনুসারে বাধ্য না হলে মদ খায় না ; স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সহবাস তখনই করে যখন সেটা তার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

পাকা খবর পাওয়া গেছে যে খুব শিগ্গীরই যে কোনো এক রাতে মিসচেঙ্কোকে প্যারাসুটে করে লাল ফৌজের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে নামিয়ে দেওয়া হবে পাঁচ জনের একটি সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে, যারা বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং তারা সোভিয়েত অফিসার-দের পোশাকে থাকবে, ওদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ কমাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের হত্যা করা।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বুকে বসে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালাবার জন্যে মিসচেঙ্কোর দলটিকে বিষ দেওয়া বিস্ফোরক গুলি সমেত পিস্তল দেওয়া হয়েছে, যা লাগলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় এবং জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের অর্ডার অনুযায়ী বিশেষভাবে তৈরী করা ৩০ মি. মিঃ "প্যান্তসারনেকার"-ও সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই শেষোক্ত অস্ত্রটি হলো এক ধরনের বহনযোগ্য "ফাউস্টপ্যাট্রন", জেট্ শক্তিতে চালিত অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক ছোট ক্ষেপণাস্ত্র। "প্যান্তসারনেকার" অস্ত্রটি ওভারকোটের হাতার তলায় বাহুর সঙ্গে সহজেই বেঁধে রাখা যায় এবং বোতাম টিপে নিঃশব্দে সেগুলোকে চালানো যায়।

বাকী পাঁচজন এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য আরও বিশ্লেষণ করে সংকলিত করা হচ্ছে এবং আগামী দু ঘন্টার মধ্যে আপনার কাছে পাঠানো হবে।

মিসচেঙ্কোর দলটিকে খুঁজে বের করা এবং বন্দী করা বা খতম করার জন্য সম্ভাব্য সকল সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, এবং এই কাজের জন্য ঐ এলাকার পাল্টা-গোয়েন্দাবাহিনীর সকল সংস্থা, সৈন্যবাহিনীর ইউনিট ও সৈনাবাহিনীর পশ্চাদভাগের সেনাদল, সেইসঙ্গে রেল-কমাণ্ডান্টের অফিসের কর্মচারী, যাদের পাওয়া যাবে সবাইকে নিয়োজিত করতে হবে।

রেল স্টেশন, ট্রেন ও তল্লাশী-ঘাঁটিতে কাগজপত্র পরীক্ষার জন্যে যতদূর সম্ভব কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, বিশেষ নজর রাখুন যেসব পথে মস্কো যাওয়া যায়। সন্দেহজনক সব মানুষকে আটকে রাখুন সনাক্তকরণের জন্য।

সংশ্লিষ্ট সকল রণাঙ্গনের সমার্স বিভাগের বড়কর্তাদের

উচিত হবে আগামী দু'ঘন্টার মধ্যে মস্কো যাবার সম্ভাব্য সব কটা পথ অবরুদ্ধ করার পরিকল্পনাগুলিকে আরও বিশদ করা ও কার্যকর করা, আমাদের সৈন্যবাহিনীর ঠিক পিছনে প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া ওদের এজেন্টরা যে পথ ধরে এগোতে পা'রে।

পাল্টা-গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মী এবং তল্লাশী ও প্রাসঙ্গিক তল্লাশী পদ্ধতির সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদের সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে যে, মিসচেস্কো দলটিকে আবিষ্কার করা, গ্রেপ্তার করা বা ধ্বংস করার ব্যাপারে যারা প্রকৃত সাফল্য অর্জন করবে তাদের সম্মানে ভূষিত করার সুপারিশ সঙ্গে সঙ্গে করা হবে।

সমার্স পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারীক এই এজেন্টদের তরফ থেকে যে বিপদের আশংকা আছে সে সম্বন্ধে পাল্টা-গোয়েন্দা সংস্থার সকল ভারপ্রাপ্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করে এবং এই এজেন্টদের ধরা পড়া বা নিশ্চিহ্ন হওয়ার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করার জন্য অভিযানমূলক ও অন্যান্য সম্ভাবনাকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগাতে বলে।

পরে মস্কো সামরিক জেলার সমার্স সংস্থাকে আরও বিশেষ নির্দেশ পাঠানো হবে।

তল্লাশী, আপনাদের অবলম্বিত ব্যবস্থা এবং প্রাপ্ত সকল নতুন তথ্য প্রতি ঘন্টা অন্তর আমাদের জানান।......

বেতার দূরভাষ সংবাদ

জরুরী !!

দেশের ইউরোপীয় অংশের সামরিক জেলা এবং রণাঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত সকল সমার্স সংস্থা সমীপে।

গতকাল (১৪. ৯. ৪৩) রাত ৮টা ৪০ মিনিটে মস্কোর শহরতলীতে কুন্তসেভো যাবার পথে লাল ফৌজের অফিসারের পোশাক পরা চারজন অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করলে সমার্স তদন্তকারী দলের সঙ্গে গুলি বিনিময় হয়। ফলে ওদের মধ্যে

দুজন ও তৃতীয় জন গুরুতর আহত, এবং চতুর্থ জন যখন দেখলো তৃতীয় জন দৌড়তে পারছে না, তখন তাকে গুলি করে মেরে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গেছে। যেপথ দিয়ে সে পালিয়েছে সেই পথে ছড়ানো ছিল লঙ্কা গুঁড়োর মিশ্রণ*, ফলে সন্ধানী কুকুরদের কাজে লাগাতে পারিনি আমরা।

মৃত দেহগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বর্তমান জরুরী তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত মিসচেঙ্কোর যে দলকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি মৃতব্যক্তিরা সেই দলেরই এজেন্ট—ভাসিলি বাকসীভ, হাসান সুরমেতভ এবং আনাতোলি মিলোভস্কি। ঐ চারজনের মধ্যে যে মিসচেঙ্কো ছিল না তা অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে।

যে জায়গাটিতে গুলি বিনিময় হয় সেখানে টি টি পিস্তল ছাড়াও বিষ দেওয়া বিস্ফোরক টোটা পোরা ৯ মি. মি. ক্যালিবারের এক নং ওয়েল্‌দার পিস্তল দুটো পাওয়া গেছে, যে টোটাগুলো গায়ে লাগলেই মৃত্যু হয়। মৃতদের পকেটে নিখুঁতভাবে জাল করা কাগজপত্র পাওয়া গেছে যেগুলি পশ্চিম রণাঙ্গনের একাদশতম বাহিনীর অফিসার ক্যাপ্টেন মেলচাকভ এবং সিনিয়ার লেফটেনান্ট ফোমিন ও কুষারস্কি-র নামে তৈরী করা ; যেন তাদের মস্কো পাঠানো হচ্ছে গুলি চালানোর অভ্যাসটা নতুন করে ঝালিয়ে নেবার জন্যে। অনুমান করা হচ্ছে যে মিসচেঙ্কো, জুবকভ এবং তুলিনের কাছে অদ্যবধি একাদশতম বাহিনীর অফিসারদের নামে তৈরী করা কাগজপত্রগুলি আছে।

খুব সম্ভব মস্কো এবং তার চারপাশে যে ভাবে জরুরীকালীন পরীক্ষা আর পাহারার পদ্ধতি চালু হয়েছে তার জন্যে মিসচেঙ্কো, জুবকভ আর তুলিন বাধ্য হবে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকা ছেড়ে পালাতে। তিনজন এজেন্টকে হারাবার পর মিসচেঙ্কো হয়তো নতুন লোক চেয়ে পাঠাবে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তারা না আসা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে।

---

* লংকা গুঁড়োর (ভারতীয়) মিশ্রণে আছে লংকার গুঁড়ো আর কড়া তামাকের গুঁড়ো। শত্রুদের সাময়িকভাবে অন্ধ করে দেবার জন্য এবং সন্ধানী কুকুরদের ঠেকাবার জন্য এর ব্যবহার করা হয়—*লেখক*।

অবশ্য এ অনুমান করাও অসঙ্গত হবে না যে মিসচেঙ্কো ও তার দলের অবশিষ্টরা যুদ্ধ সীমান্ত পার হবার চেষ্টা, কিংবা তাদের তুলে দেবার জন্যে জার্মানরা কোন নির্দিষ্ট জায়গায় অ্যাবওয়েহরের নির্দেশে বিশেষভাবে তৈরী উচ্চগতিসম্পন্ন, অনেক উঁচু দিয়ে উড়তে সক্ষম ছত্রীবাহিনীদের এক-পাখা বিশিষ্ট বিমান—আরাডো—৩২০—পাঠাবে—যে বিমানটি খারাপ আবহাওয়ায় এবং ছোট আকারের অসমতল অস্থায়ীভাবে তৈরী করা অবতরণ ক্ষেত্রে নামতে সক্ষম।

মিসচেঙ্কো, জুবকভ এবং তুলিনকে গ্রেপ্তার করা বা খতম করার ব্যাপারটি এখনও পর্যন্ত দেশের ইউরোপীয় অংশের সামরিক জেলার এবং সব রণাঙ্গনের সমার্স সংস্থাগুলির মুখ্য ও ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বাকসীভ. মিলোভস্কি এবং নুরমেতভদেব অনুসন্ধানের জন্য ৭.৯.৪৩ তারিখের নির্দেশ-উপদেশ পৃষ্ঠা নং......তে যে বর্ণনা আছে, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

বেতার দূরভাষ সংবাদ

জরুরী!!!

দেশের ইউরোপীয় অংশের সামরিক জেলা ও রণাঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত সকল সমার্স সংস্থা সমীপে—

গত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ভোরোনেজ এবং ব্রিয়ানস্ক রণাঙ্গনের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর গাড়ির উপর আক্রমণ চলে এবং সেনাপতি কুপ্রিয়ানভ এবং চিলিকিন নিহত হয়েছেন, সেইসঙ্গে মারা গেছে লালফৌজের সাতজন প্রধান অফিসার, গাড়ির চালক ও অন্যান্য সামরিক কর্মী যারা ওঁদের সঙ্গে যাচ্ছিল ঐসব গাড়িতে।

এই সন্ত্রাসমূলক ঘটনাগুলি ঘটে নিম্নলিখিত স্থানে এবং নিম্ন-লিখিত সময়ে—

১৮ই সেপ্টেম্বর—ওবোইয়ানের পশ্চিমে, সুদঝার উত্তরে এবং লেবেদিনের দক্ষিণ-পূর্বে ;

১৯শে সেপ্টেম্বর—ক্রোমির পশ্চিমে, খোতিনেৎসের উত্তরে এবং কারাচেভের উত্তর-পূর্বে।

এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে যে সংশ্লিষ্ট গাড়িকে নিভৃত অঞ্চলে থামিয়েছিল লালফৌজের অফিসারদের পোশাক পরা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা। অন্ততঃ দুটি ক্ষেত্রে গাড়িকে দাঁড় করানো হয়েছিল চালকদের পিস্তল দেখিয়ে। সন্ত্রাসবাদীরা সামরিক পুলিশের হাতের পটি পরেছিল। সম্ভবতঃ সন্ত্রাসবাদীরা নিজেরা একটা ডজ গাড়ি ব্যবহার করেছিল।

সন্ত্রাসবাদীরা ৯ মি. মি. পিস্তল ব্যবহার করেছিল, সম্ভবতঃ ব্রাউনিং লঙস নং ০৭ বা ওয়েল্‌দার নং ১, বিস্ফোরক টোটা সমেত এবং তাতে বিষ ছিল যার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। ছটির মধ্যে পাঁচটি ক্ষেত্রে মৃতদেহ সমেত গাড়িকে রাস্তার থেকে ঠেলে পাশে নামিয়ে ফেলে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানো হয়েছিল।

ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ পেয়েছেন যে সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহৃত টোটার বিষের সঙ্গে মিসচেঙ্কোর দলের এজেন্টদের ব্যবহৃত বুলেটের বিষের কোন পার্থক্য নেই। আরও অনেক কারণ আছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডগুলি মিসচেঙ্কো, তুলিন আর জুবকভেরই কাজ।

এই তদন্ত সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যে-সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি ছাড়াও লালফৌজের সেনাপতি ও প্রবীণ অফিসারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্বও ব্যক্তিগতভাবে বর্তাবে সমার্স সংস্থার প্রধানদের উপর।

কালিনিন, পশ্চিম ব্রিয়ানস্ক, মধ্য এবং ভোরোনেঝ রণাঙ্গনের অধিনায়কদের নিরাপত্তার জন্য নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করার সুপারিশ করা হয়েছে—

(ক) যে এলাকায় তাঁদের সেনাদল মোতায়েন আছে তার বাইরে সেনাপতি ও কমাণ্ডিং অফিসারদের তখনই যাবার অনুমতি দেওয়া হবে যদি তাঁরা নিজেদের গাড়ির সামনে সশস্ত্র প্রহরী সমেত একটা গাড়ি নিয়ে বের হন;

(খ) নিজেদের ইউনিটগুলি যেখানে মোতায়েন আছে তার

বাইরে সিনিয়ার অফিসারদের যাবার অনুমতি তখনই দেওয়া হবে যদি তারা সাবমেশিনগান সহ দুই বা তিনজন প্রহরী সঙ্গে নিয়ে যান ;

(গ) সামরিক গাড়িগুলি রাস্তার অবস্থার উপর নির্ভর করে যতদূর সম্ভব উচ্চগতিতে গাড়ি চালাবে ; অসাধারণ কোন ঘটনা না ঘটলে পথে থামা চলবে না। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা যদি বন্দুক দেখিয়ে গাড়ি থামাবার কোন চেষ্টা করে তবে প্রহরী ও গাড়ির আরোহীদের উচিত হবে গুলি করে বাধাদানকারীদের হত্যা করা।

সমার্স সংস্থার প্রধানদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিতে হবে যাতে সেনাপতি ও সিনিয়ার অফিসারদের ব্যবহৃত গাড়িগুলি ভাল অবস্থায় থাকে এবং নিয়মিত পরীক্ষা করিয়ে রাখতে হবে এবং প্রহরীর দায়িত্ব পালনের জন্যে যাদের রাখা হবে তাদের যেন লড়াই করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকে, সহজেই যেন দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটে তাদের মধ্যে, তারা যেন লক্ষ্যভেদে দক্ষ হয়।

কালিনিন, পশ্চিম, ব্রিয়ানস্ক, মধ্য এবং ভোরোনেঝ রণাঙ্গনের পাল্টা-গোয়েন্দা সংস্থাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে (তদন্তের যেসব ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে সেগুলি ছাড়াও), ছয় ঘন্টার মধ্যে, সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার বা খতম করার জন্য সামরিক সড়কে ভ্রাম্যমান অনুসন্ধানী দল ও খতম করার দল গঠন করে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

কালিনিন, পশ্চিম, ব্রিয়ানস্ক এবং মধ্যাঞ্চলীয় রণাঙ্গনের পাল্টা-গোয়েন্দা ডিভিসনকে প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আগামী বারো ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার সামরিক প্রধান সড়কে সামরিক গাড়িতে করে ৬ থেকে ৮টা বিশেষ ফাঁদে ফেলার দল গঠন করতে সক্রিয় করে তুলতে। প্রত্যেকটি গাড়িতে সামনের আসনে থাকবে লালফৌজের কর্নেল বা মেজর-জেনারেলের (প্রতি রণাঙ্গনে তিনজনের বেশি নয়) পোশাক পরা পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের একজন করে অফিসার এবং পিছনের আসনে থাকবে গোয়েন্দা বিভাগের দুজন অভিজ্ঞ লোক, যাদের মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং দ্রুত গুলি চালাবার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা যেন থাকে।

গাড়ির এই ফাঁদগুলিকে যাতে সারা দিন কাজে লাগানো যেতে

পারে তার জন্য প্রত্যেকটি গাড়ির পিছনে দুটো করে দল আর দুজন করে অভিজ্ঞ চালক দিতে হবে, যারা নির্দিষ্ট সময়ে একে অপরকে ছুটি দেবে। পাল্টা-গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধানদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকবে সাজানো "কর্ণেল" আর "সেনাপতিদের" সরবরাহ করার এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পরিচয় গোপন করার জন্য মিথ্যা কাহিনী সরবরাহ করবে তাদের।

সমাদে'র সকল যুদ্ধ কর্মীদের অবশ্যই জানাতে হবে যে, যেহেতু ঐ সন্ত্রাসবাদীরা বিষ মাখানো কাতু'জ ব্যবহার করছে, যার ফলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে, তাই বর্তমানে তাদের কাজ হবে ঐ সন্ত্রাসবাদী-দের বন্দী করা বা খতম করা।

এই নিদে'শ পালন ক ার জন্য অবলম্বিত সকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর খবর জানান।......

বেতার দূরভাষ সংবাদ

জরুরী !!!

দেশের ইউরোপীয় অ'শের সামরিক জেলা এবং রণাঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত সকল সমাস´ সংস্থা সমীপে—

গতকাল, ২১.৯.৪৩, পশ্চিম রণাঙ্গনের পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে ঝিমদ্রার উত্তর দিকে বড় রাস্তায় পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের পাতা ফাঁদে একটি গাড়ির ওপর আক্রমণ চালাবার সময় লালফৌজের উর্দি পরা দুজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি নিহত হয়েছে—পরে জানা যায় যে তারা হলো ভাসিলি জুবকভ এবং নিকোলাই তুলিন, মিসচেঙ্কোর দলকে ধরবার জন্য যে জরুরী তল্লাশী চলছে এদের সেই সম্পর্কেই খোঁজ হচ্ছিল।

মিসচেঙ্কো নিজে পালাতে পেরেছে, কারণ গুলি বিনিময় করার সময় পাল্টা-গোয়েন্দা বাহিনীর তিনজন কর্মী নিহত হয়েছে, একমাত্র চালক বেঁচে ছিল। সে কিন্তু মিসচেঙ্কোকে গ্রেপ্তার বা হত্যা করতে পারেনি। সন্ধানী কুকুরদের কাজে লাগান সম্ভব হয় নি কারণ যে

পথ ধরে মিসচেঙ্কো পালিয়েছিল তাতে লংকাগুঁড়োর মিশ্রণ ছড়িয়ে দিয়েছিল।

আক্রমণের সময় মিসচেঙ্কো যুদ্ধের ওভারকোট পরে ছিল এবং মেজরের যুদ্ধ ক্ষেত্রের তকমা আঁটা ছিল কোটে; কোমরে ছিল অফিসারদের বেল্ট এবং কাঁধের বেল্ট। মাথায় ছিল চাঁদি-নিচু ট্যাংক বাহিনীর টুপি। খাপের মধ্যে পিস্তল ছাড়া আর কোনো মালপত্র ছিল না তার সঙ্গে। ঘটনাস্থল থেকে যে পদচিহ্নগুলি বেরিয়ে গেছে তাতে রক্তের ছাপ পাওয়া গেছে, তাইতে মনে হয় মিসচেঙ্কো আহত হয়েছে। ফলে খুব সম্ভব ও হয় জঙ্গলে বা নিকটস্থ কোন গ্রামে আত্মগোপন করে থাকবে যতদিন না ক্ষতস্থান শুকোয়।

জুবকভ এবং তুলিনের মৃতদেহ তল্লাসী করে জাল কাগজপত্র পাওয়া গেছে, সেগুলি তৈরী করা হয়েছিল তৃতীয় ট্যাংক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত কমাণ্ডান্টের কোম্পানীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন সুসাইকভ এবং ঐ কোম্পানীরই প্লেটুন কমাণ্ডার লেফটেনান্ট ক্লেভৎসভের নামে। জাল করার জন্য আসল ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে এবং সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে অতি সতর্ক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ফাঁদে ফেলার জন্য পাঠানো গাড়ির ওপর আক্রমণ চালাবার সময় অনুমান করা হচ্ছে যে মিসচেঙ্কোও তৃতীয় ট্যাংক বাহিনীর অফিসারের নামে তৈরী করা কাগজপত্র সঙ্গে রেখেছিল।

মিসচেঙ্কোকে গ্রেপ্তার বা খতম করার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। পশ্চিম রণাঙ্গনের সমসূর্স সংস্থার জন্য পরবর্তী নির্দেশ পরে পাঠানো হবে।

ভাসিলি জুবকভ এবং নিকোলাই তুলিনের সন্ধান করার নির্দেশ সম্বলিত ৭.৯.৪৩ তারিখের......নং নির্দেশ-উপদেশ সম্বলিত কাগজটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো।

৯৫। লেফটেনান্ট আন্দ্রেই ব্লিনভ

পা ফাঁক করে একটা ঝোপের আড়ালে ও দাঁড়িয়ে ছিল, আলতো করে ধরে রেখেছিল পিস্তলটা তামান্তসেভ যেভাবে শিখিয়েছিলো, তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করছিল এবং সবকিছু শোনার চেষ্টা করছিল।

অফিসারদের কাগজপত্র পরীক্ষা করার ব্যাপারটা বেশ নির্বিঘ্নেই এগিয়ে চলছিল, কোনো ঘটনা ঘটেনি, এবং আন্দ্রেইও এই পর্যায়ে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বা বিপজ্জনক ঘটনার আশংকা করে নি। একাধিকবার তামান্তসেভ আন্দ্রেইকে বলেছে যে অন্যান্য অপরাধীর তুলনায় গুপ্তচর সব দিক দিয়ে পৃথক শ্রেণীর তার কারণ গুপ্তচরের পিছনে থাকে সমগ্র সরকারী প্রশাসন যন্ত্র এবং সর্বদিক দিয়ে তার প্রশিক্ষণের মূলে থাকে বহুসংখ্যক অত্যন্ত অভিজ্ঞ পেশাদারদের অবদান। যারা প্রতিটি খুঁটিনাটির কথা চিন্তা করে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সব কিছু বিশেষ করে গুপ্তচরকে দেওয়া পরিচয় গোপন করার কাহিনী, তার সাজ-সরঞ্জাম এবং কাগজপত্র সম্বন্ধে বিচার করে দেখে।

নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তামান্তসেভ তাকে বলেছিল জার্মানরা তাদের এজেন্টদের যে কাগজপত্র দেয় সেগুলি চমৎকারভাবে জাল করা, জাল যাতে না হয় তার জন্যে সোভিয়েত কাগজপত্রগুলিকে নিরাপদ রাখতে যত সাবধানতা অবলম্বন করা হয় জার্মানরা কিন্তু সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখে—প্রবর্তিত সাংকেতিক চিহ্ন যার প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈধ থাকে এবং কত তাড়াতাড়ি মাত্র তিন বা চার—কখনো বা দুই সপ্তাহের মধ্যে ঐসব পরিবর্তন তারা জেনে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগায়।

'বাইরের চিহ্ন দেখে তাদের পরিচয় ফাঁস হয় না বললেই চলে।' বেশ বিষণ্ণ গলায় কথাটা বলেছিল তামান্তসেভ, 'সাধারণতঃ কাগজ-পত্রের ভুল ত্রুটির জন্যে দশজনের মধ্যে একজন মাত্র ধরা পড়ে।'

তবুও আন্দ্রেই এক মনে দেখে যাচ্ছিল এবং বিশেষ করে পাভেলের প্রতিটি কথা শুনছিল, যাতে পূর্ব-নির্ধারিত সংকেতগুলো ধরতে ভুল না করে : "আমি বুঝতে পারছি না" এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত "যদি দয়া করে।"

সন্দেহভাজন লোক তিনজনকে আন্দ্রেই দেখতে পাচ্ছিল পাশ থেকে, কিছুটা পিছন থেকেও বটে, ফলে ওদের মুখের ভাব দেখতে পাচ্ছিল না এবং সেটি করাও তার কাজ নয় অবশ্য, কারণ সেই মুহূর্তে তার দায়িত্ব ছিল লেফটেনান্টকে লক্ষ্য করে যাওয়া এবং সেই কাজটাই ও প্রাণপণে করে যাচ্ছিল।

ইগর সম্বন্ধে আন্দ্রেইয়ের মনোভাবটা ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে। লিডা থেকে আসার পথে লরীতে এবং পরে ওরা যখন জঙ্গলে ঢুকলো তখন পর্যন্ত

ইগরকে ভীষণ অহংকারী, প্রায় উদ্ধত এবং বড় বেশি স্পর্শকাতর মনে হয়েছিল, কিন্তু পরে তার পদবীটা শোনার পর এবং ইগরের পরিচয়টা জানার পর, আন্দ্রেই ওকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে।

ওর আচরণের কারণ খুব ভালভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় তার অসাধারণ প্রতিভা দিয়ে। "ভবিষ্যতের রুশ সপ্তম সুরের গায়ক,"—প্রখ্যাত বিশারদদের এই স্বীকৃতির জন্যেই হয়তো সে নিজের মূল্যটা বোঝে এবং সেইজন্য ওরকম আচরণ করে এবং তার জন্যে বিশেষ করে নিন্দা করার কিছু নেই।

ইগর যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া এটা আন্দ্রেই সহজেই কল্পনা করতে পারে। বলশয় রঙ্গমঞ্চে পর্দার পাশ থেকে বেরিয়ে এসে বেশ ভব্যভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে মখমলে মোড়া লাল আর সোনালী প্রেক্ষাগৃহকে, এবং হাততালিতে স্ফটিকের ঝাড়লণ্ঠন থেকে শুরু করে দেবতাবৃন্দ ও স্টলগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠছে।

এই নতুন দৃষ্টিতে ইগরের কথা চিন্তা করতে করতে আন্দ্রেই আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল এবং সহানুভূতিশীল হয়ে উঠছিল তার সম্বন্ধে। মনে মনে ও ঠিকও করে নিয়েছিল এসব ব্যাপার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ও ইগরের কাছে গিয়ে বলবে যে সে ওকে চেনে এবং ইগরের ছোট ভাই ভ্যালেন্তিন তার সহপাঠী ছিল। এমন কি তার প্রথম নামটাও সে জানে—ইগর। দাদার সম্বন্ধে কথা বলার সময় বেশ কয়েকবার নামটা উচ্চারণ করেছিল ভ্যালেন্তিন, এবং ওর ধারণা নামটা খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল।

ইগর সম্বন্ধে আন্দ্রেই যখন ঐসব চিন্তা করছিল তখন হঠাৎ ওর কানে এলো পাভেলের সংকেতবাণী "আমি বুঝতে পারছি না"—সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের কর্তব্যে মন দিল এবং মনে মনে আর একবার বলে নিল যদি লড়াই শুরু হয় তবে ওকে কি কি করতে হবে। তারপর যখন দ্বিতীয় সংকেত-বাণী "যদি দয়া করে" কথাটা দুবার ওর কানে এসে বাজল, তার অর্থ "আক্রমণের জন্যে তৈরী হও!" আন্দ্রেই পূর্ণ মনঃসংযোগ করলো এবং দুবার লেফটেনান্টির কাঁধ লক্ষ্য করে পিস্তলও তুলল।

যদিও ফাঁকা জায়গায় আবার সব কিছু শান্ত হয়ে এসেছে সিনিয়ার লেফটেনান্ট এবং পাভেলের মধ্যে কথা কাটাকাটি হবার পর, যে সুস্পষ্টতঃ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতিটাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। পাভেল আবার উবু হয়ে বসে পড়ে ব্যাগটা দেখতে শুরু করেছে

এবং সন্দেহভাজন তিনজন মাথা ঝুঁকিয়ে কি ঘটছে তাই লক্ষ্য করছিল। তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গী বা আচরণে এমন কিছু ছিল না যা থেকে তারা যে শত্রুতাপূর্ণ কিছু করতে পারে তা মনে হচ্ছিল না।

আন্দ্রেই লেফটেনান্টের ওপর থেকে এক সেকেণ্ডের জন্যেও চোখ সরাচ্ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে ও লক্ষ্য করল ইগর এসে দাঁড়িয়েছে তামান্তসেভ এবং ঐ তিনজনের মাঝখানে।

'ওখানে ওর কি কাজ আছে?' অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করল আন্দ্রেই এবং মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরে ও বুঝতে পারল কী ভয়ানক ব্যাপার ইগর করে ফেলল এবং এই ধরনের কাজটাকে তামান্তসেভ কি বলতো তাও মনে পড়ে গেল তার: "পথ আটকে দেওয়া"। ইগর কেন এগিয়ে গিয়ে এ কাজটা করল? দুবার পাভেল তাকে এ নিয়ে সতর্ক করে দেবার পরেও। ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না অন্য কিছু?

আন্দ্রেই দেখল ওর বাঁ ধারে তামান্তসেভ মরীয়া হয়ে ইশারা করে কিছু একটা বলতে চাইছে এবং চট করে ওর দিকে একবার তাকাল। তামান্তসেভ তার নিজের কাঁধের তক্‌মাটা ছুঁয়ে চারটে আঙুল তুলে দেখাল, তার অর্থ এখন থেকে আন্দ্রেই নজর রাখবে ক্যাপ্টেনের ওপর। আন্দ্রেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। ঐ অল্প সময়ের জন্যে দুজনের যে চোখাচোখি হয়েছিল তারই মধ্যে আন্দ্রেই লক্ষ্য করল যে তামান্তসেভের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে এবং সে তার মনোভাবটা নিঃশব্দে মুখভঙ্গীতে প্রকাশ করছে। এই পরিস্থিতিতে শব্দ করে গালাগাল দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে ও যে ভীষণ রেগে গেছে সেটা মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এবং আন্দ্রেই বুঝতে পারছিল সবকিছু চুকে যাবার পর তামান্তসেভ কী গালাগালটাই না ইগরকে দেবে।

তামান্তসেভ তার জায়গা পাল্টাতে চাইছিল কিন্তু ইগর তার এবং তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির মধ্যে "পথটা আটকে দিয়েছে" তাই বাস্তবে কিছুই করার নেই তার। তামান্তসেভের দেখিয়ে দেওয়া ঐ একটি লোকেরই ওপর নজর রাখা ছাড়া আন্দ্রেইয়ের আর কিছু করার ছিল না। এবং ঐ লোকই নিঃসন্দেহে ক্যাপ্টেন, এবং ঐ তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক।

আন্দ্রেই ক্যাপ্টেনের ওপর নজর রাখছিল ঝোপের মধ্যের ফোকরটা

দিয়ে, হঠাৎ লক্ষ্য করল তার হৃষ্টপুষ্ট শরীরের ওপরাংশটা উপর নীচে ঝাঁকা ন দিয়ে উঠল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিৎকার করতে শুনল— "ওদের মারো"। ঠিক সেই মুহূর্তে তামান্তসেভ গুলি চালাল এবং বুক কাঁপানো চিৎকার করে উঠল। ক্যাপ্টেনের ডান কাঁধ লক্ষ্য করে আন্দ্রেই পিস্তলের ঘোড়া টিপল এবং নির্দেশ মত সঙ্গে সঙ্গে হ্যাজেল গাছের ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে অস্তিত্ব নেই এমন এক প্লেটুনকে চিৎকার করে হুকুম দিল এবং তাই করতে গিয়ে তোতলাচ্ছিল সে ওটা করল আক্রমণকারীদের দৃষ্টি পাভেলের ওপর সরিয়ে নিজের দিকে আনার জন্যে।

ওর আগেই লাফিয়ে বাইরে চলে এসেছিল তামান্তসেভ, কাঁধ বরাবর দুটো রিভলভার তুলে শত্রুদের দিকে তাক করে এলোপাথাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে গুলি করছিল, "পেণ্ডুলাম দুলিয়ে" এবং দ্রুতগতিতে ঝোপের বাঁ ধারে লাফিয়ে পড়ল।

'গুলি চালিয়ো না,' কোনক্রমে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পাভেল চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু ওর গলার স্বর ওরা চিনতে পারছিল না। ওর মুখের ওপর রক্ত ঝরছিল, এবং আন্দ্রেই বুঝতে পারল হয় ওর মাথায় গুলি করেছে, নয় ঘা মেরে মাথাটা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং একথা চিন্তা করে দুঃখে যন্ত্রণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল যেন সবটাই তার দোষ: এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটা তামান্তসেভ নিশ্চয়ই গড়িমসি করত না, চরম ভুলটা আন্দ্রেই করেছে। এবং এ-ব্যাপারে হয়ত তার ঘাড়েই দোষ পড়বে।

যে ক্যাপ্টেনটির ওপর আন্দ্রেইয়ের নজর রাখার কথা ছিল সে ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এবং প্রথমে আন্দ্রেই ভাবতে পারে নি যে ও লোকটা শুধু কাঁধে আঘাত পেলে ও-ভাবে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে কি করে।

পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণ করার মানসিক অবস্থা আন্দ্রেইয়ের ছিল না, অন্ততঃ তামান্তসেভ তাকে তাই শিখিয়েছিল। তার অসাবধানতার জন্যে পাভেল গুরুতরভাবে আহত এবং হয়তো মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে এ-কথা চিন্তা করে উত্তেজিত এবং দুঃখে হতাশ হয়ে গিয়েছিল আন্দ্রেই এবং তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়ে উঠলো "গুলি কোর না" হুকুমটা পেয়ে এবং এরপর তাকে কি করতে হবে সে সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় সম্পূর্ণ-

ভাবে বুদ্ধি হারিয়ে ফেললো। তারপর হঠাৎ তামান্তসেভের কাছ থেকে কঠোর নির্দেশ এলো বাঁ ধার থেকে—'লেফনান্টকে ধরো !!'

৯৬। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

প্রতিকল্প সম্পর্কিত ১৯: ৮, ৪৪ তারিখের.........নং আমাদের চিঠিতে বর্তমানে জবর দখল করা খাদ্যদ্রব্য নিয়েমেন তদন্তের সঙ্গে সম্বন্ধিত তল্লাসী, নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষা পদ্ধতি ও সামরিক অভিযানে নিয়োজিত সামরিক কর্মীদের জন্য সরবরাহ করা খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও বৈচিত্র্য আনার জন্য যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তাতে একটা ভুল থেকে গেছে :

"এক গ্রাম চিনির বদলে প্রত্যেককে পাঁচ গ্রাম করে" মনাকা দেওয়ার জায়গায় তিন গ্রাম পড়তে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে এই নির্দেশ পালন করার জন্য অবিলম্বে জানিয়ে দিন।

মার্তেমিয়েভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অতিমাত্রায় জরুরী।

ইগোরভ সমীপে,

আজ (১৯শে আগষ্ট) সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে, যখন ভিল-নিয়াস থেকে বিয়ালি স্টোক গামী ট্রেনে কাগজপত্র ও জিনিসপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছিল,তখন সামরিক উর্দি পরা তিনজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি পরীক্ষার জন্য তাদের জিনিসপত্র খুলে দেখাতে অস্বীকার করে। তাদের গ্রেপ্তার করার পর যখন একটা কামরা থেকে অন্য অন্য কামরায় তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ঐ লোকগুলি কোন রকম সাবধান বাণী উচ্চারণ না করেই একটা কামরার সরু বারান্দার শেষ

প্রান্ত লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে টহলদার বাহিনীর নেতা ক্যাপ্টেন তোভপিগা এবং সার্জেন্ট শেভাকেপলিয়াসকে হত্যা করে এবং কমাণ্ডান্টের অফিসের কর্মী লেফটেনান্ট শমাকভকে আহত করে। তারপর তারা ট্রেন থামাবার চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে পালিয়ে যায়।

আহত হওয়া সত্ত্বেও শমাকভ থেমে যাওয়া ট্রেন থেকে ৫০ জন সৈন্য নিয়ে একটা দল গড়ে ওদের পিছনে ধাওয়া করে। রেল লাইন থেকে এক মাইলের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় লোকগুলিকে ধরে ফেলতে তারা সফল হয় এবং তাদের মধ্যে একজন হাতে এবং উরুতে আঘাত পেয়েছিল তাকে জীবিত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকী দুজন গুলি চালিয়ে বাধা দেয়। ওদের জীবিত ধরতে হবে এই আবেদন জানানো সত্ত্বেও অনুসরণকারী সৈনিকরা পিস্তল ও সাবমেশিনগান থেকে প্রচণ্ড গুলি চালিয়ে ওদের একজনকে মেরে ফেলে। অন্যজন এগারটা গুলির আঘাত পেয়েছিল, তার জ্ঞান ফেরে নি এবং চল্লিশ মিনিট পরে মারা যায়।

যেখানে গ্রেপ্তার করা হয় সেই এলাকা এবং দেহগুলি সতর্কতার সঙ্গে তল্লাশী করার পর নিম্নলিখিত জিনিসগুলি পাওয়া গেছে—একটি চালু অবস্থায় থাকা বহনযোগ্য বেতার প্রেরকযন্ত্র ইরি মডেল (২৫ ওয়াটের); তিনটি টি. টি. পিস্তল ও তার ৪৭টি কার্তুজ; দুটি ওয়েল্‌দার পিস্তল (২ নং) এবং তার ২৯টি কার্তুজ; কমাণ্ডোদের ব্যবহৃত ছোরা; একটি ভাঁজ করা ছুরী; দুটি কম্পাস, তিনটি ঘড়ি; সংকেতলিপি পাঠোদ্ধার করার দুটি প্যাড; লিথুয়ানিয়া আর পশ্চিম বাইলোরাশিয়ার দুটি বড় স্কেলের মানচিত্র, গোয়েন্দাগিরির কাজ সংক্রান্ত নোটসহ কয়েকটা সাদা কাগজ এবং অফিসারদের অনুমতিপত্রের বাড়তি ফর্ম (৫টা); ভ্রমণ-পরোয়ানা (১৭টি), র‍্যাশন-কার্ড (৯টি) পোশাকের কুপন বই (৬টি), পার্টির কার্ড (৪টি), কমসোমল সদস্য কার্ড (১টি)।

ট্রেনে কাগজপত্র পরীক্ষা করার সময় ঐ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা যেসব নথীপত্র দেখিয়ে ছিল সেগুলি দেওয়া হয়েছিল ক্যাপ্টেন কুজমা ওস্তাপোভিচ দজুইবেস্কো, লেফটেনান্ট পাভেল ইভানোভিচ শিপুলিন এবং সার্জেন্ট-মেজর ফিওদর পেত্রোভিচ জাখারভকে।

জাখারভের নামে দেওয়া কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল যে এজেন্টের কাছে, তাকে জীবিত অবস্থায় ধরা হয়েছিল, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যথা সময়ে তাকে বাধা দেওয়া হয় এবং রক্ত দেওয়ার পর তার অবস্থা সন্তোষজনক হয়েছে। সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করাটা যে দণ্ডনীয় অপরাধ সে সম্বন্ধে তিনবার সাবধান করা সত্ত্বেও আড়াই ঘণ্টা জেরা করা সত্ত্বেও সে একটা কথাও বলেনি। তার এবং অন্য দুজন মৃত এজেন্টের পরিচয় জানার ব্যাপারে অদূর ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে কোন খবর পাওয়াটা খুবই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

হাতের দ্বিশির মাংসপেশীর মাপ এবং বুক ও বুকের পেশীর তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে লেফটেনান্টের উর্দি পরা একজন মৃত ব্যক্তি ন্যাটা ছিল। তার এবং ক্যাপ্টেনের উর্দি পরা অপর ব্যক্তির চেহারার সঙ্গে জরুরী তল্লাশীর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রার্থিত ব্যক্তিদের বর্ণনা মিলে যায় কোন কোন ব্যাপারে। গোয়েন্দাগিরির কাজ সংক্রান্ত নোট সম্বলিত কাগজের পাতাগুলি থেকেও অনুমান করার সঙ্গত কারণ পাওয়া যাচ্ছে যে এরাই হলো নিয়েমেন অভিযানের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রার্থিত অত্যন্ত বিপজ্জনক এজেন্ট।

দয়া করে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি বিশিষ্ট চিহ্ন অথবা অন্য কোন অতিরিক্ত তথ্য পাঠান যাতে আমাদের পক্ষে তাদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।

সম্মানচিহ্নে ভূষিত করার সুপারিশ সম্বন্ধে নির্দেশ অনুসারে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই বর্তমানে গুরুতররূপে আহত লেফটেনান্ট ভাসিলি পেত্রোভিচ শমাকভের অত্যন্ত কর্মদক্ষতা ও নিঃস্বার্থ কাজের কথা। এই লেফটেনান্টটির জন্ম ১৯২০ সাল, ৭৯ নম্বর কমাণ্ডান্টের অফিসার; জন্মস্থান কোলোমনা, রুশ; সারা ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সদস্য; অফিস-কর্মীর পরিবারের সন্তান। কমাণ্ডান্টের অফিসের ভারপ্রাপ্তদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শমাকভ সম্পর্কিত প্রতিবেদন অনুকূল।

ভয়েলিন

সাংকেতিক তারবার্তা

জরুরী।

ইগোরভ সমীপে,

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সংবাদ পাবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকবেন।

কলিবানভ

৯৭। তামান্তসেভ, নিশ্চিহ্নকারী এবং "শিকারী নেকড়ে"

সেই মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে আমি দেখলাম একটা হাত পাভেলের মাথার ওপর উঠল এবং মাথা কামানো "ক্যাপ্টেন"কে চিৎকার করে বলতে শুনলাম "মারো ওদের"। আমার মনে হলো, ওরা পাভেলকে মেরে ফেলবে। কমাণ্ডান্টের সহকারীটি আমার এবং ঐ তিনজনের মধ্যে একটা গোঁজের মত দাঁড়িয়েছিল এবং তখন আমার একটি মাত্র কাজ ছিল ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ে চীৎকার করে, 'দাঁড়াও, হাত তোলো' বলে ওদের দৃষ্টি অন্যদিকে আকর্ষণ করা।

আমার পরেই আন্দ্রেই লাফিয়ে বেরিয়ে এল এবং দেখতে পেলাম মাথা কামানো "ক্যাপ্টেনটি" লুটিয়ে মাটিতে পড়ল ঠিক পাভেলের পাশে, পাভেল তখন উঠে বসার চেষ্টা করছিল, মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল মুখের ওপর।

কমাণ্ডান্টের সহকারীটি তখন আমার সব থেকে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল (নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে এসেছে ও), ওর কাছ থেকে পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে "নুডল" এবং আরও একটু বাঁ ধারে "লেফটেনান্টটি"। শেষের দুজন স্বাভাবিকভাবেই ফিরে দাঁড়িয়েছে, তাকাচ্ছে আমার দিকে। যা আশা করেছিলাম "নুডলের" বাঁ হাতে একটা ছোরা এবং "লেফটেনান্টের" ডান হাতে টি. টি. পিস্তল, একটু ইতঃস্তত: করে পিস্তলটা আমার দিকে তাক্ করল ও।

সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল বলে ওকে সেই মুহূর্তে দু-তিনটে

গুলিতে শেষ করে দিতে আমার কোনো অসুবিধেই হত না, কিন্তু আমি ওকে বাঁচিয়ে রাখলাম, আধঘন্টা পরে ওর পেট থেকে কথা বের করার জন্যে। তার জন্যে ওকে অক্ষত এবং জীবিত অবস্থায় ধরতে হবে, খুব ভাল হয় যদি ওর গায়ে একটা আঁচড়ও না পড়ে।

"লেফটেনান্টটি" একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল এবং এই মুহূর্তগুলিই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল ওর আর সূর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ার জন্যে, অর্থাৎ সূর্যের আলো ওর চোখে এসে যাতে পড়ে। তারপর ওকে একটু ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে "ওর কানে সুড়সুড়ি" দিয়ে দিলাম, একসঙ্গে দুটো রিভলভার থেকে গুলি চালিয়ে, গুলিগুলো মাথার দুপাশে এক ইঞ্চি দূর দিয়ে শাঁ শাঁ করে বেরিয়ে গেল। এ-ঘটনায় কেউ আর না চমকে থাকতে পারে না...

ওর পক্ষে লক্ষ্য স্থির করা আরও কঠিন করে তোলার জন্যে আমি সব সময় "পেণ্ডুলাম দোলাচ্ছিলাম" বাঁ কাঁধটা সামনের দিকে রেখে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, কখনও ডান ধারে, কখনও বাঁ ধারে, কখনো সামনে-পিছনে—ঠিক যেভাবে মুষ্টিযোদ্ধারা করে রিংয়ের মধ্যে। মনের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করার জন্যে আমি তখনও রিভলভার ওর দিকে তাক্ করিয়েই রাখলাম এবং এমনভাবে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতে লাগলাম যাতে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে ওকে গুলি করতে পারি।

আর কিছু না করে আন্দ্রেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং যেভাবে শেখানো হয়েছিল সেই মত ভয় দেখানোর জন্যে চীৎকার করে উঠল—"প্লেটুন কাজ শুরু কর"। তারপর আমিও ঐ ধরনের কথা চীৎকার করে বলে উঠলাম এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিলাম "ফাঁকা জায়গাটা ঘিরে ফেল", যদিও আসলে আমাদের কয়েক মাইলের মধ্যে একজনও সৈন্য ছিল না। এটা অবশ্য করা হয়েছিল ওদের মনোযোগ ভিন্ন দিকে চালিত করার জন্যে, ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে এবং বিভ্রান্ত করে দেবার জন্যে। অন্ততঃ তাদের মুখ ফিরিয়ে তাকাতে বাধ্য করার জন্যে।

আশাতীত ফল পেলাম। "লেফটেনান্ট" চেঁচিয়ে উঠল, "গুপ্তঘাঁটি"। তারপর চট্ করে "নুডলের" দিকে তাকিয়ে দুবার গুলি চালালো, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করে নয়, আমার দিকে এবং হঠাৎ ছুটে পালাতে শুরু করলো।

ওঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে পাভেল বলল, 'গুলি করো না'। কথাটা আমাদের উদ্দেশ্যে—মনে করিয়ে দিল যে অন্ততঃ একজনকে জীবিত ধরতে হবে। খুব চালাকি করে ইগরের পিছনে ছয় ফুট দূরে দাঁড়িয়ে "নুডল" হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল মাথা কামানো "ক্যাপ্টেনের" দিকে এবং দেখলাম ওর বাঁ হাতে ছোরার বদলে একটা পিস্তলের নল, সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে গেলাম লোকটা ন্যা'টা এবং যে পিস্তলটা ধরে আছে হাতে সেটা টি. টি. পিস্তল নয়, ৯ মিলি মিটারের ব্রাউনিং ০৭, ঠিক এই ধরনের রিভলভার জার্মান এজেন্টরা ব্যবহার করে, এর গুলিগুলো বিষ মাখানো এবং বিস্ফোরক, ফলে গ য়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় মানুষ।

পরিস্থিতিটা পুরোপুরি বুঝে নিয়েছি আমি এবং "শক্তির" ভারসাম্যটাও। আন্দ্রেই মাথাকামানো "ক্যাপ্টেন"কে শুইয়ে দিয়েছে, মনে হচ্ছিল ও গুরুতর আহত হয়েছে। কারণ ও আর নড়ছিল না, আর পাভেলের মাথার খুলি ভেঙেছে, তার চেয়েও খারাপ কিছু হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক এর অর্থ হল আপাততঃ ওই দুজন সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলবে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব আমাকে নিতে হল এবং যেকোন মূল্যেই হোক না কেন "নুডল" আর "লেফটেনান্টকে" জীবিত ধরার ব্যক্তিগত দায়িত্ব আমি নিলাম।

আমি আন্দ্রেইকে চেঁচিয়ে বললাম, "লেফটেনান্টকে ধরো," এবং তারপর যেই বুঝতে পারলাম পাভেল হতভম্ব হয়ে গেছে, আমি ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম। 'পাভেল শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ে!'

আমি নিজের চেয়ে ওদের জন্যে বেশি ভয় পাচ্ছিলাম, এবং লক্ষ্য করে নিশ্চিন্ত হলাম যে ওরা সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা মেনে নিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝোপের আড়াল থেকে বাঁ ধারে ছিটকে বেরিয়ে পড়লাম, যাতে আমার ব্যবস্থা নেবার পরিধিটা বেড়ে যায় এবং "নুডল" আর "লেফটেনান্টকে" এমন জায়গায় রাখতে পারি যাতে সূর্যের আলো ওদের চোখে পড়ে আমার দিকে তাকাবার সময় এবং আমার গুলি চালাবার পথটা যেন ইগর আড়াল করে না রাখে। কেবল শেষ কাজটা আমাকে বিভ্রান্ত করল। প্রশংসনীয় দ্রুতগতিতে "নুডল" ডান ধারে সরে গেল ইগরের সুগঠিত লম্বা-চওড়া দেহের আড়ালে। খুব দ্রুত এবং তৎপরতার সঙ্গে ও সরে গেছে এবং ওর প্রতিক্রিয়াটাও খুব দ্রুত। ইগরের আড়ালে চলে গেলেও মুহূর্তের জন্যে

নুডলের টুপিটা ইগরের ডান ধারে দেখা গেল, এবং সেটাকেই কাজে লাগিয়ে ডান হাতের রিভলভারটা চালিয়ে আমি ওর টুপিটা উড়িয়ে ছিলাম। এই ধরনের কৌশল ব্যর্থ হয় না, এবং সব সময়ে ওকে চাপের মধ্যে রাখাটাই আমার কাজ।

এতক্ষণে ইগরের হুঁশ হল যেন। ও তার পিস্তলের খাপটা হাতড়াচ্ছে যেন খুলতে পারছে না। এ-ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটে; শুধু যে এই ধরনের হাবাগোবাদের ক্ষেত্রে তা নয়। সত্যি কথা বলতে কি পাভেলের উচিত ছিল ইগরের পকেটে একটা ছোট পিস্তল ঢুকিয়ে দেওয়া—এই সময় ওয়েল্‌দার পিস্তলই দরকার। ঠিক কী ধরনের পিস্তল ব্যবহার করা উচিত তার খুঁটিনাটি গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করার উপযুক্ত সময়ও এটা নয়। এবং ওর ওপর আমি আদৌ ভরসাও করছিলাম না; পাভেল অকেজো হয়ে যাবার পর আমাকে নিজের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। 'ঝুঁকে পড়ুন ক্যাপ্টেন ঝুঁকে পড়ুন,' চেঁচিয়ে বললাম ইগরকে, কিন্তু ও সামান্য মাথাটা পর্যন্ত নোওয়ালো না, আমার কথাটা কানেই যায় নি।

এটাও আমার কাছে নতুন কিছু নয়; যখন খুব দ্রুত গতিতে কোন সংঘর্ষ ঘটে তখন পয়লা সারির অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও বুদ্ধি প্রায় ভোঁতা হয়ে যায় এবং চটকদার উর্দি পরা এই ওপরতলার লোকের কাছ থেকে আর কি আমি আশা করতে পারি?

'মাটিতে শুয়ে পড়ুন, কমাণ্ডান্ট···মাটিতে!!' চিৎকার করেই ডান ধারে লাফ দিয়ে সরে গেলাম আমি।

মুহূর্তের জন্যে "নুডলের" বাঁ দিকটা দেখতে পেলাম হাতে একটা ব্রাউনিং পিস্তল। ওর উদ্দেশ্য আগে থাকতেই পণ্ড করার জন্যে আমি রিভলভারের ঘোড়া টিপলাম, কিন্তু ও চট করে বাঁ ধারে লাফ মেরে সরে গেল, এবং আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম, গোল্লায় যাক, আমি ভয়ে ভয়ে আছি গুলি যেন ইগরের গায়ে না লাগে।

আমার গুলির পর, ডান ধার থেকে আরও তিনটে গুলির শব্দ পেলাম। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পাভেল পাশ থেকে "নুডলের" পা লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। ও একেবারে হতভম্ব এবং মুখের ডানধারের অর্ধেকটা রক্তে ভেসে আছে। এবং তা ছাড়া ইগর পাভেলের গুলি চালানোর লাইনটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্যবস্তুর ওপর পাভেল ঝাঁপিয়ে পড়ুক একটা

আশা আমি করছিলাম না, কিন্তু যা করছে সেটাই অসাধারণ। "মুডলের" মনঃসংযোগ নষ্ট করতে চাইছে ও এবং না ভেবে পারলাম না যে পাভেল কি অসাধারণ মানুষ।

কিন্তু না, আমার লক্ষ্য একেবারেই ভ্রষ্ট হয়নি। "মুডলের" কাঁধের তকমার ঠিক নিচে কোটের হাতার ওপর রক্তের দাগ ফুটে উঠছে। ওটা বাঁ হাতে সামান্য অঁাচড় ছাড়া আর কিছু হতে পারে না—যেটা দরকার ছিল সেটা হল ওটা উড়িয়ে দেওয়া।

নিজের জায়গাটাকে বুদ্ধিমানের মত কাজে লাগিয়ে "মুডল" তার জীবন্ত দেওয়ালটাকে কাজে লাগাচ্ছিল, এবং তার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ দূরে থাকা সত্ত্বেও আমাকে পাগলের মত এপাশ-ওপাশ লাফাতে হচ্ছিল, অবশ্য ওর মাথাটাকে সব সময়ে নজরে রাখছিলাম, সেইসঙ্গে দুটো রিভলভার নাচিয়ে যাচ্ছিলাম ওকে লক্ষ্য করে।

ও দুবার গুলি চালাল, লাগল না; এক মুহূর্ত পরে আরেকটা গুলি চালাল, সেটা আমার পাশ ঘেঁষে চলে গেল। যাই বল না কেন, 'পেণ্ডুলাম দোলাবার"* ব্যাপারে আমি যে কেবল ওকে দু-একটা জিনিস শেখাতে পারি তা নয়, জার্মানীতে যারা ওকে শিখিয়েছিল তাদেরও শেখাতে পারি। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পাশ থেকে পাভেল গুলি চালানো শুরু

---

* "পেণ্ডুলাম দোলানো"—তামান্তসেভের কথা থেকে যা বোঝা যায়, এই পদ্ধতিটাকে তার চেয়েও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সশস্ত্র প্রতিরোধের সময় গ্রেপ্তার করতে হলে এই পদ্ধতিটিকেই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত আচরণ মনে করা হয়। এই পদ্ধতির মধ্যে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া, প্রথম থেকেই বিক্ষিপ্ত চিত্ত করে দেওয়ার ব্যাপারটাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়া এবং সূর্যের অবস্থানটাকে কাজে লাগিয়ে শত্রুদের ভয় পাইয়ে দেওয়া। তাছাড়া শত্রুর প্রতিটি কাজের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ও নিখুঁত প্রতিক্রিয়া হওয়ার ব্যাপারটিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, শত্রুর গুলি এড়াবার জন্য দ্রুত নড়াচড়াও করতে হবে এবং শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যেতে হবে। "পেণ্ডুলাম দোলানো" একটা ফলপ্রদ পদ্ধতি যার সাহায্যে শক্তিশালী, সশস্ত্র শত্রুকে জীবন্ত গ্রেপ্তার করা যায়, যে প্রচণ্ড বাধা দিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ণনা অনুসারে তামান্তসেভের "পেণ্ডুলাম দোলানো" সম্ভাব্য সবচেয়ে ফলপ্রদ পদ্ধতি—*লেখক*।

করাতে ও আরো একটু ঘাবড়ে গেছে, আর সূর্যের আলো চোখে পড়াতে লক্ষ্য স্থির করাও বেশ কষ্টকর হচ্ছিল তার পক্ষে।

ও যে একজন অভিজ্ঞ এবং দারুণ কাজের মানুষ এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং ও পরিষ্কার বুঝে গেছে যে অন্যদের চেয়ে আমি বেশি বিপজ্জনক এবং ওর উচিত আমার সঙ্গেই সবার আগে মোকাবিলা করা। প্রথম থেকেই আমি ওকে বুঝে ফেলেছি—ও বেশ বুদ্ধিমানের মত পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করছে, এবং "লেফটেনান্টের" সঙ্গে তুলনায় চমৎকার গুলি চালায় আর বেশি হৈ চৈ করে না। সূর্যের আলো যদি ওর চোখে না পড়তো আর আমার সেরা "পেণ্ডুলাম দোলানোর" খেলাটা যদি ঠিকমত খেলতে না পারতাম তা হলেও এতক্ষণ আমায় মেরে শুইয়ে ফেলতো।

ওর পিস্তলের নলটা আবার আমার নড়াচড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডান দিকে, বাঁ দিকে, আবার ডান দিকে ঘুরছিল এবং আমি অনুভব করছিলাম, বরং বলা যায় বুঝতে পেরেছিলাম যে কোন মুহূর্তে ও আবার গুলি চালাবে, কিন্তু সেই মুহূর্তে ইগর শেষ পর্যন্ত তার পিস্তলটা বের করে আনতে পেরেছে, এবং "নুডল" সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকে দুবার গুলি চালালো।

এতক্ষণ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার যে স্বাভাবিক বুদ্ধি ওর কাজ করছিল, তা ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং সু-পরিকল্পিত পদক্ষেপ, এবার কিন্তু তার প্রধান সুবিধেটা সে হারাল। কমাণ্ডান্টের সহকারীর শরীরটা নুয়ে পড়তে লাগলো এবং চিৎ হয়ে পড়ে গেল ও, এবং তার ফলে আমি সুযোগ পেয়ে গেলাম "নুডলের" শরীরের ওপরের অংশ লক্ষ্য করে সোজাসুজি গুলি চালাবার এবং তার জন্যে ওর উদ্দেশ্য আগে থাকতেই বানচাল করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় গুলিটা প্রথমে চালালাম, এবং ওর বাঁ কাঁধে দুটো গুলি ঢুকিয়ে দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকে লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম যাতে মাটিতে পড়ে যাওয়া পিস্তলটা ও আর তুলে নিতে না পারে।

এবং সত্যি সত্যিই ও ঝুঁকে পড়েছিল, এবং আমার ওপর লক্ষ্য রাখতে রাখতেই পা দিয়ে খোঁজ করার চেষ্টা করছিল, আমি কিন্তু সোজা ছুটে যাচ্ছিলাম ওকে আক্রমণ করতে, তাই আর চেষ্টা না করে ও ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে ছুটে চলে গেল, আমি তাকে তাড়া করলাম, কিন্তু তার আগেই দেখে নিয়েছি যে ইগর আর মাথা কামানো "ক্যাপ্টেন" নিশ্চল হয়ে পড়ে

আছে, এবং শেষোক্ত জন উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার ডান হাতটা বিশ্রী ভাবে মুচড়ে আছে একদিকে—দেখেই হাতাশা জাগে মনে।

বাঁ দিক থেকে একটা টি. টি. পিস্তলের শব্দ ভেসে এল এবং ঐ দিকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখতে পেলাম "লেফটেনান্টটি" ছুটে পালাচ্ছে। ওকে তাড়া করে চলেছে আন্দ্রেই, "লেফটেনান্টটি" ছুটতে ছুটতে গুলি চালাচ্ছে আন্দ্রেইকে লক্ষ্য করে, এবং আন্দ্রেইও গুলি এড়াবার জন্যে এঁকে বেঁকে দৌড়াচ্ছে, ঠিক যেভাবে আমি ওকে শিখিয়েছিলাম, খুব তৎপরতার সঙ্গে না দৌড়লেও, বুদ্ধি খাটাচ্ছে।

আন্দ্রেইয়ের জন্যে আমি খুব ভাবনায় পড়লাম, কিন্তু "লেফটেনান্টের" ব্যাপারে আদৌ নয়। আমি বুঝতে পারছিলাম যে ও আর আমাদের নাগাল ফসকে পালাতে পারবে না, এবং আমি যদি ওকে এখুনি ধরতে নাও পারি, তাহলেও মিনিট কুড়ির মধ্যে, যে সময়ের মধ্যে ও বড় জোর জঙ্গলের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে, সারা জঙ্গলটা ঘেরাও হয়ে যাবে, সৈন্যদের বেষ্টনী ভেদ করে লাফানো বা পালানো ওর পক্ষে সম্ভব হবে না।

"নুডলের" প্যান্টের বাঁ ধারের পিছনের পকেটে আর একটা নল দেখা যাচ্ছিল, খুব সম্ভব টি. টি. পিস্তলের গঠন আর আকারের অনুরূপ ব্রাউনিং ০৭ পিস্তল, কিন্তু যদিও তার বাঁ হাতটা দড়ির টুকরোর মত নিস্তেজ হয়ে ঝুলছিল এবং কোটের কাঁধের কাছটা রক্ত মাখা এবং প্যান্টের হাঁটুর কাছেও রক্ত—প্যাভেল ওকে বাগে পেয়েছিল কিছুটা তাহলে—তবুও আমি কান খাড়া করে রেখেছিলাম। যারা সব কথা অতি সহজে বিশ্বাস করে তাদের ধারণা ন্যাটা লোকেদের ডান হাতটা তত মজবুত হয় না। দ্রুত প্রতিক্রিয়ার দরকার এমন কোন কাজ করার সময় এই লোকটা দারুণভাবে তাল দিয়ে চলতে পারে।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো: 'থামো, নইলে গুলি করবো!' ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলাম সার্জেন্ট মেজর ঝোপের আড়াল থেকে একটা সাব-মেশিন-গান হাতে লাফ মেরে বেরিয়ে এসেছে। আমি চেঁচিয়ে ওকে আর আন্দ্রেইকে বললাম, 'গুলি করো না।' কিন্তু সেই মুহূর্তে "লেফটেনান্টটি" হাত উঁচু করে তুলে ধরলো এবং আমিও এটা ভেবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম যে ওরা দুজন এসে যাওয়াতে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় ওকে ধরতে অসুবিধে হবে না।

প্রতি কুড়িজনে একজন ন্যাটা হয় তাই তারা সংখ্যাতেও অগুণ্তি হয়। আমার ইতিমধ্যেই কেমন যেন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে এই "নুডল" লোকটাই ডজ গাড়ির চালক গুসেভকে মারবার চেষ্টা করেছিল, এবং তাই এরা নিয়েমেন দলেরই লোক। আর এটাই হোক আমি মনে প্রাণে চাইছিলাম।

কাঁধে এবং উরুতে চোট পাওয়া সত্ত্বেও লোকটা খুব জোরে দৌড়চ্ছিল, আমি ভাবতে পারিনি ও এত জোর দৌড়তে পারবে। ওকে অবশ্য গাছের কাছে পৌঁছতে হবে কিংবা আমাদের মধ্যে দূরত্বটা হতো বেশি করে ফেলতে হবে যাতে ও পিস্তল তুলতে পারে, অথচ ক্রমশঃ আমি ওর কাছে চলে আসছি এবং লাফাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছে আমরা কে এবং ওকে জীবিত অবস্থায় ধরাটাই আমাদের লক্ষ্য। আমি অবশ্যই ওর হাঁটুর হাড়টা ভেঙে দিতে পারি, কিন্তু নেহাৎ বাধ্য না হলে ঐ ধরনের হতভাগ্যটার সঙ্গে নিজেকে ঐভাবে জড়াতে দিতে রাজী নই। ও যদি পালাতেই না পারে তাহলে এসব করার দরকার কি!

দৌড়তে দৌড়তে আমি একবার বাঁ ধারে তাকালাম। আন্দ্রেই ইতিমধ্যে "লেফটেনান্টটিকে" পাকড়াও করে ফেলেছে, ঘাসে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লোকটার হাত পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে বাঁধছে। সাব-মেশিন-গান তাক্ করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট মেজর।

পর মুহূর্তে "নুডল" ঠিক তাই করে বসল, এতক্ষণ ধরে আমি যা আশা করছিলাম। ডান হাত দিয়ে পিস্তলের খাপটা ধরেছে। নিশ্চয়ই ওটাই স্ট্যাপ দিয়ে বাঁধা এবং বাঁধনটা আগে খুলতে হবে এবং আর এই মুহূর্তটা নষ্ট হতে দিতে নেই। বাস্তবসম্মত দুটি পথ আমার সামনে তখন খোলা— হয় ল্যাঙ মেরে ফেলে দিতে পারি, নয় মাথায় ঘা মেরে অজ্ঞান করে দিতে পারি। ফাঁকা জায়গাটাতে ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পন্থাটা বেছে নেওয়াই ঠিক করলাম। হঠাৎ গতি দ্রুত বাড়িয়ে দিয়ে ওর খুব কাছে চলে এলাম এবং ওর আঙুল যেই খাপের মধ্যে ঢুকেছে আমি ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে রিভলভারের কুঁদো দিয়ে মাথায় মারলাম, খুব জোরে নয়, তবে কিছুক্ষণ যাতে অজ্ঞান হয়ে থাকে তেমন জোরে মারতেই হল।

একটু বাঁ দিক ঘেঁষে ও মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। ও দৌড়াচ্ছিল

বলে সেই গতিবেগে আরও চার পাঁচ ফুট গড়িয়ে গেল ঘাসের ওপর দিয়ে। ওর শরীরটা একেবারে নেতিয়ে পড়ল এবং মাথা আর তুলতে পারলো না ; ফলে আমার মনে হল কয়েক মিনিট ওর আর জ্ঞান থাকবে না। ওর পকেট থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। আমি ওটা তুলে পকেটে পুরে নিলাম এবং ডান হাতটা ধরে বস্তার মত টানতে টানতে নিয়ে এলাম গুপ্তঘাঁটির দিকে।

আন্দ্রেই আর সার্জেন্ট মেজর "লেফটেনান্টটিকে" আগেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ঐ-দিকে। পিছ মোড়া করে বাঁধা অবস্থায় ও হেঁটে যাচ্ছিল, এবং ওর দিকে এক নজর তাকিয়ে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম কিভাবে আমি একে তুলো ধোনা করবো। ওদের কাছে যেতে যেতে ঘড়িটা একবার দেখে নিলাম আমার প্রতিবেদন লেখার সময় সঠিক সময়ের দরকার পড়বে। লড়াই শুরু হবার সময়টা দেখে নেবার মত সময় আমার ছিল না। তবে পুরো ব্যাপারটা ঘটতে তিন-চার মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। পাভেল ওখানে বসেছিল মাথায় তখন রক্ত, ক্ষতস্থানের ওপর হাতটা চেপে রেখেছে শক্ত করে, অন্য দুজন—মাথা কামানো ক্যাপ্টেন আর কমাণ্ডান্টের সহকারী ইগর—আগের মতই ঘাসের ওপর স্থির হয়ে পড়ে আছে। পাভেলকে বসে থাকতে দেখে আমার মন আনন্দে নেচে উঠলো। মাথা থেকে একটা ভার নেমে গেল, আঘাতটা আরও গুরুতর হতে পারতো।

এবং এখন ওকে বেঁচে থাকতে দেখে আর যে ভাবেই হোক তিনজন এজেন্টকেই যখন পাকড়াও করতে পেরেছি, তখন ফাঁকা জায়গায় ওদের আসতে দেখার পর থেকেই ওরা কে এই খুঁতখুঁতে প্রশ্নটি যে জ্বালিয়ে মারছিল তার অবসান হল। আর আমার জানার দরকার নেই ওরা জার্মান এজেন্ট কিনা? ও ব্যাপারে সন্দেহের আর কোন অবকাশই নেই ; তবে ওদের মধ্যে যে একজন ন্যাটা তা থেকেও কিন্তু তেমন কিছু প্রমাণিত হচ্ছে না এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা আমাকে জ্বালিয়ে মারছিল, সেটাই তো আসল ব্যাপার : "ওরা কি নিয়েমেন দলের লোক? ওরাই কি তারা আমরা যাদের ধরতে চাইছিলাম?......"

৯৮। অভিযান সংক্রান্ত নথীপত্র

সাংকেতিক তারবার্তা

অত্যন্ত জরুরী।

ইগোরভ সমীপে,

২৯৪ নং স্পেশাল রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের মেকানিক সার্জেন্ট-মেজর নিকোলাই ভারাসোভিচ গুরচেকো ("কলিয়ানিচ" নামে পরিচিত) স্বীকার করেছে যে গত শীতকালে, যখন তার ইউনিট এবং সার্জেন্ট গুসেভের ব্যাটালিয়ান গোমেলের কাছে একই জায়গায় অবস্থান করছিল তখন গুসেভ এক বোতল ভোদকার বিনিময়ে তার কাছ থেকে ঠিক সেই ধরনের একটা সিগারেট কেস নিয়েছিল ঠিক যেটা আমরা তাকে দেখিয়েছি সনাক্তকরণের জন্য।

অবশ্য গত শীতকালে গুরচেকো একই গঠনের, আকারের এবং নকশার কয়েক ডজন সিগারেট কেস তৈরী করেছিল, প্রত্যেকটির ওপরে একই কথা খোদাই করা হয়েছিল "জার্মান আক্রমণকারীরা নিপাত যাক"। আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য কোন বিশিষ্ট চিহ্ন নেই বলে ও জোর করে বলতে পারছে না এই সিগারেট কেসটাই গুসেভ ওর কাছ থেকে নিয়েছিল।

বন্দারভেস্কি

সাংকেতিক তারবার্তা

জরুরী।

কালিবানভ সমীপে,

আপনার ১৯.৮.৪৪ তারিখের...নং চিঠির উত্তরে—সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে আমাদের। যা কিছু একান্তভাবে সম্ভব তা আমরা করেছি এবং করছি। তবে আজ বা কালকের মধ্যেও যে অনুসন্ধিত ব্যক্তিদের আমরা ধরতে পারবো তার কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাচ্ছে না।

ইগোরভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

চেজল আর উইনসেন্টি কোমারনিকির আচরণে এখনও পর্যন্ত তেমন সন্দেহের কিছু পরিলক্ষিত হয়নি।

লগিনভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী।

কলিবানভ সমীপে,

আপনার ১৯.৮.৪৪ তারিখের...নং পত্রের উত্তরে—জুলিয়া আন্তো নিউর্কের বাড়িতে পাওয়া ছোট ট্রেঞ্চ কাটার কোদাল, যেটা সুস্পষ্টভাবে পাওলোস্কির আনা তাতে আছে কারখানার পণ্য চিহ্ন সি. এইচ.কে ৪৪, যা লাল ফৌজ সামরিক ইঞ্জিনীয়ারিং সদর দপ্তর থেকে পাওয়া খবর অনুসারে চেলিয়াবিনস্ক ১৯৪৪-তে বোঝায়। গুসেভ যে ডজগাড়ি চালাচ্ছিল তাতে যে কোদালটা পাওয়া গেছে যা ইতিমধ্যে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, তার পণ্য-চিহ্ন হল কে. ভি. ৪৩, অর্থাৎ কোভ্রভ, ১৯৪৩।

সনাক্তকরণের জন্য সাবধানে যে পরীক্ষা আমরা চালিয়েছি তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যে পাওলোস্কির কাছে পাওয়া সিগারেট কেসটা গুসেভের।

এর অর্থ এই যে এখনও পর্যন্ত এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি যা থেকে জানা যেতে পারে যে পাওলোস্কি নিয়েমেন দলের লোক।

পলিয়াকভ

বেতার দূরভাষ সংবাদ

অত্যন্ত জরুরী !

গ্রোদনো। লোগিনভ সমীপে,

সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করে চুপি চুপি চেজল আর উইনসেন্টি কোমারনিকিকে গ্রেপ্তার করুন এবং কড়া পাহারায়

তাদের লিডাতে পাঠান। অন্যান্যদের ওপর অবিরাম লক্ষ্য রেখে চলুন।

পলিয়াকভ

সাংকেতিক তারবার্তা

জরুরী !

ইগোরভ সমীপে,

নিয়েমেন অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোন ফল না পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে *ফাঁদ* প্রকল্প অনুসারে ভিলনিয়াস, গ্রোদনো এবং লিডা—এই বিশিষ্ট এলাকাগুলি ঘিরে ফেলার জন্য আপনি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করুন (ইতিপূর্বে পাঠানো প্রাথমিক নির্দেশ অনুসারে)। এই প্রকল্পটি প্রয়োগ করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ কমাণ্ডের স্তাভকা অনুমোদন দিয়েছে। দেখুন যাতে সব কাজ পরিকল্পনা অনুসারে হয় এবং খবর জানান।

সমাস' পাল্টা গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় আধিকারিক চাইছেন যে প্রয়োজন পড়লে *বড় হাতী বাল্টিক ট্যাঙ্গো* বিকল্প প্রকল্পকে যথাসম্ভব উৎসাহ সহকারে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা চালানো হোক।

কলিবানভ

৯৯। "ঠাকুমা পৌঁছে গেছে" !

তামান্তসেভ তাড়াতাড়ি "নুডলের" ভারী শরীরটা টেনে গুপ্ত ঘাঁটির দিকটায় নিয়ে গেল যেখানে মাথা কামানো "ক্যাপ্টেন" এবং ইগর তখনও স্থির হয়ে ঘাসের ওপর পড়ে আছে। ঘাস গজানো পথের ওপর তখনও পড়ে আছে দুটো ব্যাগ এবং তার পাশেই বসে আছে অসহায় পাভেলের মূর্তিটা, মুখ রক্তে ঢাকা। কনুইটা হাঁটুতে ঠেকিয়ে নিজস্ব প্রাথমিক চিকিৎসার প্যাকেট থেকে ব্যাণ্ডেজ বের করে মাথার ক্ষত স্থানে চেপে ধরেছিল।

'সব কাজ শেষ হয়েছে', চিৎকার করে ঘোষণা করল তামান্তসেভ, 'দুজন বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে।'

'তুমি জখম হয়েছ, তাই না?'

'একটা আঁচড়ও লাগে নি! আন্দ্রেইও ঠিক আছে। ... এবার দেখি তো তোমার মাথাটা ... মনে তো হচ্ছে না বিপজ্জনক কিছু! ...' ইচ্ছে করে দুর্ভাবনাহীন হবার চেষ্টা করছিল সে, অবশ্য এটা ভাল করে জেনে নেবার পরেই যে পাভেলের মাথায় একটাই জখম আছে, একাধিক নয়। তবে তা কতটা মারাত্মক সে সম্বন্ধে অবশ্য নিশ্চিত নয়।

'কেমন বোধ করছ?' ও জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক আছি', শান্তভাবে বলল পাভেল, 'তুমি কাজ চালিয়ে যাও...।'

ঐ অবস্থাতেও পাভেল অভিযানের ফলাফল নিয়ে চিন্তান্বিত, সবকিছুর ওপরে "মুহূর্তের সত্য" সম্বন্ধে উদ্বেগ তার বেশি এবং ওর মনের ভাব তামান্তসেভ ভালভাবেই বুঝতে পারছিল।

একটা মুহূর্ত নষ্ট না করেই তামান্তসেভ দড়ি বের করে নুডলের যে হাতটায় আঘাত লাগে নি সেটার কব্জির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল ওর বাঁ পায়ের গোড়ালি যাতে কোমরের দিকটা একটু বেঁকে থাকে। আন্দ্রেই আর সার্জেন্ট-মেজর "লেফটেনান্টকে" ফাঁকা জায়গায় ধরে আনার সঙ্গে সঙ্গে ওকে চিৎ করে শুইয়ে দিল। তারপর ওর চাপা কোটটা পিঠ পর্যন্ত টেনে তুলে দিয়ে প্যান্টের বেল্টের মধ্যে ছুরীটা ঢুকিয়ে চট করে টান দিয়ে প্যান্ট সমেত আণ্ডারপ্যান্টটাকে দুফালা করে চিরে দিল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। তারপরেই ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল "নুডলের" ক্ষেত্রে, তারপর প্রয়োজনীয় রীতি অনুসারে দুজনের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে শুইয়ে দিল—ফলে "লেফটেনান্টের" মুখ রইল ইগরের আর ব্যাগের দিকে এবং "নুডলের" যে পাশটা ভাল আছে, সেই দিক ফিরে শুয়ে রইল, তার মাথাটা গুপ্ত ঘাঁটির দিকে পিছন ফিরে থাকল। ওকে দেখিয়ে তামান্তসেভ আন্দ্রেই আর সার্জেন্ট-মেজরকে বলল, 'দুটো প্রাথমিক চিকিৎসার প্যাকেট দিয়ে ওর কাঁধ আর পা ব্যাণ্ডেজ করে দাও। বাকীটা আমাকে দাও! জলদি!'

গত তিন বছরে অসংখ্যবার যা করে এসেছে ঐ ব্যস্ত মুহূর্তে তামান্তসেভ তাই করে যাচ্ছিল। "পেণ্ডুলাম দোলাবার" সময় বা এজেন্টদের পাকড়াও করার সময় তার প্রতিটি কার্যকলাপ একেবারে নিখুঁতভাবে কেতাদুরস্ত ছিল, শুধু লড়াইয়ের ব্যাপারেই নয়, সেইসঙ্গে তার অবিরাম প্রশিক্ষণের ফলেই গুপ্ত ঘাঁটি থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসার পর থেকে সে সু-তৈলাক্ত যন্ত্রের

মত সূক্ষ্মভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে করে যাচ্ছিল, একথা বললে অতিশয়োক্তি করা হয় না। আন্দ্রেই আর বেতারকর্মীটি—ইতিমধ্যে দুজনেই তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার সময় অবশ্যই তার চেয়ে অনেক বেশি ধীরে এবং অপেক্ষাকৃত কম তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছিল এবং এই আনাড়িপনা ওকে বেশ বিরক্ত করছিল।

গ্রেপ্তার হওয়া এজেন্টদের পাশ কাটিয়ে তামান্তসেভ রক্তে মাখা ব্যাগটার মুখ বন্ধ করার ফাঁস-দড়িটা ছুরী দিয়ে কেটে ফেলল, তারপর পাভেলকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কমরেড পাভেল, তোমার ক্ষত স্থানটা আগে বেঁধে দি।'

'পরে হবে', কঠোর গলায় উত্তর দিল পাভেল, 'আগে কাজটা সারো। আগের কাজ আগে করো।'

আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে সামলে রেখেছে পাভেল কারণ এ-বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ ছিল যে ওর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করলেই বা শুধু রক্ত শুষে নেওয়া ব্যাণ্ডেজের টুকরোটা সরিয়ে নিলেই আবার রক্ত পড়তে শুরু করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ও জ্ঞান হারাবে। "সত্যের মুহূর্তটি" সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রত্যেকটি কাজ খুঁটিনাটিভাবে শেষ না করা পর্যন্ত এবং দলের নেতা হিসেবে কীভাবে এগোতে হবে তার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কোন অধিকার তার নেই।

কয়েক গজ দূরে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকা মাথা কামানো "ক্যাপ্টেন" এবং ইগরকে ভালভাবে দেখার চেষ্টা করে সে তামান্তসেভকে নির্দেশ দিল, 'ওরা কি অবস্থায় আছে তা একবার দেখো তো!'

ইগর আনিকুশিনের ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। চিৎ হয়ে পড়ে আছে, চকচকে চোখটা সোজা তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে।

ব্যাগটা হাতে নিয়েই তামান্তসেভ ছুটল মাথা কামানো "ক্যাপ্টেনের" কাছে। কানের পিছন দিকে একটা ছোট মত চিহ্ন দেখে ওর কাঁধটা চেপে ধরে পাশ ফিরিয়ে দিল। ডান চোখের পাশে একটা হাঁ করা ফুটো দেখতে পেল সে, সেখান থেকে কালো রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল ঘাসের ওপর, তামান্তসেভ মাথা ঝাঁকিয়ে "ক্যাপ্টেনের" কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মুখের কাছে দুহাত জড়ো করে চাপা সুরে বলল—'ওদের দুজনেরই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে...।' কথাটা বলার সময় ও "লেফটেনান্টের" দিকে পিছন ফিরে

দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ ও চাইছিল না কথাটা সে শুনুক এবং এর পর আন্দ্রেই কি বলে এমন ভাব দেখিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

'এ হতে পারে না', পাভেল বলল।

"দুভলের" পাশে উবু হয়ে বসে আন্দ্রেই তাড়াতাড়ি ওর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিল। তামান্তসেভের কথাটা ওর কানে গিয়েছিল এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থটাও ও বুঝতে পারল—'সম্পূর্ণ দোষটা আমারই·· আমিই ওকে মেরে ফেলেছি···আমারই কাজ ওটা।' কথাটা চিন্তা করে ভয় পেল আন্দ্রেই। চরম হতাশায় সারা শরীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল তার এবং শুধু কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি চালানো সত্ত্বেও সে যে "ক্যাপ্টেনকে" মেরে ফেলেছে একথা চিন্তা করে ও যেন বজ্রাহত হয়ে গেল এবং ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে দুলতে দুলতে ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল আন্দ্রেই।

'কি হল তোমার?' আশ্চর্য হয়ে সার্জেন্ট-মেজর জিজ্ঞেস করল।

'এই তো পেয়েছি!! ' টেলিফাঙ্কেন!' সাফল্যের আনন্দের একটা চিৎকার কানে এসে বাজল আন্দ্রেইয়ের স্বপ্নের মত এবং আবার উঠে দাঁড়িয়ে দেখল একটা বেতার প্রেরকযন্ত্র তামান্তসেভের হাতে। পুরোটা নিকেল আর এবোনাইটের তৈরী, ওটা ও বের করেছে ব্যাগটা থেকে।

তামান্তসেভের চিৎকারে পিছিয়ে এসে পাভেল বলল—'ওর পিঠটা দেখ, কোমরের কাছে।···ক্যাপ্টেনের কোমরটা দেখ।'

প্রেরকযন্ত্রটা নামিয়ে রেখে, "ক্যাপ্টেনের" প্যান্টের পিছন দিকটা কেটে দিল, দুপাশটা সরিয়ে ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখে নিয়ে ঘোষণা করল, 'ওর শিরদাঁড়ার ডান দিকে কোমরের নিচের দিকটায় কার্বঙ্কল থেকে যে দাগ হয় সেরকম দুটো গোল ক্ষত চিহ্ন আছে।'

'ইভজেনি, এই হল মিসচেঙ্কো!' পাভেল বলল, 'মনে রেখ এই হল মিসচেঙ্কো।'

তামান্তসেভকে সহজে চমকে দেওয়া কঠিন, কিন্তু আজ কয়েক মুহূর্ত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আপ্রাণ চেষ্টা করছিল পুরো ব্যাপারটা বুঝবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছিল না। মিসচেঙ্কোর ফাইলের বিস্তারিত বর্ণনা আর বিশিষ্ট চিহ্নের কথা চিন্তা করে ও চট্ করে "ক্যাপ্টেন"কে চিৎ করে শুইয়ে দিল এবং চোয়ালটা জোর করে ফাঁক করে মুখের ভিতর তাকিয়ে ওপর দিকের চোয়ালে একটা ছোট ধাতুর পাত।

দেখতে পেল। কি জানি কেন আঙুল দিয়ে ওটা ছুঁয়ে দেখল, তারপর জুতোতে হাতটা মুছে ও জানাল সত্যি সত্যিই লোকটা, "মিস চেস্কো।"

আন্দ্রেই ব্লিনভ মিসচেস্কোকে ধরাশায়ী করেছে! কি আশ্চর্যের ব্যাপার। একটা সামান্য আনাড়ী ছোকরা কিনা শেষ পর্যন্ত সেই কিম্বদন্তীর নায়ক মিসচেস্কোকে খতম করেছে, যাকে গত কুড়ি বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশ বার সোভিয়েত এলাকায় প্যারাসুটের সাহায্যে নামানো হয়েছে—যে লোকটাকে দু দশক ধরে ধরবার চেষ্টা করা হচ্ছিল যুদ্ধের প্রথম থেকে দূর প্রাচ্যে এবং পশ্চিম সীমান্তে এবং সকল রণাঙ্গনে এবং যাকে এই ব্যাপক অভিযানেও তারা ধরতে পারে নি। আর তাকেই কিনা আন্দ্রেই এক গুলিতে খতম করেছে, যদিও সে তা করতে চায় নি! এখন সে এ ব্যাপারে দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে, এ নিয়ে আর কেউ অযথা হৈ-হল্লা করবে না; এন, এফ, কাউকে আন্দ্রেইয়ের চুলের ডগাটা পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেবে না।

সে যে একজন শিক্ষার্থী তার জন্য নয় এবং সেনাপতি যে বলেছিলেন অন্ততঃ একজনকে জীবন্ত ধরতে হবে, সে জায়গায় তারা দুজনকে ধরেছে তার জন্যেও নয়। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিশেষ ব্যাপার। সরকারীভাবে বলা যায় যে, এটা তার কর্তব্যও বটে: যাকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে তাকে হত্যা করা প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য। ওকে অবশ্য ও উৎসাহ দিতে পারে, বুঝিয়ে বলতে পারে, কিন্তু চিন্তা করার দরকার নেই—একটু দুঃশ্চিন্তার মধ্যে থাকুক ও। ব্যাপারটা নিয়ে আবার চিন্তা করুক ও, যতক্ষণ না জানতে পারে ওদের জীবিত ধরাটাই কাজ; যে কোন বুদ্ধু গুলি করে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু এটা তো যুদ্ধক্ষেত্র নয় এবং ১৯৪১ সালও নয়।

পাভেল যেন একটা জাদুকর। পুরো একটা বছর পরে...কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠিক অনুমান করে নিয়েছিল যে আমরা আসলে মিসচেস্কোকে ধরবার জন্যেই ঘুরছি, কি আশ্চর্য ব্যাপার।

'কী বলছ তুমি, মিসচেস্কোর কথা আমাদের মনে রাখতে হবে?! তুমি নিজেই ওর প্রতিবেদনটা পেশ করবে!' বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো তামান্তসেভ পাভেলকে লক্ষ্য করে, কথাটা তার ভাল লাগে নি। "মনে রেখো এই হল মিসচেস্কো।" নিশ্চয়ই পাভেল তাদের সবাইকে ছেড়ে চলে

যাচ্ছে না ? তামান্তসেভ জোর দিয়ে বলল, 'তোমার ক্ষতস্থানে একটা নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি।'

'না !' কড়া গলায় প্রতিবাদ জানালো পাভেল, তারপর চাপা গলায় ফিসফিস করে বললো, 'সবার আগে··· ।'

প্রাথমিক-চিকিৎসার প্যাকেটটা লুকিয়ে রাখলো তামান্তসেভ, একটু অভিনয় করার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিল, তারপর মাথা নিচু করে বেশ শান্ত ভঙ্গীতে হেঁটে এগিয়ে গেল ইগরের দিকে। তারপর ওর দিকে তাকালো, এবং যেন এই প্রথম বুঝতে পারলো যে সে মারা গেছে, এবং এখনও সে যে বুঝতে পারে নি এমন ভাব দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলো—'ভাসিয়া ? ওরা আমার ভাসিয়াকে মেরে ফেলেছে ? ।'

ঘাসের ওপর পড়ে থাকা এজেন্টদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একের পর এক দুজনের দিকে কটমটিয়ে তাকালো এবং তারপর পরিস্থিতির মূল ব্যাপারটা যেন সে হঠাৎ বুঝতে পেরেছে তাই হতাশায় এবং ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মুখটা বিকৃত করে "লেফটেনান্টের" দিকে আঙুল দেখিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি, তুমিই ওকে মেরেছো।'

'না ! আমি ওকে মারি নি। আমি মারি নি ! আমি না !' খুব জোর দিয়ে বলতে লাগলো "লেফটেনান্ট"।

'তুমিই করেছ !!! ও ভাসিয়াকে মেরেছে। ও আমার প্রাণের বন্ধুকে মেরেছে !!!' পাগলের মত চারদিকে তাকাতে তাকাতে চিৎকার করে বলতে লাগল তামান্তসেভ, যেন সে আন্দ্রেই, পাভেল আর সার্জেন্ট-মেজরকে সাক্ষী হিসাবে ডাকছে। দুহাতে ওর চাপা-কোটের কলারটা ধরে, যেটা গলার কাছে খোলা ছিল, এত জোরে টান দিল যে কোটটা কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে দুভাগ হয়ে গেল। সবাই ওর বলিষ্ঠ গড়নের বুকটা দেখতে পেল, ঢেউ খেলানো উল্কির চিহ্ন আঁকা আছে সারা বুকে, 'বেজন্মা, আমি জ্যান্ত অবস্থায় তোর চামড়া ছাড়াবো !'

ঘাসেতে আগে থাকতেই পায়ের কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে রাখা রিভলভারটা খুঁজতে লাগলো ও পাগলের মত।

'না !···আমি শপথ করে বলছি, আমি মারি নি !'

'ওর গায়ে হাত দেবে না বলছি,' পাভলেও অভিনয় শুরু করে দিল।

'ও ভাসিয়াকে মেরেছে !!!' গর্জন করে উঠল তামান্তসেভ ঘাস থেকে

রিভলভারটা তুলে নিতে নিতে, তারপর ওটা "লেফটেনান্টের" দিকে তাক্ করে বলে উঠল, 'ওরে শয়তান, জ্যান্ত অবস্থায় তোর চামড়া ছাড়াবো আমি।'

আনিকুশিনের নাম ইগর, ভাসিয়া নয়, এবং "লেফটেনান্টও" তাকে মারে নি, কিন্তু সেগুলো কোন ব্যাপারই নয়। এতক্ষণে আন্দ্রেই বুঝতে পেরেছে যে এটা হল শেষ খেলা, "মুখ-খোলানোর" পদ্ধতি—পদ্ধতিটা ভীষণ নিষ্ঠুর, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বন্দীদের কারুর একজনের কাছ থেকে বিশেষ করে যাকে বেশি দুর্বলচিত্ত মনে হবে তার কাছ থেকে সরেজমিনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদায়ের জন্য এটাই অপরিহার্য পন্থা।

ইগরের আচরণটা একেবারেই বোধগম্য হয় নি এবং গুপ্তঘাঁটিতে ওৎ পেতে থাকার সময় যে বেশ বাধার সৃষ্টি করেছিল, এখন সে মারা গিয়ে তাদের উপকারে আসছে—উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার মৃত্যুকে ঘিরে একটা প্রহসন রচনা করা হচ্ছিল।

অনুরূপ দৃশ্য আগে বহুবার দেখা আছে বলে আন্দ্রেই তামান্তসেভকে পিছন থেকে ঝাপটে ধরল, বাঁ হাত দিয়ে তার লম্বা গলাটা জড়িয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে তামান্তসেভের রিভলভার ধরা হাতটা চেপে ধরল। ওর কিন্তু পরিষ্কার খেয়াল ছিল যে সবকিছু যেন আসলের মত দেখায়, কোন কিছুই যেন কৃত্রিম মনে না হয় এবং নকল নয়, আসলের মতই লড়াই করতে হবে। গতবার পাভেল তাকে সাহায্য করেছিল, তবে এবার পাভেল রক্ত মাখা মুখ নিয়ে ঘাসের ওপর বসে আছে, থেকেও না থাকার মত করে এবং তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আশা করা যায় না।

'ওকে ছোঁবে না।' তামান্তসেভের চিৎকারের প্রতিক্রিয়া দেখাবার ভাণ করে কোনক্রমে পাভেল যেন বলে উঠল, 'এত সাহস তোমার। কথা কানে যাচ্ছে কি?'

'ওকে চেপে ধর। বোমা পড়ার শক পেয়েছিল ও।' আন্দ্রেই চেঁচিয়ে বলে উঠল সার্জেন্ট-মেজরকে যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল আন্দ্রেইকে সাহায্য করতে, ও তামান্তসেভকে চেপে ধরল বাঁ দিক থেকে।

'ছেড়ে দাও!' চিৎকার করে উঠল তামান্তসেভ এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল "লেফটেনান্টের" দিকে, তখনও তার মুখ রাগে এবং দুঃখে বিকৃত হয়ে আছে।

'ও আমার প্রাণের বন্ধুকে মেরে ফেলেছে। ভাসিয়াকে মেরেছে।!! আমি ওর জ্যান্ত ছাল ছাড়াবো!!!'

চিৎকার করে এইসব বলার সময়, সত্যিকারের দুঃখের ভঙ্গীতেই মাথা নাড়ছিল এবং সত্যিকারের চোখের জল এমনভাবে ফেলছিল যে তামান্তসেভের অভিনয়ে এই প্রথম আন্দ্রেই অভিভূত হয়ে উঠল। অতি উৎসাহে নিজের ভূমিকা অভিনয় করলেও তামান্তসেভ হাঁটুর খোঁচা দিয়ে আন্দ্রেইকে মনে করিয়ে দিতে ভুলল না "তার অংশটুকু পালন করতে"।

হাত দুটো পিছনে বাঁধা অবস্থায় কাৎ হয়ে ঘাসের ওপর পড়েছিল "লেফটেনান্ট"। প্রাণের ভয়ে নিজের অজান্তেই পা ঠেলে ঠেলে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছিল; দু টুকরো করে চিরে ফেলা ওর প্যান্ট আর আণ্ডার প্যান্ট দুটোই খুলে বেরিয়ে গেল এ ভাবে চেষ্টা করার জন্যে, শরীরের সাদা অংশটা দেখা যাচ্ছিল।

'আমি ওকে মারি নি', সত্যিকারের আতংকগ্রস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমি শপথ করে বলছি আমি করি নি। আমি ওকে মারি নি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ভয়ংকরভাবে আর্তনাদ করে উঠল তামান্তসেভ "ও ভাসিয়াকে মেরেছে" বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে সার্জেন্ট-মেজরকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। আন্দ্রেই পিছন থেকে তখনও তার ঘাড়ে লেপ্টে আছে, কিন্তু ইচ্ছে করে রিভলভার ধরা বাঁ হাতটা ছেড়ে দিয়েছে। তামান্তসেভ ছুটে গেল "লেফটেনান্টের" দিকে, আর তিনটে গুলি ছুঁড়ল ওর দিকে, ঠিক ওকে লক্ষ্য করে নয়, মাথার ঠিক এক ইঞ্চি ওপর দিকে লক্ষ্য করে।

পরের মুহূর্তে তামান্তসেভ তার রিভলভারের নলটা "লেফটেনান্টের" নাকের নিচে চেপে ধরে সাবধানে এমন করে ঘোরালো যে ওপরের ঠোঁট থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়ল, যাতে লোকটা নাকে বারুদের গন্ধ পেল এবং রক্তের স্বাদও পেল মুখে।

'এত সাহস তোর, এই বদমাশ', পাভেল চেঁচিয়ে উঠল, সে তার অভিনয়ের অংশ তখনও চালিয়ে যাচ্ছে, 'বুদ্ধু, পাগল! ওকে ফেরাও।'

'আমি ওকে মারি নি!!! ছেড়ে দাও আমায়', "লেফটেনান্ট"

ভয়ে কোঁপাতে শুরু করেছে, 'আমি কাউকে মারি নি!!! বাঁচাও!! আমি নয়।'

আন্দ্রেই আর সার্জেন্ট-মেজর কোনরকমে তামান্তসেভকে টেনে কয়েক পা পিছিয়ে আনল, আবার সে "লেফটেনান্টের" দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবারে ওদের দুজনকে সঙ্গে টেনে এনেছে।

'তুই যদি না করে থাকিস— কে করেছে তাহলে?! কে মেরেছে ওকে? এর পরেই হয়তো বলবি তুই আমাদের কাউকে লক্ষ্য করেই গুলি চালাস নি?' জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল তামান্তসেভ, ও বুঝতে পেরে গেছে তার সামনে পড়ে থাকা লোকটা প্রচণ্ড ভয়ে মানুষ যেমন গুটিয়ে যায় ঠিক সেই রকম হয়ে গেছে এবং এটাই উপযুক্ত অবসর যখন ষাঁড়কে শিং ধরে বাগ মানাতে হয়। 'এর পরেই তো গল্প বানাতে শুরু করবি, অপদার্থ কোথাকার! এইমাত্র আমি আমার প্রাণের বন্ধুকে হারিয়েছি, আমার কাছে ওসব গল্প ফাঁদলে চলবে না! এর পরে হয়তো বলবি তোর সংকেত-চিহ্নটাও তোর মনে নেই?!!'

এই সময় আন্দ্রেই শরীরের সব শক্তি দিয়ে তামান্তসেভকে নয়, সার্জেন্ট-মেজরকে ধরে রাখার চেষ্টা করছিল, যে ইতিমধ্যে সত্যি সত্যিই ক্লান্ত হয়ে গেছে আর সত্যি সত্যিই তার ব্যথা করছে—ওকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে তামান্তসেভ ওর কাঁধের হাড়টা সরিয়ে দিয়েছে এবং সেও কি ঘটছে বুঝতে না পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

'যদি বাঁচতে চাস তবে তোদের বেতার প্রেরকযন্ত্রের সঙ্কেত চিহ্নটা বলে ফেল!' ব্যাগের ভেতর থেকে বের করা প্রেরকযন্ত্রটা রিভলভার দিয়ে দেখিয়ে কঠোর গলায় জানতে চাইল তামান্তসেভ, তারপরে ভয়ে বিকৃত হয়ে যাওয়া মুখের মধ্যে রিভলভারের নলটা পুরে দিয়ে "লেফটেনান্টকে" আবার জিজ্ঞেস করল, 'সঙ্কেত-চিহ্নগুলো কি? বল।'

'আমি ... আমি বলব! ... আমি সব বলব!' ভয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় "লেফটেনান্ট" বার বার একই কথা বলল: 'এস-টি-আই ... এস-টি-আই ...।'

'এস-টি-আই-মানে কি?' তামান্তসেভ চেঁচিয়ে উঠল, উত্তেজনায় ওর বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছিল ... 'কে-এ-ও, ... কি?'

'গতকাল পর্যন্ত ওটাই ছিল সঙ্কেত-চিহ্ন...আজ এস-টি-আই।'

'তোরা কজন আছিস ?' তামান্তসেভ সরাসরি প্রশ্ন করে বসল, রিভলভারটা একটু সরিয়ে নিল বটে কিন্তু মুখে বীভৎস ভাবটা ফুটিয়েই রাখল। 'তোরা কজন এই জঙ্গলে এসেছিস ? শিগ্‌গীর বল !'

'তিনজন...।'

'দলের নেতা কে ?'

'ওই যে ওখানে' "লেফটেনান্ট" চোখের ইশারায় মিসচেঙ্কোকে দেখাল।

'ওর সাঙ্কেতিক নাম কি ? বেতার সংবাদ পাঠাবার সময় !...তাড়াতাড়ি বল।'

'ক্রাভৎসভ...।'

'আর কুলাগিন কোথায় ?' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল তামান্তসেভ (ওরা পাওলোস্কির কাছে যে কাগজপত্র পেয়েছিল তাতে কুলাগিনের নাম ছিল)।

'এই জঙ্গলেই আছে...আমাদের জন্যে ওর অপেক্ষা করার কথা...।'

'করার কথা...'হতাশ হয়ে তামান্তসেভ থুতু ছিটোলো, মন মেজাজ ওর খুবই খারাপ হয়ে গেল।

'আর ম্যাটিল্ডা ?' ম্যাটিল্ডা কোথায় ?'

'ও এখানে নেই...ও আছে সিয়াউলিআইতে।'

'ও কি যুদ্ধ সীমান্তের সদর দপ্তরের একজন অফিসার ?' সঙ্গে সঙ্গে তামান্তসেভ জানতে চাইল (পলিয়াকভের অনুমান তাই ছিল)। 'ওর পদমর্যাদা কি ? শিগ্‌গীর বল।'

'ও একজন ক্যাপ্টেন...যুদ্ধ সীমান্তের সঙ্কেতলিপি পাঠোদ্ধারের অফিসে কাজ করে...।'

'ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। যদি বাঁচতে চাস, তাহলে ওটা তোকে করতেই হবে। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিবি। বুঝেছিস ?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...।'

'আর "নোটারি" ? লোকটা কে, কোথায় আছে ?'

'রেলে চাকরী করে, গ্রোদনোতে...।'

'চেজল্ কোমারনিকি !!' চাপা আনন্দে চিৎকার করে উঠল তামান্তসেভ (হয়তো এটাও আশা করেছিল পলিয়াকভ)। 'এবার উত্তর দে !!'

'চেঞ্জল্, হ্যাঁ, কিন্তু আমি ওর পদবী জানি না।

'ইঞ্জিনের সান্টার? লম্বা লোক, চুলটা সাদা, মুখটাও লম্বা, বঁড়শির মত নাক?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ।'

'হাজার জনের মধ্যে থেকে তোমার মুখটা আমি খুঁজে বের করতে পারি কিন্তু।' আনন্দের উত্তেজনা আর চেপে রাখতে না পেরে তামান্তসেভ বলে উঠল, 'তুমিই কি বেতার কর্মী?'

'হ্যাঁ...' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল "লেফটেনান্ট"।

'ঠিক আছে!'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হাতের মুঠিটা একটু আলগা করল এবং এই মুহূর্তটার জন্যেই অপেক্ষা করেছিল আন্দ্রেই, সে সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে তামান্তসেভের হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়ে সরে গেল। এবং যেন হঠাৎ নিজেকে সামলাতে পেরেছে এমন ভাব দেখিয়ে তামান্তসেভও মাথা নাড়তে লাগল এবং আবার আগের মত স্বচ্ছন্দ আর শান্ত হয়ে গেল।

এই দুর্লভ সুখবাদ পলাতক সৈন্যদের খুঁজে বের করে হত্যা করার ভার প্রাপ্ত সৈনিকরা খুব কমই পায়, যে কাজটা তাভকা স্বয়ং নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে তার শেষ পর্যায়ে "সত্যের মুহূর্ত" করায়ত্ত হলে ভীষণ আনন্দ হয়। ও বুঝতে পেরেছে "লেফটেনান্ট" মিথ্যে কথা বলে নি এবং অমূল্য খবর জোগাড় করতে পেরেছে সে। এই ঘটনায় তামান্তসেভের পক্ষেই সম্ভব এই বিশেষ "সত্যের মুহূর্ত"টির মর্ম উপলব্ধি করা। এবং সে যে আজ "ম্যাটিল্ডাকে" ধরতে পারবে (আর এই কাজটা গুছিয়ে তোলার ব্যাপারে তার থেকে সুযোগ্য কে আর আছে?) ভেবে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। অন্য রণাঙ্গনের পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের নাকের ডগা থেকে "ম্যাটিল্ডাকে" ছিনিয়ে আনার ব্যাপারটা নিয়ে যদি এন. এফ. আর. সেনাপতির সঙ্গে কথা বলা যেত! কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে আন্দ্রেই আর "লেফটেনান্টকে" নিয়ে তামান্তসেভ যেন পৌঁছে গেছে সিয়াউলিয়াইতে......।

'তোমার নাম কি?' তামান্তসেভ জানতে চাইল: "লেফটেনান্টের" সঙ্গে কিছুটা সাধারণ ভাষায় কথা বলার প্রয়োজন, তারপর সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, যে নাম তোমার মা তোমাকে দিয়েছিলেন, জার্মানদের দেওয়া নাম নয়!'

'সের-গেই...।'

বেশ নাম। তামান্তসেভ ঘাড় নেড়ে সায় দিল। দ্যাখো তুমি যদি ভাসিয়াকে না মেরে থাক আর তোমাদের "ম্যাটিল্ডাকে" ধরার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য কর ... তাহলে তুমি বাঁচতে পার।' বেশ উদার হয়ে ঘোষণা করলেও কিছুটা অনিচ্ছা যেন তামান্তসেভের আছে। 'আমি যেভাবে বলবো সেইভাবে তোমাকে নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে হবে। আর তুমি যদি অন্য কিছু করার চেষ্টা করো, তাহলে কিন্তু সেরগেই তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য আর কাউকে দোষ দিতে পারবে না', তামান্তসেভের কণ্ঠস্বর যেন একটু কেঁপে উঠল এবং মুখে বিষাদের ছায়া ফুটে উঠল, ও আবার বলল, 'যদি তুমি হঠকারিতা করে অন্য কিছু করে বোসো এবং আমি যদি বলি যে এটাই তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত তখন কিন্তু আমার কথা উল্টো বুঝো না ... বুঝতে পারছ আমার কথা? ... আমরা এখুনি "ম্যাটিল্ডার" কাছে যাব।' একটু চুপ করে থাকার পর বলল যে, 'আমরা বিমানে যাব এবং আজই তুমি ওর দেখা পেতে পার।'

তারপর পাভেলের দিকে ফিরে খুব জোরে চেঁচিয়ে প্রত্যেকটি শব্দ সুস্পষ্ট করে বলল, 'কমরেড ক্যাপ্টেন, ঠাকুমা পৌঁছে গেছে!'

এটাই ছিল পূর্ব নির্ধারিত সংকেত, যার অর্থ "আমরা ওদের ধরেছি", অর্থাৎ নিয়েমেন গোষ্ঠীর মূল অংশটিকে বন্দী করা হয়েছে এবং বেতার প্রেরক যন্ত্র দখল করা হয়েছে।

'সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ তো?' পাভেল প্রশ্ন করলো, দ্বিধার ভাবটি সুস্পষ্ট।

'সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ! তামান্তসেভ ওকে আশ্বাস দিল, 'আমি শপথ করে বলতে পারি।'

"ঠাকুমা পৌঁছে গেছে!" ... থলেতে পোরা হয়েছে তাহলে—ঠাকুমা এখানেই! ঈশ্বরের কৃপা! ঝাপসা হয়ে আসা বার্চ গাছের চূড়া আর অস্পষ্ট লাল কুয়াশায় আচ্ছন্ন ঝোপগুলো পাভেলের চোখের সামনে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে এবং সেগুলোকে থামাবার কোন ক্ষমতাই তার নেই। তার মাথাটা দপ দপ করছে যেন অন্য একটা হৃৎপিণ্ড এবং কান ঝন ঝন করছে। ঠিক দায়িত্বের মুহূর্তটিতে সে তার অসহায় অবস্থার জন্যে বেকার হয়ে গেছে এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে পাভেল সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিজেকে খাড়া রাখার চেষ্টা করছিল। এখনও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া

বাকী আছে। দেহের শেষ শক্তিটুকু একত্রিত করে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে হাতঘড়িটা চোখের কাছে নিয়ে গিয়ে কাঁটাগুলো দেখার চেষ্টা করছিল : শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল—৮টা বাজতে ৫ মিনিট বাকী।

সিলোভিচি জঙ্গলের চারধারে সৈন্যদের বেষ্টনী এবার পুরো হয়ে যাবে। সাত হাজার সৈনিক ও বেতার প্রেরক যন্ত্র লাগান তিনশো গাড়ি, অনুসন্ধানী কুকুর, পরিখা খননকারী ও মাইন-অনুসন্ধানকারীরা জঙ্গলের চারপাশে ঘুরছে, অতি উৎসাহ ও সাবধানতার সঙ্গে পলিয়াকভ রচিত অভিযানটি শুরু করার নির্দেশের আশায়, যেটা অবশ্য ইতিমধ্যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে…

ঐ অভিযান বাতিল করতে হবে, বন্ধ করতে হবে : এখনও সময় আছে…।

'সার্জেন্ট-মেজর', বেতার-কর্মীর দিকে মুখ ফেরাল পাভেল, ওকে অবশ্য দেখতেও পাচ্ছিল না, বা কথা শুনতেও পাচ্ছিল না। বেশ কষ্ট হচ্ছিল ওর কথা বলতে, তবু জানাল,—'প্রথমকে জানাও—"ঠাকুমা পৌঁছে গেছে … প্রত্যাহার করে নাও … আমাদের সাহায্যের দরকার নেই!"—এই খবরটা বারবার পাঠাও', কথাটা বিড় বিড় করে বলতে বলতে ওর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, যে হাতে রক্ত মাখা ব্যাণ্ডেজটা চেপে ধরেছিল সেটা খসে পড়ল মাটিতে। "ঠাকুমা…।"

'ওটা বারবার পাঠাও', কঠোর স্বরে তামান্তসেভ নির্দেশ দিল সার্জেন্ট-মেজরকে এবং পাভেলের চিবুকটা চট্ করে ধরে নিল এবং অন্য হাত দিয়ে চটপট ওর রক্ত মাখা চাপা-কোটের কলারটা খুলে দিল। "ঠাকুমা পৌঁছে গেছে! প্রত্যাহার করে নাও। আমাদের সাহায্যের দরকার নেই!" তাড়াতাড়ি … দৌড় দাও … জোর কদমে দৌড়োও।'

ক্ষতস্থান থেকে সাবধানে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে তামান্তসেভ প্রথমেই দেখল যে রক্ত ক্ষরণ আগের মত হলেও পাভেলের মাথাটা তেমন গভীরভাবে কাটে নি। 'তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়', ক্ষতস্থানে নতুন ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে লাগল তামান্তসেভ, কিন্তু উত্তেজনা তখনও কমে নি তার। 'পাভেল তুমি এক অসাধারণ জাদুকর! … আমরা ওদের ধরেছি!' ও চেঁচিয়ে উঠল এবং হাতে রক্ত মাখা অবস্থাতেই আহত পাভেলের কপালে সশব্দে চুমু খেল, জয়ের আনন্দটা সে আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছিল না। 'তুমি ওদের বাধ্য করেছিলে খোলা জায়গায় আসতে। … তুমি মিসচেঙ্কোর

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলে ! ... পাভেল, তুমি কল্পনাও করতে পারছ না কি অসাধারণ প্রতিভা তোমার !'

ওদিকে সার্জেন্ট-মেজর ঝোপের আড়ালে তার প্রেরক যন্ত্রের কাছে চলে গেছে। তামান্তসেভ ভালভাবেই বুঝতে পারছিল যে বেতার-কর্মীকে যে খবরটা পাঠাবার জন্য পাভেল দিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয় : তাদের সাহায্যের দরকার ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শেষ বাক্যটা এইরকম হওয়া উচিত ছিল : 'আমাদের দুটো হিমঘর আছে, আর একটা করোটি কেস'. যাতে জঙ্গলের বাইরের সীমা থেকে ওরা কাউকে পাঠাতে পারে মৃত দেহগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন একজন ডাক্তার পাঠায়। কিন্তু সেটাও কয়েক মিনিট পরে হলেও চলতে পারে, ফলে তামান্তসেভ কোন পরিবর্তন ঘটাল না। ও এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে ঠিক ঐভাবে মূল খবরটা পাভেল পাঠিয়েছে পলিয়াকভ, সেনাপতি এবং লিডা আর মস্কোর বহু লোক যারা গত কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছে, তাদের শান্তির জন্যে।

তামান্তসেভ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝটিতি ঐ দুজন এজেন্টকে দেখে নিল যাদের ও বেঁধে রেখেছে : ঠিক যেভাবে পড়ে থাকা উচিত ঐ ভাবেই আছে, পিঠে পিঠ দিয়ে, নিশ্চল অবস্থায়, কারুর মুখে কথা নেই। "নুডলের" জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে আসছে এবং মাথাটা নড়তে শুরু করেছে। ঐ দুজনের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ পা দূরে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আন্দ্রেই, ঠিক যেমনটি দরকার।

'এতো সবকিছু ঠাকুমার জন্যে।' এতক্ষণে তামান্তসেভ পুরোপুরি বুঝতে পেরে গেছে নিয়েমেন অভিযান শেষ হয়েছে এবং জার্মান বেতার কর্মীটি অক্ষতই আছে এবং বেতার-খেলার জন্যে নিশ্চয়ই উপযুক্ত আছে। দ্বিতীয় এজেন্টটিও জীবিত ধরা পড়েছে, আর বেতার-প্রেরক যন্ত্রটাও ; এটাই শেষ নয়, "ম্যাটিল্ডাকে" ধরার সত্যিকারের সুযোগ আছে, যে স্তাভকার মাথা ব্যাথার বিশেষ কারণ, আজ সকালেই পাভেল সে কথা বলছিল।

হঠাৎ তামান্তসেভের মনে হল আর কয়েক মিনিটের জন্যে শক্তিশালী বেতার যন্ত্রগুলো 'ঠাকুমার পৌঁছানো' সংবাদ পাঠাতে শুরু করবে, যা শুধু সামরিক পাল্টা-গোয়েন্দা বিভাগের কাছেই সুসংবাদ নয় : বন্দী এজেন্টদের কথা শু ধু লিডাতে নয়, মস্কোতেও পৌঁছে যাবে।

ও কল্পনা করতে পারছিল এন. এফ.-এর মুখ কিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং কিভাবে তিনি—অবশ্য যদি উনি ছদ্মবেশী ভগবান না হন, অন্ততঃ অপরাধ নিরূপণে সর্বশক্তিমানের বিশেষ প্রতিনিধি তো বটেই—হাসি হাসি মুখে বলবেন, 'চমৎকার কাজ হয়েছে ভাই! চমৎকার কাজ!' মনের মধ্যে উচ্ছ্বসিত আবেগকে চেপে রাখতে না পেরে তামান্তসেভ, ব্যাণ্ডেজের দ্বিতীয় প্যাকেটটা খুলে পাভেলের ক্ষতস্থানে চেপে ধরে আনন্দে চিৎকার করে উঠল : 'ঠাকুমা···ঠাকুমা পৌঁছে গেছে !!!'